

**HSC-2027**

**মাতালাল TEXT**

(For HSC & Pre-Admission)

**বাংলা**  
২য় পত্র



**উদ্দাম**

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার মধ্য দিয়ে তোমরা শিক্ষা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে পদার্পণ করেছ। এই সময়ের পড়াশোনাই তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত রচনায় সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। তাই এখন থেকে তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সুপরিকল্পিত ও গোছানো হওয়া আবশ্যিক। এই বইটি একদিকে যেমন তোমাদেরকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে তোমাদের চিন্তার গভীরতা বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে; যা তোমরা সামনের দিনগুলোতে কাজে লাগাতে পারবে।

তোমরা যাতে তোমাদের প্রস্তুতি খুব সহজে নিতে পারো ও টপিকের গুরুত্ব বুঝে পড়তে পারো সে লক্ষ্যেই আমরা তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি এই 'Parallel Text'। আমরা তো মূল বই পড়ি, তবে কেন এই 'Parallel Text'—এমন প্রশ্ন তোমাদের মাথায় আসতেই পারে। আমরা জানি বাংলা ব্যাকরণ হলো অত্যন্ত বিস্তৃত বিষয় এবং সেটা অনুভব করেই আমরা চেষ্টা করেছি কী করে 'বাদ যাবে না একটি টপিক' এই ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায়। যেখানে তোমাদের সিলেবাসের টপিকগুলোর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত তো থাকবেই পাশাপাশি থাকবে সহায়ক আরও অনেক তথ্য।

ঊর্দ্ধ্বম বিশ্বাস করে, শিক্ষার প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পেতে বুঝে বই পড়া ও প্রতিটি টপিক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখা খুবই জরুরি। সাথে সাথে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন সম্পর্কেও অবগত থাকা প্রয়োজন। তাই আমরা 'Parallel Text' বইটি প্রস্তুত করেছি এই সকল কিছুর সমন্বয়ে, যেখানে বোর্ড বইয়ের আলোকে টপিকভিত্তিক সহজবোধ্য আলোচনা ও উদাহরণের পাশাপাশি আরও রয়েছে—

- ▶ ব্যাকরণের জটিল বিষয়গুলোর সহজবোধ্য বিশ্লেষণ
- ▶ প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি
- ▶ নির্মিতি অংশের টপিকগুলোর লিখন-কৌশল
- ▶ টপিকভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান এবং
- ▶ বিগত বছসমূহের বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

এছাড়াও অধ্যায় শেষে অনুশীলনের জন্য থাকছে গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাকটিস প্রবলেম ও বইয়ের শেষে থাকছে বোর্ড অনুরূপ একটি মডেল টেস্ট। সর্বোপরি, ব্যাকরণ ও নির্মিতি অংশের প্রশ্ন সমাধানের এক অনন্য উপায় হিসেবে তোমরা বইটিকে চিন্তা করতে পারো।

আমাদের সাধারণ প্রবৃত্তি হলো— বই দাগিয়ে পড়া। একজন শিক্ষার্থী ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই দাগিয়ে কাটিয়ে দিলে সেখানে যে পরিমাণ Efficiency loss হয় সেই ঘাটতি পরীক্ষার আগে পূরণ করা অসম্ভব। তাই অনেক সময় দেখা যায় যে, পড়াশোনায় দীর্ঘ সময় মনোনিবেশ করার পরও সিলেবাস শেষ হচ্ছে না, ফলে আশানুরূপ ফলাফলও আসছে না। তাই তোমাদের মূল্যবান সময়ের কথা মাথায় রেখে 'Parallel Text'—এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত ভিন্ন কালিতে Mark করা হয়েছে, যা কি না তোমাকে মুক্তি দিবে বই-দাগানোর দায় থেকে। এছাড়াও বিভিন্ন চার্ট ও ছকের ব্যবহার বাড়িয়ে 'Parallel Text'—কে তোমাদের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক করে তোলা হয়েছে।

আশা করি বইটি তোমাদের কনসেন্ট ক্লিয়ার করতে এবং পরীক্ষার সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, আর সেটাই হবে আমাদের সার্থকতা। তোমাদের সকলের জন্য রইলো অনেক শুভকামনা।

ঊর্দ্ধ্বম একাডেমিক টিম



# স্যালালাল TEXT

(For HSC & Pre-Admission)

## বাংলা ২য় পত্র

(ফুল সিলেবাস)

### সার্বিক ব্যবস্থাপনায়

ঈদ্রাম একাডেমিক টিম

### অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়

মাহমুদুল হাসান সোহাগ

মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

### কৃতজ্ঞতা

ঈদ্রাম-উল্লেখ-উত্তরণ

শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

### প্রকাশনায়

ঈদ্রাম একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেন্দ্র

### প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: জুন, ২০২৩

সর্বশেষ সংস্করণ: মে, ২০২৫

Fixed Price

৪৯৫/-

(চারশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র)

## কপিরাইট © ঈদ্রাম

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনো অংশই প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ডিং, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি, বিতরণ বা প্রেরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

# উৎসর্গ

আমরা স্কুলে মুক্ত আকাশে উড়ন্ত পতাকাকে সামনে রেখে  
জাতীয় সংগীতের সুর ধরার আগে যে মানুষটি পতাকাটিকে শূন্যে  
ওড়ায়; ছুটির ঘণ্টা বাজানোর জন্য যে লোকটি অপলক তাকিয়ে থাকে  
ঘড়ির কাঁটার দিকে; যার একান্ত পরিচর্যায় শিক্ষাঙ্গন পরিণত হয়  
ফুলের বাগানে; প্রতিটি স্কুলের 'দপ্তরি' নামক নিবেদিত প্রাণ এ  
সকল মানুষদের...



# সূচিপত্র

| ক্র.নং | বিষয়বস্তু                                        | পৃষ্ঠা নং |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|
|        | <b>ব্যাকরণ অংশ</b>                                |           |
| ০১     | বাংলা উচ্চারণের নিয়ম ✓                           | ০২-২০     |
| ০২     | বাংলা বানানের নিয়ম ✓                             | ২১-৩১     |
| ০৩     | বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি ✓                | ৩৩-৫৫     |
| ০৪     | বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়া (উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস) | ৫৬-১০৩    |
| ০৫     | বাক্যতত্ত্ব                                       | ১০৪-১২৪   |
| ০৬     | বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ             | ১২৫-১৫২   |
|        | <b>নির্মিতি অংশ</b>                               |           |
| ০৭     | পারিভাষিক শব্দ ও অনুবাদ                           | ১৫৩-১৬৯   |
| ০৮     | দিনলিপি, অভিজ্ঞতা বর্ণন, ভাষণ ও প্রতিবেদন         | ১৭০-১৯১   |
| ০৯     | বৈদ্যুতিন চিঠি, খুদেবার্তা, পত্রলিখন ও আবেদনপত্র  | ১৯২-২১০   |
| ১০     | সারাংশ, সারমর্ম, সার-সংক্ষেপ ও ভাব-সম্প্রসারণ     | ২১১-২৩৩   |
| ১১     | সংলাপ ও খুদেগল্প লিখন                             | ২৩৪-২৫০   |
| ১২     | প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা                               | ২৫১-২৭৪   |
| ১৩     | মডেল টেস্ট                                        | ২৭৫-২৭৬   |

আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই  
বইয়ে যদি কোনো ত্রুটি থেকে যায়  
সংশ্লিষ্ট সম্পর্কে আমাদের জানাতে নিচের  
QR কোডটি স্ক্যান করো।



এই বইটির পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও  
সংশোধন সম্পর্কে আপডেট পেতে উপরের  
QR কোডটি স্ক্যান করো।





# বাংলা ২য় পত্র

## মাত বণ্টন

### প্রশ্ন কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

সময়: ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান: ৩০ + ৭০ = ১০০

#### • ব্যাকরণ: ৩০ নম্বর

- ✓ উচ্চারণের ৫টি নিয়ম অথবা ৮টি শব্দের মধ্যে ৫টি শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করতে হবে। ..... ০৫ নম্বর।
- ✓ বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের ৫টি নিয়ম অথবা ৮টি ভুল বানানের শব্দ থেকে যেকোনো ৫টি শুদ্ধ করে লিখতে হবে। ..... ০৫ নম্বর।
- ✓ ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি থেকে ১টি বর্ণনামূলক প্রশ্ন অথবা প্রদত্ত অনুচ্ছেদ থেকে নির্দিষ্ট শব্দশ্রেণি চিহ্নিত করতে হবে। ..... ০৫ নম্বর।
- ✓ উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস থেকে ২টি প্রশ্ন থাকবে। যেকোনো ১টির উত্তর দিতে হবে (প্রতিটি প্রশ্নেই ৮টির মধ্যে পাঁচটির উত্তর দিতে হবে)। ..... ০৫ নম্বর।
- ✓ বাক্যভঙ্গি অংশ থেকে ১টি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে অথবা ৮টি বাক্যের মধ্যে ৫টির বাক্যান্তর করতে হবে। ..... ০৫ নম্বর।
- ✓ বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ থেকে ৮টি অভিন্ন বাক্যের মধ্যে ৫ টিকে শুদ্ধ করতে হবে অথবা একটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অপপ্রয়োগসমূহ শুদ্ধ করতে হবে। ..... ০৫ নম্বর।

#### • নির্মিত: ৭০ নম্বর

- ✓ ১৫টি পারিভাষিক শব্দ থেকে ১০টির বাংলা রূপ লিখতে হবে অথবা ১টি ইংরেজি অনুচ্ছেদকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে। ..... ১০ নম্বর।
- ✓ দিনলিপি লিখন অথবা অভিজ্ঞতা বর্ণন থেকে ১টি এবং ভাষণ অথবা প্রতিবেদন থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। দুটির মধ্যে ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ..... ১০ নম্বর।
- ✓ বৈদ্যুতিন চিঠি অথবা খুদেবার্তা থেকে ১টি এবং পত্রলিখন অথবা আবেদনপত্র থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। দুটির মধ্যে ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ..... ১০ নম্বর।
- ✓ সারাংশ, সারমর্ম ও সার-সংক্ষেপ থেকে ১টি এবং ভাব-সম্প্রসারণ থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। দুটির মধ্যে ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ..... ১০ নম্বর।
- ✓ সংলাপ রচনা থেকে ১টি এবং খুদেগল্প রচনা থেকে ১টি প্রশ্ন থাকবে। দুটির মধ্যে ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ... ১০ নম্বর।
- ✓ প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা: ৫টি বিকল্প থাকবে। ১টির উত্তর করতে হবে। ..... ২০ নম্বর।

সর্বমোট-১০০ নম্বর।



## ব্যাকরণ

## বাংলা উচ্চারণের নিয়ম



বাক্শিল্পের অন্তর্ভুক্ত একটি বাচনিক প্রক্রিয়া হলো উচ্চারণ। প্রতিটি শব্দের প্রমিত উচ্চারণের জন্য কতগুলো সূত্র বা নিয়ম প্রণীত হয়েছে। ভাষাতত্ত্ববিদ ও ব্যাকরণবিদগণ বাংলা ভাষার প্রতিটি শব্দের সঠিক উচ্চারণের জন্য যে সকল নিয়ম বা সূত্র প্রণয়ন করেছেন, সেসব নিয়ম বা সূত্রের সমষ্টিকে বলা হয় উচ্চারণের নিয়ম বা রীতি।

## ❖ 'অ' ধ্বনি:

শব্দে অবস্থানভেদে 'অ' দূরকমে লিখিত হয়:

- শব্দের আদিতে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত 'অ'। যেমন: অমর, অনেক, অমল ইত্যাদি।
- শব্দের মধ্যে অন্য বর্ণের সঙ্গে বিলীনভাবে ব্যবহৃত 'অ'। যেমন: কর, বল ইত্যাদি। এখানে 'ক' এবং 'ব' আর 'ব' এবং 'ল' বর্ণের সঙ্গে 'অ' বিলীন হয়ে আছে। (ক্ + অ + র্ + অ; ব্ + অ + ল্ + অ)।

## ❖ শব্দের অ-ধ্বনির দুই ধরনের উচ্চারণ পাওয়া যায়:

- বিবৃত বা স্বাভাবিক উচ্চারণ। যেমন: অমল, অনেক, অমর ইত্যাদি।
- সংবৃত বা ও-ধ্বনির মতো উচ্চারণ। যথা: অভ্যাস, অমনি, মন। এ উচ্চারণগুলোতে অ-এর উচ্চারণ অনেকটা ও-এর মতো (ওব্ভাশ্, ওম্নি, মোন)।

## ❖ আদ্য-অ:

| সূত্র                      | নিয়ম                                                                                                                                                                                                                         | উদাহরণ                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [অ + ই > ওই; অ + উ > ওউ]   | শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে [স্বতন্ত্র বা স্বাধীন (অ) কিংবা ব্যঞ্জে যুক্ত (ক্ + অ = ক, গ্ + অ = গ)] এবং তারপরে 'ই'-কার (হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ), 'উ'-কার (হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ) থাকে তবে সে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। | অভিধান (ওভিধান), অভিযান (ওভিজান), অতি (ওতি), অসি (ওশি), বধু (বোধু), অনুদিত (ওনুদিতো) ইত্যাদি।                                                                                                       |
| [অ + য (্য) ফলা > ও]       | শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'য'-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ প্রায়শ 'ও'-কারের মতো হয়।                                                                                                                    | বন্যা (বোন্না), অধ্যক্ষ (ওদ্যোক্ষো), অভ্যাগত (ওব্ভাগতো), অর্ঘ্য (ওর্ঘ্যো), পথ্য (পোত্থো) ইত্যাদি।<br>ব্যতিক্রম: কথ্য (কত্থো), বন্দ্যোপাধ্যায় (বন্দ্যোপাদ্যায়), অন্ত্যোষ্টি (অন্ত্যোষ্টি) ইত্যাদি। |
| [অ + ক্ষ > ও; অ + জ্ঞ > ও] | শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'ক্ষ' [ক্ + ষ = খিয়ো], 'জ্ঞ' [জ্ + ঞ = জ্ঞ] থাকলে, সে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়ে থাকে।                                                                                                 | অক্ষাংশ (ওক্খাংশো), অক্ষাংশ (ওক্খাংশো), দক্ষ (দোক্খো), যক্ষ (জোক্খো), লক্ষণ (লোক্খোন), যজ্ঞ (জোগ্গো) ইত্যাদি।<br>ব্যতিক্রম: লক্ষণ (লক্খোন), যক্ষ্মা (জক্খা), ইত্যাদি।                               |
| [অ + ঝ (়) (কার) > ও]      | শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর (়) ঝ-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও, এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়।                                                                                                                | মসৃণ (মোস্‌সূন), বক্তৃতা (বোক্‌তৃতা), কর্তৃকারক (কোর্ত্‌কারোক্) ইত্যাদি।                                                                                                                            |



|                            |                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ‘অ’ যুক্ত (৷) র ফলা        | শব্দের প্রথমে ‘অ’ যুক্ত র-ফলা (৷) থাকলে সেক্ষেত্রেও আদ্য ‘অ’ এর উচ্চারণ সাধারণত ‘ও’-কার হয়ে থাকে।                         | ক্রম (ক্রোম), গ্রহ (গ্রোহো), গ্রন্থ (গ্রোন্থো) ইত্যাদি।                                                                     |
|                            | কিন্তু ‘অ’ যুক্ত র-ফলার পরে ‘য়’ থাকলে সে ‘অ’-এর উচ্চারণ প্রায়শ অবিকৃত থাকে।                                              | ক্রয় (ক্রয়), ত্রয় (ত্রয়), শ্রয় (শ্রয়) ইত্যাদি।                                                                        |
| একাক্ষর শব্দে              | একাক্ষর বিশিষ্ট (Monosyllable) শব্দের প্রথমে ‘অ’ এবং পরে দন্ত্য-‘ন’ থাকলে কোথাও কোথাও সে-‘অ’-এর উচ্চারণ ‘ও’-কারের মতো হয়। | মন (মোন), বন (বোন), ইত্যাদি।                                                                                                |
|                            |                                                                                                                            | ব্যতিক্রম: জন (জন)                                                                                                          |
| নেতিবাচক অর্থে ‘অ’ বা ‘অন’ | নেতিবাচক বা না অর্থে ‘অ’ বা ‘অন’ হলে এসব ‘অ’ সর্বত্র অবিকৃত ‘অ’ হিসেবে উচ্চারিত হয়।                                       | অনিকেত (অনিকেত), অবিচার (অবিচার), অনিবার (অনিবার), অনিন্দ্য (অনিন্দো), অজ্ঞান (অগুণ্যান) ইত্যাদি।                           |
| সহিত অর্থে ‘স’             | সহার্থে বা সহিত অর্থে ‘স’ সংযুক্ত হলে সেই ‘স’ এর সঙ্গে নিহিত থাকা ‘অ’ সর্বত্র অবিকৃত উচ্চারিত হয়।                         | সজীব (শজিব), সগুণ (শগুণ), সহৃদয় (শাহৃদয়), সতৃষ্ণ (শতৃষ্ণো), সলজ্জ (শলজ্জো), সপরিবার (শপরিবার), সজ্ঞান (শগুণ্যান) ইত্যাদি। |

## ❖ মধ্য-অ:

| নিয়ম                                                                                                                                                                                         | উদাহরণ                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| শব্দমধ্যস্থিত ‘অ’ (ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত) আদ্য- ‘অ’-এর মতোই ই, (ি), ঈ (ী), উ (ূ), উ (ৃ), ঋ (ৄ), ঌ (৅)-কার এবং ঙ্ক, জ্ঞ, য (য়)-ফলার আগে থাকলে সে ‘অ’-এর উচ্চারণ সাধারণত ‘ও’-কারের মতো হয়ে থাকে। | অনতি (অনোতি), অতরণ (অতোরুন), আক্ষরিক (আক্খোরিক), শতমূল (শতোমূল), উপকূল (উপোকুল), অগত্যা (অগোত্যা), সৌজন্য (শৌজ্জোন্নো), অকথ্য (অকোত্থো), অসভ্য (অশোব্ভো) ইত্যাদি। |
| তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্য ‘অ’-এর আগে যদি অ, আ, এ এবং ও-কার থাকে তবে পদ-মধ্যের ‘অ’-এর ‘ও’-কাররূপে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা থাকে সমধিক।                                             | অতএব (অতোএব), কাগজ (কাগোজ), কানন (কানোন), ডাগর (ডাগোর), সাগর (শাগোর), নাগর (নাগোর), বাদর (বাদোর), আদর (আদোর), বেতন (বেতোন), কোমর (কোমোর), কোমল (কোমোল) ইত্যাদি।   |
| বাংলা ভাষায় বেশকিছু সমাসবদ্ধ ‘তৎসম’ (সংস্কৃত) শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেগুলো পৃথক উচ্চারণে হসন্ত হলেও সমাসবদ্ধ অবস্থায় মধ্য ‘অ’ রক্ষিত হয়ে ও-কারান্ত রূপে উচ্চারিত হয়।                          | লোককান্ত [লোকোকান্তো (লোক)], দীনবন্ধু [দিনোবান্ধু (দিন)], রণতূর্য [রনোতুর্জো (রন)], গীতগোবিন্দ [গিতোগোবিন্দো (গিত)] ইত্যাদি।                                      |

**নোট:** কিন্তু এ ধরনের বেশ কিছু সমাসবদ্ধ পদ (বাংলা প্রমিত উচ্চারণেও) আর পূর্বরীতিতে উচ্চারিত হচ্ছে না, অর্থাৎ সাম্প্রতিক উচ্চারণে মধ্য ‘অ’-এর স্থানে হসন্ত উচ্চারণ প্রবণতা দেখা যায়। যেমন: রাজপুত্র (‘রাজোপুত্রো’ নয়, ‘রাজপুত্রো’), ফুলশয্যা (‘ফুলোশোজ্জা’ নয়, ‘ফুলশোজ্জা’) ইত্যাদি।

## ❖ অন্ত্য-অ:

শব্দান্তের ‘অ’ বাংলা ভাষায় সংস্কৃত বা প্রাকৃতের মতো উচ্চারিত হয় না। এই ‘অ’ ধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে লিপ্ত বা মিশে থাকে বলে প্রায়শ হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন: গান (গান), পুলিন (পুলিন), মলিন (মোলিন), গাছ (গাছ), মাছ (মাছ), দিবস, (দিবশ) ইত্যাদি। কিন্তু সর্বত্রই এরূপ নিয়মে উচ্চারিত হয় না, ক্ষেত্রবিশেষে এই ‘অ’ রক্ষিত হয় এবং ও-কারান্ত উচ্চারিত হয়। অন্ত ‘অ’ ধ্বনি উচ্চারণের কতিপয় নিয়ম নিম্নে দেওয়া হলো:



| নিয়ম                                                                                                                                                                        | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| বাংলা ভাষায় বেশকিছু বিশেষণে অথবা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত পদের অন্তিম 'অ' লুপ্ত না হয়ে ও-কারান্ত উচ্চারণ হয়ে থাকে।                                                              | খাঁট (বিশেষণ 'খাঁটো' কিন্তু বিশেষ্য খাঁট), এত (অ্যাতো), কত (কতো), যত (জতো) ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 'ত' (ক্ত) এবং 'ইত'-প্রত্যয়যোগে সাধিত বা গঠিত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য 'অ' উচ্চারণে ও-কারান্ত হয়ে থাকে।                                                                         | নত (নতো), রত (রতো), নিয়মিত (নিওমিতো), পঠিত (পোঠিতো), চলিত (চোলিতো), পালিত (পালিতো), গলিত (গোলিতো), প্রীত (প্রিতো), রক্ষিত (রোক্খিতো) ইত্যাদি।<br><b>ব্যতিক্রম:</b> কিন্তু এর মধ্যে কোনো শব্দ যদি বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয় তাহলে অন্তিম 'অ' বিলুপ্ত হয়ে হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়। যথা: গীত (গিত), মত (মত), রক্ষিত [রোক্খিত (পদবি)], পালিত [পালিত (পদবি)] ইত্যাদি।                                                                  |
| শব্দের শুরুতে 'ই' কিংবা 'এ'-কারের পর শব্দান্তে 'য়' ('ইঅ') থাকলে, সেই 'য়' হসন্তরূপে উচ্চারিত না হয়ে প্রায়শ 'ও'-কারের মতো উচ্চারিত হয়ে থাকে।                              | নির্ণেয় (নিরনেয়ো), প্রিয় (প্রিয়ো), স্বীয় (শিয়ো), দেয় (দেয়ো), পেয় (পেয়ো), বিধেয় (বিধেয়ো), অনুমেয় (ওনুমেয়ো), অদেয় (অদেয়ো), বরণীয় (বরোনিয়ো), জেয় (গেঁও) ইত্যাদি।<br><b>ব্যতিক্রম:</b> 'ই' অথবা 'এ'-কারের পরিবর্তে 'অ' বা 'আ' ধ্বনি এলেই 'য়'-এর 'অ' (বা রূপান্তরিত 'ও') বিলুপ্ত হয়ে হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়। যথা: বিষয় (বিশয়), নয় (নয়), লয় (লয়), জয় (জয়), খায় (খায়), যায় (জায়), পায় (পায়) ইত্যাদি। |
| বিশেষ্য শব্দের শেষে 'হ' এবং বিশেষণ শব্দের শেষে 'ঢ়' থাকলে সাধারণত অন্ত্য 'অ' বিলুপ্ত না হয়ে 'ও'-কাররূপে উচ্চারিত হয়।                                                       | বিবাহ (বিবাহো), মোহ (মোহো), কলহ (কলোহো), দেহ (দেহো), বিগ্রহ (বিগ্রহোহো), স্নেহ (স্নেহো), প্রৌঢ় (প্রৌড়ো), দৃঢ় (দৃঢ়ো) ইত্যাদি।<br><b>ব্যতিক্রম:</b> 'আষাঢ়' যেহেতু মাসের নাম বা বিশেষ্য পদ সেজন্য উচ্চারণে অন্তিম 'অ' বিলুপ্ত হয়ে হসন্ত রূপে উচ্চারিত হয় (আশাঢ়)।                                                                                                                                                            |
| 'তর' (তরো), 'তম' (তমো) প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ পদে অন্তিম 'অ' প্রায়শ ও-কারান্ত উচ্চারিত হয়।                                                                                   | ভিন্নতর (ভিন্নোতরো), অন্যতর (ওন্নোতরো), গুরুতর (গুরুতরো), বৃহত্তর (বৃহত্তরো), নিকৃষ্টতম (নিকৃষ্টোতমো), শ্রেষ্ঠতম (শ্রেষ্ঠোতমো) ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| '-ইব', '-ইল', '-ইতেছ', '-ইয়াছ', '-ইতেছিল', '-ইয়াছিল' ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে গঠিত ক্রিয়াপদের অন্তিম 'অ' সাধারণত বিলুপ্ত হয় না, এবং উচ্চারণে ওই 'অ' 'ও'-কারের মতো শোনা যায়। | করিব > করব (কোরিবো > কোর্বো), করিতেছিল > করছিল (কোরিতেছিলো > কোর্ছিলো), করিয়াছিল (কোরিয়াছিলো > কোরেছিলো), চলিতেছ > চলছ (চোলিতেছো > চোল্ছো) ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| শব্দের শেষে 'অ' এর আগে যদি ঐ, ঔ, ং (অনুস্বার), ঃ (বিসর্গ) এবং ং (ঋ)-কার থাকে, তবে সে-অ' প্রায়শ বিলুপ্ত না হয়ে ও-কারান্ত উচ্চারিত হয়।                                      | জৈন (জোইনো), দৈব (দোইবো), বৈধ (বোইধো), শৈব (শোইবো), গৌণ (গোউনো), পৌর (পোউরো), মৌন (মোউনো), মৌল (মোউলো) [মৌলিক পদার্থ], যৌন (জোউনো), সৌর (শোউরো) অংশ (অংশো) ইত্যাদি।<br><b>ব্যতিক্রম:</b> দৌড় (দোউড়), পৌষ (পোউশ), মৌল (মোউল) [মুকুল অর্থে], শৌচ (শোউচ্ছ) ইত্যাদি।                                                                                                                                                               |
| শব্দান্তে সংযুক্ত বর্ণ (দুটি বা তার অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ) থাকলে, সে ক্ষেত্রে অন্তিম 'অ'-এর উচ্চারণও 'ও'-কার হয়ে থাকে।                                                           | অনুরক্ত (ওনুরক্তো), যত্র (জত্ত্রো), তত্র (তত্ত্রো), প্রাপ্ত (প্রাপ্তো), ধর্ম (ধর্মো), পদ্ম (পদ্মো), চিহ্ন (চিন্‌নহো) দাহ্য (দাহ্যো) ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## ❖ আ-ধ্বনির উচ্চারণ:

বাংলায় আ-ধ্বনি একটি বিবৃত স্বর। এর উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই হতে পারে। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি ফাদার (father) ও কাম (calm) শব্দের আ (a)-এর মতো। যেমন: আপন, বাড়ি, মা, দাতা ইত্যাদি।

| নিয়ম                                                                      | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| বাংলা উচ্চারণের ধারা অনুসারে একাক্ষর শব্দের 'আ' কিছুটা দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। | রাম (রা-ম), আম (আ- ম), জাম (জা-ম), রাগ (রা-গ) – এখানে আ-কার কিছুটা দীর্ঘ।<br>ব্যতিক্রম: এ শব্দগুলোই যখন রামা, জামা, রাগা হয় তখন আ-কারটি অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব হয়ে যায়।                                                                                                                                                                                                                                                        |
| কয়েকটি ক্ষেত্রে আ-ধ্বনির উচ্চারণ 'অ্যা' হয়।                              | <p>➤ শব্দের শুরুতে যুক্ত ব্যঞ্জন 'জ্ঞ' এর সঙ্গে আ-কার থাকলে।<br/>জ্ঞান (গ্যান), জ্ঞানী (গ্যানি), জ্ঞাপন (গ্যাপোন)</p> <p>ব্যতিক্রম: শব্দের শেষে 'জ্ঞা' থাকলে আ-ধ্বনির স্বাভাবিক উচ্চারণ বজায় থাকে।<br/>প্রতিজ্ঞা (প্রোতিগ্গা), অনুজ্ঞা (ওনুগ্গা), প্রজ্ঞা (প্রোগ্গা) ইত্যাদি।</p> <p>➤ য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে আ-কার বা আ-ধ্বনির উচ্চারণ প্রায়শই 'অ্যা' হয়।<br/>খ্যাতি (খ্যাতি), ধ্যান (ধ্যান) ব্যাকরণ (ব্যাকরোন)।</p> |

## ❖ ই, ঈ, উ, ঊ-ধ্বনির উচ্চারণ:

| নিয়ম                                                                                                     | উদাহরণ                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| বাংলায় সাধারণত হ্রস্ব ই বা উ-ধ্বনি এবং দীর্ঘ ঈ বা ঊ-ধ্বনির উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। | বিশ (বিশ), তিন (তিন), দিন (দিন), দীন (দিন), শীত (শিত), চুল (চুল), ভুল (ভুল), দূর (দূর), ধূপ (ধূপ) ইত্যাদি।                                |
| দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের ক্ষেত্রে উচ্চারণ হ্রস্ব হয়।                                                     | দিনা (দিনা), তিনি (তিনি), বীণা (বিনা), মীনা (মিনা), চুপি (চুপি), ধূপা (ধূপা), দূরে (দূরে), তুলা (তুলা), ধূলা (ধূলা), মূলা (মূলা) ইত্যাদি। |

## ❖ ঋ-ধ্বনির উচ্চারণ:

ঋ-কার-কে বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনির মর্যাদা দেওয়া ঠিক নয়, কারণ সংস্কৃত ভাষার শুদ্ধ স্বরধ্বনির মতো এর উচ্চারণ আর অবশিষ্ট নেই।

➤ বাংলায় স্বাধীনভাবে ঋ-এর উচ্চারণ সাধারণত 'রি'-এর মতো হয়। ব্যঞ্জনধ্বনি 'র'-এর সাথে ই-কার যুক্ত হয়ে এই সংযুক্ত ধ্বনিটি গঠিত হয়েছে। যেমন: ঋণ (রিন), ঋতু (রিতু), ঋষি (রিশি) ইত্যাদি।

## ❖ 'এ' ধ্বনির উচ্চারণ:

এ-ধ্বনির উচ্চারণ দু'রকম: সংবৃত ও বিবৃত। যেমন: দেশ (দেশ-সংবৃত), খেলা (খালা – বিবৃত)।

## ০১। সংবৃত (স্বাভাবিক 'এ' ধ্বনির ন্যায় উচ্চারণ):

| নিয়ম                                                                                                                                                                        | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পদের অন্তে 'এ' সংবৃত হয়।                                                                                                                                                    | পথে (পথে), ঘাটে (ঘাটে), দেশে (দেশে), বিদেশে (বিদেশে), গুণে (গুণে), আসে (আশে) ইত্যাদি।                                                                                                                                                                          |
| তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে এ-ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়।                                                                                                           | দেশ (দেশ), প্রেম (প্রেম), শেষ (শেষ) ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                   |
| শব্দের প্রথমে 'এ'-কার (ব্যঞ্জনে যুক্তও হতে পারে) থাকে এবং তারপরে 'ই' (ি), 'ঈ' (ী), 'উ' (ু) 'ঊ' (ূ) এ (ে), ও (ো), য, র, ল, শ এবং হ থাকলে সাধারণত 'এ' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। | মেকি (মেকি), টেকি (টেকি), বেশি (বেশি), বেগুন (বেগুন), একুশ (একুশ), দেড় (দেড়), গোছো (গোছো), জেল (জেল), রেল (রেল) ইত্যাদি।<br>ব্যতিক্রম: একের (অ্যাকের), একে একে (অ্যাকে অ্যাকে), দেওর (দ্যাওর), শেওড়া (শ্যাওড়া), নিক্ষেপ অর্থে-ফেল (ফ্যাল/ ফ্যালো) ইত্যাদি। |



|                                                                                                                                              |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সংবৃত্ত হয়।                                                                                                        | কে (কে), সে (শে), যে (জে) ইত্যাদি।                 |
| শব্দের মূলে 'ই'-কার বা 'ঋ'-কারযুক্ত ধাতু প্রাতিপদিকের সঙ্গে 'আ'-কার যুক্ত হলে সেই 'ই'-কার 'এ'-কার রূপে উচ্চারিত হবে, কখনো 'অ্যা'-কার হবে না। | মেশা (< মিশ), জেলা (< জিলা), শেখা (< শিখ) ইত্যাদি। |
| 'হ' কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে 'এ' সংবৃত্ত হয়।                                                                                    | দেহ (দেহে), কেহ (কেহে), কেট (কেশ্‌টো)।             |

## ০২। বিবৃত (অ্যা):

'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ ইংরেজি ক্যাট (cat) ও ব্যাট (bat)-এর 'এ' (a)-এর মতো। যেমন: দেখ (দ্যাখ), একা (অ্যাকা) ইত্যাদি। এ-ধ্বনির এই বিবৃত উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতেই পাওয়া যায়, শব্দের মধ্যে ও অন্তে পাওয়া যায় না।

| নিয়ম                                                                                                              | উদাহরণ                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে এ ধ্বনির উচ্চারণ 'অ্যা' এর মতো হয়।                                        | এত (অ্যাতো), এখন (অ্যাখন), হেন (হ্যানো), কেন (ক্যানো) ইত্যাদি।<br>[ব্যতিক্রম: যেথা (জেথা), সেথা (সেথা), হেথা (হেথা)।] |
| খাঁটি বাংলা শব্দে এ ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়।                                                                      | তেলাপোকা (ত্যালাপোকা), তেনা (ত্যানা), দেওর (দ্যাওর)।                                                                  |
| এ-কারযুক্ত একাক্ষর (monosyllable) ধাতুর সঙ্গে আ-প্রত্যয়যুক্ত হলে, সাধারণত সেই 'এ'-কারের উচ্চারণ 'অ্যা' হয়ে থাকে। | বেচা (বেচ্ + আ = ব্যাচা), ফেলা (ফেল্ + আ = ফ্যালা), মেলা (মেল্+আ= ম্যালা), খেলা (খেল্+ আ= খ্যালা)।                    |
| এক, এগারো, তেরো-এ কটি সংখ্যাবাচক শব্দে এবং 'এক' যুক্ত শব্দেও 'এ' > 'অ্যা' হয়।                                     | একচোট (অ্যাক্‌চোট), একতলা (অ্যাক্‌তলা), একঘরে (অ্যাক্‌ঘরে) ইত্যাদি।                                                   |
| ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায়, তুচ্ছার্থে ও সাধারণ মধ্যম পুরুষের রূপে 'অ্যা'।                                | দেখ (দ্যাখ), দেখো (দ্যাখো), খেল (খ্যাল), খেলো (খ্যালো), নিষ্কেপ অর্থে-ফেল (ফ্যাল), ফেলো (ফ্যালো) ইত্যাদি।             |

## ❖ ঐ-ধ্বনির উচ্চারণ:

ঐ কোনো মৌলিক স্বরধ্বনি নয়। এটি দুটি স্বরধ্বনির মিলিত রূপ। স্বরধ্বনি দুটি হলো 'ও+ই = ঐ'। এ কারণে একে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে।

- বাংলায় ঐ-এর উচ্চারণ 'ওই'। যেমন: ঐকিক (ওইকিক), তৈল (তোইলো) ইত্যাদি। বাংলায় ঐ ধ্বনির স্বাভাবিক উচ্চারণ হয়।
- তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আবেগ প্রকাশ কিংবা মনোযোগ আকর্ষণের বেলায় 'ঐ' ধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ হতে পারে। যেমন: আরে ঐ তো ওরা যাচ্ছে।

## ❖ ও-ধ্বনির উচ্চারণ:

| নিয়ম                                                    | উদাহরণ                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ➤ বাংলা এক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে ও-কারের উচ্চারণ দীর্ঘ হয়। | ঘোর, রোজ, রোগ, বোন, গো ইত্যাদি।         |
| ➤ অন্য ক্ষেত্রে সাধারণত হ্রস্ব হয়।                      | বোঁটা, গোটা, পুরো, কারো, ছাড়ো ইত্যাদি। |

## ❖ ঔ-ধ্বনির উচ্চারণ:

'ও' এবং 'উ' স্বরধ্বনি দুটি যুক্ত হয়ে 'ঔ' ধ্বনিটি গঠিত হয়েছে। এটি একটি যৌগিক স্বরধ্বনি।

- 'ঔ' এর উচ্চারণ [ওউ]: যেমন: ঔষধ (ওউশধ), মৌমাছি (মোউমাছি) ইত্যাদি।

## ব্যাঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের নিয়ম বা সূত্র

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে সমস্যা নানাবিধ। তার মধ্যে প্রধান সমস্যা হলো, উচ্চারিত ধ্বনি একটি কিন্তু লেখার বর্ণ বা প্রতীক একাধিক। যেমন: ঙ, ঞ, জ, য, ত, ঞ, ন, ণ এবং শ, ষ, স তো আছেই, এরপরে আছে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের বিচিত্র উচ্চারণ-সমস্যা। যেসব ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে এবং লিখিত প্রতীকের পার্থক্যের জন্য সমস্যা সৃষ্টি হয়, সেসব বর্ণ নিয়েই আলোচনা করা হলো:

## ❖ 'ঙ' ও 'ৎ' ধ্বনির উচ্চারণ:

ধ্বনিতত্ত্ববিদ অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই 'ঙ' ধ্বনিকে চিহ্নিত করেছেন 'ঘোষ' বা নিনাদিত পশ্চাৎ-তালুজাত নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি রূপে।

- 'ঙ' এবং 'ৎ' (অনুস্বার) এর উচ্চারণ 'অং' হয়।

যেমন: বাঙালি (বাঙালি), বঙ্কিম (বোংকিম), অংশ (অংশো), বংশ (বংশো), কংস (কংশো), হংস (হংশো), মাংস (মাংশো), সংক্ষিপ্ত (শংখিপ্তো), সংগ্রাম (শংগ্রাম), সংজ্ঞা (শংজ্ঞা), সংবর্ত (শংবর্তো) ইত্যাদি।



❖ 'ঞ' ধ্বনির উচ্চারণ:

'ঞ' বর্ণটির পরিচিতি অনুনাসিক 'য়' বা 'ইঅ' রূপে। এ সাধারণত 'চ-বর্ণের' (চ, ছ, জ, ঝ) চারটি বর্ণের পূর্বে যুক্তবস্থায় ব্যবহৃত হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে 'চ' এর পরে বসে এবং বাংলা উচ্চারণে 'দন্ত্য ন'-এর মতো হয়। যথা: পঞ্চ (পন্‌চো), লাঞ্ছিত (লান্‌ছিতো), রঞ্জন (রন্‌জোন), গঞ্জিত (গোন্‌জিতো), ব্যঞ্জন (ব্যান্‌জোন) ইত্যাদি।

❖ এ-এর উচ্চারণ তিন রকম হয়:

| উচ্চারণের ধরন                     | উদাহরণ                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ➤ স্বতন্ত্র এ (ইঅ-এর মতো)         | মিঞ (মিয়োঁ), মিঞা (মিয়াঁ), সঞ (শ্যোঁ)।                                 |
| ➤ যুক্ত এ + চ/ছ/জ/ঝ (ন-এর মতো)    | অঞ্চল (অন্‌চল), বাঞ্ছা (বান্‌ছা), ব্যঞ্জন (ব্যান্‌জোন), ঝঞ্ঝা (ঝান্‌ঝা)। |
| ➤ যুক্ত জ + এ (গাঁ বা গুঁ-এর মতো) | জ্ঞান (গ্যাঁন), যজ্ঞ (জোগুঁগোঁ)।                                         |

❖ র, ড, ঢ ধ্বনির উচ্চারণ:

- 'র' ধ্বনি দন্তমূলীয় রণিত ধ্বনি। তবে 'ড়' ও 'ঢ়' দুটিই মূর্ধ্য, তাড়িত ও ঘোষ ধ্বনি। তবে 'ড়' এবং 'ঢ়' -এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে 'ড়' অল্পপ্রাণ এবং 'ঢ়' মহাপ্রাণ ধ্বনি।
- 'ড়'-এর ধ্বনিতাত্ত্বিক নাম ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি (voiced unaspirated alveolo flapped sound)।
- 'ঢ়'-এর নাম ঘোষ মহাপ্রাণ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি (voiced aspirated alveolo flapped sound)।

| বর্ণ   | নিয়ম                                                                                                       | উদাহরণ                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| র      | জিহ্বের ডগা কাঁপিয়ে আলতোভাবে দন্তমূল স্পর্শ করে র-ধ্বনি উচ্চারিত হয়।                                      | করা (করা), পরা (পরা)।                                  |
| ড়, ঢ় | জিহ্বের ডগা পেছনে ও ওপরের দিকে উল্লিষ্ট করে তালুর গভীর অংশে টোকা দিয়ে 'ড়' এবং 'ঢ়' ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। | কড়া (কড়া), পড়া (পড়া), গাড়া (গাড়া), দূড় (দূড়ো)। |

❖ ণ ধ্বনির উচ্চারণ:

বিশুদ্ধ মূর্ধ্য 'ণ'-এর ধ্বনি বাংলা ভাষায় নেই।

- ণ-এর লিখিত রূপে 'ণ' থাকলেও উচ্চারণগত দিক থেকে এ বর্ণটি দন্ত্য 'ন'-এর সঙ্গে অভিন্ন।

যেমন: স্রণ (শ্রোণ), সরণ (শ্রোণি), তরণ (তোরণ), অরণ (ওরণ) ইত্যাদি। এর প্রতিটি 'ণ'-এর উচ্চারণই দন্ত্যমূলীয় 'ন' থেকে অভিন্ন।

❖ 'য' ও 'জ' ধ্বনির উচ্চারণ:

- 'য'-এর প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ ছিল 'ইঅ' (ya)-র মতো কিন্তু বাংলা উচ্চারণে এটি পরিষ্কার 'জ'। বাংলা ভাষায় এই দুটি (জ, য)-এর কোনো উচ্চারণ পার্থক্য নেই।

যেমন: জন্তু (জোন্তু), জন্ম (জন্মো), যায় (জায়), যাত্রা (জাত্রা), জটিল (জোটিল), যুগ (জুগ), জট (জট) প্রভৃতি।

❖ ব ধ্বনির উচ্চারণ:

বাংলায় লিপিত এবং উচ্চারণগত দিক থেকে অন্তঃস্থ এবং বর্গীয় (প-বর্গীয়) 'ব' দুই অভিন্ন। প-বর্গীয় 'ব'-এর উচ্চারণ (ব) এবং অন্তঃস্থ 'ব' এর উচ্চারণ 'উঅ' (w বা v)-এর অনুরূপ।

|               |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প-বর্গীয় 'ব' | বড়ি (বোড়ি), বন্ধু (বোন্‌ধু), বালক (বালোক), বুদ্ধি (বুদ্ধি), বৃধ (বুধ), বুদ্ধা (বুদ্ধা), ব্রহ্মপুত্র (ব্রোম্‌হোপুত্রো), বিন্দু (বিন্দু), বৌদ্ধ (বোউদ্‌ধো) ইত্যাদি।                                                        |
| অন্তঃস্থ 'ব'  | বচন (বচোন), বন্ধু (বোন্‌ধু), বদান্য (বদান্‌নো), বধু (বোধু), বনিতা (বোনিতা), বর (বর), বরণ (বোরণ), বরণ্য (বরেন্‌নো), বরেন্দ্র (বরেন্‌দ্রো), বর্গীয় (বোরগিয়ো), বিশ্ব (বিশ্‌শো), বর্তমান (বর্তুমান), বহমান (বহোমান) ইত্যাদি। |

বি.দ্র.: এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাই বলেন, "বাংলায় অন্তঃস্থ 'ব' শুধু নামেই আছে। বর্গীয় 'ব' এর সাথে তার সাদৃশ্যগত কোনো তফাত নেই।"



❖ শ, ষ, স ধ্বনির উচ্চারণ:

| উচ্চারণের ধরন      | উদাহরণ                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| স্বতন্ত্র শ-এর মতো | শক্তি (শৌকতি), মশা (মশা), শাসন (শাশোন), সচিব (শৌচিব), ষষ্ঠ (শষ্ঠো)।                                                                                            |
| যুক্ত শ + চ/ছ      | (শ-এর মতো) নিশ্চয় (নিশ্চয়), শিরশ্ছেদ (শিরোশ্ছেদ)।                                                                                                            |
| যুক্ত শ + র/ল      | (ইংরেজি s-এর মতো) শৃগাল (সৃগাল), শ্লোক (শ্লোক)।                                                                                                                |
| যুক্ত শ + ব/ম      | (শব্দের প্রথমে শ/শ) শ্বাস (শাশ), শ্বেত (শেত), শ্মশান (শশান)।<br>শব্দের মধ্যে বা শেষে শ্শ: নিশ্বাস (নিশ্বাশ), বিশ্ব (বিশ্বাশ), রশ্মি (রোশ্মি), দৃশ্য (দৃশ্বাশ)। |
| যুক্ত ষ + ট/ঠ      | (শ-এর মতো) মিষ্টান্ন (মিশ্টিান্নো), অনুষ্ঠান (ওনুষ্ঠান), ষষ্ঠী (শোষ্ঠী)।                                                                                       |
| যুক্ত স + ত/থ      | (ইংরেজি s-এর মতো) নিস্তার (নিস্তার), দুস্থ (দুস্তা), দুস্তর (দুস্তর)।                                                                                          |
| যুক্ত স + ন/র      | শব্দের প্রথমে ইংরেজি s-এর মতো: স্নান (স্নান), স্নেহ (স্নেহো), স্রষ্টা (স্রোষ্টা), স্রোত (স্রোতো)।<br>শব্দের মধ্যে/শেষে স্: স্নেহ (শস্নেহ)।                     |
| যুক্ত স + ব/ম      | শব্দের প্রথমে শ/শ: স্বর্ণ (শব্ধ), স্মরণ (শ্মরণ)।                                                                                                               |

## ফলার উচ্চারণ

কতিপয় 'ফলা' বা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

❖ ব-ফলা:

| নিয়ম                                                                                                                                            | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ব'-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত সে ব-ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না (তবে আদি বর্ণটির উচ্চারণে সামান্য ঝাঁক বা শ্বাসাঘাত পড়ে থাকে)। | স্বাধিকার (শাধিকার), স্বদেশ (শদেশ), তৃক (তক), শ্বাপদ (শাপদ), শ্বাস (শাশ), শ্বাগত (শাগতো)। সংস্কৃতে এসব 'ব'-এর উচ্চারণ ছিল নির্ধারিত (যথা: স্বাধিকার- সুয়াধিকার, স্বদেশ- সুয়দেশ, তৃক- তুয়ক, শ্বাস- ওয়াশ ইত্যাদি)। |
| বাংলা উচ্চারণের রীতি-অনুসারে পদের মধ্যে কিংবা শেষে 'ব'-ফলা থাকলে সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ-দ্বিত্ব হয়।                                             | বিশ্বাস (বিশ্বাশ), বিদ্বান (বিদ্বান), রাজত্ব (রাজোত্বো), বিদ্বত্ত্ব (বিদ্বস্ত্বো) পৃথ্বী (পৃথ্বি), অশ্ব (অশ্বাশ), অগ্নি (অগ্নিশি) ইত্যাদি।                                                                           |
| উৎ (উদ্) উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ' (দ) এর সঙ্গে ব-ফলার 'ব' বাংলা উচ্চারণে সাধারণত অবিকৃত থাকে।                                                  | উদ্বেগ (উদ্বেগ), উদ্বেদন (উদ্বেদন), উদ্বেদন (উদ্বেদন) উদ্ভাব (উদ্ভাব) ইত্যাদি।                                                                                                                                       |
| বাংলা শব্দে ক্ থেকে সন্ধির সূত্রে আগত 'গ' এর সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে সেক্ষেত্রে 'ব'-এর উচ্চারণ প্রায়শ অক্ষত থাকে।                               | দিগ্বিদিক (দিগ্বিদিক), দিগ্বলয় (দিগ্বলয়), দিগ্বালিকা (দিগ্বালিকা), দিগ্বিজয় (দিগ্বিজয়), ঋগ্বেদ (রিগ্বেদ) ইত্যাদি।                                                                                                |
| 'ব'-এর সঙ্গে এবং 'ম'-এর সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে, সে 'ব'-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে।                                                                  | ✓ ব-এর সঙ্গে: শাব্বাশ (শাব্বাশ), তিব্বত (তিব্বত), নব্বই (নোব্বোই) ইত্যাদি।<br>✓ ম-এর সঙ্গে: লম্বা (লম্বা), বুঝাই (বুঝাই), অম্বা (অম্বা), হাম্বা (হাম্বা), নীলাম্বরী (নীলাম্বরী), অম্বর (অম্বর) ইত্যাদি।              |
| ব-ফলা যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হলে তার কোনো উচ্চারণ হয় না।                                                                             | উচ্ছাস (উচ্ছাশ), উজ্জ্বল (উজ্জল), সান্ত্বনা (শান্তনা), আমসত্ত্ব (আমসত্ত্বো), অন্তর্দার (অন্তর্দার) ইত্যাদি।                                                                                                          |



❖ ম-ফলার উচ্চারণ:

বাংলায় ম-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জননের উচ্চারণে কিছুটা বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা রয়েছে। কখনো ফলার উচ্চারণ হয়, কখনো হয় না।

| নিয়ম                                                                                                                                                                             | উদাহরণ                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ম'-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ হয় না, তবে প্রমিত উচ্চারণে 'ম'-ফলাযুক্ত বর্ণটির উচ্চারণ সামান্য নাসিক্য হয়ে ওঠে।                            | স্মরণ (শৈরোন), শ্মশান (শৈশান), স্মর্তব্য (শৈরতোবো), স্মার্ত (শৈরতো), স্মৃতি (সৃতি), শ্মশ্রু (শৈস্রু), স্মারক (শৈরক) ইত্যাদি।                                                          |
| পদের মধ্যে বা অন্ত্যে 'ম'-ফলা সংযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়ে থাকে। তবে এই 'ম' যেহেতু নাসিক্য ধ্বনি সেজন্য দ্বিত্ব উচ্চারিত শেষ ধ্বনিটি সাধারণত সামান্য নাসিক্য-প্রভাবিত হয়। | ছদ্ম (ছদ্দৌ), পদ্ম (পদ্দৌ), আত্ম (আত্তৌ), অকস্মাৎ (অকোশ্মাত্ত), ভস্ম (ভশ্মৌ), রশ্মি (রোশ্মি), মহাত্মা (মহাত্তা), আকস্মিক (আকোশ্মিক), রুক্ষিণী (রুক্কিণি), বিস্মরণ (বিশ্মরোন) ইত্যাদি। |
| বাংলা ভাষায় পদের মধ্যে কিংবা অন্ত্যে সর্বত্র 'ম' ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না; গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম এবং ল-এর সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'-এর উচ্চারণ সাধারণত অবিকৃত থাকে।    | গ্ + ম-ফলা বাগ্মী (বাগ্মি), যুগ্ম (জুগ্মো)।                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                   | ঙ + ম-ফলা বাজ্ময় (বাংময়) বাজ্ময়ী (বাংমোয়ি), বাজ্মুখ (বাংমুখ)।                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   | ট্ + ম-ফলা কুট্মিল (কুট্মল), কুট্মিলিত (কুট্মোলিতো)।                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                   | ণ্ + ম-ফলা হিরণ্ময় (হিরন্ময়), ষাণ্মাসিক (শান্মাশিক)।                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   | ন্ + ম-ফলা উন্মাদ (উন্মাদ), উন্মার্গ (উন্মার্গো), চিন্ময় (চিন্ময়), জগন্ময় (জগোন্ময়)।                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                   | ম্ + ম-ফলা সম্মান (শম্মান), সম্মতি (শম্মোতি)।                                                                                                                                         |
| যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'-ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না, তবে এক্ষেত্রেও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে উচ্চারণে সামান্য অনুনাসিক হয়।                                            | সৃষ্ম (সুক্খৌ), লক্ষ্মী (লোক্খি) ইত্যাদি।                                                                                                                                             |
| ক্ষ (হ+ম) উচ্চারণে ম-ধ্বনির দ্বিত্ব হয়। হ-ধ্বনির প্রভাবে দ্বিতীয় 'ম' মহাপ্রাণতা লাভ করে। শেষে হ-ধ্বনির আভাস পাওয়া যায়।                                                        | ব্রাক্ষণ (ব্রাম্মho ন), ব্রক্ষা (ব্রোম্মha)                                                                                                                                           |
| এছাড়া বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'ম'-ফলাযুক্ত কতিপয় সংস্কৃত শব্দ আছে (কৃতক শব্দ) যার বানান যেমন অবিকৃত, উচ্চারণেও সংস্কৃত রীতি অনুসৃত।                                                | স্মিত [স্মিতো (বাংলা রীতিতে হওয়া উচিত শিতো)], শুচিস্মিতা [শুচিশ্মিতা (শুচিশ্মিতা নয়)], সুস্মিতা [শুস্মিতা (শুশ্মিতা নয়)], আয়ুষ্মতী (আয়ুশ্মোতি) ইত্যাদি।                          |

❖ য (ঈ)-ফলার উচ্চারণ:

| নিয়ম                                                                                                                                                                                                                                 | উদাহরণ                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| বাংলা ভাষায় য-ফলাটি কখনো সংস্কৃতির মতো 'ইঅ' উচ্চারণ গ্রহণ করে না। তবে আদ্য বর্ণে 'য'(য)-ফলা যুক্ত হলে বর্ণটির উচ্চারণে সামান্য শ্বাসাঘাত পড়ে এবং বর্ণটি 'অ'-কারান্ত বা 'আ'-কারান্ত হলে প্রায়শ তার উচ্চারণ 'অ্যা'-এর মতো হয়ে থাকে। | ব্যবস্থা (ব্যাবোস্থা), ব্যস্ত (ব্যাস্তো), ব্যাবসা (ব্যাব্শা), ব্যপদে (ব্যাপোদেশ), ব্যবধান (ব্যাবোধান) ইত্যাদি। |
| পদের আদ্য ('অ' কারান্ত) বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত 'য' (য) - ফলার পরে যদি ই (ঈ)-কার (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) থাকে তবে সে-ক্ষেত্রে তার উচ্চারণ সাধারণত অ্যা-কার না হয়ে এ (ঐ)-কারান্ত হয়।                                                          | ব্যথিত (বেথিতো), ব্যক্তি (বেক্তি), ব্যতিক্রম (বেতিক্রে) ইত্যাদি।                                               |



|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পদের মধ্য কিংবা অন্ত্যে যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'য' (য)-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ থাকে না।                                                                                                               | সন্ধ্যা (শোন্ধ্যা), স্বাস্থ্য (শাস্থ্যো), মর্ত্য (মোর্ত্যো), কণ্ঠ্য (কোন্ঠ্যো) [কণ্ঠ থেকে উৎপন্ন বা কণ্ঠজাত] ইত্যাদি।                                                |
| পদের মধ্য ও অন্ত্য বর্ণে 'য' (য-ফলা) সংযুক্ত হলে সে বর্ণটি দুবার উচ্চারিত হয় (বর্ণটি অল্পপ্রাণ হলে প্রথমটি হসন্ত, দ্বিতীয়বার ও-কারান্ত, আর মহাপ্রাণ হলে প্রথমটি তার অল্পপ্রাণ হসন্ত এবং দ্বিতীয়টি মহাপ্রাণ ও-কারান্ত)। | অদ্য (ওদ্দ্যো), নব্য (নোব্ব্যো), গদ্য (গোদ্দ্যো), পদ্য (পোদ্দ্যো), লভ্য (লোব্ব্যো), সাধ্য (শাদ্ধ্যো), বাধ্য (বাদ্ধ্যো), কল্যাণ (কোল্ল্যান), পণ্য (পোন্ন্যো) ইত্যাদি। |

❖ (র)-ফলার উচ্চারণ:

| নিয়ম                                                                                                                                                              | উদাহরণ                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে র-ফলা (৳) সংযুক্ত হলে এবং বর্ণটিতে অন্য স্বরবর্ণ যুক্ত না থাকলে তার উচ্চারণ 'ও'-কারান্ত হয়ে থাকে, সে-বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। | প্রকাশ (প্রোকাশ), প্রণাম (প্রোণাম), গ্রন্থ (গ্রোন্থো), গ্রহ (গ্রোহো), প্রতিজ্ঞা (প্রোতিগ্ণা) ইত্যাদি।             |
| কিন্তু র-ফলা (৳) যদি পদের মধ্যে কিংবা অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তবে সে-বর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়ে থাকে।                                             | বিদ্রোহ (বিদ্দ্রোহো), যাত্রী (জাত্ত্রি), রাত্রি (রাত্ত্রি), ছাত্র (ছাত্ত্রো), মাত্র (মাত্ত্রো) ইত্যাদি।           |
| সংযুক্ত বর্ণে (র)-ফলা যুক্ত হলে তার উচ্চারণ বিলুপ্ত হয় না (যদিও সে-বর্ণটির উচ্চারণদ্বিত্ব ঘটে না)।                                                                | কম্প্র (কম্প্রো), অঙ্ক (অন্কো), কৃষ্ণ (কৃচ্ছো), কেন্দ্র (কেন্দ্রো), পুরঞ্জি (পুরোঞ্জি), যন্ত্র (জন্ত্রো) ইত্যাদি। |

❖ ল-ফলার উচ্চারণ:

| নিয়ম                                                                                                                                      | উদাহরণ                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ল-ফলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ প্রায়শ অবিকৃত থাকে এবং কোনো দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না।                                                   | ক্রান্ত (ক্রান্তো), ম্লান (ম্লান), প্লুত (প্লুতো), প্লাবন (প্লাবোন), প্লব (প্লোবো), ক্রেশ (ক্রেশ) ইত্যাদি। |
| বর্ণটি যখন পদের মধ্যে বা অন্ত্যে বসে তখন তার উচ্চারণে 'র'-ফলার মতো বিস্তৃত হয় এবং সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়।              | অক্রেশে (অক্ক্রেশে), অম্লান (অম্লান)।                                                                      |
| 'ল' যেহেতু দন্তমূলীয় (পার্শ্বিক অল্পপ্রাণ-ঘোষ) ধ্বনি সেজন্য এর সঙ্গে সংযুক্ত 'শ'-এর উচ্চারণ দন্ত্য-স বা ইংরেজি s-এর মতো হওয়াই বাঞ্ছনীয়। | শ্লথ (শ্লথো), আত্মশ্লাঘা (আত্মোশ্লাঘা), অশ্লীল (অশ্লিল), শ্লেষ্মা (শ্লেশ্মা), শ্লেষ (শ্লেশ) ইত্যাদি।       |

'হ' সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ:

'হ' যখন স্বাধীন বা স্বতন্ত্র বর্ণরূপে পদে ব্যবহৃত হয় তখন উচ্চারণে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু এই বর্ণটি যখন (৳)ঋ, ণ, ন, ম, য, (৳) ফলা, র (৳) ফলা, ল, ব ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মতো ব্যবহৃত হয়, তখন উচ্চারণে নানাবিধ সমস্যা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

| সূত্র                 | নিয়ম                                                                                                                                                                                    | উদাহরণ                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 'হ'-এর সঙ্গে (ঋ)-কার: | 'হ' এর সঙ্গে (ঋ)-কার, (র)-ফলা কিংবা রেফ (৳) সংযুক্ত হলে 'হ' অথবা 'র'-ই মহাপ্রাণ হয়ে ওঠে। তবে 'ঋ' (৳)-কার যুক্ত হলে 'হ'-এর উচ্চারণ আগেই শোনা যায়, অন্যত্র 'হ' এর স্থান পরিবর্তন স্পষ্ট। | হৃদয় (rhiদয়), আহত (আrhiতো), সুহৃদ (সুrhiদ), হৃৎপিণ্ড (rhiত্পিন্ডো), হৃদি (rhiদি), হৃদ্য (rhiদ্যো), হৃষ্ট (rhiশ্টো) ইত্যাদি। এখানে 'হ'-র উচ্চারণ 'হিরি' বা কেবল 'রি' নয়, মহাপ্রাণ 'rhi'। |
| 'হ'-এর সঙ্গে র-ফলা:   | 'হ'-এর উচ্চারণ 'হ্র' বা 'রহ' নয়, 'রহ' বা 'rh'।                                                                                                                                          | হ্রদ (rhoদ), হ্রস্ব (rhoশ্বো), হ্রাস (rhaশ), হ্রেষা (rheশা), হ্রিত (rhiতো), হ্রীমান (rhiমান), হ্রাদী (rhaদি) ইত্যাদি।                                                                      |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>‘হ’-এর সঙ্গে ণ বা ন যুক্ত হলে (নহ nh):</p> | <p>পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন, প্রাহ্ন, মধ্যাহ্ন, বহ্নি, সায়াহ্ন ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণে ‘হ্ন’ কিংবা ‘হ’ আসলে ‘ন’-এরই মহাপ্রাণ রূপ। ‘খ’ কি ‘ঘ’ প্রভৃতি ধ্বনি যথাক্রমে যেমন ‘ক’ ও ‘গ’-এর মহাপ্রাণ রূপ এবং নিশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হয় তেমনি ‘হ্ন’, ‘হ্ন’-ও আসলে ‘নহ’ই।</p>              | <p>উল্লিখিত শব্দগুলোর উচ্চারণ: পূর্ববাহ্নো, অপোরাহ্নো, প্রাহ্নো, চিন্হো, মোদ্বাহ্নো বোহ্নি, শায়ান্হো হওয়া উচিত।<br/>এগুলো কখনো পূর্ববাহ্নো কিংবা পূর্ববাহ্নোহো কিংবা ‘চিন্হো’ অথবা চিন্হোহো উচ্চারিত হওয়া সমীচীন নয়।</p>                                       |
| <p>‘হ’-এর সঙ্গে ‘ম’ সংযুক্ত হলে (মহ্ mh):</p> | <p>ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মর্ষি, ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মণ – এ জাতীয় কতিপয় সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণে মূলত ‘ম’-এর মহাপ্রাণ রূপই ধরা পড়ে।</p>                                                                                                                                         | <p>উল্লিখিত শব্দগুলোর উচ্চারণ: ব্রোম্হো, ব্রোম্হা, ব্রোম্হান্হো, ব্রোম্হোর্শি, ব্রোম্হো এবং ব্রোম্হোন্।</p>                                                                                                                                                        |
| <p>হু-এর উচ্চারণ:</p>                         | <p>আহ্বান, গহ্বর, আহ্বায়ক, বিহ্বল, জিহ্বা এ ধরনের শব্দে কিছু ‘হ’-এর সঙ্গে ‘ব’ সংযুক্ত হওয়ার ফলে প্রথমত ‘ব’-এর পর (মহাপ্রাণ) ‘ভ’ আসে এবং প্রকৃত পর্যায়ে আব্ভান, গব্ভর, ‘আব্ভায়োক্’, বিব্ভল্, জিব্ভা ইত্যাদি উচ্চারিত হবার কথা।</p>                                                   | <p>‘ব’ ও ‘উ’ তে পরিবর্তিত (‘ব’-শ্রুতির ধারা অনুসারে) হয়ে বাঞ্ছিত উচ্চারণ দাঁড়ায় আওভান্, গওভর, আওভায়ক্, বিউভল্, জিউভা, ইত্যাদি।<br/>[এখানে ‘জিহ্বা’ এবং ‘বিহ্বল’ শব্দে আদ্য ‘জ’ এবং ব-এ ‘ই’ (i) -কার থাকার জন্য ‘ব’ জাত ‘ও’ কিছুটা ‘উ’ কারের মতো উচ্চারিত।]</p> |
| <p>‘হ’-এর সঙ্গে (য) ফলা যুক্ত হলে:</p>        | <p>‘হ’-এর সঙ্গে (য) ফলা যুক্ত হলে ‘হ’-এর নিজস্ব কোনো উচ্চারণ থাকে না, ‘য’ উচ্চারিত রূপ জ-এর মহাপ্রাণ বা আসবে-এর দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, প্রথমটি অল্পপ্রাণ হসন্ত (জ) এবং দ্বিতীয়টি মহাপ্রাণ (ঝ) ও-কারান্ত উচ্চারণ হয়ে থাকে।</p>                                                           | <p>উহ্য (উজ্ঝো), বাহ্য (বাজ্ঝো), গ্রাহ্য (গ্রাজ্ঝো) দাহ্য (দাজ্ঝো), সহ্য (শোজ্ঝো), ঐতিহ্য (ওইতিজ্ঝো) ইত্যাদি।</p>                                                                                                                                                  |
| <p>‘হ’-এর সঙ্গে ‘ল’ যুক্ত হলে (লহ্ lh):</p>   | <p>আহ্লাদ, হ্লাদ, হ্লাদিনী, প্রহ্লাদ -এ ধরনের কয়েকটি শব্দে যে ‘হ্ল’ ব্যবহৃত সেটিও মূলত ‘ল’-এরই মহাপ্রাণ রূপ। কিন্তু আমাদের উচ্চারণে শব্দের প্রথমে ‘হ্ল’-এর মহাপ্রাণতা বিলুপ্ত হয়ে কেবল ‘ল’ উচ্চারিত হয়। আবার মধ্য বা অন্ত্যে মহাপ্রাণতা লোপ পেয়ে কেবল ‘ল’-এর দ্বিত্ব হয়ে থাকে।</p> | <p>আহ্লাদ (আল্লাদ), হ্লাদ (লাদ) হ্লাদিনী (লাদিনী) কিংবা প্রোহ্লাদ কোনোটিই প্রমিত উচ্চারণ নয়। উল্লিখিত শব্দগুলোর উচ্চারণ হওয়া উচিত- আল্হাদ, লহাদ্ লহাদিনি এবং প্রোল্হাদ্।</p>                                                                                     |

### ‘ঃ’ (বিসর্গ):

সংস্কৃত ‘ঃ’ (বিসর্গ) এর উচ্চারণ ছিল অনেকটা ‘অর্ধ-হ’-এর মতো। বাংলায় কেবল বিসায়সূচক অব্যয়ের ক্ষেত্রে আমরা প্রাচীনকালের ‘ঃ’ (বিসর্গ) উচ্চারণের রেশ শুনতে পাই। যেমন: আঃ (আহ), বাঃ (বাহ), উঃ (উহ), ওঃ (ওহ) ইত্যাদি।

এ-ব্যতিরেকে আধুনিক বাংলা ভাষায় ‘ঃ’ (বিসর্গ)-এর উচ্চারণ সাধারণত হয় না। (আধুনিক বাংলা বানানেও এর প্রভাব লক্ষণীয়)।

| নিয়ম                                                                                                    | উদাহরণ                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>পদের মধ্যে বিসর্গ ‘ঃ’ থাকলে বাংলা উচ্চারণে বিসর্গ-পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণটি দ্বার উচ্চারিত হয়ে থাকে।</p> | <p>অতঃপর (অতোপ্পর), নিঃসঙ্গ (নিশ্শংগো), নিঃশেষ (নিশ্শেষ), নিঃসন্তান (নিশ্শন্তান), দুঃখ (দুখো), অন্তঃসার (অন্তোশ্শার), দুঃসময় (দুশ্শময়), পুনঃপুন (পুনোপ্পুনো), দুঃসাহস (দুশ্শাহোশ) ইত্যাদি।</p> |



❖ চন্দ্রবিন্দু (◌্):

বাংলায় স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক করার জন্য (◌্) চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হয়।

- অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় নাক ও মুখের মিলিত দ্যোতনায় (Combined resonance of nose and mouth)। এর উচ্চারণ বিকৃতি বা বিলুপ্তির জন্য শব্দের অর্থগত বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। যেমন: কাদা (কর্দম), কাঁদা (ক্রন্দন); শাখা (ডাল), শাঁখা (শঙ্খ); রাধা (রাধিকা), রাঁধা (রন্ধন); পাক (পবিত্র/রান্না), পাঁক (পঙ্ক / পুকুরতলের কাদা) ইত্যাদি।
- এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়। যেসব মূল শব্দ বর্ণের পঞ্চম বর্ণ-সহযোগে (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) গঠিত, সেসব শব্দের পরিবর্তিত (তডব) রূপেই সাধারণত নাসিক্য (◌্) প্রতীক ব্যবহৃত হয়। যথা: চাঁদ (< চন্দ্র), দাঁত (< দন্ত), কাঁটা (< কণ্টক), ঘাঁড় (< ঘণ্টা), ভাঁড় (< ভাণ্ড), দাঁড় (< দণ্ড), পাঁচ (< পঞ্চ), আঁচল (< অঞ্চল), আঁধার (< অন্ধকার) ইত্যাদি।

❖ কৃতঋণ শব্দের (Loan word) উচ্চারণ:

অন্য ভাষা থেকে আগত যেসকল শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় কিন্তু বানান ও উচ্চারণগত বিচারে মূল ভাষার প্রভাব বহন করে তাদের কৃতঋণ শব্দ বলে।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, তুর্কি, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষা থেকে আগত এ ধরনের শব্দ প্রচুর। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু শব্দের উল্লেখ করা হলো:

| উৎস             | শব্দ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সংস্কৃত শব্দ    | স্নিত (স্মিতো), বাজায় (বাংময়), গুল্য (গুল্মো), বাল্মীকি (বাল্মিকি), বাগ্মী (বাগ্মি), হিরণ্ময় (হিরন্ময়), উন্মাদ (উন্মাদ), একবিংশ (একোবিংশো) ইত্যাদি।                                                                                                                        |
| আরবি-ফারসি শব্দ | ইসলাম (ইসলাম), মুসলমান (মুসলমান), মসনদ (মসনদ), সফর (শফোর), সালাম (সালাম), বিসমিল্লাহ (বিস্মিল্লাহ), সুন্নি (সুন্নি), কসম (কসম), সুফি (সুফি), সুরত (সুরত), কিসমত (কিস্মত), সুন্নত (সুন্নত), ফয়সালা (ফয়সালা), ফারসি (ফারসি), নামাজ (নামাজ), শবনম (শবনম), শরিফ (শোরিফ) ইত্যাদি। |
| তুর্কি শব্দ     | সওগাত (শওগাত), খানম (খানোম), খাতুন (খাতুন) ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                            |
| ওলন্দাজ শব্দ    | হরতন (হরতন), রুইতন (রুইতন), ইস্কাপন (ইস্কাপন) ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                         |
| পর্তুগিজ শব্দ   | ফিতা (ফিতা), চাবি (চাবি), কামিজ (কামিজ), গামলা (গামলা), গরাদ (গরাদ), পেরেক (পেরেক), পেয়ারা (পেআরা) ইত্যাদি।                                                                                                                                                                   |
| ইংরেজি শব্দ     | ভোট (ভোট), রোমান্টিক (রোমান্টিক), সেক্রেটারি (সেক্রেটারি), স্কুল (স্কুল), বেঞ্চ (বেন্চ), মার্কেট (মার্কেট), প্লেট (প্লেট) ইত্যাদি।                                                                                                                                             |

কতিপয় শব্দের উচ্চারণ

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

| প্রদত্ত শব্দ                              | উচ্চারণ                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| অ                                         |                                   |
| অবিনাশী [জ.বো.'২৪]                        | অবিনাশি                           |
| অভিমান [ব.বো.'২৪]                         | ওভিমান                            |
| অজ্ঞান [কু.বো.'২৪]                        | অগ্গ্যান                          |
| অতঃপর [ম.বো.'২৪; সি.বো.'১৭]               | অতোপ্পর                           |
| অদ্বিতীয় [ব.বো.'২৪; চ.বো.'২৩; সি.বো.'১৯] | অদ্দিতিয়ো                        |
| মন্য [জ.বো.'২৩]                           | ওন্নো                             |
| ক্ষর [রা.বো.'২৩]                          | ওক্খোর (বর্ণ)/অক্খোর (ক্ষরণশূন্য) |

| প্রদত্ত শব্দ                       | উচ্চারণ      |
|------------------------------------|--------------|
| অবিশ্বাস [রা.বো.'২৩]               | অবিশ্শাশ     |
| অরণ্য [চ.বো.'২৩]                   | অরোন্নো      |
| অসহ্য [য.বো.'২৩]                   | অশোজ্ঝো      |
| অল্পপূর্ণা [ম.বো.'২৩]              | অন্নোপূর্ণনা |
| অতীত [জ.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]          | ওতিত         |
| অকৃতজ্ঞ [সি.বো.'১৭]                | অকৃতগ্গো     |
| অক্ষ [রা.বো., ব.বো.'১৭]            | ওক্খো        |
| অতি [জ.বো.'১৭]                     | ওতি          |
| অত্যাৱশ্যক [সি.বো.'২৩; সকল বো.'১৮] | ওত্ভাৱোশ্শোক |
| অদ্য [চ.বো.'১৯; ব.বো.'১৭]          | ওন্দো        |



| প্রদত্ত শব্দ                                                  | উচ্চারণ       |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| অধ্যক্ষ [চ.বো.'২৩, ১৯; য. বো.'২৩; কু.বো.'১৭]                  | ওদ্যোখো       |
| অনিঃশেষ [কু.বো.'১৯]                                           | অনিশশেশ       |
| অশিক্ষিত [কু.বো.'১৭]                                          | অশিকখিতো      |
| অসীম [চ.বো.'২৪; কু. বো.'২৩; রা.বো., দি.বো.'১৭]                | অশিম্         |
| আ                                                             |               |
| আবৃত্তি [চ.বো.'২৪, ১৯; ব. বো.'২৩, রা. বো., দি.বো.'১৯]         | আবৃত্তি       |
| আহ্বান [রা.বো., য.বো., ম.বো.'২৪; চ.বো., দি. বো.'২৩; ব.বো.'১৯] | আওভান         |
| আসক্তি [ম.বো.'২৩]                                             | আশোক্তি       |
| আবশ্যক [সি.বো.'২৩, ১৭]                                        | আবোশশোক্      |
| আশ্রম [রা.বো., দি.বো.'১৯]                                     | আস্রোম্       |
| ই-ঈ                                                           |               |
| উদ্বোধন [য.বো.'২৪; চ.বো.'২৩]                                  | উদবেগ্        |
| উদ্যোগ [য.বো.'২৪, চ.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]                        | উদ্যোগ্       |
| ইতিপূর্বে [দি. বো.'২৩; চ.বো.'১৯, ব.বো.'১৭]                    | ইতোপ্পূর্বে   |
| উল্লাস [সি.বো.'২৩]                                            | উল্লাশ্       |
| উদাহরণ [রা. বো.'২৩; সি.বো.'১৯]                                | উদাহরোন্      |
| উদ্ভাস্ত [কু.বো.'১৯]                                          | উদ্বাস্তু     |
| উপমা [ব.বো.'২৩, ১৭]                                           | উপোমা         |
| উপস্থিত [চ.বো.'১৭]                                            | উপোস্থিত্     |
| উহা [কু.বো.'১৯]                                               | উজঝো          |
| উনসত্তর (শুদ্ধ: উনসত্তর) [ম.বো.'২৩]                           | উনোশোততোর্    |
| এ-ঐ                                                           |               |
| একাডেমি [ব.বো.'২৪, ১৯; ম.বো.'২৪]                              | অ্যাকাডেমি    |
| এক [দি.বো.'২৪]                                                | অ্যাক         |
| একটি [চ.বো.'১৭]                                               | এক্টি         |
| একতা [দি.বো.'১৭]                                              | একোতা         |
| একা [রা.বো.'১৭]                                               | অ্যাকা        |
| ঔপন্যাসিক [য.বো.'২৪; কু.বো.'২৩]                               | ওউপোন্নাশিক্  |
| ঐতিহ্য [রা.বো.' ২৪; ব.বো.'১৯]                                 | ওইতিজ্ঝো      |
| ঐশ্বর্য [য.বো.'২৪; ব. বো.'২৩; চ.বো., য.বো., কু.বো.'১৯]        | ওইশ্শোরজো     |
| ঐশ্বর্যবান [ম.বো.'২৪; চ.বো.'১৯]                               | ওইশ্শোরজোবান্ |
| ঐক্য [রা. বো., সি. বো., কু. বো.'২৩; সি.বো.'১৭]                | ওইকোতান্      |
| ঐকমত্য [দি.বো.'১৯]                                            | ওইকোমোততো     |
| ঐক্য [য.বো.'১৭]                                               | ওইক্কো        |
| ওজস্বী [কু.বো.'১৭]                                            | ওজোশ্শি       |

| প্রদত্ত শব্দ                                                     | উচ্চারণ      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| ক-ঙ                                                              |              |
| কন্যা [কু.বো.'২৪]                                                | কোন্না       |
| কবিতা [ব.বো.'২৪; য.বো.'১৭]                                       | কোবিতা       |
| কবি [কু.বো.'২৩]                                                  | কোবি         |
| কর্ম [চ.বো.'১৭]                                                  | কর্রমো       |
| গদ্য [রা.বো.'২৪]                                                 | গোদদো        |
| গ্রাহ্য [রা.বো.'২৩]                                              | গ্রাঙ্ঝো     |
| গণতন্ত্র [য.বো.'২৩]                                              | গনোতন্ড্রো   |
| গ্রহণ [য.বো.'২৩]                                                 | গ্রোহোন্     |
| গঞ্জনা [কু.বো.'১৭]                                               | গন্জোনা      |
| গ্রীষ্ম [দি.বো.'১৯]                                              | গ্রিশ্শো     |
| গ্রীষ্মকাল [দি.বো.'১৭]                                           | গ্রিশ্শোকাল্ |
| চ-ঞ                                                              |              |
| চর্যাপদ [চ. বো., দি.বো.'২৩; সি.বো.'১৯]                           | চোরজাপদ্     |
| চিত্রকল্প [চ.বো.'২৩]                                             | চিত্রোকল্পো  |
| চিহ্ন [দি. বো.'২৩; চ.বো.'১৯]                                     | চিন্ nho     |
| চিহ্নিত [সি.বো.'২৩, ১৭]                                          | চিন্ nhito   |
| ছাত্র [মাদ্রাসা বো.'২৪; রা. বো., কু.বো.'২৩; চ.বো.'১৯, রা.বো.'১৭] | ছাত্ত্রো     |
| জ্ঞান [রা.বো.'২৪]                                                | গ্যান্       |
| জ্ঞাতি [চ.বো.'২৪]                                                | গ্যাতি       |
| জয়ধ্বনি [দি.বো.'২৪; ম. বো.'২৩; কু.বো.'১৯]                       | জয়োদধোনি    |
| জিহ্বা [দি.বো.'২৪; সি.বো.'১৭]                                    | জিউভা        |
| জনশ্রুতি [দি.বো.'১৯]                                             | জনোস্রুতি    |
| জ্ঞাত [য.বো.'১৭]                                                 | গ্যাতি       |
| ট-ণ                                                              |              |
| তব্বী [চ.বো.'২৩]                                                 | তোন্বি       |
| তত্ত্বাবধান [দি.বো.'১৯]                                          | তত্ভাবধান্   |
| তন্ময় [দি.বো.'১৭]                                               | তন্ময়্      |
| দক্ষ [ব. বো.'২৪, ২৩; কু.বো.'২৪; য.বো.'১৭]                        | দোকখো        |
| দ্রষ্টব্য [য.বো.'২৪; ব.বো.'২৩; চ.বো.'১৭]                         | দ্রোশ্টোব্বো |
| দেখা [দি.বো.'২৪]                                                 | দ্যাখা       |
| দুঃখ [য.বো.'২৩]                                                  | দুকখো        |
| দরখাস্ত [চ.বো.'১৭]                                               | দরখাস্তো     |
| দায়িত্ব [সকল বো.'১৮; দি.বো.'১৭]                                 | দায়িত্তো    |
| দীনবন্ধু [চ.বো.'১৯]                                              | দিনোবোন্ধু   |



| প্রদত্ত শব্দ                                             | উচ্চারণ         |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| দুরন্ত [য.বো.'১৯]                                        | দুরন্তো         |
| ধন্যবাদ [দি.বো.'২৪; চ.বো.'১৭]                            | ধোনোবাদ         |
| ধার্য [সি.বো.'১৯]                                        | ধারজো           |
| নদী [ঢা.বো.'২৪; রা.বো.'২৩; ব.বো.'১৯]                     | নোদি            |
| নবজাত [দি.বো.'২৩]                                        | নবোজাতো         |
| নক্ষত্র [সি.বো.'২৩; সকল বো.'১৮]                          | নোক্খোত্ত্রো    |
| নদীমাতৃক [য.বো.'১৯]                                      | নোদিমাতৃক       |
| নিঃশর্ত [চ.বো.'১৭]                                       | নিশ্শর্তুতো     |
| প-ম                                                      |                 |
| প্রভাত [ঢা.বো.'২৪; চ.বো.'২৩]                             | প্রোভাত         |
| পর্যন্ত [চ.বো., দি.বো.'২৪; য.বো.'২৩]                     | পোরজোন্তো       |
| প্রতিজ্ঞা [য.বো.'২৪; দি.বো.'২৩]                          | প্রোতিগ্গাঁ     |
| পক্ষ [ঢা.বো.'২৪; ব.বো.'১৯]                               | পোক্খো          |
| পদ্ম [রা.বো., য.বো.'২৪; ব.বো.'২৪, ১৯]                    | পদ্দোঁ          |
| প্রেতাভা [ঢা.বো.'২৪; সি.বো.'২৩; সকল বো.'১৮]              | প্রেতাত্তাঁ     |
| পথ-বাসী [চ.বো.'২৪]                                       | পথো-বাশি        |
| প্রত্যাশা [ঢা.বো.'২৩]                                    | প্রোত্তাশা      |
| প্রধান [কু.বো.'২৩]                                       | প্রোধান্        |
| প্রজাপতি [ম.বো.'২৩]                                      | প্রোজাপোতি      |
| প্রণীত [সি.বো.'২৩, ১৯; দি.বো.'১৭]                        | প্রোনিতো        |
| প্রশ্ন [ব.বো.'২৩; সি.বো.'১৭]                             | প্রোস্নো        |
| প্রায়শ্চিত্ত [কু.বো.'১৯; ঢা.বো.'১৭]                     | প্রায়োশ্চিত্তো |
| পরীক্ষা [কু.বো.'২৩; য.বো.'১৭]                            | পোরিক্খা        |
| পুনঃপুন [রা.বো.'১৯]                                      | পুনোপ্পুনো      |
| প্রত্যক্ষ [দি.বো.'১৯]                                    | প্রোত্তোক্খো    |
| প্রজ্ঞা [সকল বো.'১৮]                                     | প্রোগ্গাঁ       |
| বিশেষজ্ঞ [ঢা.বো.'২৪; ম.বো.'২৩]                           | বিশেশগ্গোঁ      |
| ব্যাকরণ [চ.বো.'২৪; ব.বো.'১৯]                             | ব্যাকরোন্       |
| বিবাহ [চ.বো.'২৪]                                         | বিবাহো          |
| ব্যবধান [ব.বো.'২৪]                                       | ব্যাবোধান্      |
| ব্যতিক্রম [য.বো.'২৪, ২৩]                                 | বেতিক্ক্রোম্    |
| ব্যতীত [কু.বো.'২৪; মাদ্রাসা বো.'২৪, সি.বো.'২৩; য.বো.'১৭] | বেতিতো          |
| ব্রাহ্মণ [ম.বো.'২৪; দি.বো.'২৩; রা.বো., সি.বো., য.বো.'১৯] | ব্রাম্'mho ন্   |
| বিজ্ঞান [ম.বো.'২৪; কু.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৯; য.বো.'১৭]       | বিগ্গ্যান্      |

| প্রদত্ত শব্দ                                        | উচ্চারণ          |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| বিদ্বান [মাদ্রাসা বো.'২৪]                           | বিদ্দান্         |
| বিশ্বাস [মাদ্রাসা বো.'২৪, ব.বো.'১৯]                 | বিশ্শাশ্         |
| ব্যাক্ষ্য [মাদ্রাসা বো.'২৪, চ.বো.'১৯, দি.বো.'১৭]    | ব্যাক্খা         |
| বৈশাখ [মাদ্রাসা বো.'২৪, চ.বো., য.বো.'১৯; রা.বো.'১৭] | বোইশাখ্          |
| বঞ্চিত [চ.বো.'২৩]                                   | বোন্চিতো         |
| বিজ্ঞাপন [য.বো.'২৩]                                 | বিগ্গাঁপোন্      |
| বিজ্ঞ [ব.বো.'১৭]                                    | বিগ্গোঁ          |
| বিজ্ঞপ্তি [রা.বো.'১৯]                               | বিগ্গোঁপ্তি      |
| বিদ্বান [রা.বো.'১৭]                                 | বিদ্দান্         |
| বৈসাদৃশ্য [রা.বো.'১৯]                               | বোইশাদৃশ্যো      |
| ব্যবহার [ঢা.বো.'১৭]                                 | ব্যাবোহার্       |
| ব্রহ্মপুত্র [কু.বো.'১৯]                             | ব্রো'mhoপুত্ত্রো |
| ভবিষ্যৎ [মাদ্রাসা বো.'২৪, রা.বো., ম.বো.'১৯]         | ভোবিশ্শত্        |
| ভরসা [চ.বো.'২৩]                                     | ভরোশা            |
| মর্যাদা [ব.বো.'২৪; ঢা.বো., চ.বো., য.বো.'১৭]         | মোরজাদা          |
| মসৃণ [রা.বো.'২৪]                                    | মোস্‌সূন্        |
| মৃন্ময় [কু.বো.'২৪; ব.বো.'১৭]                       | মৃন্ময়          |
| মধ্যাহ্ন [দি.বো.'২৪]                                | মোদ্ধান্'nho     |
| মন্তব্য [মাদ্রাসা বো.'২৪; কু.বো.'১৭]                | মোন্তোব্বো       |
| মনোমালিন্য [য.বো.'১৯]                               | মনোমালিন্‌নো     |
| য-হ                                                 |                  |
| যুগ্ম [কু.বো.'২৪]                                   | জুগ্‌মো          |
| যথাক্রমে [চ.বো.'১৭]                                 | জথাক্‌ক্রোমে     |
| রূপসি [সি.বো.'১৯]                                   | রুপোশি           |
| রাষ্ট্রপতি [সকল বো.'১৮]                             | রাশ্‌ট্রোপোতি    |
| লক্ষ [চ.বো.'২৩]                                     | লোক্খো           |
| লক্ষ্মণ [কু.বো.'১৭]                                 | লক্‌খোন্         |
| লাবণ্য [ঢা.বো.'১৭]                                  | লাবোন্‌নো        |
| শ্রাবণ [রা.বো., চ.বো.'২৪; সকল বো.'১৮]               | শ্রাবোন্         |
| শাশ্বত [কু.বো.'২৪]                                  | শাশ্শতো          |
| শ্রবণ [দি.বো.'১৯]                                   | শ্রোবোন্         |
| শ্রম [ঢা.বো.'১৯]                                    | শ্রোম্           |



## ম্যাট্রালাল TEXT

বাংলা ২য় পত্র: বাংলা উচ্চারণের নিয়ম

| প্রদত্ত শব্দ                   | উচ্চারণ     |
|--------------------------------|-------------|
| শ্রম [ঢা.বো.'১৯]               | দ্রোম্      |
| শ্রেষ্ঠা [সি.বো.'১৭]           | শ্রেষ্ঠা    |
| যাণ্মাসিক [রা.বো., কু.বো.'১৯]  | শান্মাসিক্  |
| সংবাদপত্র [ঢা.বো.'২৪, ২৩]      | শংবাদপত্ৰো  |
| স্বরাজ [ঢা.বো.'২৪]             | শরাজ্       |
| স্মরণীয় [য.বো.'২৪; রা.বো.'২৩] | শৈরোনিয়ো   |
| সন্ধ্যা [কু.বো.'২৪]            | শোন্ধ্যা    |
| স্মৃতি [দি.বো.'২৪]             | স্মৃতি      |
| সৌন্দর্য [ম.বো.'২৩]            | শৌন্দোর্যজো |

| প্রদত্ত শব্দ                  | উচ্চারণ     |
|-------------------------------|-------------|
| সহস্র [দি.বো.'২৩]             | শহ্যেস্ত্রো |
| সভ্য [রা.বো.'১৭]              | শোব্ভো      |
| সৃজনশীল [য.বো.'১৭]            | সৃজনশিল্    |
| স্বল্প [ঢা.বো.'১৭]            | শল্পো       |
| স্বাগত [সি.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৯] | শাগতো       |
| হৃদয় [রা.বো.'২৪]             | rhaidয়     |
| হিতৈষী [ম.বো.'২৩]             | হিতেইশি     |
| হিংস্র [ব.বো.'২৩; য.বো.'১৭]   | হিংস্রো     |
| হৃৎপিণ্ড [ব.বো.'১৭]           | rhiত্পিন্ডো |

### ◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

| প্রদত্ত শব্দ | উচ্চারণ        |
|--------------|----------------|
| অ            |                |
| অংশ          | অংশো           |
| অংশীদার      | ওংশিদার        |
| অকথ্য        | অকোত্থো        |
| অকালপক       | অকাল্পক্কো     |
| অকৃতকার্য    | অকৃতোকার্যজো   |
| অগ্ন্যুৎপাত  | ওগ্নুত্পাত্    |
| অদক্ষ        | অদোক্থো        |
| অধ্যাপক      | ওদ্যাপক্       |
| অধ্যাদেশ     | ওদ্যাদেশ্      |
| অননুক্রমীয়  | অনোনুক্ৰোনিয়ো |
| অহ           | অনrhio         |
| অনিশ্চিত     | অনিশ্চিতো      |
| অনুগ্রহ      | ওনুগ্ৰোহো      |
| অন্ত্যোষ্টি  | অন্তেশ্টি      |
| অপসারণ       | অপোশারোন্      |
| অভিজাত       | ওভিজাতো        |
| অভিজাত্রী    | ওভিজাত্ৰি      |
| অভ্যন্তরীণ   | ওব্ভোন্তোরিন্  |
| অশুখ         | অশ্শত্থো       |
| আ            |                |
| আইনত         | আইনতো          |
| আকর্ষণীয়    | আকর্শোনিয়ো    |
| আক্রমণ       | আক্ৰোমোন্      |
| আত্মহারা     | আত্ভোহারা      |
| আধিপত্য      | আধিপোত্ভো      |
| আপ্নত        | আপ্পুতো        |
| আলোকচ্ছটা    | আলোকোচ্ছটা     |
| আত্মদিত      | আত্মrhiদিতো    |

| প্রদত্ত শব্দ | উচ্চারণ            |
|--------------|--------------------|
| ই-ঈ          |                    |
| ইতস্তত       | ইতস্তুতো           |
| ইতিহাসবেত্তা | ইতিহাশ্বেত্ভতা     |
| ইক্ষন        | ইন্ধন্             |
| ইশতাহার      | ইশ্ভাহার           |
| ঈর্ষান্বিত   | ইর্ষান্ভিতো        |
| ঈষৎ          | ইশত্               |
| উ            |                    |
| উচ্ছৃঙ্খল    | উচ্ছৃংখল্          |
| উত্তম        | উত্তুপ্তো          |
| উষ্ণ         | উশ্ণো              |
| উত্তম        | উত্তুক্ভো          |
| উন্মত্ত      | উন্মত্ভো           |
| উপক্রমণিকা   | উপোক্ৰোমোনিকা      |
| উ-ঋ          |                    |
| উর্ধগামী     | উর্ধোগামি          |
| উর্মি        | উর্মি              |
| ঋণ           | রিন্               |
| ঋগ্বেদ       | রিগ্বেদ্           |
| ঋত্বিক       | রিত্বিক্           |
| এ            |                    |
| একত্র        | একত্ভ্রো           |
| একত্রিশ      | একোত্ভ্রিশ্        |
| একান্ন       | একান্নো/অ্যাকান্নো |
| এতদুদ্দেশ্যে | এতোদুদ্দেশ্যে      |
| এন্তেকাল     | এন্তেকাল্          |



## ম্যালালাল TEXT

বাংলা ২য় পত্র: বাংলা উচ্চারণের নিয়ম

| প্রদত্ত শব্দ   | উচ্চারণ           |
|----------------|-------------------|
| ঐ-ও            |                   |
| ঐশ্বর্যশালী    | ওইশ্বর্যজোশালি    |
| ঐহিক           | ওইহিক্            |
| ওতপ্রোত        | ওতোপ্প্রোতো       |
| ওষ্ঠ্য         | ওশ্ঠো             |
| ঔপনিবেশিক      | ওউপোনিবেশিক্      |
| ক              |                   |
| কক্ষ           | কোক্খো            |
| কটাক্ষ         | কটাক্খো           |
| কথোপকথন        | কথোপোকথোন্        |
| কর্তৃপক্ষ      | কোর্তৃপোক্খো      |
| কৃতঘ্ন         | কৃতঘ্ণো           |
| কৃতজ্ঞ         | কৃতগ্ণো           |
| ক্রমশঃ         | ক্রোমোশো          |
| ক্ষ            |                   |
| ক্ষতবিক্ষত     | খতোবিক্খতো        |
| ক্ষয়িস্কু     | খোয়িশ্ণু         |
| ক্ষীণ          | খিন্              |
| খ              |                   |
| খাদ্য          | খাদ্দো            |
| খ্যাতি         | খ্যাতি            |
| খ্রিষ্ট        | খ্রিশ্ঠো          |
| খ্রিষ্টাব্দ    | খ্রিশ্ঠাব্দো      |
| গ-ঘ            |                   |
| গগন            | গগোন্             |
| গঙ্গোপাধ্যায়  | গংগোপাদ্ধ্যা      |
| গণপ্রজাতন্ত্রী | গনোপ্রোজাতোন্ত্রি |
| গতকল্য         | গতোকোল্লো         |
| গহ্বর          | গগ্ভর্            |
| গৌণ            | গোউন্             |
| ঘনত্ব          | ঘনোত্তো           |
| ঘণ্য           | ঘন্নো             |
| ঘৃষ্ট          | ঘৃশ্ঠো            |
| চ              |                   |
| চক্রান্ত       | চক্ক্রান্তো       |
| চঞ্চল          | চন্চল্            |

| প্রদত্ত শব্দ | উচ্চারণ         |
|--------------|-----------------|
| চট্টগ্রাম    | চট্টোগ্রাম্     |
| চতুর্দশী     | চোতুর্দোশি      |
| চলন্ত        | চলোন্তো         |
| চৌকশ         | চোউকোশ্         |
| চৌষষ্টি      | চোউশোষ্টি       |
| ছ            |                 |
| ছদ্ম         | ছদ্দো           |
| ছাত্রজীবন    | ছাত্ত্রোজিবন্   |
| ছিদ্র        | ছিদ্দো          |
| ছোটো         | ছোটো            |
| জ-ঝ          |                 |
| জগদ্বিখ্যাত  | জগোদ্বিক্খ্যাতো |
| জনপ্রিয়     | জনোপ্প্রিয়ো    |
| জনৈক         | জনোইকো          |
| জলপ্রপাত     | জলোপ্প্রোপাত্   |
| জলবায়ু      | জলোবায়ু        |
| জ্যেষ্ঠ      | জেশ্ঠো          |
| জ্যৈষ্ঠ      | জোইশ্ঠো         |
| ঝঞ্ঝা        | ঝন্ঝা           |
| ঝটিকা        | ঝোটিকা          |
| ট-ণ          |                 |
| টাইটম্বর     | টোইটোম্বর       |
| টিপ্পনী      | টিপ্পোনি        |
| ঠান্ডা       | ঠান্ডা          |
| ঠোঙা         | ঠোঙা            |
| ডমরু         | ডমোরু           |
| ডাকবাংলা     | ডাক্‌বাংলা      |
| ঢাড়াশ       | ঢ্যাড়োশ্       |
| ঢালা         | ঢ্যালা          |
| নত্ববিধান    | নত্‌তোবিধান্    |
| ত-থ          |                 |
| তবীয়        | তোত্‌তিয়ো      |
| তারতম্য      | তারোতোম্মো      |
| ত্যক্ত       | ত্যাক্তো        |
| থরথর         | থর্‌থর্         |



| প্রদত্ত শব্দ | উচ্চারণ        |
|--------------|----------------|
| দ            |                |
| দক্ষিণ       | দোকখিন্        |
| দন্ধ         | দগ্ধো          |
| দরিদ্র       | দোরিদ্রো       |
| দিগ্বিজয়ী   | দিগ্বিজোয়ী    |
| দুঃসহ        | দুশ্শহো        |
| দুরবস্থা     | দুরবোস্থা      |
| দ্রব         | দ্রোবো         |
| দ্বিত্ব      | দিত্তো         |
| ধ-ন          |                |
| ধৈর্য        | ধোইরুজো        |
| ধ্রুপদি      | ধ্রুপোদি       |
| ধ্বনি        | ধোনি           |
| নিরঙ্কুশ     | নিরোংকুশ্      |
| নিরবচ্ছিন্ন  | নিরবোচ্ছিন্নো  |
| নিরক্ষর      | নিরক্খর        |
| নিষ্প্রভ     | নিশ্প্রোভো     |
| নৈসর্গিক     | নোইশোরুগিক্    |
| প-ফ          |                |
| পরিক্রমা     | পোরিক্ক্রোমা   |
| পরিচ্ছন্ন    | পোরিচ্ছন্নো    |
| পরিবর্তন     | পোরিবর্তুনো    |
| প্রাতঃকাল    | প্রাতোক্কালা   |
| ফুটন্ত       | ফুটন্তো        |
| ব            |                |
| বক্ষ         | বোক্খো         |
| বন্যা        | বোন্না         |
| বয়োজ্যেষ্ঠ  | বয়োজ্জ্যেষ্ঠো |
| বহির্গমন     | বোহির্গমোন্    |
| বাহ্য        | বাজ্ঝো         |
| বিচ্যুত      | বিচ্ছুতো       |
| বিবৃত        | বিবৃত্তো       |
| বৈচিত্র্য    | বোইচিত্ত্রো    |
| ব্যর্থ       | ব্যার্থো       |
| ব্রহ্মাণ্ড   | ব্রোম্হান্ডো   |

| প্রদত্ত শব্দ | উচ্চারণ        |
|--------------|----------------|
| ড            |                |
| ডক্ষক        | ডোক্খোক্       |
| ভ্রমণ        | ভ্রোমোন্       |
| ভ্রষ্ট       | ভ্রোশ্টো       |
| ভ্রাতৃপুত্র  | ভ্রাতৃশ্চুত্ৰো |
| ম            |                |
| মস্তিষ্ক     | মোস্তিশ্চকো    |
| মাধ্যাকর্ষণ  | মাদ্ধাকর্শোন্  |
| মৈত্রী       | মোইত্ৰী        |
| য-ল          |                |
| যথাবিহিত     | জথাবিহিতো      |
| যৌবন         | জোউবন্         |
| রশ্মি        | রোশ্মি         |
| রাজস্ব       | রাজোশ্শো       |
| রূপান্তর     | রূপান্তর্      |
| লবণ          | লবোন্          |
| লব্ধ         | লব্ধো          |
| শ-স          |                |
| শকট          | শকোট্          |
| শক্তি        | শোত্ক্ৰতা      |
| শাশান        | শাঁশান্        |
| সমভিব্যাহার  | শমোভিব্যাহার্  |
| সম্বন্ধ      | শম্বন্ধো       |
| সর্বসম্মত    | শরুবোশম্মতো    |
| সংক্ষিপ্ত    | শংখিপ্তো       |
| সংজ্ঞা       | শংগাঁ          |
| সংবেদনশীল    | শংবেদোন্শিল    |
| সংরক্ষিত     | শংরোক্খিতো     |
| সায়ান্      | শায়ান্ধো      |
| স্বাতন্ত্র্য | শাতোন্ত্ৰো     |
| হ            |                |
| হতভম্ব       | হতোভম্বো       |
| হ্রস্ব       | হ্ৰোশ্শো       |
| হ্রাস        | হ্ৰাশ্         |
| হর্ষ         | হর্শো          |



উচ্চারণের নিয়ম সম্পর্কিত প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। দৃষ্টান্তসহ 'য'-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

[ঢা.বো.'২৪, য. বো.'২২]

উত্তর

নিচে 'য'-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো:

- 'য' (য)-ফলা সর্বত্র অন্য বর্ণের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে থাকে। আদ্য বর্ণে 'য' (য)-ফলা যুক্ত হলে বর্ণটির উচ্চারণে সামান্য শ্বাসাঘাত পড়ে এবং বর্ণটি 'অ'-কারান্ত বা 'আ'-কারান্ত হলে প্রায়শ তার উচ্চারণ 'অ্যা'-কারান্ত হয়ে থাকে। যথা: ব্যক্ত (ব্যাক্তো), ব্যর্থ (ব্যার্থো), ব্যগ্র (ব্যাগ্রো), ব্যবস্থা (ব্যাবোস্থা), ব্যস্ত (ব্যাস্তো), ব্যথা (ব্যার্থা) ইত্যাদি।
- পদের আদ্য ('অ' কারান্ত) বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত 'য' (য)-ফলার পরে যদি 'ই' (ি)-কার (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) থাকে, তবে সেক্ষেত্রে তার উচ্চারণ সাধারণত 'অ্যা'-কার না হয়ে এ(ে)-কারান্ত হয়। যথা: ব্যথিত (বেথিতো), ব্যতীত (বেতিতো), ব্যক্তি (বেক্তি), ব্যতিক্রম (বেতিক্রোম), ব্যতিব্যস্ত (বেতিব্যাস্তো) ইত্যাদি।
- পদের মধ্য কিংবা অন্তে যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'য' (য)-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ থাকে না। যথা: সন্ধ্যা (শোন্ধ্যা), স্বাস্থ্য (শাস্থ্যো), মর্ত্য (মোর্ত্যো), হর্ম্য (হোরমো), কণ্ঠ্য (কোন্ঠ্যো) ইত্যাদি।
- সংযুক্ত বর্ণে 'য' (য)-ফলা যুক্ত হলে তার যেমন উচ্চারণ হয় না, তেমনি তার পূর্ববর্তী 'অ'-কারান্ত বর্ণগুলোকে হয়তো তেমন প্রভাবিত করে না, অর্থাৎ প্রায়শ 'ও'-কারান্ত উচ্চারিত হচ্ছে না। মর্ত্য, অর্থ্য, বন্ধ্যা, কণ্ঠ্য, অন্ত্য ইত্যাদি।
- পদের মধ্য ও অন্ত্য বর্ণে 'য' (য)-ফলা সংযুক্ত হলে সে বর্ণটি দু'বার উচ্চারিত হয় (বর্ণটি অল্পপ্রাণ হলে প্রথমটি হ্রস্ব, দ্বিতীয়বার 'ও'-কারান্ত, আর মহাপ্রাণ হলে প্রথমটি তার অল্পপ্রাণ হ্রস্ব এবং দ্বিতীয়টি মহাপ্রাণ 'ও'-কারান্ত)। যথা: অদ্য (ওদ্দো), মধ্য (মোদ্ধ্যো), ধন্য (ধোন্ধ্যো), শস্য (শোশ্যো), সভ্য (শোভ্যো), সত্য (শোত্যো), কন্যা (কোন্ধ্যা)।

০২। বাংলা 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

[রা. বো.'২৪, ২৩; চ.বো.'২৪, ২৩, ১৯; দি. বো.'২৪, ১৭; ম. বো.'২৩; ঢা. বো.'২২; ঢা.বো., সি. বো.'১৯; ঢা. বো., ব. বো., য. বো., কু. বো.'১৭]

অথবা, বাংলা শব্দে আদ্য 'অ'-ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

[রা. বো.'১৭; ব. বো.'১৯,]

উত্তর

নিচে বাংলা শব্দে আদ্য 'অ'-ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো:

- শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তারপরে 'ই'-কার বা 'উ'-কার থাকে তবে সে- 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যথা: অভিধান (ওভিধান), অভিযান (ওভিজান), অতি (ওতি), মতি (মোতি), অতীত (ওতিত), অধীন (ওধিন) ইত্যাদি।
- শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'য' (য)-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ প্রায়শ 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন: অদ্য (ওদ্দো), অন্য (ওন্ধ্যো), অত্যাচার (ওত্যাচার), কন্যা (কোন্ধ্যা), বন্যা (বোন্ধ্যা) ইত্যাদি।
- শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'ক্ষ', 'জ্ঞ' থাকলে, সে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়ে থাকে। যথা: অক্ষ (ওক্খো), দক্ষ (দোক্খো), যক্ষ (জোক্খো), লক্ষণ (লোক্খোন), যজ্ঞ (জোগ্গো), লক্ষ (লোক্খো), রক্ষা (রোক্খা) ইত্যাদি।
- শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর 'ঋ' (ঋ)-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও, সেই 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যথা: মসৃণ (মোস্‌সূন), বক্তৃতা (বোক্‌তূতা) ইত্যাদি।
- শব্দের প্রথমে 'অ' যুক্ত 'র' (র)-ফলা থাকলে সেক্ষেত্রেও আদ্য 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কার হয়ে থাকে। যথা: ক্রম (ক্রোম), গ্রহ (গ্রোহো), গ্রন্থ (গ্রোন্ধ্যো), ব্রত (ব্রোতো) ইত্যাদি।

ii 'এ'-ধ্বনি উচ্চারণের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

[ব. বো.'২৪, ২২; য.বো.'২৪; সি. বো.'২৩, ১৭; কু. বো.'২৩; দি. বো., ম. বো.'২২; রা. বো.'১৯; সকল বো.'১৮]

উত্তর

নিচে 'এ'-ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো:

- শব্দের প্রথমে যদি 'এ'-কার থাকে এবং তারপরে 'ই' (ি), 'ঈ' (ী), 'উ' (ু), 'ঊ' (ূ), 'এ' (ে), 'ও' (ো), 'য়', 'র', 'ল', 'শ' এবং 'হ' থাকলে সাধারণত 'এ' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যথা: এ কি (এ কি), দেখি (দেখি), মেকি (মেকি), টেকি (টেকি), বেশি (বেশি) ইত্যাদি।
- তৎসম শব্দের আদ্য 'এ'-কার সাধারণত অবিকৃত এ-রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন- বেদ (বেদ), সেতু (শেতু), প্রেম (প্রেম), দেবকী (দেবোকি), প্রেরক (প্রেরোক) ইত্যাদি।



- (iii) শব্দের সূচনায় অবস্থিত 'এ-কার' ধ্বনির পর 'অ' কিংবা 'আ' অথবা 'অ-কার' কিংবা 'আ-কার' থাকলে আদ্যস্থ 'এ-কার'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'এ্যা-কার'-এর ন্যায় হয়। যেমন- এমন (অ্যামোন), যেমন (জ্যামোন), কেন (ক্যানো), বেটা (ব্যটা) ইত্যাদি।
- (iv) মূলে 'ই'-কার বা 'ঋ'-কারযুক্ত ধাতু প্রাতিপদিকের সঙ্গে 'আ'-কার যুক্ত হলে সেই 'ই'-কার, 'এ'-কার রূপে উচ্চারিত হবে, কখনও 'অ্যা'-কার হবে না। যথা: কেনা (কিন্ ধাতু থেকে), মেলা (< মিল), লেখা (< লিখ), গেলা (< গিল), মেশা (< মিশ) ইত্যাদি।
- (v) একাক্ষর (monosyllable) সর্বনাম পদের 'এ' সাধারণত স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ অবিকৃত 'এ'-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যথা: কে, সে (শে), এ, যে (জে) ইত্যাদি।

০৪। উদাহরণসহ 'ব'-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

[কৃ. বো.'২৪, ২২; ম.বো.'২৪; মাদ্রাসা বো.'২৪, ব. বো., য. বো.'২৩; রা. বো., সি. বো., দি. বো.'১৯]

উত্তর

নিচে উদাহরণসহ 'ব'-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো:

- (i) আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ব'-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত সে 'ব'-ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না। যথা: স্বাধিকার (শাধিকার), স্বদেশ (শদেশ), জ্বালা (জালা), তুক (তক), শাপদ (শাপদ) ইত্যাদি।
- (ii) শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে 'ব'-ফলা থাকলে সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ-দ্বিত্ব ঘটে থাকে। যথা: দ্বিত্ব (দিত্বতো), বিশ্ব (বিশ্বো), বিশ্বাস (বিশ্বাশ), বিদ্বান (বিদ্বান), পক (পকো) ইত্যাদি।
- (iii) উৎ (উদ্) উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ' (দু)-এর সঙ্গে 'ব'-ফলার 'ব' বাংলা-উচ্চারণে সাধারণত অবিকৃত থাকে। যথা: উদ্বেগ (উদ্বেগ), উদ্বেধন (উদ্বেধন), উদ্বেলিত (উদ্বেলিতো), উদ্বেগ্ন (উদ্বেগ্নো) ইত্যাদি।
- (iv) বাংলা শব্দে 'ক' থেকে সন্ধির সূত্রে আগত-'গ'-এর সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে সেক্ষেত্রে 'ব'-এর উচ্চারণ প্রায়শ অবিকৃত থাকে। যথা: দিগ্বিদিক (দিগ্বিদিক), দিগ্বলয় (দিগ্বলয়), দিগ্বিজয় (দিগ্বিজয়), ঋগ্বেদ (রিগ্বেদ) ইত্যাদি।
- (v) এছাড়া 'ব'-এর সঙ্গে এবং 'ম'-এর সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে, সে 'ব'-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যথা: আব্বা (আব্বা), মোরব্বা (মোরাব্বা), জোব্বা (জোব্বা), তিব্বত (তিব্বত), নব্বই (নোব্বোই) ইত্যাদি। 'ম' এর সঙ্গে: অম্বর (অম্বর), খাম্বা (খাম্বা) ইত্যাদি।

০৫। 'ম'-ফলা উচ্চারণের যে কোন পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

[চ. বো., দি. বো.'২৩; চ. বো.'১৭]

উত্তর

নিচে 'ম'-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো:

- (i) পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ম'-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ হয় না, তবে প্রমিত উচ্চারণে 'ম'-ফলাযুক্ত বর্ণটির উচ্চারণ সামান্য নাসিক্য-প্রভাবিত হয়ে ওঠে। যথা: স্মরণ (শ্রোণ), শ্মশান (শ্রোশান), স্মৃতি (স্রুতি), স্মারক (শ্রোঁক) ইত্যাদি।
- (ii) পদের মধ্যে বা অন্ত্যে 'ম'-ফলা সংযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়ে থাকে। যথা: ছদ্ম (ছদ্মদোঁ), পদ্ম (পদ্মদোঁ), আত্ম (আত্মতৌঁ), অকস্মাৎ (অকোশ্রোঁত) ভস্ম (ভশ্রোঁ), রশ্মি (রোশ্রি), মহাত্মা (মহাত্রোঁ), আকস্মিক (আকোশ্রিক) ইত্যাদি।
- (iii) কিন্তু বাংলা ভাষায় পদের মধ্যে কিংবা অন্ত্যে সর্বত্র 'ম' ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না; গ, ঙ, ট, ণ, ম এবং ল-এর সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'-এর উচ্চারণ সাধারণত অবিকৃত থাকে। যথা: বাগ্মী (বাগ্মি), যুগ্ম (জুগ্মো), বাজ্ময় (বাংময়), উন্মাদ (উন্মাদ), জন্ম (জন্মো), সম্মান (শম্মান), গুল্ম (গুল্মো) ইত্যাদি।
- (iv) যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'-ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না। যথা: সূক্ষ্ম (শুক্কোঁ), লক্ষ্মী (লোক্কি), লক্ষ্মণ (লক্কোন) ইত্যাদি।
- (v) এছাড়া বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'ম'-ফলাযুক্ত কতিপয় সংস্কৃত শব্দ আছে (কৃতঞ্চ শব্দ) যার বানান ও উচ্চারণ সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী হয়। যথা: কুশ্মাণ্ড (কুশ্রোঁন্ডোঁ), স্মিত (স্র্মিতোঁ), সুস্মিতা (সুস্র্মিতা) ইত্যাদি।

১। উদাহরণসহ বাংলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

[চ. বো.'২২]

অথবা, উচ্চারণরীতি কাকে বলে? উদাহরণসহ বাংলা উচ্চারণের চারটি নিয়ম লেখ।

[য. বো.'১৯]

উত্তর

উচ্চারণরীতি: ভাষাতত্ত্ববিদ ও ব্যাকরণবিদগণ বাংলা ভাষার প্রতিটি শব্দের সঠিক উচ্চারণের জন্য যেসকল নিয়ম বা সূত্র প্রণয়ন করেছেন। সেসব নিয়ম বা সূত্রের সমষ্টিকে বলা হয় বাংলা ভাষার উচ্চারণরীতি।

নিচে বাংলা উচ্চারণের কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো:

- (i) শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'য'-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন: অদ্য (ওদ্দোঁ), কন্যা (কোন্না), অন্য (ওন্নোঁ), বন্যা (বোন্না) ইত্যাদি।
- (ii) শব্দের শুরুতে আ-কার এবং তারপর অ-কারান্ত বর্ণ থাকলে অ-কার, ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: ভাষণ (ভাশোন), আসল (আশোল), নকল (নকোল) ইত্যাদি।



- (iii) শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে 'ব'-ফলা বা 'ম'-ফলা কিংবা 'য'-ফলা সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ দ্বিভূত ঘটে।  
যেমন: দ্বিভূত (দিততো), পদ্ম (পদ্মদৌ), বিশ্বাস (বিশ্বশাস), সভ্য (শোবভো) প্রভৃতি।
- (iv) যুক্ত ব্যঞ্জননের সঙ্গে থাকা 'ম'-ফলা বা 'য'-ফলার কোনো উচ্চারণ থাকেনা।  
যেমন: সূক্ষ্ম (সুক্কখো), লক্ষ্মী (লোক্কখি), সন্ধ্যা (শোন্ধ্যা), স্বাস্থ্য (শাস্থ্যো) প্রভৃতি।
- (v) শব্দের মধ্য কিংবা অন্ত্যে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে য-ফলা যুক্ত হলে সাধারণত তার উচ্চারণ হয় না।  
যেমন: সন্ধ্যা (শোন্ধ্যা), স্বাস্থ্য (শাস্থ্যো)।

০৭। অন্ত্য 'অ'-ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

[কৃ. বো.'১৯]

উত্তর

অন্ত্য 'অ'-ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো:

- 'হ্রস্ব-ই' কিংবা অ-কারের পরিবর্তে 'অ' কিংবা 'আ'-ধ্বনি থাকলে অন্তঃস্থ-য় (ইয়) ধ্বনির 'অ' কিংবা রূপান্তরিত 'ও' বিলুপ্ত হয়ে হ্রস্বরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- জয় (জয়), ভয় (ভয়), নয় (নয়), বিষয় (বিশয়) খায় (খায়) ইত্যাদি।
- বিশেষ্য শব্দের শেষে অবস্থিত 'হ' এবং বিশেষণ শব্দের শেষে অবস্থিত 'ত' বর্ণের 'অন্ত্য-অ' সাধারণত বিলুপ্ত না হয়ে ও-কারান্তরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- স্নেহ (স্নেহো), বিরহ (বিরহো), কলহ (কলহো), আগ্রহ (আগ্রহো) ইত্যাদি।
- ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষ-অ' রক্ষিত এবং 'ও'-কাররূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা: (১১) এগারো (অ্যাগারো), (১২) বারো (বারো), (১৩) তেরো (ত্যারো), (১৪) চোদ্দো (চোদ্দো) ইত্যাদি।
- তর (তরো), তম (তমো) প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ শব্দের শেষে অবস্থিত 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত ও-কারান্ত হয়। যেমন- ভিন্নতর (ভিন্নোতরো), অধিকতম (ওধিকোতমো), উচ্চতম (উচ্চোতমো), অন্যতর (ওননোতরো), নিম্নতম (নিম্ননোতমো) ইত্যাদি।
- 'ত' (জ) এবং 'ইত' প্রত্যয়যোগে সাধিত বা গঠিত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য 'অ' উচ্চারণে ও-কারান্ত হয়ে থাকে। যেমন: হত (হতো), গত (গতো), নত (নতো), রত (রতো) ইত্যাদি।

#### ◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। মধ্য 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর

নিচে মধ্য-অ ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো:

- শব্দমধ্যের 'অ' আদ্য 'অ'-এর মতোই ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ-কার এবং ঋ, ৞, য-ফলার আগে থাকলে সে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন- কাকলি (কাকোলি), সুমতি (সুমোতি) ইত্যাদি।
- তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্যে 'অ'-এর আগে যদি অ, আ, এ এবং ও-কার থাকে তবে মধ্যের 'অ', 'ও'-কার রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন- মতন (মতোন), যতন (জতোন), সাগর (শাগোর) ইত্যাদি।
- বাংলা ভাষায় বেশ কিছু সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দে 'অ', 'ও'-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- পথচারী (পথোচারি), বনবাসী (বনোবাসি), রণতুর্য (রনোতুরজো) ইত্যাদি।
- মধ্য অ-এর আগে 'আ' থাকলে সেই 'অ', 'ও'-রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- কাগজ (কাগোজ), আসল (আশোল)।
- মধ্য অ-এর আগে 'এ' থাকলে 'অ', 'ও'-রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- বেতন (বেতোন), ছেদন (ছেদোন)।

০২। শব্দের শেষে কোন কোন ক্ষেত্রে 'অ' উচ্চারণ লোপ পায় না? পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর

কথ্য বাংলায় শব্দের শেষের 'অ'-ধ্বনি সাধারণত লোপ পায়। তবে এমন কিছু বিশেষ ক্ষেত্র আছে যেখানে অন্ত্য 'অ'-ধ্বনি লোপ পায় না এবং সংবৃত উচ্চারণ হয়।

এগুলোর পাঁচটি নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হলো:

- শেষ ব্যঞ্জননের অব্যবহিত আগে অনুস্বার বা বিসর্গ থাকলে: ধ্বংস, বংশ, মাংস, দুঃখ ইত্যাদি।
- শব্দটি 'ত' বা 'ইত' প্রত্যয়ান্ত হলে: গত, শত, নন্দিত, লজ্জিত, পুলকিত ইত্যাদি।
- শব্দটি তুলনাবাচক '-তর', '-তম' প্রত্যয়ান্ত হলে: বৃহত্তর, বৃহত্তম, মহত্তম ইত্যাদি।
- 'ঈয়' বা 'অনীয়' প্রত্যয়ান্ত শব্দে: পানীয়, নমনীয়, দেশীয়, ভারতীয় ইত্যাদি।
- শব্দের শেষ ব্যঞ্জনটি 'হ' হলে: কলহ, দেহ, দাহ, প্রবাহ, মোহ, স্নেহ, লৌহ ইত্যাদি।





বাংলা ভাষা বর্তমান বিশ্বের সমৃদ্ধ ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলা ভাষার রয়েছে সুনির্দিষ্ট বানান পদ্ধতি। কিন্তু এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো লেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম বানান ব্যবহার করে। এতে শব্দগুলো নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এর মূল কারণ বানান সম্পর্কিত ভুল ধারণা। বাংলা একাডেমি পরিমার্জিত সংস্করণ হিসেবে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' পুনর্মুদ্রণ করে। বাংলাদেশে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে এটিই হবে একমাত্র বানানরীতি।

### ❖ বাংলা বানানের নিয়মসমূহ:

#### ➤ তৎসম শব্দের বানান:

১.১ এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।

| নিয়ম                                                                                                                          | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ যেসব তৎসম শব্দে ই, ঈ বা উ, উ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন (ি, ু) হবে।                                  | কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরুণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।                                                                                                               |
| ✓ রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না।                                                                                       | অর্জন, উর্দ্ধ, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্কাক্য, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদির পরিবর্তে অর্জন, উর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্কাক্য, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদি হবে।                                                                                                                   |
| ✓ সন্ধির ক্ষেত্রে ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্-এর স্থানে অনুস্বার (ং) হবে।                                     | অহম্+কার = অহংকার, ভয়ম্+ কর = ভয়ংকর, সম্+গীত = সংগীত, শুভম্+কর = শুভংকর। এরূপ: হৃদয়ংগম, সংঘটন, সংকর প্রভৃতি।<br>ব্যতিক্রম: সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ-এর স্থানে 'ং' হবে না। যেমন: অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী। |
| ✓ সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলোতে হ্রস্ব ই-কার হয়। | গুণী → গুণিজন, প্রাণী → প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী → মন্ত্রিপরিষদ।<br>ব্যতিক্রম: ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে -ত্ব ও -তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন: কৃতী → কৃতিত্ব, দায়ী → দায়িত্ব, প্রতিযোগী → প্রতিযোগিতা, মন্ত্রী → মন্ত্রিত্ব, সহযোগী → সহযোগিতা।                 |
| ✓ শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না।                                                                                             | ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ ফলত, বস্তুত, মূলত।<br>এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন: দুস্থ, নিস্তদ্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস।                                                                         |



❖ অ-তৎসম শব্দের বানান:

২.১ ই, ঈ, উ, ঊ:

| নিয়ম                                                                                                                                                                           | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই ও উ এবং এদের কারচিহ্ন (ি, ঊ) ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। | আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, ইরানি, উনিশ, ওকালতি, কাহিনি, কুমির, কেরামতি, খুশি, খেয়ালি, গাড়ি, গোয়ালিনি, চাচি, জমিদারি, জাপানি, জার্মানি, টুপি, তরকারি, দাড়ি, দাদি, দাবি, দিঘি, দিদি, নানি, পশমি, পাখি, পাগলামি, পাগলি, পিসি, ফরাসি, ফরিয়াদি, ফারসি, ফিরিস্তি, বর্ণালি (সংস্কৃত+বাংলা), বাঁশি, বাঙালি, বাড়ি, বিবি, বুড়ি, বেআইনি, বেশি, বোমাবাজি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), মামি, মালি, মাসি, মাস্টারি, রানি, রূপালি, রেশমি, শাড়ি, সরকারি, সিদ্ধি, সোনালি, হাতি, হিজরি, হিন্দি, হৈয়ালি, চুন, পুজো, পুর, মুলা, মুলো। |
| ✓ পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে।                                                                                                                                            | ছেলেটি, বইটি, লোকটি।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ✓ সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে 'কী' শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে।                                                                                               | এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বলব? কী করছ? কী করে যাব? কী খেলে? কী জানি? কী দুরাশা! তোমার কী! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলো কী পড়ো! কী যে করি! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।<br>কীভাবে, কীরকম, কীরূপে প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে।                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ✓ যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেই সব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে।                                                                        | তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

➤ '-আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে 'ই'-কার হবে। যেমন: খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হৈয়ালি প্রভৃতি।

২.২ এ, অ্যা:

| নিয়ম                                                                                    | উদাহরণ                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ বাংলায় 'এ' বর্ণ বা 'ে'-কার দিয়ে 'এ' এবং 'অ্যা' -এই উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়।         | কেন, কেনো (ক্রয় করো); খেলা, খেলি; গেল, গেলে, গেছে; দেখে, দেখি; জেনো, যেন।    |
| ✓ তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলোর '্যা' -কারযুক্ত রূপ বহুল পরিচিত। | ব্যাঙ, ল্যাঠা।                                                                |
| ✓ বিদেশি শব্দে ক্ষেত্র-অনুযায়ী 'অ্যা' বা '্যা' -কার ব্যবহৃত হবে।                        | অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড (and), অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাংক, ড্যাট, ম্যানেজার, হ্যাট। |

২.৩ ও:

| নিয়ম                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। তবে বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ও-কার ব্যবহার করা উচিত নয়। বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে এমন অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ ও অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ যার শেষে ও-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে বিভ্রান্তি হতে পারে। | করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চরানো, চালানো, দেখানো, নামা এগারো, বারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো, পাঠ বসানো, শেখানো, শোনানো, হাসানো, কুড়ানো, বাঁকানো, ধরো, বলো, বসো, শেখো, কেনো, দেবো, হতো, হবো, হলো, কোনো, বাঁধানো, ঘোরালো, ধারালো, প্যাঁচানো; করো, চড়ো, জেনো। |

➤ ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় শব্দের আদিতেও ও-কার লেখা যেতে পারে। যেমন: কোরো, বোলো, বোসো।



|                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ✓ শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ৎ) ব্যবহৃত হবে। | গাং, চং, পালং, রং, রাং, সং। |
| ✓ তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে 'ঙ' হবে।                         | বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।   |
| ➤ বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দের অনুস্বার (ৎ) থাকবে।                          |                             |

## ২.৫ ক্ষ, খ:

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ তৎসম শব্দ: ক্ষুধা, ক্ষুর, (কেশমুন্ডনের ধারালো অস্ত্রবিশেষ), ক্ষুদ্র ইত্যাদি লেখা হবে।           |
| ➤ অতৎসম শব্দ: খিদে, খুদ, খুদে, খুর (গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত), খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে। |

## ২.৬ জ, য:

| নিয়ম                                                                                | উদাহরণ                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ✓ বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি অনুযায়ী লিখিত হবে। | কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার। |
| ✓ ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে 'জ' হয়, 'য' বর্জনীয়                           | আজান, ওজু, নামাজ, কাজা, জোহর, রমজান।            |

## ২.৭ মূর্ধন্য 'ণ' ও দন্ত্য 'ন':

| নিয়ম                                                          | উদাহরণ                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ✓ অ- তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' ব্যবহার করা হবে না।                | অব্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন। |
| ✓ তৎসম শব্দে ট, ঠ, ড, ঢ-এর পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ 'ণ' হয়।   | কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন।                                                    |
| ✓ কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট, ঠ, ড, ঢ-এর আগে কেবল 'ন' হবে। | গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লন্ঠন।                                     |

## ২.৮ শ, ষ, স:

| নিয়ম                                                                                                                                   | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।                                                                                    | শহর, শামিয়ানা, শার্ট, শৌখিন, আপস, জিনিস, মসলা, সন, কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশত, শখ, শয়তান, শরবত, সাল (বৎসর), স্মার্ট, হিসাব; স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্ট্রিট, স্টু স্টেশন, স্টোর। ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, মুসলিম, : সালাম এশা, শাওয়াল (হিজরি মাস), শাবান (হিজরি মাস) |
| ✓ ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি S ধ্বনির জন্য 'স' এবং- sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য 'শ' ব্যবহৃত হবে। | পাসপোর্ট, বাস; ক্যাশ; টেলিভিশন; মিশন, সেশন; রেশন, স্টেশন।                                                                                                                                                                                                              |
| ✓ যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স, ছ - এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে।                                  | মিছরি, পছন্দ, তছনছ, মিছিল।                                                                                                                                                                                                                                             |

## ২.৯ বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ:

| নিয়ম                                                                                 | উদাহরণ                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ✓ বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। | স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং।    |
| ✓ তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা যায়।                                                | মার্কস, শেকসপিয়ার, ইসরাফিল। |



## ২.১০ হস-চিহ্ন:

| নিয়ম                                                                                       | উদাহরণ                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে।                                                          | কলকল, করলেন, কাত, চট, চেক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক, ডিশ, তছনছ, ফটফট, বললেন, শখ। |
| ✓ তবে যদি অর্থবিভ্রান্তি বা ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। | উহ, বাহ, যাহ।                                                                 |

## ২.১১ উর্ধ্ব-কমা:

➤ উর্ধ্ব কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চাল (চাউল), আল (আইল)।

## ০৩. বিবিধ:

| নিয়ম                                                                                                                   | উদাহরণ                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ৩.১<br>✓ সমাসবদ্ধ শব্দগুলি যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে।                                                                  | দৃষ্টপূর্ব, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র, পূর্বপরিচিত, বিষাদমগ্নিত, রবিবার, লক্ষ্যভ্রষ্ট, সংবাদপত্র, সংযতবাক, সমস্যাপূর্ণ, স্বভাবগতভাবে। |
| ✓ বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ শব্দটিকে এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়।                                       | কিছু-না-কিছু, জল-স্থল-আকাশ, বাপ-বেটা, বেটা-বেটি, মা-মেয়ে।                                                                        |
| ৩.২<br>✓ বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না।                                                          | ভালে দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, স্তন্ধ মধ্যাহ্ন।                                                      |
| ৩.৩<br>✓ না-বাচক, না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে হবে।                | করি না, করিনি।                                                                                                                    |
| ✓ এছাড়া শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ 'না' উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।                                                 | নাবালক, নারাজ, নাহক।                                                                                                              |
| ✓ অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়।                      | না-বলা বাণী, না-গোনা পাখি, না-শোনা কথা।                                                                                           |
| ৩.৪<br>✓ অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। | আজও, আমারও, কালও, তোমারও।                                                                                                         |
| ৩.৫<br>✓ নিশ্চয়্যার্থক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে।                  | আজই, এখনই।                                                                                                                        |

০৪. ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম এই নিয়মের আওতাভুক্ত নয়।

## গত্ব বিধান:

বাংলা ভাষায় অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য-‘ণ’ বর্ণ লেখার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে ‘ণ’ ও ‘ন’ এর ব্যবহার রয়েছে। তা বাংলায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়। বাংলায় ‘ণ’ ও ‘ন’ দুটি বর্ণের উচ্চারণ একই, তবে বানানের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের বানানে এই মূর্ধন্য-ণ-এর যথাযথ ব্যবহারের নিয়মকেই গত্ব বিধান বলে।



| নিয়ম                                                                                                                                         | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ ঋ(ৠ), র, ষ-এই কয়টি বর্ণের পরে যদি প্রত্যয়ের 'দন্ত্য-ন' আসে তবে তা 'ণ' হয়ে যাবে।                                                          | ঋণ, পিতৃঋণ, বর্ণ (বর্ণন>ণ), বিষ্ণু(বিষ্ণু>ণ), তৃণ, ভীষণ প্রভৃতি।                                                                                                                                                     |
| ✓ ঋ, র, ষ-এর পরে মূর্ধন্য 'ণ' হয়।                                                                                                            | ঋণ, তৃণ, বর্ণ, বর্ণনা, কারণ, মরণ, ব্যাকরণ, ভীষণ, ভাষণ, উষ্ণ ইত্যাদি।                                                                                                                                                 |
| ✓ ঋ, র, ষ-এর পরে স্বরধ্বনি, য, য়, ব, হ, ং এবং ক-বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী ন মূর্ধন্য 'ণ' হয়।                              | কৃপণ (ঋ-কারের পরে প, তার পরে ণ), হরিণ (র-এর পরে ই তারপরে ণ, অর্পণ (র+প্+অ+ণ), লক্ষণ (ক্+ষ্+অ+ণ), বক্ষ্যমাণ (ব্+অক্+ষ্য+অম্+আণ্+অ), রুক্ষিণী (রু+ঊক্+মই+ণ্+ঈ), স্পৃহণীয় (স্পৃ+ঋহৃ+অণ্+ঈ+য়+অ), অপেক্ষমাণ, স্মিয়মাণ। |
| ✓ প্র, পরা, পূর্ব, অপর - এগুলোর পর 'অহ' থাকলে 'ন্' 'ণ' হয়।                                                                                   | প্রাহ্ন, পরাহ্ন, পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন।                                                                                                                                                                                 |
| ✓ প্র, পরা, পরি, নির - এই চারটি উপসর্গ ও অন্তর্ শব্দের পরে নদ্, নম্, নশ্, নহ্, নী, নু, নুদ্, অন্ ও হন্ ধাতুর 'ন্' 'ণ' হবে।                    | নশ্ - পরিণাশ; নহ্ - পরিণাহ; নী - প্রণয়; নুদ্ - প্রণোদ, প্রণোদিত; অন্ - প্রাণ; হন্ - অন্তর্হণ।                                                                                                                       |
| ✓ প্র, পরা, পরি, নির-এ চারটি উপসর্গ এবং অন্তর্ শব্দের পর কৃৎ প্রত্যয়ান্তর দন্ত্য-'ন' মূর্ধন্য-'ণ' হয়, যদি সেই প্রত্যয়ের আগে স্বরবর্ণ থাকে। | যা - প্রয়াণ (প্র+√যা+অন); মা - প্রমাণ (প্র+√মা+অন)।                                                                                                                                                                 |
| ✓ উত্তর, পর, পার, রবীন্দ্র, চান্দ্র, নার, রাম শব্দের পরে 'অয়ন' বা 'আয়ন' শব্দ যুক্ত হলে এর 'ন' পরিবর্তিত হয়ে 'ণ' হয়।                       | পরায়ণ (পর+আয়ন), পারায়ণ (পার+আয়ন), উত্তরায়ণ (উত্তর+অয়ন), চান্দ্রায়ণ (চান্দ্র+অয়ন), রবীন্দ্রায়ণ (রবীন্দ্র+অয়ন), নারায়ণ (নার+অয়ন), রামায়ণ (রাম+অয়ন)।                                                      |
| ✓ তৎসম শব্দের বানানে ট-বর্গীয় ধ্বনির (ট, ঠ, ড, ঢ) আগে যুক্তবর্ণ হিসেবে 'ণ' যুক্ত হয়।                                                        | কণ্টক, তাণ্ডব, ঘণ্টা, লুণ্ঠন।                                                                                                                                                                                        |
| ✓ অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরবর্তী 'নী' ধাতুর ন>ণ হয়।                                                                                             | অগ্রণী, গ্রামণী।                                                                                                                                                                                                     |

➤ 'মধ্যাহ্ন' ও 'সায়াহ্ন' শব্দে 'ণ' হবে 'ন' কারণ এখানে 'অহ' 'মধ্য' ও 'সায়' শব্দের পরে আছে।

➤ কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়। একে বলে স্বাভাবিক গত। যেমন:

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| চাণক্য মাণিক্য গণ      | বাণিজ্য লবণ মন        |
| বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা। |                       |
| কল্যাণ শোণিত মণি       | স্থাপু গুণ পুণ্য বেণী |
| ফণী অণু বিপণি গণিকা।   |                       |
| আপণ লাবণ্য বাণী        | নিপুণ ভণিতা পাণি      |
| গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।    |                       |
| চিক্ণ নিক্ণ তৃণ        | কফণি (কনুই) বণিক গুণ  |
| গণনা পিণাক পণ্য বাণ।   |                       |

যেসকল ক্ষেত্রে গত বিধান কার্যকর হবে না:

| নিয়ম                                                                               | উদাহরণ                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ বাংলা ভাষায় অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে গত বিধি প্রযোজ্য নয়।                          | কান, পরান, বামুন, কিসান, ঘোম্মা, গুন (নৌকা টানার দড়ি), বান (বন্যা), আপন (নিজ), অনু (পিছনে) ইত্যাদি। |
| ✓ সমাসবদ্ধ পদে দুই পদের পূর্বপদে ঋ, র, ষ থাকলেও পরপদে দন্ত্য ন মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। | ত্ৰিনয়ন, ত্ৰিনেত্র, সর্বনাম, দুর্নীতি, দুর্নাম, দুর্নিবার, পরনিন্দা, অগ্রনায়ক।                     |
| ✓ ত-বর্গীয় বর্ণের (ত, থ, দ, ধ) সঙ্গে যুক্ত 'ন' কখনো 'ণ' হয় না।                    | অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন।                                                                               |



| নিয়ম                                                                                                                           | উদাহরণ                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ ক্রিয়াপদে সর্বদাই 'ন' হয়।                                                                                                   | হবেন, মারেন, বাবেন, বনবেন, খয়েন, থাকেন।                                        |
| ✓ ময়ট (ময়) প্রত্যয়ের ম-যোগে ত/দ স্থানে যে 'ন' হয় তা 'ণ' হবে না।                                                             | মন্ময় (মৃৎ+ময়), তৎ+ময় = তন্ময়।                                              |
| ✓ বিদেশি শব্দে দন্ত্য -ন কখনো মূর্ধন্য-ণ হয় না।                                                                                | জবান, নিশান, ফরমান, লন্ডন, কোরান।                                               |
| ✓ ঋ, র, ষ-এর পরে যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্ণ, প-বর্ণ, য, ব, হ, ঙ ছাড়া অন্য কোন বর্ণ থাকে তাহলে এর পরবর্তী দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয় না। | অর্চন, রঞ্জন, কর্তন, বর্ণনা, কুর্দন, রন্ধন, প্রার্থনা, বিসর্জন, দুর্নাম, বর্ধন। |
| ✓ ট-বর্গীয় বর্ণের পূর্বে অতঃসম শব্দে দন্ত্য ন হয়, মূর্ধন্য ণ হয় না।                                                          | প্রেসিডেন্ট, আন্ডা।                                                             |

#### ❖ ষত্ব বিধান:

যে বিধান বা নিয়ম অনুসারে তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ষ লেখা হয়, তাকে ষত্ব-বিধান বলে। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহারের নিয়মই ষত্ব-বিধান।

#### ❖ মূর্ধন্য-ষ ব্যবহারের নিয়ম:

| নিয়ম                                                                        | উদাহরণ                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ 'ঋ', ঋ (২) কার এবং 'র' এর পর 'ষ' হয়।                                      | ঋষি, কৃষক, উৎকৃষ্ট, দৃষ্টি, সৃষ্টি, বর্ষা, ঘর্ষণ, বর্ষণ ইত্যাদি।                                                                                                |
| ✓ অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক্ ও ঋ-এর পরে বিভক্তি বা প্রত্যয়ের স>ষ হয়। | বিভক্তির 'স'<br>শ্রীচরণে+সু = শ্রীচরণেষু<br>সুচরিতা+সু = সুচরিতাষু<br>প্রত্যয়ের 'স'<br>জি+সন্ > জিগীস্+ষ+আ = জিগীষা<br>ভুজ্+সন্ > ভুজ্+স্+ষ+আ = ভুজ্জা         |
| ✓ ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়।                 | অভিসেক > অভিসেক, সুসুপ্ত > সুসুপ্ত, অনুসঙ্গ > অনুসঙ্গ, প্রতিসেধক > প্রতিসেধক, প্রতিস্থান > প্রতিষ্ঠান, অনুস্থান > অনুষ্ঠান, বিসম > বিষম, সুসমা > সুষমা ইত্যাদি। |
| ✓ 'ই' কারের পর সিহ্, সিধ্, সদ্ প্রভৃতি ধাতুর পর 'স্' পরিবর্তিত হয়ে 'ষ' হয়। | সিহ্ → নিষেক; সিধ্ → প্রতিষেধ, নিষেধ; সদ্ → বিষাদ।                                                                                                              |
| ✓ র-ধ্বনির পরে যদি অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে 'ষ' হয়।       | পরিস্কার।<br>কিন্তু অ, আ স্বরধ্বনি থাকলে 'স' হয়। যথা: পুরস্কার।                                                                                                |
| ✓ ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্তবর্ণ হিসেবে 'ষ' যুক্ত হয়।                     | কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ ইত্যাদি।                                                                                                                        |
| ✓ কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়।                                             | ষড়ঋতু, রোষ, কোষ, আঘাত, ভাষণ, ভাষা, উষা, পৌষ, কলুষ, পাষণ, মানুষ, ঔষধ, ষড়যন্ত্র, ভূষণ, ঘেষ, পাষণ্ড, বাষ্প, ষোড়শ ইত্যাদি।                                       |

#### যসকল ক্ষেত্রে ষত্ব-বিধান কার্যকর হয় না:

| নিয়ম                                                                | উদাহরণ                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে 'ষ' হয় না। | জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট ইত্যাদি।                                                                                       |
| ✓ সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদেও 'ষ' হয় না।                       | অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।                                                                                         |
| ✓ অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দে সাধারণত মূর্ধন্য ষ হয় না।    | পুলিশ, জিনিস, স্টেশন, পোশাক, মাস্টার।<br>কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ষ হয়। যেমন: কেষ্ট, বোষ্টম, বিষুব্বার ইত্যাদি বানানে 'ষ' হয়। |
| ✓ ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র ধাতুর দন্ত্য-স অপরিবর্তিত থাকবে।                 | বিস্ফোরণ, পরিস্ফুট।                                                                                                         |



| অর্থ                                                                                                                                              | শব্দ               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| অপেক্ষমান [ঢা.বো.'২৪; চ.বো.'২২]                                                                                                                   | অপেক্ষমাণ          |
| অধ্যয়ন [মাদ্রাসা বো.'২৪]                                                                                                                         | অধ্যয়ন            |
| অনুসূয়া [চ.বো.'২৩]                                                                                                                               | অনসূয়া            |
| অতিথী [ঢা.বো.'১৯]                                                                                                                                 | অতিথি              |
| অধীনস্থ [দি.বো.'১৯]                                                                                                                               | অধীন               |
| অপোরাহু<br>[ব.বো.'২৩; ম.বো.'২২; সি.বো.'১৯; য.বো.'১৭]                                                                                              | অপরাহু             |
| অহোরাত্রি [রা.বো.'২৩; চ.বো., সি.বো.'১৯]                                                                                                           | অহোরাত্র           |
| আশার/ আশাঢ় [রা.বো.'২৪]                                                                                                                           | আষাঢ়              |
| আশীর্বাদ [চ.বো.'২৪]                                                                                                                               | আশীর্বাদ           |
| আমাবস্যা [রা.বো.'২৩]                                                                                                                              | অমাবস্যা           |
| আইনজীবী [সকল বো.'১৯]                                                                                                                              | আইনজীবী            |
| আকাংখা/আকাঙ্ক্ষা [ব.বো., কু.বো.'২৪, ২৩; ব.বো.'২২; য.বো.'২২; দি.বো.'২৪, ২২; ম.বো.'২৪, ২২; ঢা.বো.'১৯, ২২; রা.বো.'২৪; ১৯, চ.বো.'১৯; ব.বো., হ.বো.'১৭] | আকাঙ্ক্ষা          |
| মানুষাঙ্গিক [ম.বো.'২৪; ব.বো.'২২]                                                                                                                  | আনুষঙ্গিক          |
| আবিষ্কার<br>[চ.বো., ব.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৯; রা.বো.'১৭]                                                                                               | আবিষ্কার           |
| ইতিপূর্বে<br>[চ.বো., ম.বো.'২৩; ব.বো., য.বো.'২২; সি.বো.'১৭]                                                                                        | ইতঃপূর্বে          |
| ইতিমধ্যে [সি.বো., কু.বো.'২২; সি.বো.'১৯; কল.বো.'১৮, দি.বো.'১৭]                                                                                     | ইতোমধ্যে           |
| পরোক্ত/উপরোক্ত [ঢা.বো.'২৪, ২৩; বো.'২৪; সি.বো., রা.বো.'১৯, হ.বো.'১৭]                                                                               | উপর্যুক্ত/উপরিউক্ত |
| উজ্জল [রা.বো.'২৪]                                                                                                                                 | উজ্জ্বল            |
| উচ্ছাস/ উচ্ছাস<br>[চ.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪; সি.বো.'২৩, ২২; বো.'২২, সকল বো.'১৮]                                                                     | উচ্ছ্বাস           |
| উদীচী [সি.বো.'১৯]                                                                                                                                 | উদীচী              |
| ঐক্যতান [মাদ্রাসা বো.'২৪; ব.বো.'২৩; বো.'১৭]                                                                                                       | ঐক্যতান            |
| ঐক্যমত [চ.বো., ব.বো.'২২]                                                                                                                          | ঐকমত্য             |

| অর্থ                                                                            | শব্দ                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| উজ্জল্য [দি.বো.'২২; ব.বো.'১৯]                                                   | উজ্জল্য             |
| কুজ্জটিকা [রা.বো.'২৪; দি.বো.'১৯]                                                | কুজ্জটিকা           |
| কিম্বদন্তী/ কিংবদন্তী [চ.বো.'২৪]                                                | কিংবদন্তি           |
| কর্মজীবী [ব.বো.'২৪]                                                             | কর্মজীবী            |
| কৃচ্ছতা [কু.বো.'২৪]                                                             | কৃচ্ছ               |
| কটুতি [চ.বো.'২২]                                                                | কটুতি               |
| কথোপকথন<br>[য.বো.'২৩, ২২, য.বো.'১৯; দি.বো.'১৭]                                  | কথোপকথন             |
| কুপমন্ডুক [কু.বো.'১৯]                                                           | কুপমণ্ডুক           |
| কৃত্তিবাস [চ.বো.'১৯]                                                            | কৃত্তিবাস           |
| ক্ষতিগ্রস্ত/ ক্ষতিগ্রস্থ [ঢা.বো.'২৪]                                            | ক্ষতিগ্রস্ত         |
| গীতাঞ্জলী [রা.বো.'২৪; য.বো.'১৭]                                                 | গীতাঞ্জলি           |
| গ্রন্থাবলী [ব.বো.'২৪]                                                           | গ্রন্থাবলি          |
| জাজ্জল্যমান [রা.বো., য.বো.'২২; সি.বো.'১৭]                                       | জাজ্জল্যমান         |
| জ্যেষ্ঠ [দি.বো.'১৯]                                                             | জ্যেষ্ঠ             |
| স্টেডিয়াম [ব.বো.'২৪]                                                           | স্টেডিয়াম          |
| টুর্নামেন্ট [কু.বো.'২৪]                                                         | টুর্নামেন্ট         |
| দূরাবস্থা/ দূরাবস্থা [ঢা.বো.'২৪; সি.বো., য.বো.'২৩; ব.বো., কু.বো.'২২, রা.বো.'১৯] | দূরবস্থা            |
| দুর্দম [চ.বো.'২৪]                                                               | দুর্দম              |
| দায়িত্ব [ব.বো.'২৪]                                                             | দায়িত্ব            |
| দারিদ্রতা [দি.বো.'২৪]                                                           | দারিদ্রতা/দারিদ্র্য |
| দুর্বলতা [ম.বো.'২৩]                                                             | দুর্বলতা            |
| দুর্বিসহ [রা.বো.'২২]                                                            | দুর্বিসহ            |
| দৈন্যতা [রা.বো., ব.বো., দি.বো.'২২; ব.বো.'১৯, য.বো., দি.বো.'১৭]                  | দৈন্য/দীনতা         |
| ধংস [দি.বো.'২৩]                                                                 | ধ্বংস               |
| নূন্যতম [য.বো., কু.বো., দি.বো.'২৪; ম.বো.'২৪; ব.বো., য.বো., কু.বো.'২২]           | নূন্যতম             |
| নূপুর [মাদ্রাসা বো.'২৪; কু.বো.'২৩; সি.বো.'১৯]                                   | নূপুর               |
| নিরব [রা.বো.'২৩]                                                                | নিরব                |
| নিরস [ঢা.বো.'২৩]                                                                | নিরস                |
| নির্দোষী [রা.বো.'২৩]                                                            | নির্দোষ             |



| অনুব্দ                                                                           | তদ্             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| নমস্কার [সি.বো.'২২]                                                              | নমস্কার         |
| নিরপরাধী [ব.বো.'১৯]                                                              | নিরপরাধ         |
| নিশিথিনি [রা.বো.'১৯]                                                             | নিশীথিনী        |
| পিপিলিকা / পীপিলিকা<br>[রা.বো.'২৪; দি.বো.'২৩, ১৯; ব.বো., য.বো.'১৯;<br>চা.বো.'১৭] | পিপীলিকা        |
| পিপ্লিদন্ত [রা.বো.'২৪]                                                           | পিপ্লদন্ত       |
| প্রবাহমান [চ.বো.'২৪]                                                             | প্রবহমান        |
| পূর্বাহ্ন [দি.বো.'২৪]                                                            | পূর্বাহ্ন       |
| প্রাতঃভ্রমণ [ম.বো.'২৪; ব.বো.'১৯]                                                 | প্রাতঃভ্রমণ     |
| প্রতিযোগীতা [মাদ্রাসা বো.'২৪; চ.বো.,<br>ম.বো.'২২]                                | প্রতিযোগিতা     |
| পরান [দি.বো.'২৩]                                                                 | পরান            |
| পল্লীগ্রাম [ম.বো.'২৩]                                                            | পল্লিগ্রাম      |
| প্রত্নতাত্ত্বিক [ম.বো.'২৩]                                                       | প্রত্নতাত্ত্বিক |
| প্রানপুরুষ [ম.বো.'২৩]                                                            | প্রাণপুরুষ      |
| পানিগী [সি.বো.'২২]                                                               | পাণিনি          |
| পুরস্কার [কু.বো.'২৩, ১৭; চ.বো.'১৯]                                               | পুরস্কার        |
| পুনর্নির্মান [চ.বো.'২২]                                                          | পুনর্নির্মাণ    |
| পৈত্রিক [চ.বো.'২৩, ১৯; সি.বো.'২৩;<br>দি.বো.'২২, চ.বো., কু.বো.'১৭]                | পৈতৃক           |
| প্রতিদ্বন্দ্বি [ব.বো.'২৩; রা.বো.'২২]                                             | প্রতিদ্বন্দ্বী  |
| প্রনয়ণ [রা.বো.'১৯]                                                              | প্রণয়ন         |
| প্রাণীবিদ্যা [সি.বো.'১৯]                                                         | প্রাণিবিদ্যা    |
| ফটোস্ট্যাট [রা.বো., সি.বো.'২২]                                                   | ফটোস্ট্যাট      |
| বুদ্ধিজীবী [চা.বো.'২৪, ১৯ কু.বো.'২৩;<br>য.বো.'২২]                                | বুদ্ধিজীবী      |
| বিভিষন [য.বো.'২৪; চ.বো.' ২২]                                                     | বিভীষণ          |
| ব্যবহারজীবী [ম.বো.'২৪]                                                           | ব্যবহারজীবী     |
| বাল্মীকী [সি.বো., দি.বো.'২৩]                                                     | বাল্মীকি        |
| বয়ঃজ্যেষ্ঠ্য [সি.বো.'২৩]                                                        | বয়োজ্যেষ্ঠ     |
| বন্দোপাধ্যায় [রা.বো.'২৩]                                                        | বন্দ্যোপাধ্যায় |
| বাস্তুনীয় [য.বো.'২৩]                                                            | বাস্তুনীয়      |
| বৈদ্যান [দি.বো.'২৩]                                                              | বিদ্বান         |
| ব্যবহার [ম.বো.'২৩]                                                               | ব্যবহার         |
| হিস্কার [ব.বো.'১৯]                                                               | বহিস্কার        |
| ংগালী [য.বো.'২৩; ব.বো.'২২]                                                       | বাঙালি          |
| নিজ্য [চ.বো.'১৯]                                                                 | বাণিজ্য         |

| অনুব্দ                                                                                                                 | তদ্           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| বিদ্যুয় [য.বো.'২২]                                                                                                    | বিদ্যুয়ী     |
| বিভিযিকা [চা.বো.'১৯]                                                                                                   | বিভীযিকা      |
| ব্যুৎপত্তি [য.বো.'১৯]                                                                                                  | ব্যুৎপত্তি    |
| বৈয়াকরণিক [দি.বো.'২২]                                                                                                 | বৈয়াকরণ      |
| ভীষন [কু.বো.'২৪]                                                                                                       | ভীষণ          |
| ভুবন [চ.বো.'২৩]                                                                                                        | ভুবন          |
| মনিষা [ব.বো.'২৪]                                                                                                       | মনীষা         |
| মুমর্ষু/মুমর্ষু/মুমর্ষু<br>[য.বো.'২৪, ২৩; দি.বো.'২৪;<br>কু.বো.'২৩; রা.বো.'২২; চ.বো.'১৯;<br>দি.বো.'১৯; চ.বো., ব.বো.'১৭] | মুমর্ষু       |
| মনোপুত [য.বো.'২৪; চ.বো.'২৩;<br>চা.বো.'১৯]                                                                              | মনঃপুত        |
| মরীচীকা/ মরিচিকা [মাদ্রাসা বো.'২৪;<br>সি.বো.'২২, চ.বো.'১৯]                                                             | মরীচিকা       |
| মন্ত্ৰীসভা [মাদ্রাসা বো.'২৪]                                                                                           | মন্ত্রিসভা    |
| মুহূর্ত [ব.বো.'২৩]                                                                                                     | মুহূর্ত       |
| মনোযোগ/মনজোগ [চা.বো.'২৩]                                                                                               | মনোযোগ        |
| মহীয়সী [চা.বো.'২৩]                                                                                                    | মহীয়সী       |
| মনকষ্ট [রা.বো.'১৯]                                                                                                     | মনঃকষ্ট       |
| মনিষী/মনিষি<br>[চা.বো.; ব.বো.'২৩; ম.বো.'২২]                                                                            | মনীষী         |
| মহত্ব [য.বো.'২৩; ব.বো.'২২]                                                                                             | মহত্ত্ব       |
| মাধুর্যতা [ব.বো.'১৯]                                                                                                   | মাধুর্য       |
| লবন [ব.বো.'২৪]                                                                                                         | লবণ           |
| শাশুড়ী [চা.বো.'২৪]                                                                                                    | শাশুড়ি       |
| শান্তনা [রা.বো., দি.বো.'২৪]                                                                                            | শান্তনা       |
| শস্তুরবাড়ী [চ.বো.'২৪]                                                                                                 | শস্তুরবাড়ি   |
| শ্রেণী [ব.বো., কু.বো.'২৪]                                                                                              | শ্রেণি        |
| শিরচ্ছেদ [য.বো.'২৪, ১৯; কু.বো.,<br>দি.বো.'২২, চ.বো., সি.বো.'১৯;<br>চ.বো., সি.বো., দি.বো.'১৭]                           | শিরচ্ছেদ      |
| গুশ্রযা [সি.বো.'২৩]                                                                                                    | গুশ্রযা       |
| শান্তনা/শান্তনা [কু.বো.'২৪, ১৭;<br>য.বো.'২৩, ১৯; দি.বো.'২৩, ১৭;<br>রা.বো., দি.বো., কু.বো.'২২, য.বো.'১৭]                | শান্তনা       |
| শারীরিক [মাদ্রাসা বো.' ২৪]                                                                                             | শারীরিক       |
| গুধুমাত্র [রা.বো.'২৩]                                                                                                  | গুধু/মাত্র    |
| শিরোমনি [ম.বো.'২৩]                                                                                                     | শিরোমণি       |
| শশ্মান [কু.বো.' ২২]                                                                                                    | শশ্মান        |
| শ্রদ্ধাঞ্জলী [চ.বো., ব.বো.'২৩; য.বো.'১৯]                                                                               | শ্রদ্ধাঞ্জলি  |
| শ্রমজীবী [সি.বো., ম.বো.'২২]                                                                                            | শ্রমজীবী      |
| স্বত্বাধিকারী [চা.বো.'২৪]                                                                                              | স্বত্বাধিকারী |



| অশুদ্ধ                                                                                            | শুদ্ধ        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| সূচীপত্র/ শুচীপত্র [ঢা.বো.'২৪]                                                                    | সূচিপত্র     |
| সাবলম্বন [চ.বো.'২৪]                                                                               | স্বাবলম্বন   |
| সলজ্জিত [ম.বো.'২৪]                                                                                | সলজ্জ/লজ্জিত |
| সন্যাসী [ব.বো.'২৪]                                                                                | সন্ন্যাসী    |
| সমিচীন/সমিচিন [কু.বো.'২৪, ২৩, ১৭;<br>দি.বো.'২৪; চ.বো.'২৩, ২২; রা.বো.'১৯;<br>সকল.বো.'১৮, ব.বো.'১৭] | সমীচীন       |
| সম্মানীয় [ম.বো.'২৪]                                                                              | সম্মাননীয়   |
| সর্বস [ম.বো.'২৪]                                                                                  | সর্বস্ব      |
| সম্বর্ধনা [সি.বো.'২৩]                                                                             | সংবর্ধনা     |
| স্নেহাশীষ [কু.বো.'২৩]                                                                             | স্নেহশিস     |
| সুষ্ঠ/সুষ্ট [সি.বো., কু.বো.'২৩]                                                                   | সুষ্ঠু       |
| সর্বশান্ত [দি.বো.'২৩]                                                                             | সর্বস্বান্ত  |
| ষ্টেশন [দি.বো.'২৩]                                                                                | স্টেশন       |

| অশুদ্ধ                                                   | শুদ্ধ        |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| স্ববান্ধব [রা.বো.'২৩]                                    | সবান্ধব      |
| সুস্থ [রা.বো.'২৩]                                        | সুস্থ        |
| সুধি [চ.বো.'২৩]                                          | সুধী         |
| সোনালী [ম.বো.'২৩]                                        | সোনালি       |
| সচিত্রিত [ব.বো.'১৯]                                      | সচিত্র       |
| সহযোগীতা [সি.বো.'২২]                                     | সহযোগিতা     |
| সাতন্ত্র [রা.বো.'১৯]                                     | স্বাতন্ত্র্য |
| স্বরস্বতী [চ.বো., দি.বো.'২৪;<br>ঢা.বো.'২৩, ১৯, ব.বো.'১৭] | সরস্বতী      |
| স্বাতন্ত্র [ম.বো.'২২]                                    | স্বতন্ত্র    |
| স্বামীগৃহ [চ.বো.'২২]                                     | গৃহস্বামী    |
| স্রোতোধিনি [ম.বো.'২২]                                    | স্রোতঃধিনি   |
| হীনমন্যতা [ম.বো.'২৪; রা.বো.,<br>কু.বো.'২২]               | হীনম্মন্যতা  |

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

| অশুদ্ধ      | শুদ্ধ       |
|-------------|-------------|
| অত্যান্ত    | অত্যন্ত     |
| অধ্যাবসায়  | অধ্যবসায়   |
| অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত |
| আত্মন্ত     | আত্মস্থ     |
| আদ্যাত্ত    | আদ্যন্ত     |
| আলচ্যমান    | আলোচ্য      |
| আশীষ        | আশিস        |
| ইংরেজী      | ইংরেজি      |
| ইদৃশ        | ঈদৃশ        |
| উচীৎ        | উচিত        |
| উত্তরায়ন   | উত্তরায়ণ   |
| উপযোগীতা    | উপযোগিতা    |
| উর্ধ্ব      | উর্ধ্ব      |
| ঋন          | ঋণ          |
| কর্ণেল      | কর্নেল      |
| কলংকিত      | কলঙ্কিত     |
| কল্যান      | কল্যাণ      |
| কার্য্যালয় | কার্যালয়   |

| অশুদ্ধ      | শুদ্ধ       |
|-------------|-------------|
| কৃতীত্ব     | কৃতিত্ব     |
| কৌতুহল      | কৌতূহল      |
| ক্ষুধপিপাসা | ক্ষুৎপিপাসা |
| গৌন         | গৌণ         |
| গ্রামীন     | গ্রামীণ     |
| ঘুরাঘুরি    | ঘোরাঘুরি    |
| চতুষ্কোন    | চতুষ্কোণ    |
| চলতশক্তি    | চলচ্ছক্তি   |
| জগত         | জগৎ         |
| জামিতি      | জ্যামিতি    |
| জীবীকা      | জীবিকা      |
| জৈষ্ট       | জ্যৈষ্ঠ     |
| ঝরণা/ঝর্ণা  | ঝরনা        |
| ডাষ্টবিন    | ডাস্টবিন    |
| তোরন        | তোরণ        |
| দিবারাত্রি  | দিবারাত্র   |
| দুঃস্ত      | দুঃস্থ      |



| অনুক্র           | তত্ত্ব           |
|------------------|------------------|
| দুরাদৃষ্ট        | দুরদৃষ্ট         |
| দূরস্ত           | দূরস্ত           |
| দুগ্ধিত          | দুগ্ধিত          |
| দ্বন্দ্ব         | দ্বন্দ্ব         |
| নিবন্ধন          | নিবন্ধন          |
| পেচা             | পেচা             |
| পনা              | পণ্য             |
| পরজীবী           | পরজীবী           |
| পরিষ্কার         | পরিষ্কার         |
| পলোপ্রস্থ        | ফলপ্রসূ          |
| পিরিত            | পীড়িত           |
| পুনা             | পুণ্য            |
| পুরান            | পুরাণ            |
| পেসাজীবী         | পেশাজীবী         |
| পোস্টমাস্টার     | পোস্টমাস্টার     |
| প্রজন্ম          | প্রজন্ম          |
| প্রতিদ্বন্দ্বীতা | প্রতিদ্বন্দ্বিতা |
| প্রত্যাশ         | প্রত্যাশ         |
| প্রণয়িনী        | প্রণয়িনী        |
| প্রাণিজগত        | প্রাণিজগৎ        |
| প্রাতঃরাশ        | প্রাতরাশ         |
| প্রোজ্ঞলন        | প্রজ্ঞলন         |
| বনস্পতি          | বনস্পতি          |
| বীরাঙ্গনা        | বিড়ম্বনা        |
| ব্যপ্ত           | ব্যাপ্ত          |
| ব্যাকরন          | ব্যাকরণ          |
| ব্যাতিত          | ব্যতীত           |
| ব্যায়           | ব্যয়            |
| ব্যার্থ          | ব্যর্থ           |
| ব্রাহ্মণ         | ব্রাহ্মণ         |
| ভাষ              | ভাষা             |
| ভাতুস্পুত্র      | ভাতুস্পুত্র      |
| ভাষন             | ভাষণ             |

| অনুক্র       | তত্ত্ব         |
|--------------|----------------|
| ভুল          | ভুল            |
| ভৌগোলিক      | ভৌগোলিক        |
| মনমোহন       | মনোমোহন        |
| মন্ত্রীত্ব   | মন্ত্রিত্ব     |
| মন্ত্রীসভা   | মন্ত্রিসভা     |
| মহিষ         | মহিষী          |
| মুখস্ত       | মুখস্থ         |
| মুর্ছনা      | মূর্ছনা        |
| মুহূর্মুহু   | মুহূর্মুহু     |
| রামায়ন      | রামায়ণ        |
| রেজিস্ট্রেশন | রেজিস্ট্রেশন   |
| লজ্জাকর      | লজ্জাকর        |
| শস্য         | শস্য           |
| শাস-প্রসাস   | শ্বাস/প্রশ্বাস |
| শীকার        | শিকার          |
| শাশত         | শাশ্বত         |
| ষ্টোর        | স্টোর          |
| সংস্কৃতিক    | সাংস্কৃতিক     |
| সখ্যতা       | সখ্য           |
| সন্ধাপদ্বিপ  | সন্ধাদ্বীপ     |
| সন্ধিহান     | সন্ধিহান       |
| সমিপবর্তিনি  | সমীপবর্তী      |
| সমিরন        | সমীরণ          |
| সম্বলিত      | সংবলিত         |
| সম্বাদ       | সংবাদ          |
| সহকারি       | সহকারী         |
| সুপারিস      | সুপারিশ        |
| সুস্বাগত     | স্বাগত         |
| সত্তা        | সত্তা          |
| স্বস্তীক     | সস্তীক         |
| স্বাক্ষরতা   | সাক্ষরতা       |
| স্বার্থকতা   | সার্থকতা       |
| স্মরণার্থী   | শরণার্থী       |



বানানের নিয়ম সম্পর্কিত প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। প্রমিত বাংলা বানানের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

[ঢা.বো.'২৪, ২৩, ২২; য.বো.'২৪, ২৩, ১৯; দি.বো.'২৪, ২৩, ১৯; ম.বো.'২৪, ২৩; মাদ্রাসা বো.'২৪; রা.বো., চ.বো., সি.বো., ব.বো., কু.বো.'২৩; চ. বো., সি. বো., ব. বো.'১৯, রা. বো., ব. বো., কু. বো.'১৭]

উত্তর

নিচে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো:

- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। তবে যেসব তৎসম শব্দে ই, ঈ বা উ, উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার-কারচিহ্ন (f, u) ব্যবহৃত হবে। যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, ধূলি, পঞ্জি, পদবি ইত্যাদি।
- রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্দক্য, বার্তা, সূর্য ইত্যাদি।
- সন্ধির ক্ষেত্রে ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত 'ম্' এর স্থানে অনুস্বার 'ং' লেখা যাবে। যেমন: অহম্ + কার = অহংকার; এভাবে- ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, সংগঠন। সন্ধিবদ্ধ না হলে 'ঙ' স্থানে 'ং' হবে না। যেমন: অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।
- সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই বা উ এবং এদের-কার চিহ্ন 'f' 'u' ব্যবহৃত হবে। এমনকি জাতিবাচক শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন: গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি, শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, জাপানি ইত্যাদি।
- শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন: প্রধানত, ক্রমশ, কার্যত, মূলত ইত্যাদি।

০২। বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের আধুনিক নিয়ম অনুসারে অ-তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ। [রা.বো.'২৪; চ.বো.'২৪]

উত্তর

নিচে বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের আধুনিক নিয়ম অনুসারে অ-তৎসম শব্দের পাঁচটি বানানের নিয়ম উল্লেখ করা হলো:

- সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের-কার চিহ্ন ব্যবহৃত হবে। এমনকি জাতিবাচক শব্দের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন: গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, ইরানি, জাপানি ইত্যাদি।
- '-আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে 'ই'-কার হবে। যেমন: খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি প্রভৃতি।
- তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব-বিধি মানা হবে না অর্থাৎ ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন: অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, হর্ন প্রভৃতি।
- বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন: স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং ইত্যাদি।
- বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন: কাগজ, জাহাজ, হুকুম, হাসপাতাল, টেবিল, পুলিশ, হাজার, বাজার, জুলুম, জেরা ইত্যাদি।

০৩। আধুনিক বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

[ব.বো.'২৪, দি. বো.'১৮]

উত্তর

নিচে বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো:

- যেসব তৎসম শব্দে ই, ঈ-কার উভয়ই শুদ্ধ সেসব শব্দে ই-কার হবে। যেমন: কিংবদন্তি, পদবি, ধমনি, শ্রেণি ইত্যাদি।
- সকল অতৎসম শব্দে 'ই'-কার হবে। যেমন: খুশি, পাখি, শাড়ি ইত্যাদি।
- '-আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে 'ই'-কার হবে। যেমন: বর্ণালি, রূপালি, সোনালি ইত্যাদি।
- যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' হবে সেসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব 'ই' কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: তুমিও যাবে? সে কি এসেছিল?
- ভাষা ও জাতিবাচক নামে 'ই'-কার বসবে। যেমন: ইরানি, জাপানি, ইংরেজি ইত্যাদি।



৩৪। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

[কু.বো.'২৪; ঢা. বো., রা. বো.'১৯, সি. বো.'১৭]

উত্তর

তৎসম শব্দের বানান সম্পর্কে বাংলা একাডেমির পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখা হলো:

- তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন: অভিষ্ট, গজীৱ, অংশু, শস্য, ক্ষীর, ক্ষুর প্রভৃতি।
- তবে যেসব তৎসম শব্দে ই, ঙ্গ বা উ, উ উভয় শুদ্ধ সেসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কার চিহ্ন ( ' ' , ' ' ) হবে। যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, পঞ্জি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, উর্ণা প্রভৃতি।
- রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্চনা, অর্জন, অর্থ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ষিক্য, বার্জ, সূর্য প্রভৃতি।
- সন্ধির ক্ষেত্রে ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত 'ম্' এর স্থানে অনুস্বার ( ং ) লেখা যাবে। যেমন: অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন। 'ক্ষ'-এর পূর্বে সর্বত্র 'ঙ' হবে; যেমন- আকাঙ্ক্ষা।
- তৎসম শব্দে ট, ঠ, ড, ঢ ইত্যাদির পূর্বে 'ণ' হয়। যেমন: কণ্টক, লুণ্ঠন, প্রচণ্ড ইত্যাদি।

৩৫। গত্ব বিধান কাকে বলে? গত্ব বিধানের চারটি/পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

[কু. বো.'১৯; ঢা. বো., চ. বো., য. বো.'১৭]

উত্তর

গত্ব বিধান: তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধ্য 'ণ'-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই গত্ব বিধান।

নিচে গ-ব্যবহারের চারটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো:

- ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে সবসময় মূর্ধ্য 'ণ' যুক্ত হয়। যেমন: ঘণ্টা, কাণ্ড ইত্যাদি।
- তৎসম শব্দে ঞ, র, ষ -এর পরে মূর্ধ্য 'ণ' হয়। যেমন: ঞ্জণ, তৃণ, বর্ণ, বর্ণনা, কারণ, উষ্ণ ইত্যাদি।
- ঞ, র, ষ এর পরে স্বরধ্বনি, য, য়, ব, হ, ং এবং ক- বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী 'ন' মূর্ধ্য 'ণ' হয়। যেমন: কৃপণ, হরিণ, অর্পণ, লক্ষণ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।
- প্র, পরা, পরি, নির এ চারটি উপসর্গের পরে তৎসম শব্দে মূর্ধ্য-ণ হবে। যেমন: প্রণয়, প্রয়াণ, পরিণাম, নির্ণয়।
- ত- বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত 'ন' কখনো মূর্ধ্য 'ণ' হয় না। যেমন: অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন ইত্যাদি।

৩৬। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে ই, উ, ক্ষ, শ এবং রেফ ( ' ) ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [সকল বো.'১৮]

উত্তর

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে ই, উ, ক্ষ, শ এবং রেফ ( ' ) ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ নিম্নে দেওয়া হলো :

ই = সকল অ-তৎসম শব্দ অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে 'ই'-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন: খুশি, চাষি, হাসি, ডিশ ইত্যাদি।

উ = অ-তৎসম শব্দে 'উ'- কার বসবে। যেমন: কুমারি, মুলা, কুলপি ইত্যাদি।

ক্ষ = তৎসম শব্দে 'ক্ষ' লেখা হয়। যেমন: ক্ষিপ্ত, ক্ষুর, ক্ষীর ইত্যাদি।

শ = ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি sh, sion, tion, ssion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য 'শ' ব্যবহৃত হবে। যেমন: স্টেশন, টেলিভিশন, রেশন ইত্যাদি।

( ' ) = রেফ-এর পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্জন, কার্য, গর্জন ইত্যাদি।

সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

১. 'ষত্ব বিধান' কাকে বলে? মূর্ধ্য-ষ ব্যবহারে যেকোনো চারটি/পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর

যে বিধান বা নিয়ম অনুসারে তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধ্য-ষ লেখা হয়, তাকে ষত্ব বিধান বলে। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধ্য-ষ-এর ব্যবহারের নিয়মই ষত্ব-বিধান। নিচে মূর্ধ্য-ষ-এর ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম দেওয়া হলো:

- 'ঞ', ঞ ( ' ) কার এবং 'র' এর পর 'ষ' হয়। যেমন: বর্ষা, ঘর্ষণ, বর্ষণ ইত্যাদি।
- অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক্ ও ক্-এর পরে বিভক্তি বা প্রত্যয়ের স>ষ হয়। যেমন: শ্রীচরণে+সু = শ্রীচরণেষু, জি+সন্>জিগীস্+স্+আ = জিগীষা।
- ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়। যেমন: প্রতিষ্ঠান, অনুস্থান> অনুষ্ঠান, বিসম > বিষম, সুসমা > সুষমা ইত্যাদি।
- 'ই' কারের পর সিচ্, সিধ্, সদ্ প্রভৃতি ধাতুর পর 'স্' পরিবর্তিত হয়ে 'ষ' হয়। যেমন: সিচ্ → নিষেক; সিধ্ → প্রতিষেধ, নিষেধ; সদ্ → বিষাদ।
- ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্তবর্ণ হিসেবে 'ষ' যুক্ত হয়। যেমন: নষ্ট, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ ইত্যাদি।



## ব্যাকরণ

## বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি



বাংলা ভাষার শব্দসমূহের ব্যাকরণগত অবস্থান অনুযায়ী শব্দগুলোকে যে কয়টি ভাগে বিভাজিত করা হয়, তাকে বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে। বর্তমান ব্যাকরণে বাংলা ভাষার শব্দশ্রেণিকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়া-বিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক এবং আবেগ-শব্দ।

## বিশেষ্য

**সংজ্ঞা:** যেসব শব্দ দিয়ে কোনো ব্যক্তি, স্থান, সৃষ্টিকর্ম, দ্রব্যসামগ্রী, গুণ বা অবস্থার নাম বোঝায়, সেগুলোকে বিশেষ্য (Noun) বলে। অর্থাৎ, কোনো কিছুর নামকেই বিশেষ্য বলা হয়। **যেমন:** নজরুল, ঢাকা, বাঘ, সুন্দরবন, দয়া, হাসি প্রভৃতি।

## বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ

বিশেষ্যকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। অন্য শব্দের তুলনায় বিশেষ্যের যে আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে তা বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ্যের নিম্নলিখিত শ্রেণিকরণ করা যায়। যেমন:

- ০১। **সংজ্ঞা বা নাম বিশেষ্য (Proper noun):** এ ধরনের বিশেষ্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি, স্থান, দেশ, শিল্পকর্ম, পত্রিকা, বই, মাস, দিন ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট নাম বোঝায়। **যেমন:** সিরাজ, পলাশি, বাংলাদেশ, বঙ্গোপসাগর, ফাল্গুন, শুক্রবার প্রভৃতি।
  - ০২। **সাধারণ বা জাতি বিশেষ্য (Common noun):** এ জাতীয় বিশেষ্য বিশেষ বা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, স্থান বা জিনিসের নাম না বুঝিয়ে সাধারণ ও সামগ্রিকভাবে ঐ শ্রেণিকে বোঝায়। এই ধরনের বিশেষ্য অর্থের দিক থেকে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের বিপরীত। **যেমন:** 'মানুষ' সাধারণ বিশেষ্য কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথ' সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য। আবার 'নদী' সাধারণ বিশেষ্য কিন্তু 'ব্রহ্মপুত্র' সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য।
- ❖ সাধারণ বিশেষ্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, গণনযোগ্যতা, সজীবতা ইত্যাদি মানদণ্ডে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

| বিভাজনের মানদণ্ড       | শ্রেণিবিভাগ                          | সংজ্ঞা                                                                                            | উদাহরণ                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা | (ক) মূর্ত বিশেষ্য (Concrete noun)    | এমন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম বোঝায় যা দেখা যায়, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া অথবা পরিমাপ করা যায়।     | গোলাপ, পানি, বাত্স, হাত ইত্যাদি।                                                                                    |
|                        | (খ) ভাব বিশেষ্য (Abstract noun)      | নির্বস্তক অবস্থা, মনোগত ভাব বা গুণগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির নাম বোঝায়।                               | আনন্দ, ইচ্ছা, শান্তি, ক্ষমা, দুঃখ, পাপ, বিস্ময়, যুক্তি, রাগ, সন্দেহ, সাহস প্রভৃতি।                                 |
| ০২। গণনযোগ্যতা         | (ক) গণন বিশেষ্য (Count noun)         | এ-জাতীয় বিশেষ্যকে সংখ্যা দিয়ে গণনা করা যায় এবং এগুলোর বহুবচন হয়।                              | দিন (পাঁচ দিন, দিনগুলো), শিক্ষক (শিক্ষকবৃন্দ), গ্রন্থ (গ্রন্থাবলি), বিড়াল (বিড়ালগুলো), জাহাজ (জাহাজগুলো) ইত্যাদি। |
|                        | (খ) পরিমাপ বিশেষ্য (Mass noun)       | সংখ্যার সাহায্যে গণনা করা যায় না; কিন্তু পরিমাপ করা সম্ভব। সাধারণভাবে এ বিশেষ্যের বহুবচন হয় না। | চাল, ডাল, চিনি, তেল, নুন, পানি, মাটি ইত্যাদি।                                                                       |
|                        | (গ) সমষ্টি বিশেষ্য (Collective noun) | কোনো দল বা গোষ্ঠীর একক বা সমষ্টি বোঝায়।                                                          | গুচ্ছ, ঝাঁক, দল, জনতা, পরিবার, বাহিনী, মিছিল, সংসদ, সভা, সমাজ, সমিতি ইত্যাদি।                                       |



# ম্যাট্রালাল TEXT

বাংলা ২য় পত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি

|              |                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০৩। সজীবতা   | (ক) সজীব বিশেষ্য (Animate noun)   | জীবন্ত ও সক্রিয় সত্তার সাধারণ শ্রেণিকে বোঝায়। সজীব বিশেষ্য ক্রিয়ার সক্রিয় কর্তা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। | মানুষ, গরু (গোরু), ছাগল প্রভৃতি।                                                                                                                                        |
|              | (খ) অজীব বিশেষ্য (Inanimate noun) | জীবন্ত নয় এবং নিজে চলাফেরা করতে পারে না- ধারণাযোগ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এমন কিছু সাধারণ নামকে বোঝায়।        | আকাশ, ঘর, জুতো, পানি, পাথর, বই, মাটি, যন্ত্র, লোহা ইত্যাদি।                                                                                                             |
| ০৪। অন্যান্য | (ক) ক্রিয়াবিশেষ্য (Verbal noun)  | ক্রিয়া বা কাজের নাম বোঝায়।                                                                                 | করা, দেখা, পড়া, বলা, খাওয়া, দেওয়া, নেওয়া, যাওয়া, চলন, পঠন, ভোজন, শয়ন, করানো, নামানো, পড়ানো ইত্যাদি।<br>এগুলোকে ক্রিয়ার এক ধরনের অসমাপিকা রূপ বলেও গণ্য করা হয়। |
|              | (খ) বিশেষণজাত বিশেষ্য             | যে বিশেষ্য দ্বারা দোষ বা গুণের নাম বোঝানো হয়, তাকে বিশেষণজাত বিশেষ্য বলে।                                   | ধীরতা, শৌখিনতা, পটুত্ব, নষ্টামি।                                                                                                                                        |
|              | (গ) প্রয়োগ-নির্ধারিত বিশেষ্য     | বিশেষণ শব্দ কখনো কখনো বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের বিশেষণ প্রয়োগ বিশেষ্যের পর্যায়ে পড়ে।            | গরিবকে সাহায্য করা উচিত (বিশেষ্য)।<br>সে খুব গরিব লোক (বিশেষণ)।                                                                                                         |

❖ সার্বিক বিবেচনায় বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ: সার্বিক বিবেচনায় বিশেষ্য সাধারণত ছয় প্রকার:

(০১) নামবিশেষ্য

(০২) জাতিবিশেষ্য

(০৩) বস্তুবিশেষ্য

(০৪) সমষ্টিবিশেষ্য

(০৫) গুণবিশেষ্য এবং

(০৬) ক্রিয়াবিশেষ্য।

| প্রকারভেদ                           | সংজ্ঞা                                                                                                                           | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য       | ব্যক্তি, স্থান, দেশ, কাল, সৃষ্টি প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট নামকে নাম-বিশেষ্য বলা হয়।                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>স্থান নাম: ঢাকা, বাংলাদেশ, হিমালয়, পদ্মা।</li> <li>ব্যক্তি নাম: হাবিব, সজল, লতা, শম্পা।</li> <li>কাল নাম: সোমবার, বৈশাখ, জানুয়ারি, রমজান।</li> <li>সৃষ্টি নাম: গীতাঞ্জলি, সঙ্কিতা, ইন্ডোফাক, অপরাভেজ বাংলা।</li> </ul> |
| ০২। জাতিবাচক বিশেষ্য                | জাতি-বিশেষ্য সাধারণ-বিশেষ্য নামেও পরিচিত। এ ধরনের বিশেষ্য নির্দিষ্ট কোনো নামকে না বুঝিয়ে প্রাণী ও অপ্রাণীর সাধারণ নামকে বোঝায়। | মানুষ, গরু (গোরু), ছাগল, ফুল, ফল, নদী, সাগর, পর্বত ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                     |
| ০৩। বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য | কোনো দ্রব্য বা বস্তুর নামকে বস্তুবাচক-বিশেষ্য বলে।                                                                               | ইট, লবণ, আকাশ, টেবিল, বই ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                               |
| ০৪। সমষ্টিবাচক বিশেষ্য              | এ ধরনের বিশেষ্য দিয়ে ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টিকে বোঝায়।                                                                        | জনতা, পরিবার, ঝাঁক, বাহিনী, মিছিল ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                      |
| ০৫। গুণবাচক বিশেষ্য                 | গুণগত অবস্থা ও ধারণার নামকে গুণ-বিশেষ্য বলে।                                                                                     | সরলতা, দয়া, আনন্দ, গুরুত্ব, দীনতা, ধৈর্য ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                              |
| ০৬। ক্রিয়াবিশেষ্য বা ভাববিশেষ্য    | যে বিশেষ্য দিয়ে কোনো ক্রিয়া বা কাজের নাম বোঝায়, তাকে ক্রিয়া-বিশেষ্য বলে।                                                     | পঠন, ভোজন, শয়ন, করা, করানো, পাঠানো, নেওয়া ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                            |



সর্বনাম

**সংজ্ঞা:** বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দকে সর্বনাম (Pronoun) বলে।

বাক্যের মধ্যে বিশেষ্য যে ভূমিকা পালন করে, সর্বনাম অনুরূপ ভূমিকা পালন করে এবং বিশেষ্যের মতোই কারক ও বচনভেদে তার রূপের পরিবর্তন হয়।

সর্বনাম অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ্য, বিশেষ্যগুচ্ছ কিংবা বিশেষ্যস্থানীয় বাক্যাংশের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্য পদের মতো সর্বনাম পদের সঙ্গেও বিভক্তি, নির্দেশক, বচন প্রভৃতি যুক্ত হয়।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ

| প্রকারভেদ               | সংজ্ঞা                                                                                      | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। ব্যক্তিবাচক সর্বনাম | ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ব্যক্তিনামের পরিবর্তে বসে।                                              | আমি, (আমি স্কুলে যাই) আমরা, আমাকে, আমাদের, তুমি, তোমরা, তুই, তোরা, আপনি, সে, তারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ওর, ওদের ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ০২। আত্মবাচক সর্বনাম    | কর্তা নিজেই কোনো কাজ করেছে, এ ভাবটি জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য এ ধরনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। | নিজে (সে নিজে অঙ্কটা করছে), স্বয়ং (তিনি স্বয়ং আমার প্রশংসা করেছেন), স্ব স্ব, খোদ, আপনি ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ০৩। নির্দেশক সর্বনাম    | যে সর্বনাম নৈকট্য বা দূরত্ব নির্দেশ করে, তাকে নির্দেশক সর্বনাম বলে।                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ নিকট নির্দেশক: এ, এই, এরা, ইনি, এগুলো, এগুলি, এটা, এটি (এটি আমার বই নয়)।</li> <li>➤ দূর নির্দেশক: ও, ঐ, ওরা, উনি, ওগুলি, ওগুলো (ওগুলো আমার বই)।</li> <li>➤ অপ্রত্যক্ষ বা পূর্ববর্ণিত বস্তু নির্দেশক: সে (সে আমার ভালো বন্ধু), তা।</li> </ul> <p>[Note: সামীপ্য ও দূরত্ববাচক নির্দেশক সর্বনামগুলো কখনো কখনো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।]</p> |
| ০৪। অনির্দিষ্ট সর্বনাম  | অনির্দিষ্ট বা পরিচয়হীন কিছু বোঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, তাকে অনির্দিষ্ট সর্বনাম বলে।    | কেউ, (কেউ না কেউ তো আসবেই), কোথাও (কোথাও কেউ নেই), কিছু (কিছু তো একটা করো), একজন (একজন না একজন আসবেই) ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ০৫। প্রশ্নবাচক সর্বনাম  | প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রশ্ন তৈরির জন্য প্রশ্নবাচক সর্বনাম প্রয়োগ করা হয়।                   | কে, কি, কী, কারা, কাকে, কার, কোন (কোন বইটি তোমার?) ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ০৬। সাপেক্ষ সর্বনাম     | পরস্পর নির্ভরশীল দুটি সর্বনামকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে।                                        | যারা-তারা, যা-তা, যে-সে, যিনি-তিনি, যেমন-তেন (যেমন কুকুর তেমন মুগুর) ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ০৭। পারস্পরিক সর্বনাম   | দুই পক্ষের সহযোগিতা বা নির্ভরতা বোঝাতে পারস্পরিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়।                       | পরস্পর (তারা পরস্পর ভালো বন্ধু), নিজেরা নিজেরা (যাবতীয় দ্বন্দ্ব নিজেরা নিজেরা মিটমাট করো) ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ০৮। সকলবাচক সর্বনাম     | ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের সমষ্টি বোঝাতে সকলবাচক সর্বনাম হয়।                                  | সবাই, সকলে, সকলকে, সবার, সমস্ত, সব সমুদয়, তাবৎ ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ০৯। অন্যবাচক সর্বনাম    | নিজ ভিন্ন অন্য কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বোঝাতে অন্যবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়।                 | অন্য, অপর, পর, অমুক (অমুকের কাছে গো ওর খোঁজ পাবে) ইত্যাদি।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ১০। সংযোগবাচক সর্বনাম   | দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটায়।                                                                   | আমি ভেবেছিলম যে, তুমি চলে গেছ। অ বলি কী, তোমার না যাওয়াই ভালো।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

৩৫





❖ পক্ষভেদে (পুরুষভেদে) ব্যক্তিবাচক সর্বনাম:

‘পক্ষ’ হলো নামশব্দের এমন এক ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য, যা দিয়ে বক্তা, বক্তার সামনের উপস্থিত শ্রোতা এবং যার কথা বলা হচ্ছে এমন অনুপস্থিত সত্তা নির্দেশ করা হয়। প্রচলিত ব্যাকরণে এটি ‘পুরুষ’ নামে পরিচিত।

ব্যাকরণে পক্ষ তিন প্রকার। ব্যক্তিভেদে সর্বনামও তিন প্রকার।

| পক্ষ                         | সংজ্ঞা                                                                            | উদাহরণ                                                                                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। বক্তাপক্ষ (উত্তম পুরুষ)  | বাক্যটির বক্তা ও তার সমগোত্রীয়কে নির্দেশ করে।                                    | আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি।                                                                                         |
| ০২। শ্রোতাপক্ষ (মধ্যম পুরুষ) | প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ বক্তার সামনে উপস্থিত শ্রোতা হলো শ্রোতাপক্ষ। | তুমি, তোমরা, আপনি, আপনারা, তুই, তোরা, তোমার, তোমাদের, আপনারা, আপনাদের, তোর, তোদের; তোমাকে, আপনাকে, তোকে ইত্যাদি।          |
| ০৩। অন্যপক্ষ (নাম পুরুষ)     | অনুপস্থিত বা পরোক্ষভাবে উদ্দিষ্ট সত্তা (ব্যক্তি, প্রাণী, বস্তু) হলো অন্যপক্ষ।     | সে, তারা, তিনি, তাঁরা, তাঁকে, তাঁদের, তাকে, তাদের, এ, এরা, ইনি, এঁরা, এর, এদের, এঁর, এঁদের, ওর, ওদের, ওঁর, ওঁদের ইত্যাদি। |

❖ শ্রোতাপক্ষ ও অন্যপক্ষের সর্বনামকে মর্যাদা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

০১। সাধারণ সর্বনাম: তুমি, সে।

০২। মানী সর্বনাম: আপনি, তিনি, ইনি, উনি।

০৩। ঘনিষ্ঠ সর্বনাম: তুই, এ, ও।

বিশেষণ

**সংজ্ঞা:** যে শব্দ দিয়ে সাধারণত বিশেষ্য ও সর্বনামের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বিশেষণ বলে।

কোন কোন শ্রেণির শব্দকে বিশেষিত করে, সেই অনুযায়ী বিশেষণকে আলাদা করা যায়। বিশেষণ শব্দটি কীভাবে গঠিত হয়েছে, সে বিবেচনায়ও বিশেষণকে ভাগ করা সম্ভব। এছাড়া বাক্যের মধ্যে বিশেষণটির অবস্থান কোথায় তা দিয়েও বিশেষণকে চিহ্নিত করা যায়। এসব বিবেচনায় বিশেষণকে নানা নামে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ

বিশেষণ পদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা: (ক) নাম বিশেষণ ও (খ) ভাব বিশেষণ।

(ক) নাম বিশেষণ: যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। বিশেষ্যকে বিশেষিত করলে বিশেষ্যের বিশেষণ। সর্বনামকে বিশেষিত করলে সর্বনামের বিশেষণ। যেমন: রাকিব ভালো ছেলে (বিশেষ্যের বিশেষণ)। বিনয়ী (সর্বনামের বিশেষণ)।

(খ) ভাব বিশেষণ: যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে, তাকে ভাব বিশেষণ বলে। ভাব বিশেষণ দুই প্রকার:

০১। ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ: যে বিশেষণ পদ ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ বলে।

যেমন: ঘোড়াটি খুব দ্রুত দৌড়ায়।

০২। বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ: বিশেষণ পদকে বিশেষিত করে যেসকল বিশেষণ পদ, তাদেরকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে।  
যেমন: তুমি খুব সুন্দর।





শব্দসংগঠন

| প্রকারভেদ           | সংজ্ঞা                                                                             | উদাহরণ                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। বর্ণবাচক        | যে বিশেষণ দিয়ে বর্ণ বা রং নির্দেশ করা হয়, তাকে বর্ণবাচক বিশেষণ বলে।              | নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, পাল ফিতা – এখানে ‘নীল’, ‘সবুজ’ এবং ‘লাল’ হলো বর্ণবাচক বিশেষণ।                                |
| ০২। গুণবাচক         | যে বিশেষণ দিয়ে গুণ বা বৈশিষ্ট্য বোঝায়, তাকে গুণবাচক বিশেষণ বলে।                  | চাপা-ক ছেলে, ঠান্ডা পানি, গরম তেল – এখানে ‘চাপা-ক’, ‘ঠান্ডা’ ও ‘গরম’ হলো গুণবাচক বিশেষণ।                         |
| ০৩। অবস্থাবাচক      | যে বিশেষণ দিয়ে অবস্থা বোঝায়, তাকে অবস্থাবাচক বিশেষণ বলে।                         | চলন্ত ট্রেন, উড়ন্ত পাখি, গুমস্ত শিশু, তরল পদার্থ – এখানে ‘তরল’, ‘চলন্ত’, ‘উড়ন্ত’ ও ‘গুমস্ত’ অবস্থাবাচক বিশেষণ। |
| ০৪। ক্রমবাচক        | যে বিশেষণ দিয়ে ক্রমসংখ্যা বোঝায়, তাকে ক্রমবাচক বিশেষণ বলে।                       | এক টাকা, আট দিন – এখানে ‘এক’ ও ‘আট’ ক্রমবাচক বিশেষণ।                                                             |
| ০৫। পূরণবাচক        | যে বিশেষণ দিয়ে পূরণসংখ্যা বোঝায়, তাকে পূরণবাচক বিশেষণ বলে।                       | তৃতীয় প্রজন্ম, ৩৪তম অনুষ্ঠান – এখানে ‘তৃতীয়’ ও ‘৩৪তম’ পূরণবাচক বিশেষণ।                                         |
| ০৬। পরিমাণবাচক      | যে বিশেষণ দিয়ে পরিমাণ বা আয়তন বোঝায়, তাকে পরিমাণবাচক বিশেষণ বলে।                | আধা কেজি চাল, অনেক লোক – এখানে ‘আধা কেজি’ ও ‘অনেক’ পরিমাণবাচক বিশেষণ।                                            |
| ০৭। উপাদানবাচক      | যে বিশেষণ দিয়ে উপাদান নির্দেশ করে, তাকে উপাদানবাচক বিশেষণ বলে।                    | বেলে মাটি, পাথরে মূর্তি, মাটির পুতুল – এখানে ‘বেলে’, ‘পাথরে’ ও ‘মাটির’ উপাদানবাচক বিশেষণ।                        |
| ০৮। প্রশ্নবাচক      | যে বিশেষণ দিয়ে প্রশ্নবাচকতা নির্দেশিত হয়, তাকে প্রশ্নবাচক বিশেষণ বলে।            | কেমন গান? কতক্ষণ সময়? – এখানে ‘কেমন’ ও ‘কতক্ষণ’ প্রশ্নবাচক বিশেষণ।                                              |
| ০৯। নির্দিষ্টতাবাচক | যে বিশেষণ দিয়ে বিশেষিত শব্দকে নির্দিষ্ট করা হয়, তাকে নির্দিষ্টতাবাচক বিশেষণ বলে। | এই দিনে, সেই সময়। এখানে ‘এই’ ও ‘সেই’ নির্দিষ্টতাবাচক বিশেষণ।                                                    |

❖ রূপতত্ত্বের ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ:

শব্দসংগঠন অনুযায়ী বিশেষণ সাধারণত দুই শ্রেণির- সিদ্ধ ও সাধিত। সিদ্ধ বিশেষণ শব্দগুলো ব্যাকরণগতভাবে অবিভাজ্য- ভালো, খারাপ, উঁচু, লাল, মিষ্টি ইত্যাদি। আর কীভাবে গঠিত হয়েছে সে অনুযায়ী সাধিত বিশেষণ কয়েক রকম হতে পারে।

| প্রকারভেদ             | সংজ্ঞা                                                                                                                | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। ক্রিয়াজাত বিশেষণ | এ ধরনের বিশেষণ ধাতুর বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় বা ধাতুপ্রত্যয় যোগ করে গঠিত হয়। একে কৃদন্ত বিশেষণও বলা হয়। | জ্বলন্ত আগুনে লোকটার ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে।<br>এ রকম: চলিত ভাষা, পঠিত গ্রন্থ, চলন্ত ট্রেন।<br>-আ, আনো যুক্ত ক্রিয়াবিশেষ্যজাত বিশেষ্যও এরই অন্তর্গত। যেমন: হারানো সম্পত্তি, হাঁটা পথ, পোকায়-খাওয়া আম, ইট বসানো রাস্তা, দেখা ছবি, হাতে কাটা সেমাই। |
| ০২। বিশেষ্যজাত বিশেষণ | বিশেষ্যের সঙ্গে প্রত্যয় (তদ্ধিত প্রত্যয়) যোগে এ ধরনের বিশেষণ গঠিত হয়।                                              | দেশীয় (দেশ+ঈয়) সম্পদ, সোনালি (সোনা+আলি) ফসল, মেঘলা (মেঘ+লা) আকাশ।                                                                                                                                                                              |



|                                         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০৩। সর্বনামজাত বিশেষণ                   | কিছু সর্বনাম শব্দ প্রত্যয়যুক্ত হয়ে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।              | কবেকার (কবে+কার) কথা, <u>কোথাকার</u> (কোথা+কার) লোক। এছাড়াও <u>স্বীয়</u> (স্ব+ঈয়) উদ্যোগ, <u>তদীয়</u> (তৎ+ঈয়) সম্পত্তি ইত্যাদি। কিছু সর্বনাম শব্দও বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: <u>কত</u> দিন, <u>অন্য</u> লোক, <u>যেমন-তেমন</u> লেখাপড়া। |
| ০৪। ধন্যাত্মক শব্দজাত বিশেষণ            | ধন্যাত্মক শব্দ সরাসরি কিংবা অন্ত্যপ্রত্যয়যুক্ত হয়ে এ ধরনের বিশেষণ গঠন করে। | <u>খুকখুক</u> কাশি, <u>উনভনে</u> মাছি।                                                                                                                                                                                                              |
| ০৫। সমাসবদ্ধ বিশেষণ                     | কিছু কিছু সমাসবদ্ধ শব্দ বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।                     | <u>নিয়ম-বিরুদ্ধ</u> কাজ, <u>বুদ্ধিহীন</u> লোক।                                                                                                                                                                                                     |
| ০৬। আদ্য প্রত্যয় বা উপসর্গযুক্ত বিশেষণ | এ ধরনের বিশেষণ আদ্যপ্রত্যয় বা উপসর্গযোগে গঠিত হয়।                          | <u>নিখুঁত</u> (নি+খুঁত) কাজ, <u>সুকঠিন</u> (সু+কঠিন) প্রতিজ্ঞা, <u>দুঃসহ</u> (দুঃ+সহ)।                                                                                                                                                              |

## ❖ বিবিধ:

| বিভাজনের শ্রেণি         | প্রকারভেদ          | সংজ্ঞা                      | উদাহরণ                                                                        |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| বাক্যে অবস্থান অনুযায়ী | ০১। সাক্ষাৎ বিশেষণ | বিশেষিত শব্দের ঠিক আগে বসে। | <u>গভীর</u> সমুদ্র, <u>ঘোলা</u> পানি, <u>জ্বলন্ত</u> মশাল, <u>হলুদ</u> শাড়ি। |
|                         | ০২। বিধেয় বিশেষণ  | বাক্যের বিধেয় অংশে বসে।    | ছেলেটি <u>শান্ত</u> । এ পুকুরের পানি <u>বহু</u> । মেয়েটি <u>অসুস্থ</u> ।     |

## ক্রিয়া

ক্রিয়া (verb) বাক্য গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ক্রিয়া বাক্যের বিধেয় অংশ গঠন করে এবং বাক্যে উদ্দেশ্য বা কর্তা কী করে কিংবা কর্তার কী ঘটে বা হয় তা নির্দেশ করে। ক্রিয়ার সাহায্যে কর্তার অবস্থা, স্বত্ব এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার দ্বারা কার্যসম্পাদন বোঝায়। যেমন: ফুল ফুটেছিল। বৃষ্টি হতে পারে।

**সংজ্ঞা:** যে শব্দশ্রেণি বাক্যে কাল, প্রকার, পক্ষ (পুরুষ) ইত্যাদি বিভক্তি প্রয়োজনমতো গ্রহণ করে, বাক্যের বিধেয় অংশ গঠন করে, এবং কোনো কিছু করা, থাকা, ঘটা, হওয়া, অনুভব করা ইত্যাদি কাজের সংগঠন বোঝায় তাই ক্রিয়াশব্দ।

## ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ

ক্রিয়ার অনেক রকম শ্রেণিবিভাগ হতে পারে। যেমন:

| শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি                        | শ্রেণিবিভাগ                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ক) বাক্যে ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণতা অনুসারে  | ০১। সমাপিকা ক্রিয়া; ০২। অসমাপিকা ক্রিয়া।                                                     |
| (খ) বাক্যের মধ্যে কর্মপদের উপস্থিতি অনুসারে | ০১। সক্রমিক ক্রিয়া; ০২। অক্রমিক ক্রিয়া; ০৩। দ্বিক্রমিক ক্রিয়া।                              |
| (গ) গঠন-বৈশিষ্ট্য অনুসারে                   | ০১। সরল ক্রিয়া; ০২। প্রযোজক ক্রিয়া; ০৩। নাম ক্রিয়া<br>০৪। সংযোগ ক্রিয়া; ০৫। যৌগিক ক্রিয়া। |
| (ঘ) অস্তি-নেতি অর্থ অনুসারে                 | ০১। অস্তিবাচক ক্রিয়া; ০২। নেতিবাচক (নঞর্থক) ক্রিয়া।                                          |
| (ঙ) পূর্ণতা অনুসারে                         | ০১। সম্পূর্ণ ক্রিয়া; ০২। অসম্পূর্ণ ক্রিয়া।                                                   |



❖ ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণতা অনুসারে ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ:

| প্রকারভেদ                              | চেনার উপায়                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। সমাপিকা ক্রিয়া (Finite verb)      | যে ক্রিয়া দিয়ে ভাব সম্পূর্ণ হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। ক্রিয়ার এ ধরনের রূপ বাক্যের কর্তার সঙ্গে পক্ষবাচক সম্পর্ক নির্দেশ করে, ক্রিয়ার কাল ও প্রকার (aspect) -এর ধারণা দেয়, এবং বাক্যের অর্থগত পূর্ণতা দেয়। অর্থ ও গঠনগত দিক থেকে সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের বা বক্তার মনোভাবের পূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি জ্ঞাপন করে। | ✓ আমি বই <u>পড়ছি</u> ।<br>✓ তুমি ঢাকা <u>গিয়েছিলে</u> ।                                                                                                                                                                                                                                               |
| ০২। অসমাপিকা ক্রিয়া (Non-finite verb) | যে ক্রিয়া দিয়ে ভাব সম্পূর্ণ হয় না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। ক্রিয়ার এ ধরনের রূপে পক্ষ/প্রকার বা কালের চিহ্ন যুক্ত হয় না এবং তা বাক্যের অর্থ ও গঠনগত পূর্ণতা দেয় না। সাধারণত -আ/আনো (করা, দেখানো), -এ (করে), -লে (করলে), -তে (করতে) বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া নির্দেশ করে।                          | ✓ আমার <u>যাওয়া</u> হবে না।<br>✓ সকালে সূর্য <u>উঠলে</u> কলেজে যাব।<br>✓ আমরা তজমহল <u>দেখতে</u> দিল্লি যাব।<br>এসব বাক্যে 'যাওয়া', 'উঠলে', 'দেখতে' -ক্রিয়াগুলোর সাহায্যে বাক্যের অর্থ ও গুণগত পূর্ণতা পাওয়া যায় না। তাছাড়া এগুলোতে পক্ষ ও কালের চিহ্নও যুক্ত হয় না। ফলে এগুলো অসমাপিকা ক্রিয়া। |

❖ বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপশ্রেণি মোটামুটি চারটি। যেমন:

| প্রকারভেদ                                    | চেনার উপায়                                                                                                                          | উদাহরণ                                                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ০১। ক্রিয়াবিশেষ্য (Verbal Noun)             | আসা, যাওয়া, দেখানো, শোনানো প্রভৃতি ক্রিয়াবিশেষ্য রূপ স্বভাবতই বাক্যে বিশেষ্যের ভূমিকা গ্রহণ করে।                                   | ✓ আমার <u>যাওয়া</u> হবে না।                                   |
| ০২। পূর্বক্রিয়া (Past active participle)    | বলে, শুনে, দেখিয়ে, গিয়ে, খেয়ে প্রভৃতি পূর্বক্রিয়া একটি পূর্ববর্তী ক্রিয়াবাচক বাক্যের সঙ্গে পরবর্তী বাক্যের ক্রিয়াকে যুক্ত করে। | ✓ তারেক আজ <u>খেয়ে</u> অফিসে আসেনি।                           |
| ০৩। সাপেক্ষ সংযোজক (Conditional conjunctive) | বললে, শুনলে, এলে, ভাবলে, গেলে প্রভৃতি সাপেক্ষ সংযোজক অসমাপিকাতে দুটি বাক্য 'যদি...তাহলে' শর্তে ওই ক্রিয়াটির দ্বারা সংযুক্ত হয়।     | ✓ ও <u>গেলে</u> আমি যাব।                                       |
| ০৪। নিমিত্তার্থক (Infinitive)                | বলতে, শুনতে, গাইতে, শুতে, চাইতে প্রভৃতি নিমিত্তার্থক অসমাপিকা প্রধানভাবে ক্রিয়াটির 'জন্য' অর্থ বোঝায়।                              | ✓ আজ আমি শহিদদের হয়ে বিচার <u>চাইতে</u> এসেছি (বিচারের জন্য)। |

❖ বাক্যের মধ্যে কর্মপদের উপস্থিতি অনুসারে শ্রেণিবিভাগ:

| প্রকারভেদ                        | সংজ্ঞা                                                                                                                                                | উদাহরণ                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। সাকর্মক ক্রিয়া (Transitive) | বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে সাকর্মক ক্রিয়া বলে।<br>[নোট: বাক্যে ক্রিয়াকে 'কী' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে কর্মপদ পাওয়া যায়।] | ✓ সে বই <u>পড়ে</u> ।<br>✓ খালা আমাকে এই ঘড়িটা <u>দিয়েছেন</u> ।<br>প্রথম বাক্যে 'বই' হচ্ছে ক্রিয়াটির (মুখ্য) কর্মপদ। দ্বিতীয় বাক্যে 'আমাকে' গৌণ কর্মপদ আর 'ঘড়িটা' মুখ্য কর্মপদ। |



|                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০২। অকর্মক ক্রিয়া<br>(Intransitive)    | বাক্যের ক্রিয়ার কোনো কর্মপদ না থাকলে সেই ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। এ ধরনের ক্রিয়াকে 'কী' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করা চলে না। | ✓ সে <u>ঘুমায়</u> ।<br>✓ লোকটি দ্রুত হেঁটে <u>যাচ্ছে</u> ।                                                                                                                                |
| ০৩। দ্বিকর্মক ক্রিয়া<br>(Ditransitive) | বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।                                                        | ✓ শিক্ষক ছাত্রকে বই <u>দিলেন</u> ।<br>এই বাক্যে 'দিলেন' একটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া।<br>'কী দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় মুখ্য কর্ম (বই), আর 'কাকে দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় গৌণ কর্ম (ছাত্রকে)। |

❖ গঠন বিবেচনায় ক্রিয়ার প্রকারভেদ:

| প্রকারভেদ           | সংজ্ঞা                                                                                                                                         | উদাহরণ                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। সরল ক্রিয়া     | একটিমাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয় এবং কর্তা এককভাবে ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে, তাকে সরল ক্রিয়া বলে।                                          | ✓ সে <u>লিখছে</u> ।<br>✓ ছেলেরা মাঠে <u>খেলছে</u> ।<br>এখানে 'লিখছে' ও 'খেলছে' এগুলো সরল ক্রিয়া।                                               |
| ০২। প্রযোজক ক্রিয়া | কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে।                                                                                         | ✓ তিনি আমাকে অঙ্ক <u>করাচ্ছেন</u> ।<br>✓ রাখাল গোরুকে ঘাস <u>খাওয়ায়</u> ।<br>এখানে 'করাচ্ছেন' ও 'খাওয়ায়' প্রযোজক ক্রিয়া।                   |
| ০৩। নামক্রিয়া      | বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধন্যাত্মক শব্দের শেষে 'আ' বা '-আনো' প্রত্যয়যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে নামক্রিয়া বলে।                            | বিশেষ্য চমক শব্দের সঙ্গে '-আনো' যুক্ত হয়ে হয় 'চমকানো'। <u>এরূপ</u> : কমানো, ছটফটানো প্রভৃতি।                                                  |
| ০৪। সংযোগ ক্রিয়া   | বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধন্যাত্মক শব্দের পরে করা, কাটা, হওয়া, দেওয়া, ধরা, পাওয়া, খাওয়া, মারা প্রভৃতি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে সংযোগ ক্রিয়া গঠিত হয়। | গান করা, উদয় হওয়া, কথা দেওয়া, ভাঙন ধরা, লজ্জা পাওয়া, আছাড় খাওয়া ইত্যাদি।                                                                  |
| ০৫। যৌগিক ক্রিয়া   | অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যখন একটি ক্রিয়া গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে।                                       | মরে যাওয়া, কমে আসা, এগিয়ে চলা, হেসে ওঠা, উঠে পড়া, পেয়ে বসা, সরে দাঁড়ানো, বেঁধে দেওয়া, বুঝে নেওয়া, বলে ফেলা, করে তোলা, চেপে রাখা ইত্যাদি। |

☞ কতিপয় সংযোগ ক্রিয়ার উদাহরণ:

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 'করা' ক্রিয়া যোগে    | গরম করা, ঠনঠন করা, ব্যাট করা। |
| 'কাটা' ক্রিয়া যোগে   | সাঁতার কাটা, বিপদ কাটা।       |
| 'হওয়া' ক্রিয়া যোগে  | বড়ো হওয়া, রাজি হওয়া।       |
| 'দেওয়া' ক্রিয়া যোগে | মন দেওয়া, দোষ দেওয়া।        |
| 'ধরা' ক্রিয়া যোগে    | মরচে ধরা, ক্যাচ ধরা।          |
| 'পাওয়া' ক্রিয়া যোগে | কষ্ট পাওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া।   |
| 'খাওয়া' ক্রিয়া যোগে | মার খাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া।   |
| 'মারা' ক্রিয়া যোগে   | উকি মারা, পকেট মারা।          |



❖ অস্তিত্ব-নেতি অর্থ অনুসারে ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ:

| প্রকারভেদ                             | সংজ্ঞা                                                                               | উদাহরণ                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ০১। অস্তিত্বাচক (Affirmative) ক্রিয়া | যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের হ্যাঁ-সূচক অর্থ জ্ঞাপিত হয়, তাকে অস্তিত্বাচক ক্রিয়া বলে। | ✓ আমি বাড়ি <u>যাব</u> ।    |
| ০২। নেতিবাচক (Negative) ক্রিয়া       | যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের না-সূচক অর্থ জ্ঞাপিত হয়, তাকে নেতিবাচক ক্রিয়া বলে।       | ✓ আমি বাড়ি <u>যাব না</u> । |

❖ পূর্ণতা অনুসারে ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ:

| প্রকারভেদ             | সংজ্ঞা                                                                               | উদাহরণ                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ০১। সম্পূর্ণ ক্রিয়া  | যে ক্রিয়ায় ধাতুর সমস্ত কালে ক্রিয়ারূপ পাওয়া যায়, তাকে সম্পূর্ণ ক্রিয়া বলে।     | ‘বল্’ ধাতুর সমস্ত কাল বা প্রকারে ক্রিয়ারূপ পাওয়া যায়। |
| ০২। অসম্পূর্ণ ক্রিয়া | যে ক্রিয়ায় ধাতুর সমস্ত কালে ক্রিয়ারূপ পাওয়া যায় না, তাকে অসম্পূর্ণ ক্রিয়া বলে। | ‘বট্’ ক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ রূপ হয় না।                     |

### ক্রিয়াবিশেষণ

ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে ক্রিয়াবিশেষণ। অর্থাৎ, ক্রিয়াবিশেষণ বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে। এটি ক্রিয়ার গুণ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও অর্থ-প্রকাশক শব্দ হিসেবে কাজ করে এবং ক্রিয়া সংঘটনের সময়, স্থান, প্রকার, উৎস, তীব্রতা, উপকরণ ইত্যাদি প্রকৃতিগত অবস্থার অর্থগত ধারণা দেয়। যেমন:

- ✓ গাড়িটি দ্রুত চলে গেল।
- ✓ ধীরে ধীরে পড়ো, তাহলে বুঝতে পারবে।

সংজ্ঞা: যে শব্দ ক্রিয়াকে বিশেষিত করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে।

➤ অনেক সময়ে বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সূর্বে ‘এ’, ‘-তে’ ইত্যাদি বিভক্তি এবং ‘-ভাবে’, ‘-বশত’, ‘মতো’ ইত্যাদি শব্দাংশ যুক্ত হয়ে ক্রিয়াবিশেষণ তৈরি হয়। যেমন: ততক্ষণে, দ্রুতগতিতে, শান্তভাবে, ভ্রান্তিবশত, আচ্ছামতো, সংভাবে ইত্যাদি।

### ক্রিয়াবিশেষণের শ্রেণিবিভাগ

➤ পদবিন্যাস বিবেচনায় ক্রিয়াবিশেষণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

| শ্রেণিবিভাগ                            | উদাহরণ                                                                                                                                       | বাক্যগঠন                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। একপদী বা একশাব্দিক ক্রিয়াবিশেষণ   | আন্তে, জোরে, চেষ্টিয়ে, সহজে, ভালোভাবে, সরবে, রেগে, সহজে, অনায়াসে, তাড়াতাড়ি, যথাযথভাবে, শক্তভাবে, দৃঢ়ভাবে, নির্বিয়ে, শান্তভাবে ইত্যাদি। | ✓ <u>জোরে</u> চিৎকার করে ডাকো, তাহলে শুনতে পাবে।<br>✓ বাংলাদেশ <u>অনায়াসে</u> ম্যাচটি জিতে গেল।<br>✓ লেগে থাকো <u>সংভাবে</u> সফলতা তোমারই হবে। |
|                                        | ক্রিয়াবিশেষণের সমাসবদ্ধ রূপগুলোও এ পর্যায়ে পড়ে। যেমন: কাগজে-কলমে, দেখে-শুনে ভেবে-চিন্তে, রাগে-দুঃখে ইত্যাদি।                              | ✓ জানীরা <u>ভেবে-চিন্তে</u> কাজ করেন।<br>✓ <u>দেখে-শুনে</u> পথ চলবে।<br>✓ <u>কাগজে-কলমে</u> লিখে দাও।                                           |
| ০২। বহুপদী বা বহুশাব্দিক ক্রিয়াবিশেষণ | আন্তে আন্তে, ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, জোরে জোরে, রেগে রেগে, চুপিচুপি, ঢেকেঢুকে ইত্যাদি।                                                         | ✓ মুক্তিযোদ্ধারা <u>ধীরে ধীরে</u> ঢাকার দিকে এগিয়েছিলেন।<br>✓ <u>জোরে জোরে</u> হাঁটো, নইলে বাস পাব না।                                         |



❖ ক্রিয়াবিশেষণের অর্থ ও অস্থায়িত শ্রেণিবিভাগ:

| শ্রেণিবিভাগ                                               | বৈশিষ্ট্য                                                                                                                                                                                                                                                                             | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। ধরনবাচক বা ভাবজ্ঞাপক ক্রিয়াবিশেষণ (adverb of manner) | <ul style="list-style-type: none"> <li>কোনো ক্রিয়া কীভাবে বা কেমনভাবে সম্পন্ন হয়, ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ তা নির্দেশ করে।</li> <li>এগুলোর বেশির ভাগ গঠিত হয় 'করে', 'ভাবে' বা 'রূপে' শব্দ যোগে।</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ টিপ টিপ (করে) বৃষ্টি পড়ছে।</li> <li>✓ স্পষ্টভাবে কথা বললে সবাই বুঝবে।</li> <li>✓ ঠিকভাবে চললে কেউ কিছু বলবে না।</li> <li>✓ লোকটা হনহন করে হাঁটছে।</li> </ul>                                                               |
| ০২। সময় বা কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ (adverb of time)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>এই ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়া সম্পাদনের কাল নির্দেশ করে।</li> <li>এ জাতীয় ক্রিয়াবিশেষণ একশাব্দিক হলে বিভক্তিহীন বা বিভক্তিয়ুক্ত উভয়ই হতে পারে।</li> </ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ আজকাল ফলের চেয়ে ফুলের দাম বেশি।</li> <li>✓ যথাসময়ে সে হাজির হয়।</li> <li>✓ আজ যখন সে আসবে তখন তাকে থাকতে বলো।</li> <li>✓ অনেকক্ষণ ধরে তার জন্য বসে আছি।</li> </ul>                                                       |
| ০৩। স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ (adverb of place)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ক্রিয়ার স্থান নির্দেশ করে স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ।</li> <li>এ জাতীয় ক্রিয়াবিশেষণ একশাব্দিক হলে প্রায়শই এগুলোর শেষে স্থানবাচক অধিকরণ-বিভক্তি অর্থাৎ -এ/-য়/-তে যুক্ত হয়।</li> <li>স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ বিভক্তিহীনও হতে পারে।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ মিছিলটি সামনে এগিয়ে যায়।</li> <li>✓ তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।</li> <li>✓ এখানে আসো।</li> <li>✓ আমার চাচা আমেরিকায় থাকেন।</li> <li>✓ তারা এধার-ওধার ঘোরাফেরা করছে।</li> <li>✓ আপনি কবে ইতালি যাচ্ছেন?</li> </ul> |
| ০৪। নেতিবাচক বা না-বাচক ক্রিয়াবিশেষণ (negative adverb)   | এ ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ বাক্যকে না-বাচক বৈশিষ্ট্য দেয়। সাধারণত না, নি, নেই, নয় ইত্যাদি দিয়ে ক্রিয়ার নেতিবাচক অবস্থা বোঝায়।                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ আমি গতকাল রাতে খাইনি।</li> <li>✓ আমটা মিষ্টি নয়।</li> <li>✓ আমি এখন আর ঘুরতে যাই না।</li> <li>✓ তিনি আমেরিকা যাননি।</li> <li>✓ বইটা আমার পড়া নেই।</li> </ul>                                                              |
| ০৫। বাক্য-সংযোজক ক্রিয়াবিশেষণ (linking adverb)           | এ জাতীয় ক্রিয়াবিশেষণ দুটি বাক্যকে সংযোগ করে। জটিল বাক্যেও (যদি... তাহলে, যিনি ... তিনি) ক্রিয়াবিশেষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ তার পড়ায় মন নেই, তাছাড়া সব কাজে ওস্তাদ।</li> <li>✓ তোমার কথা হয়তো সত্যি, অবশ্য আমি সঠিক তথ্য জানি না।</li> </ul>                                                                                                        |

❖ পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ:

পদাণু হচ্ছে আপাত অর্থহীন পদখণ্ড যা পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ ঈঙ্গিত বা অর্থ প্রকাশ করে। 'কি', 'যে', 'বা', 'না', 'তো' প্রভৃতি পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে কাজ করে।

| পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ | বৈশিষ্ট্য                                           | উদাহরণ                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| তো (<ততঃ)           | হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্নের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সংশয় যোগ করে। | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ও আসবে তো?</li> <li>✓ আজ খেলা হবে তো?</li> </ul>                    |
|                     | তাহলে বা তবে অর্থে                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ তো তুমি বলছ আজ কলেজে যাবে না।</li> <li>✓ তো ওই কথাই রইল।</li> </ul> |
|                     | নিশ্চিত অর্থ প্রদানে                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ হ্যাঁ তো! যাব তো!</li> <li>✓ একথা আমি বলিনি তো!</li> </ul>          |
|                     | ক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্নতা বোঝাতেও এটি ব্যবহৃত হয়।     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ লোক আসছে তো আসছেই।</li> <li>✓ সে খাচ্ছে তো খাচ্ছেই।</li> </ul>      |
|                     | যদি অর্থে-                                          | ✓ মরি তো মরব, ভাঙে তো ভাঙবে।                                                                                 |



|    |                                                                                                         |                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| না | উক্তি বা নির্দেশক বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার শেষে (মাঝে মাঝে আগে) এবং অসমাপিকার আগে না অর্থে ব্যবহৃত হয়। | ✓ না ভেবে না চিন্তে এমন কথা বলা উচিত না।                          |
|    | দ্বিধাজনিত সংযোগবাচক (linking) অর্থে—                                                                   | ✓ আমি না ওকে কিছুই বলিনি।                                         |
|    | বিশেষ অনুরোধের কেবল অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়ার সঙ্গে ব্যবহৃত 'না'—                                            | ✓ দেখুন না গিয়ে কত ধানে কত চালা!<br>✓ যাই না, বসি না একটু ওখানে। |
| কি | কি পদাণুটি হ্যাঁ-না প্রশ্নের প্রশ্নবাচক সাধারণ পদাণু হিসেবে সমাপিকার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।                 | ✓ আমি কি যাব?                                                     |
|    |                                                                                                         | ✓ সে কি খাবে?                                                     |
|    |                                                                                                         | ✓ আপনি আমাকে কথাটা বলেছিলেন কি?                                   |
| যে | নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার—                                                                                | ✓ তুমি যে এসেছিলে তা কেউ জানে?                                    |
|    | মৃদু বিস্ময়যুক্ত প্রশ্নে—                                                                              | ✓ এক্ষুণি ফিরে এলে যে!                                            |
| বা | বা পদাণুটি মূলত অথবা-র সংক্ষিপ্ত রূপ।                                                                   | ✓ কখনো বা দেখা হবে।                                               |

### অনুসর্গ

**সংজ্ঞা:** যেসব শব্দ বাক্যে অন্য কোনো পদের পরে বসে পদটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে, সেসব শব্দকে অনুসর্গ (post position) বলে।

যেমন: হতে, থেকে, চেয়ে, দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক, অপেক্ষা, অবধি ইত্যাদি।

- অনুসর্গকে পরসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়ও বলা হয়ে থাকে। তবে দু-একটি অনুসর্গ কারকের বিভক্তি ছাড়া অন্য ভূমিকাও পালন করে। যেমন:
  - ✓ কারণবাচক 'বলে': তুমি আসবে বলেই তো অপেক্ষা করছি।
  - ✓ অনুসর্গের কারক তৈরিতে ব্যবহার: ভেড়া দিয়ে জমি চাষ হয় না।
- এখানে 'দিয়ে' শব্দটি ভেড়া শব্দটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে। এর কাজ করণ কারকের বিভক্তির মতো।
- অনুসর্গ বাক্যে স্বাধীনপদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে; আবার শব্দবিভক্তির ন্যায় বাক্যেও ব্যবহৃত হতে পারে।
- অনুসর্গের সাথে '-কে', '-র' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হতে পারে।
- বিভক্তি ও অনুসর্গের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বিভক্তি পূর্ণ শব্দ নয়, কিন্তু অনুসর্গ পূর্ণ শব্দ, বা আলাদা শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- অনুসর্গ বিভক্তিযুক্ত বা বিভক্তিহীন শব্দের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। যেমন:
  - ✓ বিভক্তিযুক্ত শব্দের সঙ্গে: বাবার জন্যে পাঞ্জাবি কিনেছি।
  - ✓ বিভক্তিহীন শব্দের সঙ্গে: আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে।

### অনুসর্গের শ্রেণিবিভাগ

- অনুসর্গগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়:
  - ✓ সাধারণ অনুসর্গ বা নাম অনুসর্গ
  - ✓ ক্রিয়াজাত অনুসর্গ

#### সাধারণ অনুসর্গ বা নাম অনুসর্গ:

যেসব অনুসর্গ ক্রিয়া ছাড়া অন্য শব্দ থেকে তৈরি হয়, সেগুলোকে সাধারণ অনুসর্গ বা নাম অনুসর্গ বলে। ঐতিহাসিক উৎস অ-নাম বা সাধারণ অনুসর্গকে তিনটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়:

| শ্রেণিবিভাগ         | বৈশিষ্ট্য                                  | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। সংস্কৃত অনুসর্গ | এই অনুসর্গগুলো বাংলায় এসেছে সংস্কৃত থেকে। | অপেক্ষা: প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় আর কী আছে?<br>অভিমুখে: ঢাকা অভিমুখে ট্রেন চলছে।<br>উপরে: মাথার উপরে নীল আকাশ।<br>কর্তৃক: বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পদ্মাসেতু নির্মিত<br>জন্য: তার জন্য আর অপেক্ষা করো না।<br>দিকে: ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের দিকে এগুচ্ছে। |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০২। বিবর্তিত (তদ্ভব) অনুসর্গ | <ul style="list-style-type: none"> <li>বিবর্তিত অনুসর্গ মূলত তদ্ভব অনুসর্গ। যেমন: আগে, কাছে, ছাড়া, তরে, পানে, পাশে, বই, ডেউরা, মাঝে, সাথে, সামনে ইত্যাদি।</li> <li>এগুলোর মধ্যে তরে ও পানে প্রধানত কবিতায় ব্যবহৃত হয়।</li> </ul> | <p>আগে: সবার <u>আগে</u> তিনি সভায় এসে উপস্থিত।</p> <p>কাছে: ওর <u>কাছে</u> বইটা নেই।</p> <p>ছাড়া: আপনি <u>ছাড়া</u> আমার কে আছে, বলুন।</p> <p>পাশে: বিপন্ন মানবতার <u>পাশে</u> আমাদের দাঁড়ানো উচিত।</p> |
| ০৩। ফারসি অনুসর্গ            | ফারসি অনুসর্গের মধ্যে রয়েছে- দরুন, বদলে, বনাম, বাদে, বাবদ, বরাবর ইত্যাদি।                                                                                                                                                          | <p>দরুন: বৃষ্টির <u>দরুন</u> খেলা পণ্ড হয়ে গেলো।</p> <p>বদলে: আমি গণিতের <u>বদলে</u> পদার্থ নিতে চেয়েছিলাম।</p> <p>বনাম: আজ বাংলাদেশ <u>বনাম</u> ভারতের খেলা।</p>                                        |

❖ ক্রিয়াজাত অনুসর্গ:

যেসব অনুসর্গ ক্রিয়া থেকে তৈরি সেগুলো ক্রিয়াজাত অনুসর্গ হিসাবে পরিচিত। ক্রিয়াজাত অনুসর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য করে, থেকে, দিয়ে, ধরে, হতে, বলে ইত্যাদি।

➤ ক্রিয়াজাত কিছু অনুসর্গের প্রয়োগ-উদাহরণ:

| অনুসর্গ | উদাহরণ                          |
|---------|---------------------------------|
| করে     | কাপড়গুলো ভালো করে পরিষ্কার কর। |
| থেকে    | লোকটা হাজত থেকে পালিয়ে গেছে।   |
| দিয়ে   | মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত।     |
| বলে     | তুমি আছ বলেই আমার ভরসা।         |

❖ গঠনগত দিক থেকে অনুসর্গ দুই প্রকার:

| শ্রেণিবিভাগ           | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| বিভক্তিহীন অনুসর্গ    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ অপেক্ষা, অবধি, কর্তৃক, ছাড়া, নাগাদ, পর্যন্ত, প্রতি, বিনা, ব্যতীত, মতো, অতীত।</li> <li>✓ অধিকাংশ ফারসি অনুসর্গ বিভক্তিহীন। যেমন: দরুন, বনাম, বরাবর, বাবদ।</li> </ul>                                                                                |
| বিভক্তিয়ুক্ত অনুসর্গ | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ সাধারণ অনুসর্গ: আগে, ওপরে, কাছে, কারণে, জন্যে, দিকে, নিচে, পাশে, পেছনে, বাইরে, ভেতরে, মধ্যে, মাঝে, সঙ্গে, সাথে, সামনে, সম্মুখে, বদলে, বাদে ইত্যাদি।</li> <li>✓ ক্রিয়াজাত অনুসর্গ: করে, চেয়ে, থেকে, দিয়ে, লেগে, হতে &lt; হইতে ইত্যাদি।</li> </ul> |

যোজক

**সংজ্ঞা:** যেসকল পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের কিংবা বাক্যের অন্তর্গত একটি পদের সঙ্গে অন্য পদের সংযোজন, বিয়োজন (পৃথককরণ) অথবা সংকোচন ঘটায় তাদের যোজক বলে।

**উদাহরণ:** এতগুলো বই আর এতগুলো খাতা ওই ব্যাগে ধরবে? ফুলদানিটা ভালো করে ধরো নইলে পড়ে যাবে।

➤ যোজকের কাজ: একাধিক শব্দ, পদবন্ধ, বাক্যকল্প কিংবা বাক্যকে জুড়ে দেয় বা সম্পর্কিত করে।

যোজকের শ্রেণিবিভাগ

❖ অর্থ এবং সংযোজনের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে যোজক-শব্দকে নিম্নলিখিত ভাগে বিন্যস্ত করা চলে:

| প্রকারভেদ                   | কাজ                                                           | উদাহরণ                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। সাধারণ যোজক             | এ ধরনের যোজক দুটি শব্দ বা বাক্যকল্প অথবা বাক্যকে যোগ করে।     | দুটো শব্দের সংযোগ<br>✓ আসিফ ও মাকসুদ এই কাজটি করেছে।                                                    |
|                             |                                                               | দুটো বাক্যকল্পের সংযোগ<br>✓ আমাদের সমাজ আর ওদের সমাজ এক রকম নয়।                                        |
|                             |                                                               | দুটি বাক্যের সংযোগ<br>✓ জলদি দোকানে যাও এবং একটা পাউরুটি কিনে আনো।                                      |
| ০২। বিকল্প বা বৈকল্পিক যোজক | এ ধরনের যোজক একাধিক শব্দ বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে। | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ লাল বা নীল কলমটা আনো।</li> <li>✓ চা না-হয় কফি খান।</li> </ul> |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০৩। বিরোধমূলক যোজক | এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের সংযোগ ঘটায় এবং প্রথম বাক্যের বক্তব্যের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে।                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ এত ব্যুষ্টি হলো, <u>কিন্তু</u> গরম কমলো না।</li> <li>✓ তাকে আসতে বললাম, <u>তবু</u> এল না।</li> </ul>                                                                                                                                 |
| ০৪। কারণবাচক যোজক  | এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায় এবং একটি অন্যটির কারণ নির্দেশ করে। এগুলোতে শর্তের অর্থও ফুটে ওঠে।                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ পেঁয়াজের দাম বেড়েছে, <u>কারণ</u> চাহিদা বেশি।</li> <li>✓ বসার সময় নেই, <u>তাই</u> যেতে হচ্ছে।</li> <li>✓ তুমি অপরাধী, <u>অতএব</u> শাস্তি পেতে হবে।</li> <li>✓ দ্রুত শিল্পায়ন দরকার, <u>নতুবা</u> দেশের উন্নতি হবে না।</li> </ul> |
| ০৫। সাপেক্ষ যোজক   | এ ধরনের যোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। প্রথাগত ব্যাকরণে এগুলো শর্তবাচক বা সাপেক্ষ বা নিত্যসম্বন্ধী যোজক নামে পরিচিত। কয়েকটি পরস্পর নির্ভরশীল যুগ্ম শব্দ (যদি... তবে, যত...তত) পারস্পরিক যোজক রূপে ব্যবহৃত হয়। | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>যদি</u> রোদ ওঠে <u>তবে</u> রওনা দেব।</li> <li>✓ <u>যত</u> গর্জে <u>তত</u> বর্ষে না।</li> </ul>                                                                                                                                    |

### আবেগ-শব্দ

**সংজ্ঞা:** যেসব শব্দ দিয়ে মনের তীব্র আনন্দ, দুঃখ, হতাশা, কষ্ট প্রভৃতি ভাবাবেগ প্রকাশিত হয়, সেগুলোকে আবেগ-শব্দ বলে।

এই ধরনের শব্দ বাক্যের অন্য শব্দগুলোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত না হয়ে আলাদাভাবে বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রথাগত ব্যাকরণে এগুলোকে অন্বয়ী, মনোভাববাচক বা অন্তর্ভাবাত্মক যোজক বলা হয়।

### আবেগের শ্রেণিবিভাগ

মানুষের আবেগ বিচিত্র, সব যে শব্দের আকার পায় তাও নয়। তবু প্রকাশ অনুসারে আবেগ-শব্দকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

| প্রকারভেদ                                             | কাজ                                                                                | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। সিদ্ধান্তবাচক আবেগ-শব্দ (Assertive interjection)  | এই জাতীয় আবেগ-শব্দের সাহায্যে অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয়। | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>হুঁ</u>, যুক্তিটা মন্দ মনে হচ্ছে না।</li> <li>✓ <u>হ্যাঁ</u>, আমাদের জয় হবেই।</li> <li>✓ <u>বেশ</u>, তাই হবে।</li> <li>✓ <u>না</u>, আমি তোমার কোনো কথাই শুনব না।</li> <li>✓ <u>উহু</u>, ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।</li> </ul> |
| ০২। প্রশংসাবাচক আবেগ-শব্দ (Appreciative interjection) | এ ধরনের আবেগ-শব্দ প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>শাবাশ!</u> একটা খেলার মতো খেলা দেখালে।</li> <li>✓ <u>বাহ!</u> ভারি চমৎকার তোমার গানের গলা।</li> </ul>                                                                                                                         |
| ০৩। বিরক্তিবাচক আবেগ-শব্দ (Interjection of disgust)   | এ ধরনের আবেগ-শব্দ অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>ছি ছি!</u> এ তুমি কী করলে।</li> <li>✓ <u>কী জ্বালা!</u> লোকটা তো পিছুই ছাড়ছে না।</li> </ul>                                                                                                                                  |
| ০৪। আতঙ্ক আবেগ-শব্দ (Interjection of fear)            | এ ধরনের আবেগ-শব্দ আতঙ্ক, যন্ত্রণা, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ করে।                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>উহু</u>, কী বিপদে পড়া গেল।</li> <li>✓ <u>বাপরে বাপ!</u> কী ভয়ংকর ছিল রাফসটা।</li> <li>✓ <u>আহ!</u> কী বিপদ।</li> </ul>                                                                                                      |
| ০৫। বিস্ময়বাচক আবেগ-শব্দ (Interjection of surprise)  | এ ধরনের আবেগ-শব্দ বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ করে।                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>আরে</u>, তুমি আবার কখন এলে!</li> <li>✓ <u>আঁ</u>, বলছ কী? ও ফিরে এসেছে!</li> <li>✓ <u>আহ</u>, কী চমৎকার দৃশ্য!</li> </ul>                                                                                                     |



|                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০৬। করুণাবাচক আবেগ-শব্দ<br>(Interjection of pity)    | এ ধরনের আবেগ-শব্দ করুণা, সহানুভূতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করে।                                                                                                          | ✓ <u>আহা!</u> বেচারার কেউ নেই।<br>✓ <u>হায় হায়!</u> এখন ওদের কে দেখবে।                                            |
| ০৭। সম্বোধনবাচক আবেগ-শব্দ<br>(Vocative interjection) | এ ধরনের আবেগ-শব্দ সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।                                                                                                         | ✓ <u>হে বন্ধু</u> , তোমাকে অভিনন্দন।<br>✓ <u>ওরে</u> , তুই কোথায় চললি?<br>✓ <u>ওগো!</u> আজ তোরা যাস নে ঘরের বাইরে। |
| ০৮। আলংকারিক আবেগ-শব্দ<br>(Figurative interjection)  | এ ধরনের আবেগ-শব্দ বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্য অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। | ✓ <u>দূর পাগল!</u> এ কথা কী বলতে আছে।<br>✓ <u>মা গো মা!</u> লোকে এমন হাসাতেও পারে।<br>✓ <u>যাকগে</u> , ওসব কথা থাক। |

## কতিপয় ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয়

## ◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রদত্ত বাক্যের দাগাক্ষিত শব্দগুলোর ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর:

- চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা। → বিশেষণ [চা.বো.'২৪]
- বিপন্ন মানবতার পাশে আমাদের দাঁড়ানো উচিত। → অনুসর্গ [চা.বো.'২৪]
- কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা। → বিশেষণ [চা.বো.'২৪]
- হায় হায়! ওর এখন কী হবে। → আবেগ [চা.বো.'২৪]
- আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। → ক্রিয়া [চা.বো.'২৪]
- গাড়িটা বেশ জোরে চলছে। → ভাববাচক বিশেষণ [চা.বো.'২৪]
- আমি যে এসেছি একান্তের মুক্তিযুদ্ধ থেকে। → বিশেষ্য [চা.বো.'২৪]
- ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সঁউতি ফুলের মালা। → যৌগিক ক্রিয়া [চা.বো.'২৪]
- অনলে পুড়িয়া গেলো। → বিশেষ্য [রা.বো.'২৪]
- পায়েহাঁটা পথ ধরে সোজা এগিয়ে গেলাম। → বিশেষণ [রা.বো.'২৪]
- সবাই কল্পবাজার যেতে চাইছে। → যৌগিক ক্রিয়া [রা.বো.'২৪]
- কাজটা ভালোভাবে সম্পন্ন হয়নি। → ক্রিয়া বিশেষণ [রা.বো.'২৪]
- আকাশটা কালো মেঘে ঢাকা। → বিশেষণ [রা.বো.'২৪]
- আজ খুব ঠান্ডা লাগছে। → ভাববাচক বিশেষণ [রা.বো.'২৪]
- সূর্যকিরণ গুচ্ছিতেছে জল। → ক্রিয়া [রা.বো.'২৪]
- আজ নয় কাল সে/তুমি আসবেই।/আজ নয় কাল তাকে আসতেই হবে। → যোজক [রা.বো.'২৪, চা.বো.'২৩, দি.বো.'১৯]
- বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য। → ক্রিয়া [চ.বো.'২৪, ১৭, চা.বো., ব.বো.'২৩; য. বো.'২৩; ১৯; সি. বো.'১৯]
- বিপদ কখনো একা আসে না। → বিশেষ্য [চ.বো.'২৪]
- আর আমি লজ্জায় জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকুজি শোভা দেখিতে লাগিলাম। → বিশেষ্য [চ.বো.'২৪]
- ও রকম বিনয়ের চেয়ে অহংকারের পৌরুষ অনেক অনেক ভালো। → বিশেষ্য [চ.বো.'২৪]
- অতএব আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। → বিশেষ্য [চ.বো.'২৪]
- ফুল কি ফোটে নি সাথে? → ক্রিয়া [চ.বো.'২৪]
- কিন্তু উত্তেজনায় উঠে বসলাম। → যৌগিক ক্রিয়া [চ.বো.'২৪]
- বাঃ/বাহ! আমাদের মেয়েরা দারুণ খেলেছে। → আবেগ [চ.বো.'২৪, সি. বো.'১৯]
- বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি। → বিশেষ্য [ব.বো.'২৪]
- অনেকক্ষণ ধরে মাঠে হাঁটছি। → ক্রিয়া বিশেষণ [ব.বো.'২৪]
- আহা! বেচারার কত কষ্ট। → আবেগ [ব.বো.'২৪]
- রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না। → বিশেষণ [ব.বো.'২৪]
- আমার মন নরম হইল। → বিশেষণ [ব.বো.'২৪]
- মানুষ-ধর্ম সবচেয়ে বড় ধর্ম। → বিশেষ্য [ব.বো.'২৪]



- নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। → অসমাপিকা ক্রিয়া [ব.বো.'২৪]
- বেশ, তাই হবে। → সিদ্ধান্ত আবেগ [ব.বো.'২৪, য.বো.'২৩]
- সবাই রাঙামাটি যেতে চাইছে। → সর্বনাম [য.বো.'২৪, ২৩]
- যথা ধর্ম, তথা জয়। → সাপেক্ষ যোজক [য.বো.'২৪, ব.বো.'২৩; কু.বো.'১৭]
- হে বন্ধু, বিদায়। → সম্বোধনসূচক আবেগ [য.বো.'২৪; কু.বো.'১৯]
- আমাদের ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো ঘর। → বিশেষণ [য.বো.'২৪; কু.বো.'১৭]
- অনেকেই ভাতের বদলে রুটি খায়। → অনুসর্গ [য.বো.'২৪]
- অধিক ভোজন অনুচিত। → ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য [য.বো.'২৪]
- মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। → যোজক [য.বো.'২৪]
- বাঃ! চমৎকার একটা দৃশ্য দেখলাম। → আবেগ [য.বো.'২৪]
- সে নিজে অঙ্কটা করেছে। → সর্বনাম [য.বো.'২৪]
- তুমি আর আমি প্রতিদিন কলেজে যাই। → যোজক [য.বো.'২৪]
- ছেলেটা জোরে চিৎকার করে উঠল। → ক্রিয়াবিশেষণ [য.বো.'২৪]
- নীল আকাশের নিচে বসে আছি। → বিশেষণ [য.বো.'২৪]
- আগামীকাল তুমি একবার এসো। → ক্রিয়া [য.বো.'২৪]
- ময়না পাখি কথা বলতে পারে। → বিশেষ্য [য.বো.'২৪]
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। → বিশেষণ [য.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪; কু.বো.'১৯]
- চলো কোথাও একটু ঘুরে আসি। → অনির্দিষ্ট সর্বনাম [মাদ্রাসা বো.'২৪]
- ফুল বিনা মালা হয় না। → অনুসর্গ [মাদ্রাসা বো.'২৪]
- আমাদের সমাজ আর ওদের সমাজ এক রকম নয়। → যোজক [মাদ্রাসা বো.'২৪]
- পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন। → বিশেষ্য [মাদ্রাসা বো.'২৪]
- পড়ন্ত বিকেলে হাটতে ভালো লাগে। → বিশেষণ [মাদ্রাসা বো.'২৪]
- ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। → বিশেষ্য [মাদ্রাসা বো.'২৪]
- আমাদের সমাজ আর ওদের সমাজ এক রকম নয়। → যোজক [মাদ্রাসা বো.'২৪; সি.বো., য.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]
- বাহবা! আমাদের দল খেলায় জিতেছে। → আবেগ [মাদ্রাসা বো.'২৪; য.বো.'১৯]
- দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? → অনুসর্গ [চ.বো.'২৩; সি.বো.'১৯; চ.বো., কু.বো.'১৭]

- মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা। → সর্বনাম [চ.বো.'২৩; সি.বো., দি.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]
- গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। → ক্রিয়াবিশেষণ [চ.বো.'২৩]
- শাবাশ! দারুণ কাজ করেছে। → আবেগ [চ.বো.'২৩]
- সানজিদা দ্রুত দৌড়াতে পারে। → ক্রিয়াবিশেষণ [চ.বো.'২৩]
- বিপদ কখনও একা আসে না। → বিশেষ্য [চ.বো., য.বো.'২৩; কু.বো.'১৯]
- পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন। → বিশেষ্য [য.বো.'২৩; দি.বো.'১৯]
- তুমি যে আমার কবিতা। → সর্বনাম [য.বো.'২৩; কু.বো.'১৭]
- সাদা কাপড় পরলেই মন সাদা হয় না। → বিশেষণ [য.বো.'২৩; চ.বো., সি.বো., য.বো.'১৯]
- চাহিয়া দেখিলাম – হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। → যৌগিক ক্রিয়া [য.বো.'২৩]
- বাঃ! বড়ো চমৎকার ছবি এঁকেছ তো। → আবেগ শব্দ [য.বো.'২৩]
- ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ো না। → বিশেষ্য [য.বো.'২৩]
- পায়ে হাঁটা পথ ধরে সোজা এগিয়ে চললাম। → বিশেষণ [য.বো.'২৩]
- দারুণ সুন্দর দেখতে। → ভাববাচক বিশেষণ [য.বো.'২৩]
- কাজটা ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। → ক্রিয়াবিশেষণ [য.বো.'২৪, ২৩]
- সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু। → অনুসর্গ [য.বো.'২৩]
- রবীন্দ্রনাথ তো আর দুজন হয় না। → বিশেষ্য [সি.বো., য.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]
- এ মাসে নয়, আগামী মাসে তুমি যাবে। → যোজক [দি.বো.'২৩]
- বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। → বিশেষ্য [দি.বো.'২৩]
- বাহ! কী সুন্দর দৃশ্য। → আবেগ [দি.বো.'২৩]
- হঠাৎ গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। → বিশেষণ [দি.বো.'২৩]
- সুখ কে না চায়? → বিশেষ্য [দি.বো.'২৩]
- লাল রঙের ফুলে ছেয়ে গেছে বাগান। → বিশেষণ [দি.বো.'২৩]
- সোনার তরী বিখ্যাত গ্রন্থ। → বিশেষ্য [দি.বো.'২৩]
- তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। → ক্রিয়াবিশেষণ [সি.বো., য.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]
- আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। → বিশেষণ [য.বো.'১৯]
- কারণ ছাড়া কার্য হয় না। → অনুসর্গ [য.বো.'১৯]
- ট্রেনটা এখনই এসে পড়বে। → যৌগিক ক্রিয়া [কু.বো.'১৯]



## ম্যালালাল TEXT

- নদীর বকে চর জেগেছে। → ক্রিয়া বিশেষণ [কৃ. বো.'১৯]
- এত চিনি দিলাম তবু মিষ্টি হলো না। → যোজক [কৃ. বো.'১৯]
- আমাদের যাত্রা সমুদ্র অভিমুখে। → অনুসর্গ [কৃ. বো.'১৯]
- তার মায়ের হাতের পিঠা যেন অমৃত। → বিশেষ্য [দি. বো.'১৯]
- হঠাৎ সে দেখতে গেল চলন্ত বাস থেকে যাত্রীরা লাফিয়ে নামছে। → ক্রিয়াবিশেষণ [দি. বো.'১৯]
- বাঃ! চমৎকার একটা গল্প লেখেছ। → আবেগ [দি. বো.'১৯, কৃ. বো.'১৭]

- শুভ্র সমুজ্জল এ তাজমহল। → বিশেষ্য [দি. বো.'১৯, কৃ. বো.'১৭]
- সে আমার মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। → সমাপিকা [দি. বো.'১৯]
- শাবাশ! দারুন খেলেছে আমাদের মেয়েরা। → আবেগ [চ. বো.'১৭]
- করিম ও রহিম দুই ভাই। → বিশেষ্য [কৃ. বো.'১৭]
- ভালো আমটি খাও। → বিশেষণ [কৃ. বো.'১৭]

### ◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

- মরি মরি! কী রূপ মাধুরী। → আবেগ
- মাথার উপরে নীলাকাশ। → অনুসর্গ
- সাদা বা কালো। → যোজক
- কোথাও কেউ নেই। → সর্বনাম
- সোনিয়ার সাহস আছে। → বিশেষ্য
- সবাই গেছে বনে। → সর্বনাম
- সানজারের কাছে কলমটা নেই। → অনুসর্গ
- প্রগাঢ় নিকুঞ্জ। → বিশেষণ
- সিন্ত নীলাস্বরী। → বিশেষ্য
- পলকিত সচ্ছলতা। → বিশেষণ
- তিনটি ফুল আর অনেক পাতা। → যোজক
- নীল-হলুদ-বেগুনি অথবা সাদা। → যোজক
- তুমি আমার পূর্ববাংলা। → সর্বনাম
- নিপুণ দক্ষতায় কাজটি শেষ হলো। → সর্বনাম
- খুব সাবধানে পথ চলবে। → ভাব বিশেষণ
- অপরের ক্ষতি করো না। → সর্বনাম
- ওরা পরস্পর আত্মীয়। → সর্বনাম
- মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। → প্রযোজক ক্রিয়া
- আমি আগামীকাল বাড়ি যাব। → ক্রিয়া বিশেষণ
- প্রচণ্ডবেগে ঝড় ধেয়ে আসল। → ক্রিয়া বিশেষণ
- লোকটি ধনী কিন্তু সুখী নন। → যোজক
- মন দিয়ে লেখাপড়া কর। → অনুসর্গ
- তিনি বিদ্বান অথচ সৎ ব্যক্তি নন। → যোজক
- তাকে ছাড়া তুমি চলতে পারবে না। → অনুসর্গ
- যদি বারণ কর তবে আসব না। → যোজক
- এবার গুরু হলো সেই মিছিল। → বিশেষ্য
- সে অল্পক্ষণ ঘুমোয়। → ক্রিয়া
- ছেলেটা দুষ্ট নয়। → ক্রিয়া বিশেষণ
- সবাই জীবনে জয়ী হতে চায়। → সর্বনাম
- আমার কাছে অর্থের কোন মূল্য নেই। → অনুসর্গ
- যত গর্জে তত বর্ষে না। → সাপেক্ষ যোজক
- শাবাশ! চমৎকার রেজাল্ট করেছ। → আবেগ
- মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছে না। → ক্রিয়া বিশেষণ

- গাড়িটা বেশ জোরে চলছে। → ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ
- হৈমন্তী গান গাইছে। → ক্রিয়া
- যাত্রীরা স্ব স্ব আসনে গিয়ে বসলেন। → সর্বনাম
- আকাশে এক ঝাঁক পাখি উড়ছে। → বিশেষণ
- কারা যেন গুনগুনিয়ে গান গাইছিল। → ক্রিয়া বিশেষণ
- বোনের জন্য এই বইটা এনেছি। → অনুসর্গ
- হুঁ, যুক্তিটা মন্দ মনে হচ্ছে না। → আবেগ
- আজ বাংলাদেশ বনাম আয়ারল্যান্ডের খেলা। → অনুসর্গ
- আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনি পু। → সর্বনাম
- আরে! তুমি কখন এলে! → আবেগ
- জলধি অভিমুখে রাজপুত্র অভিযাত্রা করলেন। → অনুসর্গ
- চিকচিক করে বালি কোথা নাই কাদা। → ক্রিয়া বিশেষণ
- উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি ভিক্ষা করব না। → যোজক
- গরিবকে সাহায্য করা উচিত। → বিশেষ্য
- সব বস্তুতেই এখন টিউবওয়েল বসেছে। → বিশেষ্য
- তুমি ঢাকা গিয়েছিলে? → ক্রিয়া
- ডাক্তার অসুস্থ, তিনি রোগী দেখতে আসবেন না। → সর্বনাম
- বাহ! বড়ো চমৎকার ছবি একেঁছে তো। → ক্রিয়া
- তিনি অভিজ্ঞ মিস্ত্রি। → বিশেষণ
- যত চাও তত লও তরঙ্গী পরে। → সাপেক্ষ যোজক
- কাব্য জগতে যার নাম আনন্দ, তারই নাম বেদনা। → বিশেষ্য
- মেটে কলসিতে পানি ঠান্ডা থাকে। → বিশেষণ
- তাড়াতাড়ি যাও নতুবা তাকে পাবে না। → যোজক
- সেলিমের ঘুম এল না মোটেই। → বিশেষ্য
- যদি দূরে চলে যাই তবু মনে রেখ। → যোজক
- আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে। → সর্বনাম
- এবার পাথর যেন নড়ে। → ক্রিয়া
- এ জনমের তরে বিদায় নিলাম। → অনুসর্গ
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনু করেছিলেন। → সর্বনাম
- রুমি কিংবা সুমি কেউই একাজ করতে পারে না। → যোজক
- ভূতের ভয়ে নজিমা দ্রুত দৌড়াতে লাগলো। → ক্রিয়া বিশেষণ



- ভালো ছাত্ররা পড়াশোনায় মনোযোগী হয়। → বিশেষণ
- সুস্থ-সবল দেহকে কে না ভালোবাসে। → বিশেষণ
- ধীরে ধীরে বায়ু বয়। → ক্রিয়া বিশেষণ
- উদ্ভূত পাখি। → বিশেষণ
- হয় টাকা ছাড় নচেৎ ঘর ছেড়ে দাও। → যোজক
- ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন। → বিশেষণ
- মন্দ কথা বলতে নেই। → বিশেষণ
- তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক। → বিশেষণ
- নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি। → বিশেষণ
- অনেকেই ভাতের বদলে রুটি খায়। → অনুসর্গ

- শরতের এই আকাশ মনকে উদাস করে দেয়। → বিশেষণ
- চলো কোথাও বেড়াতে যাই। → সর্বনাম
- বাবা সকালে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। → ক্রিয়া
- সাদা মেঘে আকাশ ভেয়ে আছে। → বিশেষ্য
- এই আমার মা। → বিশেষ্য
- ইনি আমার কাকা। → সর্বনাম
- ট্রেন দ্রুত চলতে লাগল। → ক্রিয়া বিশেষণ
- দৃশ্যটি বড়োই সুন্দর। → বিশেষণ
- সুখ ও সমৃদ্ধি কে না চায়? → যোজক
- মেঘ ডাকে। → ক্রিয়া

### অনুচ্ছেদ থেকে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ কর

#### ◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

##### ০১। নিচের অনুচ্ছেদের নিম্নরেখ পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ কর:

বাড়িতে সেদিন কুটুম এসেছিল, সঙ্গে এসেছিল এক গাদা রসগোল্লা আর সন্দেশ। প্রকাশ্য ভাগটা প্রকাশ্যে খেয়ে ভাঁড়ার ঘরে গোপন ভাগটা মুখে পুরে চলেছি, কোথা থেকে সে এসে খপ করে হাত ধরে ফেলল। রাগ করে মুখের দিকে তাকাতে সে এমন ভাবে হাসল যে লজ্জা পেলাম।

[কু.বো.'২৪]

**উত্তর:** কুটুম – বিশেষ্য; রসগোল্লা – বিশেষ্য; প্রকাশ্য – বিশেষণ; ফেলল – ক্রিয়া; লজ্জা – বিশেষ্য।

##### ০২। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য চিহ্নিত কর:

বিষয়ের গভীরতা উপলব্ধি করা বাঞ্ছনীয়। তা না হলে মানুষ হিসেবে নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করা অবাস্তব মনে হয়। আমরা জানি, যে কোনো দক্ষতা একজন ব্যক্তির বিশেষ গুণ। কিন্তু সেরূপ কিছু অর্জনের জন্য সভা-সমিতির সদস্য হওয়া জরুরি নয়। অজস্র লোকই এ-কথা বুঝতে অক্ষম।

[দি.বো.'২৪]

**উত্তর:** উপলব্ধি – বিশেষ্য; মানুষ – বিশেষ্য; দক্ষতা – বিশেষ্য; গুণ – বিশেষ্য; সদস্য – বিশেষ্য।

##### ০৩। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয় কর:

আজ সারাদিন আকাশ সাদা মেঘে ঢাকা। মৃদু বাতাস বইছে। রাজিব ভাঙা ছাতা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আমি জানালায় দাঁড়িয়ে আপন মনে গান গাইছি। উহ! বড্ড ঠান্ডা।

[রা.বো.'২৩]

**উত্তর:** (i) সাদা – বিশেষণ (ii) বাতাস – বিশেষ্য (iii) ভাঙা – বিশেষণ (iv) গাইছি – ক্রিয়া (v) উহ – আবেগ

##### ০৪। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

পদ্মাসেতু আর মেট্রোরেল বাংলাদেশের দুটি যুগান্তকারী সাফল্য। প্রমত্তা পদ্মার বুকে অভাবনীয় গৌরবের প্রতীক পদ্মাসেতু। পক্ষান্তরে মেট্রোরেল ঢাকা মহানগরীর দুর্বিষহ যানজট নিরসনে নতুন সংযোজন। গৌরবময় এই দুটি সাফল্য জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে সুদৃঢ় সাহস আর আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করেছে।

[চ.বো.'২৩]

**উত্তর:** (i) যুগান্তকারী (ii) প্রমত্তা (iii) অভাবনীয় (iv) দুর্বিষহ (v) নতুন (vi) দুটি (vii) সুদৃঢ়

##### ০৫। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

“আবু ছোটোমামা হয়েছে। আবু ছোটোমামা হয়েছে।” আড়াই বছরের মেয়ের সদ্য-ঘুমভাঙা গলায় ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে সে চমকে ওঠে, মিন্টু কি ঢুকে পড়লো অস্ত্রশস্ত্র হাতে? এর মানে পিছে পিছে ঢুকছে মিলিটারি। তার মানে—। না, দরজার ছিটকিনি ও খিল সব বন্ধ। তাকে কি মিন্টুর মতো দেখাচ্ছে? মিলিটারি আবার ভুল করে বসবে না তো? এর মধ্যে তার পাঁচ বছরের ছেলেটা গম্ভীর চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে রায় দেয়, “আবুকে ছোটোমামার মতো দেখাচ্ছে। আবু তা হলে মুক্তিবাহিনী তাই না?”

[সি.বো.'২৩]

**উত্তর:** (i) আড়াই বছরের (ii) সদ্য-ঘুমভাঙা (iii) ভাঙা ভাঙা (iv) পাঁচ বছরের (v) গম্ভীর

##### ০৬। নিচের অনুচ্ছেদের নিম্নরেখ পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর:

কই মিটমিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে- দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহর প্রস্তুত হয় নাই- এজন্য হঁকা হাতে, মীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কি না।

[কু.বো.'২৩, ঢা.বো.'১৯]

**উত্তর:** (i) মিটমিট – ক্রিয়া বিশেষণ (ii) ক্ষুদ্র – বিশেষণ (iii) নাচিতেছে – ক্রিয়া (iv) হঁকা – বিশেষ্য (v) তবে – যোজক



০৭। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষণ নির্বাচন কর:

সকালে মা তার ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে গরম দুধ খাওয়ালেন। এরপর আড়াই বছরের অবুঝ শিশুটিকে নিয়ে বাগানে লাল লাল ফুল দেখালেন। সদ্যোজাত ফুলগুলো ছিল চমৎকার। ঝকঝকে রোদে পরিবেশও ছিল সুখকর।

[ম. বো.'২৩]

উত্তর: (i) ঘুমন্ত (ii) গরম (iii) অবুঝ (iv) সদ্যোজাত (v) ঝকঝকে

০৮। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি যৌগিক ক্রিয়া চিহ্নিত কর:

“চাহিয়া দেখিলাম— হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে করিলাম, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে (ইতঃপূর্বে) যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না।”

[রা. বো.'১৯]

উত্তর: (i) চাহিয়া দেখিলাম (ii) বুঝিতে পারিলাম (iii) করিতে আসিয়াছে (iv) দেওয়া গিয়াছে (v) দেওয়া যাইতে

০৯। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়া-বিশেষণ চিহ্নিত কর:

ইট বসানো রাস্তা দিয়ে করিম বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ দেখতে পেল চলন্ত বাস থেকে যাত্রীরা লাফিয়ে নামছে। হাঁটা-পথের অনেকেই দৃশ্যটি তাকিয়ে দেখল। কয়েকজনের যায়-যায় অবস্থা। কাঁদো-কাঁদো চেহারার মানুষগুলোকে দেখে করিম মনে কষ্ট পেল।

[চ.বো.'১৯, রা. বো.'১৭]

উত্তর: (i) বাড়ি (ii) হঠাৎ (iii) লাফিয়ে (iv) তাকিয়ে (v) যায়-যায়।

১০। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

আছেন তো ভালো? ছেলেমেয়ে? কিছু আলাপের পর

[ব.বো.'১৯]

দেখিয়ে সফেদ দেয়ালের শান্ত ফটোগ্রাফটিকে

বললাম জিজ্ঞাসু অতিথিকে-

উত্তর: (i) ভালো (ii) কিছু (iii) সফেদ (iv) শান্ত (v) জিজ্ঞাসু।

১১। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে নিম্নরেখ শব্দগুলির ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয় কর:

সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী। নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানির পরিবারে তার জন্ম হয়েছে। তার ছিল না কোনো আনন্দ, কোনো আশা। পরিচিত হবার, প্রশংসা পাওয়ার, প্রেমলাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না। তাই শিক্ষা পরিষদ আপিসের সামান্য এক কেরানির সঙ্গে বিবাহ সে স্বীকার করে নিয়েছিল।

[সকল বো.'১৮]

উত্তর: (i) সুন্দরী – বিশেষণ (ii) পরিবারে – বিশেষ্য (iii) তার – সর্বনাম (iv) অথবা – যোজক (v) সামান্য – বিশেষণ।

১২। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও – আমি বলতে চাই না। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বল। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটা করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর – তাহলেই অনেক হবে।

[চা. বো.'১৭]

উত্তর: (i) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (ii) একটুখানি (iii) মিষ্টি (iv) অসহায় (v) করুণ।

১৩। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

এখন প্রচণ্ড শীত। কফিল ঠান্ডা থেকে রক্ষা পেতে উঠানে বসে সকালের মিষ্টি রোদে গা গরম করছিল। রান্নাঘর থেকে মা তাকে ডাক দেয় ভাঁপা পিঠা খেতে। তার মায়ের হাতের পিঠা যেন অমৃত। লোভাতুর জিহ্বার পরিতৃপ্তি সাধনে সে নগ্নপায়ে রান্নাঘরে দৌড় দেয়।

[সি. বো.'১৭]

উত্তর: (i) প্রচণ্ড (ii) মিষ্টি (iii) ভাঁপা (iv) লোভাতুর (v) নগ্ন।

১৪। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

“নীল আকাশ।রোদেলা দুপুর। পাখিটি পাখনা মেলে দিগন্তের পথে পাড়ি জমাচ্ছে। দখিনা বাতাসে টকটকে লাল পলাশ ফুল দুলছে। তাই দেখে সাদা মেঘের দলও বলাকার মতো উড়ছে; যাব দূরে বহুদূরে।”

[ব. বো.'১৭]

উত্তর: (i) নীল (ii) রোদেলা (iii) দখিনা (iv) লাল (v) সাদা

১৫। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

আদি কবি বাঙ্গালীকি একদিন কাক ডাকা ভোরে সবুজ ঘাসের উপর আনমনে বসে-গাছের ডালে বসা চঞ্চল দুটি সাদা বক ও বকির দিকে তাকাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন শিকারি নিচ থেকে সোনালি রঙের তীর নিক্ষেপ করলেন। একটি বকের দেহে তীর বিদ্ধ হলো। বেখেয়ালি কবি বললেন দুটি শ্লোক। এভাবেই প্রথম কবিতার জন্ম।

[য. বো.'১৭]

উত্তর: (i) কাক ডাকা (ii) সবুজ (iii) সাদা (iv) সোনালি (v) বেখেয়ালি

১৬। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

আজ সাদা মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। হঠাৎ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। সাবিত ভাঙা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করছিল। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদু হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল।

[দি. বো.'১৭]

উত্তর: (i) সাদা (ii) ভাঙা (iii) বেখেয়ালি (iv) হালকা (v) মৃদু



০১। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়াপদ চিহ্নিত কর:

এত দিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম। বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তাহার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল।

**উত্তর:** (i) তুলিয়াছিলাম (ii) দিয়াছিল (iii) বুঝিয়াছিলাম (iv) দেখিলাম (v) রহিল

০২। যেকোনো পাঁচটি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত কর:

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার কবি, বিশ্বকবি। গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য তিনি নোবেল পান। সারাবিশ্বের বিদ্বজ্জন যেমন-আইনস্টাইন, রোমারোলোঁ, ইয়েটস্ প্রমুখের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আবার ইটালির মুসোলিনিকে নিয়ে তিনি ঐকেছিলেন ব্যঙ্গচিত্র।

**উত্তর:** (i) রবীন্দ্রনাথ (ii) গীতাঞ্জলি (iii) নোবেল (iv) আইনস্টাইন (v) ব্যঙ্গচিত্র

### ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি সম্পর্কিত প্রশ্ন ও উত্তর

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। আবেগ-শব্দ কাকে বলে? আবেগ-শব্দের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।

[ঢা. বো.'২৪, ২৩; চ. বো.'২৪, ২২; মাদ্রাসা.বো.'২৪; ম. বো.'২৩, ২২, কু.বো.'২৩; রা. বো., ব. বো.'১৯; সি. বো.'১৭]

**উত্তর**

যে শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশে সহায়তা করে, তাকে আবেগ-শব্দ বলে।

যেমন: আরে, তুমি আবার কখন এলে!; বাহ! বড়ো চমৎকার ছবি।

আবেগ-শব্দের শ্রেণিবিভাগ: ভাব প্রকাশের দিক থেকে আবেগ-শব্দ নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন:

(i) **বিস্ময়সূচক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দে বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ পায়।

যেমন: আরে, তুমি আবার কখন এলে! আঁ! বলছ কী? ও ফিরে এসেছে!

(ii) **প্রশংসাবাচক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দে প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশ পায়।

যেমন: শাবাশ! খেলার মতো খেলা দেখালে। বাহ! বড়ো চমৎকার ছবি ঐকেছ তো!

(iii) **বিরক্তিসূচক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দে বিরক্তি, অবজ্ঞা, ঘৃণা প্রকাশ পায়।

যেমন: ছিঃ! এই কাজটি তোর। কী যন্ত্রণা! এভাবে কত সময় দাঁড়িয়ে থাকব।

(iv) **ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দে আতঙ্ক, যন্ত্রণা, ভয়, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

যেমন: উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে। আঃ! কী বিপদ।

(v) **রুণাবাচক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দে করুণা, সহানুভূতি প্রকাশ পায়।

যেমন: হায়! হায়! এখন আমার কী হবে। আহা! লোকটি দেখতে পায় না।

(vi) **সিদ্ধান্তসূচক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দে অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয়।

যেমন: আপনি যখন বলছেন, বেশ তো আমি যাব। উহু! ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।

(vii) **সম্বোধনসূচক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দ সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

যেমন: হে বন্ধু! চলো ফিরে যাই গ্রামে। ওরে! তুই কোথায় চললি?

(viii) **আলংকারিক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দ বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ও

সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করতে অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

যেমন: দূর পাগল! তোকে সে কিছুই বলেনি। মা গো মা! লোকে এমন হাসাতেও পারে!



০২। বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ কর।

[রা. বো. '২৪, ২৩; ব. বো. '২৪, ২২; কু. বো. '২৪; ম. বো. '২৪; সি. বো. '২৩, ১৯; য. বো. '১৯, ১৭; দি. বো. '১৭]

উত্তর

বিশেষ্য পদ: যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন: নজরুল, ঢাকা, মেঘনা, গাছ, পর্বত, নদী, সভা, সমিতি, জনতা, দুঃখ, সুখ ইত্যাদি।

বিশেষ্য সাধারণত ছয় প্রকার। যেমন: (i) নাম-বিশেষ্য, (ii) জাতি-বিশেষ্য, (iii) বস্তু-বিশেষ্য, (iv) সমষ্টি-বিশেষ্য, (v) গুণ-বিশেষ্য এবং (vi) ক্রিয়া-বিশেষ্য।

(i) নাম-বিশেষ্য: ব্যক্তি, স্থান, দেশ, কাল, সৃষ্টি প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট নামকে নাম-বিশেষ্য বলা হয়। যেমন-  
ব্যক্তি-নাম: হাবিব, সজল, লতা, শম্মা।

স্থান-নাম: ঢাকা, বাংলাদেশ, হিমালয়, পদ্মা।

কাল-নাম: সোমবার, বৈশাখ, জানুয়ারি, রমজান।

সৃষ্টি-নাম: গীতাঞ্জলি, সন্ধিতা, ইন্তেফাক, অপরাহ্নেয় বাংলা।

(ii) জাতি-বিশেষ্য: জাতি-বিশেষ্য সাধারণ-বিশেষ্য নামেও পরিচিত। এ ধরনের বিশেষ্য নির্দিষ্ট কোনো নামকে না বুঝিয়ে প্রাণী ও অপ্রাণীর সাধারণ নামকে বোঝায়। যেমন মানুষ, গরু, ছাগল, ফুল, ফল, নদী, সাগর, পর্বত ইত্যাদি।

(iii) বস্তু-বিশেষ্য: কোনো দ্রব্য বা বস্তুর নামকে বস্তু-বিশেষ্য বলে। যেমন ইট, লবণ, আকাশ, টেবিল, বই ইত্যাদি।

(iv) সমষ্টি-বিশেষ্য: এ ধরনের বিশেষ্য দিয়ে ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টিকে বোঝায়। যেমন জনতা, পরিবার, ঝাঁক, বাহিনী, মিছিল ইত্যাদি।

(v) গুণ-বিশেষ্য: গুণগত অবস্থা ও ধারণার নামকে গুণ-বিশেষ্য বলে। যেমন সরলতা, দয়া, আনন্দ, গুরুত্ব, দীনতা, ধৈর্য ইত্যাদি।

(vi) ক্রিয়া-বিশেষ্য: যে বিশেষ্য দিয়ে কোনো ক্রিয়া বা কাজের নাম বোঝায়, তাকে ক্রিয়া-বিশেষ্য বলে। যেমন- পঠন, ভোজন, শয়ন করা, করানো, পাঠানো, নেওয়া ইত্যাদি।

০৩। ক্রিয়াপদ কাকে বলে? উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

[য. বো. '২৪, ২৩, ২২; ব. বো. '২৩; রা. বো. '২২; কু. বো. '১৭]

উত্তর

যে পদ দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

যেমন: ছেলেরা বল খেলে। গাছে গাছে পাখি ডাকে।

ক্রিয়াপদের নানা শ্রেণিভেদ রয়েছে।

ক. ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়াপদ দুই প্রকার। যথা:

(i) সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া বাক্যের (ভাবের) পূর্ণতা বা পরিসমাপ্তি ঘটায়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।

যেমন: দীপাঙ্কিতা গান গায়। হিমেল বল খেলে। মুন্সি বই পড়ে।

(ii) অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন:

কথাটা শুনে.....

সূর্য উঠলে.....

আমি ভাত খেয়ে.....

খ. বাক্যের মধ্যে কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে ক্রিয়া তিন প্রকার। যথা:

(i) সাকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে সাকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন: সে বই পড়ছে। এই বাক্যে 'পড়ছে' হলো সাকর্মক ক্রিয়া। 'বই' হলো 'পড়ছে' ক্রিয়ার কর্ম।

(ii) অকর্মক ক্রিয়া: বাক্যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম না থাকলে সেই ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন: সে ঘুমায়। এই বাক্যে কোনো কর্ম নেই। এই বাক্যে 'ঘুমায়' হলো অকর্মক ক্রিয়া।

(iii) দ্বিকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন: শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন।

এই বাক্যে 'দিলেন' একটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া। 'কী দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় মুখ্য কর্ম ('বই'), আর 'কাকে দিলেন' ও উত্তর দেয় গৌণ কর্ম ('ছাত্রকে')।



গ. গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্রিয়া পাঁচ প্রকার। যথা:

- সরল ক্রিয়া: একটিমাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয় এবং কর্তা এককভাবে ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে, তাকে সরল ক্রিয়া বলে। যেমন: সে লিখেছে, ছেলেরা মাঠে খেলছে।
- প্রযোজক ক্রিয়া: কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন: তিনি আমাকে অঙ্ক করাচ্ছেন।
- নামক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের শেষে 'আ' বা '-আনো' প্রত্যয়যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে নামক্রিয়া বলে। যেমন: বিশেষ্য চমক শব্দের সঙ্গে '-আনো' যুক্ত হয়ে হয় 'চমকানো'। এরূপ: কমানো, ছটফানো প্রভৃতি।
- সংযোগ ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরে করা, কাটা, হওয়া, দেওয়া, ধরা, পাওয়া, খাওয়া, মারা প্রভৃতি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে সংযোগ ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন: গান করা, উদয় হওয়া, কথা দেওয়া, ভাঙন ধরা, লজ্জা পাওয়া, আছাড় খাওয়া ইত্যাদি।
- যৌগিক ক্রিয়া: অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যখন একটি ক্রিয়া গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন: মরে যাওয়া, কমে আসা, এগিয়ে চলা, হেসে ওঠা, উঠে পড়া, পেয়ে বসা, সরে দাঁড়ানো, বেঁধে দেওয়া, বুঝে নেওয়া, বলে ফেলা, করে তোলা, চেপে রাখা ইত্যাদি।

ঘ. স্বীকৃতি অনুসারে ক্রিয়া দুই প্রকার। যথা:

- অস্তিবাচক ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা অস্তিবাচক বা হ্যাঁ-বোধক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে অস্তিবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন: তমা এসেছে।
- নেতিবাচক ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা নেতিবাচক বা না-বোধক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে নেতিবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন: তমা আসেনি।

০৪। বিশেষণ পদ কাকে বলে? বিশেষণ পদ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

[দি. বো.'২৪; ম.বো.'২২]

উত্তর

যে শব্দ দিয়ে সাধারণত বিশেষ্য ও সর্বনামের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বিশেষণ বলে।

বিশেষণ পদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা: নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ।

(ক) **নাম বিশেষণ:** যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন: খারাপ মানুষকে সবাই ঘৃণা করে (বিশেষ্যের বিশেষণ)। তিনি বিনয়ী (সর্বনামের বিশেষণ)।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ:

- বর্ণবাচক: নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, লাল ফিতা।
- গুণবাচক: চালক ছেলে, ঠান্ডা পানি, ভালো মানুষ।
- অবস্থাবাচক: চলন্ত ট্রেন, তরল পদার্থ, তাজা মাছ।
- ক্রমবাচক: এক টাকা, আট দিন।
- পূরণবাচক: তৃতীয় প্রজন্ম, ৩৪তম অনুষ্ঠান।
- পরিমাণবাচক: আধা কেজি চাল, অনেক লোক।
- উপাদানবাচক: বেলে মাটি, পাথরে মূর্তি।
- প্রশ্নবাচক: কেমন গান? কতক্ষণ সময়?
- নির্দিষ্টতাবাচক: এই দিনে, সেই সময়।

১) **ভাব বিশেষণ:** যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে, তাকে ভাব বিশেষণ বলে। ভাব বিশেষণ দুই প্রকার ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ: খুব সাবধানে থেকো।

২) বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ: তুমি খুব সুন্দর।



০৫। সর্বনাম পদ কাকে বলে? সর্বনাম পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

[ঢা. বো. '২২, ঢা. বো., চ. বো. '১৯, ঢা. বো., ব. বো. '১৯]

উত্তর

সর্বনাম: বিশেষ্যের পরিবর্তে যেসব শব্দ বা পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম বলে। যেমন: রাফি ভালো ছেলে। সে নিয়মিত কলেজে যায়। এখানে 'সে' একটি সর্বনাম।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ:

- (i) ব্যক্তিবাচক সর্বনাম: ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ব্যক্তিনামের পরিবর্তে বসে। এই সর্বনাম তিন ধরনের:
  - বক্তা পক্ষের সর্বনাম: আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি।
  - শ্রোতা পক্ষের সর্বনাম: তুমি, তোমরা, তুই, তোরা, আপনি, আপনারা, তোমাকে, তোকে, আপনাকে ইত্যাদি।
  - অন্য পক্ষের সর্বনাম: সে, তারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ওর, ওদের ইত্যাদি।
- শ্রোতাপক্ষ ও অন্যপক্ষের সর্বনামকে মর্যাদা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয়: সাধারণ সর্বনাম (তুমি, সে), মানী সর্বনাম (আপনি, তিনি, ইনি, উনি) ও ঘনিষ্ঠ সর্বনাম (তুই, এ, ও)।
- (ii) আত্মবাচক সর্বনাম: কর্তা নিজেই কোনো কাজ করেছে, এ ভাবটি জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য এ ধরনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। যেমন নিজে (সে নিজে অঙ্কটা করেছে), স্বয়ং ইত্যাদি।
- (iii) নির্দেশক সর্বনাম: যে সর্বনাম নৈকট্য বা দূরত্ব নির্দেশ করে, তাকে নির্দেশক সর্বনাম বলে। যেমন- নিকট নির্দেশক: এ, এই, এরা, ইনি; দূর নির্দেশক: ও, ওই, ওরা, উনি।
- (iv) অনির্দিষ্ট সর্বনাম: অনির্দিষ্ট বা পরিচয়হীন কিছু বোঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, তাকে অনির্দিষ্ট সর্বনাম বলে। যেমন কে কোথাও, কিছু, একজন (একজন এসে খবরটা দেয়) ইত্যাদি।
- (v) প্রশ্নবাচক সর্বনাম: প্রশ্ন তৈরির জন্যে প্রশ্নবাচক সর্বনাম প্রয়োগ করা হয়। যেমন কে, কারা, কাকে, কার, কী (কী দিয়ে খাওয়ায়?) ইত্যাদি।
- (vi) সাপেক্ষ সর্বনাম: পরস্পর নির্ভরশীল দুটি সর্বনামকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। যেমন যারা-তারা, যে-সে, যেমন-তেমন (যেমন বসে তেমন ফল) ইত্যাদি।
- (vii) পারস্পরিক সর্বনাম: দুই পক্ষের সহযোগিতা বা নির্ভরতা বোঝাতে পারস্পরিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন- পরস্পর, নিজে নিজেরা (যাবতীয় দ্বন্দ্ব নিজেরা নিজেরা মিটমাট করে) ইত্যাদি।
- (viii) সকলবাচক সর্বনাম: ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের সমষ্টি বোঝাতে সকলবাচক সর্বনাম হয়। যেমন সবাই, সকলে, সকলকে, সব সমস্ত, সব ইত্যাদি।
- (ix) অন্যবাচক সর্বনাম: নিজ ভিন্ন অন্য কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বোঝাতে অন্যবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন- অন্য, অপর, ৫ অমুক ইত্যাদি।
- (x) সংযোগবাচক সর্বনাম: দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটায়। যেমন- আমি ভেবেছিলম যে, তুমি চলে গেছ। আমি বলি কী, তোমার যাওয়াই ভালো।

০৬। কর্মপদ অনুসারে ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

[দি. বো. '১৯]

উত্তর

কর্মপদের উপস্থিতির ভিত্তিতে ক্রিয়াপদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

- (i) সক্রমক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তা-ই সক্রমক ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার কাজ কেবল উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে হয় না, বা একাধিক কর্মপদকে গ্রহণ করতে হয়। যেমন: 'সে চিঠি লিখছে। অনিক বই পড়ছে। আমি ভাত খাই'। -এসকল বই লিখছে, পড়ছে ও খাই -সক্রমক ক্রিয়া, কেননা এদের কর্মপদ যথাক্রমে চিঠি, বই ও ভাত রয়েছে।
- (ii) অক্রমক ক্রিয়া: যেসব ক্রিয়ার কর্মপদ নেই, তা-ই অক্রমক ক্রিয়া। যেমন: 'সে মাটিতে শোয়। সে রোজ এখানে আসে। সে ভ দৌড়ায়' -প্রভৃতি বাক্যে শোয়, আসে ও দৌড়ায় অক্রমক ক্রিয়া, এদের কোনো কর্মপদ নেই। এসব ক্রিয়াকে 'কী' বা 'ক' দ্বারা প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।
- (iii) দ্বিক্রমক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার দুইটি কর্মপদ থাকে তাকে দ্বিক্রমক ক্রিয়া বলে। যেমন: 'দাদু আমাকে একটি উপন্যাসের বই দিয়েছেন।' -এই বাক্যে 'কিনে দিয়েছেন' ক্রিয়াপদের কর্মপদ দুইটি- 'আমাকে' এবং 'উপন্যাসের বই'। এই কর্মপদের ব্যক্তিবাচক কর্মপদকে গৌণ এবং বস্তুবাচক কর্মপদকে মুখ্য কর্ম বলা হয়।



০৭। যোজক কী? উদাহরণসহ যোজক-এর শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

[কু. বো.'১৯, সকল বো.'১৮]

উত্তর

যোজক: পদ, বর্ণ বা বাক্যকে যেসব শব্দ যুক্ত করে, সেগুলোকে যোজক বলে। যেমন: এবং, ও, আর, অথবা, তবু, সুতরাং, কারণ, তবে ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যোজককে নিম্ন লিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

- সাধারণ যোজক: এ ধরনের যোজক দুটি শব্দ বা বাক্যকে যোগ করে। যেমন: রহিম ও করিম এই কাজটি করেছে। জলদি দোকানে যাও এবং পাউরুটি কিনে আনো।
- বৈকল্পিক যোজক: এ ধরনের যোজক একাধিক শব্দ বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে। যেমন: লাল বা নীল কলমটা আনো। চা না-হয় কফি খান।
- বিরোধমূলক যোজক: এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের সংযোগ ঘটায় এবং প্রথম বাক্যের বক্তব্যের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে। যেমন: এত পড়লাম, কিন্তু পরীক্ষায় ভালো করতে পারলাম না। তাকে আসতে বললাম, তবু এল না।
- কারণবাচক যোজক: এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ। যেমন: জিনিসের দাম বেড়েছে, কারণ চাহিদা বেশি। বসার সময় নেই, তাই যেতে হচ্ছে।
- সাপেক্ষ যোজক: এ ধরনের যোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন: যত পড়ছি, ততই নতুন করে জানছি। যদি রোদ ওঠে, তবে রওনা দেব।

০৮। সাপেক্ষ সর্বনাম বলতে কী বোঝ? যেকোনো চারটি বাক্যে এর প্রয়োগ দেখিয়ে তা চিহ্নিত কর।

[দি. বো.'১৯]

উত্তর

সাপেক্ষ সর্বনাম: পরস্পর নির্ভরশীল দুটি সর্বনামকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। এটি দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটায়।

যেমন: যারা.....তারা....., যে...সে..., যেমন...তেমনি... ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ:

- যেমন কর্ম তেমন ফল।
- যে সয় সে রয়।
- যারা এসেছিল তারা চলেও গেছে।
- যে রাগে সে-ই হারে।

১৯। বাংলা ভাষার শব্দশ্রেণিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

[রা. বো.'১৭]

উত্তর

ব্যাকরণগত চরিত্র ও ভূমিকা অনুযায়ী বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে যে কয়ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে, তাকেই ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে। বাংলা ভাষার শব্দশ্রেণিকে ৮ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

- বিশেষ্য: যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য বলে। যেমন: নজরুল, ঢাকা, মেঘনা, গাছ, পর্বত, নদী, সভা, সমিতি, জনতা, দুঃখ, সুখ ইত্যাদি।
- সর্বনাম: বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ বা পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম বলে। যেমন: ইনসাদ ভালো ছেলে। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। উল্লিখিত উদাহরণের দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'সে' শব্দটি 'ইনসাদ' - এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। 'সে' হলো সর্বনাম।
- বিশেষণ: যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনামের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন: নীল আকাশ, ঠান্ডা হাওয়া, চৌকশ লোক ইত্যাদি।
- ক্রিয়া: যে পদ দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন: শফিক বই পড়ে। কাল একবার এসো।
- ক্রিয়াবিশেষণ: যে শব্দ বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। ক্রিয়া-বিশেষণ ক্রিয়া সংগঠনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে। যেমন: সে দ্রুত দৌড়াতে পারে। ভ্রমর গুনগুনিয়ে গান গাইছে। সে এবার জোরে জোরে হাঁটছে।
- যোজক: যে শব্দ একটি বাক্যাংশের সাথে অন্য একটি বাক্যাংশ অথবা বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে যোজক বলে। যেমন: মিমিয়া আর আলিয়া দু'বোন। তিনি হয় রিক্সায় না-হয় হেঁটে যাবেন। তোমাকে ঠিঠি লিখেছি, কিন্তু উত্তর পাইনি।
- অনুসর্গ: যে শব্দগুলো কখনো স্বাধীনরূপে আবার কখনো বা শব্দবিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে তার অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, তাকে অনুসর্গ বলে। যেমন: ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। তোমার জন্য এটা আমার বিশেষ উপহার।
- আবেগ-শব্দ: যে শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশে সহায়তা করে, তাকে আবেগ-শব্দ বলে। যেমন: মরি মরি! কী রূপমাধুরী! আরে! তুমি আবার কখন এলে! ছিঃ, এমন কাজ তোর!, আহ! কী বিপদ।



## ব্যাকরণ

## বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়া



শব্দগঠন প্রক্রিয়া ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব (Morphology) অংশে আলোচিত হয়। ভাষাবিজ্ঞানে 'রূপ' বলতে কোনো ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একককে বোঝায় যা কতগুলো সুবিন্যস্ত ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত হয়। এর দ্বারা আমরা সাধারণ অর্থে কোনো শব্দকে বুঝে থাকি। শব্দ দু'ধরনের হয়। যথা— ১. মৌলিক শব্দ এবং ২. সাধিত শব্দ।

**শব্দগঠন প্রক্রিয়া:** যে প্রক্রিয়ায় এক শব্দ বা শব্দাংশের সঙ্গে অন্য শব্দ বা শব্দাংশের মিলনে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে শব্দগঠন প্রক্রিয়া বলে। শব্দ নির্মাণের অর্থ হলো সাধিত শব্দের নির্মাণ। শব্দগঠন প্রধানত উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস এই তিন প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। এছাড়াও শব্দদ্বিত্ব ও সন্ধির সাহায্যেও নতুন শব্দ গঠিত হয়।

## উপসর্গ

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো শব্দাংশ বা শব্দখণ্ড রয়েছে, যেগুলো স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না এবং এগুলো আলাদা কোনো অর্থও নেই। এগুলো অন্য ধাতু বা শব্দের আগে বসে এবং নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে। পাশাপাশি, শব্দের অর্থপূর্ণতা সাধন করে অথবা শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ অথবা সংকোচন ঘটায়। ভাষায় ব্যবহৃত এসব অর্থহীন শব্দাংশের নাম উপসর্গ। যেমন: 'মান' একটি শব্দ। এর আগে 'অপ' যুক্ত হলে হয় 'অপমান'; 'অনু' সহযোগে হয় 'অনুমান'; 'অভি' সহযোগে 'অভিমূল' 'মান' শব্দের অর্থ থেকে উপসর্গযোগে তৈরি। এসকল শব্দের অর্থ কত আলাদা হতে পারে তা প্রায় অবিশ্বাস্য।

**সংজ্ঞা:** বাংলা ভাষায় যেসকল শব্দাংশ স্বাধীনরূপে ব্যবহৃত না হয়ে অন্য শব্দের আগে বসে তাদের অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন ঘটায় তাদের উপসর্গ বলে।

## ❖ উপসর্গের বৈশিষ্ট্য:

উপসর্গ কথাটির অর্থ 'উপসৃষ্টি'। উপসর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা' আছে। উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই এবং এরা পৃথকভাবে বাক্যে পদরূপে ব্যবহৃতও হয় না, তবে কোনো শব্দ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত এরা নতুন অর্থবোধক শব্দগঠন করে। উপসর্গের মূল কাজ নতুন শব্দ সৃষ্টি করা। উপসর্গ শুধু শব্দই সৃষ্টি করে না, শব্দের সঙ্গে হয়ে মূল অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, অর্থের সংকোচন করে, অর্থের সম্প্রসারণ করে, অর্থের পূর্ণতা দান করে। এক কথায় বলা শব্দগঠনে অর্থের দিক থেকে বৈচিত্র্য আনাই উপসর্গের কাজ।

## ➤ উপসর্গ যুক্ত হলে শব্দের নিম্নোক্ত পাঁচ ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়:

- নতুন অর্থবোধক শব্দের সৃষ্টি হয়। যেমন: 'হার' থেকে উপহার।
- শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন: 'ত্যাগ' থেকে পরিত্যাগ।
- শব্দের অর্থ সম্প্রসারিত হয়। যেমন: 'পূর্ণ' থেকে সম্পূর্ণ।
- শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটে। যেমন: 'নজর' থেকে সুনজর।
- শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন: 'হাজির' থেকে গরহাজির।

এভাবে অর্থহীন উপসর্গগুলো বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন শব্দ তৈরি করে বলে বলা হয় যে, "উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা বা অর্থের দ্যোতনা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে।"

## উপসর্গের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ভাষায় যেসব উপসর্গের ব্যবহার আছে তার সবই খাঁটি বাংলা উপসর্গ নয়। বেশিরভাগ উপসর্গ এসেছে সংস্কৃত ভাষা এছাড়া বিদেশি ভাষা থেকেও কিছু উপসর্গ এসেছে। উৎস অনুসারে বাংলা ভাষায় তিন প্রকার উপসর্গ আছে। যথা:

- বাংলা উপসর্গ: বাংলা ভাষায় খাঁটি বাংলা উপসর্গের সংখ্যা ২১টি। খাঁটি বাংলা শব্দের আগে উপসর্গগুলো যুক্ত হয়। যথা: অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (উনা), কন্, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।



| অর্থদ্যোতকতা |                                | উদাহরণ                                           |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| অ            | নিন্দিত অর্থে                  | অকেজো, অপয়া, অগোছালো                            |
|              | অভাব অর্থে                     | অচিন, অজানা, অথই                                 |
| অঘা          | বোকা অর্থে                     | অঘারাম, অঘাচণ্ডী                                 |
| অজ           | নিতান্ত (মন্দ) অর্থে           | অজমূর্খ, অজপাড়াগী, অজপুকুর                      |
| অনা          | অভাব অর্থে                     | অনাবৃষ্টি, অনাদর                                 |
|              | ব্যতীত/ছাড়া অর্থে             | অনাসৃষ্টি, অনাচার                                |
|              | অশুভ অর্থে                     | অনামুখো                                          |
| আ            | অভাব/না অর্থে                  | আকোড়া, আধোয়া, আলুনি, আচালা                     |
|              | বাজে/নিকৃষ্ট অর্থে             | আকাঠ, আগাছা, আকাম                                |
| আড়          | বক্র অর্থে                     | আড়চোখে, আড়নয়নে                                |
|              | আধা, প্রায় অর্থে              | আড়ফ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা                    |
|              | বিশিষ্ট অর্থে                  | আড়কোলা (পাথালিকোলা), আড়গড়া (আস্তাবল), আড়কাঠি |
| আন           | না অর্থে                       | আনকোরা                                           |
|              | বিক্ষিপ্ত অর্থে                | আনচান, আনমনা                                     |
| আব           | অস্পষ্টতা অর্থে                | আবছায়া, আবডাল                                   |
| ইতি          | এ বা এর অর্থে                  | ইতিকর্তব্য                                       |
|              | পুরনো অর্থে                    | ইতিকথা, ইতিহাস                                   |
| উন (উনা)     | কম অর্থে                       | উনপাঁজুরে, উনিশ< উনবিংশ                          |
| কদ্          | নিন্দিত অর্থে                  | কদবেল, কদর্য, কদাকার                             |
| কু           | কুৎসিত/অপকর্ষ অর্থে            | কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুসঙ্গ                   |
| নি           | নাই/নেতি অর্থে                 | নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ, নিরেট             |
| পাতি/পাত     | ক্ষুদ্র অর্থে                  | পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু, পাতকুয়ো         |
| বি           | ভিন্নতা/নাই বা নিন্দনীয় অর্থে | বিভুঁই, বিফল, বিপথ                               |
| ভর           | পূর্ণতা অর্থে                  | ভরপেট, ভরসাঁঝ, ভরপুর, ভরদুপুর                    |
| রাম          | বড় বা উৎকৃষ্ট অর্থে           | রামছাগল, রামদা, রামশিঙা, রামবোকা                 |
| স            | সঙ্গে অর্থে                    | সরাজ, সরব, সঠিক, সজোর, সপাট                      |
| সা           | উৎকৃষ্ট অর্থে                  | সাজিরা, সাজোয়ান                                 |
| সু           | উত্তম অর্থে                    | সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকাজ                |
| হা           | অভাব অর্থে                     | হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে, হাহুতাশ                |

১. তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ: তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গের সংখ্যা ২০টি। এগুলো তৎসম শব্দ বা ধাতুর আগে যুক্ত হয়। যথা: : অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ।

উপসর্গযোগে শব্দগঠন:

| উপসর্গ | দ্যোতনা/ অর্থদ্যোতকতা           | উদাহরণ                               |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
| প্র    | প্রকৃষ্ট/সম্যক অর্থে            | প্রভাব, প্রচলন, প্রস্ফুটিত           |
|        | খ্যাতি অর্থে                    | প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব             |
|        | আধিক্য অর্থে                    | প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রসার       |
|        | গতি অর্থে                       | প্রবেশ, প্রস্থান, প্রকাশ             |
|        | ধারা-পরম্পরা বা অনুগামিতা অর্থে | প্রপৌত্র, প্রশাখা, প্রশিষ্য, প্রজন্ম |



| উপসর্গ     | দ্যোতনা/ অর্থদ্যোতকতা  | উদাহরণ                                         |
|------------|------------------------|------------------------------------------------|
| পরা        | আতিশয্য অর্থে          | পরাকাষ্ঠা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ, পরাক্রম         |
|            | বিপরীত অর্থে           | পরাজয়, পরাভব, পরাধীন                          |
| অপ         | বিপরীত অর্থে           | অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ                     |
|            | নিকৃষ্ট অর্থে          | অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ             |
|            | স্থানান্তর অর্থে       | অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন                          |
|            | অপকর্ষ অর্থে           | অপকর্ম, অপপ্রচার, অপচেহা                       |
|            | উৎকৃষ্ট অর্থে          | অপরূপ                                          |
|            | বিকৃত অর্থে            | অপমৃত্যু, অপব্যাখ্যা, অপভ্রংশ                  |
|            | সম্যকরূপে অর্থে        | সমৃদ্ধ, সমাদর, সম্পূর্ণ, সংবাদ, সংযম           |
| সম্        | সম্মুখে অর্থে          | সমাগত, সম্মুখ, সমক্ষ                           |
|            | আধিক্য অর্থে           | সস্তাপ, সমুজ্জ্বল, সমুৎসুক                     |
|            | মিলন অর্থে             | সম্মিলন, সম্মেলন, সম্বন্ধ                      |
|            | নিষেধ অর্থে            | নিবৃত্তি, নিবারণ                               |
| নি         | আতিশয্য অর্থে          | নিদাঘ, নিদারুণ, নিকষ, নিতল                     |
|            | অভাব অর্থে             | নিষ্কলুষ, নিষ্কাম                              |
|            | হীনতা অর্থে            | অবজ্ঞা, অবমাননা                                |
| অব         | সম্যকভাবে অর্থে        | অবরোধ, অবগাহন, অবগত                            |
|            | নিম্নে/অধোমুখিতা অর্থে | অবতরণ, অবরোহণ, অবনতি                           |
|            | অল্পতা অর্থে           | অবশেষ, অবেলা                                   |
|            | পশ্চাৎ অর্থে           | অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ, অনুচর, অনুতাপ, অনুকরণ |
| অনু        | সাদৃশ্য অর্থে          | অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার, অনুদান                 |
|            | পুনঃপুন অর্থে          | অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন                       |
|            | সঙ্গে অর্থে            | অনুকূল, অনুকম্পা                               |
|            | অভাব অর্থে             | নির্জীব, নিরহংকার, নিরাশ্রয়, নির্ধন           |
| নির্ (নিঃ) | নিশ্চয় অর্থে          | নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর                      |
|            | বাহির/বহির্মুখিতা      | নির্গত, নির্বাসন                               |
|            | মন্দ অর্থে             | দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম                    |
| দুর (দুঃ)  | কষ্টসাধ্য অর্থে        | দুর্লভ, দুর্গম, দুরতিক্রম্য                    |
|            | বিশেষ রূপে             | বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিবস্ত্র, বিশুদ্ধ     |
| বি         | অভাব অর্থে             | বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল                |
|            | গতি অর্থে              | বিচরণ, বিক্ষেপ                                 |
|            | অপ্রকৃতিস্থ অর্থে      | বিকার, বিপর্যস্ত                               |
|            | উত্তম অর্থে            | সুকঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুনীল        |
| সু         | সহজ অর্থে              | সুগম, সুসাধ্য, সুলভ                            |
|            | আতিশয্য অর্থে          | সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ      |
|            | উর্ধ্বমুখিতা অর্থে     | উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিপ্ত, উদগ্র, উত্তোলন       |
| উৎ         | আতিশয্য অর্থে          | উচ্ছেদ, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎপীড়ন                |
|            | বিকাশ/প্রস্তুতি অর্থে  | উৎপাদন, উচ্চারণ, উৎপন্ন                        |
|            | অপকর্ষ অর্থে           | উৎকোচ, উৎকট                                    |
|            |                        |                                                |



| উপসর্গ | দ্যোতনা/ অর্থদ্যোতকতা | উদাহরণ                                           |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| অধি    | আধিপত্য অর্থে         | অধিকার, অধিপতি, অধিকর্তা                         |
|        | উপরি অর্থে            | অধিরোহণ, অধিষ্ঠান                                |
|        | ব্যাপ্তি অর্থে        | অধিবাস, অধিগত                                    |
| পরি    | বিশেষরূপ অর্থে        | পরিপক, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন                        |
|        | শেষ অর্থে             | পরিশেষ, পরিসমাপ্তি                               |
|        | সম্যক রূপে            | পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ                      |
|        | চতুর্দিক অর্থে        | পরিভ্রমণ, পরিমণ্ডল                               |
| প্রতি  | সদৃশ অর্থে            | প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি, প্রতিচ্ছায়া, প্রতিকৃতি |
|        | বিরোধ অর্থে           | প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিপক্ষ, প্রতিকার    |
|        | পৌনঃপুন অর্থে         | প্রতিদিন, প্রতিমাস                               |
|        | অনুরূপ কাজ অর্থে      | প্রতিদান, প্রত্যাশা                              |
| উপ     | সামীপ্য অর্থে         | উপকূল, উপকণ্ঠ                                    |
|        | সদৃশ অর্থে            | উপদ্বীপ, উপবন                                    |
|        | ক্ষুদ্র অর্থে         | উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা, উপজাতি, উপদ্বীপ          |
|        | বিশেষ অর্থে           | উপনয়ন (পৈতাধারণ), উপভোগ                         |
| অভি    | সম্যক অর্থে           | অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিজুত                       |
|        | গমন অর্থে             | অভিযান, অভিসার, অভিবাসন                          |
|        | সম্মুখ বা দিক অর্থে   | অভিমুখ, অভিবাদন, অভিনন্দন                        |
| অতি    | আতিশয্য অর্থে         | অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়                        |
|        | অতিক্রম অর্থে         | অতিমানব, অতিপ্রাকৃত                              |
| অপি    | ব্যাকরণের সূত্র অর্থে | অপিনিহিত                                         |
| আ      | পর্যন্ত অর্থে         | আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র                             |
|        | ঈষৎ অর্থে             | আরক্ত, আভাস                                      |
|        | বিপরীত অর্থে          | আদান, আগমন                                       |

**বিদেশি উপসর্গ:** বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি উপসর্গেরও আগমন ঘটেছে। বাংলা ভাষার সঙ্গে এসব উপসর্গ ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গেছে। বিভিন্ন শব্দের আগে এগুলো যুক্ত হয়। যেমন:

- ফারসি: কার্, দর্, না, নিম্, ফি, ব্, বদ, বে, বর্, কম্।
- আরবি: আম্, খাস্, লা, গর্, বাজে।
- ইংরেজি: হাফ, ফুল, হেড, সাব।
- উর্দু-হিন্দি: হর, হরেক।

**ফারসি উপসর্গ:**

| উপসর্গ | দ্যোতনা/ অর্থদ্যোতকতা | উদাহরণ                                           |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| কার্   | কাজ অর্থে             | কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারবার, কারদানি       |
| দর্    | মধ্যস্থ, অধীন অর্থে   | দরপত্তনি, দরপাট্টা, দরদালান                      |
| না     | না অর্থে              | নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক          |
| নিম্   | আধা অর্থে             | নিমরাজি, নিমখুন, নিমমোল্লা                       |
| ফি     | প্রতি অর্থে           | ফি-রোজ, ফি-হপ্তা, ফি-বছর, ফি-সন, ফি-মাস          |
| বদ্    | মন্দ অর্থে            | বদমেজাজ, বদরাগী, বদমাশ, বদহজম, বদনাম             |
| বে     | না অর্থে              | বেআদব, বেআক্কেল, বেকসুর, বেকায়দা, বেগতিক, বেতার |
| বর্    | বাইরে, মধ্যে অর্থে    | বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ                 |
| ব্     | সহিত অর্থে            | বমাল, বনাম, বকলম                                 |
| কম্    | স্বল্প অর্থে          | কমজোর, কমবখ্ত, কমপোখ্ত                           |



## (ii) আরবি উপসর্গ:

| উপসর্গ | দ্যোতনা/ অর্থদ্যোতকতা | উদাহরণ                                 |
|--------|-----------------------|----------------------------------------|
| আম     | সাধারণ অর্থে          | আমদরবার, আমমোক্তার                     |
| খাস    | বিশেষ অর্থে           | খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা, খাসদরবার     |
| লা     | নাই অর্থে             | লাজওয়াব, লাখেবাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা |
| গর     | অভাব অর্থে            | গরমিল, গরহাজির, গররাজি                 |
| বাজে   | বিবিধ অর্থে           | বাজেখরচ, বাজেকথা, বাজেকাজ              |

## (iii) ইংরেজি উপসর্গ:

| উপসর্গ | দ্যোতনা/ অর্থদ্যোতকতা | উদাহরণ                                       |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------|
| ফুল    | পূর্ণ অর্থে           | ফুল-হাতা, ফুল-শার্ট, ফুল-বাবু, ফুল-প্যান্ট   |
| হাফ    | আধা অর্থে             | হাফ-হাতা, হাফ-টিকেট, হাফ-স্কুল, হাফ-প্যান্ট  |
| হেড    | প্রধান অর্থে          | হেড-মাস্টার, হেড-অফিস, হেড-পণ্ডিত, হেড-মৌলবি |
| সাব    | অধীন অর্থে            | সাব-অফিস, সাব-জজ, সাব-ইন্সপেক্টর             |

## (iv) উর্দু-হিন্দি উপসর্গ:

হর: প্রত্যেক অর্থে- হররোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম, হরহামেশা।

হরেক: বিবিধ অর্থে- হরেকরকম, হরেকখাবার।

**নোট:** বাংলা উপসর্গ যেমন বাংলা শব্দের আগে বসে, তেমনি তৎসম উপসর্গ তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের আগে বসে। বাংলা উপসর্গের মধ্যে আ, সু, বি, নি- এ চারটি উপসর্গ তৎসম শব্দেও পাওয়া যায়। বাংলা ও সংস্কৃত উপসর্গের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যে শব্দটির সঙ্গে উপসর্গ যুক্ত হয়, সে শব্দটি বাংলা হলে উপসর্গটি বাংলা, আর সে শব্দটি তৎসম হলে সে উপসর্গটিও তৎসম হয়। যেমন: আধোয়া, সুছাঁদ, বিঘোর, নিখাদ বাংলা শব্দ। এক্ষেত্রে আ, সু, বি, নি-ও বাংলা উপসর্গ। আর আকর্ষ, সুতীক্ষ্ণ, বিপক্ষ ও নিদাঘ তৎসম শব্দ। কাজেই এসব শব্দের উপসর্গ আ, সু, বি, নি-ও তৎসম উপসর্গ।

## উপসর্গ সম্পর্কিত প্রশ্ন

## ◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। উপসর্গ কাকে বলে? 'অনু' ও 'পরি' উপসর্গযোগে দুটি করে শব্দ গঠন কর।

[চ.বো.'২৪]

## উত্তর

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থে সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন, নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে। অন্যভাবে, বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো শব্দাংশ রয়েছে, যেগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই এবং বাক্যে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। এরা অন শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে। এই শব্দাংশগুলোকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ বলে। যেমন: প্র, অনু, পরি, অব, উ ইত্যাদি।

| প্রদত্ত উপসর্গ | শব্দ গঠন              | গঠিত শব্দ                                       |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| অনু            | অনু+গমন<br>অনু+রূপ    | অনুগমন(পশ্চাৎ অর্থে)<br>অনুরূপ(সাদৃশ্য অর্থে)   |
| পরি            | পরি+সীমা<br>পরি+মণ্ডল | পরিসীমা(শেষ অর্থে)<br>পরিমণ্ডল(চতুর্দিকে অর্থে) |

০২। উপসর্গের সংজ্ঞা দাও। বিদেশি উপসর্গ ব্যবহার করে পাঁচটি শব্দ গঠন কর।

[দি.বো.'২৪]

## উত্তর

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থে সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন, নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে। অন্যভাবে, বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো শব্দাংশ রয়েছে, যেগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই এবং বাক্যে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। এরা অন



শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে। এই শব্দাংশগুলোকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ বলে। যেমন: কার, দর, খাস, গর, হর ইত্যাদি।

| প্রদত্ত উপসর্গ | শব্দ গঠন | গঠিত শব্দ             |
|----------------|----------|-----------------------|
| কার            | কার+খানা | কারখানা(কাজ অর্থে)    |
| দর             | দর+দাম   | দরদাম(মধ্যস্থ অর্থে)  |
| খাস            | খাস+মহল  | খাসমহল(বিশেষ অর্থে)   |
| গর             | গর+হাজির | গরহাজির(অভাব অর্থে)   |
| হর             | হর+রোজ   | হররোজ(প্রত্যেক অর্থে) |

০৩। উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। উপসর্গের সংজ্ঞা দাও। বাংলা শব্দ গঠনে উপসর্গের ভূমিকা লেখ।

[রা.বো.'২৪, ম.বো.'২৪, ঢা.বো., সি.বো., দি.বো.'২৩]

উত্তর

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন, নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে। অন্যভাবে, বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো শব্দাংশ রয়েছে, যেগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই এবং বাক্যে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। এরা অন্য শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে। এই শব্দাংশগুলোকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ বলে। যেমন: অ, আ, পাতি, অনা, উপ ইত্যাদি।

বাংলা শব্দ গঠনে উপসর্গের ভূমিকা/ প্রয়োজনীয়তা:

- উপসর্গের মাধ্যমে নতুন অর্থবোধক শব্দের সৃষ্টি হয়। যেমন: হার থেকে উপহার (উপটোকন অর্থে)।
- উপসর্গযোগে শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন: আদর থেকে সমাদর (সম্যকরূপে অর্থে)।
- উপসর্গযোগে শব্দের অর্থ সম্প্রসারিত হয়। যেমন: সিদ্ধ থেকে প্রসিদ্ধ (বিখ্যাত অর্থে)।
- উপসর্গের দ্বারা শব্দের অর্থের সীমানা সংকুচিত হয়। যেমন: মোল্লা থেকে নিমমোল্লা (অধিক অর্থে)।
- উপসর্গযোগে কোনো শব্দের বিপরীত অর্থ-বোধক শব্দেও গঠিত হয়। যেমন: দেশ থেকে বিদেশ (বিপরীত অর্থে)।
- উপসর্গের দ্বারা শব্দ গঠনের ফলে শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়।
- উপসর্গ আবেগ প্রকাশে নতুন নতুন শব্দ গঠনে সহায়তা করে। যেমন: হাহতাশ, হাপিত্যেশ।
- উপসর্গ ভাষার সৌন্দর্য, মাধুর্য, সাবলীলতা ও গতিশীলতা সৃষ্টি করে।

সুতরাং উপসর্গের প্রধান কাজ হচ্ছে শব্দ গঠন করা। উপসর্গের নিজস্ব কোন অর্থ নেই; এরা ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থবিশিষ্ট শব্দ গঠন করে এবং ভাষার শব্দভান্ডার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

০৪। “উপসর্গের স্বাধীন কোনো অর্থ নেই, কিন্তু অর্থ-দ্যোতকতা আছে।”—ব্যাখ্যা কর।

[কু. বো.'২৪]

অথবা,

“উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, অর্থদ্যোতকতা আছে।” ব্যাখ্যা কর। [চ.বো.'২৩; ব.বো.'২৪, ২৩, ১৭; য.বো.'২৪, ২৩, ১৯, ১৭; সি.বো.'১৯; কু.বো.'২৩, ১৭; দি.বো.'১৭]

উত্তর

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন, নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে।

উপসর্গের অর্থবাচকতা বা নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, কিন্তু এগুলো শব্দ বা ধাতুর আগে বসে অর্থের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সাধন তথা নতুন অর্থ দান করতে পারে। যেমন: ‘কাজ’ শব্দের আগে ‘অ’ শব্দাংশটি যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ ‘অকাজ’ গঠিত হয়, যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটেছে। আবার, পূর্ণ (ভরা) শব্দের আগে ‘পরি’ অব্যয় যোগে ‘পরিপূর্ণ’ শব্দ তৈরি হয়, যা আগের শব্দটির অর্থকে সম্প্রসারিত করেছে।

একইভাবে ‘হার’ শব্দের পূর্বে ‘আ’ যোগে গঠিত ‘আহার’ অর্থ খাওয়া। কিন্তু ‘প্রহার’ অর্থ মারা, ‘বিহার’ অর্থ ভ্রমণ, ‘পরিহার’ অর্থ ত্যাগ, ‘উপহার’ অর্থ পুরস্কার। এখানে ‘হার’ শব্দটির পূর্বে আ, প্র, বি, পরি, উপ-ইত্যাদি উপসর্গ যুক্ত হয়ে ‘হার’ শব্দটির অর্থকে পরিবর্তন করেছে।

লক্ষণীয়, এ অর্থহীন শব্দাংশগুলো অন্য শব্দের অর্থে প্রভাব বিস্তার করলেও এদের নিজেদের আলাদা কোনো অর্থ নেই। এ কারণেই বলা হয়, উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।



০৫। উপসর্গ কাকে বলে? প্র, অপ, আ, সম্, নি-উপসর্গগুলোর প্রত্যেকটির দ্বারা একটি করে শব্দ গঠন কর।

[রা.বো.'১৬]

উত্তর

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থ সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন, নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে। যেমন: রাম, পাতি, অনা, উপ ইত্যাদি। নিচে প্র, অপ, আ, সম্, নি-উপসর্গগুলোর প্রত্যেকটির দ্বারা একটি করে শব্দ গঠন করা হলো:

| উপসর্গ | শব্দ গঠন | গঠিত শব্দ             |
|--------|----------|-----------------------|
| প্র    | প্র+ভাত  | প্রভাত (উৎকর্ষ অর্থে) |
| অপ     | অপ+কার   | অপকার (বিপরীত অর্থে)  |
| আ      | আ+গমন    | আগমন (বিপরীত অর্থে)   |
| সম্    | সম্+আগত  | সমাগত (সমুখ অর্থে)    |
| নি     | নি+বারণ  | নিবারণ (নিষেধ অর্থে)  |

০৬। উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গের শ্রেণি বিভাগ আলোচনা কর।

[ঢা.বো.'১৪]

অথবা,

উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

[মাদ্রাসা বো.'২৪, ম.বো.'২৩]

উত্তর

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থ সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন, নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে। যেমন: অ, অঘা, রাম, পাতি, অনা, উপ ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গ তিন প্রকার। যথা: (i) বাংলা উপসর্গ (ii) তৎসম/সংস্কৃত উপসর্গ (iii) বিদেশি উপসর্গ।

(i) বাংলা উপসর্গ: বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি। যথা: অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (উনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা। উদাহরণ: অ (নিন্দিত অর্থে) অকাজ, আ (নিকৃষ্ট অর্থে) আগাছা, রাম (বড়ো বা উৎকৃষ্ট) রামছাগল।

(ii) তৎসম/সংস্কৃত উপসর্গ: বহু তৎসম শব্দ হুবহু বাংলা ভাষায় এসেছে। এসব শব্দের পূর্বে সংস্কৃত উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। তৎসম উপসর্গ বিশটি। যথা: প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অনু, অব, নির, দূর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ। উদাহরণ: অপ (বিপরীত অর্থে) অপমান, প্রতি (বিরোধ অর্থে) প্রতিবাদ, আ (পর্যন্ত অর্থে) আমরণ।

(iii) বিদেশি উপসর্গ: আরবি, ফারসি, ইংরেজি, উর্দু-হিন্দি ভাষার কতগুলো উপসর্গ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে এগুলো পুরোপুরি বাংলা ভাষার সাথে মিশে গেছে। যেমন:

ফারসি: কার, দর, না, নিম্, ফি, বদ, বে, বর, ব, কম্। উদাহরণ: না অর্থে নারাজ।

আরবি: আম্, খাস্, লা, গর্। উদাহরণ: খাস্: বিশেষ অর্থে খাসমহল।

ইংরেজি: ফুল, হাফ, হেড, সাব। উদাহরণ: হেড: প্রধান অর্থে হেড-মাস্টার।

উর্দু-হিন্দি: হর। উদাহরণ: প্রত্যেক অর্থে হররোজ।

০৭। শব্দগঠন বলতে কী বোঝ? বাংলা ভাষায় কী কী উপায়ে শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর। [দি. বো.'১৯; রা. বো.'১৭]

উত্তর

শব্দের অর্থবৈচিত্র্যের জন্য এবং বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নতুন শব্দ তৈরিই হলো শব্দগঠন মূলত উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস এ তিন প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠন করা হয়। এছাড়াও শব্দদ্বিত্বের সাহায্যেও নতুন শব্দগঠিত হয়।

নিম্নে শব্দ গঠনের প্রধান তিনটি উপায়-উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস নিয়ে আলোচনা করা হলো:

(i) উপসর্গযোগে শব্দগঠন: বাংলা ভাষায় প্রায় অর্ধশতাধিক উপসর্গ রয়েছে। এগুলো মূলত অর্থহীন শব্দাংশ, যা অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে। যেমন: বে+তার = বেতার, অ+কাজ = অকাজ, রাম + দা = রামদা প্রভৃতি।

(ii) প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন: শব্দ ও ধাতুর পরে যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে। যেমন: শিশু+অ = শৈশব; √জি+অ = জয়; √পঠ+অক = পাঠক ইত্যাদি।

(iii) সমাসযোগে শব্দগঠন: বাক্যের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কিত একাধিক পদের এক শব্দে বা পদে পরিণত হওয়ার নাম সমাস। যেমন ১ম বাক্য - পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময় সংক্রান্ত সূচি স্কুল ও কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

২য় বাক্য - পরীক্ষানিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময়সূচি স্কুল-কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

এখানে, ১ম বাক্যের 'পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক'; 'সময় সংক্রান্ত সূচি' এবং 'স্কুল ও কলেজ' পদগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে ২য় বাবে 'পরীক্ষানিয়ন্ত্রক' 'সময়সূচি' এবং 'স্কুল-কলেজ' শব্দগুলি গঠন করা হয়েছে। পদের এই সংক্ষেপণই হলো সমাস।



প্রকৃতি ও প্রত্যয়

❖ প্রকৃতি:

- শব্দ বা ক্রিয়াপদের মূলকে প্রকৃতি হিসেবে অভিহিত করা হয়।
- প্রত্যয়জাত শব্দের সাধারণত দুটি অংশ থাকে। একটি প্রকৃতি, অপরটি প্রত্যয়।
- শব্দের মূলকে মৌলিক শব্দ বা নাম-প্রকৃতি এবং ক্রিয়ার মূলকে ক্রিয়ামূল/ ধাতু বলে। যেমন: চোরা, চায়া এসব শব্দের মূল যথাক্রমে চোর, চাষ। আবার, পড়ুয়া, ঘাটতি ক্রিয়াপদের মূল যথাক্রমে পড়, ঘাট। এখানে চোর, চাষ, পড়, ঘাট- এসবই প্রকৃতি।
- প্রকৃতি দুই প্রকার। যথা:
  ১. ক্রিয়া-প্রকৃতি: ক্রিয়ামূল বা ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়া-প্রকৃতি। যেমন:  $\sqrt{\text{চল}}$ ,  $\sqrt{\text{কর}}$ ,  $\sqrt{\text{ধর}}$ ,  $\sqrt{\text{মার}}$  ইত্যাদি।
  ২. নাম-প্রকৃতি: নামবাচক প্রকৃতিকে বলা হয় নাম-প্রকৃতি। যেমন: ঢাকা, সাহিত্য, সমুদ্র, সাপ ইত্যাদি।

❖ প্রত্যয়:

**সংজ্ঞা:** যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ক্রিয়ামূল বা নামপদের পরে বসে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বা তাদের প্রত্যয় বলে। অথবা, প্রকৃতির শেষে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাই প্রত্যয়।

যেমন: চল + অন্ত = চলন্ত; এখানে ক্রিয়ামূল ' $\sqrt{\text{চল}}$ '-এর সঙ্গে 'অন্ত' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।

ঢাকা + আই = ঢাকাই; এখানে নামশব্দ 'ঢাকা'-এর সঙ্গে 'আই' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।

অনুরূপভাবে:  $\sqrt{\text{খেল}}$  + আ = খেলা,  $\sqrt{\text{গম}}$  + তব্য = গন্তব্য, সাহিত্য + ইক = সাহিত্যিক, ছেলে + আমি = ছেলেমি।

প্রত্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

প্রত্যয়কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

০১। কৃৎ প্রত্যয় ও ০২। তদ্ধিত প্রত্যয়।

- ০১। কৃৎ প্রত্যয়: ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয় সেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন:

$\sqrt{\text{চল}}$  + অন্ত = চলন্ত

$\sqrt{\text{পড়}}$  + আ = পড়া

$\sqrt{\text{কর}}$  + আ = করা

- বাংলা ভাষায় কৃৎ প্রত্যয়কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

| প্রত্যয়                  | সংজ্ঞা                                                                                       | উদাহরণ                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (i) বাংলা কৃৎ প্রত্যয়    | বাংলা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয় সেসব প্রত্যয়কে বাংলা কৃৎ প্রত্যয় বলে।     | $\sqrt{\text{কাঁদ}}$ + অন = কাঁদন, $\sqrt{\text{বাঁচ}}$ + অন = বাঁচন। |
| (ii) সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় | সংস্কৃত ক্রিয়ামূলের সঙ্গে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয় সেসব প্রত্যয়কে সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় বলে। | $\sqrt{\text{গৈ}}$ + ণক = গায়ক, $\sqrt{\text{গম}}$ + অন = গমন।       |

- ২। তদ্ধিত প্রত্যয়: নামশব্দ বা নাম প্রকৃতির সঙ্গে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয় সেসব প্রত্যয়কে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন: ঢাকা + আই = ঢাকাই, সাহিত্য + ইক = সাহিত্যিক, গাড়ি + ওয়ান = গাড়োয়ান।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার তদ্ধিত প্রত্যয় রয়েছে। যথা:

| প্রত্যয়                     | সংজ্ঞা                                                                                                      | উদাহরণ                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (i) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়    | সংস্কৃত ও বিদেশি প্রত্যয় বাদে বাংলা ভাষার সকল তদ্ধিত প্রত্যয়কে বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।                 | থাল + আ = থালা, চোর + আই = চোরাই।                     |
| (ii) সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় | সংস্কৃত শব্দের পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় সেসব প্রত্যয়কে সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। | অণু + ইক = আণবিক, পুষ্প + ইত = পুষ্পিত।               |
| (iii) বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় | শব্দের পরে যেসব বিদেশি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সেসব প্রত্যয়কে বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।    | মুসাফির + খানা = মুসাফিরখানা, বিবি + আনা = বিবিয়ানা। |



## ❖ প্রত্যয় নির্ণয়ের সহজ কৌশল:

শব্দ ভাঙার পর মূল শব্দ দিয়ে প্রত্যয় নির্ণয় সহজ হয়। মূল শব্দটি ক্রিয়া/ধাতু হলে কৃৎ প্রত্যয় হয়, আর নামশব্দ হলে তদ্ধিত প্রত্যয় হয়। যেমন: পড়া ও হাতল বিশ্লেষণ করলে পাই-

√পড় + আ = পড়া; হাত + ল = হাতল।

এখানে, 'পড়া' একটি ক্রিয়াপদ। 'পড়' ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। তাই এটি কৃৎ প্রত্যয়।

অন্যদিকে, 'হাতল' একটি নাম শব্দ, ক্রিয়া নয়। 'হাত' শব্দের সঙ্গে 'ল' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হাতল হয়েছে। সুতরাং 'হাতল' একটি তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ।

## ❖ প্রত্যয়ের গুণ ও বৃদ্ধি:

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃৎ-প্রত্যয় যোগ করলে কৃৎ-প্রকৃতির আদিবর্ণ পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনকে বলা হয় গুণ ও বৃদ্ধি। যথা:

| বর্ণ | গুণ                    |                                          | বৃদ্ধি                 |                                                   |
|------|------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
|      | নিয়ম                  | উদাহরণ                                   | নিয়ম                  | উদাহরণ                                            |
| অ    | ***                    | ***                                      | 'অ'-এর স্থলে 'আ' হয়।  | √পাচ্ + অক (গক) = পাচক<br>(পাচ্-এর 'অ' স্থলে 'আ') |
| ই, ঈ | ই, ঈ-এর স্থলে 'এ' হয়। | চিন্+আ=চেনা (ই স্থলে এ)                  | ই, ঈ-এর স্থলে 'ঐ' হয়। | শিশু+অ(ফ) = শৈশব (ই স্থলে ঐ)                      |
| উ, ঊ | উ, ঊ-এর স্থলে 'ও' হয়। | √ধু+আ = ধোয়া (উ স্থলে ও)                | উ, ঊ-এর স্থলে 'ঔ' হয়। | যুব + অন = যৌবন ('উ' স্থলে ঔ)                     |
| ঋ    | ঋ-এর স্থলে 'অর্' হয়।  | √কৃ + তা = করতা > কর্তা<br>(ঋ স্থলে অর্) | ঋ-এর স্থলে 'আর্' হয়।  | √কৃ + ঘ্যাণ = কার্য ('ঋ' স্থলে আর্)               |

## ❖ প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন:

প্রত্যয় শব্দগঠনের অন্যতম পদ্ধতি হলেও প্রত্যয় ছাড়াও শব্দগঠনের আরও পদ্ধতি রয়েছে। তাই সব ধরনের শব্দই যে প্রত্যয়ে আওতায় আসবে এমনটি মনে করা ঠিক নয়। কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় অসংখ্য।

নিচে কিছু প্রয়োজনীয় প্রত্যয়ের আলোচনা করা হলো:

## ➤ বাংলা কৃৎ প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন:

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়যোগে শব্দগঠনের নিয়ম ও কৌশল নিচে আলোচনা করা হলো:

| প্রত্যয়          | প্রয়োগ                                                                                                                                                                                                      | উদাহরণ                                                                                                                      |                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ০১। অ-প্রত্যয়    | এটি লুপ্ত প্রত্যয়। কেবল ভাববাচ্যে অ- প্রত্যয় যুক্ত হয়। ধাতুর পরে এই প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হয়। অ-প্রত্যয়ের উচ্চারণ এখানে নেই।<br>'চল্' ধাতু + অ-প্রত্যয় = ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য 'চল'। | √ঝুল্ + অ = ঝুল<br>√চির্ + অ = চির<br>√ছুট্ + অ = ছুট                                                                       | √খেল্ + অ = খেল<br>√ডাক্ + অ = ডাক<br>√বাঁধ্ + অ = বাঁধ |
| ০২। অন-প্রত্যয়   | ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে 'অন'-প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়।                                                                                                                                                        | √কাঁদ্ + অন = কাঁদন<br>√বাঁধ্ + অন = বাঁধন<br>√চল্ + অন = চলন                                                               | √ফল্ + অন = ফলন<br>√ঝুল্ + অন = ঝুলন<br>√খা + অন = খাওন |
| ০৩। অনা-প্রত্যয়  | 'অনা' প্রত্যয় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ গঠন করে।                                                                                                                                                             | √দুল্ + অনা = দুলনা > দোলনা<br>√কাঁদ্ + অনা = কাঁদনা > কান্না<br>√পা + অনা = পাওনা                                          |                                                         |
| ০৪। অনি (উনি)     | ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অর্থে 'অনি' প্রত্যয় হয়।                                                                                                                                                                | √কাঁদ্ + অনি = কাঁদনি > কাঁদুনি<br>√বাঁধ্ + অনি = বাঁধুনি<br>√কাঁপ্ + অনি = কাঁপনি > কাঁপুনি<br>চির্ + অনি = চিরনি > চিরুনি |                                                         |
| ০৫। অন্ত-প্রত্যয় | বিশেষ্য গঠনে 'অন্ত' প্রত্যয় হয়।                                                                                                                                                                            | √উড়্ + অন্ত = উড়ন্ত<br>√ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত                                                                              | √ফুট্ + অন্ত = ফুটন্ত<br>√ফল্ + অন্ত = ফলন্ত            |
| ০৬। অক-প্রত্যয়   | একই অর্থে নতুন ধাতু গঠন করে।                                                                                                                                                                                 | √মুড়্ + অক = মোড়ক; √ঝাল্ + অক = ঝালক                                                                                      |                                                         |
| ০৭। আ-প্রত্যয়    | বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে 'আ' প্রত্যয় হয়।                                                                                                                                                                      | √পড়্ + আ = পড়া; √ফুট্ + আ = ফোটা                                                                                          |                                                         |



|                                 |                                                                          |                                                                                   |                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ০৮। আই-প্রত্যয়                 | ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে আই-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।                            | √চড় + আই = চড়াই<br>√বাছ + আই = বাছাই                                            | √গাছ + আই = গাছাই<br>√সিল + আই = সিলাই    |
| ০৯। আও প্রত্যয়                 | ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে 'আও' প্রত্যয় যুক্ত হয়।                            | √পাকড় + আও = পাকড়াও<br>√চড় + আও = চড়াও                                        | √চাল + আও = চালাও<br>√ফল + আও = ফলাও      |
| ১০। আন (আনো)-প্রত্যয়           | বিশেষ্য গঠনে প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে 'আন/আনো'-প্রত্যয় হয়। | √চাল + আন = চালান,<br>√মান + আন = মানান,                                          | √মান + আনো = মানানো<br>√ঠকা + আনো = ঠকানো |
| ১১। আনি-প্রত্যয়                | বিশেষ্য গঠনে 'আনি' প্রত্যয় যুক্ত হয়।                                   | √জান + আনি = জানানি<br>√নিড় + আমি = নিড়ানি                                      | √উড় + আনি = উড়ানি                       |
| ১২। আরি-বিকল্পে-রি/উরি-প্রত্যয় | কর্মে দক্ষ অর্থে                                                         | √পূজ + আরি = পূজারি                                                               |                                           |
| ১৩। ই-প্রত্যয়                  | বিশেষ্য গঠনে 'ই' প্রত্যয় যুক্ত হয়।                                     | √ভাজ + ই = ভাজি; √বেড় + ই = বেড়ি; √হাস + ই = হাসি                               |                                           |
| ১৪। ইয়া > ইয়ে-প্রত্যয়        | বিশেষণ গঠনে ইয়া > ইয়ে হয়ে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।                       | √মর + ইয়া = মরিয়া > মরে; √ধর + ইয়া = ধরিয়া > ধরে                              |                                           |
| ১৫। উ-প্রত্যয়                  | বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে 'উ' প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়।                        | √ডাক + উ = ডাকু; √ঝাড় + উ = ঝাড়ু                                                |                                           |
| ১৬। 'উয়া' বিকল্পে ও-প্রত্যয়   | বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে 'উয়া' এবং 'ও'-প্রত্যয় হয়।                       | √পড় + উয়া = পড়ুয়া > পড়ো,<br>√উড় + ও = উড়ো (উড়ো চিঠি)                      |                                           |
| ১৭। তা প্রত্যয়                 | বিশেষণ গঠনে 'তা' প্রত্যয় হয়।                                           | √ফির + তা = ফিরতা,<br>√পড় + তা = পড়তা, √বহ + তা = বহতা।                         |                                           |
| ১৮। তি-প্রত্যয়                 | বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে 'তি'-প্রত্যয় হয়।                                 | √ঘাট + তি = ঘাটতি<br>√বাড় + তি = বাড়তি<br>√কাট + তি = কাটতি<br>√উঠ + তি = উঠতি। |                                           |
| ১৯। না-প্রত্যয়                 | বিশেষ্য গঠনে না-প্রত্যয় যুক্ত হয়।                                      | √কাঁদ + না = কাঁদনা > কান্না,<br>√রাঁধ + না = রাঁধনা > রান্না,<br>√ঝর + না = ঝরনা |                                           |
| ২০। আল-প্রত্যয়                 |                                                                          | √মাত্ + আল = মাতাল; √মিশ্ + আল = মিশাল                                            |                                           |

➤ বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন:

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠনের নিয়ম ও কৌশল নিচে দেওয়া হলো:

| প্রত্যয়                                    | উদাহরণ                                                        |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ০১। অ বা ও-প্রত্যয়                         | কাল + অ = কাল                                                 | কাল + ও = কালো                                    |
| ০২। অই-প্রত্যয়                             | পাঁচ + অই = পাঁচই<br>দশ + অই = দশই                            | সাত + অই = সাতই<br>আট + অই = আটই                  |
| ০৩। এল, এলা-প্রত্যয়                        | হিম + এল = হিমেল                                              | সুর + এলা = সুরেলা                                |
| ০৪। ক, কা, কি-প্রত্যয়                      | ধনু + ক = ধনুক<br>টোল + ক = টোলক                              | দম + কা = দমকা<br>সড় + কি = সড়কি                |
| ০৫। ডা-প্রত্যয়                             | রাজ + ডা = রাজড়া                                             | মহ + ডা = মহড়া                                   |
| ০৬। উড়িয়া (চলতি ভাষায় ডে, উড়ে)-প্রত্যয় | চাষা + উড়িয়া = চাষাড়িয়া > চাষাড়ে<br>ভূত + উড়ে = ভূতুড়ে | সাপ + উড়িয়া = সাপুড়িয়া<br>হাট + উড়ে = হাটুরে |
| ০৭। ত, তা, তি, তো-প্রত্যয়                  | মামা + ত = মামাত<br>মামা + তো = মামাতো                        | পানি + তা = পান্তা<br>জেঠা + তো = জেঠাতো          |
| ০৮। পানা, পারা-প্রত্যয়                     | চাঁদ + পানা = চাঁদপানা                                        | পাগল + পারা = পাগলপারা                            |
| ০৯। ল (প্রসারে লা, লি)-প্রত্যয়             | দীঘ + ল = দিঘল                                                | পাত + লা = পাতলা                                  |
| ১০। শ, স, সা, সি-প্রত্যয়                   | মুখ + শ = মুখশ > মুখোশ<br>খোল + স = খোলস                      | পানি + সা = পানসা<br>রূপ + সী = রূপসী > রূপসি     |



২ আরও কিছু বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন ও এর ব্যবহার আলোচনা করা হলো।

| প্রত্যয়                                        | ব্যবহার                                                                           | উদাহরণ                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। অট (টো), অটিয়া (টিয়া, টে)-প্রত্যয়        | সাদৃশ্যে, ভাবার্থে বিশেষ্য বা বিশেষণ দোতক হয়।                                    | দাশ + অট = দাশট<br>ভরা + অট = ভরাট<br>বাণ + অট = বাণট<br>তামা + টে = তামাটে<br>সাল + টা = সালটি<br>খোলা + টিয়া = খোলাটিয়া                         |
| ০২। আ-প্রত্যয়                                  | স্বার্থে, নিন্দায় বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশে আ-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।                   | মোড় + আ = মোড়া<br>গল + আ = গলা<br>পাগল + আ = পাগলা<br>হাত + আ = হাতা<br>চোর + আ = চোরা<br>বাদল + আ = বাদলা<br>কাচ + আ = কাচা<br>বাখ + আ = বাখা    |
| ০৩। আই-প্রত্যয়                                 | ভাবার্থে বা সম্বন্ধে বা বিশেষণ গঠনে আই-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।                      | বড় + আই = বড়াই<br>মিঠা + আই = মিঠাই                                                                                                               |
| ০৪। আউয়া (ওয়া), উয়া (ও)-প্রত্যয়             | বিশেষণ অর্থে, সম্বন্ধে, সংযোগ জানাতে আউয়া (ওয়া), উয়া (ও) প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। | ঘর + ওয়া = ঘরোয়া<br>গাঁ + উয়া = গাঁউয়া > গৌয়া<br>টাক + উয়া = টাকুয়া > টোকা<br>মাঠ + উয়া = মাঠুয়া > মেঠো                                    |
| ০৫। আম (ম), আমো (মো) প্রসারে, আমি (মি)-প্রত্যয় | ভাব, কর্ম বা অনুকরণ অর্থে এসব প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।                               | ঠক + আমো = ঠকামো<br>ঠক + আমি = ঠকামি<br>ছেলে + আমি = ছেলেমি<br>পাকা + আমি = পাকামি<br>বোকা + আমি = বোকামি                                           |
| ০৬। আর, আরি, ইরি, উরি- প্রত্যয়                 | ব্যবসায়, বৃত্তি বা পেশা অর্থে আর, আরি, ইরি, উরি-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।            | চাম + আর = চামার<br>কাঁসা + আরি = কাঁসারি<br>ভিখ + আরি = ভিখারি<br>বি + আরি = বিয়ারি<br>দিশা + আরি = দিশারি<br>ভাঁড় + আর = ভাঁড়ার                |
| ০৭। আল, আলো-প্রত্যয়                            | গুণ, শীল, সম্বন্ধ বা সংযোগ বোঝাতে আল, আলো-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।                   | বঙ্গ + আল = বঙ্গাল > বাঙ্গাল<br>ঝাঁজ + আলো = ঝাঁজালো<br>কবি + আল = কবিরাল<br>ধার + আলো = ধারালো<br>দাঁত + আলো = দাঁতালো                             |
| ০৮। আলি-প্রত্যয়                                | ভাবার্থে, সম্বন্ধে বা সাদৃশ্য অর্থে আলি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।                     | মিতা + আলি = মিতালি<br>ঘটক + আলি = ঘটকালি<br>পাটা + আলি = পাটালি<br>সোনা + আলি = সোনালি<br>গোড়া + আলি = গোড়ালি                                    |
| ০৯। ই (ই)-প্রত্যয়                              | সম্বন্ধ, সংযোগ, শীল, জাতি, ব্যবসায়, হুস্বতা ইত্যাদি বোঝাতে ই-প্রত্যয় হয়।       | চাষ + ই = চাষি<br>আরব + ই = আরবি<br>ডাক্তার + ই = ডাক্তারি<br>সেলাম + ই = সেলামি<br>কারবার + ই = কারবারি<br>পশম + ই = পশমি<br>কাঠ + ই = কাঠি        |
| ১০। ইয়া (এ)-প্রত্যয়                           | ইয়া- প্রত্যয় চলতি ভাষায় এ-প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।                         | পাহাড় + ইয়া = পাহাড়িয়া > পাহাড়ে<br>বালি + ইয়া = বালিয়া > বেলে<br>চাটগাঁ + ইয়া = চাটগাঁইয়া > চাটগৈয়ে<br>কাঁদন + ইয়া = কাঁদনিয়া > কাঁদুনে |
| ১১। উক-প্রত্যয়                                 | বিশেষণ অর্থে উক-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।                                             | পেট + উক = পেটুক<br>মিথ্যা + উক = মিথ্যুক<br>লাজ + উক = লাজুক<br>নিন্দা + উক = নিন্দুক                                                              |
| ১২। পনা-প্রত্যয়                                | ভাবার্থে ব্যবহৃত হয়।                                                             | গিম্মি + পনা = গিম্মিপনা<br>দুরন্ত + পনা = দুরন্তপনা                                                                                                |



## ➤ সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন:

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রধান প্রধান সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ের তালিকা এবং তাদের দ্বারা গঠিত শব্দের কতিপয় উদাহরণ দেওয়া হলো:

| প্রত্যয়                 | ব্যবহার                                                                                                       | উদাহরণ                                                                            |                                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। অক-প্রত্যয়          | ধাতুর সঙ্গে অক-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে কর্তৃবাচক শব্দ গঠিত হয়।                                                   | √নী + অক = নায়ক<br>√পাল্ + অক = পালক<br>√নিন্দ + অক = নিন্দক<br>√গৈ + অক = গায়ক | √হন্ + অক = ঘাতক<br>√পাচ্ + অক = পাচক<br>√হিন্ + অক = হিংসক<br>√খাদ্ + অক = খাদক |
| ০২। অন-প্রত্যয়          | অন-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ভাববাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হয়।                                                           | √অর্চি + অন = অর্চন<br>√কৃষ্ + অন = কর্ষণ<br>√মৃ + অন = মরণ<br>√হ্র + অন = হরণ    | √শী + অন = শয়ন<br>√পত্ + অন = পতন<br>√গম্ + অন = গমন<br>√শ্র্ + অন = শ্রবণ      |
| ০৩। অনীয়-প্রত্যয়       | অনীয়-প্রত্যয় যোগ্য বা কর্তব্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।                                                            | √পা + অনীয় = পানীয়<br>√পাল্ + অনীয় = পালনীয়                                   | শোচ্ + অনীয় = শোচনীয়                                                           |
| ০৪। আন, ঈন, মান-প্রত্যয় | সংস্কৃত শানচ-প্রত্যয়ের প্রয়োগকালে কোনো কোনো স্থলে মান, আবার কোথাও কোথাও 'ঈন' কিংবা আন-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। | √আস্ + ঈন = আসীন<br>√মৃ + মান = ম্রিয়মাণ                                         | √বৃৎ + মান = বর্তমান                                                             |
| ০৫। ইন-প্রত্যয়          | ধাতুর পরে ইন-প্রত্যয়যোগে কর্তৃবাচক পদ গঠিত হয়।                                                              | √জি + ইন্ = জয়িন (জয়ী)<br>√মত্ৰ + ইন্ = মন্ত্রী<br>√ত্যাঙ্ + ইন্ = ত্যাগী       | √বদ্ + ইন্ = বাদী<br>√যুজ্ + ইন্ = যোগী<br>√হ্রা + ইন্ = হ্রায়ী                 |
| ০৬। ইক্ষু-প্রত্যয়       | ইক্ষু-প্রত্যয় বিশেষণ পদ গঠন করে।                                                                             | √সহ্ + ইক্ষু = সহিষ্ণু<br>√চল্ + ইক্ষু = চলিষ্ণু                                  | √ক্ষয় + ইক্ষু = ক্ষয়িষ্ণু                                                      |
| ০৭। উ-প্রত্যয়           | কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয়।                                                                                      | √পিপাস্ + উ = পিপাসু<br>√জিজ্ঞাস্ + উ = জিজ্ঞাসু                                  | √লিপ্ + উ = লিপ্সু<br>√বুভুক্ষ্ + উ = বুভুক্ষু                                   |
| ০৮। ত, ইত, ন-প্রত্যয়    | এগুলো যুক্ত হয়ে অতীত কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ গঠিত হয়।                                                   | √কৃ + ত = কৃত<br>√ক্রী + ত = ক্রীত<br>√গম্ + ত = গত<br>√রক্ষ্ + ইত = রক্ষিত       | √বধ্ + ইত = বধিত<br>√লিখ্ + ইত = লিখিত<br>√বপ্ + ত = উত্ত                        |
| ০৯। তব্য প্রত্যয়        | তব্য-প্রত্যয় আবশ্যক বা করা উচিত অর্থে ব্যবহৃত হয়।                                                           | √কৃ + তব্য = কর্তব্য<br>√ধৃ + তব্য = ধর্তব্য<br>√দৃশ্ + তব্য = দ্রষ্টব্য          | √গম্ + তব্য = গন্তব্য<br>√দা + তব্য = দাতব্য<br>√স্মৃ + তব্য = স্মর্তব্য         |
| ১০। তি, নি-প্রত্যয়      | এসব প্রত্যয় যোগে ভাববাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হয়।                                                                | √বচ্ + তি = উক্তি<br>√ভী + তি = ভীতি<br>√দীপ্ + তি = দীপ্তি                       | √কৃষ্ + তি = কৃষ্টি<br>√সৃজ্ + তি = সৃষ্টি                                       |
| ১১। তৃ/তৃচ প্রত্যয়      | 'যে করে' এই অর্থে তৃ/তৃচ-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।                                                                | √পা + তৃচ (তৃ) = পিতা<br>√জি + তৃচ (তৃ) = জেতা<br>√নী + তৃচ (তৃ) = নেতা           | √শ্র্ + তৃচ (তৃ) = শ্রোতা<br>√নী + তৃচ (তৃ) = নেত্রী                             |
| ১২। য - প্রত্যয়         |                                                                                                               | √লভ্ + য = লভ্য<br>√সহ্ + য = সহ্য<br>√কৃ + য = কার্য                             | √রম্ + য = রম্য<br>√গম্ + য = গম্য<br>√ত্যাঙ্ + য = ত্যাজ্য                      |



১ বিশেষ নিয়মে জ্ঞ-প্রত্যয়:

| নিয়ম                                                                                                                                | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। জ্ঞ-প্রত্যয় যুক্ত হলে 'পঠ' ধাতুর অন্তস্বর ই-কার হয়।                                                                            | $\sqrt{\text{পঠ}} + \text{জ্ঞ} = (\text{পঠ} + \text{ই} + \text{ত}) = \text{পঠিত}$ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ০২। জ্ঞ-প্রত্যয় যুক্ত হলে, ধাতুর অন্তস্থিত 'চ' ও 'জ' স্থলে 'ক' হয়।                                                                 | $\sqrt{\text{সিচ্}} + \text{জ্ঞ} = (\text{সিক্} + \text{ত}) = \text{সিক্ত}$ , $\sqrt{\text{ভূজ্}} + \text{জ্ঞ} = \text{ভূক্ত}$ ।                                                                                                                                                                                                                                         |
| ০৩। এছাড়া জ্ঞ প্রত্যয় পরে থাকলে ধাতুর মধ্যে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয়। এখানে এরকম কয়েকটি প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হলো। | $\sqrt{\text{গম্}} + \text{জ্ঞ} (\text{ত}) = \text{গত}$ , $\sqrt{\text{জন্}} + \text{জ্ঞ} (\text{ত}) = \text{জাত}$ , $\sqrt{\text{দহ্}} + \text{জ্ঞ} (\text{ত}) = \text{দধ্ত}$ , $\sqrt{\text{বপ্}} + \text{জ্ঞ} (\text{ত}) = \text{উত্ত}$ , $\sqrt{\text{মুহ্}} + \text{জ্ঞ} (\text{ত}) = \text{মুহ্ত}$ , $\sqrt{\text{সৃজ্}} + \text{জ্ঞ} (\text{ত}) = \text{সৃষ্ট}$ । |

২ বিশেষ নিয়মে জি-প্রত্যয়:

| নিয়ম                                                             | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। জি-প্রত্যয় যুক্ত করলে কোনো কোনো ধাতুর অন্তব্যঞ্জনের লোপ হয়। | $\sqrt{\text{মন্}} + \text{জি} (\text{তি}) = \text{মতি}$ , $\sqrt{\text{রম্}} + \text{জি} (\text{তি}) = \text{রতি}$ ।                                                                                                                                   |
| ০২। কোনো কোনো ধাতুর উপধা অ-কারের বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ আ-কার হয়।    | $\sqrt{\text{শ্রম্}} + \text{জি} (\text{তি}) = \text{শ্রান্তি}$ , $\sqrt{\text{শম্}} + \text{জি} (\text{তি}) = \text{শান্তি}$ ।                                                                                                                         |
| ০৩। 'চ' ও 'জ' স্থলে 'ক' হয়।                                      | $\sqrt{\text{বহ্}} + \text{জি} (\text{তি}) = \text{উক্তি}$ , $\sqrt{\text{মুহ্}} + \text{জি} (\text{তি}) = \text{মুক্তি}$ , $\sqrt{\text{ভজ্}} + \text{জি} (\text{তি}) = \text{ভক্তি}$ ।                                                                |
| ০৪। নিপাতনে সিদ্ধ                                                 | $\sqrt{\text{গৈ}} + \text{জি} (\text{তি}) = \text{গীতি}$ , $\sqrt{\text{সিধ্}} + \text{জি} (\text{তি}) = \text{সিদ্ধি}$ , $\sqrt{\text{বুদ্ধি}} + \text{জি} (\text{তি}) = \text{বুদ্ধি}$ , $\sqrt{\text{শক্}} + \text{জি} (\text{তি}) = \text{শক্তি}$ । |

৩ কৃদন্ত বিশেষণ গঠনের কতিপয় কৃৎ প্রত্যয়:

| প্রত্যয়          | উদাহরণ                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। ইফু-প্রত্যয়  | $\sqrt{\text{চল্}} + \text{ইফু} = \text{চলিফু}$ , $\sqrt{\text{ক্ষয়্}} + \text{ইফু} = \text{ক্ষয়িফু}$ , $\sqrt{\text{বৃধ্}} + \text{ইফু} = \text{বর্ধিফু}$                                                                                   |
| ০২। বর-প্রত্যয়   | $\sqrt{\text{ঈশ্}} + \text{বর} = \text{ঈশ্বর}$ , $\sqrt{\text{ভাস্}} + \text{বর} = \text{ভাস্বর}$ , $\sqrt{\text{নশ্}} + \text{বর} = \text{নশ্বর}$ ।                                                                                           |
| ০৩। র-প্রত্যয়    | $\sqrt{\text{হিন্স্}} + \text{র} = \text{হিংস্র}$ , $\sqrt{\text{নম্}} + \text{র} = \text{নম্র}$ ।                                                                                                                                             |
| ০৪। উক-প্রত্যয়   | $\sqrt{\text{ভূ}} + \text{উক} = (\text{ভো} + \text{উক}) = \text{ভাবুক}$ , $\sqrt{\text{মিশ্}} + \text{উক} = \text{মিশুক}$                                                                                                                      |
| ০৫। শানহ-প্রত্যয় | 'শানহ' বিকল্পে 'আন' বা 'মান' হয়। যেমন: $\sqrt{\text{দীপ্}} + \text{শানহ} (\text{মান}) = \text{দীপ্যমান}$ , $\sqrt{\text{চল্}} + \text{শানহ} (\text{মান}) = \text{চলমান}$ , $\sqrt{\text{বৃধ্}} + \text{শানহ} (\text{মান}) = \text{বর্ধমান}$ । |

❖ উৎপত্তিগতভাবে সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়ের বাংলারূপ উদাহরণ:

| সংস্কৃত       | বাংলারূপ    | উদাহরণ                                                                                                               |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ণক্           | অক          | $\sqrt{\text{নী}} + \text{অক} = \text{নায়ক}$ , এরূপ - বাহক, নর্তক, রোধক ইত্যাদি।                                    |
| অনট্          | অন          | $\sqrt{\text{গম্}} + \text{অনট্/অন} = \text{গমন}$ । এরূপ - নন্দন, সাধন, তপন, শয়ন ইত্যাদি।                           |
| ন্যুট + আ     | অন + আ      | $\sqrt{\text{গুন্}} + \text{ন্যুট} + \text{আ/গুন্} + \text{অনা} = \text{গণনা}$ । এরূপ - উপাসনা, এষণা, বেদনা ইত্যাদি। |
| অনীয়র্       | অনীয়       | $\sqrt{\text{ক্}} + \text{অনীয়র্/অনীয়} = \text{করণীয়}$ । এরূপ - দর্শনীয়, শোচনীয়, স্মরণীয়, পালনীয় ইত্যাদি।     |
| আলুহ          | আলু         | $\sqrt{\text{দয়্}} + \text{আলুহ/আলু} = \text{দয়ালু}$ , এরূপ - নিদ্রালু।                                            |
| ইফুহ          | ইফু         | $\sqrt{\text{সহ্}} + \text{ইফুহ/ইফু} = \text{সহিফু}$ । এরূপ - চলিফু, বর্ধিফু, ক্ষয়িফু ইত্যাদি।                      |
| নিন্, নিনি, ঈ | ইন্, ঈন্, ঈ | $\sqrt{\text{হা}} + \text{নিন্/ইন্} = \text{হায়িন} > \text{হায়ী}$ , এরূপ: বাদী, সম্মাসী, প্রবাসী, গ্রামীণ ইত্যাদি। |
| জ্ঞ           | ত/ইত        | $\sqrt{\text{লিখ্}} + \text{জ্ঞ/ইত} = \text{লিখিত}$ । এরূপ - কৃত, ধৃত ইত্যাদি।                                       |
| উ/ভূ          | উ           | $\sqrt{\text{ভিক্ষ্}} + \text{উ} = \text{ভিক্ষু}$ । এরূপ - মুমুক্শু, লিপ্সু ইত্যাদি।                                 |
| উকঞ, উকঞ      | উক/উক       | $\sqrt{\text{কিম্}} + \text{উকঞ/উক} = \text{কামুক}$ । এরূপ - ভাবুক, জাগরুক ইত্যাদি।                                  |
| শত্           | অৎ          | $\sqrt{\text{চল্}} + \text{শত্/অৎ} = \text{চলৎ}$ । এরূপ - সৎ।                                                        |



|                       |           |                                                                          |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| তব্যৎ                 | তব্য      | √কৃ + তব্যৎ/তব্য = কর্তব্য। এরূপ - দাতব্য, গন্তব্য ইত্যাদি।              |
| তৃচ/তৃন্              | তা/তৃ     | √কৃ + তৃচ/তা/তৃ = কর্তা। এরূপ - নেতা, হোতা ইত্যাদি।                      |
| ক্তিন                 | তি        | √গম্ + ক্তিন/তি = গতি। এরূপ - সৃতি, মুক্তি, শক্তি ইত্যাদি।               |
| ঈন/ত্রিমপ             | ত্র/ত্রিম | √নী + ত্র = নেত্র, √কৃ + ত্রিম = কৃত্রিম। এরূপ শাস্ত্র, বস্ত্র ইত্যাদি।  |
| ঞ/ঞ + আ               | ন/না      | √যজ্ + ঞ/ন = যজ্ঞ, √তৃষ্ + ঞ/আ/না = তৃষ্ণা। এরূপ - যত্ন, প্রশ্ন, স্বপ্ন। |
| শানচ্                 | মান       | √বৃৎ + শানচ্/মান = বর্তমান। এরূপ - বিদ্যমান, দীপ্যমান ইত্যাদি।           |
| করপ/করচ্              | বর        | √নশ্ + করপ/করচ্/বর = নশ্বর। এরূপ - ঈশ্বর, ভাস্বর ইত্যাদি।                |
| ক্যাপ/ক্যাপ + আ/ ন্যৎ | য/য + আ   | √লভ্ + ক্যাপ/য = লভ্য।<br>এরূপ চর্চা, শয্যা, কৃত্য ইত্যাদি।              |
| র                     | র-ফলা     | √ক্ষিপ্ + র = ক্ষিপ্ৰ। এরূপ - ক্ষুদ্র, হিংস্র ইত্যাদি।                   |
| ব                     | ব/ব-ফলা   | √বিশ্ + ব = বিশ্ব।                                                       |

❖ সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন:

| প্রত্যয়                   | ব্যবহার                                                                                                    | উদাহরণ                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। অ (অন, অঞ, ঋ) প্রত্যয় | (ক) অপত্য অর্থে                                                                                            | যদু + অ = যাদব<br>দনু + অ = দানব<br>পাণ্ডু + অ = পাণ্ডব<br>মনু + অ = মানব                                                                 |
|                            | (খ) ভক্ত বা উপাসক অর্থে                                                                                    | শিব + অ = শৈব<br>শক্তি + অ = শাক্ত<br>বিষ্ণু + অ = বৈষ্ণব                                                                                 |
|                            | (গ) রচিত অর্থে                                                                                             | ব্যাকরণ + অ = বৈয়াকরণ<br>সৃতি + অ = স্মার্ত                                                                                              |
|                            | (ঘ) বিকার অর্থে                                                                                            | তিল + অ = তৈল<br>হেম + অ = হৈম                                                                                                            |
|                            | (ঙ) স্বভাব অর্থে                                                                                           | তপস + অ = তাপস<br>ছত্র + অ = ছাত্র                                                                                                        |
|                            | (চ) তৎ-সম্বন্ধীয় অর্থে                                                                                    | পৃথিবী + অ = পার্থিব<br>নিশা + অ = নৈশ<br>দেব + অ = দৈব<br>বিধি + অ = বৈধ                                                                 |
|                            | (ছ) ভাবার্থে                                                                                               | মুনি + অ = মৌন<br>গুরু + অ = গৌরব<br>লঘু + অ = লাঘব                                                                                       |
|                            | (জ) অবস্থা অর্থে                                                                                           | শিশু + অ = শৈশব<br>যুবন + অ = যৌবন                                                                                                        |
| ০২। আয়ন-প্রত্যয়          | বংশধর বা জাত অর্থে                                                                                         | নার + আয়ন = নারায়ণ<br>চন্দ্র + আয়ন = চান্দ্রায়ণ<br>দ্বীপ + আয়ন = দ্বৈপায়ন                                                           |
| ০৩। আলু-প্রত্যয়           | ভাব অর্থে                                                                                                  | নিদ্রা + আলু = নিদ্রালু<br>দয়া + আলু = দয়ালু                                                                                            |
| ০৪। ই-প্রত্যয়             | অপত্য অর্থে                                                                                                | দশরথ + ই = দাশরথি<br>রাবণ + ই = রাবণি<br>সুমিত্রা + ই = সৌমিত্রি                                                                          |
| ০৫। ইত-প্রত্যয়            | জাত অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে                                                                              | পল্লব + ইত = পল্লবিত<br>ক্ষুধা + ইত = ক্ষুধিত<br>দুঃখ + ইত = দুঃখিত<br>লজ্জা + ইত = লজ্জিত<br>পিপাসা + ইত = পিপাসিত<br>পুলক + ইত = পুলকিত |
| ০৬। ইন, বিন-প্রত্যয়       | পুরুষবাচকে প্রথমার একবচনে 'ইন' স্থলে 'ঈ' এবং 'বিন' স্থলে 'বী' হয়। স্ত্রীবাচকে যথাক্রমে 'ইনী', 'বিনী' হয়। | গুণ + ইন = গুণিন > গুণী<br>সুখ + ইন = সুখিন > সুখী<br>মেধা + বিন = মেধাবিন > মেধাবী।                                                      |
| ০৭। ইমা প্রত্যয়           | ভাবার্থে                                                                                                   | নীল + ইমা = নীলিমা<br>গুরু + ইমা = গরিমা<br>মধুর + ইমা = মধুরিমা<br>মহৎ + ইমা = মহিমা                                                     |
| ০৮। ঈন-প্রত্যয়            | জাত, সম্পর্ক ও ব্যাপ্তি অর্থে                                                                              | কুল + ঈন = কুলীন<br>নব + ঈন = নবীন<br>গ্রাম + ঈন = গ্রামীণ<br>সর্বজন + ঈন = সর্বজনীন                                                      |



|                                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ০৯। ঈয় (ফীয)-প্রত্যয়          | সম্পর্কিত অর্থে                                                           | দেশ + ঈয় = দেশীয়<br>জল + ঈয় = জলীয়                                                                                                                                                                    | ধর্ম + ঈয় = ধর্মীয়<br>স্ব + ঈয় = স্বীয়               |
| ১০। ঈয়ন, তর, ইষ্ট, তম-প্রত্যয় | বৈশিষ্ট্য অর্থে                                                           | গুরু + ঈয়ন = গরীয়ান                                                                                                                                                                                     | শ্রেষ্ঠ + তম = শ্রেষ্ঠতম<br>মহৎ + তর = মহত্তর            |
| ১১। মৎ = বৎ                     | পুরুষবাচক 'মান' ও 'বান'<br>স্ত্রীবাচকে 'মতী' ও 'বতী' হয়                  | শ্রী + মৎ = শ্রীমৎ > শ্রীমান (পুং), শ্রীমতী (স্ত্রী)<br>বুদ্ধি + মৎ = বুদ্ধিমৎ > বুদ্ধিমান (পুং) বুদ্ধিমতী (স্ত্রী)<br>গুণ + বৎ = গুণবৎ > গুণবান (পুং) গুণবতী (স্ত্রী)<br>জ্ঞান + বৎ = জ্ঞানবৎ > জ্ঞানবান |                                                          |
| ১২। ময় (ময়ট)-প্রত্যয়         | বিকার, অবয়ব, সংসর্গ<br>ইত্যাদি অর্থে ময় (ময়ট)<br>প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। | জল + ময় (ময়ট) = জলময়<br>বাক + ময় (ময়ট) = বাজ্য                                                                                                                                                       | মৃৎ + ময় (ময়ট) = মৃন্ময়<br>চিৎ + ময় (ময়ট) = চিন্ময় |

❖ আরও কিছু সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে শব্দগঠনের উদাহরণ:

| প্রত্যয়                  | উদাহরণ                                                          |                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ০১। ইক-প্রত্যয়           | তর্ক + ইক = তর্কিক<br>মানস + ইক = মানসিক<br>সমাজ + ইক = সামাজিক | সমর + ইক = সামরিক<br>বর্ষ + ইক = বার্ষিক<br>ইচ্ছা + ইক = ঐচ্ছিক    |
| ০২। ইল, ল, লচ্ - প্রত্যয় | জটা + ইল = জটিল<br>মাংস + ল = মাংসল                             | পিজ + ল = পিজল<br>শীত + লচ্ (ল) = শীতল                             |
| ০৩। এয় (ঞয়) - প্রত্যয়  | অগ্নি + এয় = আগ্নেয়<br>ভগিনী + এয় = ভাগিনেয়                 | গঙ্গা + এয় = গাঙ্গেয়<br>বিমাতৃ + এয় = বৈমাত্রেয়                |
| ০৪। তা, ত্ব - প্রত্যয়    | সাধু + তা = সাধুতা<br>সম + তা = সমতা<br>এক + তা = একতা          | সত্য + তা = সত্যতা<br>মূর্খ + ত্ব = মূর্খত্ব<br>রাজ + ত্ব = রাজত্ব |
| ০৫। তন-প্রত্যয়           | পুরা + তন = পুরাতন<br>অধুনা + তন = অধুনাতন                      | পূর্ব + তন = পূর্বতন<br>উর্ধ্ব + তন = উর্ধ্বতন                     |
| ০৬। য-প্রত্যয়            | প্রাচ + য = প্রাচ্য<br>তালু + য = তালব্য<br>আদি + য = আদ্য      | কাম + য = কাম্য<br>গো + য = গব্য<br>সম + য = সাম্য                 |
| ০৭। র-প্রত্যয়            | মুখ + র = মুখর                                                  | মধু + র = মধুর                                                     |
| ০৮। শ-প্রত্যয়            | লোম + শ = লোমশ                                                  | কর্ক + শ = কর্কশ                                                   |

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন:

শব্দের সঙ্গে যেসব বিদেশি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাদের বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়ের সংখ্যা বাংলায় একেবারে কম নয়। বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে কতকগুলো ফারসি (এবং সেই সূত্রে কয়েকটি আরবি) শব্দ বা শব্দাংশই বাংলায় বহু প্রচলিত। বাংলা ভাষায় এসব বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়ে শব্দ গঠনে সহায়তা করেছে। ভাষার সমৃদ্ধি সাধনে এদের গুরুত্ব কম নয়। নিচে বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়ের একটি তালিকা দেওয়া হলো:



| প্রত্যয়                                     | ব্যবহার                                                                                                                          | উদাহরণ                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। আনা-প্রত্যয়                             | ভাবার্থে                                                                                                                         | বাবু + আনা = বাবুআনা > বাবুয়ানা (বাবুর ভাব)<br>বিনি + আনা = বিনিআনা > বিনিয়ানা (বিনির ভাব)<br>মুনাশি + আনা = মুনাশিয়ানা                                                   |
|                                              | তৎসম্বন্ধীয়                                                                                                                     | নজর + আনা = নজরানা (নজরের টাকা)<br>বায় + আনা = বায়আনা > বায়না (ক্রয়ের অগ্রিম টাকা)                                                                                       |
| ০২। চা-চি-প্রত্যয়                           | আধার অর্থে                                                                                                                       | ধুনা + চি = ধুনাচি > ধুনাচি (ধুনা জ্বালানোর আধার)<br>ধুপ + চি = ধুপচি (ধুপ জ্বালানোর আধার)<br>পাতন + চি = পাতনচি (মাদুর)                                                     |
|                                              | যে কিছু করে এই অর্থে                                                                                                             | খাজানা + চি = খাজাঞ্চি                                                                                                                                                       |
| ০৩। ওয়াল, ওয়ালা, ওয়ালি, ওলা, আলি-প্রত্যয় | মালিক অর্থে বিশেষ্য গঠন করে।                                                                                                     | বাড়ি + ওয়ালা = বাড়িওয়ালা<br>মুড়ি + ওয়ালা = মুড়িওয়ালা<br>বাড়ি + ওয়ালি = বাড়িওয়ালি<br>গাড়ি + ওয়ালা = গাড়িওয়ালা                                                 |
| ০৪। ওয়ান-প্রত্যয় (হিন্দি)                  | রক্ষক বা চালক অর্থে বিশেষ্য গঠন করে।                                                                                             | গাড়ি + ওয়ান = গাড়োয়ান<br>দার + ওয়ান = দারোয়ান<br>কোচ + ওয়ান = কোচোয়ান                                                                                                |
| ০৫। খানা-প্রত্যয়                            | স্থান বা দোকান অর্থে                                                                                                             | ওজু + খানা = ওজুখানা<br>কার + খানা = কারখানা<br>বালা + খানা = বালাখানা<br>ডাক্তার + খানা = ডাক্তারখানা<br>ছাপা + খানা = ছাপাখানা<br>জেল + খানা = জেলখানা                     |
| ০৬। খোর-প্রত্যয়                             | যে খায় বা সেবন করে এই অর্থে।                                                                                                    | গাঁজা + খোর = গাঁজাখোর<br>সুদ + খোর = সুদখোর<br>চশম + খোর = চশমখোর<br>নেশা + খোর = নেশাখোর                                                                                   |
| ০৭। গর-প্রত্যয় (ফারসি)                      | যে করে বা গড়ে এই অর্থে।<br>এটি 'কর' রূপও গ্রহণ করে।                                                                             | বাজি + গর = বাজিগর<br>কারি + গর = কারিগর<br>সওদা + গর = সওদাগর                                                                                                               |
| ০৮। গিরি-প্রত্যয়                            | ব্যবসায় বা শালী অর্থে।                                                                                                          | মুটিয়া + গিরি = মুটিয়াগিরি<br>> মুটেগিরি<br>গুরু + গিরি = গুরুগিরি<br>মাঝি + গিরি = মাঝিগিরি।<br>এরূপ-- দাদাগিরি, বসগিরি                                                   |
| ০৯। তর, তরো প্রত্যয়                         | প্রকার অর্থে।                                                                                                                    | বহু + তর = বহুতর (বহু প্রকার)<br>এমন + তর = এমনতর (এমন প্রকার)                                                                                                               |
| ১০। দার > দারী (ফারসি) প্রত্যয়              | দার প্রত্যয় কর্তা বা ধারক বুঝায় এবং এর প্রসারে দারী প্রত্যয় কর্তার কাজ বুঝায়।<br>প্রয়োগ খুবই ব্যাপক।                        | অংশী + দার = অংশীদার (অংশের মালিক)<br>অংশী + দারি = অংশীদারি<br>জমি + দারি = জমিদারি<br>মজা + দার = মজাদার (মজার ধারক)<br>সুমার + দার = সুমারদার > সমাদার (হিসাবরক্ষক উপাধি) |
| ১১। নবিশ-প্রত্যয়                            | লেখক অর্থে                                                                                                                       | নকল + নবিশ = নকলনবিশ<br>হিসাব + নবিশ = হিসাবনবিশ<br>মহলা + নাবিশ = মহলানবিশ<br>খাস + নবিশ = খাসনবিশ                                                                          |
| ১২। বন্দি- (বন্দ ফারসি) প্রত্যয়             | আবদ্ধ অর্থে                                                                                                                      | নজর + বন্দি = নজরবন্দি<br>জবান + বন্দি = জবানবন্দি<br>বান্স + বন্দি = বান্সবন্দি<br>দাগ + বন্দি = দাগবন্দি                                                                   |
| ১৩। বাজ > বাজি (দক্ষ অর্থে- ফারসি)-প্রত্যয়  | অভ্যস্ত অর্থে                                                                                                                    | চাল + বাজ = চালবাজ (চাল দিতে অভ্যস্ত)<br>মামলা + বাজ = মামলাবাজ<br>ধোঁকা + বাজ = ধোঁকাবাজ                                                                                    |
| ১৪। সহি > সই-প্রত্যয়                        | এটি আরবি 'সহিহ' (শুদ্ধ, ঠিক শব্দ) ফারসির মধ্যস্থতায় 'মত' বা উপযুক্ত অর্থে বাংলায় ব্যবহৃত হয়।                                  | দশা + সই = দশাসই (পুরুষ) (দশহাত লম্বা হওয়ার উপযুক্ত)<br>পছন্দ + সই = পছন্দসই (পছন্দমতো ব উপযুক্ত)<br>মাপ + সই = মাপসই<br>টেক + সই = টেকসই                                   |
| ১৫। স্থান-প্রত্যয়                           | এটি সংস্কৃত শব্দের ফারসি অপভ্রংশ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে এই প্রত্যয় বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত হওয়ার ব্যাকরণে স্বীকৃত হয়েছে। | পাক + স্থান = পাকিস্তান ('ই' আগম)<br>হিন্দু + স্থান = হিন্দুস্থান (সংস্কৃত হিন্দুস্থান)।                                                                                     |



❖ উৎপত্তিগতভাবে সংকৃত ভুক্তিত প্রত্যয়ের বাংলা রূপ ও উদাহরণ:

| সংকৃত               | বাংলা রূপ              | উদাহরণ                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| যা/অন               | অ                      | যদু + যা/অ = যাদব। এরূপ: রাঘব, মানব, শৈশব, বৈষ্ণব, দৈব ইত্যাদি।                                                              |
| যায়ান্             | আয়ান                  | বৎসা + যায়ান্/আয়ান্ = বাৎসায়ান। এরূপ - দ্বৈপায়ান।                                                                        |
| যি/ইঞ               | ই                      | দশরথ + যি/ই = দশরথি। এরূপ: সৌমিত্রি, রাবণি ইত্যাদি।                                                                          |
| যিক/ঠক/ঠঞ           | ইক                     | অনু + যিক/ইক = আনিক। এরূপ - ঐচ্ছিক, প্রার্থিক, কারিক, নাবিক ইত্যাদি।                                                         |
| ইতচ                 | ইত                     | পুষ্প + ইতচ/ইত = পুষ্পিত। এরূপ: পল্লবিত ইত্যাদি।                                                                             |
| ডিমচ                | ইম                     | অগ্র + ডিমচ/ইম = অগ্রিম। এরূপ - অন্তিম, পশ্চিম, আদিম ইত্যাদি।                                                                |
| ইমন/ইমনিচ           | ইমা                    | নীল + ইমন/ইমা = নীলিমা। এরূপ - মহিমা, দ্রাঘিমা, গরিমা ইত্যাদি।                                                               |
| ইলচ                 | ইল                     | জটা + ইলচ/ইল = জটিল। এরূপ - পঙ্কিল, কোনিল, শঙ্কিল ইত্যাদি।                                                                   |
| ইন/ইনী              | ঈ                      | স্থা + ইন/ঈ = স্থায়ী। এরূপ - গুণী, জ্ঞানী, ধনী ইত্যাদি।                                                                     |
| ঈন্                 | ঈ                      | কুল + ঈন্ = কুলীন। এরূপ - সর্বজনীন, নবীন, কালীন ইত্যাদি।                                                                     |
| ঈয়/ছ               | ঈয়                    | জল + ঈয়/ঈয় = জলীয়। এরূপ - বংশীয়, মানীয় ইত্যাদি।                                                                         |
| ঈয়সু/ঈয়সুন        | ঈয়ান/ঈয়স             | লঘু + ঈয়সু/ঈয়সু = লঘীয়স, লঘীয়ান। এরূপ - গরীয়ান, বলীয়ান, বর্ষীয়ান ইত্যাদি।                                             |
| ঈয়/চক              | এয় (আ)                | অগ্নি + ঈয়/এয় = আগ্নেয়। এরূপ - রাধেয়, আতিথেয় ইত্যাদি।                                                                   |
| কন/ঠঞ               | ক                      | পুত্র + কন/ঠঞ/ক = পুত্রক। এরূপ - ছত্রক, পঞ্চক ইত্যাদি।                                                                       |
| তস্                 | ত                      | অন্ত + তস্/ত = অন্তত। এরূপ - অংশত।                                                                                           |
| ট্যল্               | তন                     | পুরা + ট্যল্/তন = পুরাতন। এরূপ - চিরন্তন, প্রবর্তন, উর্ধ্বতন ইত্যাদি।                                                        |
| তম্প                | তম                     | উচ্চ + তম্প/তম = উচ্চতম। এরূপ - দীর্ঘতম, ক্ষুদ্রতম, পঞ্চাশতম ইত্যাদি।                                                        |
| তর্প                | তর                     | উচ্চ + তর্প/তর = উচ্চতর। এরূপ - গুরুতর, দীর্ঘতর, ক্ষুদ্রতর ইত্যাদি।                                                          |
| তল্                 | তা                     | সৎ + তল্/তা = সততা। এরূপ - মূর্খতা, ধূর্ততা, সাধুতা, একতা ইত্যাদি।                                                           |
| ত্ব                 | ত্ব                    | মনুষ্য + ত্ব = মনুষ্যত্ব। এরূপ - গুরুত্ব, রাজত্ব ইত্যাদি।                                                                    |
| ত্যান্/ত্যক্        | ত্য (আ)                | দক্ষিণ + ত্য = দাক্ষিণ্য। এরূপ - পাশ্চাত্য                                                                                   |
| ত্রন্               | ত্র                    | সর্ব + ত্রন্/ত্র = সর্বত্র। এরূপ - একত্র, যত্র, ছত্র।                                                                        |
| থাচ্/থাল্           | থা                     | অন্য + থাচ্/থা = অন্যথা। এরূপ যথা, তথা।                                                                                      |
| দাচ্/ধাচ্           | দা/ধা                  | এক + দাচ্/দা = একদা। দ্বি + ধাচ্/ধা = দ্বিধা।                                                                                |
| বতি                 | বৎ (অ/আ)               | মাতৃ + বতি/বৎ = মাতৃব্য; তদ্ + বতি/বৎ = তাবৎ। এরূপ - যাবৎ, বন্ধুবৎ ইত্যাদি।                                                  |
| বতুপ্/বৎ            | বান (পুং)/বতী (স্ত্রী) | জ্ঞান + বৎ/বান = জ্ঞানবান। এরূপ - ধনবান, রূপবান ইত্যাদি।<br>জ্ঞান + বতুপ্/বতী = জ্ঞানবতী। এরূপ - ভাগ্যবতী, পুণ্যবতী ইত্যাদি। |
| মতুপ্/মৎ            | মান (পুং)/মতী (স্ত্রী) | বুদ্ধি + মৎ/মান = বুদ্ধিমান। এরূপ: শক্তিমান, শ্রীমান ইত্যাদি।<br>বুদ্ধি + মৎ/মতী = বুদ্ধিমতী। এরূপ - শ্রীমতী।                |
| বিধ                 | বিধ                    | নানা + বিধ = নানাবিধ। এরূপ - দ্বিবিধ, চতুর্বিধ ইত্যাদি।                                                                      |
| ম                   | ম                      | পঞ্চ + ম = পঞ্চম। এরূপ - সপ্তম, অষ্টম, দশম ইত্যাদি।                                                                          |
| ময়ট্               | ময়                    | জল + ময়ট্/ময় = জলময়। এরূপ - তন্ময়, মৃন্ময়, চিন্ময় ইত্যাদি।                                                             |
| ফ্য/ফ্যঞ/ন্য/যৎ/যক্ | য                      | অন্ত + ফ্য/য = অন্ত্য। এরূপ - কাব্য, ঐক্য, সৈন্য, সাম্য ইত্যাদি।                                                             |
| লচ্                 | ল                      | শীত + লচ্/ল = শীতল। এরূপ - বৎসল, মাৎসল ইত্যাদি।                                                                              |
| শস্/শঃ              | শ                      | কর্ক + শস্/শ = কর্কশ। এরূপ - লোমশ, প্রায়শ, ক্রমশ ইত্যাদি।                                                                   |
| সাতিচ্              | সাৎ                    | ধূলি + সাতিচ্/সাৎ = ধূলিসাৎ। এরূপ - অগ্নিসাৎ, আত্মসাৎ ইত্যাদি।                                                               |



## প্রকৃতি ও প্রত্যয় সম্পর্কিত প্রশ্ন

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

অ-ঙ

| প্রদত্ত শব্দ                                    | প্রকৃতি + প্রত্যয় | প্রত্যয়ের নাম  |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| অন্যান্য [দি.বো.'১৬]                            | অন্য + অন্য        | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| আঁজলা [সি.বো.'১৯]                               | আঁজল + আ           | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| আত্মজা [ঢা.বো.'১৯; চ.বো.'১৬]                    | আত্ম + √জন + আ     | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| আপদ [কু.বো.'১৯]                                 | আ + √পদ + অ        | কৃৎ প্রত্যয়    |
| ইচ্ছুক [ব.বো.'১৭]                               | ইচ্ছা + উক         | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| উক্তি [সকল বো.'১৮; ঢা.বো.'১৭; সি.বো, দি.বো.'১৬] | √বহ্ + তি          | কৃৎ প্রত্যয়    |
| উচিত [য.বো.'১৭]                                 | √উচ্ + ত           | কৃৎ প্রত্যয়    |
| উপ্ত [রা.বো.'১৬]                                | √বপ্ + ত           | কৃৎ প্রত্যয়    |
| ঐহিক [চ.বো.'১৭]                                 | ইহ + ইক            | তদ্ধিত প্রত্যয় |

ক - ঙ

| প্রদত্ত শব্দ                      | প্রকৃতি + প্রত্যয়    | প্রত্যয়ের নাম  |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| কর্তা [ব.বো.'১৯]                  | √কৃ + তৃ > তা         | কৃৎ প্রত্যয়    |
| কাঠুরে [চ.বো.'১৯; সি.বো.'১৯, ১৬]  | কাঠ + উরিয়া > কাঠুরে | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| কারক [ব.বো.'১৬]                   | √কৃ + অক              | কৃৎ প্রত্যয়    |
| কার্য [ঢা.বো.'১৯; ব.বো.'১৬]       | √কৃ + য               | কৃৎ প্রত্যয়    |
| কীর্তি [ব.বো.'১৭]                 | √কৃ + ত্তি > তি       | কৃৎ প্রত্যয়    |
| কৃষক [রা.বো.'১৭]                  | √কৃষ্ + অক            | কৃৎ প্রত্যয়    |
| ক্রেতা [ঢা.বো.'১৭]                | √ক্রী + তৃ > তা       | কৃৎ প্রত্যয়    |
| খেলনা [ব.বো.'১৬]                  | √খেল্ + অনা           | কৃৎ প্রত্যয়    |
| খোদাই [সকল বো.'১৮]                | √ক্ষুদ্ + আই          | কৃৎ প্রত্যয়    |
| গোঙানি [রা.বো.'১৯]                | √গোঙ্ + আনি           | কৃৎ প্রত্যয়    |
| গৌরব [কু.বো.'১৯]                  | গুরু + অ              | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| ঘাতক [চ.বো.'১৭; ঢা.বো, রা.বো.'১৬] | √হন্ + অক             | কৃৎ প্রত্যয়    |

চ - ঞ

| প্রদত্ত শব্দ                             | প্রকৃতি + প্রত্যয়          | প্রত্যয়ের নাম  |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| চলন্ত [চ.বো.'১৬]                         | √চল্ + অন্ত                 | কৃৎ প্রত্যয়    |
| চিরুনি [চ.বো.'১৭]                        | √চির্ + উনি                 | কৃৎ প্রত্যয়    |
| ছেলেমি [ঢা.বো.'১৯]                       | ছেলে + আমি                  | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| জয় [ব.বো.'১৯; দি.বো.'১৬; সকল বোর্ড.'১৮] | √জি + অ                     | কৃৎ প্রত্যয়    |
| জাতব্য [রা.বো.'১৯]                       | √জা + তব্য                  | কৃৎ প্রত্যয়    |
| জ্যাস্ত [ঢা.বো.'১৯]                      | √জী + অন্ত                  | কৃৎ প্রত্যয়    |
| জেলে [ঢা.বো.'১৭; রা.বো, কু.বো.'১৬]       | জাল + ইয়া = জালিয়া > জেলে | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| ঝালাই [রা.বো.'১৯]                        | √ঝাল্ + আই                  | কৃৎ প্রত্যয়    |

ট - ণ

| প্রদত্ত শব্দ      | প্রকৃতি + প্রত্যয় | প্রত্যয়ের নাম  |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| ডাকাত [সি.বো.'১৯] | √ডাক্ + আইত        | কৃৎ প্রত্যয়    |
| ঢাকাই [ব.বো.'১৬]  | ঢাকা + আই          | তদ্ধিত প্রত্যয় |



| প্রদত্ত শব্দ                   | প্রকৃতি + প্রত্যয় | প্রত্যয়ের নাম  |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| ত্যাগ [সি.বো.'১৯; রা.বো.'১৬]   | √ত্যা + অ          | কৃৎ প্রত্যয়    |
| দর্পণ [জা.বো., সি.বো.'১৯]      | √দর্প + অন         | কৃৎ প্রত্যয়    |
| দাতা [দি.বো.'১৬]               | √দা + তৃ > তা      | কৃৎ প্রত্যয়    |
| দারোয়ান [য.বো.'১৯]            | দার + ওয়ান        | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| দ্রাঘিমা [চ.বো.'১৭; দি.বো.'১৬] | দীর্ঘ + ইমন্ /ইমা  | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| দিব্য [কু.বো.'১৯]              | দিন + য            | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| দেশি [চ.বো.'১৯]                | দেশ + ই            | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| দৈনিক [জা.বো.'১৭]              | দিন + ইক           | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| দৈত্য [জা.বো.'১৬]              | দিত্তি + য         | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| দোলনা [য.বো.'১৭; সি.বো.'১৬]    | √দুল + অনা         | কৃৎ প্রত্যয়    |
| ধর্ম [জা.বো.'১৬]               | √ধৃ + ম            | কৃৎ প্রত্যয়    |
| ধার্মিক [সকল বো.'১৮]           | ধর্ম + ইক          | তদ্ধিত প্রত্যয় |

ন

| প্রদত্ত শব্দ        | প্রকৃতি + প্রত্যয়         | প্রত্যয়ের নাম  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|
| নকলনবিশ [জা.বো.'১৭] | নকল + নবিশ                 | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| নন্দন [রা.বো.'১৯]   | √নন্দি + অন                | কৃৎ প্রত্যয়    |
| নবান্ন [জা.বো.'১৯]  | নব + অন্ন                  | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| নন্দাই [রা.বো.'১৭]  | নন্দ + আই                  | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| নশ্বর [কু.বো.'১৬]   | √নশ্ + বর                  | কৃৎ প্রত্যয়    |
| নতুনত্ব [সি.বো.'১৬] | নতুন + ত্ব                 | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| নায়ক [চ.বো.'১৭]    | √নী + অক                   | কৃৎ প্রত্যয়    |
| নিড়ানি [দি.বো.'১৬] | √নিড় + আনি                | কৃৎ প্রত্যয়    |
| নীলিমা [সকল বো.'১৮] | নীল + ইমা/ইমন              | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| নেতা [য.বো.'১৬]     | √নী + তৃ > তা              | কৃৎ প্রত্যয়    |
| নেয়ে [য.বো.'১৭]    | না + ইয়া = নাইয়া > নেয়ে | তদ্ধিত প্রত্যয় |

প, ফ

| প্রদত্ত শব্দ                     | প্রকৃতি + প্রত্যয়           | প্রত্যয়ের নাম  |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| পঙ্কিল [রা.বো.'১৭]               | পঙ্ক + ইল                    | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| পরিত্যাগ [সি.বো.'১৭]             | পরি + √ত্যা + অ              | কৃৎ প্রত্যয়    |
| পণ্ডিত [কু.বো.'১৯; চ.বো.'১৬]     | পণ্ডা + ইত                   | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| পাঠক [য.বো.'১৭]                  | √পঠ + অক                     | কৃৎ প্রত্যয়    |
| পার্থিব [য.বো.'১৭]               | পৃথিবী + ষ > অ               | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| পান্ডা [চ.বো.'১৭, ১৬; রা.বো.'১৬] | পানি + তা                    | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| পাথুরে [সি.বো.'১৭]               | পাথর + ইয়া > এ              | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| পানীয় [জা.বো.'১৬]               | √পা + অনীয়                  | কৃৎ প্রত্যয়    |
| প্যাঁচানো [রা.বো.'১৯]            | √প্যাঁচ + আনো                | কৃৎ প্রত্যয়    |
| প্রাচুর্য [সকল বো.'১৮]           | প্রচুর + য                   | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| প্রেম [সকল বো.'১৮; য.বো.'১৭]     | প্রিয় + ইমন্                | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| ফলবন্ত [রা.বো.'১৯]               | √ফল্ + অন্ত [ফলন্ত < ফলবন্ত] | কৃৎ প্রত্যয়    |



৭. ৬

| প্রদত্ত শব্দ                                 | প্রকৃতি + প্রত্যয়   | প্রত্যয়ের নাম  |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| বক্তব্য [কু.বো.'১৬]                          | √বচ্ + তব্য          | কৃৎ প্রত্যয়    |
| বর্ধমান [চ.বো.'১৬]                           | √বৃধ্ + মান          | কৃৎ প্রত্যয়    |
| বহতা [চ.বো.'১৯; ব.বো.'১৭]                    | √বহ্ + তা            | কৃৎ প্রত্যয়    |
| বাঙালি [য.বো.'১৭]                            | বাঙাল + ই            | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| বাজায় [কু.বো.'১৯; চা.বো.'১৬]                | বাক্ + ময়           | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| বাগিচা [ব.বো.'১৯]                            | বাগ্ + চা            | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| বাদলা [চ.বো.'১৯; চা.বো.'১৬]                  | বাদল + আ             | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| বার্ষিক [চ.বো.'১৯; রা.বো.'১৭, ১৬, দি.বো.'১৬] | বর্ষ + ইক            | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| বিনয় [চা.বো.'১৭]                            | বি + √নী + অ         | কৃৎ প্রত্যয়    |
| বুনো [সি.বো.'১৯]                             | বন + য [বন্য > বুনো] | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| বুদ্ধিমান [কু.বো.'১৬]                        | বুদ্ধি + মতুপ্ + মান | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| বেলে [রা.বো.'১৬]                             | বালি + ইয়া > এ      | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| বেয়াই [চ.বো.'১৬]                            | বেয়ান + আই          | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| ভাগে [ব.বো.'১৯]                              | ভগ্নি + এ            | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| ভাবুক [ব.বো.'১৯; সি.বো.'১৬]                  | √ভূ + উক             | কৃৎ প্রত্যয়    |
| ভাস্বর [কু.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]                | √ভাস্ + বর           | কৃৎ প্রত্যয়    |

| প্রদত্ত শব্দ                      | প্রকৃতি + প্রত্যয়          | প্রত্যয়ের নাম  |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| মন্ত্রী [সি.বো.'১৯]               | √মন্ত্র + ইন্               | কৃৎ প্রত্যয়    |
| মিতালি [চা.বো.'১৯; ব.বো.'১৬]      | মিতা + আলি                  | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| মন্ত্রণা [কু.বো.'১৯]              | √মন্ত্র + অন + আ            | কৃৎ প্রত্যয়    |
| মানব [য.বো.'১৭; ব.বো. কু.বো.'১৬]  | মনু + ষ্ > অ                | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| মোড়ক [চ.বো.'১৯; কু.বো.'১৬]       | √মুড়্ + অক                 | কৃৎ প্রত্যয়    |
| মুক্তি [সি.বো.'১৭]                | √মুচ্ + তি                  | কৃৎ প্রত্যয়    |
| মুগ্ধ [সি.বো.'১৯; কু.বো.'১৬]      | √মুহ্ + ত                   | কৃৎ প্রত্যয়    |
| মৃন্ময় [দি.বো.'১৬]               | মৃৎ + ময় (ময়ট)            | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| মেঠো [ব.বো.'১৭; চা.বো. কু.বো.'১৬] | মাঠ + উয়া = মাঠুয়া > মেঠো | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| মেধাবী [সি.বো.'১৭]                | মেধা + বিন্                 | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| মেয়ে [ব.বো.'১৯]                  | ম + ইয়া = মাইয়া → মেয়ে   | তদ্ধিত প্রত্যয় |

য - হ

| প্রদত্ত শব্দ             | প্রকৃতি + প্রত্যয় | প্রত্যয়ের নাম  |
|--------------------------|--------------------|-----------------|
| যৌগিক [রা.বো.'১৭]        | যোগ + ইক           | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| রাঘব [চ.বো.'১৬]          | রঘু + ষ্ > অ       | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| রাঁধুনি [রা.বো.'১৯]      | √রাঁধ্ + উনি       | কৃৎ প্রত্যয়    |
| রান্না [চ.বো.'১৯]        | √রাঁধ্ + না        | কৃৎ প্রত্যয়    |
| রোদন [সি.বো.'১৬]         | √রুদ্ + অন         | কৃৎ প্রত্যয়    |
| লিখিত [কু.বো., ব.বো.'১৯] | √লিখ্ + ত          | কৃৎ প্রত্যয়    |
| শারীরিক [চা.বো.'১৯]      | শরীর + ইক          | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| শিক্ষা [রা.বো.'১৭]       | √শিক্ষ্ + অ + আ    | কৃৎ প্রত্যয়    |



|                                      |                      |                 |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| শ্রবণীয় [রা.বো.'১৯]                 | √শ্র + অনীয়         | কৃৎ প্রত্যয়    |
| শৈশব [চ.বো.'১৭; সি.বো.'১৬]           | শিশু + য় + অ        | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| শোষণ [সি.বো.'১৭]                     | √শৃ + অন             | কৃৎ প্রত্যয়    |
| সম্মাট [সকল বো.'১৮; সি.বো. য.বো.'১৭] | সম + √রাজ্ + ক্রিপ   | কৃৎ প্রত্যয়    |
| সম্মাসী [চ.বো.'১৬]                   | সম + নি + √অস্ + ইন্ | কৃৎ প্রত্যয়    |
| সাহিত্য [চ.বো.'১৭]                   | সহিত + য়            | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| স্বাতন্ত্র্য [সি.বো.'১৭]             | স্বতন্ত্র + য়       | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| সূর্য [য.বো.'১৭]                     | √সূ + য়             | কৃৎ প্রত্যয়    |
| সৃষ্টি [চ.বো., য.বো.'১৭; রা.বো.'১৬]  | √সৃজ্ + তি           | কৃৎ প্রত্যয়    |
| সৈন্য [য.বো.'১৬]                     | সেনা + য়            | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| সোনালি [য.বো.'১৭]                    | সোনা + আলি           | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| সৌন্দর্য [চ.বো.'১৯; চা.বো.'১৭]       | সুন্দর + য়          | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| হাতানো [সি.বো.'১৭]                   | হাত + আনো            | তদ্ধিত প্রত্যয় |

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

অ-ঐ

| প্রদত্ত শব্দ | প্রকৃতি + প্রত্যয়                  | প্রত্যয়ের নাম                |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| অনুরাগী      | অনুরাগ + ই/অনু + √রাগ্ (রনজ্) + ইন্ | তদ্ধিত প্রত্যয়/ কৃৎ প্রত্যয় |
| অগ্র         | √অগ্ + র                            | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| অর্ঘ্য       | √অর্ঘ্ + য়                         | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| অগ্রিম       | অগ্র + ইম্                          | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| আত্মীয়      | আত্মন্ + ঈয়                        | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| আর্থিক       | অর্থ + ইক                           | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| আধলি > আধুলি | আধ + উলি                            | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| আদ্য         | আদি + য়                            | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| আঙ্গিক       | অঙ্গ + ইক                           | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| আদিম         | আদি + ম                             | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| ইতরামি       | ইতর + আমি                           | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| ইচ্ছুক       | ইচ্ছা + উক                          | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| ইয়ত্তা      | ইয়ৎ + তা                           | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| উক্ত         | √বহ্ + ত                            | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| উত্তরাই      | উত্তর + আই                          | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| ঐচ্ছিক       | ইচ্ছা + ইক                          | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| ঐতিহাসিক     | ইতিহাস + ইক                         | তদ্ধিত প্রত্যয়               |

ক-ঘ

| প্রদত্ত শব্দ         | প্রকৃতি + প্রত্যয়                 | প্রত্যয়ের নাম               |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| কলমদানি              | কলম + দানি                         | তদ্ধিত প্রত্যয়              |
| কাঁদনা > কান্না      | √কাঁদ্ + অনা/√কাঁদ + না            | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| কাঁদুনে > কাঁদানিয়া | √কাঁদ্ + উনিয়া > উনে/কাঁদন + ইয়া | কৃৎ প্রত্যয়/তদ্ধিত প্রত্যয় |
| কান্ডারি             | কান্ডার + ই                        | তদ্ধিত প্রত্যয়              |
| কর্তব্য              | √কৃ + তব্য                         | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| করণীয়               | √কৃ + অনীয়                        | কৃৎ প্রত্যয়                 |



|                    |                                |                              |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
| কাব্য              | কবি + য                        | তদ্ধিত প্রত্যয়              |
| কৌশল               | কুশল + অ                       | তদ্ধিত প্রত্যয়              |
| কৃষ্ণ              | √কৃষ্ + ন                      | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| কমতি               | √কম্ + তি/কম্ + তি             | কৃৎ প্রত্যয়/তদ্ধিত প্রত্যয় |
| ক্ষমা              | √ক্ষম্ + অ + আ                 | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| ক্ষুদ্র            | √ক্ষুদ্ + র                    | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| ক্ষুণ্ণ            | √ক্ষুদ্ + ত                    | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| খাইয়ে             | √খা + ইয়ে                     | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| খেকো               | √খা + উকা/√খা + উয়া           | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| খোশামুদে           | খোশামোদ + ইয়া > এ             | তদ্ধিত প্রত্যয়              |
| গমন                | √গম্ + অন/√গম্ + অনট্          | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| গন্তব্য            | √গম্ + তব্য                    | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| গণনা               | √গণ্ + অনা/√গন্ + অন্ + আ      | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| গাড়োয়ান          | গাড়ি + ওয়ান                  | তদ্ধিত প্রত্যয়              |
| গ্রহণ              | √গ্রহ্ + অন                    | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| গায়ক              | √গৈ + অক (ণক)                  | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| গরিমা              | গুরু + ইমা (ইমন)               | তদ্ধিত প্রত্যয়              |
| গতি                | √গম্ + তি                      | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| গদ্য               | √গদ্ + য                       | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| গৌরব               | গুরু + অ/গুরু + অক্ষ           | তদ্ধিত প্রত্যয়              |
| ঘটকালি             | ঘটক + আলি                      | তদ্ধিত প্রত্যয়              |
| স্রাণ              | √স্রা + অন/স্রা + ত            | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| ঘুমন্ত             | √ঘুম্ + অন্ত                   | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| ঘোলাটিয়া > ঘোলাটে | ঘোলা + টিয়া/ঘোলা + টিয়া > টে | তদ্ধিত প্রত্যয়              |

চ-বা

| প্রদত্ত শব্দ | প্রকৃতি + প্রত্যয়      | প্রত্যয়ের নাম  |
|--------------|-------------------------|-----------------|
| চলন          | √চল্ + অন               | কৃৎ প্রত্যয়    |
| চড়াই        | √চড়্ + আই              | কৃৎ প্রত্যয়    |
| চেনা         | √চিন্ + আ               | কৃৎ প্রত্যয়    |
| চালুনি       | √চাল্ + অনী/√চিল্ + উনি | কৃৎ প্রত্যয়    |
| চাকরি        | চাকর + ই                | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| চাকতি        | চাক + তি                | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| চাষা         | চাষ + আ                 | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| চাতুৰ্য      | চতুর + য                | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| চরিত্র       | √চর্ + ইত্র             | কৃৎ প্রত্যয়    |
| চলিফু        | √চল্ + ইফু              | কৃৎ প্রত্যয়    |
| চতুরালি      | চতুর + আলী (আলি)        | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| চিরন্তন      | চিরম্ + তন              | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| ছাঁটাই       | √ছাঁট্ + আই             | কৃৎ প্রত্যয়    |
| ছাত্র        | ছাত্র + অ               | তদ্ধিত প্রত্যয় |



|           |                         |                 |
|-----------|-------------------------|-----------------|
| ছাকুনি    | √ছাক্ + অনী/√ছাক্ + উনি | কৃৎ প্রত্যয়    |
| জবানবন্দি | জবানবন্দ + ই            | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| জলীয়     | জল + ঈয়                | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| জাতি      | √জন্ + তি               | কৃৎ প্রত্যয়    |
| জাতীয়    | জাতি + ঈয়/জাত + ইয়    | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| জ্যাঠামি  | জ্যাঠা + আমি            | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| জ্ঞানী    | জ্ঞান + ঈ               | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| জ্ঞাত     | √জ্ঞা + ত               | কৃৎ প্রত্যয়    |
| জ্ঞাতব্য  | √জ্ঞা + তব্য            | কৃৎ প্রত্যয়    |
| ঝরনা      | √ঝর্ + না               | কৃৎ প্রত্যয়    |
| ঝাঁকানি   | √ঝাঁক্ + আনি            | কৃৎ প্রত্যয়    |
| ঝুলন      | √ঝুল্ + অন              | কৃৎ প্রত্যয়    |

ড, ঢ

| প্রদত্ত শব্দ | প্রকৃতি + প্রত্যয়    | প্রত্যয়ের নাম  |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| ডুবন্ত       | √ডুব্ + অন্ত          | কৃৎ প্রত্যয়    |
| ডুব          | √ডুব্ + অ             | কৃৎ প্রত্যয়    |
| ডুবুরি       | √ডুব্ + উরি           | কৃৎ প্রত্যয়    |
| ঢাকেশ্বরী    | ঢাকেশ্বর + ঈ          | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| ঢালাই        | √ঢাল্ + আই            | কৃৎ প্রত্যয়    |
| ঢাকনা        | √ঢাক্ + না/ঢাক্ + অনা | কৃৎ প্রত্যয়    |

ত-থ

| প্রদত্ত শব্দ     | প্রকৃতি + প্রত্যয় | প্রত্যয়ের নাম  |
|------------------|--------------------|-----------------|
| ত্যাজ্য          | √ত্যাঙ্ + য        | কৃৎ প্রত্যয়    |
| তত্ত্ব           | √তন্ + ত্ব         | কৃৎ প্রত্যয়    |
| তবলচি            | তবল + চি           | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| তরী              | তনু + ঈ            | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| ত্যাগী           | √ত্যাঙ্ + ইন       | কৃৎ প্রত্যয়    |
| তাপস             | তপস্ + অ           | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| তামাটে>তামাটিয়া | তামা + টিয়া       | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| তারুণ্য          | তারুণ + য          | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| দর্শন            | √দৃশ্ + অন (অনট্)  | কৃৎ প্রত্যয়    |
| দর্শনীয়         | √দৃশ্ + অনীয়      | কৃৎ প্রত্যয়    |
| দাঁতাল           | দাঁত + আল          | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| দাপট             | দপ + অট            | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| দেশীয়           | দেশ + ঈয়          | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| দৈত্য            | দিতি + য           | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| দৃশ্য            | √দৃশ্ + য          | কৃৎ প্রত্যয়    |
| দ্রষ্টব্য        | √দৃশ্ + তব্য       | কৃৎ প্রত্যয়    |
| দমন              | √দম্ + অন          | কৃৎ প্রত্যয়    |
| দর্শক            | √দৃশ্ + অক         | কৃৎ প্রত্যয়    |



## ম্যালালাল TEXT

|                        |              |                              |
|------------------------|--------------|------------------------------|
| দয়ালু                 | √দয় + আলু   | কৃৎ প্রত্যয়/তদ্ধিত প্রত্যয় |
| দানব                   | দনু + অ (ফ)  | তদ্ধিত প্রত্যয়              |
| দাতব্য                 | √দা + তব্য   | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| দীপ্ত                  | √দীপ্ + ত    | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| ধন্য                   | ধন + য       | তদ্ধিত প্রত্যয়              |
| ধুনুরী, ধুনুরি, ধুনারি | √ধুন্ + আরি  | কৃৎ প্রত্যয়                 |
| ধৈর্য                  | ধীর + য (ফা) | তদ্ধিত প্রত্যয়              |

ন

| প্রদত্ত শব্দ | প্রকৃতি + প্রত্যয় | প্রত্যয়ের নাম  |
|--------------|--------------------|-----------------|
| নুনতা>নোনতা  | নুন + তা           | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| নয়ন         | √নী + অন (অনট)     | কৃৎ প্রত্যয়    |
| নশ্বর        | √নশ্ + বর          | কৃৎ প্রত্যয়    |
| নেতৃ>নেতা    | √নী + (তৃ) তৃচ     | কৃৎ প্রত্যয়    |
| নবীন         | নব + ঈন            | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| ন্যায়া      | ন্যায় + য         | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| নাস্তিক      | নাস্তি + ইক        | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| নাবিক        | নৌ + ইক            | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| নেত্রী       | √নী + ত্র + ঈ      | কৃৎ প্রত্যয়    |

প, ফ

| প্রদত্ত শব্দ       | প্রকৃতি + প্রত্যয়                  | প্রত্যয়ের নাম  |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
| পড়ন্ত             | √পড়্ + অন্ত                        | কৃৎ প্রত্যয়    |
| পরীক্ষা            | পরি + √ঈক্ষ + আ/পরি + √ঈক্ষ + অ + আ | কৃৎ প্রত্যয়    |
| প্রচলিত            | প্র + √চল্ + ইত                     | কৃৎ প্রত্যয়    |
| পূজারি             | √পূজা + আরি                         | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| পানিসা>পানসা>পানসে | পানি + সে / পানি + সা               | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| পাচক               | √পাচ্ + অক                          | কৃৎ প্রত্যয়    |
| পৃথিবী             | √প্রথ্+ইব+ঈ                         | কৃৎ প্রত্যয়    |
| পাণ্ডব             | পাণ্ডু + অ                          | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| পার্বত্য           | পর্বত + য                           | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| পত্র               | √পত্ + ত্র                          | কৃৎ প্রত্যয়    |
| পিতৃব্য            | পিতৃ + ব্য                          | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| প্রাচ্য            | প্রাচী + য                          | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| পাঠ                | √পঠ্ + অ                            | কৃৎ প্রত্যয়    |
| পবিত্র             | √পূ + ইত্র                          | কৃৎ প্রত্যয়    |
| পঠিত               | √পঠ্ + ইত                           | কৃৎ প্রত্যয়    |
| প্রিয়তম           | প্রিয় + তমপ্                       | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| পৈতৃক              | পিতৃ + ইক                           | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| ফুলেল              | ফুল + ল/ফুল + এল                    | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| ফুলদানি            | ফুল + দানি                          | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| ফুটন্ত             | √ফুট্ + অন্ত                        | কৃৎ প্রত্যয়    |



ব. ৩

| প্রদত্ত শব্দ | প্রকৃতি + প্রত্যয়    | প্রত্যয়ের নাম                |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| বরণীয়       | বরণ + ইয়/√বৃ + অনীয় | তদ্ধিত প্রত্যয়/ কৃৎ প্রত্যয় |
| বেলে         | বালি + ইয়া > এ       | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| বক্তা        | √বচ + তৃ/√বচ + তৃচ    | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| বাছাই        | √বাছ + আই             | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| বিচার        | বি + √চর + অ          | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| বৈদিক        | বেদ + ইক              | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| বস্ত্র       | √বস্ + ত্র            | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| বোধন         | √বোধ্ + অন            | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| বন্ধুত্ব     | বন্ধু + ত্ব           | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| বাবুয়ানা    | বাবু + আনা            | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| বাবুগিরি     | বাবু + গিরি           | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| বর্ধিষ্ণু    | √বৃধ্ + ইষ্ণু         | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| বন্ধিত       | √বনচ্ + ত             | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| বলিষ্ঠ       | বলবৎ + ইষ্ঠ           | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| বুড়ুশু      | √বুড়ুশ্ + উ          | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| বৈজ্ঞানিক    | বিজ্ঞান + ইক          | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| বৈমাত্র্যেয় | বিমাতৃ + এয়          | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| বৈয়াকরণ     | ব্যাকরণ + অ           | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| ভক্ত         | √ভজ্ + ত              | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| ভৌতিক        | ভূত + ইক              | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| ভূষণ         | √ভূষ্ + অন            | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| ভক্ষণ        | √ভক্ষ্ + অন           | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| ভৃত্য        | √ভৃ + য               | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| ভগামি        | ভগু + আমি             | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| ভক্তি        | √ভজ্ + তি             | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| ভীক          | √ভী + ক               | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| ভিক্ষা       | √ভিক্ষ্ + অ + আ       | কৃৎ প্রত্যয়                  |

ম

| প্রদত্ত শব্দ | প্রকৃতি + প্রত্যয় | প্রত্যয়ের নাম  |
|--------------|--------------------|-----------------|
| মহিমা        | মহৎ + ইমা (ইমন)    | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| মিঠাই        | মিঠা + আই          | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| মৌখিক        | মুখ + ইক           | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| মধুর্য       | মধুর + য           | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| মনীষী        | মনীষ + ই           | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| মনুষ্যত্ব    | মনুষ্য + ত্ব       | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| মূর্খতা      | মূর্খ + তা         | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| মন্তব্য      | √মন্ + তব্য        | কৃৎ প্রত্যয়    |



|            |                    |                 |
|------------|--------------------|-----------------|
| মানবীয়    | মানব + ঈয়         | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| মাতা, মাতৃ | √মা + তৃ           | কৃৎ প্রত্যয়    |
| মুক্ত      | √মুচ্ + ত (ক্ত)    | কৃৎ প্রত্যয়    |
| মোহমান     | √মুহ্ + গিচ্ + মান | কৃৎ প্রত্যয়    |
| মিথ্যাক    | মিথ্যা + উক        | তদ্ধিত প্রত্যয় |
| মিঠা       | মিঠ + আ            | তদ্ধিত প্রত্যয় |

য-হ

| প্রদত্ত শব্দ     | প্রকৃতি + প্রত্যয়      | প্রত্যয়ের নাম                |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| যাচাই            | √যাচ্ + আই              | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| যোদ্ধা           | √যুধ্ + তৃ              | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| যুক্তি           | √যুজ্ + তি              | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| রোগাটিয়া-রোগাটে | রোগা + টিয়া            | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| রমণীয়           | √রম্ + অনীয়/রমণ + ঈয়  | কৃৎ প্রত্যয়/ তদ্ধিত প্রত্যয় |
| রাখাল            | √রাখ্ + আল্             | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| রূপালি           | রূপা + আলি              | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| রুঢ়             | √রুহ্ + ত               | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| রক্ত             | √রন্জ্ + ত              | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| রাজনীতিক         | রাজনীতি + ইক            | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| লালিমা           | লাল + ইমা (ইমন)         | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| লাঠিয়াল/লেঠেল   | লাঠি + আল               | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| লাঙল             | √লঙ্গ্ + অল/√লন্গ্ + অল | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| লালচে            | লাল + সিয়া/চে          | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| লজ্জিত           | লজ্জা + ইত              | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| লঘিষ্ঠ           | লঘু + ইষ্ঠ              | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| লেখক/লিখক        | √লিখ্ + অক              | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| লড়াই            | √লড়্ + আই              | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| লাভ              | √লভ্ + অ                | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| লাঘব             | লঘু + অ (ফ)             | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| লাজুক            | লাজ + উক্               | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| লোভ              | √লুভ্ + অ               | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| লিপ্সু           | √লিপ্স্ + উ             | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| শ্রবণ            | √শ্রব্ + অন             | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| শীতর্ত           | শীত + ঋত                | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| শিক্ষানবিশ       | শিক্ষা + নবিশ           | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| শৈশব             | শিশু + অ                | তদ্ধিত প্রত্যয়               |
| শুষ্ক            | √শুষ্ + ত               | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| শ্রুতি           | √শ্রু + তি              | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| শ্রোতা, শ্রোতৃ   | √শ্রু + তৃ              | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| শোক              | √শুচ্ + অ               | কৃৎ প্রত্যয়                  |
| সাহিত্যিক        | সাহিত্য + ইক            | তদ্ধিত প্রত্যয়               |

বাংলা শব্দগঠন



## প্রকৃতি ও প্রত্যয় সম্পর্কিত প্রশ্ন

উত্তর



বাংলা ভাষায় কৃৎ প্রত্যয়কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

- (i) বাংলা কৃৎ প্রত্যয়:  $\sqrt{\text{কাঁদ}} + \text{অন} = \text{কাঁদন}$ ,  $\sqrt{\text{বাঁধ}} + \text{আ} = \text{বাঁধা}$ ,  $\sqrt{\text{দুল}} + \text{অনা} = \text{দোলনা}$ ,  $\sqrt{\text{ঝল}} + \text{অক} = \text{ঝলক}$  ইত্যাদি।
  - (ii) সংস্কৃত বা তৎসম কৃৎ প্রত্যয়:  $\sqrt{\text{শ্র}} + \text{অন (অনট)} = \text{শ্রবণ}$ ,  $\sqrt{\text{যুধ}} + \text{ত (জ)} = \text{যুদ্ধ}$ ,  $\sqrt{\text{বহ}} + \text{তি (জি)} = \text{উক্তি}$ ,  $\sqrt{\text{মন্}} + \text{তি (জি)} = \text{মতি}$  প্রভৃতি।
- বাংলা ভাষায় তিন ধরনের তদ্ধিত প্রত্যয়ের ব্যবহার রয়েছে। যথা:
- (i) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়:  $\text{ডিঙি} + \text{আ} = \text{ডিঙা}$ ,  $\text{কানু} + \text{আই} = \text{কানাই}$ ,  $\text{পাথর} + \text{ইয়া} = \text{পাথরিয়া}$  >  $\text{পাথুরে}$ ,  $\text{মাটি} + \text{ইয়া} = \text{মাটিয়া}$  >  $\text{মেটে}$  ইত্যাদি।
  - (ii) সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়:  $\text{লঘু} + \text{ফ (অ)} = \text{লাঘব}$ ,  $\text{পরলোক} + \text{ক্ষিক (ইক)} = \text{পারলৌকিক}$ ,  $\text{মধুর} + \text{য} = \text{ইত্যাদি}$ ।
  - (iii) বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়:  $\text{মুসাফির} + \text{খানা} = \text{মুসাফিরখানা}$ ,  $\text{বিবি} + \text{আনা} = \text{বিবিয়ানা}$ ,  $\text{বাড়ি} + \text{ওয়ালা} = \text{বাড়িওয়ালা}$ ,  $\text{জুত} + \text{সই} = \text{জুতসই}$  ইত্যাদি।

### ♦ সম্ভাব্য প্রশ্ন

- ০১। তদ্ধিত প্রত্যয় কাকে বলে? উদাহরণসহ তদ্ধিত প্রত্যয়ের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
- ০২। কৃৎ প্রত্যয় কাকে বলে? অনা, তা, জ, তব্য ও ইন্ প্রত্যয়যোগে দুটি করে শব্দ গঠন কর।

### সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দগঠন



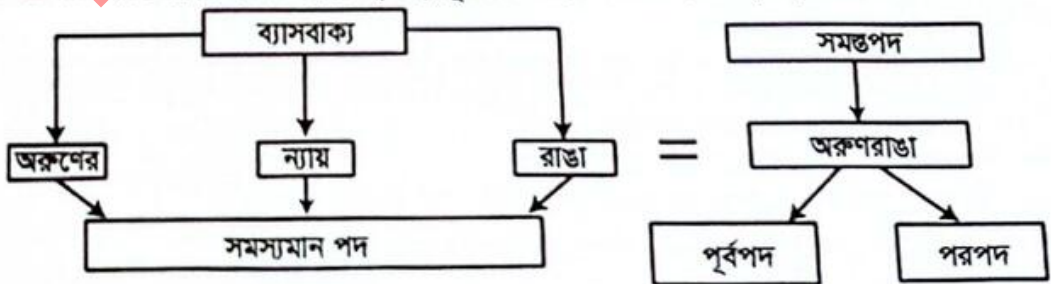
সমাস মানে সংক্ষেপণ; একাধিক পদের একপদীকরণ। এটি ব্যাকরণের রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। শব্দ গঠনের অন্যতম উপায় 'সমাস'। বাক্যমধ্যস্থ শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যেই সমাসের সৃষ্টি। সমাস প্রক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক পদের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টি হয়। তবে সমাস করার সময় দুই বা ততোধিক পদকে একপদ করলেই তা সমাসঘটিত শব্দ হবে না। যেসব পদ নিয়ে সমাস তৈরি হয় তাদের মধ্যে অর্থের মিল এবং পদগুলোর পরস্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকতে হয়, যাতে করে পদগুলোর দ্বারা একটি বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায়।

**সংজ্ঞা:** সম্বন্ধ রয়েছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে।

➤ সমাসের রীতি বাংলায় এসেছে- সংস্কৃত থেকে।

➤ সমাসের পরিভাষাসমূহ:

- (i) **সমস্তপদ:** সমাসবদ্ধ বা সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্তপদ।
- (ii) **ব্যাসবাক্য:** সমাসবদ্ধ পদটিকে বিশ্লেষণ করলে যে বাক্যটি পাওয়া যায়, তাকে ব্যাসবাক্য বলে।
- (iii) **সমস্যমান পদ:** যেসব পদ নিয়ে সমাস হয় অর্থাৎ, ব্যাসবাক্যের প্রতিটি পদকে আলাদাভাবে সমস্যমান পদ বলে।
- (iv) **পূর্বপদ ও পরপদ:** সমস্তপদের প্রথম অংশকে (শব্দ) পূর্বপদ এবং শেষের অংশকে (শব্দ) উত্তরপদ বা পরপদ বলে।



এখানে, 'অক্রণের ন্যায় রাঙা = অক্রণরাঙা' সমাস প্রক্রিয়ায় 'অক্রণের ন্যায় রাঙা' - ব্যাসবাক্য, 'অক্রণরাঙা' - সমস্তপদ; ন্যায়, রাঙা প্রতিটি পদ আলাদাভাবে সমস্যমান পদ এবং 'অক্রণ' - পূর্বপদ ও 'রাঙা' - পরপদ বা উত্তর পদ।

➤ ব্যাসবাক্যের আরেক নাম- **বিগ্রহ-বাক্য বা সমাস-বাক্য**।

### সমাসের শ্রেণিবিভাগ

দুটি পদের অর্থের প্রাধান্য, পূর্বপদের বিভক্তি থাকা না থাকা, অব্যয়ের ভূমিকা প্রভৃতির ভিত্তিতে সমাসকে মূলত ছয় ভাগে হয়েছে। যেমন: **দ্বন্দ্ব**, **কর্মধারয়**, **তৎপুরুষ**, **বহুব্রীহি**, **দ্বিগু** ও **অব্যয়ীভাব**।



## দ্বন্দ্ব সমাস

‘দ্বন্দ্ব’ শব্দের দুটো অর্থ— সংঘাত ও মিলন। সমাসের ক্ষেত্রে ‘মিলন’ অর্থটাই গৃহীত হয়। যে সমাসে দুই বা ততোধিক পদের মিলন হয় এবং সমস্যমান প্রত্যেক পদের অর্থই প্রধান থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। এই সমাসে ব্যাসবাক্য তৈরি করার জন্য ‘এবং’, ‘ও’, ‘আর’, ইত্যাদি যোজক শব্দের সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন:

মা ও বাবা = মা-বাবা

দা ও কুমড়া = দা-কুমড়া

এখানে, ‘মা ও বাবা’ বলতে ‘মা-বাবা’ উভয়কে এবং ‘দা ও কুমড়া’ বলতে ‘দাকুমড়া’ উভয়কেই বোঝায়।

**সংজ্ঞা:** সংযোজক অব্যয় অর্থাৎ যোজক লোপ পেয়ে এবং উভয় পদের (পূর্বপদ ও পরপদ) অর্থেরই প্রাধান্য বজায় রেখে যে সমাস হয়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

## ❖ দ্বন্দ্ব সমাস বিভিন্ন প্রকারে সাধিত হয়:

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| মিলনার্থক শব্দযোগে             | মা-বাবা, মাসি-পিসি, জিন-পরি, চা-বিস্কুট ইত্যাদি।                          |
| বিরোধার্থক শব্দযোগে            | দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি।                                  |
| সমার্থক শব্দযোগে               | হাট-বাজার, কল-কারখানা, মোটর-মৌলভি, খাতা-পত্র ইত্যাদি।                     |
| বিপরীতার্থক শব্দযোগে           | সাদা-কালো, আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোটো-বড়ো, ছেলে-বুড়ো, লাভ-লোকসান ইত্যাদি। |
| প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে | কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়্যা, ধুতি-চাদর ইত্যাদি।                 |
| অঙ্গবাচক শব্দযোগে              | হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, মাথা-মুণ্ড, নাক-মুখ ইত্যাদি।                    |
| সংখ্যাবাচক শব্দযোগে            | সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, সাত-সতের, উনিশ-বিশ ইত্যাদি।                            |
| দুটি সর্বনামযোগে               | যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, তুমি-আমি, এখানে-সেখানে ইত্যাদি।                    |
| দুটি ক্রিয়াযোগে               | দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা, দেওয়া-থোওয়া ইত্যাদি।                   |
| দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে        | ধীরে-সুস্থে, আগে-পাছে, আকারে-ইঙ্গিতে ইত্যাদি।                             |
| দুটি বিশেষণযোগে                | ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, বাকি-বকেয়া ইত্যাদি।                         |

## ❖ দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেণিবিভাগ: দ্বন্দ্ব সমাস নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে।

| দ্বন্দ্ব সমাস                      | সংজ্ঞা                                                                                                                                    | উদাহরণ                                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সাধারণ দ্বন্দ্ব                    | একাধিক পদের একত্র অবস্থানে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে সাধারণ দ্বন্দ্ব সমাস বলে।                                                               | কালি ও কলম = কালিকলম;<br>লতা ও পাতা = লতাপাতা ইত্যাদি।                                                                      |
| মিলনার্থক দ্বন্দ্ব                 | একাধিক পদের মিলন বোঝাতে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে মিলনার্থক দ্বন্দ্ব বলে।                                                                    | চা ও বিস্কুট = চা-বিস্কুট; মা ও বাবা = মা-বাবা;<br>জিন ও পরি = জিন-পরি।                                                     |
| সহঙ্গবাচক দ্বন্দ্ব                 | যে দ্বন্দ্ব সমাসে সহঙ্গ বোঝায় তাকে সহঙ্গবাচক দ্বন্দ্ব বলে।                                                                               | দম (জায়া) ও পতি = দম্পতি;<br>মাতা ও পিতা = মাতাপিতা।                                                                       |
| সমার্থক দ্বন্দ্ব                   | দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ একই অর্থ বহন করলে তাকে সমার্থক দ্বন্দ্ব বলে।                                                             | লজ্জা ও শরম = লজ্জাশরম; হাট ও বাজার;<br>হাটবাজার, ঘর ও বাড়ি = ঘরবাড়ি।                                                     |
| বিরোধার্থক বা বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব | দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্বপদ ও পরপদ বিপরীত অর্থ বহন করলে তাকে বিরোধার্থক বা বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব বলে।                                          | আকাশ ও পাতাল = আকাশপাতাল, আসল ও নকল<br>= আসলনকল, গুরু ও শিষ্য = গুরুশিষ্য, দিন ও রাত<br>= দিনরাত, ধনী ও দরিদ্র = ধনীদরিদ্র। |
| একশেষ দ্বন্দ্ব                     | যে দ্বন্দ্ব সমাসে প্রধান পদটি অবশিষ্ট থেকে অন্য পদের লোপ হয় এবং শেষ পদ অনুসারে যখন শব্দের রূপ নির্ধারিত হয় তখন তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। | সে, তুমি ও আমি = আমরা, তিনি ও আপনি = আপনার<br>সে ও তুমি = তোমরা। এরূপ: আপনাদের, আমাদের<br>তোমাদের, তেঁরা ইত্যাদি।           |
| অলুক দ্বন্দ্ব                      | যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলোর বিভক্তি লোপ পায় না তাকে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস বলে।                                                       | কোপে ও কাড়ে = কোপেকাড়ে, পথে ও প্রবাসে<br>পথেপ্রবাসে, দুধে ও ভাতে = দুধেভাতে।                                              |
| বহুপদী দ্বন্দ্ব                    | তিন বা বহুপদ মিলে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব বলে।                                                                             | তেল, নুন ও লাকড়ি = তেল-নুন-লাকড়ি; রূপ, রস<br>শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ = রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ।                               |



**কর্মধারয় সমাস**

যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন:

| ব্যাসবাক্য      | সমস্তপদ    |
|-----------------|------------|
| নীল যে পদ্ম     | নীলপদ্ম    |
| শান্ত অথচ শিষ্ট | শান্তশিষ্ট |
| কাঁচা অথচ মিঠা  | কাঁচামিঠা  |

❖ কর্মধারয় সমাসের গঠন:

| গঠন             | উদাহরণ                         |
|-----------------|--------------------------------|
| বিশেষ্য+বিশেষ্য | দাদাভাই, মৌলভিসাহেব, খোকাবাবু। |
| বিশেষ্য+বিশেষণ  | আলুসিদ্ধ, হলুদবাটা, মাছভাজা।   |
| বিশেষণ+বিশেষণ   | কাঁচাপাকা, চালাকচতুর, দীনহীন।  |
| বিশেষণ+বিশেষ্য  | খাসমহল, কাঁচকলা, সুকীর্তি।     |

❖ কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়:

- ❖ দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝালে। যেমন: যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর।
- ❖ দুটি বিশেষ্য পদে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে। যেমন: যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজসাহেব।
- ❖ কার্যে পরস্পরা বোঝাতে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন: আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়ামোছা।
- ❖ পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারয় সমাসে সেটি পুরুষ বাচক হয়। যেমন: সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা, মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি।
- ❖ বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে, 'মহৎ' ও 'মহান' এর স্থানে 'মহা' হয়। যেমন: মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান, মহান যে নবি = মহানবি।
- ❖ পূর্বপদে 'কু' বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে 'কু' এর স্থানে 'কদ' হয়। যেমন: কু যে অর্থ = কদর্থ, কু যে আচার = কদাচার।
- ❖ পরপদে 'রাজা' শব্দ থাকলে কর্মধারয় সমাসে 'রাজ' হয়। যেমন: মহান যে রাজা = মহারাজ।
- ❖ বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে সমস্তপদে কখনো কখনো বিশেষণ পরে আসে এবং বিশেষ্য আগে যায়। যেমন: সি যে আলু = আলুসিদ্ধ; অধম যে নর = নরাধম।

❖ কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ:

- ❖ কর্মধারয় সমাসকে নিম্নোক্ত কয়েক প্রকারে ভাগ করা যায়:

০১। সাধারণ কর্মধারয় সমাস: মধ্যপদলোপী, উপমান, উপমিত, রূপক কর্মধারয় সমাস ছাড়া অন্যান্য কর্মধারয় সমাস সাধারণ কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ্য ও বিশেষণের অবস্থান অনুযায়ী কতিপয় সাধারণ কর্মধারয় সমাস নিম্নরূপ:

❖ বিশেষ্য+বিশেষ্য:

| ব্যাসবাক্য             | সমস্তপদ    | ব্যাসবাক্য           | সমস্তপদ  |
|------------------------|------------|----------------------|----------|
| যিনি দাদা তিনিই ভাই    | দাদাভাই    | যিনি লাট তিনিই সাহেব | লাটসাহেব |
| যিনি মৌলভি তিনিই সাহেব | মৌলভিসাহেব | যিনি দেব তিনিই ঋষি   | দেবর্ষি  |
| যিনি দাদা তিনিই ঠাকুর  | দাদাঠাকুর  | যিনি জজ তিনিই সাহেব  | জজসাহেব  |

এরূপ: খোকাবাবু, খানসাহেব, ভুলোক, গুরুদেব, গিল্মিয়া, ডাক্তারসাহেব, ঢাকানগরী, গুকতারা, দাদাশুগুর, ঠাকুরমশাই, জজ ইত্যাদি।

❖ বিশেষ্য+বিশেষণ:

| ব্যাসবাক্য   | সমস্তপদ  | ব্যাসবাক্য     | সমস্তপদ    |
|--------------|----------|----------------|------------|
| সিদ্ধ যে আলু | আলুসিদ্ধ | ভাজা যে মাছ    | মাছভাজা    |
| বাটা যে হলুদ | হলুদবাটা | উত্তম যে নর    | নরোত্তম    |
| অধম যে নর    | নরাধম    | পোড়া যে বেগুন | বেগুনপোড়া |

এরূপ: চালভাজা, পটলভাজা, লঙ্কাবাটা, চালঝাড়া ইত্যাদি।



➤ বিশেষণ + বিশেষণ:

| ব্যাসবাক্য           | সমস্তপদ   | ব্যাসবাক্য       | সমস্তপদ  |
|----------------------|-----------|------------------|----------|
| যে চালাক সেই চতুর    | চালাকচতুর | যা গরম তাই ভাজা  | গরমভাজা  |
| যিনি সুস্থ তিনিই সবল | সুস্থসবল  | যে দীন সেই হীন   | দীনহীন   |
| যা কঠিন তাই কোমল     | কঠিনকোমল  | যা বাঁধা তাই ধরা | বাঁধাধরা |
| যা কাঁচা তাই পাকা    | কাঁচাপাকা | যা মিঠে তাই কড়া | মিঠেকড়া |

এরূপ: অন্নমধুর, কাঁচামিঠা, গণ্যমান্য, গুরুমশাই, গাড়নীল, দীনদরিদ্র, দীনদুঃখী, ভীষণসুন্দর, মোটাতাজা, সহজসরল, সাদাকালো, স্নিগ্ধসজল, ফুটপুট ইত্যাদি।

➤ বিশেষণ + বিশেষ্য:

| ব্যাসবাক্য   | সমস্তপদ | ব্যাসবাক্য    | সমস্তপদ  |
|--------------|---------|---------------|----------|
| কাঁচা যে কলা | কাঁচকলা | দুঃ যে অবস্থা | দুরবস্থা |
| দুঃ যে শাসন  | দুঃশাসন | মহৎ যে আত্মা  | মহাত্মা  |
| ঝরা যে পাতা  | ঝরাপাতা | গুণি যে জন    | গুণিজন   |
| মহৎ যে নগর   | মহানগর  | সৎ যে কর্ম    | সৎকর্ম   |

এরূপ: সুকীর্তি, সুখ্যাতি, কুশাসন, ক্ষুধিতপাষণ, খাস-কামরা ইত্যাদি।

০২। মধ্যপদলোপী কর্মধারয়: যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে।

| ব্যাসবাক্য               | সমস্তপদ        | ব্যাসবাক্য             | সমস্তপদ       |
|--------------------------|----------------|------------------------|---------------|
| সিংহ চিহ্নিত আসন         | সিংহাসন        | জয় সূচক ধ্বনি         | জয়ধ্বনি      |
| সাহিত্য বিষয়ক সভা       | সাহিত্যসভা     | প্রবাল নির্মিত প্রাচীর | প্রবালপ্রাচীর |
| পদ্মা নামক নদী           | পদ্মানদী       | স্বর্ণ নির্মিত অলংকার  | স্বর্ণালংকার  |
| জ্যোতিষ সম্পর্কিত বিদ্যা | জ্যোতির্বিদ্যা | বাস্প চালিত যান        | বাস্পযান      |
| অষ্ট অধিক দশ             | অষ্টাদশ        | দুধ মিশ্রিত ভাত        | দুধভাত        |

এরূপ: ইগলপাখি, উটপাখি, উল্কাপিণ্ড, খড়িমাটি, কলিযুগ, কাষ্ঠফলক, কুশপুত্তলিকা, পত্রপুট, লৌহপিঞ্জর, জলভাত, দুধভাত, শিক্ষামন্ত্রী, পূর্তবিভাগ, খাদ্য-মন্ত্রণালয়, গতিবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, জীববিদ্যা, নৃতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, জয়পতাকা, ঘোষণাপত্র, দানপত্র, যতিচিহ্ন, প্রমাণপত্র, বিজয়োৎসব, ভবিষ্যদ্বাণী, নৌবিভাগ, প্রীতি-উপহার, গণতন্ত্র, মোটরযান, ঘিভাত, মানিব্যাগ ইত্যাদি।

❖ উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সম্পর্কিত পরিভাষাসমূহ:

- ✓ উপমা- তুলনা।
- ✓ উপমান- তুলনীয় বস্তু অর্থাৎ যার সঙ্গে তুলনা করা হয়। মূলত এ পদটি পরোক্ষ বা সামনে অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তি বা বস্তু
- ✓ উপমেয়: যাকে উপমিত বা তুলনা করা হয়। এই পদটি সাধারণত প্রত্যক্ষ ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে।
- ✓ সাধারণ ধর্ম: ব্যাসবাক্য ও সমস্তপদের বিশেষণবাচক পদটিকে সাধারণ ধর্ম বা গুণ বলা হয়।

ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণকেশ।

ব্যাখ্যা: এখানে ভ্রমর হলো পরোক্ষ বস্তু, এই ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেশ বা চুলের সঙ্গে। তাই ভ্রমর উপমান পদ।

শব্দটি প্রত্যক্ষ বা চোখের সামনে উপস্থিত বস্তু, এই কেশকে তুলনা করা হয়েছে ভ্রমরের সঙ্গে। এটি উপমেয় পদ। আর সাধারণ ধর্ম বা গুণবাচক পদ।





০৩। উপমান কর্মধারয়: সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। এটি সমাসে পূর্বপদ বিশেষ্য এবং পরপদটি বিশেষণ হয়। যথা:

| ব্যাসবাক্য           | সমস্তপদ    | ব্যাসবাক্য          | সমস্তপদ   |
|----------------------|------------|---------------------|-----------|
| অরুণের ন্যায় রাত্তা | অরুণরাত্তা | কুসুমের ন্যায় কোমল | কুসুমকোমল |
| তুষারের ন্যায় শুভ্র | তুষারশুভ্র | দৌহের ন্যায় কঠিন   | দৌহকঠিন   |
| দুষ্কের ন্যায় ধবল   | দুষ্কধবল   | নিমের ন্যায় তেতো   | নিমতেতো   |

বি.প্র.: উপমান কর্মধারয় সমাসে উপমেয় পদ বা প্রত্যক্ষ বস্তুটির উল্লেখ থাকে না।

০৪। উপমিত কর্মধারয়: সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। এ সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে। এই সমাসে দুটি পদই বিশেষ্য হয় এবং সাধারণ ধর্মবাচক পদের উল্লেখ থাকে না। এ ক্ষেত্রে সাধারণ গুণটিকে অনুমান করে নিতে হয়।

| ব্যাসবাক্য          | সমস্তপদ   | ব্যাসবাক্য                   | সমস্তপদ  |
|---------------------|-----------|------------------------------|----------|
| মুখ চন্দ্রের ন্যায় | চন্দ্রমুখ | বাহু লতার ন্যায়             | বাহুলতা  |
| পুরুষ সিংহের ন্যায় | সিংহপুরুষ | কর (হাত) কমলের (পদ্ম) ন্যায় | করকমল    |
| সোনার মতো মুখ       | সোণামুখ   | অধর পল্লবের ন্যায়           | অধরপল্লব |
| মুখ পদ্মের ন্যায়   | মুখপদ্ম   | মুখ হাড়ির ন্যায়            | হাড়িমুখ |

এরূপ: করপল্লব, চরণকমল, চরণপদ্ম, চাঁদবদন, চাঁদমুখ, নয়নপদ্ম ইত্যাদি।

০৫। রূপক কর্মধারয় সমাস: উপমান ও উপমেয়কে অভিন্ন কল্পনা করে উপমান ও উপমেয় পদের যে সমাস হয় তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। সমস্যমান পদে ‘রূপ’ অথবা ‘ই’ যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়।

| ব্যাসবাক্য     | সমস্তপদ   | ব্যাসবাক্য     | সমস্তপদ   |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| প্রাণ রূপ পাখি | প্রাণপাখি | কাল রূপ স্রোত  | কালস্রোত  |
| মন রূপ মাঝি    | মনমাঝি    | ক্রোধ রূপ অনল  | ক্রোধানল  |
| কাল রূপ রাত্রি | কালরাত্রি | জ্ঞান রূপ আলোক | জ্ঞানালোক |
| কাল রূপ সর্প   | কালসর্প   | জীবন রূপ তরী   | জীবনতরী   |
| দেশ রূপ মাতৃকা | দেশমাতৃকা | ভবরূপ নদী      | ভবনদী     |

এরূপ: কালচক্র, দেহপিঞ্জর, দেহঘড়ি, জ্ঞানবৃক্ষ, প্রাণবায়ু, বিদ্যাধন, বিদ্যারত্ন, বিষাদসিঞ্চ, ভক্তিসুধা, ভবসিঞ্চ, মনবিহঙ্গ, শোকসিঞ্চ, সংসারসমুদ্র, হৃদয়পদ্ম, হৃদয়পিঞ্জর ইত্যাদি।

### ৬ কর্মধারয় সমাস নির্ণয়ের সহজ উপায়

এ সমাসে প্রথম পদটি দ্বিতীয় পদটির বিশেষণরূপে অবস্থান করে (এমনকি বিশেষণ পদ না হয়েও) এবং সমস্তপদে দ্বিতীয় বা পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। যেমন: নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম – বলতে একটি বিশেষ ধরনের পদ্মকে বোঝায়, যার রং নীল। এখানে নীলপদ্ম শব্দটি দ্বারা এর প্রথম অংশ ‘নীল’ রংকে বোঝানো হচ্ছে না, পরবর্তী অংশকে (পদ্মকে) বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ পরপদের অর্থ প্রাধান্য পাচ্ছে। আবার ‘পদ্ম’ শব্দটির বিশেষণ হিসেবেও ‘নীল’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

### ৬ উপমান বনাম উপমিত

সমস্তপদের প্রথম অংশ বিশেষ্য ও পরের অংশ বিশেষণ হলে সেটি উপমান কর্মধারয় সমাস। যেমন: ভ্রমরকৃষ্ণ – সমস্তপদে ভ্রমর বিশেষ্য এবং কৃষ্ণ (কালো) বিশেষণ। সুতরাং, এটি উপমান কর্মধারয় সমাস।

সমস্ত পদের দুটি অংশই বিশেষ্য পদ হলে সেটি উপমিত কর্মধারয় সমাস। যেমন: চাঁদমুখ – সমস্ত পদের ‘চাঁদ এবং মুখ’ – দুটি পদই বিশেষ্য বলে এটি উপমিত কর্মধারয় সমাস।



তৎপুরুষ সমাস

সজ্ঞা: পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যে কোনো বিভক্তি থাকতে পারে; আর পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এদের নামকরণ হয়। যেমন: নিপদকে আপন্ন = নিপদাপন্ন। এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়েছে বলে এর নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস।

❖ তৎপুরুষ সমাসের প্রকারভেদ:

তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার: দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নঞ, উপপদ ও অলুক তৎপুরুষ সমাস।

- ০১। দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে, যেমন:

| ব্যাসবাক্য     | সমস্তপদ     | ব্যাসবাক্য   | সমস্তপদ   |
|----------------|-------------|--------------|-----------|
| দুঃখকে প্রাপ্ত | দুঃখপ্রাপ্ত | শোককে অতীত   | শোকাতীত   |
| ভাতকে রোধা     | ভাতরোধা     | বিপদকে আপন্ন | বিপদাপন্ন |

- ব্যাপ্তি অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন:

| ব্যাসবাক্য            | সমস্তপদ | ব্যাসবাক্য                 | সমস্তপদ     |
|-----------------------|---------|----------------------------|-------------|
| চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী | চিরসুখী | ক্ষণকাল ধরে স্থায়ী/ব্যাপী | ক্ষণস্থায়ী |

- এরকম: চিরকৃতজ্ঞ, চিরবধিগত, চিরবসন্ত, চিরশত্রু ইত্যাদি।

- ০২। তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন:

| ব্যাসবাক্য     | সমস্তপদ | ব্যাসবাক্য        | সমস্তপদ   |
|----------------|---------|-------------------|-----------|
| মন দিয়ে গড়া  | মনগড়া  | শ্রম দ্বারা লব্ধ  | শ্রমলব্ধ  |
| মধু দিয়ে মাখা | মধুমাখা | বিদ্যা দ্বারা হীন | বিদ্যাহীন |

- উন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন:

| ব্যাসবাক্য         | সমস্তপদ    | ব্যাসবাক্য        | সমস্তপদ   |
|--------------------|------------|-------------------|-----------|
| এক দ্বারা উন       | একোন       | বিদ্যা দ্বারা হীন | বিদ্যাহীন |
| জ্ঞান দ্বারা শূন্য | জ্ঞানশূন্য | পাঁচ দ্বারা কম    | পাঁচকম    |

- কখনো কখনো সমস্যাযুক্ত পদে 'দ্বারা' বিভক্তির পরিবর্তে সমস্তপদে 'এ' বিভক্তির আগমন ঘটে। এ জাতীয় সমাসের আলোচনা সাধারণত অলুক তৎপুরুষ সমাসের আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন:

| ব্যাসবাক্য       | সমস্তপদ   | ব্যাসবাক্য      | সমস্তপদ  |
|------------------|-----------|-----------------|----------|
| তেল দ্বারা ভাজা  | তেলেভাজা  | কল দ্বারা ছাঁটা | কলেছাঁটা |
| তাঁত দ্বারা বোনা | তাঁতেবোনা | হাত দ্বারা কাটা | হাতেকাটা |

- উপকরণবাচক বিশেষ্য পদ পূর্বপদে বসলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন:

| ব্যাসবাক্য           | সমস্তপদ      | ব্যাসবাক্য        | সমস্তপদ   |
|----------------------|--------------|-------------------|-----------|
| স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত | স্বর্ণমণ্ডিত | হীরক দ্বারা খচিত  | হীরকখচিত  |
| চন্দন দ্বারা চর্চিত  | চন্দনচর্চিত  | রত্ন দ্বারা শোভিত | রত্নশোভিত |

- ০৩। চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন:

| ব্যাসবাক্য         | সমস্তপদ    | ব্যাসবাক্য           | সমস্তপদ    |
|--------------------|------------|----------------------|------------|
| আরামের জন্য কেদারা | আরামকেদারা | বসতের নিমিত্তে বাড়ি | বসতবাড়ি   |
| গুরুকে ভক্তি       | গুরুভক্তি  | বিয়ের জন্য পাগলা    | বিয়েপাগলা |



- ০৪। পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন:

| ব্যাসবাক্য       | সমস্তপদ    | ব্যাসবাক্য      | সমস্তপদ   |
|------------------|------------|-----------------|-----------|
| খাঁচা থেকে ছাড়া | খাঁচাছাড়া | বিপাত থেকে ফেরত | বিপাতফেরত |
| গদি থেকে চ্যুত   | গদিচ্যুত   | দল থেকে ছুট     | দলছুট     |

কোনো কোনো সময় পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে 'এর', 'চেয়ে' ব্যবহৃত হয়। যেমন: পরানের চেয়ে প্রিয় = পরানপ্রিয়।

- ০৫। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন:

| ব্যাসবাক্য   | সমস্তপদ  | ব্যাসবাক্য   | সমস্তপদ   |
|--------------|----------|--------------|-----------|
| চায়ের বাগান | চাবাগান  | খেয়ার ঘাট   | খেয়াঘাট  |
| রাজার পুত্র  | রাজপুত্র | ছাত্রের সমাজ | ছাত্রসমাজ |

- ❖ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়:

- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে 'রাজা' হলে 'রাজ', পিতা, মাতা, ভ্রাতা শব্দগুলোর হলে যথাক্রমে 'পিতৃ', 'মাতৃ', 'ভ্রাতৃ' হয়। যেমন: গজনির রাজা = গজনিরাজ, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, পিতার ধন = পিতৃধন, মাতার সেবা = মাতৃসেবা, ভ্রাতার স্নেহ = ভ্রাতৃস্নেহ, পুত্রের বধু = পুত্রবধু ইত্যাদি।
- পরপদে সহ, তুল্য, নিভ, প্রায়, প্রতিম এসব শব্দ থাকলেও ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: পত্নীর সহ = পত্নীসহ, কন্যার সহ কন্যাসহ, সহোদরের প্রতিম = সহোদরপ্রতিম/সোদরপ্রতিম ইত্যাদি।
- কালের কোনো অংশবোধক শব্দ পরে থাকলে তা পূর্বে বসে। যথা: অহের (দিনের) পূর্বভাগ = পূর্বাহ্ন।
- পরপদে রাজি, গ্রাম, বৃন্দ, গণ, যুথ প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা: ছাত্রের বৃন্দ = ছাত্রবৃন্দ, গুণের গ্রাম = গুণগ্রাম, হস্তীর যুথ = হস্তীযুথ ইত্যাদি।
- অর্ধ শব্দ পরপদ হলে সমস্তপদে তা পূর্বপদ হয়। যেমন: পথের অর্ধ = অর্ধপথ, দিনের অর্ধ = অর্ধদিন।
- শিশু, দুগ্ধ ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে স্ত্রীবাচক পূর্বপদ পুরুষবাচক হয়। যেমন: মৃগীর শিশু = মৃগশিশু, ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ ইত্যাদি।
- ব্যাসবাক্যে 'রাজা' শব্দ পরে থাকলে সমস্তপদে তা আগে আসে। যেমন: পথের রাজা = রাজপথ, হাঁসের রাজা = রাজহাঁস।
- অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস: ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, হাতের পাঁচ, মামার বাড়ি, সাপের পা, মনের মানুষ, কলের গান ইত্যাদি। কিন্তু, ভ্রাতার পুত্র = ভ্রাতৃপুত্র (নিপাতনে সিদ্ধ)।

- ০৬। সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন:

| ব্যাসবাক্য | সমস্তপদ | ব্যাসবাক্য    | সমস্তপদ    |
|------------|---------|---------------|------------|
| গাছে পাকা  | গাছপাকা | দিবায় নিদ্রা | দিবানিদ্রা |
| বাকে পটু   | বাকপটু  | তালে কানা     | তালকানা    |

- সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে কখনো কখনো ব্যাসবাক্যের পূর্বপদটি পরে বসে। যেমন: অভূতপূর্ব = পূর্বে অভূত; ভূতপূর্ব = পূর্বে ভূত, অদৃষ্টপূর্ব = পূর্বে অদৃষ্ট ইত্যাদি।

- ০৭। নঞ তৎপুরুষ সমাস: না বাচক নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে। নঞ তৎপুরুষ সমাসে নঞ-এর অর্থ- না। নঞ-এর আদি উচ্চারণ নং বা নইং। নঞর্থক অব্যয়গুলো হলো- নয়, না, নেই, অ, অনা, আ, গর, ন, নি, বি, বে ইত্যাদি। যথা:

| ব্যাসবাক্য | সমস্তপদ | ব্যাসবাক্য | সমস্তপদ |
|------------|---------|------------|---------|
| নয় জানা   | অজানা   | নেই অভ্যাস | অনভ্যাস |
| নয় অধিক   | অনধিক   | নয় ধোয়া  | আধোয়া  |



- ❖ নঞ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ:
- পূর্বপদে অ: অকাতর, অকথ্য, অকপট, অকেজো, অক্ষম, অক্ষুণ্ণ, অখ্যাত, অচল, অচেনা, অনিবার্য, অফুরন্ত, অপরিণত, অব্যক্ত, অমান, অভয়, অভদ্র, অসময় ইত্যাদি।
- পূর্বপদে অন/অনা: অনুদার, অনভিজ্ঞ, অনশন, অনাকাঙ্ক্ষিত, অনাদি, অনাবশ্যক, অনাবৃষ্টি, অনাহত, অনিচ্ছা, অনিষ্ট, অনুর্বর ইত্যাদি।
- পূর্বপদে আ: আলুনি, আকাঁড়া, আগাছা ইত্যাদি।
- পূর্বপদে গর: গরমিল, গরহাজির, গররাজি ইত্যাদি।
- পূর্বপদে ন/না: নাতিদীর্ঘ, নাবালক, নাখোশ, না-জানা, না-বলা, নাছোড়বান্দা, নারাজ, না-মঞ্জুর ইত্যাদি।
- পূর্বপদে নি/নির: নিখুঁত, নিরাশা, নিরামিষ, নিরুৎসাহ ইত্যাদি।
- পূর্বপদে বি/বে: বিদেশ, বিপাক, বেআইনি, বেকায়দা, বেজোড়, বেসরকারি, বেহিসাব ইত্যাদি।

০৮। উপপদ তৎপুরুষ সমাস: কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন:

| ব্যাসবাক্য       | সমস্তপদ  | ব্যাসবাক্য     | সমস্তপদ |
|------------------|----------|----------------|---------|
| অগ্রে গমন করে যে | অগ্রগামী | ধামা ধরে যে    | ধামাধরা |
| ছেলে ধরে যে      | ছেলেধরা  | অগ্রে জন্মে যে | অগ্রজ   |
| জলে চরে যা       | জলচর     | পক্ষে জন্মে যা | পক্ষজ   |

০৯। অলুক তৎপুরুষ সমাস: যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: কল দ্বারা ছাটা = কলেছাটা (অলুক তৃতীয়া), খেলার জন্য মাঠ = খেলার মাঠ (অলুক চতুর্থী), খবরের কাগজ (অলুক ষষ্ঠী), গায়ে পড়া, গায়েপড়া (অলুক সপ্তমী)।

[দ্রষ্টব্য: গায়ে-হলুদ, হাতেখড়ি প্রভৃতি সমস্তপদে পরপদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় না অর্থাৎ হলুদ বা খড়ি বোঝায় না, অলুক বিশেষকে বোঝায়। সুতরাং এগুলো অলুক তৎপুরুষ নয়, অলুক বহুব্রীহি সমাস।]

❖ অলুক দ্বন্দ্ব বনাম অলুক তৎপুরুষ:

#### Exclusive

অলুক দ্বন্দ্ব: সমস্ত পদে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ের অর্থের প্রাধান্য থাকলে এবং উভয়পদে বিভক্তি যুক্ত থাকলে সেটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন: বনে-জঙ্গলে, দুধে-ভাতে।

অলুক তৎপুরুষ: যে সমাসের পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় এবং কেবল পূর্বপদে বিভক্তি যুক্ত থাকে- সেটি অলুক তৎপুরুষ সমাস। যেমন: তেলে-ভাজা, পোকায়-কাটা।

#### বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে সমসামান্য পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি। এখানে 'বহু (অনেক)' কিংবা 'ব্রীহি (ধান)' কোনোটিরই অর্থের প্রাধান্য না পেয়ে যার বহু আছে এমন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে।

❖ বহুব্রীহি সমাসের কতিপয় বৈশিষ্ট্য:

➤ বহুব্রীহি সমাসে সাধারণত যে, যিনি, যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যাসবাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা:

| ব্যাসবাক্য          | সমস্তপদ       | ব্যাসবাক্য     | সমস্তপদ   |
|---------------------|---------------|----------------|-----------|
| আয়ত লোচন যার       | আয়তলোচনা     | মহান আত্মা যার | মহাত্মা   |
| স্বচ্ছ সলিল যার     | স্বচ্ছসলিলা   | নীল বসন যার    | নীলবসনা   |
| স্থির প্রতিজ্ঞা যার | স্থিরপ্রতিজ্ঞ | ধীর বুদ্ধি যার | ধীরবুদ্ধি |

➤ 'সহ' কিংবা 'সহিত' শব্দের সঙ্গে অন্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে 'সহ' ও 'সহিত' এর স্থলে 'স' হয়। যেমন:

| ব্যাসবাক্য       | সমস্তপদ | ব্যাসবাক্য            | সমস্তপদ  |
|------------------|---------|-----------------------|----------|
| বান্ধবসহ বর্তমান | সবান্ধব | স্ত্রীর সহিত বর্তমান  | সস্ত্রীক |
| সহ উদর যার       | সহোদর   | কল্যাণের সহিত বর্তমান | সকল্যাণ  |

এরূপ: সফল, সদর্প, সজল, সলজ্জ ইত্যাদি।



- বহুব্রীহি সমাসে পরপদে মাতৃ, পত্নী, পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি শব্দ থাকলে এ শব্দগুলোর সঙ্গে ক যুক্ত হয়। যেমন:

| ব্যাসবাক্য                 | সমস্তপদ  | ব্যাসবাক্য           | সমস্তপদ |
|----------------------------|----------|----------------------|---------|
| নদী মাতা (মাতৃ) যার        | নদীমাতৃক | স্ত্রীর সহিত বর্তমান | সদ্বীক  |
| বি (বিগত) হয়েছে পত্নী যার | বিপত্নীক | অ (নেই) পুত্র যার    | অপুত্রক |

- বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদে 'অক্ষি' শব্দের স্থলে 'অক্ষ' এবং 'নাভি' শব্দ স্থলে 'নাভ' হয়। যেমন:

| ব্যাসবাক্য             | সমস্তপদ | ব্যাসবাক্য       | সমস্তপদ  |
|------------------------|---------|------------------|----------|
| কমলের ন্যায় অক্ষি যার | কমলাক্ষ | উর্গা নাভিতে যার | উর্গানাভ |
| পদ্ম নাভিতে যার        | পদ্মনাভ |                  |          |

- বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'জায়া' শব্দের স্থানে 'জানি' হয় এবং পূর্বপদের কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন:

✓ যুবতি জায়া যার = যুবজানি (যুবতি স্থলে 'যুব' এবং 'জায়া' স্থলে 'জানি' হয়েছে)।

- বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'চূড়া' শব্দ সমস্ত পদে 'চূড়' এবং 'কর্ম' শব্দ সমস্তপদে 'কর্মা' হয়। যেমন:

| ব্যাসবাক্য       | সমস্তপদ    | ব্যাসবাক্য       | সমস্তপদ      |
|------------------|------------|------------------|--------------|
| চন্দ্র চূড়া যার | চন্দ্রচূড় | বিচিত্র কর্ম যার | বিচিত্রকর্মা |

- বহুব্রীহি সমাসে 'সমান' শব্দের স্থানে 'স' এবং 'সহ' হয়। যেমন:

| ব্যাসবাক্য    | সমস্তপদ | ব্যাসবাক্য   | সমস্তপদ |
|---------------|---------|--------------|---------|
| সমান কর্মী যে | সহকর্মী | সমান উদর যার | সহোদর   |
| সমান বর্ণ যার | সমবর্ণ  |              |         |

- বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'গন্ধ' শব্দ স্থানে 'গন্ধি' বা 'গন্ধা' হয়। যথা:

| ব্যাসবাক্য              | সমস্তপদ    | ব্যাসবাক্য             | সমস্তপদ   |
|-------------------------|------------|------------------------|-----------|
| সুগন্ধ যার              | সুগন্ধি    | পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার | পদ্মগন্ধি |
| মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যার | মৎস্যগন্ধা |                        |           |

- ❖ বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ:

- বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার: সমানাধিকরণ, ব্যাধিকরণ, ব্যতিহার, নঞ, মধ্যপদলোপী, প্রত্যয়ান্ত, অলুক ও সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি।

- ০১। সমানাধিকরণ বহুব্রীহি: পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য অথবা পূর্বপদে বিশেষ্য ও পরপদে বিশেষণ হলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন:

- বিশেষণ+বিশেষ্য:

| ব্যাসবাক্য             | সমস্তপদ            | ব্যাসবাক্য                    | সমস্তপদ                              |
|------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| হত হয়েছে শ্রী যার     | হতশ্রী             | খোশ মেজাজ যার                 | খোশমেজাজ                             |
| হৃত হয়েছে সর্বস্ব যার | হৃতসর্বস্ব(নিঃস্ব) | পীত (হলুদ) অম্বর (বস্ত্র) যার | পীতাম্বর (হলুদ বস্ত্রধারী শ্রীকৃষ্ণ) |

- বিশেষ্য+বিশেষণ:

| ব্যাসবাক্য        | সমস্তপদ      | ব্যাসবাক্য       | সমস্তপদ    |
|-------------------|--------------|------------------|------------|
| শান্তি প্রিয় যার | শান্তিপ্রিয় | পেট মোটা যার     | পেটমোটা    |
| কর্মে নিষ্ঠ যে    | কর্মনিষ্ঠ    | ইঁচড়ে পেকেছে যে | ইঁচড়েপাকা |

এরূপ: সুশীল, বদবখত, কমবখত, শীতপ্রধান, সংকীর্ণচিত্ত, কৃতকার্য ইত্যাদি।

- ০২। ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি: বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয় অর্থাৎ উভয় পদই যদি বিশেষ্য হয়, তবে তাকে বলে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি। যথা:

| ব্যাসবাক্য            | সমস্তপদ    | ব্যাসবাক্য      | সমস্তপদ  |
|-----------------------|------------|-----------------|----------|
| আশীতে (দাঁতে) বিষ যার | আশীবিষ     | শূল পাণিতে যার  | শূলপানি  |
| কথা সর্বস্ব যার       | কথাসর্বস্ব | বীণা পাণিতে যার | বীণাপানি |

এরূপ: অশ্রুমুখী, অন্যমনা, খড়্গহস্ত, বিয়োগান্ত, উর্গনাভ, পদ্মনাভ, কর্ণফুলি ইত্যাদি।



১. পরপদ কৃদন্ত বিশেষণ হলেও ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন:

| ব্যাসবাক্য       | সমস্তপদ   | ব্যাসবাক্য      | সমস্তপদ  |
|------------------|-----------|-----------------|----------|
| দুই কান কাটা যার | দুকানকাটা | বোঁটা খসেছে যার | বোঁটাখসা |

এরূপ: ছা-পোষা, পা-চাটা, পাতা-চাটা, পাতাছেড়া, মামাধরা ইত্যাদি।

- ০৩। ব্যতিহার বহুব্রীহি: ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং উত্তরপদে 'ই' যুক্ত হয়। যেমন:

| ব্যাসবাক্য         | সমস্তপদ  | ব্যাসবাক্য             | সমস্তপদ  |
|--------------------|----------|------------------------|----------|
| হাতে হাতে যে যুদ্ধ | হাতাহাতি | চূলে চূলে যে লড়াই     | চূলাচুলি |
| কানে কানে যে কথা   | কানাকানি | লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ | লাঠালাঠি |

এরূপ: কাড়াকাড়ি, গালাগালি, দেখাদেখি, কোলাকুলি, হাসাহাসি, গুঁতাগুঁতি, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি।

- ০৪। নঞর্থক বহুব্রীহি: নঞর্থক (নেতিবাচক) শব্দাংশের সঙ্গে বিশেষ্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে তাকে নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস বলে। অথবা, বিশেষ্য পদের আগে নঞ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে বহুব্রীহি সমাস করা হলে তাকে নঞ বহুব্রীহি সমাস বলে। নঞ বহুব্রীহি সমাসে সাধিত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন:

| ব্যাসবাক্য        | সমস্তপদ | ব্যাসবাক্য                | সমস্তপদ |
|-------------------|---------|---------------------------|---------|
| ন (নাই) জ্ঞান যার | অজ্ঞান  | না (নাই) চারা (উপায়) যার | নাচার   |
| নি (নাই) ভুল যার  | নির্ভুল | না (নয়) জানা যা          | অজানা   |
| অ (নেই) বুঝ যার   | অবুঝ    | বে (নেই) হায়া যার        | বেহায়া |

এরূপ: অজ্ঞান, অসাড়, অতন্ত্র, অরাজক, অথৈ, অসীম, অনাচার, অহিংস, অনাদি, অনীহ, অপূত্রক, আনাড়ি, নির্বিশ্ব, নিস্প্রাণ, নির্বো, বেআক্কেল, বেআদব, বেইমান, বেকার, নিখোঁজ, নির্লজ্জ, বেপরোয়া, নিখুঁত, নির্লোভ, নিরক্ষর, নিরন্তর, নিঃসন্তান, নির্দোষ, নিষ্ক ইত্যাদি।

- ০৫। সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি: পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। এ সমাসে সমস্তপদে 'আ', 'ই' বা 'ঈ' যুক্ত হয়। যেমন:

| ব্যাসবাক্য           | সমস্তপদ | ব্যাসবাক্য                  | সমস্তপদ  |
|----------------------|---------|-----------------------------|----------|
| চৌ (চার) চাল যে ঘরের | চৌচালা  | তিন পায়া যার               | তেপায়া  |
| দুই নল যার           | দোনলা   | দশ হাত পরিমাণ যার           | দশহাতি   |
| এক তার যে যন্ত্রের   | একতারা  | পঞ্চ আনন যার                | পঞ্চানন  |
| শত মূল যে বৃক্ষের    | শতমূলী  | চতুঃ (চার) কোণ যে ক্ষেত্রের | চতুষ্কোণ |

এরূপ: দ্বিচক্র, দশানন, দ্বিমাত্রিক, একরোখা, দুমুখো, পাঁচহাতি, দোতলা, চতুষ্পদী, সেতার (বিশেষ্য), দোপেয়ে, চৌপায়া, তেত ত্রিলোচন, ত্রিশূল, সাতনরি ইত্যাদি।

- ০৬। মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি: বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায়, তবে ত মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে। যেমন:

| ব্যাসবাক্য                         | সমস্তপদ    | ব্যাসবাক্য                         | সমস্তপদ    |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর | বিড়ালচোখী | গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে | গায়ে হলুদ |
| হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে  | হাতেখড়ি   | সোনার মতো উজ্জ্বল মুখ যার          | সোনামুখী   |

এরূপ: গজানন, ক্ষুরধারা, মৃগনয়না, স্বর্ণাভ, শ্বাপদ, হুতুমচোখী, মেনিমুখো ইত্যাদি।

- ৭। প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি: যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি। যেমন:

| ব্যাসবাক্য               | সমস্তপদ         | ব্যাসবাক্য            | সমস্তপদ        |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার | একচোখা (চোখ+আ)  | ঘরের দিকে মুখ যার     | ঘরমুখো (মুখ+ও) |
| নিঃ (নেই) খরচ যার        | নি-খরচে (খরচ+এ) | দো (দুই) দিকে টান যার | দোটানা (টান+আ) |

এরূপ: দোমনা, একগুঁয়ে, একেজো, একঘরে, দোতলা, উনপাঁজুরে ইত্যাদি।



০৮। অলুক বহুব্রীহি: পূর্বপদের বিভক্তি লোপ না পেয়ে যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। অলুক বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন:

| ব্যাসবাক্য        | সমস্তপদ      | ব্যাসবাক্য      | সমস্তপদ           |
|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| মাথায় পাগড়ি যার | মাথায়পাগড়ি | গলায় গামছা যার | গলায়গামছা(লোকটি) |
| হাতে ছড়ি যার     | হাতেছড়ি     | কানে কলম যার    | কানেকলম           |

এরূপ: গায়ে-পড়া, হাতে-বেড়ি, মাথায়ছাতা, মুখে-ভাত, কানেখাটো, কথায়পটু, মুখে-মধু, পায়েবেড়ি ইত্যাদি।

০৯। নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি: যে বহুব্রীহি সমাস কোনো নিয়মের অধীনে নয় তাকে নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন:

| ব্যাসবাক্য            | সমস্তপদ     | ব্যাসবাক্য         | সমস্তপদ |
|-----------------------|-------------|--------------------|---------|
| দু দিকে অপ যার        | দ্বীপ       | অন্তর্গত অপ যার    | অন্তরীপ |
| নরাকারের পশু যে       | নরপশু       | জীবিত থেকেও যে মৃত | জীবনমৃত |
| পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ | পণ্ডিতমূর্খ |                    |         |

### দ্বিগু সমাস

সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে সমাসনিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। যেমন:

| ব্যাসবাক্য               | সমস্তপদ | ব্যাসবাক্য               | সমস্তপদ   |
|--------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| তিন কালের সমাহার         | ত্রিকাল | চৌ রাত্তার সমাহার        | চৌরাত্তা  |
| তিন মাথার সমাহার         | তেমাথা  | শত অঙ্গের সমাহার         | শতাব্দী   |
| পঞ্চ বটের সমাহার         | পঞ্চবটী | ত্রি (তিন) পদের সমাহার   | ত্রিপদী   |
| চতুঃ (চার) অঙ্গের সমাহার | চতুরঙ্গ | ত্রি (তিন) মোহনার সমাহার | ত্রিমোহনা |
| তের নদীর সমাহার          | তেরনদী  | সাত সমুদ্রের সমাহার      | সাতসমুদ্র |

### লক্ষণীয়

- পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকলে, ওই শব্দ দিয়ে যদি সমাহার বা সমষ্টি না বোঝায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য না পায়, তবে তা দ্বিগু সমাস নয়। অর্থের দিক থেকে দ্বিগু সমাসে পরপদের অর্থই প্রধান।
- সমাসবদ্ধ শব্দটি বিশেষণ হলে বা পূর্বপদ ও পরপদের অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে তৃতীয় কোনো অর্থ প্রাধান্য পেলে তা হবে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস। যেমন: তে (তিন) পায়া যার = তেপায়া; দশানন, ত্রিনয়ন।
- উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য পেলে তা হবে দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন: সাতপাঁচ।
- সমষ্টি বা সমাহার না বুঝিয়ে পরপদের অর্থ প্রধান হলে কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন: চতুর্দোলা।

### অব্যয়ীভাব সমাস

পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন:

- ✓ জানু (হাঁটু) পর্যন্ত লম্বিত (পর্যন্ত শব্দের অব্যয় 'আ') = আজানুলম্বিত (বাহ)
- ✓ মরণ পর্যন্ত = আমরণ

❖ সামীপ্য (নৈকট্য), বিপ্লা (পৌনঃপুনিকতা), পর্যন্ত, অভাব, অনতিক্রম্যতা, সাদৃশ্য, যোগ্যতা প্রভৃতি নানা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হ নিচের উদাহরণগুলোতে অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় পদটি বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হলো:

- ✓ সামীপ্য (উপ): কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ, কূলের সমীপে = উপকূল।
- ✓ বিপ্লা (অনু, প্রতি): দিন দিন = প্রতিদিন, ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণে, ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ।



- ✓ অভাব (নিঃ+নির): আমিষের অভাব = নিরামিষ, ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা, জালের অভাব = নির্জাল, উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ।
- ✓ পর্যন্ত (আ): সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক।
- ✓ সাদৃশ্য (উপ): শহরের সদৃশ = উপশহর, গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ, বনের সদৃশ = উপবন।
- ✓ অনতিক্রম্যতা (যথা): রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি, সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য।
- ✓ অতিক্রান্ত (উৎ): বেলাকে অতিক্রান্ত = উদেল, শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল।
- ✓ বিরোধ (প্রতি): বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ, বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল।
- ✓ পশ্চাৎ (অনু): পশ্চাৎ গমন = অনুগমন, পশ্চাৎ ধাবন = অনুধাবন।
- ✓ ঈষৎ (আ): ঈষৎ নত = আনত, ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম।
- ✓ ক্ষুদ্র অর্থে (উপ): উপগ্রহ, উপনদী।
- ✓ পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে (পরি বা সম): পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ।
- ✓ দূরবর্তী অর্থে (প্র, পর): অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ। এরূপ - প্রপিতামহ।
- ✓ প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি): প্রতিচ্ছায়া, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিম্ব।
- ✓ প্রতিদ্বন্দী অর্থে (প্রতি): প্রতিপক্ষ, প্রত্যন্তর।

### অপ্রধান সমাসসমূহ

প্রধান ছয়টি সমাস ছাড়াও কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। এসব সমাসের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায় না। এজন্য এগুলোকে অপ্রধান মনে করা হয়। যেমন: প্রাদি, নিত্য, উপপদ ও অলুক সমাস। এগুলো সম্বন্ধে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

| সমাস        | সংজ্ঞা                                                                                                                                                                | উদাহরণ                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রাদি সমাস | প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তাকে বলে প্রাদি সমাস।                                                               | প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন, পরি (চতুর্দিকে) যে অঞ্চল = পরিভ্রমণ, অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ = অনুতাপ, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত (আলোকিত) = প্রভাত, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) গতি = প্রগতি ইত্যাদি। |
| নিত্য সমাস  | যে সমাসে সমসামান্য পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্যসমাস বলে। তদর্থবাচক ব্যাখ্যামূলক শব্দ বা বাক্যাংশ যোগে এগুলোর অর্থ বিশদ করতে হয়। | অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, অন্য গৃহ = গৃহান্তর, কাল (যম) তুল্য (কাল বর্ণের নয়) সাপ = কালসাপ (বিষাক্ত), দুই এবং নকই = বিরানকই।                                      |

### অলুক সমাস:

ব্যাসবাক্যের বিভক্তি সমস্তপদে বিলুপ্ত না হলে অলুক সমাস হয়। এটি তিন প্রকার: ০১। অলুক দ্বন্দ্ব, ০২। অলুক তৎপুরুষ এবং ০৩। অলুক বহুব্রীহি।

- **অলুক দ্বন্দ্ব:** সমস্ত পদে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ের অর্থের প্রাধান্য থাকলে এবং উভয়পদে বিভক্তি যুক্ত থাকলে সেটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন: বনে-জঙ্গলে, দুধে-ভাতে।
- **অলুক তৎপুরুষ:** যে সমাসের পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় এবং কেবল পূর্বপদে বিভক্তি যুক্ত থাকে- সেটি অলুক তৎপুরুষ সমাস। যেমন: তেলে-ভাজা, পোকায়-কাটা।
- **অলুক বহুব্রীহি:** যে সমাসে সমস্তপদে কেবল পূর্বপদে বিভক্তি যুক্ত থাকে এবং অন্যপদের অর্থ প্রাধান্য পায় সেটি অলুক বহুব্রীহি সমাস। যেমন: কানে-কলম (কাঠ মিশ্রি), হাতে-ছড়ি (অঙ্ক)।



ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয়

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

| প্রদত্ত শব্দ                                     | ব্যাসবাক্য             | সমাসের নাম           |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| অপর্যাণ্ড [চ.বো.'২৪]                             | নয় পর্যাণ্ড           | নঞ তৎপুরুষ           |
| অভূতপূর্ব [য.বো.'২৪; য.বো.'২৩]                   | পূর্বে অভূত            | সপ্তমী তৎপুরুষ       |
| অকালপক্ব [কু.বো.'২৪]                             | অকালে পক্ব             | সপ্তমী তৎপুরুষ       |
| অনৈক্য [দি.বো.'২৪; চ.বো.'২৩]                     | নেই ঐক্য যার           | নঞ বহুব্রীহি সমাস    |
|                                                  | নেই ঐক্য               | নঞ তৎপুরুষ সমাস      |
| অহিনকুল [য.বো.'২৪, ২২; সি.বো.'২২; সকল বো.'১৮]    | অহি ও নকুল             | বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব  |
| অতীন্দ্রিয় [সি.বো.'২৩, ১৭]                      | ইন্দ্রিয়কে অতিক্রান্ত | অব্যয়ীভাব           |
| অনতিবৃহৎ [ম.বো.'২৩; দি.বো.'২২]                   | নয় অতি বৃহৎ           | নঞ তৎপুরুষ           |
| অনাচার [দি.বো.'১৯]                               | নয়/নেই আচার           | নঞ তৎপুরুষ           |
| অনাশ্রিত [য.বো., সি.বো.'২২; চ.বো.'১৯; কু.বো.'১৭] | নয় আশ্রিত যে          | নঞ তৎপুরুষ           |
| অনাহত [কু.বো.'১৯]                                | নয় আহত                | নঞ তৎপুরুষ           |
| অনুরণন [কু.বো.'১৯]                               | রণনের পশ্চাৎ           | অব্যয়ীভাব           |
| অপরাহ্ন [কু.বো.'১৭]                              | অহ্নের অপর বা শেষ ভাগ  | ষষ্ঠী তৎপুরুষ        |
| অহোরাত্র [সি.বো.'১৭]                             | অহ ও রাত্র             | দ্বন্দ্ব             |
| আকণ্ঠ [রা.বো.'২৩; ব.বো.'১৯]                      | কণ্ঠ পর্যন্ত           | অব্যয়ীভাব           |
| আদিগন্ত [ব.বো.'২২]                               | দিগন্ত পর্যন্ত         | অব্যয়ীভাব           |
| আয়কর [রা.বো.'২৪]                                | আয়ের নিমিত্তে কর      | ৪র্থী তৎপুরুষ        |
| আমরণ [ব.বো.'২৪; দি.বো.'২৪]                       | মরণ পর্যন্ত            | অব্যয়ীভাব           |
| আয়কর [কু.বো.'২৪]                                | আয়ের নিমিত্তে কর      | ৪র্থী তৎপুরুষ        |
| আগা-গোড়া [মাদ্রাসা বো.'২৪]                      | আগা থেকে গোড়া         | পঞ্চমী তৎপুরুষ       |
| আমরণ [ব.বো., দি.বো.'২৪; চ.বো.'১৯; রা.বো.'১৭]     | মরণ পর্যন্ত            | অব্যয়ীভাব           |
| আমরা [ব.বো.'২৩; ম.বো.'২২; চ.বো.'১৯]              | তুমি, সে ও আমি         | একশেষ দ্বন্দ্ব       |
| আয়কর [রা.বো., কু.বো.'২৪; ব.বো.'২৩; রা.বো.'১৯]   | আয়ের ওপর অর্পিত কর    | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় |
| আয়তলোচনা [রা.বো.'২২]                            | আয়ত লোচন যার          | বহুব্রীহি            |
| আরক্তিম [রা.বো.'১৯]                              | ঈষৎ রক্তিম             | অব্যয়ীভাব           |
| আলুনি [দি.বো., ম.বো.'২২]                         | নূনের (লবণের) অভাব     | নঞ তৎপুরুষ           |
| আশীবিষ [চ.বো.'২৩; সকল বো.'১৮]                    | আশীতে বিষ যার          | বহুব্রীহি            |
| ইন্দ্রজিৎ [রা.বো.'১৭]                            | ইন্দ্রকে জয় করেছে যে  | উপপদ তৎপুরুষ         |
| উদ্বেল [চ.বো.'২৪]                                | বেলাকে অতিক্রান্ত      | অব্যয়ীভাব           |
| উপকূল [মাদ্রাসা বো.'২৪]                          | কূলের সমীপে            | অব্যয়ীভাব           |
| উপকূল [মাদ্রাসা বোর্ড.'২৪; কু.বো.'২৩]            | কূলের সমীপে            | অব্যয়ীভাব           |
| উজ্জ্বল [চ.বো.'২২]                               | শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত   | অব্যয়ীভাব           |
| উত্তরোত্তর [ব.বো.'১৯]                            | উত্তর ও উত্তর          | দ্বন্দ্ব             |



| প্রদত্ত শব্দ                                                                          | ব্যাসবাক্য                         | সমাসের নাম                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| উদ্বেল [ঢা.বো.'২৪; য.বো.'২৩, ২২; রা.বো., সি.বো.,<br>দি.বো.'২২; সকল বো.'১৮; দি.বো.'১৭] | বেলাকে অতিক্রান্ত                  | অব্যয়ীভাব                           |
| উপকণ্ঠ [ঢা.বো., কু.বো.'২২; দি.বো.'১৯]                                                 | কণ্ঠের সমীপে                       | অব্যয়ীভাব                           |
| উপজেলা [দি.বো.'২২]                                                                    | জেলার ক্ষুদ্র/সদৃশ                 | অব্যয়ীভাব                           |
| উপনদী [সি.বো.'২২; সকল বো.'১৮]                                                         | নদীর সদৃশ/ক্ষুদ্র                  | অব্যয়ীভাব                           |
| উর্গনাভ [য.বো.'২২, চ.বো., কু.বো.'১৭]                                                  | উর্গা নাভিতে যার                   | বহুব্রীহি                            |
| উনপাঁজরে [চ.বো.'২৪]                                                                   | উন পাঁজর যার                       | প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি               |
| একচোখা [য.বো.'২৩]                                                                     | একদিকে চোখ যার                     | বহুব্রীহি                            |
| একাদশ [য.বো.'২৩]                                                                      | একের অধিক দশ                       | কর্মধারয়                            |
| কালঘুম [ঢা.বো.'২৪]                                                                    | কাল রূপ ঘুম                        | রূপক কর্মধারয়                       |
| কাজল কালো [য.বো.'২৪]                                                                  | কাজলের ন্যায় কালো                 | উপমান কর্মধারয়                      |
| কবিগুরু [রা.বো.'২২]                                                                   | কবিদের গুরু                        | ষষ্ঠী তৎপুরুষ                        |
| কলেরগান [য.বো.'২২]                                                                    | কলের গান                           | অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ                   |
| কাজলকালো [য.বো.'২৪; চ.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]                                              | কাজলের ন্যায় কালো                 | উপমান কর্মধারয়                      |
| কানাকানি [চ.বো.'২২]                                                                   | কানে কানে যে কথা                   | ব্যতিহার বহুব্রীহি                   |
| কালান্তর [ঢা.বো.'২২; চ.বো.'১৭]                                                        | অন্য কাল                           | নিত্য                                |
| কুস্তকার [চ.বো.'২৩, ২২]                                                               | কুস্ত করে যে                       | উপপদ তৎপুরুষ                         |
| কুশীলব [রা.বো.'১৯]                                                                    | কুশ ও লব                           | দ্বন্দ্ব                             |
| কুসুমকোমল [দি.বো.'২৩; রা.বো.'২২]                                                      | কুসুমের ন্যায় কোমল                | উপমান কর্মধারয়                      |
| খেয়াঘাট [দি.বো.'২৩]                                                                  | খেয়ার ঘাট                         | ষষ্ঠী তৎপুরুষ                        |
| ক্ষুরধারা [চ.বো.'২৪]                                                                  | ক্ষুরের মোত ধারালো প্রবাহ যার      | সমানাধিকরণ বহুব্রীহি                 |
| ক্ষুধানল [দি.বো.'১৭]                                                                  | ক্ষুধা রূপ অনল                     | রূপক কর্মধারয়                       |
| গজানন [ঢা.বো.'২৪]                                                                     | গজ আনন যার                         | ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি                  |
| গলাগলি [মাদ্রাসা বো.'২৪]                                                              | গলায় গলায় যে মিলন                | ব্যতিহার বহুব্রীহি                   |
| গিম্মিমা [ঢা.বো.'২৩]                                                                  | যিনি গিম্মি তিনি মা                | কর্মধারয়                            |
| গায়ে-হলুদ [সি.বো.'২৩]                                                                | গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে | বহুব্রীহি                            |
| গৃহকর্মী [য.বো.'২৩]                                                                   | গৃহের কর্মী                        | ষষ্ঠী তৎপুরুষ                        |
| গরমিল [য.বো.'২৩]                                                                      | মিলের অভাব                         | অব্যয়ীভাব                           |
| গল্পপ্রেমিক [য.বো.'২৩]                                                                | গল্পের প্রেমিক                     | ষষ্ঠী তৎপুরুষ                        |
| গঙ্গা-যমুনা-মেঘনা [দি.বো.'১৯]                                                         | গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনা               | বহুপদী দ্বন্দ্ব                      |
| গণতন্ত্র [কু.বো.'১৯]                                                                  | গণ নিয়ন্ত্রিত তন্ত্র              | মধ্যপদলোপী কর্মধারয়                 |
| গুণমুগ্ধ [দি.বো.'১৯]                                                                  | গুণে মুগ্ধ                         | সপ্তমী তৎপুরুষ                       |
| গুরুভক্তি [দি.বো.'২৩; সি.বো.'১৭]                                                      | গুরুকে ভক্তি                       | চতুর্থী তৎপুরুষ                      |
| গৃহস্থ [রা.বো.'২৩; কু.বো.'১৯]                                                         | গৃহে থাকে যে/গৃহে স্থিতি যার       | উপপদ তৎপুরুষ/<br>ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি |
| গৃহান্তর [দি.বো.'২২]                                                                  | অন্য গৃহ                           | নিত্য সমাস                           |



| প্রদত্ত শব্দ                                                                 | বাস্যবাক্য               | সমাসের নাম           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| গ্রন্থকার [ব.বো.'১৯]                                                         | গ্রন্থ (রচনা) করে যে     | উপপদ তৎপুরুষ         |
| গ্রামান্তর [সি.বো.'২২]                                                       | অন্য গ্রাম               | নিত্য                |
| চৌরাস্তা [ঢা.বো.'২৪]                                                         | চার রাস্তার সমাহার       | দ্বিগু               |
| চৌচালা [রা.বো.'২৪]                                                           | চার চাল যে ঘরের          | সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি |
| চতুষ্পদ [ব.বো.'২৪]                                                           | চার পদ বিশিষ্ট যা        | সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি |
| চৌকাঠ [মাদ্রাসা বো.'২৪]                                                      | চার কাঠ যে কাঠামোর       | সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি |
| চতুর্দশপদী [রা.বো.'১৯]                                                       | চতুর্দশপদ আছে যার        | বহুব্রীহি            |
| চতুষ্পদী [রা.বো.'১৭]                                                         | চার পা আছে যার           | সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি |
| চন্দ্রচূড় [দি.বো.'১৯]                                                       | চন্দ্র চূড়ায় যার       | বহুব্রীহি            |
| চরণকমল [কু.বো.'২২; চ.বো.'১৯]                                                 | চরণ কমলের ন্যায়         | উপমিত কর্মধারয়      |
| চাঁদমুখ [রা.বো.'১৭]                                                          | চাঁদের ন্যায় মুখ        | উপমিত কর্মধারয়      |
| চিরসুখী [ম.বো.'২৩; ব.বো.'২২; ঢা.বো.'১৯]                                      | চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী    | দ্বিতীয়া তৎপুরুষ    |
| ছেলেমেয়ে [চ.বো.'২৩]                                                         | ছেলে ও মেয়ে             | দ্বন্দ্ব সমাস        |
| হিম্ববস্ত্র [য.বো.'২৩]                                                       | হিম্ব যে বস্ত্র          | সাধারণ কর্মধারয়     |
| জন্মান্তর [চ.বো.'২৪]                                                         | অন্য জন্ম                | নিত্য সমাস           |
| জনাকীর্ণ [ব.বো.'২৪]                                                          | জন দ্বারা আকীর্ণ         | তৃতীয়া তৎপুরুষ      |
| জয় পতাকা [য.বো.'২৪]                                                         | জয় সূচক পতাকা           | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় |
| জনমানব [ম.বো.'২৪]                                                            | জন ও মানব                | দ্বন্দ্ব সমাস        |
| জাদুকর [দি.বো.'২৩]                                                           | জাদু করে যে              | উপপদ তৎপুরুষ         |
| জন্মান্ত [ম.বো.'২২]                                                          | জন্ম থেকে অন্ধ           | পঞ্চমী তৎপুরুষ       |
| জয় পতাকা [য.বো.'২৪; সি.বো.'২৩]                                              | জয় সূচক পতাকা           | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় |
| জলচর [য.বো.'২৩]                                                              | জলে চরে যে               | উপপদ তৎপুরুষ         |
| জয়ন্তী [দি.বো.'১৭]                                                          | জন্মতিথি উপলক্ষে যে উৎসব | বহুব্রীহি            |
| জ্যোৎস্নারাত [ব.বো.'২২]                                                      | জ্যোৎস্না শোভিত রাত      | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় |
| টেকিছাঁটা [দি.বো.'১৭]                                                        | টেকি দ্বারা ছাঁটা        | তৃতীয়া তৎপুরুষ      |
| ত্রিভুবন [দি.বো.'২৩]                                                         | তিন ভুবনের সমাহার        | দ্বিগু               |
| তপোবন [ঢা.বো.'২৪; কু.বো.'১৯]                                                 | তপের নিমিত্তে বন         | ৪র্থী তৎপুরুষ        |
| তেপান্তর [কু.বো.'২৪; য.বো., সি.বো.'২৩; ব.বো.'২২]                             | তিন প্রান্তরের সমাহার    | দ্বিগু সমাস          |
| তোরা [ঢা.বো.'২৩]                                                             | সে ও তুই                 | একশেষ দ্বন্দ্ব       |
| তেপায়া [ঢা.বো.; দি.বো.'২২]                                                  | তে পায় আছে যাতে         | সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি |
| ত্রিফলা [চ.বো.'১৭]                                                           | তিন ফলের সমাহার          | দ্বিগু               |
| ত্রিভুজ [য.বো.'২২]                                                           | ত্রি(তিন)ভুজের সমাহার    | দ্বিগু               |
| দুধে-ভাতে [ঢা.বো., রা.বো.'২৪]                                                | দুধে ও ভাতে              | অলুক দ্বন্দ্ব        |
| দেবদত্ত [রা.বো.'২৪]                                                          | দেবকে দত্ত               | চতুর্থী তৎপুরুষ      |
| দেশান্তর [রা.বো.'২৪; রা.বো., দি.বো.'২৪; ঢা.বো.'১৯]                           | অন্য দেশ                 | নিত্য সমাস           |
| দম্পতি [চ.বো., কু.বো., ম.বো.'২৪; কু.বো., ব.বো.'২৩; রা.বো., ব.বো., দি.বো.'২২] | দম (জায়া) ও পতি         | দ্বন্দ্ব সমাস        |



| প্রদত্ত শব্দ                                                           | ব্যাসবাক্য                                       | সমাসের নাম                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| দোমনা [কু.বো.'২৪; ম.বো.'২৩]                                            | দুই দিকে মন যার                                  | প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি             |
| দিগ্বিদিক [সি.বো.'২২]                                                  | দিক ও বিদিক                                      | দ্বন্দ্ব                           |
| দোটানা [চ.বো.'২২]                                                      | দুই দিকে টান আছে যার                             | প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি             |
| ধনদৌলত [সি.বো.'২৩]                                                     | ধন ও দৌলত                                        | দ্বন্দ্ব                           |
| ধর্মঘট [চ.বো.'১৭]                                                      | ধর্ম রক্ষার্থে ঘট                                | মধ্যপদলোপী কর্মধারয়               |
| নরাধম [চা.বো.'২৪]                                                      | নরমধ্যে অধম/নরে অধম                              | সপ্তমী তৎপুরুষ                     |
| নবযৌবন [ম.বো.'২৩]                                                      | নব যে যৌবন                                       | কর্মধারয়                          |
| নীপবৃক্ষ [চা.বো.'২৩]                                                   | নীপ নামক বৃক্ষ/নীপের বৃক্ষ                       | মধ্যপদলোপী কর্মধারয়/ষষ্ঠী তৎপুরুষ |
| নদীমাতৃক [ব.বো., কু.বো., ম.বো.'২২; চ.বো., য.বো.'১৯; রা.বো., দি.বো.'১৭] | নদী মাতা যার                                     | বহুব্রীহি                          |
| নবরত্ন [কু.বো.'১৯]                                                     | নব রত্নের সমাহার                                 | দ্বিগু                             |
| নীলাম্বর [রা.বো.'১৯]                                                   | নীল অম্বর যার (বলরাম)<br>নীল যে অম্বর (নীল আকাশ) | বহুব্রীহি<br>কর্মধারয়             |
| পুরুষসিংহ [রা.বো.'২৪]                                                  | সিংহের ন্যায় পুরুষ                              | উপমিত কর্মধারয়                    |
| প্রভাত [রা.বো., দি.বো., ম.বো.,<br>মাদ্রাসা বো.'২৪; চা.বো.'২২]          | প্র(প্রকৃষ্ট) ভাত (জ্যোতি)                       | প্রাদি সমাস                        |
| পুষ্পাঞ্জলি [চ.বো.'২৪]                                                 | পুষ্প দিয়ে অঞ্জলি                               | তৃতীয়া তৎপুরুষ                    |
| পথে-ঘাটে [ব.বো.'২৪]                                                    | পথে ও ঘাটে                                       | দ্বন্দ্ব                           |
| প্রাণচঞ্চল [ব.বো.'২৪]                                                  | চঞ্চল যে প্রাণ                                   | কর্মধারয়                          |
| প্রবচন [কু.বো.'২৪; য.বো.'২২; রা.বো.'১৯]                                | প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন                            | প্রাদি সমাস                        |
| পকেটমার [দি.বো.'২৪; চ.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]                               | পকেট মারে যে                                     | উপপদ তৎপুরুষ                       |
| প্রশান্তি [ম.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪]                                     | প্র (প্রকৃষ্ট) শান্তি                            | প্রাদি সমাস                        |
| পৃষ্ঠ-প্রদর্শন [কু.বো.'২৩]                                             | পৃষ্ঠকে প্রদর্শন                                 | দ্বিতীয়া তৎপুরুষ                  |
| প্রাণপাখি [রা.বো.'২৩]                                                  | প্রাণ রূপ পাখি                                   | কর্মধারয়                          |
| পঞ্চনদ [চ.বো.'২৩]                                                      | পঞ্চ নদের সমাহার                                 | দ্বিগু                             |
| প্রগতি [সি.বো.'২৩; চ.বো.'১৭]                                           | প্র (প্রকৃষ্ট) গতি                               | প্রাদি                             |
| পঙ্কজ [কু.বো.'২৩; রা.বো.'১৯]                                           | পঙ্কে জন্মে যা                                   | উপপদ তৎপুরুষ                       |
| পথে-ঘাটে [ব.বো.'২৪; কু.বো.'১৭]                                         | পথে ও ঘাটে                                       | দ্বন্দ্ব                           |
| পদ্মা-মেঘনা-যমুনা [কু.বো.'২২]                                          | পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা                             | বহুপদী দ্বন্দ্ব                    |
| পলান্ন [চা.বো.'১৯]                                                     | পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন                           | মধ্যপদলোপী কর্মধারয়               |
| পাপমতি [ম.বো.'২২]                                                      | পাপে মতি যার                                     | বহুব্রীহি                          |
| পুষ্পসৌরভ [দি.বো.'১৯]                                                  | পুষ্পের সৌরভ                                     | ষষ্ঠী তৎপুরুষ                      |
| প্রবাদ [ব.বো.'১৯]                                                      | প্র (প্রকৃষ্টরূপে) বাদ                           | প্রাদি                             |
| প্রভাকর [সকল বো.'১৮]                                                   | প্রভা করে যে                                     | উপপদ তৎপুরুষ                       |



| প্রদত্ত শব্দ                                                            | ব্যাসবাক্য                                                  | সমাসের নাম           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| প্রভাষক [রা.বো.'২২]                                                     | প্র (প্রকৃষ্ট)ভাষক                                          | প্রাতি সমাস          |
| ফুলকুমারী [য.বো.'২৩]                                                    | কুমারী ফুলের ন্যায়                                         | উপমিত কর্মধারয়      |
| বিষাদসিন্ধু [ব.বো.'২৪]                                                  | বিষাদ রূপ সিদ্ধ                                             | রূপক কর্মধারয় সমাস  |
| বনম্পতি [য.বো.'২৪]                                                      | বনের পতি                                                    | ষষ্ঠী তৎপুরুষ        |
| বাজিকর [য.বো.'২৪]                                                       | বাজি করে যে                                                 | উপপদ তৎপুরুষ         |
| বিশি [ম.বো.'২৪]                                                         | নেই শ্রী যার                                                | নঞ তৎপুরুষ           |
| বাহুলতা [ম.বো.'২৩; ব.বো.'২২]                                            | বাহ লতার ন্যায়                                             | উপমিত কর্মধারয়      |
| বইপড়া [সকল বো.'১৮]                                                     | বইকে পড়া                                                   | দ্বিতীয়া তৎপুরুষ    |
| বইপুস্তক [চ.বো.'২২]                                                     | বই ও পুস্তক                                                 | দ্বন্দ্ব             |
| বজ্রকঠোর [কু.বো.'১৭]                                                    | বজ্রের ন্যায় কঠোর                                          | উপমান কর্মধারয়      |
| বাক্যান্তর [সি.বো.'১৭]                                                  | অন্য বাক্য                                                  | নিত্য                |
| বাগ্‌দত্তা [চ.বো.'১৭]                                                   | বাক্‌ দ্বারা দত্তা                                          | তৃতীয়া তৎপুরুষ      |
| বিপত্নীক [দি.বো.'২২]                                                    | বি(গত) হয়েছে পত্নী যার                                     | বহুব্রীহি            |
| বিমনা [কু.বো.'১৯]                                                       | বিচলিত মন যার                                               | বহুব্রীহি            |
| বিলাত-ফেরত [ম.বো.'২২; দি.বো.'১৭]                                        | বিলাত থেকে ফেরত                                             | পঞ্চমী তৎপুরুষ       |
| বিশালাক্ষী [চা.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]                                       | বিশাল অক্ষি যার                                             | সমানাধিকরণ বহুব্রীহি |
| বিষাদ-সিন্ধু [ব.বো.'২৪, ১৯]                                             | বিষাদ রূপ সিদ্ধ                                             | রূপক কর্মধারয়       |
| বীরকেশরী [সকল বো.'১৮]                                                   | বীর কেশরীর ন্যায়                                           | উপমিত কর্মধারয়      |
| ভাবান্তর [রা.বো.'২৩]                                                    | অন্য ভাব                                                    | নিত্য                |
| ভবনদী [চ.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]                                             | ভব রূপ নদী                                                  | রূপক কর্মধারয়       |
| মুখচন্দ্র [কু.বো.'২৪]                                                   | মুখ চন্দ্রের ন্যায়                                         | উপমিত কর্মধারয়      |
| মনগড়া [ম.বো.'২৪]                                                       | মন দ্বারা গড়া                                              | তৃতীয়া তৎপুরুষ      |
| মায়ে-ঝিয়ে [মাদ্রাসা বো.'২৪; কু.বো., দি.বো.'২৩]                        | মায়ে ও ঝিয়ে                                               | দ্বন্দ্ব             |
| মৃগনয়না [রা.বো.'২৩]                                                    | মৃগের নয়নের ন্যায় নয়ন যে নারীর/<br>মৃগের ন্যায় নয়ন যার | মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি |
| মায়েঝিয়ে [মাদ্রাসা বো.'২৪; কু.বো., দি.বো.'২৩]                         | মায়ে ও ঝিয়ে                                               | দ্বন্দ্ব             |
| মকরমুখো [সি.বো.'১৭]                                                     | মকরের মতো মুখ যার                                           | বহুব্রীহি            |
| মনমাক্ষি [ম.বো.'২২]                                                     | মন রূপ মাক্ষি                                               | রূপক কর্মধারয়       |
| মহাকবি [দি.বো.'১৯]                                                      | মহান যে কবি                                                 | কর্মধারয়            |
| মিশকালো [চা.বো.'২২]                                                     | মিশির মতো কালো                                              | উপমান কর্মধারয়      |
| মুখচন্দ্র [কু.বো.'২৪; চা.বো.'১৯]                                        | মুখ চন্দ্রের ন্যায়                                         | উপমিত কর্মধারয়      |
| যুগান্তর [ব.বো.'২৪; মাদ্রাসা বো.'২৪]                                    | অন্য যুগ                                                    | নিত্য সমাস           |
| যথারীতি [য.বো., কু.বো.'২৪; চ.বো.'২৩; রা.বো.'২২]                         | রীতিকে অতিক্রম না করে                                       | অব্যয়ীভাব           |
| যৌবনসূর্য [কু.বো.'২৩]                                                   | যৌবন রূপ সূর্য                                              | রূপক কর্মধারয়       |
| যথেষ্ট [ব.বো.'২৩; চ.বো.'১৭]                                             | ইষ্টকে অতিক্রম না করে                                       | অব্যয়ীভাব           |
| যুবজানি [ম.বো.'২৩]                                                      | যুবতি জায়া যার                                             | বহুব্রীহি            |
| যথাবিধি [চা.বো.'১৯]                                                     | বিধিকে অতিক্রম না করে                                       | অব্যয়ীভাব           |
| যুগান্তর [ব.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪; ব.বো.'২৩; চ.বো.'২২, ১৯;<br>কু.বো.'২২] | অন্য যুগ                                                    | নিত্য                |

শব্দগঠন



| প্রদত্ত শব্দ                                                                       | ব্যাখ্যাবাক্য                     | সমাসের প্রকার        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| রাজভয় [ব.বো.'২৪]                                                                  | রাজার ভয়                         | ষষ্ঠী তৎপুরুষ        |
| রাজপথ [দি.বো.'২৪]                                                                  | পথের রাজা                         | ষষ্ঠী তৎপুরুষ        |
| রক্তকমল [ম.বো.'২৪]                                                                 | কমল রক্তের ন্যায়                 | উপমিত কর্মধারয়      |
| রক্তারক্তি [ঢা.বো.'২৩]                                                             | রক্তপাত করে যে যুদ্ধ              | ব্যতিহার বহুব্রীহি   |
| রক্তনদী [চ.বো.'২২]                                                                 | রক্তের নদী                        | ষষ্ঠী তৎপুরুষ        |
| রাজপথ [রা.বো., ব.বো.'২৩; সি.বো.'২৩, ২২;<br>সকল বো.'১৮]                             | পথের রাজা                         | ষষ্ঠী তৎপুরুষ        |
| রাজপুত্র [ঢা.বো.'২২; রা.বো.'১৭]                                                    | রাজার পুত্র                       | ষষ্ঠী তৎপুরুষ        |
| রাজহংস [চ.বো.'১৯]                                                                  | হংসের রাজা                        | ষষ্ঠী তৎপুরুষ        |
| রাষ্ট্রপতি [কু.বো.'১৭]                                                             | রাষ্ট্রের পতি                     | ষষ্ঠী তৎপুরুষ        |
| লোকান্তর [ঢা.বো.'২৪]                                                               | অন্য লোক                          | নিত্য সমাস           |
| লাঠালাঠি [কু.বো.'২৩]                                                               | লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ/লড়াই      | ব্যতিহার বহুব্রীহি   |
| শোকানল [মাদ্রাসা বো.'২৪]                                                           | শোক রূপ অনল                       | রূপক কর্মধারয়       |
| শতবর্ষ [ঢা.বো.'২৩]                                                                 | শত বর্ষের সমাহার                  | দ্বিগু               |
| শতাব্দী [রা.বো.'২৩; কু.বো.'২২; ব.বো.'১৯]                                           | শত আন্দের সমাহার                  | দ্বিগু               |
| শশব্যস্ত [য.বো.'২২]                                                                | শশের ন্যায় ব্যস্ত                | উপমান কর্মধারয়      |
| শিক্ষক [কু.বো.'২২]                                                                 | শিক্ষা দেন যিনি                   | উপপদ তৎপুরুষ         |
| সবিনয় [চ.বো.'২৪]                                                                  | বিনয়ের সহিত                      | বহুব্রীহি            |
| স্মৃতিসৌধ [দি.বো.'২৪]                                                              | স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ              | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় |
| সতীর্থ [সি.বো.'২৩]                                                                 | সমান তীর্থ যাদের                  | বহুব্রীহি            |
| সজল [ঢা.বো.'২৩]                                                                    | জলের সঙ্গে বর্তমান/জলসহ বর্তমান   | বহুব্রীহি            |
| সত্যাসত্য [ঢা.বো.'২৩]                                                              | সত্য ও অসত্য                      | দ্বন্দ্ব             |
| সত্যদ্রষ্ট [রা.বো.'১৭]                                                             | সত্য হতে দ্রষ্ট                   | পঞ্চমী তৎপুরুষ       |
| সপ্তডিঙা [রা.বো.'২২; সি.বো.'১৭]                                                    | সপ্ত ডিঙার সমাহার                 | দ্বিগু               |
| সপ্তর্ষি [চ.বো., য.বো., ম.বো.'২৪; ব.বো.'২৩;<br>ঢা.বো., চ.বো., ম.বো.'১৯; দি.বো.'১৭] | সপ্ত ঋষির সমাহার                  | দ্বিগু               |
| সবাক্ষব [কু.বো.'২২; দি.বো.'১৯]                                                     | বাক্ষব সহ বর্তমান                 | বহুব্রীহি            |
| সলিলসমাধি [ব.বো.'১৯]                                                               | সলিলে সমাধি                       | সপ্তমী তৎপুরুষ       |
| সহোদর [ব.বো.'২২; চ.বো.'১৯]                                                         | সমান উদর যার/যাদের                | বহুব্রীহি            |
| সাতসতের [ঢা.বো., চ.বো.'১৯; রা.বো.'১৭]                                              | সাত ও সতেরো                       | দ্বন্দ্ব             |
| সিংহাসন [ঢা.বো.'২২]                                                                | সিংহ চিহ্নিত আসন                  | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় |
| সেতার [চ.বো., সি.বো., ম.বো.'২২]                                                    | সে (তিনি) তার যে যন্ত্রের         | সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি |
| সৈন্যসামন্ত [চ.বো.'১৯]                                                             | সৈন্য ও সামন্ত                    | দ্বন্দ্ব             |
| হাভাতে [রা.বো.'২৪]                                                                 | ভাতের অভাব যার                    | বহুব্রীহি            |
| হরতাল [দি.বো.'২৪]                                                                  | তালের অভাব                        | অব্যয়ীভাব           |
| হাসাহাসি [ম.বো.'২৪]                                                                | হাসিতে হাসিতে যে ক্রিয়া          | ব্যতিহার বহুব্রীহি   |
| হরতাল [দি.বো.'২৪; ঢা.বো.'২৩]                                                       | তালের অভাব                        | অব্যয়ীভাব           |
| হাতাহাতি [দি.বো.'২৩]                                                               | হাতে হাতে যে লড়াই/যুদ্ধ          | ব্যতিহার বহুব্রীহি   |
| হাতেখড়ি [ঢা.বো.'২২]                                                               | হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় |
| হিতাহিত [রা.বো.'২৩; চ.বো.'১৭]                                                      | হিত ও অহিত                        | দ্বন্দ্ব             |



| প্রদত্ত শব্দ  | ব্যাসবাক্য                         | সমাসের নাম           |
|---------------|------------------------------------|----------------------|
| অকাল          | নয় কাল                            | নঞ তৎপুরুষ           |
| অক্ষত         | নয় ক্ষত                           | নঞ তৎপুরুষ           |
| অনেক          | নয় এক                             | নঞ তৎপুরুষ           |
| অপয়া         | নেই পয় (ভাগ্য) যার                | নঞ বহুব্রীহি         |
| আপাদমস্তক     | পা থেকে মাথা পর্যন্ত               | অব্যয়ীভাব           |
| আমকুড়ানো     | আমকে কুড়ানো                       | দ্বিতীয়া তৎপুরুষ    |
| আলুভাজা       | ভাজা যে আলু                        | কর্মধারয়            |
| কচুকাটা       | কচুর মতো কাটা                      | উপমান কর্মধারয়      |
| কদাচার        | কু যে আচার                         | কর্মধারয়            |
| কলুর-বলদ      | কলুর বলদ                           | অনুক তৎপুরুষ         |
| কালসাপ        | কাল (মৃত্যু) রূপ সাপ               | রূপক কর্মধারয়       |
| কালিকলম       | কালি ও কলম                         | দ্বন্দ্ব             |
| কোলাকুলি      | কোলে কোলে যে মিলন                  | ব্যতীহার বহুব্রীহি   |
| গল্প প্রেমিক  | গল্পের প্রেমিক                     | ষষ্ঠী তৎপুরুষ        |
| গাছপাকা       | গাছে পাকা                          | সপ্তমী তৎপুরুষ       |
| গৃহকর্ত্রী    | গৃহের কর্ত্রী                      | ষষ্ঠী তৎপুরুষ        |
| ঘরজামাই       | ঘর আশ্রিত জামাই                    | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় |
| ঘরমুখো        | ঘরের দিকে মুখ যার                  | বহুব্রীহি            |
| ঘোড়ারডিম     | ঘোড়ার ডিম                         | অনুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ   |
| চতুর্ভুজ      | চতুঃ ভুজ যার                       | সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি |
| চালকুমড়া     | চালে ধরে যে কুমড়া                 | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় |
| চিত্রকর       | চিত্র করে যে                       | উপপদ তৎপুরুষ         |
| চিরবসন্ত      | চিরকাল ব্যাপীয়া বসন্ত             | দ্বিতীয়া তৎপুরুষ    |
| চিরসুখী       | চিরকাল ব্যাপী সুখী                 | দ্বিতীয়া তৎপুরুষ    |
| চিরস্থায়ী    | চিরকাল ব্যাপী স্থায়ী              | দ্বিতীয়া তৎপুরুষ    |
| ছায়াতরু      | ছায়া প্রদানকারী তরু               | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় |
| ছেলে ধরা      | ছেলে ধরে যে                        | উপপদ তৎপুরুষ         |
| জয়মুকুট      | জয়সূচক মুকুট                      | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় |
| জলে-স্থলে     | জলে ও স্থলে                        | দ্বন্দ্ব             |
| জীবননদী       | জীবন রূপ নদী                       | রূপক কর্মধারয়       |
| জ্ঞানালোক     | জ্ঞান রূপ আলোক                     | রূপক কর্মধারয়       |
| তন্মাত্র      | কেবল তা                            | নিত্য                |
| তিমির-কুন্তলা | তিমিরের ন্যায় কুন্তল যার (স্ত্রী) | বহুব্রীহি            |
| তিমিরবিদারি   | তিমিরকে বিদারণ করে যা              | উপপদ তৎপুরুষ         |
| তুষারশুভ্র    | তুষারের ন্যায় শুভ্র               | উপমান কর্মধারয়      |
| তেলে-বেগুনে   | তেলে ও বেগুনে                      | অনুক দ্বন্দ্ব        |



| প্রদত্ত শব্দ      | ব্যাসবাক্য                        | সমাসের নাম              |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| তেলেভাজা          | তেলে ভাজা                         | অলুক তৎপুরুষ            |
| তোমরা             | সে ও তুমি                         | একশেষ দ্বন্দ্ব          |
| দশানন             | দশ আনন যার                        | বহুব্রীহি               |
| দুর্ভিক্ষ         | ভিক্ষার অভাব                      | অব্যয়ীভাব              |
| দ্বিগু            | দ্বি গোর সমাহার                   | দ্বিগু                  |
| দ্বীপ             | দুই দিকে অপ যার                   | সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি    |
| নবপৃথিবী          | নব যে পৃথিবী                      | কর্মধারয়               |
| নীলকণ্ঠ           | নীল কণ্ঠ যার                      | বহুব্রীহি               |
| নীলপদ্ম           | নীল যে পদ্ম                       | কর্মধারয়               |
| পদচ্যুত           | পদ থেকে চ্যুত                     | পঞ্চমী তৎপুরুষ          |
| পরানপাখি          | পরান রূপ পাখি                     | রূপক কর্মধারয়          |
| প্রতিক্ষণ         | ক্ষণে ক্ষণে                       | অব্যয়ীভাব              |
| প্রতিচ্ছবি        | ছবির সদৃশ                         | অব্যয়ীভাব              |
| প্রভাব            | প্র (প্রকৃষ্ট) রূপে ভাব           | প্রাদি                  |
| প্রাণভয়          | প্রাণ হারানোর ভয়                 | কর্মধারয়               |
| প্রিয়ংবদা        | প্রিয়ম (প্রিয় বাক্য) বলে যে     | উপপদ তৎপুরুষ            |
| বজ্রকণ্ঠ          | বজ্রের ন্যায় কণ্ঠ                | উপমান কর্মধারয়         |
| ব-দ্বীপ           | ব-এর মতো দ্বীপ                    | উপমিত কর্মধারয়         |
| বর্ণচোরা          | বর্ণ চুরি করে যে                  | উপপদ তৎপুরুষ            |
| বসতবাড়ি          | বসতের জন্য বাড়ি                  | চতুর্থী তৎপুরুষ         |
| বহুব্রীহি         | বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার          | বহুব্রীহি               |
| বিয়েপাগলা        | বিয়ের জন্য পাগলা                 | চতুর্থী তৎপুরুষ         |
| বিরানব্বই         | বি (দুই) অধিক নব্বই               | মধ্যপদলোপী কর্মধারয়    |
| বুদ্ধিজীবী        | বুদ্ধি দ্বারা জীবিকা অর্জন করে যে | উপপদ তৎপুরুষ            |
| বেওয়ারিশ         | নেই ওয়ারিশ যার                   | নঞ বহুব্রীহি            |
| বেতার             | নেই তার যাতে                      | নঞ বহুব্রীহি            |
| বেহায়া           | নেই হায়া (লজ্জা) যার/হায়ার অভাব | নঞ বহুব্রীহি/অব্যয়ীভাব |
| মনগড়া            | মন দিয়ে গড়া                     | তৃতীয়া তৎপুরুষ         |
| মন্দভাগ্য         | মন্দ ভাগ্য যার                    | বহুব্রীহি               |
| মহাত্মা           | মহান আত্মা যার                    | বহুব্রীহি               |
| মাসি-পিসি         | মাসি ও পিসি                       | দ্বন্দ্ব                |
| মিঠাকড়া/মিঠেকড়া | যা মিঠা তাই কড়া/ মিঠা অথচ কড়া   | কর্মধারয়               |
| মুক্তিযুদ্ধ       | মুক্তির জন্য যুদ্ধ                | চতুর্থী তৎপুরুষ         |
| মেঘলুপ্ত          | মেঘ দ্বারা লুপ্ত                  | তৃতীয়া তৎপুরুষ         |
| মোহনিদ্রা         | মোহ রূপ নিদ্রা                    | রূপক কর্মধারয়          |
| মৌমাছি            | মৌ (মধু) আশ্রিত মাছি              | মধ্যপদলোপী কর্মধারয়    |
| যথাসাধ্য          | সাধ্যকে অতিক্রম না করে            | অব্যয়ীভাব              |
| যুদ্ধবিরতি        | যুদ্ধ থেকে বিরতি                  | পঞ্চমী তৎপুরুষ          |
| রাজদণ্ড           | রাজার দণ্ড                        | ষষ্ঠী তৎপুরুষ           |
| রাজনীতি           | রাজার নীতি                        | ষষ্ঠী তৎপুরুষ           |
| রাতকানা           | রাতে কানা                         | সপ্তমী তৎপুরুষ          |



| প্রদত্ত শব্দ  | ব্যাসবাক্য             | সমাসের নাম           |
|---------------|------------------------|----------------------|
| রেলগাড়ি      | রেলের উপর চলে যে গাড়ি | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় |
| লোকভয়        | লোক থেকে ভয়           | পদ্যমী তৎপুরুষ       |
| লোকালয়       | লোকের আশ্রয়           | যটী তৎপুরুষ          |
| শিক্ষামন্ত্রী | শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী  | মধ্যপদলোপী কর্মধারয় |
| ষড়ঋতু        | ছয় ঋতুর সমাহার        | দ্বিগু               |
| ষড়ভুজ        | ষট্ ভুজ আছে যার        | বহুব্রীহি            |
| সজ্জন         | সৎ যে জন               | কর্মধারয়            |
| সপত্নীক       | পত্নীর সাথে বর্তমান    | বহুব্রীহি            |
| সপ্তাহ        | সপ্ত (সাত) অহের সমাহার | দ্বিগু               |
| সাপে-নেউলে    | সাপে ও নেউলে           | অলুক দ্বন্দ্ব        |
| সিন্দুররাশা   | সিন্দুরের ন্যায় রাঙা  | উপমান কর্মধারয়      |
| সুকঠ          | সু কঠ যার              | বহুব্রীহি            |
| হজযাত্রা      | হজের জন্য যাত্রা       | চতুর্থী তৎপুরুষ      |

### সমাস সম্পর্কিত প্রশ্ন

#### সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

০১। সমাস কাকে বলে? সমাসের সাহায্যে কীভাবে নতুন শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ আলোচনা কর।

#### উত্তর

অর্থ সম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে।

সমাস শব্দ তৈরি ও প্রয়োগের একটি বিশেষ রীতি। সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়। মূলত বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি। সমাস নতুন শব্দ গঠন করে ভাষাকে সুসংহত করে ভাষার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। সমাস দুই বা তার বেশি শব্দের সমন্বয়ে নতুন একটি শব্দ গঠন করে। যেমন:

| ব্যাসবাক্য                         | সমস্তপদ/নতুন শব্দ |
|------------------------------------|-------------------|
| বিলেত থেকে ফেরত                    | বিলেত-ফেরত        |
| বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর | বিড়ালচোখী        |
| তুষারের ন্যায় শুভ্র               | তুষারশুভ্র        |
| পঙ্কে জন্মে যা                     | পঙ্কজ             |
| শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত               | উচ্ছৃঙ্খল         |

#### সম্ভাব্য প্রশ্ন

- উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও।
- দ্বিগু সমাস ও সংখ্যাবাচক বহুব্রীহির সমাসের মধ্যে পার্থক্য কী? আলোচনা কর।



আমার সাথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বা ব্যথা দিয়েছে তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি ভাবতাম তারা আমাকে ভেঙে ফেলেছে; কিন্তু সত্যি বলতে তারাই আমাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

-স্টিভ মারাবলি





## ব্যাকরণ

## বাক্যতত্ত্ব



ভাষা প্রধানত বাক্যের সমষ্টি। বাক্যকে ভাষার বৃহত্তম একক বলা হয়। আমরা বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি। ভাষার মূল উপকরণ বাক্য, আর বাক্যের মূল উপাদান শব্দ (পদ)। শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হলে তাকে পদ বলে। আর বাক্য তৈরি হয় কতগুলো সুবিন্যস্ত পদের সমষ্টি দ্বারা। তবে যে কোনো পদসমষ্টিই বাক্য নয়। বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অন্বয় থাকা আবশ্যিক। এ ছাড়াও বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ দ্বারা মিলিতভাবে একটি অর্থও ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, তবেই তা বাক্য বলে বিবেচিত হবে।

**সংজ্ঞা:** যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।

#### ❖ সার্থক বাক্যের গুণ বা বৈশিষ্ট্য:

ভাষার বিচারে একটি সার্থক বাক্যের নিম্নলিখিত তিনটি গুণ/বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। যেমন: (i) আকাঙ্ক্ষা; (ii) আসত্তি; (iii) যোগ্যতা।

(i) **আকাঙ্ক্ষা:** বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা, তা-ই আকাঙ্ক্ষা।

যেমন: ✓ চাঁদ পৃথিবীর .....

এটুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা থাকে। অর্থাৎ বাক্যটি শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করতে পারে না। বাক্যটি এভাবে পূর্ণ করা যায়:

✓ চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।

এখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে এবং বাক্যের অর্থও পূর্ণ হয়েছে। তাই এটি সার্থক বাক্য।

(ii) **আসত্তি:** মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে পদগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে পদগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয় এবং মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়। বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য এই সূক্ষ্ম পদবিন্যাসই আসত্তি। অন্যভাবে বলা যায়, বক্তার সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যস্থিত পদগুলোকে সঠিকভাবে সাজিয়ে লেখা বা বলার নামই আসত্তি। যেমন:

✓ কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত।

এখানে পদ সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়নি। তাই এটি একটি সার্থক বাক্য নয়। মনোভাব পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য পদগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে। যেমন:

✓ কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

বাক্যটি আসত্তিসম্পন্ন। কেননা এখানে উপযুক্ত শব্দ পরস্পর পাশাপাশি বসে বাক্যের অর্থ পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছে।

(iii) **যোগ্যতা:** বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন:

✓ বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়।

✓ পাখি আকাশে ওড়ে।

এগুলো যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, এখানে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয়:

✓ বর্ষার রৌদ্রে প্লাবনের সৃষ্টি হয়।

অথবা,

✓ হাতিগুলো আকাশে ওড়ে।

। বাক্যদ্বয় ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ, রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না। আবার, হাতিও আকাশে ওড়ে না। তাই আকাঙ্ক্ষা আসত্তি অনুযায়ী বাক্য দুটি সঠিক হলেও এগুলো যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য নয়।



## বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

## ❖ বাক্যের অংশগত শ্রেণিবিভাগ:

➤ প্রতিটি বাক্যে দুটি অংশ থাকে: উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

(i) উদ্দেশ্য: বাক্যে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন:

✓ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোমান্টিক কবি।

এখানে বাক্যে যা বলা হচ্ছে তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে। সুতরাং, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' এ বাক্যের উদ্দেশ্য।

➤ বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে এক বা একাধিক পদ থাকতে পারে। যেমন:

✓ জনি ও তানভীর আজ কলেজে আসেনি।

➤ বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় অন্যান্য পদ বা পদসমষ্টি যোগে গঠিত বাক্যাংশও বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন:

✓ বিদ্বান লোকেরাই সমাজের প্রগতিশীল ব্যক্তি। (বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত বিশেষণ)

✓ মিথ্যা কথা বলা খুবই অন্যায়। (বিশেষ্যরূপে ক্রিয়াজাত বাক্যাংশ)

➤ কখনো কখনো বাক্যে উদ্দেশ্য পদ অনুল্লিখিতও থাকতে পারে। যেমন:

✓ (তুমি) এখন যাও।

✓ (তুমি) কোথায় গিয়েছিলে?

(ii) বিধেয়: কর্তা বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বাক্যে যা কিছু বলা হয় তাকে বিধেয় বলে। যেমন:

✓ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোমান্টিক কবি।

✓ এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি রোমান্টিক কবি। তাই এ বাক্যে 'রোমান্টিক কবি' অংশটি বিধেয়।

➤ বাক্যের বিধেয় অংশে অন্তত একটি সমাপিকা ক্রিয়া এবং একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে। যেমন:

✓ সে বই পড়ে। (সমাপিকা ক্রিয়া)

✓ আমি যেতে পারব না। (অসমাপিকা ক্রিয়া)

➤ কখনো কখনো বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অংশের কর্তার বা উদ্দেশ্য পদের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্রিয়াই বিধেয় ক্রিয়া হয়। যেমন:

✓ আসিফ জানিয়েছিল নিশাত গান গাইতে পারে।

✓ এখানে কর্তার (আসিফ) সঙ্গে 'জানিয়েছিল' ক্রিয়া সম্পর্কিত বলে এটি বিধেয় ক্রিয়া।

'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়'-এ দুটো প্রধান অংশে বাক্যকে বিভক্ত করা গেলেও আরও কয়েকটি সূক্ষ্ম বিভাগ এর মধ্যে আছে সেগুলো হলো: কর্তা, ক্রিয়া ও কর্ম।

(i) কর্তা: ক্রিয়া যার দ্বারা সম্পাদিত হয় বা ক্রিয়া যার অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে কর্তা বলে। বাক্যকে কর্তাই চালনা করে।

(ii) ক্রিয়া: যে পদ দ্বারা কোনো কিছু করা, হওয়া, থাকা ইত্যাদি বোঝায় তাকে ক্রিয়া বলে। ক্রিয়া বাক্যের প্রাণ, তথা সর্বপ্রধান অঙ্গ। ক্রিয়া ছাড়া কোনো বাক্য গঠিত হতে পারে না।

(iii) কর্ম: কর্তা যা করে বা যে বস্তুকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে কর্ম বলে। ক্রিয়াকে 'কী' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে কর্ম পাওয়া যায়।

| কর্তা | কর্ম | ক্রিয়া |
|-------|------|---------|
| আসিফ  | চাঁদ | দেখে।   |

## গঠন অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ:

➤ গঠন অনুযায়ী বাক্য তিন প্রকার:

(১) সরল বাক্য

(২) মিশ্র বা জটিল বাক্য

(৩) যৌগিক বাক্য



০১। সরল বাক্য (Simple Sentence): যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (Finite verb) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন:

✓ সুমন বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়।

এখানে 'সুমন' কর্তা এবং 'যায়' সমাপিকা ক্রিয়া (Finite verb)।

➤ সরল বাক্যে এক বা একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে, তবে সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে একটি। যেমন:

✓ চৌধুরী সাহেব ঘুম থেকে উঠে (অসমাপিকা ক্রিয়া) নাস্তা করে (অসমাপিকা ক্রিয়া) পদব্রজে বের হন (সমাপিকা ক্রিয়া)।

➤ সমাপিকা ক্রিয়া থাকলে বাক্যে এক বা একাধিক কর্মপদ (বিশেষ্য) থাকতে পারে। সমাপিকা ক্রিয়াটি অকর্মক ক্রিয়া হলে কোনো কর্মপদ থাকে না, ক্রিয়া-বিশেষণ থাকতে পারে। যেমন:

✓ সে ভাত খাচ্ছে (মুখ্য কর্মপদ + সমাপিকা ক্রিয়া)।

✓ শিশুটা ধীরে ধীরে হাঁটছে (ক্রিয়াবিশেষণ + অকর্মক ক্রিয়া)।

✓ সে আমাকে একটা ছবি দেখাবে (গৌণ কর্মপদ + মুখ্য কর্মপদ + দ্বিকর্মক ক্রিয়া)।

০২। জটিল বা মিশ্র বাক্য (Complex Sentence): যে বাক্যে প্রধান খণ্ডবাক্যের (Principal clause) অধীনে এক বা একের বেশি অপ্রধান খণ্ডবাক্য (Subordinate clause) থাকে বা একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে। যেমন:

| আশ্রিত খণ্ডবাক্য      | প্রধান খণ্ডবাক্য       |
|-----------------------|------------------------|
| যিনি পরের উপকার করেন, | তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে। |
| যে পরিশ্রম করে,       | সে-ই সুখ লাভ করে।      |

➤ আশ্রিত খণ্ডবাক্য তিন প্রকার-

(i) বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত বাক্য (Noun clause)।

(ii) বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত বাক্য (Adjective clause)।

(iii) ক্রিয়াবিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত বাক্য (Adverbial clause)।

| আশ্রিত খণ্ডবাক্য                                           | সংজ্ঞা                                                                                                                                               | উদাহরণ                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Noun clause)            | যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Subordinate clause) প্রধান খণ্ডবাক্যের যে কোনো পদের আশ্রিত থেকে বিশেষ্যের কাজ করে, তাকে বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে।  | ✓ আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গেছে।<br>✓ তুমি যা বলেছিলে, সবই ফলেছে।                  |
| বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Adjective clause)        | যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্যের অন্তর্গত কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ এবং অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। | ✓ লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।<br>আশ্রিত বাক্যটি 'সেই' সর্বনামের অবস্থা প্রকাশ করছে। |
| ক্রিয়াবিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Adverbial clause) | যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়াপদের স্থান, কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে।  | ✓ যতই করিবে দান, ততই যাবে বেড়ে।<br>✓ যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।                                   |

➤ জটিল বাক্যে সাপেক্ষ সর্বনাম ও সাপেক্ষ যোজকের মাধ্যমে প্রধান খণ্ডবাক্যের সঙ্গে অপ্রধান খণ্ডবাক্যকে যোগ করা হয়।

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ✓ সাপেক্ষ সর্বনাম | যে ... সে, যা ... তা, যিনি ... তিনি, যাঁরা ... তাঁরা ইত্যাদি।              |
| ✓ সাপেক্ষ যোজক    | যখন...তখন, যেমন... তেমন, বরং...তবু, যেইনা...অমনি, যেহেতু...সেহেতু ইত্যাদি। |



০৩। **যৌগিক বাক্য (Compound sentence):** পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি প্রভৃতি যোজক যোগে সংযুক্ত বা সমন্বিত থাকে। যেমন:

- ✓ নেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।
- ✓ উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না।

#### ♦ অর্থানুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ:

বিশেষ জোর দিয়ে কথা বলা, কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা, কাঁপন, টেনে টেনে শব্দ উচ্চারণ ইত্যাদির দ্বারা বাক্যের বিশেষ বিশেষ অর্থ ও ভাব প্রকাশ করা সম্ভব। বিভিন্ন ভঙ্গিতে কণ্ঠধ্বনি উচ্চারণের ফলে যে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তা নানা প্রকার ভাব ও অর্থ সৃষ্টি করে। বাক্যভঙ্গির এই তারতম্য অনুসারে বা অর্থানুসারে বাক্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

- ০১। বিবৃতিমূলক বা বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বাক্য
- ০২। প্রশ্নবোধক বাক্য
- ০৩। অনুজ্ঞা সূচক বাক্য
- ০৪। ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য
- ০৫। বিস্ময় বা আবেগসূচক বাক্য

০১। **বিবৃতিমূলক বা বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বাক্য:** যে বাক্যে কোনো বক্তব্য সাধারণভাবে বিবৃত বা নির্দেশ করা হয় তাকে বর্ণনাত্মক বাক্য বলে। একে নির্দেশমূলক, নির্দেশসূচক, নির্দেশাত্মক, বিবৃতিমূলক বাক্যও বলা হয়। বিবৃতিমূলক বাক্যকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

| শ্রেণিবিভাগ                                                   | সংজ্ঞা                                                                                                           | উদাহরণ                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (i) অস্তিত্বাচক বা হ্যাঁ-বাচক বাক্য<br>(Affirmative sentence) | যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্যের অস্তিত্ব বা হ্যাঁ বোধক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে অস্তিত্বাচক বাক্য বলে।       | ✓ মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে।<br>✓ বাড়িটা তারা দখল করেছে।           |
| (ii) নেতিবাচক বা না-বাচক বাক্য<br>(Negative sentence)         | যে বাক্যে কোনো ঘটনায়, কাজে, বা ভাবে অস্বীকৃতি, অনস্তিত্ব, নিষেধ বা না-সূচক অর্থ বোঝায় তাকে নেতিবাচক বাক্য বলে। | ✓ মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।<br>✓ বাড়িটা তারা দখল না করে ছাড়েনি। |

০২। **প্রশ্নবোধক বাক্য:** যে বাক্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নসূচক অর্থ প্রকাশ পায় তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। একে প্রশ্নমূলক, প্রশ্নসূচক, জিজ্ঞাসাত্মক, প্রশ্নাত্মক বাক্যও বলা হয়। যেমন:

- ✓ তোমার নাম কী?
- ✓ বাড়ি থেকে আসছ বুঝি?
- ✓ আজ কেন কলেজে যাওনি?

০৩। **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য:** যে বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, নিষেধ ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ পায় তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে। যেমন:

- ✓ উপদেশ: দুর্জনকে দূরে রেখো।
- ✓ আদেশ: এখান থেকে যাও।
- ✓ অনুরোধ: অনুগ্রহ করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।
- ✓ নিষেধ: "সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়োনা কো তুমি।"
- ✓ প্রস্তাব: চলো, সমুদ্রভ্রমণ করে আসি।

[বি.দ্র.: বাংলায় বর্তমান অনুজ্ঞার সঙ্গে নিষেধার্থক 'না' হয় না, হয় ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার সঙ্গে।]

**ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য:** যে বাক্যে ইচ্ছা, প্রার্থনা, ইত্যাদি অর্থ প্রকাশিত হয়, তাকে ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। এ ইচ্ছাসূচক, ইচ্ছাবোধক বাক্যও বলা হয়। যেমন:

- ✓ ইচ্ছা: হতাম যদি চাতক পাখি, দিতাম কাঁপ জোছনায়।
- ✓ প্রার্থনা: মহারাজের জয় হোক।



০৫। বিস্ময় বা আবেগসূচক বাক্য: যে বাক্য দ্বারা মনের আবেগ যেমন: বিস্ময়, হর্ষ, শোক, ঘৃণা, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি ভাব প্রকাশ তাকে বিস্ময় বা আবেগসূচক বাক্য বলে। যেমন:

- ✓ বিস্ময়: কী চমৎকার!
- ✓ হর্ষ: হররে, আমরা জিতে গেছি!
- ✓ ঘৃণা: ছিঃ ছিঃ! তুমি এত নীচ!
- ✓ শোক: হায় হায়! তার এ কী হলো।
- ✓ ক্রোধ: এত বড় সাহস! মুখে মুখে তর্ক কর।
- ✓ ভয়: বাপরে! কী ঘুট ঘুটে অন্ধকার।

❖ কিছু বৈয়াকরণ অর্থানুসারে বাক্যকে আরও দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

- (i) কার্যকারণাত্মক বা শর্তসাপেক্ষ: এ শ্রেণির বাক্যে একটি ঘটনার ওপর আর একটি ঘটনার নির্ভরশীলতার সম্বন্ধ স্থাপিত যেমন: বৃষ্টি না হলে ফসল নষ্ট হয়ে যাবে।, আপনি না এলে ভালো লাগবে না।
- (ii) সংশয়বাচক বা সন্দেহসূচক: এ শ্রেণির বাক্যে বক্তার মনের সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ পায়। যেমন:
  - ✓ আমার মনে হয় না, সে আসবে।
  - ✓ আছে কোথাও এইখানে।
  - ✓ আজ বোধ হয় বৃষ্টি হবে।

### বাক্য রূপান্তর

**সংজ্ঞা:** অর্থের কোনোরূপ রূপান্তর না করে এক প্রকারের বাক্যকে অন্য প্রকার বাক্যে রূপান্তর করার নামই বাক্য রূপান্তর।

### বাক্যের গঠনগত রূপান্তর

০১। সরল বাক্যকে জটিল বা মিশ্র বাক্যে রূপান্তর:

সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয় এবং উভয়ের সংক্ষেপে বিধানে সম্বন্ধসূচক (যদি, তবে, যে, সে প্রভৃতি) পদের সাহায্যে উক্ত খণ্ডবাক্য ও প্রধান বাক্যটিকে পরস্পর সাপেক্ষ করতে হয়।

❖ সূত্র:

- সরল বাক্যের উদ্দেশ্য বা কর্তা এবং বিধেয় বা সমাপিকা ক্রিয়াকে পরিবর্তন না করে সাধারণত জটিল বাক্যের প্রধান খণ্ডবাক্যে গঠিত হয়। যেমন:
  - ✓ সরল: তার চুল পাকলেও বুদ্ধি হয়নি।
  - ✓ জটিল: যদিও তার চুল পেকেছে, তবু তার বুদ্ধি হয়নি।
- সরল বাক্যের বাকি অংশ বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় অপ্রধান বা আশ্রিত খণ্ডবাক্যে পরিণত হয়।
  - ✓ সরল: তার চুল পাকলেও বুদ্ধি হয়নি।
  - ✓ জটিল: যদিও তার চুল পেকেছে, তবু তার বুদ্ধি হয়নি।
- প্রধান ও অপ্রধান খণ্ডবাক্য সাপেক্ষ সর্বনাম কিংবা সাপেক্ষ যোজক শব্দ দ্বারা যুক্ত হয়।
  - ✓ সরল: তার চুল পাকলেও বুদ্ধি হয়নি।
  - ✓ জটিল: যদিও তার চুল পেকেছে, তবু তার বুদ্ধি হয়নি।

| সরল বাক্য                            | জটিল বা মিশ্র বাক্য                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।  | যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।    |
| তার দর্শনমাত্রই আমরা প্রস্থান করলাম। | যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম। |
| ভিক্ষুককে দান কর।                    | যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর।                    |
| দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য।               | যে লোক দুর্জন, সে পরিত্যাজ্য।                   |
| বিকেল পাঁচটায় কুমিল্লা পৌঁছলাম।     | বিকেল যখন পাঁচটা, তখন কুমিল্লা পৌঁছলাম।         |



## সাত্তালাল TEXT

## ০২। মিশ্র/জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর:

মিশ্র/জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মিশ্র বাক্যের অপ্রধান খণ্ডবাক্যটিকে সংকুচিত করে একটি পদ বা একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়।

- এক্ষেত্রে প্রধান খণ্ডবাক্যকে অপরিবর্তিত রেখে অপ্রধান খণ্ডবাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তর করতে হয়।
  - ✓ জটিল: যদি পাশ করতে চাও, তাহলে পড়।
  - ✓ সরল: পাশ করতে চাইলে পড়।
- কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগে কিংবা সমাস নিষ্পন্নের দ্বারা সংকুচিত করে পুরো বাক্যটিকে একটি উদ্দেশ্য (কর্তা) ও একটিমাত্র বিধেয় (সমাপিকা) ক্রিয়ায় রূপান্তর করা যায়।
  - ✓ জটিল: যে সকল পশু মাংস ভোজন করে, তারা অত্যন্ত বলবান।
  - ✓ সরল: মাংসভোজী পশু অত্যন্ত বলবান।
- জটিল বাক্যের সাপেক্ষ সর্বনাম কিংবা সাপেক্ষ যোজক লোপ পায়।
  - ✓ জটিল: যারা ধার্মিক, তারা সুখী।
  - ✓ সরল: ধার্মিকেরা সুখী।

| জটিল বাক্য                                          | সরল বাক্য                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| যদি নাও পড়ি তবুও পাশ করব।                          | না পড়েও পাশ করব।                         |
| যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।                 | বিদ্বান সর্বত্র আদরণীয়।                  |
| আমরা আনন্দিত হয়েছি যে, তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন। | তঁার উচ্চশিক্ষা লাভে আমরা আনন্দিত হয়েছি। |
| যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।         | নির্বোধরা/বুদ্ধিহীনরা এ কথা বিশ্বাস করবে। |
| যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব।           | আজীবন এ ঋণ স্বীকার করব।                   |

## ০৩। সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর:

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে রূপান্তর করতে হয় এবং যথাসম্ভব যোজকের প্রয়োগ করতে হয়।

## ❖ সূত্র:

- সরল বাক্যের অসমাপিকা ক্রিয়াকে (Non-finite) সমাপিকা ক্রিয়া (Finite) দ্বারা স্বনির্ভর খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয়। যেমন:
  - ✓ সরল: গুহাটা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল।
  - ✓ যৌগিক: গুহাটা হইতে বাহির হইলাম, তবেই ধড়ে প্রাণ আসিল।
- প্রয়োজনে সরল বাক্যের অন্য শব্দসমষ্টির দ্বারা কিংবা বাক্যাংশকে প্রসারিত করে এক বা একাধিক স্বনির্ভর খণ্ডবাক্য গঠিত হতে পারে। যেমন:
  - ✓ সরল: আমি বর ছিলাম বলে বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।
  - ✓ যৌগিক: আমি বর ছিলাম সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।
- খণ্ডবাক্যগুলো যোজক দ্বারা যুক্ত করে যৌগিক বাক্য গঠন করা। যেমন:
  - ✓ সরল: তুমি চলে গেলে তোমার জিনিসপত্তর দেখবে কে?
  - ✓ যৌগিক: তুমি চলে যাবে, কিন্তু তোমার জিনিসপত্তর দেখবে কে?
- অনেক সময় কমা (,) যোজকের কাজ করে।

| সরল বাক্য                                                 | যৌগিক বাক্য                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।              | তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।              |
| পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত। | এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে। |
| আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।                           | আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।                     |
| গঙ্গা হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে সাগরে পড়েছে।              | গঙ্গা হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তারপর সাগরে পড়েছে।         |
| জ্ঞানী বলেই তিনি বিনয়ী ছিলেন।                            | তিনি জ্ঞানী ছিলেন, সে জন্যই তিনি বিনয়ী ছিলেন।                |
| সত্য কথা স্বীকার না করলে শাস্তি পাবে।                     | সত্য কথা স্বীকার কর, নতুবা শাস্তি পাবে।                       |



০৪। যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর:

যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে বাক্যের মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্রগুলো অবলম্বন করতে হবে-

- বাক্যসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।
- অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।
- যোজক পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়।
- কোনো কোনো স্থলে একটি বাক্যকে হেতুবোধক (কারণ নির্দেশ করে এমন) বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়।

| যৌগিক বাক্য                           | সরল বাক্য                       |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।     | সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।   |
| তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। | তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।     |
| মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।   | মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে। |
| লোকটি অশিক্ষিত, কিন্তু অভদ্র নয়।     | লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়।  |
| তুমি আসবে এবং আমি যাব।                | তুমি এলে আমি যাব।               |

০৫। যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বা জটিল বাক্যে রূপান্তর:

যৌগিক বাক্য থেকে মিশ্র বা জটিল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্রগুলো অবলম্বন করতে হবে-

- যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত যোজক বাদ দিতে হবে।
- নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যগুলোর মধ্যে একটিকে প্রধান রেখে অন্যান্য নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যকে অপ্রধান খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হবে।
- যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত স্বনির্ভর বা স্বাধীন খণ্ডবাক্যগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্বনির্ভর খণ্ডবাক্যটি জটিলবাক্যে প্রধান খণ্ডবাক্য এবং অপর স্বনির্ভর খণ্ডবাক্য অপ্রধান খণ্ডবাক্যে পরিণত হয়।
- সাপেক্ষবাচক সর্বনাম বা সাপেক্ষ যোজক ব্যবহার করে বাক্যের অর্থ ও সমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

| যৌগিক বাক্য                                           | মিশ্র বাক্য                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।            | যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।       |
| তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ। | যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তথাপি তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ। |
| সে কাল আসবে এবং আমি যাব।                              | যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।                             |
| বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।                           | যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।                               |
| তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।               | যদিও তাঁর টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না।                |

০৬। মিশ্র/জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর:

জটিল বা মিশ্র বাক্য থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্রগুলো অবলম্বন করতে হবে-

- **আশ্রিত খণ্ডবাক্য**গুলোকে নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হবে।
- **জটিল বা মিশ্র বাক্যের** উপযোগী শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে সবকটি খণ্ডবাক্যের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।
- **সাপেক্ষবাচক সর্বনাম** বা **যোজক পদ** বর্জন করে সাধারণ যোজক পদ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাধীন বাক্যগুলোকে যুক্ত করতে হয়।

| মিশ্র বাক্য                                 | যৌগিক বাক্য                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।              | সে কাল আসবে এবং আমি যাব।                |
| যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।                | বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।             |
| যদিও তাঁর টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না। | তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না। |
| যদিও সে মরবে, তবুও একথা বলবে না।            | সে মরবে, কিন্তু একথা বলবে না।           |
| পিতা যখন আছে তখন পুত্রের খোঁজ কেন?          | পিতা আছেন তো, তাই পুত্রের খোঁজ কেন?     |



## বাক্যের ভাবগত রূপান্তর

০১। অস্তিবাচক বাক্য থেকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর:

অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্রগুলো অবলম্বন করতে হবে-

- 'হ্যাঁ' সূচক বাক্যকে 'না' করতে হলে মূল অর্থ পরিবর্তন করা যাবে না।
- বাক্যে 'না', 'নয়', 'নেই', 'নি', 'নেই', 'নাহি', 'নাই' ইত্যাদি নঞর্থক শব্দযোগে অস্তিবাচক বাক্যের বিপরীতক্রিয়াকে (সমাপিকা ক্রিয়াকে) নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করা হয়।
- প্রয়োজন মতো বাক্যের অন্য শব্দকে 'না' সূচক প্রয়োগ করতে হয়।
- বাক্যের অস্তিবাচক বা 'হ্যাঁ' সূচক ভাবটি বজায় রাখতে হবে।

| অস্তিবাচক                                                  | নেতিবাচক                                                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| আপনকার বাণ অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নির্দিষ্ট হইবার অযোগ্য। | আপনকার বাণ অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নির্দিষ্ট হইবার যোগ্য নহে। |
| মন নিচুতে নামতে অনিচ্ছুক।                                  | মন নিচুতে নামতে চায় না।                                      |
| কলিমদ্দির যেসব অজানা।                                      | কলিমদ্দি সেসব জানে না।                                        |
| বাড়িটা তারা দখল করেছে।                                    | বাড়িটা তারা দখল না করে ছাড়েনি।                              |
| মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে।                              | মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।                                |

০২। নেতিবাচক বাক্য থেকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর:

নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্রগুলো অবলম্বন করতে হবে:

- বাক্য পরিবর্তিত হলেও মূল অর্থ অপরিবর্তিত রাখতে হয়।
- 'না', 'নয়', 'নি', 'নেই', 'নহে', ইত্যাদি নঞর্থক পদ তুলে দিতে হবে এবং শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে হ্যাঁ-সূচক ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে হয়।
- প্রয়োজনমতো নেতিবাচক শব্দের বাক্যাংশকে অস্তিবাচক শব্দ দ্বারা অস্তিবাচকে রূপান্তর করতে হয়।

| নেতিবাচক                  | অস্তিবাচক                    |
|---------------------------|------------------------------|
| ওদের কাউকে পাওয়া যায়নি। | ওরা সবাই নিরুদ্দেশ।          |
| শহিদের মৃত্যু নেই।        | শহিদেরা অমর।                 |
| কোথাও শান্তি ছিল না।      | সর্বত্র অশান্তি ছিল।         |
| ওকে চেনাই যায় না।        | ওকে চেনা অসম্ভব/কঠিন/দুষ্কর। |

নেতিবাচক বাক্য থেকে প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্তর:

নেতিবাচক বাক্য থেকে প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্রগুলো অবলম্বন করতে হবে:

- নেতিবাচক বাক্যের না-সূচক শব্দ তুলে দিতে হয় এবং নির্দেশক হলে 'কি' এবং নঞর্থক বাক্য হলে 'নাকি', 'নয় কি'-সহ জিজ্ঞাসার চিহ্ন (?) ব্যবহার করতে হয়।
- 'না' সূচক শব্দ তুলে দিয়ে 'হ্যাঁ'-সূচক অর্থপূর্ণ শব্দের ব্যবহার করতে হয় এবং 'কি', 'নয় কি', শব্দ ব্যবহার করে জিজ্ঞাসা চিহ্ন(?) বসাতে হয়।
- 'জানি না', 'জানা নেই' ইত্যাদি শব্দ তুলে দিয়ে- 'হ্যাঁ সূচক' শব্দ ব্যবহার করে- 'কি' এবং জিজ্ঞাসার চিহ্ন (?) ব্যবহার করতে হয়।
- সাধারণ বর্তমান কালের 'ল', 'ইল' ক্রিয়া-বিভক্তি থাকলে তার সঙ্গে আগে 'হয়' ক্রিয়া-বিভক্তি ব্যবহার করে এবং নঞর্থক অব্যয় যোগে নেতিবাচক বাক্য গঠন করে এবং প্রশ্নবোধক অব্যয়যোগে প্রশ্নবোধক বাক্য গঠন করতে হয়।

| নেতিবাচক                        | প্রশ্নবাচক                         |
|---------------------------------|------------------------------------|
| দুঃখের আর অন্ত নেই।             | দুঃখের অন্ত আছে কি?                |
| খেলা হলো জীবজগতের নিষ্পাপ কর্ম। | খেলা জীবজগতের নিষ্পাপ কর্ম নয় কি? |
| কোথাও শান্তি আছে কিনা জানা নেই। | কোথাও শান্তি আছে কি?               |
| আর তো পথ নেই।                   | আর কি পথ আছে?                      |



০৫। প্রশ্নবোধক বাক্য থেকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর:

প্রশ্নবোধক বাক্য থেকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্র অনুসরণ অবলম্বন করতে হবে এবং প্রশ্নবোধক বাক্যের প্রশ্নবোধক চিহ্ন তুলে দিয়ে নেতিবাচক বাক্যে পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি বসাতে হবে। যেমন:

- প্রশ্নবোধক বাক্যের কি/কী তুলে দিয়ে - 'না', 'নাই', 'নেই', 'নি', 'জানি না', 'গুনি না' ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।
- প্রশ্নবোধক কি/কী তুলে দিয়ে 'নি-না', 'জানি না', 'জানা নেই' ইত্যাদি নেতিবাচক বস্তুবোরে সাহায্যে নেতিবাচক বাক্য গঠন করতে হয়।

| প্রশ্নবোধক                                         | নেতিবাচক                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| পুলিশের লোক জানবে কী করে?                          | পুলিশের লোক জানবে না।                                         |
| সরস্বতী বর দেবেন কি?                               | সরস্বতী বর দেবেন না।                                          |
| অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের কি দেখা আছে?                 | অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নেই।                               |
| শিল্পের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের প্রভেদ কি প্রকট? | শিল্পের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের প্রভেদ প্রকট কিনা জানা নেই। |

০৫। অস্তিত্ববাচক বাক্য থেকে প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তর:

অস্তিত্ববাচক বাক্য থেকে প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্র অনুসরণ অবলম্বন করতে হবে:

- কর্তার পর সাধারণত প্রশ্নবাচক অব্যয় ব্যবহার করতে হবে।
- ক্রিয়াপদের পর 'না' অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হবে।
- বাক্য শেষে প্রশ্নবোধক জিজ্ঞাসা-চিহ্ন (?) থাকবে।

| অস্তিত্ববাচক                             | প্রশ্নবাচক                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| তীর সম্বন্ধে জানা দরকার।                 | তীর সম্বন্ধে জানা দরকার নয় কি?        |
| বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কি তা জানতে চাই। | বাংলাদেশের রাজধানীর নাম জানতে পারি কি? |
| পরে কী হলো সে বিষয়ে জানতে চাই।          | তারপর কী হলো?                          |
| সুখ সকলেরই কাম্য।                        | সুখ কার না কাম্য?                      |

০৬। নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে প্রশ্নাত্মক বাক্যে রূপান্তর:

- নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে প্রশ্নাত্মক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে বাক্যের মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ পরিবর্তিত রেখে প্রশ্নাত্মক বাক্যটি এমন তৈরি করতে হবে যার সবচেয়ে কাছাকাছি সম্ভাব্য উত্তর হবে নির্দেশাত্মক বাক্যটি।
- নির্দেশাত্মক বাক্যে হ্যাঁ-বাচক হলে প্রশ্নাত্মক হবে না-বাচক, নির্দেশাত্মক বাক্যে না-বাচক হলে প্রশ্নাত্মক হবে হ্যাঁ-বাচক। প্রথমটির ক্ষেত্রে বিধেয় ক্রিয়ার সঙ্গে নঞর্থক শব্দ যোগ করতে হয়, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে নঞর্থক শব্দ বর্জন করে 'আর' প্রবাক্যলংকার শব্দের আগমন ঘটাতে হয়।
- রূপান্তরিত বাক্যে প্রয়োজনমতো 'কে', 'কি', 'কোথায়' ইত্যাদি প্রশ্নাত্মক শব্দ এবং প্রশ্ন (?) চিহ্ন বসাতে হয়।

| নির্দেশাত্মক                        | প্রশ্নাত্মক                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| কেউ মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারে না।    | কেউ কি মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারে?        |
| তারা যথার্থ সভ্য দাবি করতে পারে না। | তারা কি যথার্থ সভ্য দাবি করতে পারে?     |
| দেশপ্রেমিককে সবাই ভালোবাসে।         | দেশপ্রেমিককে কে না ভালোবাসে?            |
| সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ।    | সাহিত্য কি জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ নয়? |

০৭। প্রশ্নাত্মক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক বাক্যে রূপান্তর:

- প্রশ্নাত্মক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে বাক্যের মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রাখতে হবে।
- শুধু উত্তরের প্রত্যাশায় নয়, বস্তু যে উত্তর দিতে চায় তার সম্ভাবনার দিকে লক্ষ রেখে বাক্যটিকে সাজাতে হবে।
- রূপান্তরের সময় প্রশ্নবাচক শব্দ ও প্রশ্ন চিহ্ন (?) বর্জিত হয়।
- হ্যাঁ-বাচক বাক্যকে না-বাচক এবং না-বাচক বাক্যকে হ্যাঁ-বাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হবে।
- কে, কি ইত্যাদি প্রশ্নসূচক শব্দ লোপ পায়।
- নির্দেশাত্মক বাক্যের শেষে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ বসে।

| প্রশ্নবাচক                | নির্দেশাত্মক               |
|---------------------------|----------------------------|
| মৃত্যু কি জীবনের শেষ নয়? | মৃত্যুই জীবনের শেষ।        |
| কেন সময় নষ্ট কর?         | সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।     |
| তোমাকে দিয়ে আর কী হবে?   | তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। |
| আমরা কি শহরে যেতে পারি?   | আমরা শহরে যেতে পারি না।    |



১০৮। নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে রূপান্তর:

নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্রগুলো অবলম্বন করতে হবে:

- বাক্যের কর্তা সাধারণত মধ্যম পুরুষের হবে। তবে অনেক সময় উহ্য থাকতে পারে।
- ক্রিয়াপদের ব্যবহার কর্তা অনুযায়ী হবে।
- নির্দেশাত্মক বাক্যের মূল ধাতুটিকে অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়ারূপে পরিণত করতে হয়।

| নির্দেশাত্মক                      | অনুজ্ঞাবাচক                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| দেশের সেবা করা কর্তব্য।           | দেশের সেবা করবে।                            |
| ভুলগুলো এখনই সংশোধন করতে বলছি।    | ভুলগুলো এখনই সংশোধন করো।                    |
| আমাদের পালিয়ে যেতে হবে।          | চল আমরা পালাই।                              |
| জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হতেও বড়ো। | জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গ হতেও বড়ো মনে করো। |

১০৯। অনুজ্ঞাবাচক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক বাক্যে রূপান্তর:

অনুজ্ঞাবাচক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের অন্তর্গত মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়াবিভক্তি (-ইয়া/-এ/-ইতে/-তে/-ইলে/লে) বা কৃৎ-প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ গঠন করতে হয় এবং অনুজ্ঞার ভাবকে নির্দেশাত্মক ভাবের পরিণতি দিতে হয়।

| অনুজ্ঞাবাচক                  | নির্দেশাত্মক                               |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| দরজা খোল।                    | তোমায় দরজা খুলতে বলছি।                    |
| খবরদার, আর এক পাও এগিয়ো না। | আর এক পাও অগ্রসর না হতে সাবধান করে দিচ্ছি। |
| বিপদে ধৈর্য ধরো।             | বিপদে ধৈর্য ধরা উচিত।                      |
| এখন তোরা যা।                 | এখন তোদের যেতে বলছি।                       |

১১০। প্রশ্নাত্মক বাক্য থেকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে রূপান্তর:

প্রশ্নাত্মক বাক্য থেকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে প্রধানত প্রশ্নাত্মক শব্দ বর্জন করে অনুজ্ঞাভাবের ক্রিয়ার রূপ আনতে হয়।

| প্রশ্নাত্মক                            | অনুজ্ঞাবাচক                 |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| তোমার নাম কী?                          | তোমার নাম বল।               |
| অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত নয় কি?        | অসৎ সঙ্গ ত্যাগ কর।          |
| গুরুজনের কথা অমান্য করা অনুচিত নয় কি? | গুরুজনের কথা অমান্য করো না। |

১। নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে বিস্ময়বোধক বাক্যে রূপান্তর:

নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে বিস্ময়বোধক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মৌলিক অর্থ বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিচের সাধারণ সূত্রগুলো অবলম্বন করতে হবে:

- বিশেষণ পদের আগে 'কী', 'কত' ইত্যাদি বিশেষণীয় বিশেষণ পদ বসে।
- বাক্যের শেষে বিস্ময়বোধক চিহ্ন (!) বসবে।
- প্রয়োজনে বাক্যের অন্যান্য পদের কিছু কিছু স্থান পরিবর্তন ঘটে।

| নির্দেশাত্মক           | বিস্ময়বোধক               |
|------------------------|---------------------------|
| ছেলেগুলো খুব দুষ্ট।    | কী দুষ্ট ছেলেগুলো!        |
| আঠারোর গুনছি জয়ধ্বনি। | আঠারোর কী জয়ধ্বনি গুনছি! |
| দৃশ্যটি খুব করুণ।      | দৃশ্যটি কী করুণ!          |
| মেয়েটি খুব সুন্দর।    | মেয়েটি কী সুন্দর!        |



১২। ইচ্ছাসূচক বা প্রার্থনাসূচক বাক্যকে নির্দেশক বাক্যে রূপান্তর:

- অর্থ অপরিবর্তিত থাকবে। ইচ্ছামূলক বর্তমান কালের ক্রিয়া ভবিষ্যৎ কালের নির্দেশক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হবে।  
প্রয়োজনবোধে 'প্রার্থনা করি', 'কামনা করেন' ইত্যাদি উপন্যাস যুক্ত করতে হবে।

| ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক | নির্দেশক                             |
|------------------------|--------------------------------------|
| তুমি দীর্ঘজীবী হও।     | তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করছি।          |
| সুখী হও।               | তোমার সুখ কামনা করি।                 |
| জয় হোক তব জয়।        | তোমার জয় কামনা করি।                 |
| সৎপথে তার মতি হোক।     | প্রার্থনা করি সৎপথে যেন তার মতি হয়। |

### কতিপয় বাক্য রূপান্তরের নমুনা

#### ◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

- ০১। ধনীর কন্যা তার অপছন্দ। (নেতিবাচক) [চা.বো.'২৪]  
নেতিবাচক: ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়।
- ০২। সত্যি সেলুকাস, এদেশ বড়ো বিচিত্র। (বিস্ময়বোধক) [চা.বো.'২৪]  
বিস্ময়বোধক: সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এ দেশ!
- ০৩। আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি। (যৌগিক) [চা.বো.'২৪]  
যৌগিক: আমি বহু কষ্ট করেছি ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
- ০৪। কেউ কিছু বলে না। (অস্তিবাচক) [চা.বো.'২৪]  
অস্তিবাচক: সবাই চুপ করে রইল।
- ০৫। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। (সরল) [চা.বো.'২৪]  
সরল: এখনো আশা না ছাড়লেও মাতুলকে ছাড়িয়াছি।
- ০৬। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ। (জটিল) [চা.বো.'২৪]  
জটিল: যদিও তিনি দরিদ্র তবু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
- ০৭। এমন করা ঠিক হয়নি। (প্রশ্নবোধক) [চা.বো.'২৪]  
প্রশ্নবোধক: এমন করা কি ঠিক হয়েছে?
- ০৮। নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক) [চা.বো.'২৪]  
অনুজ্ঞাসূচক: নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাও।
- ০৯। চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম। (জটিল) [রা.বো.'২৪]  
জটিল: যে লোক চরিত্রহীন সে পশুর চেয়েও অধম।
- ০। যখন তিনি ছিলেন, তখন কোনো জিনিসের অভাব ছিল না। (সরল) [রা.বো.'২৪]  
সরল: তিনি থাকাকালীন কোনো জিনিসের অভাব ছিল না।
- । যখন বিপদ আসে তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক) [রা.বো.'২৪]  
যৌগিক: বিপদ ও দুঃখ একসাথে আসে।
- পাখিটি খুব সুন্দর। (বিস্ময়সূচক) [রা.বো.'২৪]  
বিস্ময়সূচক: বাহ! পাখিটি কী সুন্দর।
- বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। (প্রশ্নবাচক) [রা.বো.'২৪]  
প্রশ্নবাচক: বাংলাদেশ কি একটি নদীমাতৃক দেশ নয়?
- ১৪। মানুষের তৈরি দুর্যোগও কম ক্ষতি করে না। (অস্তিবাচক) [রা.বো.'২৪]  
অস্তিবাচক: মানুষের তৈরি দুর্যোগও বেশ ক্ষতি করে।
- ১৫। 'পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া?' (নেতিবাচক) [রা.বো.'২৪]  
নেতিবাচক: পুলিশের লোক জানিবে না।
- ১৬। চুপ করো। (নির্দেশাত্মক) [রা.বো.'২৪ দি.বো.'২৩]  
নির্দেশাত্মক: চুপ করতে বলছি।
- ১৭। মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। (সরল) [চ.বো.'২৪]  
সরল: মেয়ের বয়স পনেরো শুনিয়া মামার মন ভার হইল।
- ১৮। তোমার সুখ কামনা করছি। (প্রার্থনাসূচক) [চ.বো.'২৪]  
প্রার্থনাসূচক: তুমি সুখী হও।
- ১৯। মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না। (প্রশ্নবাচক) [চ.বো.'২৪; ব.বো.'২৩]  
প্রশ্নবাচক: মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?
- ২০। শৈশবে তার বাবা মারা যায়। (জটিল) [চ.বো.'২৪]  
জটিল: যখন তার শৈশবকাল, তখন তার বাবা মারা যায়।
- ২১। আমরা স্টেশনে পৌঁছে খবর পেলাম ট্রেন ছেড়ে চলে গেছে। (যৌগিক) [চ.বো.'২৪]  
যৌগিক: আমরা স্টেশনে পৌঁছলাম এবং খবর পেলাম ট্রেন ছেড়ে চলে গেছে।
- ২২। আমার নিবাস নাই। (জটিল) [চ.বো.'২৪]  
জটিল: যাকে নিবাস বলে তা আমার নেই।
- ২৩। আমি গ্রাহ্য করিলাম না। (অস্তিবাচক) [চ.বো.'২৪]  
অস্তিবাচক: আমি অগ্রহ্য করিলাম।
- ২৪। শম্ভুনাথ এ কথায় যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন। (নেতিবাচক) [চ.বো.'২৪]  
নেতিবাচক: শম্ভুনাথ একথায় একেবারে যোগই দিলেন না।
- ২৫। মানুষ অমর নয়। (অস্তিবাচক) [ব.বো.'২৪, চ.বো.'১৯]  
অস্তিবাচক: মানুষ মরণশীল।



## ম্যালালাল TEXT

- ২৬। জাহাজ ছেড়ে দিল, আমরা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম। (জটিল)  
[ব.বো.'২৪]
- জটিল: যখন জাহাজ ছেড়ে দিল, তখন আমরা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম।
- ২৭। ফল পাবে কিন্তু তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। (সরল)  
[ব.বো.'২৪]
- সরল: ফল পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে।
- ২৮। এটি ভারি লজ্জার কথা। (বিস্ময়সূচক)  
[ব.বো.'২৪; দি.বো.'২৩; য.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]
- বিস্ময়সূচক: কী লজ্জার কথা এটি/ছি ছি। কী লজ্জার কথা।
- ২৯। এ কথা স্বীকার করতেই হয়। (নেতিবাচক) [ব.বো.'২৪, ডা.বো.'১৯]
- নেতিবাচক: এ কথা অস্বীকার করাই যায় না।
- ৩০। দশ মিনিট পর ঘাটে নৌকা ভিড়ল। (যৌগিক) [ব.বো.'২৪]
- যৌগিক: দশ মিনিট পার হলো, তারপর ঘাটে নৌকা ভিড়ল।
- ৩১। সদা সত্য কথা বলা উচিত। (অনুজ্ঞা)  
[ব.বো., কু.বো.'২৪; ব.বো., সি.বো.'২৩; কু.বো.'১৯; দি.বো.'১৭]
- অনুজ্ঞা: সদা সত্য কথা বলবে।
- ৩২। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। (প্রশ্নবাচক)  
[ব.বো.'২৪, য.বো.'২৩, সকল বো.'১৮]
- প্রশ্নবাচক: সাহিত্য কি জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ নয়?
- ৩৩। সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি। (যৌগিক) [য.বো.'২৪]
- যৌগিক: সত্য কথা বলিনি তাই বিপদে পড়েছি।
- ৩৪। এখনই ডাক্তার ডাকা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক) [য.বো.'২৪]
- অনুজ্ঞাবাচক: এখনই ডাক্তার ডাকো।
- ৩৫। ফুল সকলেই ভালোবাসে। (প্রশ্নবাচক)  
[য.বো., মাত্রাসা বো.'২৪, চ.বো., দি.বো.'১৯]
- প্রশ্নবাচক: ফুলকে কি সকলেই ভালোবাসে না?
- ৩৬। বাংলাদেশের চিরস্থায়িত্ব কামনা করি। (ইচ্ছাসূচক) [য.বো.'২৪]
- ইচ্ছাসূচক: বাংলাদেশ চিরজীবী/চিরস্থায়ী হোক।
- ৩৭। যে অন্ধ তাকে আলো দাও। (সরল) [য.বো.'২৪]
- সরল: অন্ধকে আলো দাও।
- ৩৮। বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হবে। (জটিল) [য.বো.'২৪]
- জটিল: যদি বৃষ্টির অভাব হয়, তবে ফসল নষ্ট হবে।
- ৩৯। শিশুরা দূষণমুক্ত পরিবেশ চায়। (নেতিবাচক)  
[য.বো.'২৪, সি.বো.'২৩]
- নেতিবাচক: শিশুরা দূষিত পরিবেশ চায় না।
- ৪০। শীতের পিঠা খেতে খুব মজা। (বিস্ময়সূচক)  
[য.বো.'২৪, য.বো.'২৩]
- বিস্ময়সূচক: শীতের পিঠা খেতে কী যে মজা!
- ৪১। তাহার মন একবারে কাঠ হইয়া গেল। (নেতিবাচক)  
[কু.বো.'২৪]
- নেতিবাচক: তাহার মন কাঠ না হইয়া পারিল না।

- ৪২। যদি পড়াশোনা না কর, তাহলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। (যৌগিক)  
[কু.বো.'২৪]
- যৌগিক: পড়াশোনা কর, নষ্টলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।
- ৪৩। মিথ্যাবাদীকে কেউ গছন্দ করে না। (অস্তিবাচক)  
[কু.বো.'২৪]
- অস্তিবাচক: মিথ্যাবাদীকে সকলেই অপছন্দ করে।
- ৪৪। তার আভাস পেতাম কিন্তু নাগাল পেতাম না। (জটিল)  
[কু.বো.'২৪]
- জটিল: যদিও তার আভাস পেতাম তবুও নাগাল পেতাম না।
- ৪৫। যে লোক চরিত্রহীন, সে পত্তর চেয়ে অধম। (সরল)  
[কু.বো.'২৪, য.বো.'১৯, রা.বো.'১৭]
- সরল: চরিত্রহীন লোক পত্তর চেয়েও অধম।
- ৪৬। গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে। (প্রশ্নবাচক)  
[কু.বো.'২৪]
- প্রশ্নবাচক: গভর্নমেন্ট কি বাড়িটা রিকুইজিশন করেনি?
- ৪৭। আমাদের দেশ সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। (বিস্ময়বোধক)  
[কু.বো.'২৪, সি.বো.'১৭]
- বিস্ময়বোধক: আমাদের দেশ কী সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে!
- ৪৮। ফরিয়াদি প্রসন্ন গোয়ালিনী। (যৌগিক) [দি.বো.'২৪]
- যৌগিক: তিনি প্রসন্ন গোয়ালিনী এবং ফরিয়াদী।
- ৪৯। তুমিই কাজটি করতে পারতে। (প্রশ্নবোধক) [দি.বো.'২৪]
- প্রশ্নবোধক: তুমিই কি কাজটি করতে পারতে না?
- ৫০। যিনি বিদ্বান তিনি সৎ লোক। (সরল) [দি.বো.'২৪]
- সরল: বিদ্বান লোক সৎ।
- ৫১। সে কাল আসবে, তারপর আমি যাব। (জটিল) [দি.বো.'২৪]
- জটিল: যদি সে কাল আসে তবে আমি যাব।
- ৫২। হৈম কোনো কথা কহিল না। (অস্তিবাচক) [দি.বো.'২৪]
- অস্তিবাচক: হৈম চুপ রহিল।
- ৫৩। নদীটি অনেক খুব সুন্দর। (বিস্ময়সূচক) [দি.বো.'২৪; রা.বো.'২৩]
- বিস্ময়সূচক: কতই না সুন্দর নদীটি/বাহ: কী সুন্দর নদী।
- ৫৪। সময় নষ্ট করা উচিত নয়। (অনুজ্ঞাসূচক) [দি.বো.'২৪]
- অনুজ্ঞাসূচক: সময় নষ্ট করবে না।
- ৫৫। সৎ লোকের ভয় নেই। (জটিল) [দি.বো.'২৪]
- জটিল: যে লোক সৎ, তার ভয় নেই।
- ৫৬। মাতৃভূমির সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক) [ম.বো.'২৪]
- অনুজ্ঞাবাচক: মাতৃভূমির সেবা কর।
- ৫৭। তারা নিয়মিত শিক্ষার্থী নয়। (অস্তিবাচক) [ম.বো.'২৪, দি.বো.'১৭]
- অস্তিবাচক: তারা অনিয়মিত শিক্ষার্থী।
- ৫৮। এ পৃথিবী অস্থায়ী। (নেতিবাচক) [ম.বো.'২৪]
- নেতিবাচক: এ পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়।
- ৫৯। এখানে এসেই সে বসে পড়ল। (যৌগিক) [ম.বো.'২৪]
- যৌগিক: সে এখানে এল এবং বসে পড়ল।



- ৬০। দেশপ্রেমিককে সকলেই ভালোবাসে। (প্রশ্নবোধক) [ম.বো.'২৪]  
প্রশ্নবোধক: দেশপ্রেমিককে কি সকলেই ভালোবাসে না?
- ৬১। জ্ঞানীরাই সত্যিকার ধনী। (জটিল) [ম.বো.'২৪]  
জটিল: যারা জ্ঞানী তারাই সত্যিকার ধনী।
- ৬২। যে লোক দুর্জন, সে পরিত্যাজ্য। (সরল) [ম.বো.'২৪]  
সরল: দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য।
- ৬৩। কী মজার গল্প! (নির্দেশাত্মক) [ম.বো.'২৪]  
নির্দেশাত্মক: গল্পটি বেশ মজার।
- ৬৪। মাতৃভূমিকে সকলেই ভালোবাসে। (নেতিবাচক)  
[মাদ্রাসা বো.'২৪; ব.বো.'২৩, ঢা.বো.'১৭]  
নেতিবাচক: মাতৃভূমিকে কে না ভালোবাসে।
- ৬৫। বিপদে অধীর হতে নেই। (অনুজ্ঞাবাচক)  
[মাদ্রাসা বো.'২৪; কু.বো.'২৩; য. বো.'১৭]  
অনুজ্ঞাবাচক: বিপদে অধীর হয়ো না।
- ৬৬। শিক্ষিত লোককে সবাই শ্রদ্ধা করে। (জটিল)  
[মাদ্রাসা বো.'২৪; য.বো.'১৭]  
জটিল: যিনি শিক্ষিত লোক, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে।
- ৬৭। হৈমন্তী কোনো কথা বলিল না। (অস্তিবাচক)  
[মাদ্রাসা বো.'২৪; সি.বো.'১৭]  
অস্তিবাচক: হৈমন্তী নিশ্চুপ রহিল।
- ৬৮। যদি পরিশ্রম কর, তাহলে ফল পাবে। (যৌগিক)  
[মাদ্রাসা বো.'২৪; য.বো.'১৯, রা.বো.'১৭]  
যৌগিক: পরিশ্রম কর তাহলে ফল পাবে।
- ৬৯। যিনি জ্ঞানী, তিনিই সত্যিকার ধনী। (সরল)  
[মাদ্রাসা বো.'২৪, রা.বো.'২৩; সি.বো.'১৯]  
সরল: জ্ঞানী ব্যক্তিরাই সত্যিকার ধনী।
- ৭০। লোকটি অত্যন্ত দরিদ্র। (বিস্ময়সূচক) [মাদ্রাসা বো.'২৪; ঢা.বো.'১৭]  
বিস্ময়সূচক: লোকটি কী দরিদ্র!
- ৭১। সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবোধক)  
[ঢা.বো.'২৩; চ.বো.'১৯, য.বো., দি.বো.'১৭]  
প্রশ্নবোধক: সরস্বতী বর দেবেন কি?
- ৭২। এদেশ বড়ো বিচিত্র। (বিস্ময়বোধক) [ঢা.বো.'২৩; ব.বো.'১৯]  
বিস্ময়বোধক: কী বিচিত্র এ দেশ!
- ৭৩। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই। (জটিল)  
[ঢা.বো.'২৩; কু.বো.'১৯]  
জটিল: যাহা ঠাট্টার সম্পর্ক, তাহাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।
- ৭৪। তিনি ধনী হলেও অসাধু নন। (জটিল) [ঢা.বো.'২৩]  
জটিল: যদিও তিনি ধনী, তবুও তিনি অসাধু নন।
- ৭৫। পৃথিবী অস্থায়ী। (নেতিবাচক) [ঢা.বো.'২৩]  
নেতিবাচক: পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়।
- ৭৬। তুমি দীর্ঘজীবী হও। (নির্দেশক) [ঢা.বো.'২৩]  
নির্দেশক: তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করছি।
- ৭৭। তার বয়স হলেও শিক্ষা হয়নি। (যৌগিক) [ঢা.বো.'২৩]  
যৌগিক: তার বয়স হয়েছে কিন্তু শিক্ষা হয়নি।
- ৭৮। আইন মেনে চলা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক) [ঢা.বো.'২৩]  
অনুজ্ঞাসূচক: আইন মেনে চলো/চলবে।
- ৭৯। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। (প্রশ্নবোধক)  
[রা.বো.'২৩; য.বো.'১৯, রা.বো.'১৭]  
প্রশ্নবোধক: বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়?
- ৮০। সূর্যোদয়ে অন্ধকার কেটে যাবে। (জটিল) [রা.বো.'২৩]  
জটিল: যখন সূর্যোদয় হবে তখন অন্ধকার কেটে যাবে।
- ৮১। বিপদ ও দুঃখ একসাথে আসে। (সরল) [রা.বো.'২৩]  
সরল: বিপদ এলে দুঃখও আসে।
- ৮২। আমাকে যেতে হবে। (নেতিবাচক) [রা.বো.'২৩]  
নেতিবাচক: আমার না গেলে হবে না।
- ৮৩। তিনি আর বেঁচে নেই। (যৌগিক) [রা.বো.'২৩]  
যৌগিক: তিনি জীবিত ছিলেন কিন্তু এখন আর বেঁচে নেই/তিনি বেঁচে ছিলেন কিন্তু এখন আর নেই।
- ৮৪। মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক) [রা.বো.'২৩]  
অনুজ্ঞাবাচক: মন দিয়ে লেখাপড়া করো।
- ৮৫। একেই কি বলে সভ্যতা? (নেতিবাচক) [চ.বো.'২৩; রা.বো.'১৭]  
নেতিবাচক: একে সভ্যতা বলে না।
- ৮৬। সে চুপ রইল। (নেতিবাচক) [চ.বো.'২৩]  
নেতিবাচক: সে কিছু বলল না।
- ৮৭। দেশপ্রেমিক ব্যক্তি দেশকে ভালোবাসে। (যৌগিক) [চ.বো.'২৩]  
যৌগিক: তিনি দেশপ্রেমিক, তাই দেশকে ভালোবাসেন।
- ৮৮। আমি মিথ্যা বলিনি। (অস্তিবাচক) [চ.বো.'২৩]  
অস্তিবাচক: আমি সত্য বলেছি।
- ৮৯। বিদ্বানকে সবাই শ্রদ্ধা করে। (প্রশ্নবাচক) [চ.বো.'২৩]  
প্রশ্নবাচক: বিদ্বানকে কি সবাই শ্রদ্ধা করে না?
- ৯০। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক) [চ.বো.'২৩]  
অনুজ্ঞাসূচক: স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হও।
- ৯১। ভোরের বাতাস নির্মল। (বিস্ময়সূচক) [চ.বো.'২৩]  
বিস্ময়সূচক: বাহ! কী নির্মল ভোরের বাতাস।
- ৯২। শিক্ষক আসা মাত্রই শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়াল। (জটিল) [চ.বো.'২৩]  
জটিল: যখন শিক্ষক আসলেন, তখনই শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়াল।
- ৯৩। দেশপ্রেমিককে কে না ভালোবাসে? (নির্দেশাত্মক) [সি.বো.'২৩]  
নির্দেশাত্মক: দেশপ্রেমিককে সবাই ভালোবাসে।
- ৯৪। শহিদের মৃত্যু নেই। (অস্তিবাচক) [সি.বো.'২৩]  
অস্তিবাচক: শহিদেরা অমর।
- ৯৫। মানবতার ধর্মই বড় ধর্ম। (প্রশ্নবোধক) [সি.বো.'২৩]  
প্রশ্নবোধক: মানবতার ধর্মই বড় ধর্ম নয় কি?
- ৯৬। ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল) [সি.বো.'২৩]  
জটিল: যারা ছাত্র, তাদের অধ্যয়নই তপস্যা।



- ৯৭। দরিদ্র হলেও তার মন ছোটো নয়। (যৌগিক বাক্য) [সি.বো.'২৩]  
যৌগিক: সে দরিদ্র, কিন্তু তার মন ছোটো নয়।
- ৯৮। যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে। (সরল) [সি.বো.'২৩]  
সরল: কর্মের অনুরূপ ফল পাবে।
- ৯৯। যা বার্ষিক্য, তাকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। (সরল)  
[ব.বো.'২৩; রা.বো.'২৯; দি.বো.'১৭]  
সরল: বার্ষিক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।
- ১০০। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। (জটিল)  
[ব.বো., কু.বো.'২৩; চ.বো.'১৭]  
জটিল: যা আমার পথ, তা দেখাবে আমার সত্য/ যা আমার সত্য, তাই আমাকে পথ দেখাবে।
- ১০১। তাতে সমাজ জীবন চলে না। (অস্তিবাচক) [ব.বো.'২৩]  
অস্তিবাচক: তাতে সমাজ জীবন অচল।
- ১০২। অন্যায় করো না। (নির্দেশাত্মক) [ব.বো.'২৩]  
নির্দেশাত্মক: অন্যায় করা অনুচিত।
- ১০৩। দুর্জনকে দূরে রাখা উচিত। (অনুজ্ঞা) [য.বো.'২৩; চ.বো.'১৯]  
অনুজ্ঞা: দুর্জনকে দূরে রেখো।
- ১০৪। সূর্যোদয়ে অমানিশা কেটে যাবে। (জটিল) [য.বো.'২৩]  
জটিল: যখন সূর্যোদয় হবে, তখন অমানিশা কেটে যাবে।
- ১০৫। রচনায় সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করা উচিত। (অনুজ্ঞা) [য.বো.'২৩]  
অনুজ্ঞা: রচনায় সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করবে।
- ১০৬। যা তার প্রাপ্তি তাই তার দান। (সরল) [য.বো.'২৩]  
সরল: দানেই তার প্রাপ্তি।
- ১০৭। বাংলাদেশ চিরস্থায়ী হোক। (নির্দেশাত্মক) [য.বো.'২৩]  
নির্দেশাত্মক: বাংলাদেশের চিরস্থায়িত্ব কামনা করি।
- ১০৮। সেই বাঁশির সুর খুব মিষ্টি। (বিস্ময়সূচক) [কু.বো.'২৩]  
বিস্ময়সূচক: কী মিষ্টি সেই বাঁশির সুর! বাহ! সেই বাঁশির সুর কী মিষ্টি।
- ১০৯। যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু ফসল ভালো হবে। (সরল) [কু.বো.'২৩]  
সরল: বৃষ্টি হওয়ায় ফসল ভালো হবে।
- ১১০। সকলেই ফুল ভালোবাসে। (প্রশ্নবাচক) [কু.বো.'২৩]  
প্রশ্নবাচক: সকলেই কি ফুলকে ভালোবাসে না?
- ১১১। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। (প্রার্থনাসূচক) [কু.বো.'২৩]  
প্রার্থনাসূচক: তোমার মঙ্গল হোক।
- ১১২। এমন কথা সে মুখে আনিতে পারিত না। (অস্তিবাচক) [কু.বো.'২৩]  
অস্তিবাচক: এমন কথা সে মুখে আনিতে অপারগ।
- ১১৩। জন্মভূমিকে সবাই ভালোবাসে। (নেতিবাচক) [কু.বো.'২৩]  
নেতিবাচক: জন্মভূমিকে ভালবাসে না এমন কেউ নেই।
- ১১৪। পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া? (নেতিবাচক) [দি.বো.'২৩]  
নেতিবাচক: পুলিশের লোক জানিবে না।
- ১১৫। ভুল সকলেই করে। (প্রশ্নবাচক) [দি.বো.'২৩]  
প্রশ্নবাচক: সকলেই কি ভুল করে না?

- ১১৬। বিপদে ধৈর্য ধরা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক) [দি.বো.'২৩]  
অনুজ্ঞাসূচক: বিপদে ধৈর্য ধরো।
- ১১৭। মেঘ হলে বৃষ্টি হবে। (জটিল) [দি.বো.'২৩]  
জটিল: যদি মেঘ হয়, তাহলে বৃষ্টি হবে।
- ১১৮। যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে। (সরল) [দি.বো.'২৩]  
সরল: নির্বোধরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
- ১১৯। যে লোক চরিত্রহীন সে পশুর চেয়েও অধম। (সরল) [ম.বো.'২৩]  
সরল: চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম।
- ১২০। তিনি থাকতে কোনো জিনিসের অভাব ছিল না। (জটিল) [ম.বো.'২৩]  
জটিল: তিনি যখন ছিলেন, তখন কোনো জিনিসের অভাব ছিল না।
- ১২১। কিন্তু তারা তো নেই। (অস্তিবাচক) [ম.বো.'২৩]  
অস্তিবাচক: কিন্তু তারা তো অনুপস্থিত।
- ১২২। মানুষের তৈরি দুর্যোগ অনেক ক্ষতি করে। (নেতিবাচক) [ম.বো.'২৩]  
নেতিবাচক: মানুষের তৈরি দুর্যোগ কম ক্ষতি করে না।
- ১২৩। সময় নষ্ট না করে কাজটা শুরু করে দেয়া যাক। (অনুজ্ঞাবাচক) [ম.বো.'২৩]  
অনুজ্ঞাবাচক: সময় নষ্ট না করে কাজটা শুরু করো/করে দাও।
- ১২৪। জোড়াতালি দিয়ে কোনো সমস্যারই সমাধান করা যায় না। (প্রশ্নবোধক) [ম.বো.'২৩]  
প্রশ্নবোধক: জোড়াতালি দিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় কি?
- ১২৫। যদি ভুলগুলো শুধরে নিতে পারতাম। (বিস্ময়সূচক) [ম.বো.'২৩]  
বিস্ময়সূচক: ইশ!/হায়! যদি ভুলগুলো শুধরে নিতে পারতাম।
- ১২৬। জাদুঘর আমাদের আনন্দ দেয়। (প্রশ্নবোধক) [ঢা.বো.'১৯]  
প্রশ্নবোধক: জাদুঘর কি আমাদের আনন্দ দেয় না?
- ১২৭। ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়। (অস্তিবাচক) [ঢা.বো., য.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]  
অস্তিবাচক: ধনীর কন্যা তার অপছন্দ।
- ১২৮। আমরা পৌঁছে খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। (জটিল) [ঢা.বো.'১৯]  
জটিল: আমরা যখন পৌঁছলাম, তখন খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে।
- ১২৯। যারা দেশপ্রেমিক তারা দেশকে ভালোবাসে। (সরল) [ঢা.বো.'১৯]  
সরল: দেশপ্রেমিকরা দেশকে ভালোবাসে।
- ১৩০। সর্বদা তার মনে দুঃখ। (বিস্ময়বোধক) [ঢা.বো.'১৯]  
বিস্ময়বোধক: আহা! সর্বদা তার মনে কী দুঃখ।
- ১৩১। জীবে দয়া করা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক) [ঢা.বো.'১৯]  
অনুজ্ঞাবাচক: জীবে দয়া করো।
- ১৩২। সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়। (যৌগিক) [ঢা.বো.'১৯]  
যৌগিক: সূর্য উদিত হয় এবং অন্ধকার দূর হয়।



১৩৩। দেশকে ভালোবেসে শত শহিদ জীবন উৎসর্গ করেছেন।  
(প্রশ্নবাচক) [রা.বো.'১৯]

প্রশ্নবাচক: দেশকে ভালোবেসে কি শত শহিদ জীবন উৎসর্গ করেন নি?

১৩৪। ইহাদের ন্যায় রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। (জটিল)  
[রা.বো.'১৯]

জটিল: ইহারা যেমন রূপবতী তেমন রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।

১৩৫। জননী ও জন্মভূমি কি স্বর্গের চেয়েও প্রিয় নয়? (নির্দেশাত্মক)  
[রা.বো.'১৯]

নির্দেশাত্মক: জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও প্রিয়।

১৩৬। শম্ভুনাথ এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না। (অস্তিবাচক)  
[রা.বো.'১৯, চ.বো.'১৭]

অস্তিবাচক: শম্ভুনাথ এ কথায় যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন।

১৩৭। পরশমণির বয়স হইলেও শিক্ষা হয় নাই। (যৌগিক) [রা.বো.'১৯]

যৌগিক: পরশমণির বয়স হয়েছে, কিন্তু শিক্ষা হয়নি।

১৩৮। ভুলগুলো এখনই সংশোধন করতে বলছি। (অনুজ্ঞাবাচক)  
[রা.বো.'১৯]

অনুজ্ঞাবাচক: ভুলগুলো এখনই সংশোধন করো।

১৩৯। মেঘনা আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে সাগরে পড়েছে। (যৌগিক) [চ.বো.'১৯]

যৌগিক: মেঘনা আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং সাগরে পড়েছে।

১৪০। তুমি যা বললে তা অসত্য। (সরল) [চ.বো.'১৯]

সরল: তুমি অসত্য বললে।

১৪১। তিনি দরিদ্র কিন্তু সৎ। (জটিল) [চ.বো.'১৯]

জটিল: যদিও তিনি দরিদ্র, তবু তিনি সৎ।

১৪২। সে সুন্দর গান গায়। (বিস্ময়সূচক) [চ.বো.'১৯]

বিস্ময়সূচক: বাহ! সে কী সুন্দর গান গায়।

১৪৩। বিড়ালকে বুঝানো দায় হইল। (নেতিবাচক) [চ.বো.'১৯]

নেতিবাচক: বিড়ালকে বুঝানো সহজ হইল না।

১৪৪। ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল) [ব.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]

জটিল: যাদের ধন আছে, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।

১৪৫। তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না। (প্রশ্নবোধক) [ব.বো.'১৯]

প্রশ্নবোধক: তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে কি?

১৪৬। আশেপাশে কোন শব্দ নেই। (অস্তিবাচক) [ব.বো.'১৯]

অস্তিবাচক: আশপাশ একেবারেই নিঃশব্দ।

১৪৭। ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা গৌণ। (নেতিবাচক) [ব.বো.'১৯]

নেতিবাচক: ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা মুখ্য নয়।

১৪৮। কাজ না করলে চলে যাও। (যৌগিক) [ব.বো.'১৯]

যৌগিক: কাজ কর, না হয় চলে যাও।

১৪৯। আইন মেনে চলা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক) [ব.বো.'১৯]

অনুজ্ঞাসূচক: আইন মেনে চলো/চলবে।

১৫০। সত্য কথা বলিনি তাই বিপদে পড়েছি। (সরল) [ব.বো.'১৯]

সরল: সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

১৫১। সে আর ভিক্ষা করে না। (প্রশ্নবোধক) [সি.বো.'১৯]

প্রশ্নবোধক: সে কি আর ভিক্ষা করে?

১৫২। বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়? (অস্তিবাচক) [সি.বো.'১৯]

অস্তিবাচক: বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

১৫৩। তোমার এরূপ ব্যবহার অনুচিত। (নেতিবাচক) [সি.বো.'১৯]

নেতিবাচক: তোমার এরূপ ব্যবহার উচিত হয়নি।

১৫৪। লোকটির সবই আছে, কিন্তু সুখী নয়। (জটিল বাক্য) [সি.বো.'১৯]

জটিল বাক্য: যদিও লোকটির সবই আছে, তথাপি সে সুখী নয়।

১৫৫। আমার এমন কিছু নেই, যা তোমাকে দিতে পারি। (সরল) [সি.বো.'১৯]

সরল: তোমাকে দেওয়ার মতো আমার কিছু নেই।

১৫৬। সূর্যোদয়ে পদ্মফুল ফোটে। (জটিল বাক্য) [সি.বো.'১৯]

জটিল বাক্য: যখন সূর্যোদয় হয়, তখন পদ্মফুল ফোটে।

১৫৭। বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই। (যৌগিক) [য.বো., কু.বো.'১৯; রা.বো., সি.বো., দি.বো.'১৭]

যৌগিক: তিনি বিদ্বান, কিন্তু তাঁর অহংকার নেই।

১৫৮। আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। (অস্তিবাচক) [কু.বো.'১৯]

অস্তিবাচক: আমি আশা ছাড়িতে অপারগ হইলাম।

১৫৯। স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ (নেতিবাচক) [কু.বো.'১৯]

নেতিবাচক: স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার অপরিশুদ্ধ নয়।

১৬০। যা বাঙালির আত্মজাগরণ, তা অভিনন্দনের দাবি রাখে। (সরল) [কু.বো.'১৯]

সরল: বাঙালির আত্মজাগরণ অভিনন্দনের দাবি রাখে।

১৬১। বাঁশির সুরটি সুমধুর। (বিস্ময়বোধক) [কু.বো.'১৯]

বিস্ময়বোধক: আহা! বাঁশির সুরটি কী সুমধুর।

১৬২। বস্তুজিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না। (প্রশ্নবোধক) [কু.বো.'১৯]

প্রশ্নবোধক: বস্তুজিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে কি?



১৬৩। তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না। (জটিল)

[য.বো.'১৯, রা.বো.'১৭]

জটিল: যদিও তিনি ধনী ছিলেন, তবুও তিনি সুখী ছিলেন না।

১৬৪। মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক) [য.বো.'১৯, রা.বো., ব.বো.'১৭]

নেতিবাচক: মানুষ অমর নয়।

১৬৫। সত্য কথা স্বীকার কর নতুবা শাস্তি পাবে। (সরল) [দি.বো.'১৯]

সরল: সত্য কথা স্বীকার না করলে শাস্তি পাবে।

১৬৬। ইহারা অন্য জাতের মানুষ। (নেতিবাচক) [দি.বো.'১৯]

নেতিবাচক: ইহারা এই জাতের মানুষ নয়।

১৬৭। পড়াশুনা কর নচেৎ ভবিষ্যৎ অন্ধকার। (জটিল) [দি.বো.'১৯]

জটিল: যদি পড়াশুনা না কর, তবে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

১৬৮। আমি বহু কষ্টে শিক্ষালাভ করেছি। (যৌগিক) [দি.বো.'১৯]

যৌগিক: আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষালাভ করেছি।

১৬৯। হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না। (অস্তিবাচক) [দি.বো.'১৯]

অস্তিবাচক: হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল।

১৭০। ত্যাগের এ মহিমা অপূর্ব। (বিস্ময়সূচক) [দি.বো.'১৯]

বিস্ময়সূচক: কী অপূর্ব ত্যাগের এ মহিমা।

১৭১। কাজটা তোমার করা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক) [দি.বো.'১৯]

অনুজ্ঞাসূচক: কাজটা তুমি করো।

১৭২। বিপন্নদের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক) [সকল বো.'১৮]

অনুজ্ঞাসূচক: বিপন্নদের সেবা করো।

১৭৩। রাঙ্গামাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই চমৎকার। (বিস্ময়বোধক) [সকল বো.'১৮]

বিস্ময়বোধক: রাঙ্গামাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য কী চমৎকার।

১৭৪। অনুষ্ঠানটি আমি উপস্থাপনা করব। (নেতিবাচক) [সকল বো.'১৮]

নেতিবাচক: অনুষ্ঠানটি আমি ছাড়া অন্য কেউ উপস্থাপনা করবে না।

১৭৫। উদারতা কৃপণদের ধর্ম নয়। (অস্তিবাচক) [সকল বো.'১৮]

অস্তিবাচক: অনুদারতাই কৃপণদের ধর্ম।

১৭৬। সূর্যোদয়ে অমানিশা কেটে যাবে। (জটিল) [সকল বো.'১৮]

জটিল: যখন সূর্যোদয় হবে তখন অমানিশা কেটে যাবে।

১৭৭। যারা সংস্কৃতিবান, তারা শান্তিপ্ৰিয় হয়। (সরল) [সকল বো.'১৮]

সরল: সংস্কৃতিবানরা শান্তিপ্ৰিয় হয়।

১৭৮। যদিও সে অশিক্ষিত, তবুও সে দেশপ্রেমিক। (যৌগিক) [সকল বো.'১৮]

যৌগিক: সে অশিক্ষিত, কিন্তু দেশপ্রেমিক।

১৭৯। আমার কেনা বইটি খুব দামি। (জটিল) [য.বো.'১৭; চা.বো.'১৭]

জটিল: আমি যে বইটি কিনেছি, সেটি খুব দামি।

১৮০। কেউ অন্ধের দুঃখ বুঝল না। (প্রশ্নবোধক) [চা.বো.'১৭]

প্রশ্নবোধক: কেউ অন্ধের দুঃখ বুঝল কি?

১৮১। পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়। (অস্তিবাচক) [চা.বো.'১৭]

অস্তিবাচক: পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী।

১৮২। দেশের সেবা করা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক) [য.বো.'১৭, চা.বো.'১৭]

অনুজ্ঞাবাচক: দেশের সেবা করো।

১৮৩। যে সত্য কথা বলে, সবাই তাকে ভালবাসে (সরল) [চা.বো.'১৭]

সরল: সত্যবাদীকে সবাই ভালোবাসে।

১৮৪। ফুলটি খুব সুন্দর। (বিস্ময়বোধক বাক্য) [রা.বো.'১৭]

বিস্ময়বোধক: বাহ! কী সুন্দর ফুল।

১৮৫। আমরা নড়লাম না। (অস্তিবাচক বাক্য) [রা.বো.'১৭]

অস্তিবাচক: আমরা অনড় রইলাম।

১৮৬। যখন মেঘ গর্জন করে তখন ময়ূর নৃত্য করে। (সরল)

সরল: মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে। [চ.বো.'১৭]

১৮৭। বৃষ্ণের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। (নেতিবাচক) [চ.বো.'১৭]

নেতিবাচক: বৃষ্ণের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি কঠিন হয় না।

১৮৮। যদিও সে দরিদ্র, তথাপি চরিত্রবান। (যৌগিক)

[কু.বো.'১৭, চ.বো.'১৭]

যৌগিক: সে দরিদ্র, কিন্তু চরিত্রবান।

১৮৯। শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়বোধক) [চ.বো.'১৭]

বিস্ময়বোধক: শীতে দরিদ্র মানুষের কতই না কষ্ট!

১৯০। তোমাকে এই খাতায় লিখতে হবে। (অনুজ্ঞাবাচক) [চ.বো.'১৭]

অনুজ্ঞাবাচক: তুমি এই খাতায় লিখবে।

১৯১। কীর্তিমানের মৃত্যু নাই। (জটিল) [দি.বো.'১৭, ব.বো.'১৭]

জটিল: যিনি কীর্তিমান তাঁর মৃত্যু নাই।

১৯২। দেখি, সে বিছানায় নাই। (অস্তিবাচক) [ব.বো.'১৭]

অস্তিবাচক: দেখি, সে বিছানায় অনুপস্থিত।

১৯৩। দৃশ্যটি বড়োই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক) [য.বো.'১৭, ব.বো.'১৭]

বিস্ময়সূচক: বাহ! কী সুন্দর দৃশ্য।

১৯৪। তিনি আর নেই। (যৌগিক) [ব.বো.'১৭]

যৌগিক: তিনি ছিলেন, কিন্তু এখন আর নেই।

১৯৫। যারা পরিশ্রমী তারা সফল হয়। (সরল) [ব.বো.'১৭]

সরল: পরিশ্রমীরাই সফল হয়।

১৯৬। দুর্জনকে দূরে রেখো। (নির্দেশক) [সি.বো.'১৭]

নির্দেশক: দুর্জনকে দূরে রাখা উচিত।



১৯৭। সে কথাই এরা ভাবে। (নেতিবাচক)

[সি.বো.'১৭]

নেতিবাচক: এরা সে কথা না ভেবে পারে না।

১৯৮। নিবোধকে এত বুঝিয়ে না। (জটিল)

[সি.বো.'১৭]

জটিল: যে নিবোধ তাকে এত বুঝিয়ে না।

১৯৯। লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অশিষ্ট নয়। (সরল)

[সি.বো.'১৭]

সরল: লোকটি অশিক্ষিত হলেও অশিষ্ট নয়।

২০০। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে সকলের কাজ করা উচিত।

(অনুজ্ঞাবাচক)

[সি.বো.'১৭]

অনুজ্ঞাবাচক: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে সকলে কাজ করো।

২০১। এতে দোষ নেই। (প্রশ্নবাচক)

[কু.বো.'১৭]

প্রশ্নবাচক: এতে দোষ আছে কি?

২০২। দেশের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক)

[কু.বো.'১৭]

অনুজ্ঞাবাচক: দেশের সেবা কর।

২০৩। তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। (প্রার্থনাসূচক)

[কু.বো.'১৭]

প্রার্থনাসূচক: তুমি দীর্ঘজীবী হও।

২০৪। তারা কি পাষণ? (নেতিবাচক)

[য.বো.'১৭]

নেতিবাচক: তারা পাষণ নয়।

২০৫। ওকে চেনাই যায় না। (অস্তিবাচক)

[য.বো.'১৭]

অস্তিবাচক: ওকে অচেনা লাগে।

২০৬। দেশপ্রেমিককে কে না ভালোবাসে। (নির্দেশাত্মক)

[য.বো.'১৭]

নির্দেশাত্মক: দেশপ্রেমিককে কেউ পছন্দ করে না।

### ◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

➤ পঞ্জিকার পাতা উল্টাতে থাকলো। (নেতিবাচক)

নেতিবাচক: পঞ্জিকার পাতা উল্টানো বন্ধ হলো না।

➤ রাহুলের স্বাস্থ্য ভালো নয়। (অস্তিবাচক)

অস্তিবাচক: রাহুলের স্বাস্থ্য খারাপ।

➤ সে মরবে, তবু এ কথা বলবে না। (জটিল)

জটিল: যদিও সে মরবে তবুও এ কথা বলবে না।

➤ আমি এখন পর্যন্ত কিছুই খাইনি। (অস্তিবাচক)

অস্তিবাচক: আমি এখনও অভুক্ত আছি।

➤ অন্যায়ের দ্বারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয় না। (প্রশ্নবোধক)

প্রশ্নবোধক: অন্যায়ের দ্বারা কি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়?

➤ দরিদ্রদের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক)

অনুজ্ঞাসূচক: দরিদ্রদের সেবা করো।

➤ যে রক্ষক, সেই ভক্ষক। (যৌগিক)

যৌগিক: সে রক্ষক কিন্তু ভক্ষক।

➤ গঙ্গা হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে সাগরে পড়েছে। (যৌগিক)

যৌগিক: গঙ্গা হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তারপর সাগরে পড়েছে।

➤ আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ। (নেতিবাচক)

নেতিবাচক: আজকাল কোনো জিনিসই সুলভ নয়।

➤ ঈশ্বরের নিকট সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করছি। (প্রার্থনাসূচক)

প্রার্থনাসূচক: ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুক।

➤ এইমাত্র যে এলো সে একজন ছাত্র। (সরল)

সরল: এইমাত্র একজন ছাত্র এলো।

➤ ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে। (জটিল)

মিশ্র: যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

➤ মাতৃভূমিকে সকলেই ভালোবাসে। (প্রশ্নবোধক)

প্রশ্নবোধক: মাতৃভূমিকে কি সকলেই ভালোবাসে না?

➤ যে পরিশ্রম করে সে সুখী হয়। (সরল)

সরল: পরিশ্রমী ব্যক্তি সুখী হয়।

➤ ধার্মিকেরা সুখী। (জটিল)

জটিল: যারা ধার্মিক, তারা সুখী।

➤ আমি তোমার সাফল্য কামনা করি। (প্রার্থনাসূচক)

প্রার্থনাসূচক: তুমি সফল হও।

➤ তুমি যা বলো, তা সত্য নয়। (সরল)

সরল: তোমার কথাগুলো সত্য নয়।

➤ বরফ গলিল না। (অস্তিবাচক)

অস্তিবাচক: বরফ অগলিত রহিল।

➤ আর তো পথ নেই। (প্রশ্নবাচক)

প্রশ্নবাচক: আর কি পথ আছে?

➤ ভারি মজার কথা। (বিস্ময়বাচক)

বিস্ময়বাচক: কী মজার কথা!

➤ যা দেখলাম তা ভুলবার নয়। (বিস্ময়বোধক)

বিস্ময়বোধক: আহ! দৃশ্যটি ভুলবার নয়।

➤ তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না। (যৌগিক)

যৌগিক: তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু সুখী ছিলেন না।

➤ যিনি এইমাত্র এলেন তিনি একজন অধ্যাপক। (সরল)

সরল: এইমাত্র একজন অধ্যাপক এলেন।

➤ দেশকে ভালোবেসে অগণিত মুক্তিযোদ্ধা জীবন উৎসর্গ করেছেন। (প্রশ্নবাচক)

প্রশ্নবাচক: দেশকে ভালোবেসে অগণিত মুক্তিযোদ্ধা কি জীবন উৎসর্গ করেননি?

➤ এটা কি মানুষের ধর্ম? (নির্দেশাত্মক)

নির্দেশাত্মক: এটাতো মানুষের ধর্ম নয়।

➤ সকলের কল্যাণ কামনা করছি। (প্রার্থনাসূচক)

প্রার্থনাসূচক: সকলের কল্যাণ হউক।





যদিও মুখে দন্ত ৩২, ৩২ একত্রে হাসবার চেষ্টা করে। (সরল)

সরল: দন্তহীন মুখে হাসবার চেষ্টা করে।

সে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। (অস্তিবাচক)

অস্তিবাচক: সে সবকিছুতেই অসন্তুষ্ট।

তোমার জীবনে শান্তি কামনা করি। (ইচ্ছাসূচক)

ইচ্ছাসূচক: জীবনে শান্তি লাভ কর।

তুমি আবার এসো। (নেতিবাচক)

নেতিবাচক: তুমি আবার না এলে হবে না।

আমার হারানো বইটি ফিরে পেয়েছি। (জটিল)

জটিল: আমার যে বইটি হারিয়েছিল, সেটি ফিরে পেয়েছি।

আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের বিরোধ নেই।

(অস্তিবাচক)

অস্তিবাচক: আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের মিলন রয়েছে।

বাড়িটা তারা দখল করেছে। (নেতিবাচক)

নেতিবাচক: বাড়িটি তারা দখল না করে ছাড়েনি।

টাকায় সব হয় না। (প্রশ্নবাচক)

প্রশ্নবাচক: টাকায় কি সবই হয়?

দৃশ্যটি খুবই চমৎকার। (বিস্ময়সূচক)

বিস্ময়সূচক: দৃশ্যটি কী চমৎকার!

তুমি ধনী, কিন্তু উদার নও। (জটিল)

জটিল: যদিও তুমি ধনী, তবুও তুমি উদার নও।

যদিও সে মরবে তবুও এ কথা বলবে না। (সরল)

সরল: সে মরে গেলেও একথা বলবে না।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঘটনা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। (বিস্ময়সূচক)

বিস্ময়সূচক: কী ভয়াবহ ছিল পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঘটনা!

ওরা আগামীকাল আসবে। (প্রশ্নবোধক)

প্রশ্নবোধক: ওরা কি আগামীকাল আসবে না?

শাহানার স্বাস্থ্য ভালো। (নেতিবাচক)

নেতিবাচক: শাহানার স্বাস্থ্য মন্দ নয়।

দয়া করে কিছু বলবেন না। (নির্দেশাত্মক)

নির্দেশাত্মক: দয়া করে চুপ করুন।

আমি তখন জাগ্রত ছিলাম। (প্রশ্নবাচক)

প্রশ্নবাচক: আমি কি তখন জাগ্রত ছিলাম না?

আমি এ সাক্ষী চাই না। (জটিল)

জটিল: যে সাক্ষী এরকম, তাকে আমি চাই না।

এমন কোন লোক নেই যিনি দেশকে ভালোবাসেন না। (অস্তিবাচক)

অস্তিবাচক: সকল লোকই দেশকে ভালোবাসে।

যে লোক শিক্ষিত, তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে। (সরল)

সরল: শিক্ষিত লোককে সবাই শ্রদ্ধা করে।

লোভ পরিত্যাগ করলে সুখে থাকবে। (জটিল)

জটিল: যদি লোভ পরিত্যাগ কর, তবে সুখে থাকবে।

পড়াশোনা করলে চিন্তা কী? (জটিল বাক্য)

জটিল: যদি পড়াশোনা কর, তাহলে আর চিন্তা কী?

তাহার পরে বাপ চলিয়া আসিলে ঘরে কপাট পড়িল। (যৌগিক বাক্য)

যৌগিক বাক্য: তাহার পরে বাপ চলিয়া আসিল এবং পরে কপাট পড়িল।

শিক্ষক এসেছেন, কিছু ক্লাস হয়নি। (সরল বাক্য)

সরল: শিক্ষক এলেও ক্লাস হয়নি।

সে কথাই এরা ভাবে। (নেতিবাচক)

নেতিবাচক: সে কথাই এরা না ভেবে পারে না।

কথাটায় তার বিশ্বাস হয় না। (অস্তিবাচক)

অস্তিবাচক: কথাটায় তার অবিশ্বাস হয়।

যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর। (সরল বাক্য)

সরল: ভিক্ষুককে দান কর।

ভ্যাগের এই মহিমা অপূর্ব। (বিস্ময়সূচক)

বিস্ময়সূচক: কী অপূর্ব ভ্যাগের এ মহিমা!

লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়। (যৌগিক বাক্য)

যৌগিক: লোকটি অশিক্ষিত, কিন্তু অভদ্র নয়।

এখন খাঁটি জিনিস সহজলভ্য নয়। (অস্তিবাচক)

অস্তিবাচক: এখন খাঁটি জিনিস দুর্লভ।

নারী ও শিশুর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আহ্বান জানাই। (অনুজ্ঞাসূচক)

অনুজ্ঞাসূচক: নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করো।

তিনি আর নেই। (যৌগিক)

যৌগিক: তিনি ছিলেন, কিন্তু এখন আর নেই।

যেসব পশু মাংস খায়, তারা অত্যন্ত বলবান। (সরল)

সরল: মাংসাশী পশুরা অত্যন্ত বলবান।

রহিমার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি। (যৌগিক)

যৌগিক: রহিমার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।

সেই বাঁশির সুর ভারি মিষ্টি। (বিস্ময়সূচক)

বিস্ময়সূচক: সেই বাঁশির সুর কী মিষ্টি!

সে আজ বাড়ি যাবে না। (প্রশ্নবাচক)

প্রশ্নবাচক: সে কি আজ বাড়ি যাবে?

এখানে আমি বহুদিন আগে এসেছি। (নেতিবাচক)

নেতিবাচক: এখানে আমি অল্পদিন আগে আসি নি।

দোষ করেছে, অতএব শাস্তি পাবে। (জটিল)

জটিল: যেহেতু দোষ করেছে, সেহেতু শাস্তি পাবে।

সে কৃপণ এবং চালাক। (সরল)

সরল: সে কৃপণ হলেও চালাক।

দুর্জনকে দূরে রাখা বিধেয়। (অনুজ্ঞাসূচক)

অনুজ্ঞাসূচক: দুর্জনকে দূরে রাখ।

মন দিয়ে পড়ালেখা করা উচিত। (অনুজ্ঞা)

অনুজ্ঞাসূচক: মন দিয়ে পড়ালেখা করো।

নিজে কাজ কর। (নির্দেশাত্মক)

নির্দেশাত্মক: নিজে কাজ করা উচিত।

তারা এখনও ঘুমন্ত। (নেতিবাচক)

নেতিবাচক: তাদের ঘুম এখনো ভাঙেনি।



- নির্বোধকে অত বুঝিও না। (যৌগিক)  
যৌগিক: যে নির্বোধ এবং তাকে এত বুঝিয়ে না।
- তাদের জয় হোক। (নির্দেশসূচক)  
নির্দেশসূচক: তাদের জয় কামনা করি।
- ইদের ছুটিতে আমরা বাড়ি যাব (জটিল)  
জটিল: যখন ইদের ছুটি হবে, তখন আমরা বাড়ি যাব।
- মৃত্যুই জীবনের শেষ। (প্রশ্নবাচক)  
প্রশ্নবাচক: মৃত্যুই কি জীবনের শেষ নয়?
- সে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। (অস্তিত্ববাচক)  
অস্তিত্ববাচক: সে সবকিছুতেই অসন্তুষ্ট।
- টাকায় কি সবই হয়? (নেতিবাচক)  
নেতিবাচক: টাকায় সব হয় না।
- আমি আল্লাহর কাছে তোমার সহায়তা কামনা করি। (প্রার্থনাসূচক)  
প্রার্থনাসূচক: আল্লাহ তোমার সহায় হউক।
- তার ধন আছে কিন্তু মান নেই। (জটিল)  
জটিল: যদিও তার ধন আছে, তবুও তার মান নেই।
- কথাটা না মেনে উপায় নেই। (অস্তিত্ববাচক)  
অস্তিত্ববাচক: কথাটা মানতে হবে।
- সে সুন্দর গান গায়। (বিস্ময়সূচক)  
বিস্ময়সূচক: বাহ! সে কী সুন্দর গান গায়।

- সে সুস্থ নয়। (অস্তিত্ববাচক)  
অস্তিত্ববাচক: সে অসুস্থ।
- অসৎ সঙ্গ ত্যাগ কর। (নির্দেশাত্মক)  
নির্দেশাত্মক: অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত।
- অনুগ্রহ করে সব কথা খুলে বলুন। (যৌগিক)  
যৌগিক: অনুগ্রহ করুন এবং সব কথা খুলে বলুন।
- সে আজ কলেজে অনুপস্থিত। (নেতিবাচক)  
নেতিবাচক: সে আজ কলেজে আসেনি।
- সবাইতো সুখী হতে চায়। (প্রশ্নবাচক)  
প্রশ্নবাচক: কে সুখী হতে চায় না?
- জগতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। (অস্তিত্ববাচক)  
অস্তিত্ববাচক: জগতে সবকিছুই অস্থায়ী।
- পরীক্ষায় তোমরা সফল হও। (নির্দেশাত্মক)  
নির্দেশাত্মক: পরীক্ষায় তোমার সফলতা কামনা করছি।
- তোমার বাবাকে আমি চিনি। (জটিল)  
জটিল: যিনি তোমার বাবা, তাকে আমি চিনি।
- সে কাল আসবে এবং আমি যাব। (জটিল)  
জটিল: যদি সে কাল আসে, তবে আমি যাব।
- কথাটা মানতেই হয়। (নেতিবাচক)  
নেতিবাচক: কথাটা না মেনে উপায় নেই।

#### বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রশ্ন

#### ◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর। [ঢা.বো., য.বো., দি.বো.: '২৪; ঢা.বো.: '২৩, '২২; য.বো.: '২৩; চ.বো., ব.বো.]

#### উত্তর

অর্থানুসারে বাক্যকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (i) বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক; (ii) জিজ্ঞাসাত্মক বা প্রশ্নবোধক; (iii) অনুজ্ঞাসূচক বা আদেশবাচক; (iv) ইচ্ছাপ্রকাশক বা প্রার্থনাসূচক; (v) বিস্ময় বা আবেগসূচক। তবে কিছু বৈয়াকরণ অর্থানুসারে বাক্যকে আরও দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা: (vi) কার্যকারণাত্মক বা শর্তসাপেক্ষ; এবং (vii) সংশয়বাচক বা সন্দেহসূচক।

(i) **বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক:** এ শ্রেণির বাক্যে সাধারণভাবে কোনো কিছুর বিবৃতি বা বর্ণনা নির্দেশিত হয়। নির্দেশাত্মক বা আবার দুই প্রকার। যেমন-

**ক. অস্তিত্ববাচক (হ্যাঁ-বোধক):** কোনো ভাব বা বক্তব্যের অস্তিত্ব বা হ্যাঁ-সূচক অর্থ নির্দেশ করতে অস্তিত্ববাচক বাক্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- (০১) সুবর্ণ একজন মেধাবী ছাত্র। (০২) রিয়া পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে।

**খ. নেতিবাচক (না-বোধক):** কোনো কিছু অস্বীকার করতে নেতিবাচক বাক্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- (০১) মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করে না। (০২) ওখানে বসার জায়গা নেই।

(ii) **জিজ্ঞাসাত্মক বা প্রশ্নবোধক:** এ শ্রেণির বাক্যে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা বোঝায়। যেমন- (০১) ট্রেন কি ছেড়েছে? (০২) তুমি কি পাগল হয়েছ?

(iii) **অনুজ্ঞাসূচক বা আদেশবাচক:** এ শ্রেণির বাক্যে আদেশ, উপদেশ, নিষেধ, অনুরোধ ইত্যাদি বোঝায়। যেমন- (০১) অনুগ্রহ করে সব খুলে বলুন। (০২) কখনও মিথ্যা বলো না।

(iv) **ইচ্ছাপ্রকাশক বা প্রার্থনাসূচক:** এ শ্রেণির বাক্যে বক্তার কোনো কিছুর জন্যে ইচ্ছা, প্রার্থনা বা উচ্ছাস প্রকাশ করা বোঝায়। যেমন- (০১) শুভ ইচ্ছা বোঝাতেও এ শ্রেণির বাক্য গঠিত হয়। যেমন- (০১) সবার মঙ্গল হোক (০২) যদি প্রথম হতে পারতাম!

(v) **আবেগসূচক:** এ শ্রেণির বাক্যে আনন্দ, শোক, উৎসাহ, ঘৃণা, বিস্ময়, কাতরতা, ভয় প্রভৃতি প্রকাশ পায়। যেমন- (০১) বাহ! সুন্দর পাহাড়। (০২) হায়! কী সর্বনাশ ঘটল! (০৩) ছিঃ! তুমি এ কাজ করতে পারলে।

(vi) **কার্যকারণাত্মক বা শর্তসাপেক্ষ:** এ শ্রেণির বাক্যে একটি ঘটনার ওপর আর একটি ঘটনার নির্ভরশীলতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যেমন- (০১) বৃষ্টি না হলে ফসল পুড়ে যাবে। (০২) আপনি না এলে ভালো লাগবে না।

(vii) **সংশয়বাচক বা সন্দেহসূচক:** এ শ্রেণির বাক্যে বক্তার মনের সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ পায়। যেমন- (০১) আমার মনে হয় সে আসবে। আছে কোথাও এইখানে। (০২) আজ বোধ হয় বৃষ্টি হবে।





০২। বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্য গঠনে কী কী বৈশিষ্ট্য/গুণ থাকা আবশ্যিক? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

[রা.বো., চ.বো., ব.বো., কু.বো., মাদ্রাসা.বো.'২৪; রা.বো.'২৩, ২২; সি.বো., ব.বো., কু.বো., দি.বো., ম.বো.'২২, চ.বো.'১৭]

উত্তর

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদের সমন্বয়ে যখন বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, তখন তাকে বাক্য বলে।

যেমন- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে আমি গর্বিত।

একটি সার্থক বা আদর্শ বাক্য গঠনের জন্য তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য আবশ্যিক:

(i) আকাঙ্ক্ষা (ii) আসত্তি (অর্থাৎ নৈকট্য) (iii) যোগ্যতা।

উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য না থাকলে সার্থক বাক্য গঠিত হবে না এবং বক্তার মনোভাবও যথাযথভাবে প্রকাশ পাবে না।

- (i) **আকাঙ্ক্ষা:** বাক্যের অর্থ ভালোভাবে বোঝার জন্য এক পদ শোনার পর অপর পদ শোনার ইচ্ছাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমন: ১. ঢাকা বাংলাদেশের .....; ২. অর্থই অনর্থের .... এখানে বাক্যটির সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় না। তাই এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য নয়।
- (ii) **আসত্তি:** বাক্যের সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যস্থিত পদগুলোকে সঠিকভাবে সাজিয়ে লেখা বা বলার নামই আসত্তি। যেমন: ক. শেরে বাংলা মহান নেতা ছিলেন। খ. গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা। এখানে ক-তে যদি বলা হতো - 'মহান ছিলেন শেরে বাংলা নেতা' এবং খ-তে 'মেঘ বরষা গরজে ঘন গগনে' তাহলে, বাক্যটির ভাব সঠিকভাবে প্রকাশিত হতো না।
- (iii) **যোগ্যতা:** বাক্যের অর্থগত ও ভাবগত মিলনের জন্য ব্যবহৃত পদের সুষম সমন্বয়কে 'যোগ্যতা' বলে। যেমন: ক. সে নিয়মিত কলেজে যায়। খ. পাখিরা আকাশে ওড়ে। কিন্তু যদি বলা হতো - ক. সে নিয়মিত চাঁদে যায়। খ. মাছেরা আকাশে ওড়ে। তাহলে আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি অনুযায়ী বাক্যগুলো সঠিক হলেও যুক্তিসঙ্গত অর্থের অভাবে বক্তার মনোভাব প্রকাশে অর্থগত ও ভাবগত সমন্বয় সাধিত হতো না। সুতরাং 'যোগ্যতা'র অভাবে বাক্য হিসেবে গণ্য হতো না।

০৩। বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। গঠনগত দিক থেকে বাক্য কত প্রকার? উদাহরণসহ বাক্যের প্রকারভেদ আলোচনা করো।

[চ.বো.'২৩, ২২; ব.বো.'২৩; সি.বো.'২৩; কু.বো.'২৩, ১৯; দি.বো.'২৩, ১৯, ১৭; ম.বো.'২৩; য. বো.'২২, চা. বো.'১৯, ১৭; য. বো.'১৯; রা. বো., য. বো., '১৭]

উত্তর

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদের সমন্বয়ে যখন বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, তখন তাকে বাক্য বলে। যেমন- '১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে আমি গর্বিত।' উপরের উভয় বাক্যই মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করছে। সুতরাং এদের প্রত্যেকটি এক-একটি বাক্য।

গঠনগত দিক থেকে বাক্য তিন প্রকার। যথা: (i) সরল বাক্য (ii) জটিল বাক্য (iii) যৌগিক বাক্য।

- (i) **সরল বাক্য:** যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন- ছেলেটি দৌড়াচ্ছে। এখানে 'ছেলেটি' উদ্দেশ্য এবং 'দৌড়াচ্ছে' বিধেয়।
- (ii) **জটিল বাক্য:** যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের সঙ্গে এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে যুক্ত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে।

যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে।

↓

↓

আশ্রিত বাক্য      প্রধান খণ্ডবাক্য

জটিল বাক্যগুলো- যে... সে, যা... তা, যিনি... তিনি, যারা... তারা, যখন... তখন, যেমন... তেমন, যেহেতু... সেহেতু, বরং... তব ইত্যাদি সাপেক্ষ যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে

- (iii) **যৌগিক বাক্য:** দুই বা ততোধিক স্বাধীন বাক্য যখন যোজকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটি বাক্যে পরিণত হয়, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন- কঠোর পরিশ্রম করবো, তবুও ভিক্ষা করবো না।

এ বাক্যের বাক্যগুলো- কিন্তু, এবং, অথবা, নাহলে, নইলে, সুতরাং, তবে, নাহয়, ও, ফলে, তারপর ইত্যাদি যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে।



◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর

| সরল বাক্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | যৌগিক বাক্য                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১। সরল বাক্যে একটি মাত্র কর্তা বা উদ্দেশ্য এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া বা বিধেয় থাকে।                                                                                                                                                                                                                                             | ১। এ বাক্যে পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য যোজক দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি মাত্র বাক্য গঠন করে।                                                                                                                                      |
| ২। বৈশিষ্ট্য:<br>(i) সরল বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া থাকলে বাক্যে এক বা একাধিক কর্মপদ (বিশেষ্য) থাকতে পারে।<br>(ii) সমাপিকা ক্রিয়াটি অকর্মক ক্রিয়া হলে কোনো কর্মপদ থাকে না, ক্রিয়া-বিশেষণ থাকতে পারে। যেমন: শিশুটা হাসছে। (অকর্মক ক্রিয়া)<br>(iii) একটা সরল বাক্যে এক বা একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে। যেমন: আমি তাকে দেখতে চাই। | ২। বৈশিষ্ট্য:<br>(i) যৌগিক বাক্যে কমপক্ষে দুটো খণ্ডবাক্য থাকবে।<br>(ii) খণ্ডবাক্যগুলো পরস্পর নিরপেক্ষ বা স্বাধীন, এক অপরের ওপর নির্ভরশীল নয়।<br>(iii) খণ্ডবাক্যগুলো যোজক শব্দযোগে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। কখনও কখনও এগুলো উহ্যও থাকতে পারে। |
| ৩। উদাহরণ:<br>(i) রিপা স্কুলে যায়।<br>(ii) পাখিরা আকাশে ওড়ে।<br>(iii) নিয়মমতো পড়লে পরীক্ষায় পাশ করা যায়।                                                                                                                                                                                                                        | ৩। উদাহরণ:<br>(i) কঠোর পরিশ্রম করব তবুও ঋণ করব না। (সংযোজক)<br>(ii) তুমি ঘুমোবে, না পড়বে? (বিশেষ্যযুক্ত)<br>(iii) তারা দুজনে আড়ি পেতে ছিল, নইলে চোর ধরা পড়তো না। (ব্যতিরেকাত্মক)                                                               |

০২। বাক্যের অংশগত শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

উত্তর

প্রতিটি বাক্যের প্রধান দুটি অংশ থাকে। যথা: ১. উদ্দেশ্য এবং ২. বিধেয়।

**উদ্দেশ্য:** বাক্যে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, তাকে বাক্যের উদ্দেশ্য বলে। যেমন:

(i) ঘোড়া দ্রুত চলে।

(ii) দস্যুদল ধরা পড়েছে।

বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে এক বা একাধিক পদ থাকতে পারে। যেমন: হাবিব, হাসিব, মুজাহিদ আজ স্কুলে আসেনি।

বিশেষ্য বা বিশেষ্য স্থানীয় অন্যান্য পদ বা পদসমষ্টি যোগে গঠিত বাক্যাংশও বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে।

যেমন— সং লোকেরাই প্রকৃত সুখী (বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত বিশেষণ)। মিথ্যা কথা বলা খুবই অন্যায় (ক্রিয়াজাত বাক্যাংশ)। কখনো কখনো বাক্যে উদ্দেশ্য পদ অনুল্লিখিতও থাকতে পারে। যেমন: (তুমি) কাকে চাইছ? (ও) তোমাকে চেনে না। (আমি) পরিচয় করিয়ে দেব।

**বিধেয়:** কর্তা বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বাক্যে যা কিছু বলা হয় তাকে বিধেয় বলে। যেমন:

(i) ঘোড়া দ্রুত চলে।

(ii) দস্যুদল ধরা পড়েছে।

বাক্যের বিধেয় অংশে অন্তত একটি সমাপিকা ক্রিয়া এবং একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে। যেমন: সে নাচে। আমি যেতে পারব না।

কখনো কখনো বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অংশের কর্তার বা উদ্দেশ্য পদের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্রিয়াই বিধেয় ক্রিয়া হয়। যেমন: তুমি বললে যে ও আসবে না। এখানে কর্তার (তুমি) সঙ্গে ক্রিয়া সম্পর্কিত বলে 'বললে' বিধেয় ক্রিয়া। 'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়' - এ দুটো প্রধান অংশে বাক্যকে বিভক্ত করা গেলেও আরও কয়েকটি সূক্ষ্ম বিভাগ এর মধ্যে আছে; সেগুলো হলো; কর্তা, ক্রিয়া ও কর্ম।

**কর্তা:** ক্রিয়া যে করে সেই কর্তা। বাক্যকে কর্তাই চালনা করে।

**ক্রিয়া:** ক্রিয়া বাক্যের প্রাণ, তথা সর্বপ্রধান অঙ্গ। ক্রিয়া ছাড়া কোনো বাক্য রচিত হতে পারে না।

**কর্ম:** কর্তা যা করে বা যে বস্তুকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে কর্ম বলে। ক্রিয়াকে কী বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তা-ই কর্ম।



## ব্যাকরণ

## বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ



বাংলা আমাদের মাতৃভাষা হলেও আমরা অনেকেই সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে এ ভাষা ব্যবহার করতে পারি না, নানা ভুল করে বসি। সব ভুলই ব্যাকরণগত। তাই শব্দ ও বাক্যের নির্ভুল প্রয়োগের জন্যে ভাষা-দক্ষতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। শব্দ ও বাক্যের শুদ্ধ প্রয়োগবিধির জন্যে একক কোনো সূত্র বা নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা ভাষা দক্ষতা অর্জনের জন্য ভাষা ও ব্যাকরণের সবকটি বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

ব্যাকরণ জ্ঞান

- ❖ আমরা যেসব ভুল করে থাকি:
  - ✓ বানান অশুদ্ধি বা বাক্যে ব্যবহৃত শব্দাবলির অপপ্রয়োগ;
  - ✓ বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে বাক্যে পদের অপপ্রয়োগ;
  - ✓ বাক্যে পদবিন্যাসের ক্ষেত্রে;
  - ✓ সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণজনিত ত্রুটি প্রভৃতি।
- ❖ আমরা যেসব কারণে ভুল করে থাকি:
  - ✓ বানান অশুদ্ধির প্রধান কারণ হলো আমরা শব্দাবলি মুখে যেমন উচ্চারণ করি তেমনই লিখি। এক্ষেত্রে কোনো শব্দ যদি ভুল উচ্চারণের অভ্যাস থাকে তাহলে লিখতে গিয়ে অশুদ্ধ উচ্চারণের প্রভাবে ভুল বানান লেখা হয়।
  - ✓ বাংলা ভাষায় একই ধ্বনির জন্য একাধিক বর্ণ (যেমন: ই-ঈ; উ-ঊ; ণ-ন; জ-য; ত-ৎ; শ-ষ-স; ঙ-ং ইত্যাদি) রয়েছে। ফলে লিখতে গেলে আমরা অনেক সময় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি।
  - ✓ যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ প্রভাব বিস্তার করে।
  - ✓ বানানের যথাযথ নিয়ম না জানা।
- ❖ বানান ভুল দূরীকরণে আমাদের করণীয়:
  - ✓ কোনো শব্দের বানান লেখার সময় সন্দেহ দেখা দিলে শব্দটা কীভাবে তৈরি হয়েছে মাথা খাটিয়ে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন: ‘ভূগোল’ শব্দের বিশেষণ লেখা হয় ভৌগলিক। অথচ এই বানান ভুল। মূল শব্দে অর্থাৎ বিশেষ্য পদটিতে গ-এর সাথে ও-কার ছিল, তাই বিশেষণে ‘গো’ হবে। ফলে সঠিক বানান হবে ‘ভৌগোলিক’।
  - ✓ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি, বর্ণ, অক্ষর এবং যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলো সঠিকভাবে চিনে নিতে হবে। পাশাপাশি জেনে নিতে হবে সঠিক উচ্চারণ পদ্ধতি সম্পর্কে।
  - ✓ গত-বিধান ও ষত-বিধান যেহেতু বানানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত, তাই এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।
  - ✓ ‘পদ পরিবর্তন’ (বিশেষ করে বিশেষ্য থেকে বিশেষণ); সন্ধি, প্রত্যয়, সমাস, উপসর্গ-ঘটিত নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।
  - ✓ প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের মধ্যে যে বানান পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

### অশুদ্ধি সম্পর্কে সতর্কতা

#### ❖ বানানে ই-কার (i); ঈ-কার (ii) সম্পর্কে সতর্কতা:

হ্রস্ব ই-কার (i) এবং দীর্ঘ ঈ-কার (ii) উচ্চারণে প্রায় একই রকম। সাধারণত বিশেষণ শব্দের শেষে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। এরকম কিছু নিয়ম নিচে দেওয়া হলো:

➤ বিশেষ্য পদের শেষ বর্ণে সাধারণত ‘i’ যোগ করলে বিশেষণ পদ তৈরি হয়। যেমন:

| বিশেষ্য | বিশেষণ |
|---------|--------|
| ক্রোধ   | ক্রোধী |
| গৃহ     | গৃহী   |
| কর্ম    | কর্মী  |
| মুখ     | মুখী   |

| বিশেষ্য | বিশেষণ |
|---------|--------|
| রোগ     | রোগী   |
| সুখ     | সুখী   |
| জীব     | জীবী   |
| ভোগ     | ভোগী   |

| বিশেষ্য | বিশেষণ |
|---------|--------|
| ত্যাগ   | ত্যাগী |
| লোভ     | লোভী   |
| শরীর    | শরীরী  |
| পাপ     | পাপী   |



- ❖ কোনো শব্দের শেষে যদি (ণী) থাকে আর শব্দটি যদি 'ইন'-ভাগান্ত (শব্দের শেষভাগ) হয় এবং তার পরে যদি 'ত্ব/নি/সভা/পরিষদ/ভাব/ভাবে/তত্ত্ব/বিদ্যা/জগৎ/বাচক' ইত্যাদি যোগ করা হয় বা থাকে তাহলে উক্ত শব্দের শেষের দীর্ঘ ঈ-কার (ঈ) ক: হ্রস্ব-ই করা (ি) হয়ে যাবে। (একই উপায়ে কোনো শব্দ থেকে ত্ব/তত্ত্ব ইত্যাদি উল্লিখিত কথাগুলো বাদ গেলে হ্রস্ব ই-কার (ি) ঈ-ক: (ঈ) হয়ে যাবে।) যেমন:

✓ ঈ+ত্ব > ই+ত্ব:

|                          |                            |                          |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| অধিকারী+ত্ব > অধিকারিত্ব | দায়ী+ত্ব > দায়িত্ব       | মন্ত্রী+ত্ব > মন্ত্রিত্ব |
| একাকী+ত্ব > একাকিত্ব     | পক্ষপাতী+ত্ব > পক্ষপাতিত্ব | কৃতী+ত্ব > কৃতিত্ব       |

অনুরূপভাবে: কৃতিত্ব > কৃতী, মন্ত্রিত্ব > মন্ত্রী ইত্যাদি।

✓ ঈ + তা > ই + তা:

|                            |                          |                                      |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| উপকারী+তা > উপকারিতা       | পারদর্শী+তা > পারদর্শিতা | প্রতিদ্বন্দ্বী+তা > প্রতিদ্বন্দ্বিতা |
| প্রতিযোগী+তা > প্রতিযোগিতা | সহগামী+তা > সহগামিতা     | সহমর্মী+তা > সহমর্মিতা               |

অনুরূপভাবে: উপকারীতা > উপকারী; প্রতিদ্বন্দ্বিতা > প্রতিদ্বন্দ্বী ইত্যাদি।

✓ ি + ইনী > ি + ইনী:

|                         |                         |                     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| অধিকারী+ইনী > অধিকারিণী | অধিবাসী+ইনী > অধিবাসিণী | অপরাধী > অপরাধিণী   |
| আরোহী+ইনী > আরোহিণী     | দুঃখী+ইনী > দুঃখিণী     | অভিমানী > অভিমানিণী |
| সহপাঠী > সহপাঠিণী       | মানী > মানিণী           | মায়াবী > মায়াবিণী |

✓ ি + সভা/পরিষদ/ভাব/ভাবে/তত্ত্ব/বিদ্যা/জগৎ/বাচক > ি + সভা/পরিষদ/ভাব/ভাবে/তত্ত্ব/বিদ্যা/জগৎ/বাচক:

প্রাণী > প্রাণিজ, প্রাণিজগৎ, প্রাণিতত্ত্ব, প্রাণিবিদ, প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিবিজ্ঞান।

পক্ষী > পক্ষিকুল, পক্ষিজগৎ, পক্ষিপালন, পক্ষিশাবক, পক্ষিরাজ।

পরীক্ষার্থী > পরীক্ষার্থিগণ, পরীক্ষার্থিবৃন্দ।

মন্ত্রী > মন্ত্রিপরিষদ, মন্ত্রিসভা।

হায়ী > হায়িত্ব, হায়িতা।

➤ শব্দটি যদি 'ইন'-ভাগান্ত (শব্দের শেষভাগ) না হয়, তবে এ-নিয়ম খাটে না। এজন্যই নারীত্ব, গোপীনাথ, ধবলীকৃত ইত্যাদি শ হ্রস্ব ই-কার (ি) হবে না।

➤ শব্দের শেষে -ঈয় / অনীয় প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দের শেষাংশে (ঈ) থাকবে এবং তা বিশেষণ হবে। যেমন:

|                      |                  |                      |
|----------------------|------------------|----------------------|
| আত্ম > আত্মীয়       | করণ > করণীয়     | কেন্দ্র > কেন্দ্রীয় |
| গোত্র > গোত্রীয়     | জল > জলীয়       | জাতি > জাতীয়        |
| দর্শন > দর্শনীয়     | দল > দলীয়       | ধর্ম > ধর্মীয়       |
| নাটক > নাটকীয়       | পক্ষ > পক্ষীয়   | পালন > পালনীয়       |
| পূজা > পূজনীয়       | বঙ্গ > বঙ্গীয়   | বঙ্গ > বঙ্গীয়       |
| বরণ > বরণীয়         | বাম্প > বাম্পীয় | মানব > মানবীয়       |
| রাষ্ট্র > রাষ্ট্রীয় | লক্ষণ > লক্ষণীয় | শারদ > শারদীয়       |
| শাস্ত্র > শাস্ত্রীয় | শ্রবণ > শ্রবণীয় | স্বর্ণ > স্বর্ণীয়   |



➤ শব্দের শেষে -ইক (সংস্কৃতে ঙিক) প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দের 'আদ্য-অ' বা 'অ-যুক্ত' ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে 'আ' বা 'আ-যুক্ত' ব্যঞ্জন হয়। যেমন:

|                            |                          |                           |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| অক্ষর + ইক > আক্ষরিক       | অনুষঙ্গ+ইক > আনুষঙ্গিক   | আপেক্ষা + ইক > আপেক্ষিক   |
| অঙ্গ + ইক > আঙ্গিক         | অনুষ্ঠান+ইক > আনুষ্ঠানিক | অর্থনীতি + ইক > আর্থনীতিক |
| অধ্যাত্ম + ইক > আধ্যাত্মিক | অন্তর + ইক > আন্তরিক     | অহং + ইক > আহংক           |
| গণিত + ইক > গাণিতিক        | তত্ত্ব + ইক > তাত্ত্বিক  | তন্ত্র + ইক > তাত্ত্বিক   |
| ধর্ম + ইক > ধার্মিক        | পক্ষ + ইক > পার্শ্বিক    | পরলোক + ইক > পারলৌকিক     |
| পরিতোষ + ইক > পারিতোষিক    | পরিভাষা + ইক > পারিভাষিক | প্রথম + ইক > প্রাথমিক     |
| প্রশ্ন + ইক > প্রশ্নিক     | মধ্যম + ইক > মাধ্যমিক    | সপ্তাহ + ইক > সাপ্তাহিক   |

➤ শব্দের শেষে -ইক (সংস্কৃতে ঙিক) প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দের আদ্য-ই কার (ি), ঙ্গ-কার (ি), এ-কার (ে) পরিবর্তিত হয়ে ঐ-কার (ে) হয় এবং উ-কার (ু), উ-কার (ু), ও-কার (ৌ) পরিবর্তিত হয়ে ঔ-কার (ৌ) হয়। যেমন:

✓ ই / ি + ইক > ঐ / ঐ + ইক:

|                              |                          |                        |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| ইচ্ছা + ইক > ঐচ্ছিক          | ত্রিমাস + ইক > ত্রৈমাসিক | ইতিহাস + ইক > ঐতিহাসিক |
| ইন্দ্রজাল + ইক > ঐন্দ্রজালিক | নিমিত্ত + ইক > নৈমিত্তিক | দিন + ইক > দৈনিক       |
| নিসর্গ + ইক > নৈসর্গিক       | বিজ্ঞান + ইক > বৈজ্ঞানিক | পিতা + ইক > পৈতৃক      |
| বিদ্যুৎ + ইক > বৈদ্যুতিক     | পিপাসা + ইক > পিপাসিক    | বিবাহ + ইক > বৈবাহিক   |
| শিল্প + ইক > শৈল্পিক         | বিষয় + ইক > বৈষয়িক     | বিশ্ব + ইক > বৈশ্বিক   |

✓ ঙ্গ / ি + ইক > ঐ / ঐ + ইক:

|                      |                    |                   |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| ঐশ্বর + ইক > ঐশ্বরিক | জীবন + ইক > জৈবনিক | নীতি + ইক > নৈতিক |
|----------------------|--------------------|-------------------|

✓ এ / ঁ + ইক > ঐ / ঐ + ইক:

|                  |                   |                        |
|------------------|-------------------|------------------------|
| এক + ইক > ঐকিক   | রেখা + ইক > রৈখিক | বেতন + ইক > বৈতনিক     |
| দেশ + ইক > দৈশিক | লেখা + ইক > লৈখিক | হেমন্ত + ইক > হৈমন্তিক |

✓ উ / ঁ + ইক > ঔ / ঔ + ইক:

|                           |                          |                         |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| উদর + ইক > ঔদরিক          | উপনিবেশ + ইক > ঔপনিবেশিক | উপন্যাস + ইক > ঔপন্যাস  |
| উপমা + ইক > ঔপমিক         | উপাধি + ইক > ঔপাধিক      | পুত্তলি + ইক > পৌত্তলিক |
| পুনঃপুনঃ + ইক > পৌনঃপুনিক | পুরাণ + ইক > পৌরাণিক     | যুক্তি + ইক > যৌক্তিক   |

✓ উ / ঁ + ইক > ঔ / ঔ + ইক:

|                      |                  |                |
|----------------------|------------------|----------------|
| ভূগোল + ইক > ভৌগোলিক | ভূত + ইক > ভৌতিক | ভূমি + ইক > ভৌ |
|----------------------|------------------|----------------|

✓ ও / ঔ + ইক > ঔ / ঔ + ইক:

|                  |                          |                  |
|------------------|--------------------------|------------------|
| কোণ + ইক > কৌণিক | জ্যোতিষ + ইক > জ্যোতিষিক | যোগ + ইক > যৌগিক |
|------------------|--------------------------|------------------|



➤ বিদেশি শব্দ, দেশ, জাতি ও ভাষার নামের ক্ষেত্রে হ্রস্ব ই-কার হবে। যেমন:

|                        |                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে | আরবি: দাবি, নাজির।<br>ফারসি: কারিগরি, ফরিয়াদি, জরুরি, খুশি, আমদানি, রপ্তানি।<br>ইংরেজি: বেকারি।                    |
| দেশের নামের ক্ষেত্রে   | আফগানিস্তান, আমেরিকা, ইতালি, গ্রিস, জার্মানি, ইন্ডিয়া, ব্রাজিল, মেক্সিকো, পাকিস্তান।<br>ব্যতিক্রম: চীন, শ্রীলঙ্কা। |
| জাতির নামের ক্ষেত্রে   | আফগানি, আর্মেনি, ইরানি, নেপালি, বিহারি, বর্মি, সিদ্ধি প্রভৃতি।                                                      |
| ভাষার নামের ক্ষেত্রে   | আরবি, ইংরেজি, গ্রিক, নেপালি, হিন্দি, বর্মি, হিব্রু, স্প্যানিশ প্রভৃতি।<br>ব্যতিক্রম: চীনা।                          |

➤ দেশ শব্দের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম: দামি, তরকারি, চাষি ইত্যাদি।

ইত/-ত প্রত্যয়ে হ্রস্ব ই-কার হয়:

| ইত        | ইত         | ইত      |
|-----------|------------|---------|
| অগণিত     | অনুপ্রাণিত | অনুভবিত |
| অপমানিত   | অর্পিত     | আশ্রিত  |
| উৎকলিত    | কথিত       | কণ্ঠিত  |
| কাঙ্ক্ষিত | ক্ষুধিত    | চিত্রিত |
| জীবিত     | ঘণিত       | ঘোষিত   |

❖ বানানে হ্রস্ব উ বা হ্রস্ব উ-কার (u) এবং দীর্ঘ উ বা দীর্ঘ উ-কার (U) সংক্রান্ত সতর্কতা:

➤ যেসব শব্দ তড়ব (অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে এসেছে) তাদের উচ্চারণ যেমনই হোক, বানানে কিন্তু হ্রস্ব উ বা হ্রস্ব উ-কার (u) ব্যবহৃত হবে। যেমন:

| তৎসম   | তড়ব | তৎসম | তড়ব  | তৎসম | তড়ব      |
|--------|------|------|-------|------|-----------|
| উনবিংশ | উনিশ | কূপ  | কুয়ো | ধূলি | ধুলা/ধুলো |
| পূজা   | পুজো | ভুলি | ভুই   | তুলা | তুলো      |

➤ দেশি শব্দের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম:

| কুলো | ঘুড়ি | চাউল | ঝুড়ি | মুড়ি |
|------|-------|------|-------|-------|
|------|-------|------|-------|-------|

➤ বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দের বানানেও সর্বদা হ্রস্ব উ-কার (u) হবে: উইল (ইংরেজি), উজির (আরবি), ওজু (আরবি), (আরবি), কুপন (ফারসি), ডেপুটি (ইংরেজি), দুশমন (ফারসি), ফতুর (আরবি) ইত্যাদি।

➤ ক্রিয়ার রূপে অনুজ্ঞাসূচক (অর্থাৎ অনুরোধ, নির্দেশ ইত্যাদি) ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে উ-ধ্বনি থাকলে সর্বদা হ্রস্ব উ-কার (u) হয়। [ছবি] আঁকুক, উঠুক, উঠুন, করুক, গলুক, ঘষুক, চালুন, বলুন, বসুক, শিখুন, গুনুন হাসুন ইত্যাদি।

➤ তৎসম শব্দে (অর্থাৎ মূলত যা সংস্কৃত ভাষার শব্দ; এগুলোই বাংলাতে সবচেয়ে বেশি রয়েছে) দীর্ঘ উ বা দীর্ঘ উ-কার (U) কখনোই তা পরিবর্তন করা যাবে না। যেমন: কূল, ধূলি, পূর্ণ, পূর্ব, প্রসূন, স্বয়ম্ভু, রূপ, দূরত্ব, মূল, নির্মূল, রূঢ়, শূন্য, মূর্খ ইত্যাদি।

➤ 'অভূত' শব্দের ভূত ছাড়া প্রায় সমস্ত 'ভূত' বানানেই দীর্ঘ উ-কার (U) হয়। যেমন: অভূতপূর্ব, অঙ্গীভূত, অভিভূত, আবির্ভূত, একীভূত, কিস্তূত, ঘনীভূত, দ্রবীভূত, পরাভূত, প্রভূত, প্রস্তরীভূত, বশীভূত, সম্ভূত ইত্যাদি। [এ উদাহরণগুলোয় 'ত' সর্বত্রই উচ্চারিত হয়]।

✓ **দূ/দু:** দূর/দুঃ হচ্ছে একটি উপসর্গ। উপসর্গ সর্বদা কোনো শব্দের পূর্বে বসে এবং নতুন শব্দ তৈরি করে তার অর্থে পরিবর্তন। দূর/দুঃ উপসর্গের অর্থ মন্দ বা খারাপ বা কষ্টকর ধরনের কিছু। যেমন: দূঃশাসন, দূঃসময়, দূঃসহ, দূঃসাধ্য, দূঃসাহস, দূঃদৃষ্ট, দূঃপন্যেয়, দূঃবস্থা, দূঃভিসন্ধি, দূঃকাজক্ষা, দূঃাত্মা, দূঃগুণ, দূঃরোগ্য, দূঃশা, দূঃচ্চার্য, দূঃরহ, দূঃগন্ধ, দূঃগম, দূঃঘটনা, দুর্দিন, দুর্নাম, দুর্নিবার, দুর্নীতি, দুর্বল, দুর্বিনীত, দুর্বিষহ, দুর্ভিক্ষ, দুর্ব্যবহার, দুর্ভাবনা, দুর্ভিক্ষ, দুর্ভোগ, দুর্মুখ, দুর্যোগ, দুর্লভ, দুঃদৃষ্টি, দুঃশেষ, দুঃকর্ম, দুঃপাচ্য, দুঃপ্রাপ্য, দুঃস্তর ইত্যাদি। [বিভিন্ন শব্দে কখনো রেফ, কখনো ষ্ট, কখনো স্ত, স্ত বা স্থ ইত্যাদি ফলে ব্যবহৃত হয়েছে।]

✓ দূর/দুঃ উপসর্গের ঠিক বিপরীত উপসর্গ হলো সু। সু মানে ভালো বা সুন্দর বা চমৎকার। যেমন: সুজন, সুদিন, সুলেখক, সুদূরত্ব বোঝাতে 'দু' ব্যবহৃত হয়। যেমন দূর, দূরত্ব, দূরগামী ট্রেন, দূরদর্শী লোক, দূরপাল্লা, দূরপ্রাচ্য, দূরবর্তী, দূরবীক্ষণ, দুঃধ্বনি, দূঃস্বয়।



❖ 'ও' এবং 'ট'-কার সম্পর্কিত সতর্কতা:

- অনেকক্ষেত্রে বানানের মাঝ থেকে 'ও' বাদ দিয়েও লেখা হয়। যেমন: দেয়া, নেয়া, ধোয়া, শোয়া ইত্যাদি। এদের বানান হওয়া উচিত দেওয়া, নেওয়া, ধোওয়া, শোওয়া ইত্যাদি। তাহলে সমধর্মী ক্রিয়াপদের (যেমন: খাওয়া, যাওয়া, সওয়া, পাওয়া ইত্যাদি) সঙ্গে মিল থাকে।

১. বিসর্গযুক্ত অ-কার কখনো কখনো সন্ধির ফলে ও-কারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অর্থাৎ বর্ণের ওয়, ঔয়, ঐয় বর্ণ (গ; ঘ; ঙ; ঞ; ঝ; ঞ; ড; ঢ; ণ; দ; ধ; ন; ব; ভ; ম) কিংবা য, র, ল, অন্তঃস্থ-ব-হ যদি বিসর্গসহ অ-কারের পরে থাকে, তা হলে বিসর্গের জায়গায় ও-কার হবে এবং উক্ত ও-কার 'অ'-এর স্থলে যুক্ত হবে। যেমন:

পরিবর্তনের প্রত্যয়ে নিরন্তর পথচলা.



- ✓ বিভিন্ন কারণে আরো অনেক বিশেষ্য পদের বানানেও য-ফলা (Y) দিতে হয়। যেমন: অসামঞ্জস্য, ঐকমত্য, ঐক্য, কার্পণ্য, চাপল্য, দৈন্য, দৌরাভ্য, নৈঃশব্দ্য, পাণ্ডিত্য, বৈদক্ষ্য, বৈশিষ্ট্য, মাহাত্ম্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।
- ✓ বিশেষণের ক্ষেত্রে: বিশেষণ পদেও এমন বহু শব্দ আছে যাতে য-ফলা 'Y' ব্যবহার করা প্রয়োজন। যেমন: অচিন্ত্য, অনিন্দ্য, আলোচ্য, উচ্চ্য, গার্হস্থ্য, চর্য্য, চূষ্য, জ্যেষ্ঠ্য, দন্ত্য, নমস্য, প্রণম্য, বন্য, বরেণ্য, ভোগ্য, ভোজ্য, মান্য, মূর্খ্য ইত্যাদি।
- ✓ উচিত বা যোগ্য বোঝাতে অনেক সময় শব্দের শেষে য-ফলা 'Y' দিতে হয়। যেমন: অকথ্য, অধীতব্য, অনিন্দ্য, অস্পৃশ্য, আরাধ্য, কর্তব্য, কাম্য, গ্রাহ্য, চর্য্য, চূষ্য, ছেদ্য, দাহ্য, ধর্তব্য, নমস্য, নাব্য, পাঠ্য, পাল্য, প্রযোজ্য, প্রাপ্য, বধ্য, বর্জ্য, ভক্ষ্য, মান্য, মোচ্য, লভ্য, লেহ্য, শ্রাব্য, সহ্য, সেব্য, হস্তব্য ইত্যাদি।

#### ➤ রেফ ('):

- ✓ রেফ মানেই র-এ হসন্ত। যেমন: আরতি এবং আর্তি। প্রথমটির উচ্চারণ 'আরোতি' আর দ্বিতীয়টির উচ্চারণ 'আর্তি'।
- ✓ র্-ধ্বনি রূপে পরবর্তী বর্ণের মাথায় চড়বে, কখনোই পূর্ববর্তী বর্ণের মাথায় নয়।
- ✓ যে বর্ণের ওপরে রেফ থাকবে সেই অক্ষরের দ্বিত্ব লেখা (অর্থাৎ একই অক্ষর দুবার) চলবে না। যেমন:

| শুদ্ধ  | অশুদ্ধ |
|--------|--------|
| অর্চনা | অর্চনা |
| পূর্ত  | পূর্ত  |

| শুদ্ধ | অশুদ্ধ  |
|-------|---------|
| ধার্য | ধার্য্য |
| সূর্য | সূর্য্য |

| শুদ্ধ    | অশুদ্ধ     |
|----------|------------|
| কর্তা    | কর্তা      |
| সৌন্দর্য | সৌন্দর্য্য |

- ✓ বিসর্গযুক্ত শব্দের সঙ্গে গ, ঘ / জ, ঝ / দ, ধ, ন / ব, ভ, ম, যদি যুক্ত হয় তা হলে সন্ধির ফলে (ঃ) স্থলে র্-ধ্বনি আসবে, আর ত রেফের আকারে পরবর্তী বর্ণের ওপরে ব্যবহৃত হবে। যেমন:

|                         |                   |                         |                                 |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| অন্তঃ + গত = অন্তর্গত   | নিঃ + গত = নির্গত | দুঃ + গতি = দুর্গতি     | জ্যোতিঃ+বিজ্ঞান=জ্যোতির্বিজ্ঞান |
| অন্তঃ + জগৎ = অন্তর্জগৎ | নিঃ + জন = নির্জন | পুনঃ + জীবন = পুনর্জীবন | আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ           |

এরকম: অন্তর্ঘাত, দুর্ঘটনা, নির্ঝর, দুর্দম, চতুর্দিক, দুর্ধর্ষ, দুর্নিবার, দুর্মূল্য ইত্যাদি।

- ✓ পরি- উপসর্গের সঙ্গে অ, আ, ই, উ, ধ্বনির সন্ধি ঘটলে য-এ রেফ হয়। যেমন:

|                      |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| পর্যন্ত = পরি + অন্ত | উপর্যুপরি = উপরি + উপরি | উপর্যুক্ত = উপরি + উক্ত |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|

#### ❖ ও এবং ং :

আজকাল প্রায় সর্বত্র 'ও' এবং 'ং' পরস্পরের বিকল্প বর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের উচ্চারণ যদিও এক, তবু ইচ্ছে করলেই এবে বদলে অন্যকে ব্যবহার করা যায় না। ও এবং ং -এ দুটি যে একটি অপরটির বিকল্পে প্রযোজ্য হতে পারে এমন চিন্তার কারণ হলো: ও উভয়েরই ধ্বনি এক রকম। রঙ = রং, বঙ্গ = বংগ, অঙ্কন = অংকন ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণের দিকে লক্ষ করলেই তা বোঝা যায়। তবু 'ং' এবং 'ং' কে পরস্পরের বিকল্প বর্ণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। কারণ ও একটি স্বতন্ত্র স্বাবলম্বী বর্ণ, সে কারো ওপর নির্ভর করে না। প্রমাণ, 'ও' অক্ষরের সঙ্গে যে-কোনো স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত করা সম্ভব; যেমন- বাঙালি, আঙুর, ডিঙি, ভঙ্গ। অন্য দিকে ং-এর সঙ্গে কোনো বর্ণই যুক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ, 'ং' কোনো বর্ণ নয়, সে কেবল 'ও' ধ্বনির একটি প্রতীকচিহ্ন; যেমন: প্রতীকচিহ্ন। অথবা (i) ইত্যাদি। অনুস্বার মূলত ও-এর হলন্তরূপ। অর্থাৎ; ং = ও।

- নিম্নলিখিত শব্দসমূহে 'ং' ব্যবহৃত না হয়ে সর্বদায় 'ও' ব্যবহৃত হবে। যেমন:

অঙ্ক, অঙ্কন, অঙ্গ, অঙ্গন, অঙ্গীকার, অনুপঞ্জ, অপাঙক্তেয়, আকাঙ্ক্ষা, আঙুল/আঙ্গুল, আতঙ্ক, আশঙ্কা, ইঙ্গিত, উলঙ্গ, কঙ্কণ, কঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, গাঙ্গেয়, গৌরাঙ্গ, দাঙ্গা, পঙ্ক, পঞ্জি, পঙ্কিল, পঙ্গপাল, পিঙ্গল, পঙ্গু, পতঙ্গ, পুঞ্জানুপুঞ্জ, প্রাঙ্গণ, বঙ্কিম, বঙ্গভঙ্গ, বিহঙ্গ, ব্যঙ্গ, ভঙ্গ, মঙ্গল, রঙ্গ, লঙ্কা, লবঙ্গ, লিঙ্গ, শঙ্কা, শিক্ষাঙ্গন, শৃঙ্খল, শৃঙ্গ, সঙ্গী, সঙ্গে, হাস্যামা।

- এমন কিছু শব্দ আছে যেখানে 'ও' প্রয়োগ করা যায় না, শুধু অনুস্বার (ং) হয়। যেমন:

অংশ, অংশু, এবংবিধ, কিংবদন্তি, কিংবা, কিংগুক, পাংশু, প্রিয়ংবদা, বংশ, বংশী, বারংবার, সংক্রমণ, সংক্রান্ত, সংক্ষিপ্ত, সংজ্ঞা, সংবরণ, সংবর্ধনা, সংবলিত, সংবাদ, সংবিধান, সংরাগ, সংলাপ, সংশয়, সংশোধন, সংসার, সংহত, সংহার, সংহিতা, সিংহ, স্বয়ংবর, হিংসা।



### ঙ এবং ঙ:

ঙ এবং ঙ -এদের প্রথমটি শুধু 'ঙ', কিন্তু 'ঙ' তৈরি হয়েছে ঙ + গ মিলে অর্থাৎ 'ঙ' একটি যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ। উচ্চারণের দিক থেকেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে; 'ঙ' অবিকল ঙ-র মতো, আর 'ঙ' অক্ষরের ভেতরে গ ধ্বনি অবশ্যই থাকবে। তাই, যেসকল শব্দের উচ্চারণে 'গ' ধ্বনি আসে না, তাদের ক্ষেত্রে 'ঙ' দেওয়াই সঙ্গত। যেমন: রং, রঙিন কিন্তু রঙ্গ (কৌতুক), রঙ্গিনী (কৌতুকময়ী)।

ডিঙি, ডোঙা, চোঙা, চ্যাঙা, নোঙর, রাঙা, কাঙাল, বাঙাল, এসব শব্দের 'ঙ' এক সময়ে 'ঙ্গ' দিয়েই লেখা হলেও আজকাল হয় না, কারণ এখন উচ্চারণ পাটে গিয়ে হয়েছে- [ডিঙি], [ডোঙা], [বাঙালি] ইত্যাদি। ফলে উচ্চারণে গ্ ধ্বনি আসছে না বলে বানানে 'ঙ্গ' দিয়ে লেখাও হয় না। আবার- গঙ্গা, জঙ্গি, পঙ্গু, বঙ্গ, রঙ্গন, হাস্যামা ইত্যাদিতে স্পষ্ট গ্ ধ্বনি রয়েছে। ফলে বানানে 'ঙ্গ' ব্যবহৃত হবে।

### খণ্ড-ত (ৎ) এবং পূর্ণ-ত:

শব্দের শেষাংশে যদি কৃৎ / চিৎ / জিৎ/বিৎ (বিদ্) অথবা অৎ/বৎ/সাৎ থাকে তাহলে খণ্ড-ত (ৎ) ব্যবহৃত হবে। যেমন: পথিকৃৎ, নৃকৃৎ, কৃষিকৃৎ, কৃচিৎ, অভিজিৎ, বিশজিৎ, সত্যজিৎ, ইতিহাসবিৎ/ ইতিহাসবিদ্, জগৎ, মহৎ, পুত্রবৎ, যাবৎ, দণ্ডবৎ, আত্মসাৎ, দুলিসাৎ ইত্যাদি।

কিছু শব্দ আছে যার শেষে 'ৎ' আছে, তবে তার জায়গায় 'দ' লিখলেও চলে। এসব ক্ষেত্রে যদি কখনো ঙ-য়ের সঙ্গে এ-কার, এর, দ্বয় যুক্ত হয় তবে 'ৎ/ত' হবে না, দ-ই হবে। যেমন: উপনিষৎ/ উপনিষদ, বিৎ/ বিদ্, পৃষৎ/পৃষদ, বিপৎ/বিপদ, পরিষৎ/পরিষদ, সংসৎ/সংসদ ইত্যাদি।

কিছু শব্দ আছে যার শেষে 'ৎ' থাকলেও বিকল্পে 'দ' লেখা যাবে না; শুধু তাই নয়, উক্ত খণ্ড ত (ৎ)-এর সঙ্গে এ-কার, এর ইত্যাদি যুক্ত হলেও কখনো 'দ' হবে না, ত-ই থাকবে। এমন কিছু শব্দ: জগৎ; কিন্তু জগতে হবে। এরকম- পশ্চাৎ; কিন্তু পশ্চাতে, ভবিষ্যৎ; কিন্তু ভবিষ্যতে, শরৎ; কিন্তু শরতে, সাক্ষাৎ; কিন্তু সাক্ষাতে ইত্যাদি।

শব্দের শেষে 'ৎ' হবে এমন আরো কিছু শব্দ: অকস্মাৎ, অর্থাৎ, ঈষৎ, কদাচিৎ, কিঞ্চিৎ, কিয়ৎ, কৃচিৎ, ক্ষুৎ, ছলাৎ, ছুৎ, জগৎ, তড়িৎ, তৎ, তাবৎ, দৈবাৎ, নচেৎ, নস্যাৎ, পথিকৃৎ, পরভূৎ, পশ্চাৎ, বৃহৎ, ভবিষ্যৎ, মরুৎ, মহৎ, যকৃৎ, যৎ, যাবৎ, যুগপৎ, শরৎ, সং, সংবিৎ, সাক্ষাৎ, হঠাৎ, হরিৎ ইত্যাদি।

শব্দের মধ্যাংশে 'ৎ' আছে এমন কিছু শব্দ: অকিঞ্চিৎকর, অনুসন্ধিৎসা, উৎপাত, উৎস, উৎসব, উৎসাহ, ঔৎসুক্য, কুৎসা, কুৎসিত, গণৎকার, চমৎকার, চিকিৎসা, চিৎকার, তৎপর, তাৎক্ষণিক, তাৎপর্য, ফুৎকার, বৎস, বৎসর, বীভৎস, ভর্ৎসনা, মৎস্য, মৃৎপাত্র, সংকার, সাক্ষাৎকার, হৃৎপিণ্ড।

শব্দের প্রথমে উৎ-উপসর্গ যোগ করে তৈরি হওয়া কিছু শব্দ আছে যেগুলোতে সন্ধির ফলে 'দ' বাদ পড়ে যায়, সে স্থানে 'ৎ' চলে আসে। যেমন: উৎকট, উৎকর্ষা, উৎকর্ষ, উৎকলিত, উৎকীর্ণ, উৎকোচ, উৎক্ষিপ্ত, উৎখাত, উৎপত্তি, উৎপাত, উৎপীড়ন, উৎসব, উৎসারণ, উৎসাহ, উৎসুক, ইত্যাদি।

সন্ধির ক্ষেত্রে পূর্বপদের শেষে যদি 'দৃ' থাকে এবং এরপরে ক খ / ত থ / প ফ / স থাকে, তা হলে দ স্থলে ৎ হয়। যেমন: আপদ + কাল আপৎকাল; এতদৃ + সঙ্গে = এতৎসঙ্গে; ক্ষুধ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা; তদৃ + কালীন = তৎকালীন; তদৃ + সম = তৎসম ইত্যাদি।

### বানানে ষ, স, শ সম্পর্কিত সতর্কতা:

শিশ, শিষ, শিস। তিনটি শব্দের উচ্চারণ অবিকল একই রকম, কিন্তু তিন বর্ণের ভিন্নতার কারণে শব্দ তিনটির অর্থ ভিন্ন। এর নিয়ম: 'সন্ধি' এবং 'প্রত্যয়ে'র মধ্যেও পড়ে। তবে নিচের সূত্র এবং শব্দের বানানে সতর্ক থাকলে ভুল করার সম্ভাবনা অনেকটাই কমাতে যায়।

সন্ধিতে বিসর্গস্থানে মূর্খন্য-ষ: সন্ধিতে বিসর্গযুক্ত ই-কার বা উ-কার-এর পর ক/খ/প/ফ-এর যে-কোনোটি থাকলে বিসর্গ স্থানে 'ষ' হয়। যেমন: আবিঃ + কার = আবিষ্কার। এরকম আয়ুষ্কাল, চতুষ্পদ, জ্যোতিষ্ক, নিম্প্রভ, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কণ্টক, নিষ্কর, নিষ্কল, নিষ্কল, দুষ্কর, নিষ্পাপ, নিষ্কৃতি, নিষ্পত্তি, নিষ্পেষণ, নিষ্প্রাণ, নিষ্ফল, নিষ্প্রদীপ, নিষ্পত্র, নিষ্পন্ন, নিষ্পাপ, দুষ্কর্ম, দুষ্কর্য, দুষ্কৃ, দুষ্পাচ্য, দুষ্প্রবৃত্তি, ভ্রাতৃস্পুত্র, বহিষ্কার, বহিষ্কৃত ইত্যাদি।



লক্ষণীয়:

০১। 'অ' বা 'আ' বর্ণের পর বিসর্গ থাকলে বিসর্গ স্থানে 'য' না হয়ে 'স' হবে। যেমন: তেজস্কর, তিরস্কার, নমস্কার, পুরস্কার, মনস্কামনা, ভাস্কর ইত্যাদি।

০২। নিষ্পদ, নিষ্পৃহ ইত্যাদিতে 'স' হবে। কারণ 'স্পৃহ' বা 'স্পদ' ধাতুর 'স' কখনো 'য' হয় না।

৩। তালব্য-শ স্থানে মূর্ধনা-য: শেষ বর্ণে তালব্য 'শ' রয়েছে এমন কিছু বিশেষ্যবাচক শব্দ '-ত' প্রত্যয়যোগে বিশেষণে পরিণত হলে তালব্য 'শ' স্থানে মূর্ধনা 'য' হয়। যেমন:

আদেশ > আদিষ্ট, আবেশ > আবিষ্ট, উপদেশ > উপদিষ্ট, ক্রেশ > ক্রিষ্ট, নির্দেশ > নির্দিষ্ট, নিবেশ > নিবিষ্ট, নিরুদ্দেশ > নিরুদ্দিষ্ট, প্রবেশ > প্রবিষ্ট, বিনাশ > বিনিষ্ট, সমাবেশ > সমাবিষ্ট, স্পর্শ > স্পৃষ্ট ইত্যাদি।

৪। ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর ধাতুর দন্ত্য-স স্থানে মূর্ধনা-য: ব্যাকরণের নিয়মে -অভি, -নি, -পরি, -প্রতি, বি- এই কণ্ঠ ই-কারান্ত উপসর্গ এবং অনু-, সু-এই দুটি উ-কারান্ত উপসর্গের পর কয়েকটি ধাতুর 'স' স্থানে 'য' হয়। যেমন:

|                      |                         |                       |                           |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| সঙ্গ; কিন্তু অভিষঙ্গ | সিক্ত; কিন্তু অভিষিক্ত  | সুপ্ত; কিন্তু নিষুপ্ত | সভাসদ; কিন্তু পরিষদ       |
| সেক; কিন্তু অভিষেক   | প্রদীপ; কিন্তু নিষ্পদীপ | সিদ্ধ; কিন্তু নিষিদ্ধ | পুরস্কার; কিন্তু পরিস্কার |
| আসন্ন; কিন্তু বিষন্ন | সহ; কিন্তু দুর্বিষহ     | সঙ্গ; কিন্তু অনুষঙ্গ  | সঙ্গী; কিন্তু অনুষঙ্গী    |
| অসম; কিন্তু বিষম     | অবসাদ; কিন্তু বিষাদ     | সম; কিন্তু সুষম       | সুপ্ত; কিন্তু সুষুপ্ত     |

### ❖ প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগজনিত অশুদ্ধি:

প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগের ফলে শব্দগঠন বা বাক্যে পদ ব্যবহারের সময় বানানে যেসব ভুল হয় সেসবকে কিছু শব্দের তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

| শুদ্ধ     | অশুদ্ধ    |
|-----------|-----------|
| অধীন      | অধীনস্থ   |
| উত্ত্যক্ত | উত্থ্যক্ত |
| ঐক্যতান   | ঐক্যতান   |
| দুরবস্থা  | দুরাবস্থা |
| বিবদমান   | বিবাদমান  |
| মহাত্ম্য  | মহাত্ম    |

| শুদ্ধ         | অশুদ্ধ      |
|---------------|-------------|
| অসহনীয়/অসহ্য | অসহ্যনীয়   |
| করিতকর্মী     | করিতকর্মী   |
| গ্রাহ্য       | গ্রাহনীয়   |
| ঘূর্ণায়মান   | ঘূর্ণীয়মান |
| দুষণীয়       | দোষণীয়     |
| সত্তা         | সত্ত্বা     |

| শুদ্ধ     | অশুদ্ধ     |
|-----------|------------|
| আবশ্যক    | আবশ্যকীয়  |
| জ্ঞানবান  | জ্ঞানমান   |
| নির্গুণ   | নির্গুণিতা |
| বৈচিত্র্য | বৈচিত্র    |
| স্বত্ব    | স্বত্ব     |
| -         | -          |

### ❖ '-তা' এবং 'ত্ব' প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ:

'তা' এবং 'ত্ব' হলো বিশেষ্যবাচক প্রত্যয় যা কেবল বিশেষণ শব্দকে বিশেষ্য করে। তাই বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে আবারো 'তা' বা 'ত্ব' যুক্ত করলে সেটি ভুল হবে। যেমন: 'ধীর' বিশেষণ শব্দের সঙ্গে 'তা' যোগ করে বিশেষ্যবাচক শব্দ 'ধীরতা' হয়। কিন্তু 'ধীর' এর সঙ্গে বিশেষ্যবাচক 'য' প্রত্যয় যোগ করে 'ধৈর্য' বিশেষ্য শব্দ গঠিত হয়। ফলে 'ধৈর্য' শব্দের সঙ্গে আবারো বিশেষ্যবাচক 'তা' প্রত্যয় যুক্ত হলে তা ভুল বলে গণ্য হবে।

| শুদ্ধ               | অশুদ্ধ      |
|---------------------|-------------|
| অধৈর্য/অধীরতা       | অধৈর্যতা    |
| অপকর্ষ/অপকৃষ্টতা    | অপকর্ষতা    |
| আলস্য/অলসতা         | আলস্যতা     |
| ঐক্য/একতা           | ঐক্যতা      |
| কার্পণ্য/কৃপণতা     | কার্পণ্যতা  |
| বৈচিত্র্য/বিচিত্রতা | বৈচিত্র্যতা |
| বৈশিষ্ট্য/বিশিষ্টতা | বৈশিষ্ট্যতা |
| লাঘব/লঘুতা          | লাঘবতা      |
| সামর্থ্য/সমর্থতা    | সামর্থ্যতা  |

| শুদ্ধ               | অশুদ্ধ      |
|---------------------|-------------|
| গান্ধীর্ষ/গান্ধীরতা | গান্ধীর্ষতা |
| চাঞ্চল্য/চঞ্চলতা    | চাঞ্চল্যতা  |
| চাতুর্য/চতুরতা      | চাতুর্যতা   |
| চাপল্য/চপলতা        | চাপল্যতা    |
| দারিদ্র্য/দরিদ্রতা  | দারিদ্র্যতা |
| বৈষম্য/বিষমতা       | বৈষম্যতা    |
| মাধুর্য/মধুরতা      | মাধুর্যতা   |
| সারল্য/সরলতা        | সারল্যতা    |
| সৌজন্য              | সৌজন্যতা    |

| শুদ্ধ             | অশুদ্ধ     |
|-------------------|------------|
| দৈন্য/দীনতা       | দৈন্যতা    |
| দৌর্বল্য/দুর্বলতা | দৌর্বল্যতা |
| ধৈর্য/ধীরতা       | ধৈর্যতা    |
| পৌরুষ/পুরুষত্ব    | পৌরুষত্ব   |
| বাহুল্য/বহুলতা    | বাহুল্যতা  |
| ভারসাম্য/ভারসমতা  | ভারসাম্যতা |
| মৈত্র্য/মিত্রতা   | মৈত্র্যতা  |
| সাদৃশ্য/সদৃশতা    | সাদৃশ্যতা  |
| সৌন্দর্য/সুন্দরতা | সৌন্দর্যতা |



## ✧ সন্ধি বিষয়ক অন্তর্ভুক্তি:

| শুদ্ধ     | অশুদ্ধ    |
|-----------|-----------|
| অনটন      | অনাটন     |
| বাগীশ্বরী | বাগেশ্বরী |
| দুরদৃষ্ট  | দুরাদৃষ্ট |
| কিংবা     | কিছা      |
| যশ-ইচ্ছা  | যশেচ্ছা   |

| শুদ্ধ         | অশুদ্ধ      |
|---------------|-------------|
| অদ্যাবধি      | অদ্যাবধি    |
| বক্ষ-উপরি     | বক্ষোপরি    |
| জ্যোতিরিন্দ্র | জ্যোতীন্দ্র |
| মুখচ্ছবি      | মুখছবি      |
| প্রাতরাশ      | প্রাতঃরাশ   |

| শুদ্ধ          | অশুদ্ধ         |
|----------------|----------------|
| পৃথগয়         | পৃথকয়         |
| বিপদুদ্র       | বিপদোদ্র       |
| অন্তরিন্দ্রিয় | অন্তরেন্দ্রিয় |
| উপর্নৃত        | উপরোক্ত        |
| আষাঢ়ান্ত      | আষাঢ়ন্ত       |

## ✧ সমার্থ শব্দের বাহ্যাজনিত অন্তর্ভুক্তি:

| শুদ্ধ   | অশুদ্ধ   |
|---------|----------|
| নিরপরাধ | নিরপরাধী |
| অহর্নিশ | অহর্নিশি |
| নির্দোষ | নির্দোষী |
| নির্ধন  | নির্ধনী  |

| শুদ্ধ     | অশুদ্ধ     |
|-----------|------------|
| নিরভিমান  | নিরভিমानी  |
| দিবারাত্র | দিবারাত্রি |
| পিতৃহারা  | পিতাহারা   |
| নীরোগ     | নীরোগী     |

| শুদ্ধ       | অশুদ্ধ      |
|-------------|-------------|
| অর্ধরাত্র   | অর্ধরাত্রি  |
| নিরহংকার    | নিরহংকারী   |
| ভ্রাতৃবৃন্দ | ভ্রাতাবৃন্দ |
| যুবরাজ      | যুবরাজা     |

## ✧ সমার্থ শব্দের বাহ্যাজনিত অন্তর্ভুক্তি:

| শুদ্ধ         | অশুদ্ধ     |
|---------------|------------|
| অদ্যপি/ অদ্যও | অদ্যপিও    |
| আয়ত্ত/ অধীন  | আয়ত্তাধীন |
| আরক্ত/ রক্তিম | আরক্তিম    |
| স্বাগত        | স্বাগতম    |

| শুদ্ধ       | অশুদ্ধ      |
|-------------|-------------|
| কদাপি       | কদাপিও      |
| কেবল/ মাত্র | কেবলমাত্র   |
| সমূল/ মূলসহ | সমূলসহ      |
| স্বাস্থ্য   | সুস্বাস্থ্য |

| শুদ্ধ               | অশুদ্ধ        |
|---------------------|---------------|
| অশ্রু               | অশ্রুজল       |
| যদ্যপি/ যদিও        | যদ্যপিও       |
| সুবুদ্ধি/ বুদ্ধিমান | সুবুদ্ধিমান   |
| প্রয়োজন            | প্রয়োজনীয়তা |

## ✧ উৎকর্ষবাচক -তর, -তম প্রত্যয়জনিত অন্তর্ভুক্তি:

| শুদ্ধ   | অশুদ্ধ              |
|---------|---------------------|
| কনিষ্ঠ  | কনিষ্ঠতর            |
| পাপিষ্ঠ | পাপিষ্ঠতর/পাপিষ্ঠতম |

| শুদ্ধ      | অশুদ্ধ            |
|------------|-------------------|
| সর্বকনিষ্ঠ | কনিষ্ঠতম          |
| বলিষ্ঠ     | বলিষ্ঠতর/বলিষ্ঠতম |

| শুদ্ধ               | অশুদ্ধ              |
|---------------------|---------------------|
| গরিষ্ঠ              | গরিষ্ঠতর            |
| শ্রেষ্ঠ/সর্বশ্রেষ্ঠ | শ্রেষ্ঠতর/শ্রেষ্ঠতম |

## ✧ শু এবং স্থ সংক্রান্ত সমস্যা:

শু/স্থ সংক্রান্ত বানান ভুল পরিহার করার একটা উপায় আছে। যেসব শব্দে 'স্থ' আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব শব্দ থেকে 'স্থ' বাদ দিলেও অর্থবোধক শব্দ থাকবে। কিন্তু 'স্ত' দিয়ে যেসব শব্দ পাওয়া যায়, সেখানে 'স্ত' বাদ দিলে অর্থবোধক শব্দ থাকে না। উদাহরণগুলো লক্ষ করি:

শু: অভ্যন্ত, অন্ত, আশুন্ত, গ্রস্ত (যেমন: বিপদগ্রস্ত) ত্রস্ত, নিরস্ত, ন্যস্ত, পরাস্ত, পর্যুদস্ত, প্রশস্ত, বিধ্বস্ত, বিন্যস্ত, বিপর্যস্ত, বিখ্যস্ত, ব্যতিব্যস্ত, সমুদ্রস্ত, সমস্ত, স্বস্তি।

স্থ: অন্তঃস্থ, অবস্থা, অভ্যন্তরস্থ, কণ্ঠস্থ, গর্ভস্থ, গৃহস্থ, তটস্থ, দুস্থ, দ্বারস্থ, ভূগর্ভস্থ, মধ্যাহ্নতা, মনস্থ, মুখস্থ, যন্ত্রস্থ, সভাস্থ, সমাধিস্থ, সু-অধীনস্থ' ব্যাকরণসম্মত নয় বটে, কিন্তু বর্তমানে সর্বত্র প্রচলিত।

[নোট: যেসব জায়গায় 'স্থ' ব্যবহৃত হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসকল শব্দের অর্থে 'থাকা' বোঝায়। যেমন: ভূগর্ভস্থ-ভূগর্ভে থাকা অন্তঃস্থ - অন্তঃ বা অভ্যন্তরে থাকা ইত্যাদি।]



## বাক্যে পদের ব্যবহার

বাক্য হলো শব্দের সমাহার। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে আমরা বাক্য তৈরি করি। কিন্তু ইচ্ছেমতো শব্দকে সাজালেই একটি বাক্য গঠন করা যায় না। বাক্যে কোন শব্দের পর কোন শব্দ বসাতে হয় তার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। অর্থাৎ বাক্যে পদগুলো সাজানোর জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। অন্যথায় যথাযথ বাক্য গঠিত হয় না। বাক্যে যখন শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় তখন ব্যাকরণের বিভিন্ন নিয়মকানুন মেনেই ব্যবহৃত হয়। আবার বাক্য গঠনের নিয়মানুযায়ী, বাক্যে পদসমূহ সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করলেই যে চিত্র বাক্য গঠিত হবে এমনটিও বলা যায় না। কারণ বাক্যে যে শব্দ যেখানে বসা উচিত সেখানেই বসল, কিন্তু মাঝে-মাঝে দুটো শব্দ পাশাপাশি না বসিয়ে একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে বসানো হলো, এতে সবসময় বাক্যের গঠন যথার্থ নাও হতে পারে। একইভাবে যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহারও বাক্যের অর্থ প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই শব্দগুলো কখন আলাদা বসবে, আর কখনই বা পাশাপাশি বসবে সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক:

(i)

✓ এ দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

✓ এদেশের বুদ্ধিজীবীসমাজের কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জনাব 'ক'।

[প্রথম বাক্যে 'বুদ্ধিজীবী ও সমাজের' শব্দদ্বয় আলাদা আলাদা সবায় 'এদেশের বুদ্ধিজীবী' বাক্যের কর্তা হিসেবে বিবেচিত হবে। ২য় দ্বিতীয় বাক্যে 'বুদ্ধিজীবীসমাজের' শব্দদ্বয়টি একটি শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় এখানে 'এদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ' বাক্যের কর্তা না হয়ে কর্মপদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।]

(ii) আজকের কবিতা পাঠক কবিতা বুঝতে চান না।

এটি একটি অর্থহীন বাক্য। অর্থ বোঝাতে চাইলে অবশ্যই লিখতে হবে 'কবিতাপাঠক' বা কবিতা-পাঠক। উল্লিখিত উদাহরণে পরিপ্রেক্ষিতে যে নিয়মটি বলা যায়, তা হলো :

সমাসবদ্ধ পদ হলে শব্দগুলো একসঙ্গে (মিশিয়ে) লিখতে হবে, তাদের মাঝে কোনো ফাঁকা রাখা চলবে না। কিন্তু সমাসবদ্ধ পদটি যদি দীর্ঘ হয়, দৃষ্টিকটু লাগে, বা পড়তে অসুবিধে হয়, তা হলে মাঝখানে হাইফেন দিয়ে লেখা যাবে। যেমন: বুদ্ধিজীবী-সমাজ, কবিতা-পাঠক ইত্যাদি।

এছাড়া বাক্যের মধ্যে বহুবচনের অপপ্রয়োগ, বিশেষ্যের জায়গায় বিশেষণ কিংবা যথাযথ বিশেষণ বা বিশেষণের দ্বিত্বজনিত ভুল ব্যাচ, লিঙ্গ, প্রবাদ-প্রবচন, পুনরাবৃত্তি বা বাহুল্যজনিত ভুল হয়ে থাকে। এসব বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

❖ নিচে উল্লিখিত বিষয়গুলোর নিয়ম দেওয়া হলো:

➤ স্বত্ব: (< স্ব + ত্ব)। 'স' মানে নিজে। শব্দটি বিশেষণ, এর সঙ্গে 'ত্ব' যোগ করে একে বিশেষ্য পদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এর মানে হলো 'নিজত্ব', অর্থাৎ নিজের অধিকার আছে যেখানে; এক কথায় এর অর্থ 'মালিকানা'। যেমন- স্বত্ব ত্যাগ করে দান কর বোঝালে সম্প্রদান কারক হয়।

➤ সত্ত্ব: (< সৎ + ত্ব)। 'ৎ' আর 'ত' সন্ধির ফলে 'স্ত' হয়েছে, একইসঙ্গে ব-ফলা তার নিজের জায়গাতেই আছে।

(i) 'সৎ' শব্দের এক অর্থ হচ্ছে 'অস্তিত্ব'। 'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ এর ফলে বিদ্যমানতা বোঝায়। যে-মেয়ে মা হতে যাচ্ছে তাহলে আমরা বলি, 'মেয়েটি সত্ত্বঃসত্ত্বা', অর্থাৎ মেয়েটির 'অস্ত্বঃ'তে (অভ্যন্তরে, ভেতরে) আরেকটি প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। 'সত্ত্বঃ' কথটা এখান থেকেই এসেছে; যেমন- নিষেধ সত্ত্বঃ (অর্থাৎ নিষেধ বিদ্যমান থাকতেও) এ কাজ করলে কেন?

(ii) 'সত্ত্ব' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ- প্রকৃতির তিনটি গুণের (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ। মানুষের মনের যেসব শ্রেষ্ঠ অনুভূতি আছে, যেমন দয়া, প্রেম, ন্যায়নিষ্ঠা, মনুষ্যত্ববোধ, বিবেক ইত্যাদি সব সম্মিলিত করলে যা দাঁড়ায় তা-ই সত্ত্বগুণ। যাঁর এইগুণ আর তাঁকে বলা হয় 'সাত্ত্বিক' লোক। 'সাত্ত্বিক' বিশেষণ পদে তা যোগ করে (সাত্ত্বিক+তা) 'সাত্ত্বিকতা' বিশেষ্য পদ তৈরি করা যায়।

(iii) 'সত্ত্ব' শব্দের তৃতীয় অর্থ- রস, ফলের রস। যেমন: 'আমসত্ত্ব' হলো আমের রস, যা জ্বাল দিয়ে দিয়ে ঘন করে তারপর শুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। ['সত্ত্ব' শব্দের মতো আরেকটি শব্দ তৈরি হয়েছে: তৎ + ত্ব = তত্ত্ব। অর্থাৎ তার স্বরূপ বা প্রকৃতি। তত্ত্ব, তাত্ত্বিক তত্ত্বীয়- এগুলো পরস্পরসম্পৃক্ত শব্দ]

➤ সত্তা: (সৎ + তা)। 'সৎ' শব্দের এক অর্থ যে 'অস্তিত্ব' তা আগেই জেনেছি; 'তা' হলো বিশেষ্যে রূপান্তরিত হওয়ার চিহ্ন। সুতরাং 'সত্তা' অর্থ দাঁড়ায়- বিদ্যমানতা, উৎপত্তি। যেমন- সত্তা হারিয়ে ফেলা। এই 'সত্তা' আর আগের 'সত্ত্ব' অর্থের দিক থেকে একই, তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তফাত আছে। এই সত্তা থেকেই সততা শব্দের উৎপত্তি। সততা ব্যাকরণসিদ্ধ শব্দ নয়।



## ❖ টি, টা, খানা, খানি, গুলি, গুলো, রা, এরা, গণ, বৃন্দ, সমূহ:

-টি, -টা, -খানা, -খানি, -গুলি, -গুলো, -রা, -এরা, -গণ, -বৃন্দ, -সমূহ- এইগুলো কখনোই আলাদা বসবে না। আবার একবচন শব্দের সঙ্গে -টি, -টা, -খানা, -খানি, -কিংবা, -গুলি, -গুলো, -রা, -এরা, -গণ - সমূহ যোগ করে যখন বহুবচন করা হবে তখনও শব্দগুলো আলাদা বসবে না। সুতরাং, বই গুলো, চিঠি গুলো, গ্রন্থ সমূহ- এভাবে লেখা ভুল হবে। লিখতে হবে বইগুলো, চিঠিগুলো, গ্রন্থসমূহ। কিন্তু সমূহ আনন্দ, সমূহ বিপদ, সমূহ ক্ষতি, সমূহ সর্বনাশ এসব ক্ষেত্রে আলাদা হবে।

## ❖ না, নেই, নয়:

না, নেই, নয় এই নেতিবাচক শব্দ সবসময় পৃথক শব্দ হিসেবে বসবে। কখনো কোনো শব্দের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যাবে না। যেমন- করিনা, যাইনা, যেওনা, লেখেনা ইত্যাদি না হয়ে, হবে- করি না, যাই না, যেও না, লেখে না।

নোট: তবে 'নি' শব্দের সাথে বসবে, যেমন: করিনি, খাইনি, যাইনি ইত্যাদি।

## ❖ নয় তো/নয়তো:

নিচের উদাহরণ দুটো লক্ষ কর:

✓ আজ নয়, তো কাল যাবে? খাঁটি মুজো নয় তো, নকল মুজো; কিছুকাল পরে নিজেই জানান দেবে।

✓ তোমার মন গেলে তুমি যেও, নয়তো যেও না। রাত দশটার মধ্যে ঘরে পৌঁছতে হবে, নয়তো মা খুব ভাববে। দেখা যাচ্ছে, উল্লিখিত উদাহরণসমূহে 'নয় তো' এবং 'নয়তো' শব্দের ভেতরে অর্থের ভিন্নতা রয়েছে। 'নয় তো' মানে 'নয়' আর 'নয়তো' বোঝাচ্ছে বিকল্প পথ। একইভাবে 'হয় তো' হচ্ছে হাঁ-সূচক, আর 'হয়তো' হচ্ছে সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা।

## ❖ না হয় / নাহয়:

(i)

✓ চেয়ারম্যান না হয় শয়তান, তার ছেলে তো লোক খারাপ নয়।

✓ আরাফ আলি নিজে না হয় মুখ্যসুখ্য লোক, কিন্তু ছেলেমেয়েকে যদূর পেরেছে লেখাপড়া শিখিয়েছে।

(ii)

✓ আমি নাহয় ভোরবেলাই রওনা দেব, দেরি হলে ট্রেন ছেড়ে যাবে।

(i) অংশের উদাহরণ দুটিতে 'না হয়' কোথাও নেতিবাচক অর্থ বোঝাচ্ছে না, দুটি বাক্যই সম্পূর্ণ হাঁ-সূচক। দ্বিতীয়ত, 'হয়' শব্দ গুরুত্বপূর্ণ; 'না' অলংকার হলেও 'হয়' মোটেই অলংকার নয়, অত্যন্ত জরুরি শব্দ। কারণ, প্রথম বাক্যের অর্থ- চেয়ারম্যান শয়তান হলেও তার ছেলে ভালো লোক; আর দ্বিতীয় বাক্য বলছে- আরাফ আলি নিরক্ষর ঠিকই, কিন্তু সন্তানদের অশিক্ষিত রাখেনি।

(ii) অংশের উদাহরণ দুটোয় 'নাহয়' অর্থ বোঝাচ্ছে- বরং, পক্ষান্তরে। এক্ষেত্রেও 'না' কথাটিতে নেতিবাচক কিছু প্রকাশিত হচ্ছে না।

## ❖ না হলে/নাহলে:

(i)

✓ তার সঙ্গে দেখা না হলে এখনি ফিরে আসব, তুমি দৈর্ঘ্য ধরে আধঘণ্টা বস।

✓ যোগ-বিয়োগ শেখা না হলে গুণ-ভাগ কেউ করতে পারে?

✓ আপনি আমার পাশে বসতে পারলে বসুন, তা না হলে দাঁড়িয়ে থাকুন।

(ii)

✓ নাচ নাহলে গান- অনুষ্ঠানে কিছু তো একটা হবে! যা হয় তাই দেখব, তাই শুনব।

✓ যা ঘটনা, সত্যি করে সব বল; নাহলে আমি সব বলে দিলে তোমার গুমোর ফাঁস হয়ে যাবে।

✓ তুমি নাহলে এ কাজটা করবে কে? আমি তো দ্বিতীয় লোক দেখি না।

(i) অংশের উদাহরণ তিনটিতে 'না হলে' অর্থ স্পষ্টতই 'না হয়', অর্থাৎ 'না হয়' ও 'না হলে' পরিপূর্ণভাবে সমার্থক, একটির বিকল্পে অন্যটি বলা চলে।

(ii) অংশের তিনটি বাক্যের 'নাহলে' কিন্তু 'নাহয়' শব্দের সমার্থক নয়। এক্ষেত্রে 'নাহলে' অর্থ: অথবা, নইলে, অন্যথায়, ব্যতীত।



## ❖ কেন না/কেননা:

‘তুমি কেন না বললে, আমার তো ওর সাথে কথা পাকা হয়েছিল। কেননা আমি একবারও যাইনি, আর তুমি কমপক্ষে দশবার নেমন্তন্ন খেতে গেছ।’

ওপরের বাক্য দুটিতে একবার আছে ‘কেন না’, আরেকবার ‘কেননা’। প্রথম ক্ষেত্রে ‘কেন’ প্রশ্নবোধক, আর ‘না’ নেতিবাচক শব্দ, এর অর্থ- তুমি কেন মানা করলে?

কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ‘কেননা’ শব্দের ভেতরে কেন কিংবা না- কোনটারই অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে না। ‘কেননা’ মানে ‘যেহেতু’ বা ‘কারণ’।

## ❖ ক্ষণ এবং কাল:

‘ক্ষণ’ এবং ‘কাল’ শব্দের পূর্ববর্তী বিশেষণ আলাদা না বসে একসঙ্গে বসবে। যেমন:

একাল, এতকাল, কতকাল, ততকাল, যতকাল, অনেককাল, কিছুকাল, বহুকাল, সেকাল, এক্ষণ, এতক্ষণ, কতক্ষণ, ততক্ষণ, যতক্ষণ, অনেকক্ষণ, কিছুক্ষণ, বহুক্ষণ ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: এত দিন, কত দিন, তত দিন, যত দিন, অনেক দিন, কয়েক দিন, কিছু দিন, বহু দিন, এত বই, কত নৌকা, কত কষ্ট, কত আনন্দ, অনেক বছর, অনেক সময়, বহু প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

## ❖ একসঙ্গে, একসাথে, একযাত্রায়:

একসঙ্গে, একসাথে, একযাত্রায় শব্দসমূহে ‘এক’ কখনোই পৃথকভাবে বসবে না। কারণ ‘এক’ শব্দটি এক্ষেত্রে সংখ্যা বোঝাচ্ছে না, সম্মিলনের ধারণা দিচ্ছে।

## ❖ নানা / নানান:

নানা, নানান শব্দ পৃথক বসে। যেমন: নানা অসুবিধে, নানান ঝামেলা, নানা জাতের মানুষ, নানান মত ও পথ ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: নানারূপ, নানাবিধ, নানামতে ইত্যাদি।

## ❖ পর:

পর শব্দের অর্থ যদি হয় পরের/পরবর্তী/পরকে নিয়ে কিংবা অন্য বা ভিন্ন, তা হলে এর সঙ্গে সম্পর্কিত পরবর্তী শব্দটি পৃথক না বসে একসঙ্গে বসবে। যেমন: পরকাল, পরদিন, পরনারী, পরপুরুষ, পরনিন্দা, পরজীবী, পরদেশ ইত্যাদি।

## ❖ প্রতি:

প্রতি শব্দে যদি ব্যাঙি বোঝায়, তাহলে এর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী শব্দ পৃথক বসবে না। যেমন: প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত, প্রতিবছর, প্রতিবার, প্রতিমাস, প্রতিমুহূর্ত; ছাত্রপ্রতি, জনপ্রতি, প্লেটপ্রতি, লেখাপ্রতি ইত্যাদি। (কিন্তু ‘আমাদের প্রতি’, ‘জনতার প্রতি’ ইত্যাদি; এখানে অর্থ- উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য করে)।

## ❖ বহু:

বহু শব্দ কখনো একসঙ্গে বসে, আবার কখনো বসে পৃথক। যেমন: বহুকাল, বহুগুণ, বহুদর্শী, বহুদিন, বহুদূর, বহুপ্রকার, বহুভাষী, বহুমুখী, বহুমূল্য, বহুসংখ্যক ইত্যাদি। অথচ বহু লোক, বহু আশা, বহু কষ্ট, বহু মালপত্র, বহু যন্ত্রণা ইত্যাদি।

## ❖ বহুল:

‘বহু’র মতোই ‘বহুল’ শব্দ অর্থ-তারতম্যে কখনো একসঙ্গে আবার কখনো পৃথক বসে। যেমন: ঘটনাবহুল, জনবহুল, বিলাসবহুল, ব্যয়বহুল, সংগীতবহুল ইত্যাদি। আবার বহুল কথিত, বহুল পরিচিত, বহুল পরিমাণে, বহুল প্রয়োগ ইত্যাদি।

## ❖ বিনা:

বিনা শব্দ পৃথক বসবে। বিনা অর্থ ব্যতীত, ব্যতিরেকে, ছাড়া। যেমন: বিনা যুদ্ধে, বিনা বাক্যব্যয়ে, বিনা পরিশ্রমে ইত্যাদি।

## ❖ বিশেষ:

বিশেষ শব্দ দ্বারা যদি প্রকার বা ভেদ বোঝায় তাহলে পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে একত্রে বসবে। যেমন: অবস্থাবিশেষ, ইতরবিশেষ, গ্রন্থবিশেষ, দর্শনবিশেষ, পুষ্পবিশেষ ইত্যাদি।

লক্ষণীয়: ‘বিশেষ’ শব্দটি বিশেষণ হিসেবে পূর্বে বসলে বিশাল অর্থপার্থক্য ঘটে যাবে। যেমন- বিশেষ অবস্থা, বিশেষ গ্রন্থ ইত্যাদি। এখানে অর্থ দাঁড়াচ্ছে-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।



## ❖ ব্যাপী:

ব্যাপী শব্দ বিশেষণ হলেও সমাসবদ্ধ শব্দ হিসেবেই এর ব্যবহার; আর সমাসবদ্ধ পদ হলেই একশব্দ হবে। যেমন: জীবনব্যাপী, দশদিন-ব্যাপী, পৃথিবীব্যাপী, যুগযুগব্যাপী, শতাব্দ-ব্যাপী / শতাব্দব্যাপী।

## ❖ ভাবে:

ভাবে শব্দ একসঙ্গে বসবে। যেমন: ভালোভাবে, খারাপভাবে, অদৃশ্যভাবে, ঘনিষ্ঠভাবে ইত্যাদি।

## ❖ মতো:

মতো শব্দে যদি অনুযায়ী/অনুসারে বোঝায়, তাহলে এর পূর্ববর্তী শব্দ পৃথক বসবে না। যেমন: ইচ্ছেমতো, উপদেশমতো, কথামতো, নিয়মমতো, নির্দেশমতো, পছন্দমতো, পরামর্শমতো, মানমতো, সময়মতো, সুবিধেমতো ইত্যাদি।

## ❖ মহা:

মহা শব্দে যদি অত্যধিক, প্রচণ্ড ইত্যাদি অর্থ বোঝায় তাহলে এই শব্দটি পৃথক বসবে। যেমন: মহা আলসে, মহা কুঁড়ে, মহা চালাক, মহা জ্ঞানী, মহা পাজি, মহা পাপী, মহা বজ্জাত, মহা তীতু, মহা সাহসী ইত্যাদি।

বাতিক্রম: মহৎ অর্থে মহা ব্যবহৃত হলে একসঙ্গে বসবে, যেমন: মহাকবি, মহাকালী, মহাজন, মহাপুরুষ, মহাপ্রয়াণ (মহৎ মানুষের প্রয়াণ অর্থে), মহামহিম ইত্যাদি। তাছাড়া মহাপরিচালক, মহাসচিব, মহানিয়ন্ত্রক ইত্যাদি বিভিন্ন পদের ক্ষেত্রেও মহা পৃথক বসে না।

## ❖ মাত্র:

মাত্র শব্দে প্রত্যেক/পর্যন্ত/তখনই ইত্যাদি অর্থ বোঝালে এর পূর্ববর্তী শব্দ পৃথক বসবে না। যেমন: আসামাত্র, এইমাত্র, একমাত্র, একটিমাত্র, কিছুমাত্র, প্রাণিমাত্র, বলামাত্র, মনুষ্যমাত্র, ইত্যাদি।

[লক্ষণীয়: মাত্র দশ টাকা, মাত্র পাঁচ মিনিট, মাত্র একটা কলম ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে মাত্র আলাদাভাবে বসছে।]

## ❖ সব এবং সারা:

‘সব’ এবং ‘সারা’ উভয়ই সমগ্র/সমস্ত/সর্বত্র ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। দুটি শব্দই সাধারণত পৃথক বসে থাকে। যেমন: সব অশান্তি, সব ঘটনা, সব লোক, সব সময়, সব সমস্যা; সারা অঙ্গ, সারা গ্রাম, সারা দিন, সারা দুনিয়া, সারা বাড়ি ইত্যাদি।

বাতিক্রম: সবকিছু, সবশেষে, সারাক্ষণ

## ❖ সমেত/সহ:

সমেত / সহ পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে একত্র বসবে। যেমন: পরিবারসমেত ভদ্রলোক বিলেত চলে গেছেন; সুদসমেত আসল টাকা আমার কালকেই চাই; দলবলসমেত সে এখন ভোট চাইতে বেরিয়েছে ইত্যাদি।

## ❖ নিচের শব্দগুলো- কোন শব্দের আগে বসবে নাকি পরে বসবে, একসাথে বসবে নাকি ফাঁকা রেখে বসবে তার ব্যবহার লক্ষ করা যাক

|        |               |                                                                 |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| গত     | শব্দের পূর্বে | গতযৌবন, গতপ্রায়, গতজীবন ইত্যাদি।                               |
|        | শব্দের পরে    | পরলোকগত, ভাষাগত, হস্তগত, শৈলীগত ইত্যাদি।                        |
| পূর্ব  | শব্দের পূর্বে | পূর্বশর্ত, পূর্বপরিকল্পিত, পূর্বঅভিজ্ঞতা ইত্যাদি।               |
|        | শব্দের পরে    | স্বাধীনতাপূর্ব কাল, অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা ইত্যাদি।                   |
| প্রধান | শব্দের পূর্বে | দেশের প্রধান শিল্পপতি, প্রধান ব্যক্তিত্ব, প্রধান অঞ্চল ইত্যাদি। |
|        | শব্দের পরে    | শীতপ্রধান দেশ ইত্যাদি।                                          |
| প্রায় | শব্দের পূর্বে | প্রায় সন্ধ্যায়, প্রায় প্রতিদিন, প্রায় মূর্খ ইত্যাদি।        |
|        | শব্দের পরে    | বিস্মৃতপ্রায়, বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী ইত্যাদি।                    |
| বহুল   | শব্দের পূর্বে | বহুল পরিমাণ, বহুল প্রয়োগ ইত্যাদি।                              |
|        | শব্দের পরে    | ব্যয়বহুল, বিলাসবহুল জীবনযাত্রা, কর্মবহুল জীবন ইত্যাদি।         |
| বিশেষ  | শব্দের পূর্বে | বিশেষ নিয়ম, বিশেষ গুণী ইত্যাদি।                                |
|        | শব্দের পরে    | ব্যক্তিবিশেষ, অবস্থাবিশেষ ইত্যাদি।                              |



|           |               |                                                                                                    |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সম্পন্ন   | শব্দের পরে    | ক্ষমতাসম্পন্ন, বোধবুদ্ধিসম্পন্ন, অলৌকিকতাসম্পন্ন ইত্যাদি।                                          |
| হেতু      | শব্দের পূর্বে | হেতুবিহীন ক্ষেত্র, হেতুসম্ভব ইত্যাদি।                                                              |
| কবলিত     | শব্দের পরে    | বার্ধক্যহেতু অবসাদ, দুশ্চিন্তাহেতু অসুস্থতা ইত্যাদি।                                               |
| কামী      | শব্দের পরে    | আপসকামী, শান্তিকামী, স্বাধীনতাকামী ইত্যাদি।<br>(‘কামনা করে’ অর্থে কামী। এ জাতীয় শব্দ সবই বিশেষণ)। |
| জ্ঞাপন    | শব্দের পরে    | অর্থজ্ঞাপক, দূরত্বজ্ঞাপক, বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক ইত্যাদি।                                                 |
| পরায়ণ    | শব্দের পরে    | কর্তব্যপরায়ণ মানুষ, দায়িত্বপরায়ণ ইত্যাদি।                                                       |
| প্রবণ     | শব্দের পরে    | কল্পনাপ্রবণ, আবেগপ্রবণ, দায়িত্বপ্রবণ ইত্যাদি।                                                     |
| বশত       | শব্দের পরে    | অপারগতাবশত, সৌভাগ্যবশত ইত্যাদি।                                                                    |
| বাচক      | শব্দের পরে    | আত্মবাচক মন্তব্য, নেতিবাচক কথা, সংখ্যাবাচক শব্দ ইত্যাদি।                                           |
| বিশিষ্ট   | শব্দের পরে    | একই আয়বিশিষ্ট পরিবার, বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব, চতুর্পদবিশিষ্ট জন্তু ইত্যাদি।                            |
| ভাবে      | শব্দের পরে    | প্রত্যক্ষভাবে, পরোক্ষভাবে, লিখিতভাবে, বিশেষভাবে, অন্যভাবে ইত্যাদি।                                 |
| ভিত্তিক   | শব্দের পরে    | আইনভিত্তিক পদক্ষেপ, যুক্তিভিত্তিক মন্তব্য, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ইত্যাদি।                            |
| মনস্ক     | শব্দের পরে    | অন্যমনস্ক, রাজনীতিমনস্ক ব্যক্তি, বিজ্ঞানমনস্ক বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি।                                  |
| মাত্রিক   | শব্দের পরে    | বহুমাত্রিক ব্যবহার, ত্রিমাত্রিক ব্যাঞ্জনা ইত্যাদি।                                                 |
| মূলক      | শব্দের পরে    | বৈষম্যমূলক, ভ্রান্তিমূলক, বৃত্তিমূলক, প্রচারমূলক ইত্যাদি।                                          |
| সংক্রান্ত | শব্দের পরে    | কাব্যসংক্রান্ত আলোচনা, রাজনীতিসংক্রান্ত, যুদ্ধসংক্রান্ত ইত্যাদি।                                   |
| সংখ্যক    | শব্দের পরে    | অধিকসংখ্যক পণ্য, বহুসংখ্যক মানুষ ইত্যাদি।                                                          |
| সম্মত     | শব্দের পরে    | বাস্তবসম্মত, শাস্ত্রসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত ইত্যাদি।                                                   |

## ❖ বাক্যে পদের অপপ্রয়োগ:

বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দ আছে যেগুলো ভুলভাবে আমরা বাক্যে প্রয়োগ করি। ঠিক অর্থ বা ব্যবহার না জানার কারণে এমন ঘটে। এমন কিছু শব্দ নিচে দেওয়া হলো :

- **অত্র:** ‘অত্র’ শব্দের অর্থ ‘এখানে’। যত্র- যেখানে, তত্র- সেখানে, যত্রতত্র- যেখানে সেখানে। তাই ‘অত্র’ বললে ‘এই’ বোঝায় কারণ নেই। যেমন : ‘এই বিদ্যালয়’ অর্থে ‘অত্র বিদ্যালয়’ লিখলে ভুল হবে।
- **উল্লিখিত/উল্লিখিত:** উৎ + লিখিত = উল্লিখিত, উল্লিখিত নয়। ‘উৎ’ মানে ওপরে বা আগে, আর লিখিত মানে ‘যা লেখা হয়েছে’ অর্থাৎ উল্লিখিত শব্দের অর্থ হলো ‘উপরে লিখিত’ বা ‘পূর্বে লিখিত’। তাই ‘উপরে উল্লিখিত’ বা ‘উপরোল্লিখিত’ বা ‘পূর্বোল্লিখিত’ লিখলে ভুল হবে। কেবল উল্লিখিত লেখাই যথেষ্ট।
- **প্রেক্ষিত:** ‘প্রেক্ষিত’ শব্দ এসেছে ‘প্রেক্ষণ’ থেকে। ‘প্রেক্ষণ’ বিশেষ্য পদ যার অর্থ- দৃষ্টি। এ থেকে তৈরি হয়েছে বিশেষণ পদ ‘প্রেক্ষিত’ অর্থ- দর্শিত বা যা দেখা হয়েছে; এবং ‘প্রেক্ষণীয়’ অর্থ- যা দেখা উচিত বা যা দেখতে হবে। ফলে Perspective : Background অর্থে পরিপ্রেক্ষিত বোঝাতে চাইলে ‘প্রেক্ষিত’ শব্দ না হয়ে ‘পরিপ্রেক্ষিত’ হবে।
- **ফলশ্রুতি:** ফল বা পরিণাম অর্থে ‘ফলশ্রুতি’ শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। ‘ফলশ্রুতি’ শব্দের অর্থ- পুণ্যকর্ম করলে তা ফল পাওয়া যায় তা শ্রবণ বা তার বিবরণ। বোঝাই যাচ্ছে, এখানে ‘শ্রুতি’র সঙ্গে পুণ্যকর্মের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। তা ফল/ফলাফল/পরিণতি/পরিণাম- এসব শব্দ বোঝাতে ফলশ্রুতি লিখলে ভুল হবে।
- **কহা:** ‘সহসা’ শব্দের মানে- হঠাৎ, অকস্মাৎ, অতর্কিতভাবে। আজকাল এই শব্দটি- শীঘ্র, তাড়াতাড়ি, সত্বর ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত করা হচ্ছে, যা ভুল।
- **চলাকালীন সময়ে/থাকাকালীন সময়ে:** ‘কাল’ শব্দের বিশেষণ হলো ‘কালীন’; এর অর্থ- সময়ে। যেমন: মৃত্যুকালীন প্রার্থা যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক মন্দা। তাই ‘চলাকালীন’ শব্দের অর্থ চলার সময়ে, চালু থাকা কালে। ফলে, ‘চলাকালীন সময়ে’ অর্থ হ চলার সময়ে সময়ে। তাই ‘চলাকালীন’-এর পরে ‘সময়ে’ লেখা বাহুল্য ও অর্থহীন, ফলে বোঝায় তা বর্জনীয়।



➤ উদ্দেশ্য/উদ্দেশ্য: উদ্দেশ্য শব্দ দ্বারা: হৃদিস, খোঁজ, লক্ষ্য ইত্যাদি। যেমন:

- ✓ কার উদ্দেশ্যে একথা বলা হলো কেউ বুঝতে পারল না।
- ✓ নদী ধায় সাগর উদ্দেশ্যে।
- ✓ তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ উৎসর্গিত হয়েছে।

➤ উদ্দেশ্য শব্দের অর্থ: অভিপ্রায় বা মতলব, তাৎপর্য, প্রয়োজন। যেমন:

- ✓ আমার কাছে এসব কেন বল? তোমার উদ্দেশ্য কী খুলে বল।
- ✓ সাবধানে থেকো। লোকটা সুবিধের নয়, উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কাজ করে না।
- ✓ ভদ্রলোক ফালতু কথা একেবারেই বলেন না। তিনি যখন এ-কথা বলেছেন, তখন বুঝতে হবে-এর কোনো উদ্দেশ্য আছে।

➤ লক্ষ/লক্ষ্য: 'লক্ষ' শব্দের অর্থ ১০০ হাজার এবং 'লক্ষ্য' মানে উদ্দেশ্য বা দৃষ্টি বা নজর। এখানে উল্লেখ্য যে, উদ্দেশ্য বা দেখা অর্থে লক্ষ্য ও লক্ষ দুটো বানানই ঠিক; তবে বাক্যে এদের প্রয়োগ করার মধ্যে ভিন্নতা আছে। যেমন:

- ✓ আমার লক্ষ্য দেশের উন্নতি করা। (উদ্দেশ্য অর্থে)
- ✓ নিজের ঘরসংসারের দিকে তার কোনো লক্ষ্য নেই। (দৃষ্টি, নজর অর্থে)
- ✓ নিজের ঘরসংসারের দিকে সে কোনো লক্ষ্যই করে না। (দৃষ্টি, নজর অর্থে) অর্থাৎ দৃষ্টিপাত করা, মনোযোগ দেওয়া অর্থে এই শব্দের বানান দু'রকম: বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার করলে য-ফলা দিতে হবে [(i) নং এবং (ii) নং উদাহরণ]; আর ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহার করলে য-ফলা লাগবে না; [(iii) নং উদাহরণ]।

#### ❖ বচনের অপপ্রয়োগজনিত ভুল:

বাক্য গঠনে বচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পূর্বের বিশেষ্যের বচন অনুসারে পরের সর্বনামের বচনে সংগতি রক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ পূর্বগামী বিশেষ্য একবচন হলে অনুগামী সর্বনামও একবচন হবে। তবে এর ব্যতিক্রম হলে বাক্য অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। যেমন:

| অশুদ্ধ                                                                      | শুদ্ধ                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| দেশের উন্নয়নে তারা <b>নিজেকে</b> নিয়োজিত করেছে।                           | দেশের উন্নয়নে তারা <b>নিজেদেরকে</b> নিয়োজিত করেছে।                          |
| কিছু লোক আছে <b>যে</b> নিজের স্বার্থ বড়ো করে দেখে।                         | কিছু লোক আছে <b>যারা</b> নিজের স্বার্থ বড়ো করে দেখে।                         |
| আমাদের গ্রামে যে কজন ডাক্তার আছে, <b>তার</b> মধ্যে অর্ধেকই হাতুড়ে ডাক্তার। | আমাদের গ্রামে যে কজন ডাক্তার আছে, <b>তাদের</b> মধ্যে অর্ধেকই হাতুড়ে ডাক্তার। |
| অফিসে সবাইকে <b>নিজ</b> দায়িত্ব পালন করা উচিত।                             | অফিসে সবার <b>নিজ নিজ</b> দায়িত্ব পালন করা উচিত।                             |
| অফিসে অনেকেই আছে, <b>যে</b> ভালো কাজ করে না।                                | অফিসে অনেকেই আছে, <b>যারা</b> ভালো কাজ করে না।                                |
| যারা নিজেকে সাহায্য করে, <b>আল্লাহ তাকে</b> সাহায্য করেন।                   | যারা নিজেকে সাহায্য করে, আল্লাহ <b>তাদের</b> সাহায্য করেন।                    |
| সাগর অথবা স্মৃতি <b>নিজেরা</b> এ কাজ করেছে।                                 | সাগর অথবা স্মৃতি <b>নিজে</b> এ কাজ করেছে।                                     |
| অফিসের কয়েকজন বাড়ি থেকে <b>তার</b> খাবার খেয়ে আসে।                       | অফিসের কয়েকজন বাড়ি থেকে <b>তাদের</b> খাবার খেয়ে আসে।                       |

#### ➤ বহুবচনের অপপ্রয়োগজনিত অশুদ্ধি:

বহু বোঝাতে আমরা বহুবচন ব্যবহার করি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে গুলি/গুলো/রা/এরা ইত্যাদি যুক্ত করে বহুবচন তৈরি করা হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে বহুবচনের পরে **দ্বিত্ব** প্রয়োগ হয় না, অর্থাৎ কোনো শব্দকে এক বার বহুবচনে রূপান্তরিত করলে পুনরায় **এক বহু** অপপ্রয়োজনীয়। তাই অগণিত, অনেক, বহু, যাবতীয়, সব ইত্যাদি যত বহুবচন শব্দ আছে, তাদের পরে সংশ্লিষ্ট বিশেষ্য পদের সঙ্গে গুলি/গুলো ইত্যাদি যুক্ত হবে না। যেমন:

| অশুদ্ধ                                                                 | শুদ্ধ                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ক্লাসে অনেক <b>ছাত্রছাত্রীরা</b> এসেছিল।                               | ক্লাসে অনেক <b>ছাত্রছাত্রী</b> এসেছিল।                               |
| সকল <b>ছাত্রগণ</b> পাঠে মনোযোগী নয়।                                   | <b>সকল ছাত্র</b> পাঠে মনোযোগী নয়।                                   |
| অন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।                                    | <b>অন্য বিষয়গুলোর</b> আলোচনা পরে হবে।                               |
| অনেক <b>ছাত্রছাত্রীরা</b> ভালো পড়াশোনা করেও পরীক্ষায় ভালো ফল করে না। | <b>অনেক ছাত্রছাত্রী</b> ভালো পড়াশোনা করেও পরীক্ষায় ভালো ফল করে না। |
| আলোচনার মাধ্যমে <b>সব সমস্যাগুলোর</b> সমাধান সম্ভব।                    | আলোচনার মাধ্যমে <b>সব সমস্যার</b> সমাধান সম্ভব।                      |



❖ বিশেষ্যের আয়তায় বিশেষণের কিংবা বিশেষণের বাহুল্য প্রয়োগজনিত ভুল:

বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য পদকে বিশেষণ কিংবা বিশেষণ পদকে বিশেষ্য ভেবে পদ পরিবর্তন করলে এধরনের ভুল হয়ে থাকে। যেমন:

| অশুদ্ধ                                | শুদ্ধ                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়। | অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।  |
| ইহার আবশ্যক নাই।                      | ইহার আবশ্যকতা নাই।                  |
| রাজ্যমাটি পার্বতীয় এলাকা।            | রাজ্যমাটি পার্বত্য এলাকা।           |
| বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।           | বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।       |
| সে সম্মানজনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। | সে সম্মান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে।  |
| আমি তোমার অপরাধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।   | আমি তোমার অপরাধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। |

❖ বাচ্যজনিত ভুল:

কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য ও 'করা' ক্রিয়ার রূপ থাকলে কর্মবাচ্যে বিশেষণ ও 'হওয়া' ক্রিয়ার রূপ হবে। যেমন:

| অশুদ্ধ                                   | শুদ্ধ                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| আমি অপমান হয়েছি।                        | আমি অপমানিত হয়েছি।                     |
| যুক্তি খণ্ডিত হয়েছে, তবে মুক্তি মেলেনি। | যুক্তি খণ্ডন হয়েছে, তবে মুক্তি মেলেনি। |
| এ কথা প্রমাণ হয়েছে।                     | এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।                  |
| বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।                       | বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।                     |
| ঘটনা বর্ণনা হয়েছে।                      | ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।                     |
| তোমাকে দেখে সে আশ্চর্য হয়েছে।           | তোমাকে দেখে সে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে।    |

❖ বাক্যে লিঙ্গ-সঙ্গতিজনিত ভুল:

অশুদ্ধ: কে এই ভাগ্যবান মহিলা! তাকে ডেকে আন।

শুদ্ধরূপ: কে এই ভাগ্যবতী মহিলা? তাকে ডেকে আন।

অশুদ্ধ: তোমার মতো এমন বুদ্ধিমান বালিকা আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি।

শুদ্ধরূপ: তোমার মতো এমন বুদ্ধিমতী বালিকা আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি।

❖ প্রবাদ-প্রবচনের অপপ্রয়োগজনিত ভুল:

সাধারণত বাংলা ভাষায় প্রবাদ-প্রবচনগুলো যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার বিকৃতি বা রূপের পরিবর্তন করা হলে তা ভুল বলে গণ্য হবে। যেমন:

| অশুদ্ধ                                      | শুদ্ধ                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।                          | দশচক্রে ভগবান ভূত।                          |
| গৃহস্থের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।    | ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।        |
| হাতে টাকা নেই, একারণেই চোখে হলুদ ফুল দেখছি। | হাতে টাকা নেই, একারণেই চোখে সরষে ফুল দেখছি। |

❖ পুনরুক্তি বা বাহুল্যজনিত ভুল:

| অশুদ্ধ                                             | শুদ্ধ                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| তোমার মতো এমন হীন চরিত্রবান লোক আমার প্রয়োজন নেই। | তোমার মতো এমন হীনচরিত্র লোক আমার প্রয়োজন নেই। |
| সমূলসহ বৃক্ষটি উৎপাটিত হয়েছে।                     | বৃক্ষটি মূলসহ/সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।            |
| তুমাত্র এই কটা টাকা দিলে?                          | তুধু এই কটা টাকা দিলে?                         |
| ব্যাপারটা আমার আয়ত্তাধীন নয়।                     | ব্যাপারটা আমার আয়ত্ত নয়।                     |
| তৎকালীন সময়ের রাজা নসিবুল্লা অদ্যপিও নিরুদ্দেশ।   | তৎকালীন রাজা নসিবুল্লা অদ্যপি নিরুদ্দেশ।       |



❖ যথার্থ শব্দ প্রয়োগ না করায় ভুল:

| গুণ্ড                                           | গুণ্ড                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| তিনি স্বত্বীক ঢাকায় থাকেন।                     | তিনি সত্বীক/স্বীসহ ঢাকায় থাকেন।                |
| অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।                  | অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।                     |
| আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।                      | আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।                        |
| পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান।     | পৃথিবী-সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান।     |
| মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সচিব দায়িত্ব পালন করবেন। | মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সচিব দায়িত্ব পালন করবেন। |

❖ সাধু ও চলিতরীতির মিশ্রণজনিত অসংগতি:

ভাষা প্রয়োগে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। তবে যেকোনো একটি রীতি হলে চলবে। কিন্তু ভাষা প্রয়োগে যদি সাধু ও চলিত মিশ্রণ ঘটে, তাহলে ভাষার শ্রুতি-মাধুর্য অনেকাংশেই লোপ পায়। তাই দু'টি রীতির মিশ্রণ দেখা দিলে যেকোনো একটি রীতি পরিবর্তন করে নেয়াই শ্রেয়।

| মিশ্র                        | সাধু                            | চলিত                        |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| শিক্ষককে দেখে সে চলিয়া গেল। | শিক্ষককে দেখিয়া সে চলিয়া গেল। | শিক্ষককে দেখে সে চলে গেল।   |
| হঠাৎ আসিয়া তিনি চলে গেলেন।  | হঠাৎ আসিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।  | হঠাৎ এসে তিনি চলে গেলেন।    |
| যাহা করিবার তা-ই করেছি।      | যাহা করিবার তাহাই করিয়াছি।     | যা করার তাই করেছি।          |
| সেকথা তাহারা ভুলে গেছে।      | সেকথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে।   | সেকথা তারা ভুলে গেছে।       |
| তার সহিত আমার কোনো কথা নাই।  | তাহার সহিত আমার কোনো কথা নাই।   | তার সাথে আমার কোনো কথা নেই। |

### বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধিকরণ

❖ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

- তার বিদ্রোহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। [ঢা.বো., ম.বো.'২৪]  
শুদ্ধরূপ: তার বিদেহ আত্মার শান্তি কামনা করছি।
- অপহরণ ব্যবসায়ীকে এখনো উদ্ধার করা যায়নি। [ঢা.বো.'২৪]  
শুদ্ধরূপ: অপহৃত ব্যবসায়ীকে এখনো উদ্ধার করা যায়নি।
- গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধধর্ম প্রচার করেন। [ঢা.বো.'২৪]  
শুদ্ধরূপ: গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারণা করেন।
- সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ছাত্রটি বেঁচে আছে। [ঢা.বো.'২৪]  
শুদ্ধরূপ: সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ছাত্রটি বেঁচে আছে।
- মাক্স পড়ুন, সুস্থ থাকুন। [ঢা.বো.'২৪]  
শুদ্ধরূপ: মাক্স পড়ুন, সুস্থ থাকুন।
- ঝড়-বৃষ্টির কারণে ব্যাপক ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। [ঢা.বো.'২৪]  
শুদ্ধরূপ: ঝড়-বৃষ্টির কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।
- আগামীকাল শপথ নেবেন সংসদরা। [ঢা.বো.'২৪]  
শুদ্ধরূপ: সাংসদরা আগামীকাল শপথ নেবেন।
- আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন। [ঢা.বো.'২৪]  
শুদ্ধরূপ: আবশ্যক দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন।
- ছেলেটি বিদুষী হলেও বখাটে। [রা.বো.'২৪]  
শুদ্ধরূপ: ছেলেটি বিদ্বান হলেও বখাটে।

- অধিক সম্ম্যাসীতে তাঁতি নষ্ট। [রা.বো.'২৪]  
শুদ্ধরূপ: অধিক সম্ম্যাসীতে গাজন নষ্ট।
- অম্মাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার। [রা.বো.'২৪, দি.বো.'২২]  
শুদ্ধরূপ: অম্মাভাবে প্রতি ঘরে/ ঘরে ঘরে হাহাকার।
- সাবধান পূর্বক চলবে। [রা.বো.'২৪, ঢা.বো.'২২, ব.বো.'১৭]  
শুদ্ধরূপ: সাবধানে চলবে।
- বাংলাদেশ আমাদের পিতৃভূমি। [রা.বো.'২৪]  
শুদ্ধরূপ: বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি।
- সকল ছাত্রগণ ক্লাসে উপস্থিত ছিলো। [রা.বো.'২৪]  
শুদ্ধরূপ: সকল ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত ছিল।
- সবিতা ভয়ংকর মেধাবী। [রা.বো.'২৪]  
শুদ্ধরূপ: সবিতা অত্যন্ত মেধাবী।
- দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। [রা.বো.'২৪; ঢা.বো., দি.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
- ঐক্যতান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা। [চ.বো.'২৪]  
শুদ্ধরূপ: 'ঐক্যতান' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা।
- নিরোগী লোক আসলেই সুখী। [চ.বো.'২৪]  
শুদ্ধরূপ: নীরোগ লোক আসলেই সুখী।
- সূর্য উদয় হয়েছে। [চ.বো.'২৪, দি.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: সূর্য উদিত হয়েছে।



## স্যালালাল TEXT

বাংলা ২য় পত্র: বাংলা ভাষার অনুশীলন - ২য় প্রয়োগ

- আজ ঝড়বৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা আছে। [চ.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: আজ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।
- পরিশ্রম করে তার শারীরিক অবস্থা শোচনীয়। [চ.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: পরিশ্রম করে তার শারীরিক অবস্থা শোচনীয়।
- অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহলী হওয়া অনুচিত। [চ.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহলী হওয়া অনুচিত।
- এ পরিবারটি আমাদের এলাকায় সমৃদ্ধশালী পরিবার। [চ.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: এ পরিবারটি আমাদের এলাকায় সমৃদ্ধশালী/সমৃদ্ধ পরিবার।
- আকর্ষণীয় পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। [চ.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: কষ্ট পর্যন্ত/আকর্ষণীয় ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
- আমি সাক্ষী দিব না। [ব.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: আমি সাক্ষ্য দিব না।
- বিদ্যানকে সকলে শ্রদ্ধা করে। [ব.বো.'২৪, চ.বো.'১৯]  
উদ্ধৃতি: বিদ্বানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।
- বাড়িটা তাহারা দখল করেছে। [ব.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: বাড়িটা তারা দখল করেছে।
- আমার কথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হলো। [ব.বো.'২৪, দি.বো.'১৯]  
উদ্ধৃতি: আমার কথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো।
- সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। [ব.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন/ সে সভায় উপস্থিত ছিল।
- বিনুদাদার ভাষাটা ভয়ঙ্কর আঁট। [ব.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট।
- মাদকাসক্তি ভালো নয়। [ব.বো.'২৪, সি.বো., ব.বো.'২৩; য.বো.'২২; কু.বো.'১৭]  
উদ্ধৃতি: মাদকাসক্তি ভালো নয়।
- সব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করবে। [ব.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: সব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে।
- তিনি সম্ভ্রান্তশালী বংশে জন্মেছেন। [য.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মেছেন।
- রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ভয়ঙ্কর। [য.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অসাধারণ।
- দুর্বিসহ যন্ত্রণায় ভুগছি। [য.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: দুর্বিসহ যন্ত্রণায় ভুগছি।
- অদ্যাবধি তাহার দেখা নাই। [য.বো.'২৪; ব.বো.'২২]  
উদ্ধৃতি: অদ্যাবধি তার দেখা নাই।
- কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়। [য.বো.'২৪; চ.বো.'২২; কু.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]  
উদ্ধৃতি: কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।
- হাটে কলস ভাঙা। [য.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: হাটে হাঁড়ি ভাঙা।
- অন্যায়ের ফল দুর্নিবার্য। [য.বো.'২৪, ১৭; সি.বো., কু.বো.'২৩]  
উদ্ধৃতি: অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।

- সব পাখিরা নীড় বাঁধে না। [য.বো.'২৪, রা.বো.'২৩; দি.বো.'১৭]  
উদ্ধৃতি: সব পাখি নীড় বাঁধে না।
- কীর্তিবাস বাংলায় রামায়ণ লিখেছেন। [কু.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: কৃতিবাস বাংলায় রামায়ণ লিখেছেন।
- আপনি স্ববাক্যে আমন্ত্রিত। [কু.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: আপনি স্ববাক্যে আমন্ত্রিত।
- কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলা উচিত নয়। [কু.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলা উচিত নয়।
- আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাবো। [কু.বো.'২৪; ব.বো., রা.বো.'১৭]  
উদ্ধৃতি: আমৃত্যু/মৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব।
- মিমাংসিত বিষয়ে বিরোধিতা করা উচিত নয়। [কু.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: মীমাংসিত বিষয়ে বিরোধিতা করা উচিত নয়।
- সে এ মামলায় সাক্ষী দিয়েছে। [কু.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: সে এ মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছে।
- শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না। [কু.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
- এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়। [কু.বো.'২৪, কু.বো.'২২, চ.বো., সি.বো.'১৯]  
উদ্ধৃতি: এখানে গোরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।
- তোমার কথা প্রমাণ হয় নি। [দি.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: তোমার কথা প্রমাণিত হয়নি।
- উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়। [দি.বো.'২৪]  
[চ.বো., রা.বো., য.বো., কু.বো.'২২, ব.বো.'১৯, কু.বো.'১৭]  
উদ্ধৃতি: উপরিউক্ত/উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
- বিদ্যান দুর্জন হলেও পরিত্যাগ কর। [দি.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।
- প্রাণী সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাণীবিদ্যা পড়। [দি.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: প্রাণী সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাণিবিদ্যা পড়।
- শুধুমাত্র টাকা হলেই বিদ্যা অর্জন হয় না। [দি.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: শুধু টাকা হলেই বিদ্যা অর্জন হয় না।
- করোনাকালীন সময়ে পাঠদানে শিক্ষকদের ভূমিকা ছি প্রশংসনীয়। [দি.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: করোনাকালীন/ করোনার সময়ে পাঠদানে শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।
- অন্ন নষ্ট করে কী লাভ? [দি.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: অন্ন/ভাত নষ্ট করে কী লাভ?
- বিজয় দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলী দাও। [দি.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: বিজয় দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি দাও।
- সভায় সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। [য.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: সভায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।
- পাহাড়ের সৌন্দর্যতা আমাকে বিমুগ্ধ করে। [য.বো.'২৪]  
উদ্ধৃতি: পাহাড়ের সৌন্দর্য আমাকে বিমুগ্ধ করে।



- লাবণ্য অত্যন্ত বুদ্ধিমান মেয়ে। [ম.বো.'২৪]  
 শুদ্ধরূপ: লাবণ্য অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে।
- মামলায় সে সাক্ষী দিবে। [ম.বো.'২৪]  
 শুদ্ধরূপ: মামলায় সে সাক্ষ্য দিবে।
- সারাজীবন ভাতের বেগার খেটে মরলাম। [ম.বো.'২৪]  
 শুদ্ধরূপ: সারাজীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।
- উপরে উল্লিখিত বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি। [ম.বো.'২৪]  
 শুদ্ধরূপ: উল্লিখিত বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি।
- অফিস চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজাবেন না। [ম.বো.'২৪]  
 শুদ্ধরূপ: অফিস চলাকালীন হর্ন বাজাবেন না।
- আমি এ ঘটনা চাক্ষুস/চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি। [মাদ্রাসা.বো.'২৪, সি.বো., দি.বো.'২৩, কু.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]  
 শুদ্ধরূপ: আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
- সব পাখিরা উড়ে গেল। [মাদ্রাসা বো.'২৪]  
 শুদ্ধরূপ: সব পাখি/পাখিরা উড়ে গেল।
- এক পৌষ/আগ্রহায়ণে শীত যায় না। [মাদ্রাসা বো.'২৪]  
 [ব.বো., য.বো.'২৩, কু.বো.'২২, ব.বো.'১৯; দি.বো.'১৭]  
 শুদ্ধরূপ: এক মাঘে শীত যায় না।
- মধুসূদন একজন মহাকবি। [মাদ্রাসা বো.'২৪]  
 শুদ্ধরূপ: মধুসূদন একজন মহাকবি।
- শুধুমাত্র টাকার জোরে সব হয় না। [মাদ্রাসা বো.'২৪]  
 শুদ্ধরূপ: শুধু টাকার জোরে সব হয় না।
- তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি। [মাদ্রাসা বো.'২৪]  
 [রা.বো., সি.বো., কু.বো.'২৩; ব.বো.'২২, ১৭]  
 শুদ্ধরূপ: তার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
- অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল। [মাদ্রাসা বো.'২৪; ব.বো.'২৩; চ.বো.'১৯; চা. বো, দি.বো.'১৭]  
 শুদ্ধরূপ: অশ্রুতে/চোখের জলে বুক ভেসে গেল।
- সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। [মাদ্রাসা বো.'২৪, সকল বো.'১৮]  
 শুদ্ধরূপ: শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।
- দশচক্রে ঈশ্বর ভূত। [চা.বো.'২৩]  
 শুদ্ধরূপ: দশচক্রে ভগবান ভূত।
- শুধুমাত্র কথায় কাজ হবে না। [চা.বো.'২৩]  
 শুদ্ধরূপ: শুধু কথায় কাজ হবে না।
- তার কথাই প্রমাণ হলো। [চা.বো.'২৩]  
 শুদ্ধরূপ: তার কথাই প্রমাণিত হলো।
- তিনি স্বস্তীক এসেছেন। [চা.বো.'২৩]  
 শুদ্ধরূপ: তিনি সস্তীক/স্ত্রীসহ এসেছেন।
- রিমা ভয়ঙ্কর মেধাবী। [চা.বো.'২৩]  
 শুদ্ধরূপ: রিমা অত্যন্ত মেধাবী।
- করোনাকালীন সময়ে আমরা কোথাও যাইনি। [চা.বো.'২৩]  
 শুদ্ধরূপ: করোনাকালীন/করোনার সময়ে আমরা কোথাও যাইনি।

- পরবর্তীতে এ বিষয়ে কথা হবে। [চা.বো.'২৩]  
 শুদ্ধরূপ: পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে কথা হবে।
- পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। [রা.বো.'২৩]  
 শুদ্ধরূপ: পরীক্ষা চলাকালীন/পরীক্ষা চপার সময়ে ভিতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ।
- এ বারের বন্যায় লোকটি সর্বশাস্ত হলো। [রা.বো.'২৩]  
 শুদ্ধরূপ: এ বারের বন্যায় লোকটি সর্বস্বাস্ত হলো।
- আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করবো না। [রা.বো.'২৩]  
 শুদ্ধরূপ: আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করবো না।
- আমি, তুমি ও সে আজ মেলায় যাবো। [রা.বো.'২৩]  
 শুদ্ধরূপ: তুমি, সে ও আমি আজ মেলায় যাবো।
- অপরাহ্ন লিখতে কেউ কেউ/অনেকেই ভুল করে। [রা.বো.'২৩; চ.বো., দি.বো.'২২; সি.বো.'১৯]  
 শুদ্ধরূপ: অপরাহ্ন লিখতে কেউ কেউ/অনেকেই ভুল করে।
- সাধারণ ভুল বুঝতে না পারা লজ্জাকর। [চ.বো.'২৩]  
 শুদ্ধরূপ: সাধারণ ভুল বুঝতে না পারা লজ্জাকর।
- পড়ালেখায় প্রতিযোগীতা থাকা ভালো। [চ.বো.'২৩]  
 শুদ্ধরূপ: পড়ালেখায় প্রতিযোগিতা থাকা ভালো।
- দৈন্যতা কোনোকালেই/সবসময় প্রশংসনীয় নয়। [চ.বো., য.বো.'২৩; চ.বো., য.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]  
 শুদ্ধরূপ: দৈন্য/দীনতা কোনোকালেই/সবসময় প্রশংসনীয় নয়।
- ভুল লিখতে ভুল করো না। [চ.বো.'২৩]  
 শুদ্ধরূপ: ভুল লিখতে ভুল করো না।
- সব পাখিগুলো/পাখিরা উড়ে চলে গেল। [চ.বো.'২৩; চা.বো.'১৯]  
 শুদ্ধরূপ: পাখিগুলো/সব পাখি উড়ে চলে গেল।
- বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ। [চ.বো.'২৩]  
 [সি.বো., কু.বো.'২২; সি.বো., ব.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]  
 শুদ্ধরূপ: বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
- মেয়েটি বিদ্যান কিন্তু ঝগড়াটে। [চ.বো., দি.বো.'২৩]  
 শুদ্ধরূপ: মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
- মামলা চালাতে গিয়ে লোকটি সর্বশাস্ত হলো। [চ.বো.'২৩; ব.বো.' ১]  
 শুদ্ধরূপ: মামলা চালাতে গিয়ে লোকটি সর্বস্বাস্ত হলো।
- প্রয়াত কবিকে আমরা সবাই অশ্রুজলে বিদায় দিল। [সি.বো.'২৩; সকল বো.']  
 শুদ্ধরূপ: প্রয়াত কবিকে আমরা চোখের জলে বিদায় দিল
- সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়। [সি.বো.]  
 শুদ্ধরূপ: সকল ছাত্র/ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়।
- বেগম রোকেয়ার মতো বিদ্বান নারী এ কালেও বিরল। [সি.বো.]  
 শুদ্ধরূপ: বেগম রোকেয়ার মতো বিদুষী নারী এ কালেও বি
- অপমান হবার ভয় নেই। [সি. বো, য.বো.'২৩; দি.বো.]  
 শুদ্ধরূপ: অপমানিত হবার ভয় নেই।



- অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা। [ব.বো.'২৩; য. বো.' ১৭]  
শুদ্ধরূপ: অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
- আসছে আগামীকাল কলেজ খুলবে। [ব.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: আগামীকাল কলেজ খুলবে।
- একের লাঠি, দশের বোঝা। [ব.বো.'২৩; চ.বো.'২২]  
শুদ্ধরূপ: দশের লাঠি, একের বোঝা।
- অতি লোভে তাতী নষ্ট। [ব.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
- এটি লজ্জাকর ব্যাপার। [ব.বো.'২৩; দি.বো.'২২, ১৭; চ.বো.'১৯; ঢা.বো.'১৭]  
শুদ্ধরূপ: এটি লজ্জাকর ব্যাপার।
- আমি সাক্ষী দিব/দিচ্ছি না। [য.বো.'২৩; ম.বো.'২২; য.বো.'১৭]  
শুদ্ধরূপ: আমি সাক্ষ্য দেব/দিচ্ছি না।
- সব পাখিরা ঘরে আসে না। [য.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: সব পাখি ঘরে আসে না।
- আমি সন্তোষ হলাম। [য.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: আমি সন্তুষ্ট হলাম।
- তিনি স্বপ্তীক নিউমার্কেটে গিয়েছেন। [য.বো.'২৩; য.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]  
শুদ্ধরূপ: তিনি সপ্তীক/স্প্রীসহ নিউমার্কেট গিয়েছেন।
- তাহাকে এখান থেকে যাইতে হবে। [য.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: তাকে এখান থেকে যেতে হবে।
- পরবর্তীতে আপনি আবার আসবেন। [কু.বো.'২৩; সকল বো.'১৮]  
শুদ্ধরূপ: পরবর্তী সময়ে আপনি আবার আসবেন।
- পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজানো নিষেধ। [কু.বো.'২৩]  
[য.বো.'১৯, সি.বো.'১৭]  
শুদ্ধরূপ: পরীক্ষা চলাকালে হর্ন বাজানো নিষেধ।
- কারো ফাওনমাস, কারো সর্বনাশ। [কু.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।
- দ্রব্যমূল্যের দাম ক্রমবর্ধমান। [কু.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: দ্রব্যমূল্য ক্রমবর্ধমান/দ্রব্যের দাম ক্রমবর্ধমান।
- এ কথা/কথাটি প্রমাণ হয়েছে। [কু.বো.'২৩; রা.বো.'২২; য. বো, ব.বো.'১৭]  
শুদ্ধরূপ: একথা/কথাটি প্রমাণিত হয়েছে।
- আজকাল খাঁটি গরুর দুধ বড়ই দুর্লভ। [কু.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: আজকাল গোৱর খাঁটি দুধ বড়ই দুর্লভ।
- অতি লোভে গাঁজন নষ্ট। [দি.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
- গাছটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে। [যি.বো.'২৩; ঢা. বো, সি.বো.'২২; চ.বো.'১৭]  
শুদ্ধরূপ: গাছটি সমূলে বা মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।

- বিধি লঙ্ঘন হয়েছে। [দি.বো.'২৩, রা.বো.'২২, ১৭; য.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
- আবশ্যকীয় বিছানাপত্র নিয়ে আসবেন। [ম.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: আবশ্যক বিছানাপত্র নিয়ে আসবেন।
- আমার এ কাজে মনোযোগীতা নেই। [ম.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: আমার এ কাজে মনোযোগ নেই।
- আমি গীতাঞ্জলী পড়েছি। [ম.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: আমি গীতাঞ্জলি পড়েছি।
- তোমার দ্বারা সে অপমান হয়েছে। [ম.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: তোমার দ্বারা সে অপমানিত হয়েছে।
- গণিতশাস্ত্র সকলের নিকট নিরস নহে। [ম.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: গণিতশাস্ত্র সকলের নিকট নীরস নহে।
- তিনি তোমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দেবেন। [ম.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন।
- তাহারা বাড়ি যাচ্ছে। [ম.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: তারা বাড়ি যাচ্ছে।
- যাবতীয় লোকসমূহ সভায় উপস্থিত ছিল। [ম.বো.'২৩]  
শুদ্ধরূপ: যাবতীয় লোক সভায় উপস্থিত ছিল।
- তাহার বৈমায়েয় সহোদর ডাক্তার। [ঢা.বো., য.বো.'২২, চ.বো., য.বো.']  
শুদ্ধরূপ: তার বৈমায়েয় ভাই ডাক্তার।
- আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত। [ঢা.বো.']  
শুদ্ধরূপ: আপনি সপরিবারে/পরিবারসহ আমন্ত্রিত।
- কুপুরুষের মত কথা বলছ কেন? [ঢা.বো.']  
শুদ্ধরূপ: কাপুরুষের মতো কথা বলছো কেন?
- তৎকালীন সময়ে তার ভূমিকা সমালোচিত হয়। [ঢা.বো.']  
শুদ্ধরূপ: তৎকালে তার ভূমিকা সমালোচিত হয়।
- তাকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। [রা.বো.']  
শুদ্ধরূপ: তাকে দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।
- চোখে হলুদ ফুল দেখছি। [রা.বো.']  
শুদ্ধরূপ: চোখে সরষে ফুল দেখছি।
- তিনি স্বপরিবারে ঢাকা থাকেন। [রা.বো., ম.বো.]  
শুদ্ধরূপ: তিনি সপরিবারে ঢাকা থাকেন।
- তার পানিতে সমাধি হয়েছে। [রা.বো.'২২]  
শুদ্ধরূপ: তার সলিল সমাধি হয়েছে।
- দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সকল পৃষ্ঠা সাধন দরকার। [রা.বো.'২২; সি.বো.]  
শুদ্ধরূপ: দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য পর্যায় কৃষ্ণ সাধন দরকার।
- স্যারের কথা প্রমাণ হয়েছে। [চ.বো.]  
শুদ্ধরূপ: স্যারের কথা প্রমাণিত হয়েছে।
- সকাল সকাল চারাগুলো বপন করা হয়ে গেল। [চ.বো.]  
শুদ্ধরূপ: সকাল সকাল চারাগুলো রোপণ করা হয়ে গেল।



... ২২

৩৮।

৩৮. তৃতীয় সমাবেশে যাবেন।

[চ.বো.'২২]

তত্ত্বাবধায়ক: প্রাণিবিজ্ঞানের তিনজন শিক্ষকই তৃতীয় সমাবেশে যাবেন।

বেপরোয়া গাড়ি চালাবেন না। [চ.বো.'২২]

তত্ত্বাবধায়ক: বেপরোয়াভাবে/বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাবেন না।

সকাল হইতে বৃষ্টি হচ্ছে। [চ.বো.'২২]

তত্ত্বাবধায়ক: সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

তাহারা মাঠে খেলা করছে। [সি.বো.'২২; চ.বো.'১৯]

তত্ত্বাবধায়ক: তারা মাঠে খেলা করছে।

প্রথম সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে। [সি.বো.'২২]

তত্ত্বাবধায়ক: প্রথম সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

বিরিট গুরু-ছাগলের হাট। [সি.বো.'২২; সি.বো., চ.বো.'১৯]

[চ.বো., ব.বো.'১৭]

তত্ত্বাবধায়ক: গুরু-ছাগলের বিরিট হাট।

আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত। [সি.বো., সি.বো.'২২]

তত্ত্বাবধায়ক: আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।

গাছে কাঁঠাল মাথায় তেল। [সি.বো.'২২]

তত্ত্বাবধায়ক: গাছে কাঁঠাল গায়ে তেল।

সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য। [ব.বো.'২২]

তত্ত্বাবধায়ক: সমৃদ্ধিশালী/সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।

দরিদ্রের কথা বাঁশি হলে ফলে। [ব.বো.'২২]

তত্ত্বাবধায়ক: কাতালের/গরিবের কথা বাঁশি হলে ফলে।

সারাজীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম। [ব.বো.'২২]

[রা.বো., সি.বো., ব.বো., সি.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]

তত্ত্বাবধায়ক: সারাজীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।

তাকে বাড়ি যাইতে দাও। [ব.বো.'২২; রা.বো.'১৭]

তত্ত্বাবধায়ক: তাকে বাড়ি যেতে দাও।

ফলজ বৃক্ষ বেশি বেশি লাগাতে হবে। [ব.বো.'২২]

তত্ত্বাবধায়ক: ফলদ বৃক্ষ বেশি বেশি লাগাতে হবে।

বাংলা বানান আয়ত্ত্ব করা বেশ কঠিন। [ব.বো.'২২]

তত্ত্বাবধায়ক: বাংলা বানান আয়ত্ত্ব করা বেশ কঠিন।

পত্রীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। [ব.বো.'২২]

তত্ত্বাবধায়ক: পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে।

নদীর জলে অন্তর্যমান সূর্যের ছায়া পড়েছে। [ব.বো.'২২]

তত্ত্বাবধায়ক: নদীর জলে অন্তর্যমান সূর্যের ছায়া পড়েছে।

জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। [ব.বো.'২২; কু.বো.'১৯]

তত্ত্বাবধায়ক: জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

তিনি আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছেন। [ব.বো.'২২]

তত্ত্বাবধায়ক: তিনি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

- ১. ঘটনাটি অত্যন্ত লজ্জাকর। [কু.বো.'২২; ব.বো.'১৯]
- ২. তত্ত্বাবধায়ক: ঘটনাটি অত্যন্ত লজ্জাকর।
- ৩. শিক্ষক অন্যান্য বিষয়সমূহের আলোচনা করলেন। [কু.বো.'২২; সি.বো.'১৯]
- ৪. তত্ত্বাবধায়ক: শিক্ষক অন্য বিষয়সমূহের/অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করলেন।
- ৫. তিনি বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। [কু.বো.'২২]
- ৬. তত্ত্বাবধায়ক: তিনি বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান।
- ৭. আমার বাড়ি ঢাকায় নয়, ময়মনসিংহ। [কু.বো.'২২]
- ৮. তত্ত্বাবধায়ক: আমার বাড়ি ঢাকায় নয়, ময়মনসিংহে।
- ৯. সুশিক্ষিত ব্যক্তিমানুষই সুশিক্ষিত। [দি.বো.'২২]
- ১০. তত্ত্বাবধায়ক: সুশিক্ষিত লোকমানুষই সুশিক্ষিত।
- ১১. সব ছাত্ররা উপস্থিত আছে। [দি.বো.'২২]
- ১২. তত্ত্বাবধায়ক: সব ছাত্র/ছাত্রীরা উপস্থিত আছে।
- ১৩. বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। [দি.বো.'২২; চ.বো.'১৭]
- ১৪. তত্ত্বাবধায়ক: বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেয়/শ্রেষ্ঠ।
- ১৫. নিরোগী লোক প্রকৃত অর্থেই সুখী। [দি.বো.'২২; কু.বো.'১৭]
- ১৬. তত্ত্বাবধায়ক: নিরোগী লোক প্রকৃত অর্থেই সুখী।
- ১৭. সে শিরোপীড়ায় ভুগছেন। [ম.বো.'২২]
- ১৮. তত্ত্বাবধায়ক: তিনি শিরোপীড়ায় ভুগছেন।
- ১৯. সকল মানুষেরা ভুল করে থাকে। [ম.বো.'২২]
- ২০. তত্ত্বাবধায়ক: সকল মানুষ ভুল করে থাকে/মানুষ মানুষই ভুল করে থাকে।
- ২১. তাছাড়া সাথে আমার সখ্যতা রয়েছে। [ম.বো.'২২]
- ২২. তত্ত্বাবধায়ক: তার সাথে আমার সখ্য রয়েছে।
- ২৩. ছেলেটি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য আগ্রাণ চেষ্টা করিল। [ম.বো.'২২]
- ২৪. তত্ত্বাবধায়ক: ছেলেটি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য আগ্রাণ চেষ্টা করল।
- ২৫. তিনি আরোগ্য হয়েছেন। [ম.বো.'২২]
- ২৬. তত্ত্বাবধায়ক: তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন।
- ২৭. মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমান। [চ.বো.'১৯]
- ২৮. তত্ত্বাবধায়ক: মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী।
- ২৯. 'গীতাঞ্জলী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। [চ.বো.'১৯]
- ৩০. তত্ত্বাবধায়ক: 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ।
- ৩১. তার/শতাব্দীর দু'চোখ অশ্রু জলে ভেসে গেল। [চ.বো., রা.বো.'১৯]
- ৩২. তত্ত্বাবধায়ক: তার/শতাব্দীর দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।
- ৩৩. অধ্যক্ষ সাহেব স্বপরিবারে কলকাতায় বেড়াতে গেছেন। [চ.বো.'১৯]
- ৩৪. তত্ত্বাবধায়ক: অধ্যক্ষ সাহেব স্বপরিবারে কলকাতায় বেড়াতে গেছেন।
- ৩৫. দারিদ্র্যতা আমাদের অভিশাপ। [চ.বো.'১৯]
- ৩৬. তত্ত্বাবধায়ক: দারিদ্র্য/দারিদ্র্য আমাদের অভিশাপ।





- পাতায় পাতায় পড়ে শিশির নিশির। [রা.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।
- শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করব। [রা.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করব। [সি.বো., দি.বো.'১৯]
- আসছে ২ এপ্রিল, ২০১৯ আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। [রা.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: আগামী ২রা এপ্রিল, ২০১৯ আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে।
- চোরটাকে/লোকটিকে পূর্ণচন্দ্র দিয়ে বিদায় কর। [রা.বো., দি.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: চোরটাকে/লোকটিকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় কর।
- যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ/প্রাণীরাই এই গ্রহের বাসিন্দা। [রা.বো., দি.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।
- পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যতা আমাদের মুগ্ধ করে। [রা.বো., দি.বো., সি.বো., য.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে।
- সকল সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। [চ.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।
- একটা গোপনীয় কথা বলি। [চ.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: একটা গোপন কথা বলি।
- বন্দরে কয়েকটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে। [ব.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: বাজারে/মার্কেটে কয়েকটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে।
- কেবলমাত্র গায়ের জোরে সব কাজ হয় না। [ব.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: কেবল গায়ের জোরে সব কাজ হয় না।
- মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। [সি.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।
- আমার টাকার আবশ্যক নাই। [সি.বো.'১৯, চা.বো.'১৭]
- শুদ্ধরূপ: আমার টাকার আবশ্যকতা নাই।
- প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা। [সি.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]
- শুদ্ধরূপ: প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই বড়ো কথা।
- বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। [সি.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি।
- সম্প্রতি কয়েকটি নদীতে নাব্যতা সংকট দেখা দিয়েছে। [কু.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: সম্প্রতি কয়েকটি নদীতে নাব্য সংকট দেখা দিয়েছে।
- স্বজনেরা মরাদাহ করতে শ্মশানে গেছেন। [কু.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: স্বজনরা শবদাহ করতে শ্মশানে গেছেন।
- ফেলো টাকা মাথো তেল। [কু.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: ফেলো কড়ি মাথো তেল।
- তদানীন্তনকালে বাঙালি ব্রিটিশদের অধীন ছিলো। [কু.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: তদানীন্তন বাঙালি ব্রিটিশদের অধীন ছিল।

- কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্য হলেন। [কু.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্যায়িত হলেন।
- দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের অশ্রু জল সংবরণ করতে পারলো না। [য.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]
- শুদ্ধরূপ: দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের জল/অশ্রু সংবরণ করতে পারলে না।
- এ বিষয়ে অজ্ঞানতাই তার পতনের কারণ। [য.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]
- শুদ্ধরূপ: এ বিষয়ে অজ্ঞতাই তার পতনের কারণ।
- আমরা বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি। [য.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]
- শুদ্ধরূপ: আমরা বিদেহ আত্মার শান্তি কামনা করছি।
- তাহাকে এখান থেকে যাইতে হবে। [য.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]
- শুদ্ধরূপ: তাকে এখান থেকে যেতে হবে।
- আকর্ষণ পর্যন্ত খেয়ে এখন হাঁসফাঁস লাগছে। [দি.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: আকর্ষণ/কর্ষণ পর্যন্ত খেয়ে এখন হাঁসফাঁস লাগছে।
- আজ আমার কনিষ্ঠ বোনের বাগদান অনুষ্ঠান। [দি.বো.'১৯]
- শুদ্ধরূপ: আমার ছোটো বোনের বাগদান অনুষ্ঠান।
- তিনি আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাষণ দেবে। [সকল বো.'১৮]
- শুদ্ধরূপ: তিনি আজ ভিডিও কনফারেন্সে ভাষণ দেবেন।
- তাহারা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। [সকল বো.'১৮]
- শুদ্ধরূপ: তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।
- এতে গৌরব লোপ হয়েছে। [সকল বো.'১৮]
- শুদ্ধরূপ: এতে গৌরব লোপ পেয়েছে।
- শ্রাবণী অত্যন্ত বুদ্ধিমান মেয়ে। [সকল বো.'১৮]
- শুদ্ধরূপ: শ্রাবণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে।
- সকল সদস্যগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। [সকল বো.'১৮]
- শুদ্ধরূপ: সকল সদস্যকে/সদস্যগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।
- সব ছাত্ররা উপস্থিত আছে। [চা.বো.'১৭]
- শুদ্ধরূপ: সব ছাত্র/ছাত্রীরা উপস্থিত আছে।
- ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিল। [চা.বো.'১৭]
- শুদ্ধরূপ: ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিল।
- সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়েছে। [চা.বো.'১৭]
- শুদ্ধরূপ: সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়েছে।
- হুমিতা বুদ্ধিমান মেয়ে। [রা.বো.'১৭]
- শুদ্ধরূপ: হুমিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে।
- নজরুল সাহেব স্বপরিবারে বেড়াতে গেলেন। [রা.বো.'১৭]
- শুদ্ধরূপ: নজরুল সাহেব সপরিবারে বেড়াতে গেলেন।
- সময় বড় সংক্ষেপ। [রা.বো.'১৭]
- শুদ্ধরূপ: সময় বড়ো সংক্ষিপ্ত।



গীতাঞ্জলী একটি কাব্যগ্রন্থ।

ওদ্ধরূপ: 'গীতাঞ্জলি' একটি কাব্যগ্রন্থ।

আমি, তুমি ও তিনি আজ বাগানে যাবেন।

ওদ্ধরূপ: তুমি, তিনি ও আমি আজ বাগানে যাব।

পূর্ব দিকে সূর্য উদয় হয়।

ওদ্ধরূপ: পূর্বদিকে সূর্য উদিত হয়।

চোরে চোরে চাচাতো ভাই।

ওদ্ধরূপ: চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

এখানে প্রবেশ নিষেধ।

ওদ্ধরূপ: প্রবেশ নিষেদ্ধ।

সে সভায় উপস্থিতি ছিলেন।

ওদ্ধরূপ: তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সস্তাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

সকল বালিকারা প্রভাত ফেরিতে গেছে।

ওদ্ধরূপ: সকল বালিকা প্রভাত ফেরিতে গেছে।

তাহারা বাড়ি যাচ্ছে।

ওদ্ধরূপ: তারা বাড়ি যাচ্ছে।

গুধুমাত্র তুমি গেলেই হবে।

ওদ্ধরূপ: শুধু তুমি গেলেই হবে।

বেশি চালাকের গলায় দড়ি।

ওদ্ধরূপ: অতি চালাকের গলায় দড়ি।

সে গাছ হইতে অবতরণ করিল।

ওদ্ধরূপ: সে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল/সে গাছ থেকে নামল।

দুনীতি এদেশের একটি অন্যতম মৌলিক সমস্যা।

ওদ্ধরূপ: দুনীতি এদেশের অন্যতম মৌলিক সমস্যা।

একাদশ শ্রেণিতে সন্তরজন ছাত্র আছে, তার মধ্যে অন্তত দশজন দুর্বল।

ওদ্ধরূপ: একাদশ শ্রেণিতে সন্তরজন ছাত্র আছে, তাদের মধ্যে অন্তত দশজন দুর্বল।

সব মাছগুলোর দাম কত?

ওদ্ধরূপ: মাছগুলোর দাম কত?

কালীদাস খ্যাতমান কবি।

ওদ্ধরূপ: কালিদাস বিখ্যাত কবি।

দুর্বলবশত তিনি আসতে পারেন নি।

ওদ্ধরূপ: দুর্বলতাবশত তিনি আসতে পারেন নি।

সে পূর্বাফে আসিয়া অপরাহ্নে চলিয়া গেল।

ওদ্ধরূপ: সে পূর্বাফে আসিয়া অপরাহ্নে চলিয়া গেল।

এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করেছে তাই ভর্তির বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করো; অন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।

ওদ্ধরূপ: এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করেছে তাই ভর্তির বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করো, অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা পরে হবে।

কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখেছেন।

[কু.বো.'১৭]

ওদ্ধরূপ: কৃতিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন।

ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।

[য.বো.'১৭]

ওদ্ধরূপ: ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।

কালীদাস বিখ্যাত কবি।

[য.বো.'১৭]

ওদ্ধরূপ: কালিদাস বিখ্যাত কবি।

বঙ্কিমের ভয়ঙ্কর প্রতিভা ছিল।

[দি.বো.'১৭]

ওদ্ধরূপ: বঙ্কিমের অসাধারণ প্রতিভা ছিল।

ষড়ঋতুর সমাহারের দেশ বাংলাদেশ।

[দি.বো.'১৭]

ওদ্ধরূপ: ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ।

প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা থাকবেই।

[দি.বো.'১৭]

ওদ্ধরূপ: প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই।

ষষ্ঠদশ সাধারণ বার্ষিক সভায় সকল সদস্যগণই উপস্থিত ছিলেন।

ওদ্ধরূপ: ষোড়শ সাধারণ বার্ষিক সভায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

চোর পিঠ প্রদর্শন করেছে।

ওদ্ধরূপ: চোর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে।

দারিদ্রতাকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট।

ওদ্ধরূপ: দারিদ্র্যকে/দরিদ্রতাকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট।

যাকে দেখতে নারি তার হাঁটা বাঁকা।

ওদ্ধরূপ: যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

আইনানুসারে তিনি এ কাজ করতে পারেন না।

ওদ্ধরূপ: আইনত তিনি এ কাজ করতে পারেন না।

মেয়েটি স্বয়ম্বর।

ওদ্ধরূপ: মেয়েটি স্বয়ংবরা।

সভায় অনেক ছাত্রগণ এসেছিল।

ওদ্ধরূপ: সভায় অনেক ছাত্র এসেছিল।

এ কবিতার কোনো মাধুর্যতা নেই।

ওদ্ধরূপ: এ কবিতার কোনো মাধুর্য নেই।

অতিশয় দুঃখিত হলাম।

ওদ্ধরূপ: অত্যন্ত দুঃখিত হলাম।

সুনন্দা সুকেশিনী ও সুহাসী।

ওদ্ধরূপ: সুনন্দা সুকেশিনী/সুকেশা ও সুহাসিনী।

অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।

ওদ্ধরূপ: অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।

নতুন নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড় উৎপাত করছে।

ওদ্ধরূপ: নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড়ো উৎপাত করছে।

শকুনের দোয়ায় বিড়াল মরে না।

ওদ্ধরূপ: শকুনের দোয়ায় গোক মরে না।

আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রাই অমনোযে

ওদ্ধরূপ: আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনে



- বাড়ির মালিক যে পিঠ প্রদর্শন করেছিল, তা নয়।  
**শুদ্ধরূপ:** বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল তা নয়।
- উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম।  
**শুদ্ধরূপ:** উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম।
- আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।  
**শুদ্ধরূপ:** আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
- আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই।  
**শুদ্ধরূপ:** আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।
- সে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষী।  
**শুদ্ধরূপ:** সে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ।
- সতীশ মড়াদাহ করতে শাসানে গেছে।  
**শুদ্ধরূপ:** সতীশ শবদাহ করতে শাসানে গেছে।
- আমি চাই, তারা তার ইচ্ছেমতো কাজ করুক।  
**শুদ্ধরূপ:** আমি চাই তারা তাদের ইচ্ছেমতো কাজ করুক।
- বর্তমানে খাঁটি সরিষার তেল পাওয়া দুর্লভ।  
**শুদ্ধরূপ:** বর্তমানে সরিষার খাঁটি তেল দুর্লভ।
- নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়।  
**শুদ্ধরূপ:** নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়।
- এটা সমিচিন হবে না।  
**শুদ্ধরূপ:** এটা সমীচীন হবে না।
- এটি দল কোন্দল।  
**শুদ্ধরূপ:** এটি দলীয় কোন্দল।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে।  
**শুদ্ধরূপ:** সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- পরপোকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।  
**শুদ্ধরূপ:** পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।
- আজ কলেজের কাজী নজরুল ইসলামের ১১৬তম জন্মজয়ন্তী পালিত হবে।  
**শুদ্ধরূপ:** আজ কলেজে কাজী নজরুল ইসলামের ১১৬তম জন্মজয়ন্তী পালিত হবে।
- অন্যান্য বিষয়গুলো পরে আলোচনায় আনুন, আগে কাউন্সিল ডেকে।  
**শুদ্ধরূপ:** অন্যান্য বিষয়/অন্য বিষয়গুলো পরে আলোচনা আনুন, আগে কাউন্সিল হোক।
- শুধুমাত্র এই কটা টাকা দিলে?  
**শুদ্ধরূপ:** মাত্র এই কটা টাকা দিলে?
- বাগানে লাল লাল ফুলগুলো ফুটে আছে।  
**শুদ্ধরূপ:** বাগানে লাল লাল ফুল ফুটে আছে।
- মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ।  
**শুদ্ধরূপ:** মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ।
- দেশের সবাইকে স্বাক্ষর করা দরকার।  
**শুদ্ধরূপ:** দেশের সবাইকে সাক্ষর করা দরকার।
- ডাকাত পালালে বুদ্ধি আসে।  
**শুদ্ধরূপ:** চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

### অনুচ্ছেদ শুদ্ধিকরণ

- ◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর
- ০১। এতদ্বারা, এই কলেজের সকল শিক্ষার্থী-শিক্ষকগণ ও সকল কর্মচারীদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মে দিবস উপলক্ষে আসছে আগামী ১ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ কলেজের সকল শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। আসছে ২ মে ২০২৪ খ্রি. থেকে কলেজ পূর্বের ন্যায় যথারীতিভাবে চলবে।  
**[জ.বো.'২৪]**  
**শুদ্ধরূপ:** এতদ্বারা এই কলেজের সকল শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও কর্মচারীকে জানানো যাচ্ছে যে, মে দিবস উপলক্ষে আগামী ১লা মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ কলেজের সকল শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। আগামী ২রা মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলেজ আগের মতো যথারীতি চলবে।
- ০২। ইদানীংকালে যুবসমাজের মধ্যে মাদক ব্যাপক আকারে ছড়াইয়া পড়েছে। দিনদিন মাদকাসক্তের সংখ্যা বাড়িয়াই চলেছে। এর ফলে যুবসমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।  
**[রা.বো.'২৪]**  
**শুদ্ধরূপ:** ইদানীং যুব সমাজের মধ্যে মাদক ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। দিনদিন মাদকাসক্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর ফলে যুবসমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।
- ৩। নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য দেখাতে সে সর্বদা সুসচেত। মাঝে মাঝে সভা চলাকালীন সময়ে সে দাঁড়িয়ে পরে। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানবোধ করে। অনেকেই তাকে নিয়ে হাসি তামাসা করে। সে নিজের দৈন্যতা বুঝতে পারে না।  
**[চ.বো.'২৪]**  
**শুদ্ধরূপ:** নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য দেখাতে সে সর্বদা সচেত। মাঝে মাঝে সভা চলাকালে/চলাকালীন সে দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানিত বোধ করে। অনেকেই তাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করে। সে নিজের দৈন্য/দীনতা বুঝতে পারে না।



১৬। নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যতা দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে বিনা প্রয়োজনে মিটিং চলাকালীন সময়েও সে যখন তখন দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানবোধ করে সে। নিজের দৈন্যতা সে বুঝতেই পারে না কখনো। তাই নিজ অহংকারবোধ নিয়েই চলতে থাকে সে।

[সি.বো.'২৩]

**৩৬৩০** নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে বিনা প্রয়োজনে মিটিং চলাকালীন/চলাকালে সে যখন-তখন দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে সে অপমানিত বোধ করে। নিজের দীনতা সে কখনো বুঝতেই পারে না। তাই নিজ অহংবোধ নিয়েই চলতে থাকে সে।

[ব.বো.'২৪]

১৭। শুধুমাত্র বেঁচে থাকাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য নয়। মানুষের উচিত অপরের কল্যাণে নিজেকে আত্মত্যাগ করণ। স্বার্থপরতার মধ্যে কোনো সুখ নেই। আমৃত্যু পর্যন্ত একে অপরের মঙ্গলসাধনের লক্ষ্যে ব্রতী হওয়া প্রয়োজন।

**৩৬৩১** শুধু বেঁচে থাকাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য নয়। মানুষের উচিত অপরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা। স্বার্থপরতার মধ্যে কোনো সুখ নেই। আমৃত্যু/মৃত্যু পর্যন্ত একে অপরের মঙ্গলসাধনের লক্ষ্যে ব্রতী হওয়া প্রয়োজন।

[য.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪]

১৮। বিদ্বানজনেরা সাধারণত সংস্কৃতিপ্রিয়। সৌহার্দ্য আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ। কিন্তু দিন দিন তা ম্লান হওয়ায় আমরা সশঙ্কিত। তবুও নিরাশায় ডুবে থাকলে চলবে না। এক্ষেত্রে যে কোনো শুভ উদ্যোগকে সুস্বাগত জানাই।

**৩৬৩২** বিদ্বজ্জনেরা সাধারণত সংস্কৃতিপ্রিয়। সৌহার্দ্য আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ। কিন্তু দিন দিন তা ম্লান হওয়ায় আমরা শঙ্কিত। তবুও নিরাশায় ডুবে থাকলে চলবে না। এক্ষেত্রে যে কোনো শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

[কু.বো.'২৪]

১৯। কক্সবাজারের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। আমরা সকল বন্ধুরা মিলে সেখানে গিয়েছিলাম। সমুদ্র সৈকতের তীরে সূর্যাস্ত দেখে অভিভূত হয়েছি। এর সৌন্দর্যতা উপভোগ করে বুঝতে পারলাম যে কক্সবাজার প্রকৃত অর্থেই বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ।

**৩৬৩৩** কক্সবাজারের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। আমরা বন্ধুরা মিলে সেখানে গিয়েছিলাম। সমুদ্র সৈকতের তীরে সূর্যাস্ত দেখে অভিভূত হয়েছি। এর সৌন্দর্য উপভোগ করে বুঝতে পারলাম যে, কক্সবাজার প্রকৃত অর্থেই বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ।

[দি.বো.'২৪]

২০। ইদানীংকালে রাত জেগে অনেক শিক্ষার্থীরাই নিজেদেরকে ফেসবুকে আসক্ত করে ফেলেছে। ভয়ানক মেধাবীরাও এই অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। লেখাপড়ায় মনোযোগি হতে না পেরে পরীক্ষায় কাল্জিত ফলাফল অর্জিত হচ্ছে না।

**৩৬৩৪** ইদানীং রাত জেগে অনেক শিক্ষার্থীই নিজেদেরকে ফেসবুকে আসক্ত করে ফেলেছে। অত্যন্ত মেধাবীরাও এই অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে না পারায় পরীক্ষায় কাল্জিত ফল অর্জিত হচ্ছে না।

[ম.বো.'২৪]

২১। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দারিদ্র্যতা আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা নয়। তাই জাতীয় জীবনে উন্নতির জন্য কৃচ্ছসাধন, সখ্যতা ও ঐক্যমত দরকার।

**৩৬৩৫** বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দারিদ্র্য/দরিদ্রতা আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা নয়। তাই জাতীয় জীবনে উন্নতির জন্য কৃচ্ছসাধন, সখ্য ও ঐক্যমত দরকার।

[ঢা.বো.'২৩]

২২। সেদিন বাবুল স্যার বললেন, “তোমরা পড়ালেখায় মনোযোগি হও। চর্চা না করিলে বানান ভুল হবেই। বিদ্যান, সমিচিন বানান দুটো ঠিক করে লেখো তো।”

**৩৬৩৬** সেদিন বাবুল স্যার বললেন, “তোমরা পড়ালেখায় মনোযোগী হও। চর্চা না করলে বানান ভুল হবেই। বিদ্বান, সমীচীন বানান দুটো ঠিক করে লেখো তো।”

[রা.বো.'২১]

২৩। পলাশের ছোট ভগ্নি বকুলের আজ বিয়ে। পলাশ আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। এ বিয়েতে সে আমাকে স্বপরিবারে নিমন্ত্রণ করলো বরের বাড়িতে বিবাহোত্তর বর-কনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও সে আমাকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানালো। আশা করি, আসন্ন আগামীকাল আমরা ঐ বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করবো।

**৩৬৩৭** পলাশের ছোটো বোন বকুলের আজ বিয়ে। পলাশ আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ বিয়েতে সে আমাকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করলো। বরের বাড়িতে বিবাহোত্তর বর-কনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও সে আমাকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানালো। আশা ব আগামীকাল আমরা ঐ বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করবো।



১২। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা বিচিত্রময়। তার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি যেমন ‘বিদ্রোহী’ কবিতা, তেমনি অশ্রুজলে ভেজা অনেক বিরহের গানও তিনি লিখেছেন। তার সৃষ্টিকর্ম বাংলা ভাষাকে বৈচিত্র্যভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সব শিশুরা নজরুলের কবিতা ভালোবাসে। কবির প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলী।

[চ.বো.’২৩]

**ওদ্ধরপ:** বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা বিচিত্র/বৈচিত্র্যময়। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যেমন ‘বিদ্রোহী’ কবিতা, তেমনি অশ্রুতে/চোখের জলে ভেজা অনেক বিরহের গানও তিনি লিখেছেন। তাঁর সৃষ্টিকর্ম বাংলা ভাষাকে বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সব শিশুই নজরুলের কবিতা ভালোবাসে। কবির প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

১৩। ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করিয়াছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা অস্বীকার করে নেব, কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা না করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গোঁ বজায় রাখার জন্য ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার সেই নিই নিভে যাবে।

[ব.বো.’২৩]

**ওদ্ধরপ:** ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করেছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গোঁ বজায় রাখবার জন্য ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আশ্রয় সেই দিনই নিভে যাবে।

১৪। বৃষ্টি চলাকালীন সময়ে অসীম ফিরে এল। সে খুবই সুবুন্ধিমান। তার আপাদমস্তক পর্যন্ত ভেজা। পোশাক পাল্টানো আবশ্যকীয়। কিন্তু প্রথমেই সে আকর্ষণভোজন করিল। তা দেখে অসীমের মা বিস্মিত হলেন। তবে, অসীম নিঃসন্দেহান যে, তার অসুখ হবে না।

[য.বো.’২৩]

**ওদ্ধরপ:** বৃষ্টি চলাকালীন/বৃষ্টি চলাকালে অসীম ফিরে এল। সে খুবই বুদ্ধিমান। তার আপাদমস্তক ভেজা। পোশাক পাল্টানো আবশ্যিক। কিন্তু প্রথমেই সে আকর্ষণভোজন করল। তা দেখে অসীমের মা বিস্মিত হলেন। তবে অসীম নিঃসন্দেহ/নিঃসন্দেহ যে তার অসুখ হবে না।

১৫। উদয়মান সূর্যকে সবাই সমীহ করে। অন্তর্যমান সূর্যকে কেউ সমীহ করে না। নদীর জলে যে অন্তর্যমান সূর্যের ছায়া পড়েছে তা দেখে আমি প্রীত হলাম। আমি প্রতিদিন নদীর কোলে বসি। নদীর হাওয়া সান্ত্বনার পক্ষে ভালো।

[ক.বো.’২৩]

**ওদ্ধরপ:** উদীয়মান সূর্যকে সবাই সমীহ করে। অন্তর্যমান সূর্যকে কেউ সমীহ করে না। নদীর জলে যে অন্তর্যমান সূর্যের ছায়া পড়েছে তা দেখে আমি প্রীত হলাম। আমি প্রতিদিন নদীর কূলে বসি। নদীর হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

১৬। এবার স্যার আমাদের ওপর রাগিয়া গেলেন। তিনি বললেন, “তোমরা এস, এস, সি, পাশ করিলে কী করে? গীতাঞ্জলী, মুহূর্ত, দন্দ ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল কর।”

[দি.বো.’২৩]

**ওদ্ধরপ:** স্যার এবার আমাদের ওপর রেগে গেলেন। তিনি বললেন, “তোমরা এস.এস.সি. পাশ করলে কী করে? গীতাঞ্জলি, মুহূর্ত, দন্দ ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল কর।”

১৭। ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা পরিদর্শন করে সবাই মুগ্ধ। সকল শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন, অদূর ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্য বয়ে আনবে, যা ইতিপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

[ম.বো.’২৩; য.বো.’১৭]

**ওদ্ধরপ:** ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধার পরিচয় পেয়ে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন, ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্য বয়ে আনবে, যা ইতিপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১। নিরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকের গান শোনায়ে। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বুদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই।

[ব.বো.’১৭]

**ওদ্ধরপ:** নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়ে। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বুদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই।

আজিকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার ব্যাপারে তারাত সচেতন নয়ই, বরং অবস্থাদৃষ্টিতে মনে হয় তাহারা যেন ভুল করবার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। তা যথার্থই লজ্জাকর ব্যাপার এ ব্যাপারে সকলের সমবেত সচেতনতা আবশ্যিক।

[চ.বো.’১৯]

**ওদ্ধরপ:** আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার ব্যাপারে তারা তো সচেতন নয়ই বরং অবস্থা দেখে নে হয় তারা যেন ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তা যথার্থই লজ্জার ব্যাপার। এ ব্যাপারে সকলের সচেতনতা আবশ্যিক।



ইদানীংকালে ইংরেজি ধাচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে শিক্ষান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে। [সি.বো.'১৯; স.বো.'১৭]

**উদাহরণ:** ইদানীং ইংরেজি ধাচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চলাকালীন/চলাকালে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে শিক্ষান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে/সরকার সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বিদ্যান মুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এ কথা প্রমাণ হয়েছে। এটি লজ্জাকর ব্যাপার। জীবনে সার্বকতা লাভ করতে হইলে পাঠে মনোযোগি হইতে হইবে। দুরাবস্থা আকঙ্কার অন্তরায়। দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। [সি.বো.'১৭]

**উদাহরণ:** বিদ্যান মুখ অপেক্ষা শ্রেয়/শ্রেষ্ঠ। একথা প্রমাণিত হয়েছে। এটি লজ্জাকর ব্যাপার। জীবনে সার্বকতা লাভ করতে হলে পাঠে মনোযোগী হতে হবে। দুরবস্থা আকাজকার অন্তরায়। দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।

### বঙ্গত বঙ্গসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন

১. এখন হেমন্তকাল, মুঘলধারে মেঘ হচ্ছে। আজ ক্লাসে যেতে হবে না, তাই বাবুল আনন্দ চিত্রে কাথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। বাবুলের মা ততই পিঠা বানিয়ে তাহাকে খেতে ডাকলেন। [সি.বো.'১৯]

২. আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর প্রকাশীল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছেন, “ধান তার বসুন্ধরা যার।” তাই তো, অভাগা চাষাবৃন্দ কে? সে কেবলমাত্র “ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরিবে,” হাল বহন করিবে আর পাট উৎপন্ন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে “মোরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, উঠান ভরা মুরগি ছিল,” একথার অর্থ কী? [রা.বো.'১৯]

৩. সেদিন স্যার রাগিয়া বললেন, “তোমরা এস.এস.সি. পাস করিলে কিভাবে? মণিষি, সমিচীন, লবন, আকাংখা, শাস্তনা, বিদ্যান, সংস্কৃতিবান ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল করছ। এ জন্য তোমাদের অনুত্তম হওয়া উচিত।” [ব.বো.'১৯]

৪. বিদ্বানজনেরা সাধারণত সংস্কৃতিপ্রিয়। সৌহার্দ্য আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ। কিন্তু দিন দিন তা ম্লান হওয়ায় আমরা সশঙ্কিত। তবুও নিরাশায় ডুবে থাকলে চলবে না। এ ক্ষেত্রে যে কোনো গুণ উদযোগকে জানাই সুস্বাগত। [য.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪; কু.বো.'১৯]

৫. রাত জেগে ফেইসবুক দেখে অনেক ছাত্রেরা নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছে। এতে তারা যেমন মানসিক দৌর্বল্যতায় ভুগছে তেমনি পড়াশুনা হচ্ছে অমনোযোগি। তাছাড়া আবশ্যকীয় প্রস্তুতির অভাবে কাল্পনিক ফলাফল অর্জন করতে না পেরে অনেকে চোখে সর্ষে পুষ্প দেখে। [য.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]

৬. জামিল সাহেব স্বপরিবারে ছুটি কাটাতে চলেছেন। এবার তাঁর যাত্রা কল্পবাজারের সমুদ্রসৈকত। কিন্তু ট্রেনে কিছু যাত্রীর সৌজন্যতাহীন আচরণে তিনি বড় বিরক্ত হলেন। শিক্ষাসফরের যাত্রীরা অসুরে গলায় সুরদেবীর আরাধনা করছে। তবে তাঁর বিরক্তবোধ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। [সকল বো.'১৮]

৭. মাননীয় রাষ্ট্রপতি আসছে আগামীকাল সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন। আমাদের বন্ধুহলের সকলের মধ্যে কিন্তু সাজ সাজ উত্তেজনা শুরু হলো। [রা.বো.'১৭]

৮. ইদানীংকালে ইংরেজি ধাচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলা ভাষা ভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। এমন লজ্জাকর ব্যাপার কখনো দেখি নাই। ভাষা-আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বাংলার প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল উর্দু। হয়তো আসছে আগামীতে বাংলার প্রতিপক্ষ হবে হিন্দি। [চ.বো.'১৭]

৯. কিছুক্ষণ পর মিজান বলল, এটি লজ্জাকর ব্যাপার। আমরা থাকতে মেয়েরা গাছে উল্লম্বন করবে এটি সঠিক নয়। এই বলে মিজান একটি বৃক্ষ বেয়ে ওপরে উঠল। অন্যরা তা দেখে গৌরবান্বিত বোধ করলো। [কু.বো.'১৭]



◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

- ০১। এমন লজ্জাকর ব্যাপার কখনো দেখি নাই। ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিয়েছে। ওর বাবা মায়ের আর বাঁচার স্বাদ নেই, তারা খুবই অপমান হয়েছেন। সবাই ওকে চরিত্রবান মনে করত।  
**উদ্ধৃতি:** এমন লজ্জাকর ব্যাপার কখনো দেখিনি। ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিয়েছে। ওর বাবা-মায়ের আর বাঁচার সাধ নেই, তারা খুবই অপমানিত হয়েছেন। সবাই ওকে চরিত্রবান মনে করত।
- ০২। শামীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হইলেন। এ ছেলে বাংলা বিষয়ে এ প্লাস পেল কিভাবে? তার চিঠিতে আকাংখা, মুহূর্ত, মনোযোগ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বানান ভুল।  
**উদ্ধৃতি:** শামীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হলেন। এ ছেলে বাংলা বিষয়ে এ প্লাস পেল কীভাবে? তার চিঠিতে আকাঙ্ক্ষা, মুহূর্ত, মনোযোগ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বানান ভুল।
- ০৩। আসছে আগামীকাল রাজশাহী কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। প্রত্যেক শিক্ষকগণ উপস্থিত থাকবেন। খবরটি শুনে মনিরা আশ্চর্য হল। সে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। তার আবৃত্তিতে মাধুর্য আছে।  
**উদ্ধৃতি:** আগামীকাল রাজশাহী কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। প্রত্যেক শিক্ষক উপস্থিত থাকবেন। খবরটি শুনে মনিরা আশ্চর্য হইল। সে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। তার আবৃত্তিতে মাধুর্য আছে।
- ০৪। ক্লাসে যখন সকল ছাত্র-ছাত্রীদিগকে অবগতির জন্য জানানো হলো, সূর্যগ্রহণ চলাকালীন সময়ে কেউ আকর্ষণ পর্যন্ত ভোজন করবে; ন তখন বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীরাই ক্লাসে অমনোযোগী ছিল।  
**উদ্ধৃতি:** ক্লাসে যখন ছাত্র-ছাত্রীদের অবগতির জন্য জানানো হলো, সূর্যগ্রহণ চলাকালীন/চলাকালে কেউ আকর্ষণভোজন করবে না তখন বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই ক্লাসে অমনোযোগী ছিল।
- ০৫। ইমা দেখতে সুন্দরী, বুদ্ধিতেও প্রখর। সে আজ শংকট অবস্থা পার করছে। কেননা পরিবারের ঐক্যতা নেই। বিশেষ করে স্বামী আচরণ লজ্জাকর হয়ে উঠল। লোকটা কুপুরুষের মতো কথা বলেছে।  
**উদ্ধৃতি:** ইমা দেখতে সুন্দর, বুদ্ধিতেও প্রখর। সে আজ সংকট পার করছে। কেননা পরিবারে ঐক্য নেই। বিশেষ করে স্বামীর আচরণ লজ্জাকর হয়ে উঠেছে। লোকটা কাপুরুষের মতো কথা বলেছে।
- ০৬। রবীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর কবি হয়েছিলেন বটে। কিন্তু তাঁর স্কুলের লেখাপড়ায় মনোযোগ ছিল না। তাঁর নতুন নতুন কবিতাগুলো পাঠক আকৃ করত। তাঁর গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থটি বিশ্বখ্যাত হয়। তিনি ধর্মাত্ম ছিলেন কথাটি সঠিক নয়।  
**উদ্ধৃতি:** রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত কবি হয়েছিলেন বটে। কিন্তু তাঁর স্কুলের লেখাপড়ায় মনোযোগ ছিল না। তাঁর নতুন নতুন কবিতা পাঠকে আকৃষ্ট করত। তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যটি বিশ্ববিখ্যাত। তিনি ধর্মাত্ম ছিলেন কথাটি ঠিক নয়।
- ০৭। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষক। কৃষককূলের হারভাঙা পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে এদেশে অর্থনীতি। অথচ কৃষকের জীবন দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। এদেশের পবিত্র মাটির সঙ্গে কৃষকের রয়েছে আত্মার সম্পর্ক। শত বাঁধা সত্ত্বে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে কৃষক। কৃষক-সমাজের উন্নতির জন্য আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত।  
**উদ্ধৃতি:** সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষক। কৃষককূলের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে গড়ে উঠে এদেশের অর্থনীতি। অথচ কৃষকের জীবন দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। এদেশের পবিত্র মাটির সঙ্গে কৃষকের রয়েছে আত্মার সম্পর্ক। শত বা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে কৃষক। কৃষক-সমাজের উন্নতির জন্য আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত।
- ০৮। দারিদ্রতা আজ আর বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের দেশ এখন সমৃদ্ধশালী। কেবলমাত্র দুর্নীতিই আমাদের পেছনে টাে এ থেকে মুক্তির জন্য জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৃচ্ছতা প্রয়োজন। প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষ সখ্যতাও।  
**উদ্ধৃতি:** দরিদ্রতা/দারিদ্র্য আজ আর বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের দেশ এখন সমৃদ্ধিশালী। কেবল দুর্নীতিই আমাে পেছনে টানে। এ থেকে মুক্তির জন্য জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৃচ্ছ সাধন প্রয়োজন। প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষে সখ্যও।
- ০৯। আসছে আগামী কল্য অনীকের আঠারতম জন্মদিন। সন্ধ্যাকালীন সময়ে পালিত হবে তার জন্মোৎসব। সে ভায়নক মেধাবী ও বিনয়ী তার মেধা পরিদর্শন করে স্যারগণ মুগ্ধ।  
**উদ্ধৃতি:** আগামীকাল অনীকের আঠারোতম জন্মদিন। সন্ধ্যায় পালিত হবে তার জন্মোৎসব। সে অত্যন্ত মেধাবী ও বিনয়ী। তার মে দেখে স্যাররা মুগ্ধ।



## নির্মিতি

## পারিভাষিক শব্দ ও অনুবাদ

## পারিভাষিক শব্দ



‘পরিভাষা’ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ-‘বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দ’। অর্থাৎ, “পারিভাষিক শব্দের অর্থ হলো কোনো ভাষার মধ্যে বিশেষ অর্থে ব্যবহারযোগ্য শব্দ।” পারিভাষিক শব্দ (Terminology) বা পরিভাষা কী তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিখ্যাত বাংলা অভিধান ‘চলন্তিকা’র সংকলয়িতা রাজশেখর বসু বলেছেন, “অভিধানে পরিভাষা অর্থ সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোনো বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তা পরিভাষা। যে শব্দের অনেক অর্থ, সে শব্দও যদি প্রসঙ্গ বিশেষে নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় তবে তা পরিভাষা স্থানীয়। সাধারণত ‘পরিভাষা’ বলতে এমন শব্দ বা শব্দাবলি বোঝায় যার অর্থ পণ্ডিতগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হয়েছে এবং যা দর্শন বিজ্ঞানাদির আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটে না।” (রাজশেখর বসু: ১৩৪০)

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষা কোনো না কোনোভাবে অন্য ভাষা থেকে উপাদান গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়। এই সংগৃহীত উপাদানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পরিভাষা। বাংলা-ভাষা ব্যবহারকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই তাদের দৈনন্দিন কাজে কম-বেশি পরিভাষা ব্যবহার করে থাকে। সাধারণত বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বিষয়ের শব্দের প্রয়োজন হলে এ ধরনের পরিভাষা কোনো ভাষাতে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। মাতৃভাষায় গৃহীত এ জাতীয় মূল বিদেশি শব্দ, বিদেশি শব্দের অনুবাদ বা বিদেশি শব্দের কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপই হলো পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ; অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যেসব শব্দ সুনির্দিষ্ট বা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোই পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ।

সংজ্ঞা: বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে।

## ❖ পরিভাষা ও বিদেশি শব্দের পার্থক্য:

সাধারণভাবে পরিভাষা এবং বিদেশি শব্দকে এক করে দেখা হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দুটি বিষয়ই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। পারিভাষিক শব্দ হলো বিদেশি বা দেশীয় কোনো ভাষার মূলশব্দ বা তার অনুবাদ বা মূল শব্দের কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ সংবলিত শব্দাবলি— যা মাতৃভাষার প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। অপরপক্ষে বিদেশি শব্দ হলো কোনো বিদেশি ভাষার মূল শব্দ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কতকগুলো বিষয় রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে ওই সকল শব্দের পরিভাষার প্রয়োজন হয়। যেমন: পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, ইত্যাদি। সুতরাং বিদেশি শব্দ এবং পরিভাষা মোটেই এক নয়।

## ❖ পরিভাষা করার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়:

- ০১। যেসব বিদেশি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ আছে, জটিল ও দীর্ঘ না হলে সেগুলো পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ০২। ইংরেজি বা আন্তর্জাতিক নামে সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের নামের অনুবাদের চেষ্টা না করে উচ্চারণে যেমন আসে সেভাবে সেগুলোর নাম গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন: মিটার, ক্যালরিমিটার, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি।
- ০৩। যেসব ইংরেজি শব্দ বা নাম আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকমণ্ডলী, গবেষক ও সাধারণ পাঠক, শ্রোতা, বক্তার কাছে খুবই পরিচিতি অনুবাদ না করে সরাসরি গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন: লিটার, মিটার, ফ্রিজ, প্লাগ, সিরিজ ইত্যাদি।
- ০৪। অনুবাদের সময় জটিল, কঠিন ও দুর্বোধ্য সংস্কৃতানুসারী শব্দ পরিহার করে সহজ-সরল বাংলা শব্দের ব্যবহার করতে হবে। যে হিমাক্ষ (freezing point), আর্দ্র (moist), কেরোটিক (skull) ইত্যাদি। এ ধরনের পরিভাষা বাংলাভাষায় গৃহীত ও সুপ্রচলিত। থার্মোমিটারের পরিভাষা হিসেবে ‘ঘর্মমান-যন্ত্র’ প্রচলিত হয়নি।
- ০৫। ক্ষেত্রবিশেষে লৌকিক অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত বা ব্যবহৃত ভাষা পরিভাষারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ০৬। পারিভাষিক শব্দ যদি মূল শব্দের অর্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় তবে তার প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত। যেমন ইংরেজি primary শব্দটি এসেছে লাতিন ‘প্রিমা’ (primus) শব্দ থেকে। ‘প্রিমা’ শব্দের অর্থ ‘প্রথম’। সেদিক থেকে ইংরেজি primary শব্দটির বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে ‘প্রাথমিক’।
- ০৭। পরিভাষা প্রণয়ন বা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজস্ব ভাষার মৌলিকত্ব ও স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।
- ০৮। পরিভাষা অবশ্যই বাক্যে ব্যবহৃত অপরাপর শব্দের সঙ্গে যেন খাপ খেয়ে চলতে পারে, সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি ও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
- ০৯। বাংলায় পরিভাষা তৈরি হয়নি এমন ক্ষেত্রে বিদেশি পরিভাষাটি বাংলা কিংবা ইংরেজি অক্ষরে লেখাই উত্তম। যেমন: লালারসে টায়ালিন (ptyalin) নামক এনজাইম থাকে।



## ম্যালালাল TEXT

❖ নিচে পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজনের কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো:

- ০১। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর যথাযথ অনুবাদ করতে হলে অবশ্যই পরিভাষা ব্যবহার করতে হবে। কেননা উল্লিখিত বিষয় সামগ্রিক ব্যাপ্তি বোঝানোর জন্যে প্রয়োজনীয় শব্দসমূহ কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষায় নাও থাকতে পারে।
- ০২। পরিভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে অপরাপর ভাষার শব্দভান্ডারের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। এছাড়া একটি ভাষার শব্দ অন্য একটি ভাষায় কীভাবে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা যায়।
- ০৩। পরিভাষার মাধ্যমে ভাষার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়।
- ০৪। পরিভাষা যেহেতু ভাষার শব্দসংখ্যা বৃদ্ধি করে সেহেতু এর মাধ্যমে ভাষার প্রকাশক্ষমতার উৎকর্ষ সাধিত হয়।
- ০৫। অনুবাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো যথাযথ শব্দের দুস্প্রাপ্যতা। সুতরাং এই সমস্যা সমাধানে পরিভাষাই হচ্ছে একমাত্র সহায়ক উপাদান।
- ০৬। পরিভাষার ব্যবহার ভাষার গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। ফলে ভাষার সৌন্দর্য অনেকগুণ বেড়ে যায়।

### কতিপয় পারিভাষিক শব্দ

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

| ইংরেজি                              | বাংলা                    |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Architecture [ঢা.বো.'২৪]            | স্থাপত্যবিদ্যা/ স্থাপত্য |
| Appearance [ঢা.বো.'২৪]              | দৃষ্টিগোচরতা/উপস্থিতি    |
| Appendix [য.বো.'২৪]                 | পরিশিষ্ট                 |
| Art [রা.বো.'২৩]                     | কলা/শিল্পকর্ম            |
| Acid [রা.বো., কু.বো.'২৩]            | অম্ল                     |
| Acting [য.বো.'২৩; ঢা. বো. য.বো.'২২] | ভারপ্রাপ্ত               |
| Academy [য.বো.'২৪; দি.বো.'২৩]       | শিক্ষায়তন/ বিদ্যানিকেতন |
| Ability [ম.বো.'২৩]                  | সামর্থ্য                 |
| Aid [সি.বো.'২৩]                     | সাহায্য                  |
| Autograph [ঢা.বো.'২২; দি.বো.'১৯]    | স্বাক্ষর/স্বহস্তলিপি     |
| Audio [রা.বো.'২২; ঢা.বো.'২২]        | শ্রুতি/শ্রাব্য           |
| Abstract [সকল বো.'১৮]               | বিমূর্ত/সারসংক্ষেপ       |
| Annexation [রা.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]   | সংযোজন/সংযুক্তি          |
| Agenda [কু.বো.'২৪, ২২]              | আলোচ্য-সূচি              |
| Accessories [ঢা.বো.'২২]             | সরঞ্জাম                  |
| Autonomous [য.বো.'২৪; য.বো.'২২]     | স্বায়ত্তশাসিত           |
| Affidavit [য.বো.'২৪; ঢা.বো.'১৯]     | শপথনামা/হলফনামা          |
| Act [দি.বো.'২২]                     | আইন                      |
| Auction [দি.বো.'২২]                 | নিলাম                    |

| ইংরেজি                                                     | বাংলা                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ad-hoc [দি.বো.'২২; য.বো.'১৯; ঢা.বো.'১৭]                    | তদর্থক/অনানুষ্ঠানিক     |
| Allegation [ঢা.বো.'১৭]                                     | অভিযোগ                  |
| Bacteria [ঢা.বো.'২৪]                                       | জীবাণু                  |
| Banquet [ঢা.বো.'২৪; রা.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]                  | ভোজসভা/ভূরিভোজ          |
| Booklet [য.বো.'২৪; সি.বো.'২২]                              | পুস্তিকা                |
| Brand [য.বো., দি.বো.'২৪]                                   | মার্ক/ছাপ               |
| Basic- pay [কু.বো.'২৪]                                     | মূল-বেতন                |
| Ballot [দি.বো.'২৪; ম.বো.'২৪; ঢা.বো.'২২]                    | ভোট                     |
| Bond [ম.বো.'২৪]                                            | প্রতিজ্ঞাপত্র, চুক্তি   |
| Book-post [ম.বো.'২৪; য.বো.'২৩]                             | খোলা-ডাক                |
| By-law [য.বো.'২৩]                                          | উপ-আইন/ উপ-ধারা/ উপবিধি |
| Balcony [কু.বো.'২৩]                                        | কুল-বারান্দা/বারান্দা   |
| Biography [ঢা.বো., সি.বো.'২৩; য.বো.'২২; রা. বো. দি.বো.'১৭] | জীবনী/জীবনচরিত          |
| Bail [দি.বো.'২৩; ম.বো.'২২; ঢা.বো.'১৭]                      | জামিন                   |
| Boycott [রা.বো.'২৩]                                        | বর্জন                   |
| Bidder [সকল বো.'১৮]                                        | নিলামকারী               |
| Bilingual [দি.বো.'১৯]                                      | দ্বিভাষিক               |
| Bankrupt [রা.বো.'২২; ঢা.বো.'১৭]                            | দেউলিয়া                |



|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| By-election [রা. বো. '১৯]                                           | উপ-নির্বাচন            |
| Cartew [চা. বো. '২৪]                                                | সাক্ষ্য আইন            |
| Consequence [চ. বো. '২৪]                                            | ফলাফল/পরিণাম           |
| Colon [চ. বো. '২৪]                                                  | উপনিবেশ                |
| Catalogue [য. বো., কু. বো. '২৪; ব. বো. '২৩; চ. বো. '১৯; ক. বো. '১৭] | তালিকা/গ্রন্থতালিকা    |
| Capital [ব. বো. '২৪; ম. বো. '২৩]                                    | পুঁজি/মূলধন            |
| Census [মাদ্রাসা বো. '২৪]                                           | আদমশুমারি              |
| Constitution [ম. বো. '২৩]                                           | গঠনতন্ত্র/সংবিধান      |
| Civil [ম. বো. '২৩]                                                  | দেওয়ানি/ বেসামরিক     |
| Caption [চ. বো. '২২]                                                | শিরোনাম                |
| Copyright [য. বো. '২৩; ক. বো. '২২]                                  | লেখস্বত্ব/গ্রন্থস্বত্ব |
| Cabinet [য. বো. '২৩; কু. বো. '২২]                                   | মন্ত্রিপরিষদ           |
| Cartoon [সি. বো. '২৩; চা. বো. '২২]                                  | ব্যঙ্গচিত্র            |
| Circle [চ. বো. '১৭]                                                 | বৃত্ত                  |
| Code [চ. বো. '১৯]                                                   | সংকেত                  |
| Cold war [সকল বো. '১৮]                                              | শ্রীযু যুদ্ধ           |
| Comet [দি. বো. '১৯]                                                 | ধূমকেতু                |
| Correspondent [ক. বো. '১৯]                                          | সংবাদদাতা/প্রতিনিধি    |
| Custom [চা. বো. '১৯]                                                | প্রথা/ আচার/রীতি       |
| Concession [য. বো. '২৪; দি. বো. '২২]                                | ছাড়/সুবিধা/রেয়াত     |
| Diplomacy [চা. বো. '২৪]                                             | কূটনীতি                |
| Decimal [চ. বো. '২৪]                                                | দশমিক                  |
| Delta [ব. বো. '২৪]                                                  | ব-দ্বীপ                |
| Dynamic [ব. বো. '২৪; রা. বো. '২২; কু. বো. '১৯]                      | গতিশীল/গভীর            |
| Deed [দি. বো. '২৪; ম. বো. '২৩; চা. বো. '২২]                         | দলিল/চুক্তি            |
| Deed of gift [কু. বো. '২৪; ম. বো. '২৪; ব. বো. '২৩]                  | দানপত্র                |
| Deputation [রা. বো. '২৪; সি. বো. '২৩]                               | প্রতিনিধি/প্রেরণ       |
| Dialogue [চ. বো. '২৩]                                               | সংলাপ                  |
| Debt [ম. বো. '২৩]                                                   | ঋণ/ধার                 |

| বাংলা ২য় পত্র: পারিভাষিক শব্দ ও অনুবাদ                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ইংরেজি                                                                                 | বাংলা                 |
| Date [কু. বো. '২৩]                                                                     | তারিখ                 |
| Data [ব. বো. '১৯]                                                                      | উপাত্ত/তথ্য           |
| Documentary [য. বো. '২৩; ব. বো. '২২]                                                   | প্রামাণ্য             |
| Dialect [দি. বো. '২৩, ২২; সি. বো. '২২; বো., দি. বো. '১৯; রা. বো., সি. বো., য. বো. '১৭] | উপভাষা                |
| Debate [চ. বো. '১৭]                                                                    | বিতর্ক                |
| Expert [চা. বো. '২৪]                                                                   | বিশেষজ্ঞ              |
| Existentialism [চ. বো. '২৪]                                                            | অস্তিত্ববাদ           |
| Ethics [চ. বো. '২৪, ২৩; ব. বো. '২৩; য. বো. '২২; রা. বো., ব. বো., য. বো. '১৯]           | নীতিবিদ্যা            |
| Equality [রা. বো. '২৪, দি. বো. '২৩]                                                    | সমতা                  |
| E-mail [রা. বো. '২৪, রা. বো. '২৩]                                                      | বৈদ্যুতিন চিঠি        |
| Editor [কু. বো. '২৪]                                                                   | সম্পাদক               |
| Era [চা. বো. '২৩]                                                                      | যুগ                   |
| Evaluation [দি. বো. '১৯]                                                               | মূল্যায়ন             |
| External [য. বো. '১৯]                                                                  | বাহ্য/বহিঃস্থ/বৈদেশিক |
| Estimate [চ. বো. '২২]                                                                  | প্রাক্কলন/মূল্যানুমান |
| Embargo [ব. বো. '২৩; সকল বো. '১৮; রা. বো., দি. বো. '১৭]                                | নিষেধাজ্ঞা            |
| Eye-witness [চা. বো. '১৯]                                                              | প্রত্যক্ষদর্শী        |
| Eye-wash [সি. বো. '২৩, ১৭; রা. বো. '১৯, চ. বো. '১৭]                                    | ধোঁকা                 |
| First aid [রা. বো. '২৪, ২৩]                                                            | প্রাথমিক চিকিৎসা      |
| Fundamental [চ. বো., য. বো. '২৪; দি. বো. '২৩; চ. বো. '১৯]                              | মৌলিক/প্রধান/মূল      |
| Farce [ব. বো. '২৪, দি. বো. '১৯]                                                        | প্রহসন                |
| Forecast [য. বো. '২৪, ব. বো., য. বো. '২৩; চা. বো. '১৭]                                 | পূর্বাভাস             |
| Foreign-Aid [দি. বো. '২৪]                                                              | বৈদেশিক সাহায্য       |
| Fine-arts [য. বো. '২২; ব. বো., সি. বো. '১৯; কু. বো. '১৭]                               | চাকুকলা               |



| ইংরেজি                                                          | বাংলা                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Fiction [ঢা.বো.'২৩, ১৯; চ.বো.'২২; সি.বো., য.বো.'১৭]             | কথাসাহিত্য/ কল্পকাহিনি |
| File [চ.বো.'১৯]                                                 | নথি                    |
| Face value [সকল বো.'১৮]                                         | অভিহিত মূল্য           |
| Galaxy [ঢা.বো.'২৪; সি.বো., দি.বো.'২৩; চ.বো.'১৯]                 | ছায়াপথ                |
| Gratuity [রা.বো.'২৪; ব.বো.'২৩; সকল বো.'১৮]                      | পারিতোষিক/আনুতোষিক     |
| Governing body [য.বো.'২৪]                                       | পরিচালনা পর্ষদ         |
| Globalisation [দি.বো.'২৪; ঢা.বো.'২৩]                            | বিশ্বায়ন              |
| Gazetted [মাদ্রাসা বো.'২৪]                                      | ঘোষিত                  |
| Geology [ঢা.বো.'২৩]                                             | ভূতত্ত্ব               |
| Generation [চ.বো.'২৩]                                           | প্রজন্ম                |
| Gain [ম.বো.'২৩]                                                 | লাভ/অর্জন              |
| Grant [রা.বো.'১৯]                                               | অনুদান/মঞ্জুরি         |
| Green-house [চ.বো., সি.বো., য.বো.'১৭]                           | সবুজ বলয়/গ্রিন হাউজ   |
| Global [ম.বো.'২৩; দি.বো.'১৯; ঢা.বো.'১৭]                         | বৈশ্বিক                |
| Goods [কু.বো.'২৩; ম.বো.'২২]                                     | পণ্য/মাল               |
| Green room [য.বো.'২২]                                           | সাজঘর                  |
| Guilty [চ.বো.'২২]                                               | অপরাধী                 |
| Hostage [ঢা.বো., রা.বো., চ.বো.'২৪; য.বো.'২৩; রা.বো., দি.বো.'১৯] | জিম্মি                 |
| Hand-Bill [রা.বো.'২৪]                                           | ইশতাহার/প্রচারপত্র     |
| Handicraft [য.বো.'২৪]                                           | হস্তশিল্প              |
| Humanity [কু.বো.'২৪]                                            | মানবতা                 |
| Highway [চ.বো.'২৩]                                              | মহাসড়ক/প্রধান পথ      |
| Headline [চ.বো., কু.বো.'২৩]                                     | সংবাদ শিরোনাম          |
| Hygiene [সি.বো.'২৩; চ.বো., য.বো.'২২; সকল বো.'১৮]                | স্বাস্থ্যবিদ্যা        |
| Hood [ঢা.বো.'২২]                                                | বোরকা/বোরখা/ঢাকনা      |
| Hoarder [রা.বো.'২২]                                             | মজুতদার                |
| Hostile [য.বো.'২২]                                              | শত্রুভাবাপন্ন          |
| Home-ministry [চ.বো., য.বো.'১৯, দি.বো.'১৭]                      | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |

|                                                                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Idiom [রা.বো., কু.বো.'২৩; ব.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]                                                        |                                           |
| Isolation [ব.বো.'২৪; রা.বো.'২২]                                                                      | সঙ্গনিরোধ/বিচ্ছিন্নতা                     |
| Instalment [য.বো.'২৩]                                                                                | কিস্তি/দফা                                |
| Irrigation [কু.বো.'২২]                                                                               | সেচ                                       |
| Impeachment [কু.বো.'২৩; রা.বো.'১৭]                                                                   | অভিশংসন                                   |
| Interpreter [ব.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৯]                                                                    | দোভাষী                                    |
| Initial [সকল বো.'১৮]                                                                                 | প্রারম্ভিক/অনুস্বাক্ষর                    |
| Immigrant [ঢা.বো.'২৩; দি.বো.'১৯]                                                                     | অভিবাসী                                   |
| Index [দি.বো.'২৩]                                                                                    | সূচক/নির্ঘণ্ট                             |
| Justice [কু.বো., ম.বো.'২৪; সি.বো.'২৩; সকল.বো.'১৮; য.বো.'১৭]                                          | বিচারপতি                                  |
| Jail code [ঢা.বো.'২৩]                                                                                | কারা সংহিতা/কারাবিধি                      |
| Judgement [য.বো.'২৩]                                                                                 | রায়                                      |
| Jail [দি.বো.'২৩]                                                                                     | কারাগার/জেলখানা                           |
| Journal [য.বো.'২২]                                                                                   | পত্রিকা                                   |
| Kingdom [ঢা.বো.'২৩]                                                                                  | রাজ্য                                     |
| Keyword [দি.বো.'২৩]                                                                                  | মূল শব্দ                                  |
| Kindergarten [ব.বো.'১৯]                                                                              | কিন্ডারগার্টেন/শিশুবিদ্যালয়/বিদ্যানিকেতন |
| Lock-up [ঢা.বো.'২৪]                                                                                  | হাজত                                      |
| Lease [চ.বো.'২৪; ঢা.বো., সি.বো., ব.বো., ১৭]                                                          | ইজারা                                     |
| Legend [রা.বো., ব.বো., দি.বো.'২৪; সি.বো., কু.বো., ম.বো.'২৩; দি.বো.'২২; দি.বো.'১৯; রা.বো., দি.বো.'১৭] | কিংবদন্তি                                 |
| Leaflet [ম.বো.'২৪, দি.বো.'২৩]                                                                        | প্রচারপত্র                                |
| Liberal [ঢা.বো.'২৩]                                                                                  | উদার                                      |
| List [চ.বো.'২৩]                                                                                      | তালিকা                                    |
| Lien [ব.বো.'২৩]                                                                                      | পূর্বস্বত্ব                               |
| Light year [ঢা.বো.'২২]                                                                               | আলোকবর্ষ                                  |



# ম্যালালাল TEXT

বাংলা ২য় পত্র: পারিভাষিক শব্দ ও অনুবাদ

| ইংরেজি                                                                 | বাংলা                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Leap-year [ঢা.বো.'১৯]                                                  | অধিবর্ষ                  |
| Landscape [ব.বো.কু.বো.'১৯]                                             | ভূ-দৃশ্য                 |
| Latitude [রা.বো.'১৯]                                                   | অক্ষাংশ                  |
| Monarchy [ঢা.বো.'২৪]                                                   | রাজতন্ত্র                |
| Myth [চ.বো., দি.বো.'২৪;<br>ম.বো.'২৩; সকল বো.'১৮;<br>কু.বো.'১৭]         | অতিকথা/পৌরাণিক<br>কাহিনি |
| Miscereant [চ.বো.'২৪]                                                  | দুস্কৃতকারী              |
| Mythology [ব.বো.'২৪]                                                   | পুরাণতত্ত্ব              |
| Millennium [য.বো.'২৪]                                                  | সহস্রাব্দ                |
| Memorandum<br>[কু.বো.'২৪, ২৩, ২২]                                      | স্মারকলিপি               |
| Manuscript [মাদ্রাসা বো.'২৪;<br>চ.বো., রা.বো., দি.বো.'২৩;<br>য.বো.'২২] | পাণ্ডুলিপি               |
| Mail [চ.বো.'২৩]                                                        | ডাক                      |
| Motion [ম.বো.'২৩]                                                      | গতি                      |
| Museum [রা.বো.'১৭]                                                     | জাদুঘর/সংগ্রহশালা        |
| Manifesto [য.বো., ২৩, ২২;<br>ম.বো.'২২; চ.বো., দি.বো.'১৯;<br>চ.বো.'১৭]  | ইশতাহার                  |
| Marketing [ঢা.বো.'১৭]                                                  | বিপণন                    |
| Measure [চ.বো.'১৭]                                                     | মাপ/পরিমাপ করা           |
| Nomination<br>[রা.বো.'২৪, ঢা.বো.'২৩]                                   | মনোনয়ন                  |
| Notice board [কু.বো.'২৪]                                               | বিজ্ঞপ্তি ফলক            |
| Note [দি.বো.'২৪;<br>য.বো.'২৩; ম.বো.'২২, চ.বো.'১৯]                      | মন্তব্য                  |
| Nationalism<br>[দি.বো.'২৪; কু.বো.'২২]                                  | স্বাদেশিকতা/দেশাত্মবোধ   |
| Neutral [কু.বো.'২৩]                                                    | নিরপেক্ষ                 |
| Newspaper [দি.বো.'২৩]                                                  | সংবাদপত্র/পত্রিকা        |
| Nebula [ব.বো.'১৯]                                                      | নীহারিকা                 |
| Nutrition<br>[দি.বো.'১৯; রা.বো.'১৭]                                    | পুষ্টি                   |
| Nationalization [কু.বো.'২২]                                            | জাতীয়করণ                |
| Nursery [সি.বো.'২২;<br>চ.বো.'১৯, চ.বো., য.বো.'১৭]                      | শিশুশালা/<br>তরুশালা     |

| ইংরেজি                                                                                         | বাংলা                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Oath [ঢা.বো.'২৪, ২৩;<br>ম.বো.'২৪; সি.বো., দি.বো.'২৩;<br>চ.বো.'১৯; ঢা.বো., রা.বো.,<br>য.বো.'১৭] | শপথ                             |
| Ordinance<br>[ব.বো.'২৪, ১৯, কু.বো.'১৯]                                                         | অধ্যাদেশ                        |
| Octave [কু.বো.'২৪]                                                                             | অষ্টক                           |
| Option [কু.বো.'২৩]                                                                             | ইচ্ছা                           |
| Orbit [ম.বো.'২৩]                                                                               | কক্ষপথ                          |
| Public opinion [ঢা.বো.'২৪]                                                                     | জনমত                            |
| Payee [ব.বো.'২৪]                                                                               | প্রাপক                          |
| Penal code [কু.বো.'২৪]                                                                         | দণ্ডবিধি                        |
| Public Works [কু.বো.'২৪;<br>রা.বো. ব.বো., য.বো.'২৩;<br>ঢা.বো.'২২; চ.বো.'১৭]                    | গণপূর্ত                         |
| Prefix [কু.বো.'২৪; দি.বো.'১৯]                                                                  | উপসর্গ/অগ্রে যুক্ত করা          |
| Public [দি.বো.'২৪]                                                                             | জনসাধারণ                        |
| Pay-bill [দি.বো.'২৪]                                                                           | বেতন-বিল                        |
| Plant [চ.বো., ম.বো.'২৩]                                                                        | উদ্ভিদ                          |
| Postpaid [ব.বো.'২৩]                                                                            | পরে প্রদত্ত/পরে প্রদান          |
| Pole [ম.বো.'২৩]                                                                                | মেরু                            |
| Portal [ম.বো.'২২]                                                                              | দরজা/প্রবেশপথ                   |
| Principle<br>[ঢা.বো.'১৯, রা.বো., ব.বো.'১৭]                                                     | তত্ত্ব/সূত্র/নীতি               |
| Provost [কু.বো.'২২]                                                                            | প্রাধ্যক্ষ                      |
| Prepaid [সি.বো.'২২]                                                                            | প্রাক-পরিশোধিত/ আগাম<br>প্রদত্ত |
| Primitive [ম.বো.'২২]                                                                           | আদিম                            |
| Parade [ব.বো.'১৯]                                                                              | কুচকাওয়াজ                      |
| Pen-friend [ঢা.বো., ১৭]                                                                        | পত্র-মিতা                       |
| Plosive [রা.বো.'১৯]                                                                            | স্পর্শবর্গীয়/ধ্বনি             |
| Power house [সকল বো.'১৮]                                                                       | বিদ্যুৎকেন্দ্র/শক্তিঘর          |
| Prescription [রা.বো.'১৯]                                                                       | ব্যবস্থাপত্র                    |
| Para [রা.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৯]                                                                    | অনুচ্ছেদ                        |
| Quarantine<br>[ঢা.বো., ম.বো.'২৪]                                                               | সঙ্গরোধ                         |
| Quack [মাদ্রাসা বো.'২৪; রা.বো.<br>সি.বো.'২৩; দি.বো.'২২]                                        | হাতুড়ে (ডাক্তার)               |
| Quantity [চ.বো.'২৩]                                                                            | পরিমাণ/মাত্রা                   |



## স্যালাল TEXT

| ইংরেজি                                                                | বাংলা                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Quality [কু.বো.'২৩; চ.বো.'১৯]                                         | গুণ                           |
| Quarter [ব.বো.'১৯]                                                    | চতুর্থাংশ/সিকি                |
| Queue [সকল বো.'১৮]                                                    | সারি/সারিবদ্ধভাবে<br>দাঁড়ানো |
| Reform [ঢা.বো.'২৪; রা.বো.'২২]                                         | সংস্কার                       |
| Renew [রা.বো.'২৪, ২৩;<br>চ.বো.'২৩]                                    | নবায়ন                        |
| Racism [রা.বো.'২৪, সি.বো.'<br>২৩, ১৭ কু.বো.'২৩, য.বো.'১৯]             | জাতি-বৈষম্য/বর্ণবাদ           |
| Refugee [য.বো., কু.বো.'২৪]                                            | বাস্তুহারা/উদ্বাস্তু          |
| Relationship [চ.বো.'২৪]                                               | সম্পর্ক                       |
| Rank [দি.বো.'২৪, ১৭;<br>ম.বো.'২৩; চ.বো.'১৯]                           | পদমর্যাদা                     |
| Registration [দি.বো.'২৪]                                              | নিবন্ধন                       |
| Republic [ম.বো.,<br>মাদ্রাসা বো.'২৪; ঢা.বো.'১৯]                       | প্রজাতন্ত্র                   |
| Realism [ঢা.বো.'২৩]                                                   | বাস্তুববাদ                    |
| Rational [ব.বো.'১৯]                                                   | যুক্তিবাদী/যুক্তিসিদ্ধ        |
| Retirement [ঢা.বো.'১৭]                                                | অবসর গ্রহণ                    |
| Rotation [দি.বো.'১৯]                                                  | আবর্তন                        |
| Referendum [দি.বো.'২২;<br>চ.বো.'১৭]                                   | গণভোট                         |
| Session [ঢা.বো.'২৪]                                                   | অধিবেশন                       |
| Sponsor [রা.বো.'২৪;<br>কু.বো.'২৩]                                     | পোষক                          |
| Superintendent [চ.বো.'২৪]                                             | অধীক্ষক                       |
| Sanction [ম.বো.'২৪]                                                   | অনুমোদন/মঞ্জুরি               |
| Sabotage<br>[মাদ্রাসা বো.'২৪; ঢা.বো.'২৩,<br>১৭; চ.বো.'১৯, সকল.বো.'১৮] | অন্তর্ঘাত                     |
| Stamp [ব.বো.'২৩]                                                      | ডাকটিকিট                      |
| Signal [রা.বো.'২৩]                                                    | সংকেত                         |
| Skill [চ.বো.'২৩]                                                      | দক্ষতা                        |
| Surplus [ব.বো.'২৩]                                                    | উদ্বৃত্ত                      |
| Subsidy [য.বো., দি.বো.'২২;<br>চ.বো., কু.বো.'১৭]                       | ভরতুকি                        |

| ইংরেজি                                                               | বাংলা                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Study [রা.বো.'২২]                                                    | অধ্যয়ন              |
| Significant [ম.বো.'২২]                                               | গুরুত্বপূর্ণ         |
| Secular [কু.বো.'২২; চ.বো.'১৯]                                        | ধর্মনিরপেক্ষ/পার্বি  |
| Skull [ঢা.বো.'১৯]                                                    | করোটি/ মাথার খুলি    |
| Settlement [য.বো.'১৯]                                                | নিষ্পত্তি            |
| Symbol [দি.বো.'১৯]                                                   | প্রতীক/চিহ্ন         |
| Terminology<br>[য.বো.'২৪; ব.বো.'২৩]                                  | পরিভাষা              |
| Tally [ম.বো.'২৪]                                                     | হিসাব                |
| Transport [রা.বো.'২৩]                                                | পরিবহণ               |
| Tradition [চ.বো.'২৩]                                                 | ঐতিহ্য               |
| Theory [চ.বো.'১৯]                                                    | তত্ত্ব/সূত্র         |
| Token [সি.বো.'২৩;<br>ঢা.বো.'১৭]                                      | প্রতীক               |
| Trial [ঢা.বো., ১৭]                                                   | বিচার                |
| Urban [ব.বো.'২৪; চ.বো.,<br>রা.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৯]                     | পৌর/ নগর             |
| Union [য.বো.'২৪]                                                     | সংঘ                  |
| Uniform<br>[ম.বো.'২৪, ঢা.বো.'১৭]                                     | উর্দি                |
| Up-to-date [সি.বো., ব.বো.'২৩]                                        | হালনাগাদ             |
| Undertaking [রা.বো.'১৯]                                              | প্রতিশ্রুতি/অঙ্গীকার |
| Violation [য.বো.'২৪]                                                 | লঙ্ঘন                |
| Vocation [ম.বো.'২৪]                                                  | বৃত্তি               |
| Vacation [রা.বো., ব.বো.,<br>মাদ্রাসা বো.'২৪; য.বো.'২৩, ২২]           | ছুটি/অবকাশ           |
| Vaccine [রা.বো.'২৩]                                                  | টিকা                 |
| Vision [ব.বো.'২৪; চ.বো.'১৯]                                          | দৃষ্টি/রূপকল্প       |
| Valid [ম.বো.'২৩]                                                     | বৈধ                  |
| Vehicle [চ.বো.'২৩]                                                   | গাড়ি/যান            |
| Validity [রা.বো.'১৭]                                                 | বৈধতা                |
| Virus [চ.বো.'২২]                                                     | ভাইরাস/জীবাণু        |
| War-criminal<br>[ঢা.বো.'২৪; রা.বো.'১৭]                               | যুদ্ধাপরাধী          |
| War crime [চ.বো.'২৪;<br>সি.বো.'২৩; ব.বো.'২২]                         | যুদ্ধাপরাধ           |
| Wit [ব.বো.'২৪]                                                       | বুদ্ধি/রসিকতা        |
| Walk-out [য.বো., দি.বো.,<br>মাদ্রাসা বো.'২৪; চ.বো.'২৩;<br>ঢা.বো.'১৭] | সভাবর্জন/বয়কট       |



| ইংরেজি                 | বাংলা             |
|------------------------|-------------------|
| Weekend [ম.বো.'২৪]     | সপ্তাহান্তিক কাল  |
| Will [ঢা.বো.'২৩]       | ইচ্ছাপত্র/দানপত্র |
| White-paper [য.বো.'২২] | শ্বেতপত্র         |
| X-ray [মড্রাসা বো.'২৪] | রঞ্জন-রশ্মি       |
| Xerox [সি.বো.'২২]      | ফটোকপিকরণ         |

| ইংরেজি                  | বাংলা             |
|-------------------------|-------------------|
| Zoom [দি.বো.'২৪]        | জুম               |
| Zonal office [ম.বো.'২৪] | আঞ্চলিক কার্যালয় |
| Zodiac [ঢা.বো.'২৩]      | রাশিচক্র          |
| Zone [রা.বো.'২৩]        | অঞ্চল             |

সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

| ইংরেজি          | বাংলা                      |
|-----------------|----------------------------|
| Abbreviation    | সংক্ষেপণ/শব্দ-সংক্ষেপ      |
| Academic        | প্রাতিষ্ঠানিক/শিক্ষায়তনিক |
| Acknowledgement | প্রাপ্তিস্বীকার            |
| Adaptation      | অভিযোজন                    |
| Adviser         | উপদেষ্টা                   |
| Allotment       | বরাদ্দ                     |
| Ambassador      | রাষ্ট্রদূত/রাজদূত          |
| Analysis        | বিশ্লেষণ                   |
| Ancestor        | পূর্বপুরুষ                 |
| Anticorruption  | দুনীতি দমন                 |
| Approval        | অনুমোদন                    |
| Approve         | অনুমোদন করা                |
| Architect       | স্থপতি                     |
| Article         | অনুচ্ছেদ                   |
| Attestation     | সত্যায়ন                   |
| Background      | পটভূমি                     |
| Bibliography    | রচনাপঞ্জি/গ্রন্থপঞ্জি      |
| Bio-data        | জীবনবৃত্তান্ত              |
| Black-out       | নিষ্প্রদীপ                 |
| Blue-print      | নীল নকশা/প্রতিচিত্র        |
| Board           | পর্ষদ/বোর্ড                |
| Boyscout        | ব্রতীবালক                  |
| Broadcast       | সম্প্রচার/অনুষ্ঠান প্রচার  |
| By-order        | আদেশক্রমে                  |
| Campus          | অঙ্গন/ক্যাম্পাস/শিক্ষাঙ্গন |
| Capitalist      | পুঁজিবাদী                  |
| Carpet          | মাল                        |
| Chancellor      | আচার্য                     |
| Crack-whip      | মুখ্য সচেতক                |
| Crusade         | দেওয়ানি আইন               |
| Civil-war       | গৃহযুদ্ধ                   |
| Conduct         | আচরণ                       |
| Confidential    | গোপনীয়                    |

| ইংরেজি        | বাংলা                   |
|---------------|-------------------------|
| Co-ordination | সমন্বয়/সমন্বয় সাধন    |
| Co-ordinator  | সমন্বয়কারী/সমন্বয়ক    |
| Deadlock      | অচলাবস্থা               |
| Death penalty | মৃত্যুদণ্ড              |
| Democracy     | গণতন্ত্র                |
| Design        | নকশা করা/আঁকা           |
| Diagnosis     | রোগনির্ণয়              |
| Dictator      | একনায়ক                 |
| Diplomat      | কূটনীতিক                |
| Diplomatic    | কূটনৈতিক                |
| Discharge     | বরখাস্ত/অব্যাহতি        |
| Donation      | দান                     |
| Dual          | দ্বৈত                   |
| Duel          | দ্বন্দ্বযুদ্ধ           |
| Editing       | সম্পাদনা                |
| Edition       | সংস্করণ                 |
| Emergency     | জরুরি/জরুরি অবস্থা      |
| Encyclopedia  | বিশ্বকোষ                |
| Endorsement   | পৃষ্ঠাঙ্কন/স্বাক্ষর     |
| Envoy         | দূত                     |
| Epitaph       | সমাধিলিপি               |
| Exchange      | বিনিময়                 |
| Excuse        | অজুহাত                  |
| Executive     | নির্বাহী/নির্বাহী বিভাগ |
| Export        | রপ্তানি                 |
| Fact          | ঘটনা/তথ্য               |
| Faculty       | অনুষদ                   |
| Feudal        | সামন্ততান্ত্রিক/সামন্ত  |
| Feudalism     | সামন্তবাদ/সামন্ততন্ত্র  |
| Forecast      | পূর্বাভাস               |
| Formation     | গঠন                     |
| Get-up        | অঙ্গ-সজ্জা              |
| Gist          | সারকথা/সারমর্ম          |



| ইংরেজি        | বাংলা                    |
|---------------|--------------------------|
| Goodwill      | সুনাম                    |
| Grade         | পর্যায়/ধাপ              |
| Hearing       | শুনানি                   |
| Honorarium    | সম্মানি                  |
| Honorary      | অবৈতনিক                  |
| Horticulture  | উদ্যানবিদ্যা             |
| Hypocrisy     | কপটতা/ভণ্ডামি            |
| Idealism      | আদর্শবাদ                 |
| Income tax    | আয়কর                    |
| Informer      | তথ্যদাতা/চর              |
| Interim       | অন্তর্বর্তীকালীন         |
| Interview     | সাক্ষাৎকার               |
| Investigation | অনুসন্ধান/তদন্ত          |
| Invoice       | চালান                    |
| Leisure       | অবকাশ/অবসর               |
| Literature    | সাহিত্য                  |
| Mass media    | গণমাধ্যম                 |
| Method        | পদ্ধতি/প্রণালি           |
| Migration     | প্রব্রাজন                |
| Mineral       | খনিজ                     |
| Multipurpose  | বিভিন্ন/বহুমুখী          |
| Navigator     | নাবিক                    |
| Non-aligned   | জোটনিরপেক্ষ              |
| Notification  | প্রজ্ঞাপন                |
| Obligatory    | বাধ্যতামূলক              |
| Optics        | আলোকবিজ্ঞান              |
| Parole        | বন্দির শর্তাধীন মুক্তি   |
| Passport      | ছাড়পত্র                 |
| Password      | গুপ্ত শব্দ               |
| Pay           | বেতন                     |
| Philology     | ভাষাবিদ্যা/ভাষাতত্ত্ব    |
| Phonetics     | ধ্বনিতত্ত্ব/ধ্বনিবিজ্ঞান |
| Pioneer       | পথিকৃৎ                   |
| Pollution     | দূষণ                     |
| Preface       | ভূমিকা/উপক্রমণিকা        |
| Primary       | প্রাথমিক                 |
| Prime         | মুখ্য/প্রধান             |

| ইংরেজি          | বাংলা                     |
|-----------------|---------------------------|
| Professor       | অধ্যাপক                   |
| Public fund     | সরকারি তহবিল              |
| Publicity       | প্রচার                    |
| Quarterly       | ত্রৈমাসিক                 |
| Query           | জিজ্ঞাসা/প্রশ্ন           |
| Quota           | যথাংশ/কোটা/ নির্ধারিত অংশ |
| Reality         | বাস্তবতা                  |
| Regiment        | সৈন্যদল                   |
| Remark          | মন্তব্য                   |
| Rent            | ভাড়া/খাজনা               |
| Salary          | বেতন                      |
| Specialist      | বিশেষজ্ঞ                  |
| Stock-market    | শেয়ার বাজার              |
| Surety          | জামিন/জামানত              |
| Survey          | জরিপ                      |
| Syntax          | বাক্যপ্রকরণ               |
| Tax             | কর                        |
| Terrorist       | সন্ত্রাসী                 |
| Thesis          | গবেষণা সার/ অভিসন্দর্ভ    |
| Trade-mark      | পণ্যচিহ্ন                 |
| Tribunal        | ন্যায়পীঠ/বিচারালয়       |
| Unskilled       | অদক্ষ                     |
| Urbanization    | নগরায়ণ                   |
| Venue           | স্থান                     |
| Vice-chancellor | উপাচার্য                  |
| Vice-versa      | তদ্বিপরীত                 |
| Visa            | প্রবাসাজ্ঞা               |
| Viva voce       | মৌখিক পরীক্ষা             |
| Vocabulary      | শব্দকোষ                   |
| Warrant         | পরোয়ানা                  |
| Witness         | সাক্ষী                    |
| Worship         | পূজা                      |
| Wristwatch      | কজি ঘড়ি/হাতঘড়ি          |
| Year Book       | বর্ষপঞ্জি                 |
| Zoologist       | প্রাণিবিদ                 |
| Zany            | বিদূষক                    |



## বাংলা অনুবাদ

কোনো বক্তব্য বা রচনাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করাকে অনুবাদ বলে। অনুবাদের সময় রচনার বক্তব্য বা বিষয়কে পরিবর্তিত না করে ভাষাগত পরিবর্তন করতে হয়।

অনুবাদের শ্রেণিবিভাগ:

অনুবাদকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

- (i) **আক্ষরিক অনুবাদ (Literal Translation):** মূল ভাষার প্রতিটি শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করে যে অনুবাদ করা হয়, তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলে।
- (ii) **ভাবানুবাদ (Transcreation):** যে অনুবাদের মাধ্যমে মূল ভাষায় লিখিত মূলভাব অক্ষুণ্ণ রেখে নিজের ভাষায় বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয় এবং মূল ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যের গঠনকে উপেক্ষা করে নিজের ভাষায় মূল ভাবকে তুলে ধরা হয় তাকে ভাবানুবাদ বলে।

অনুবাদের কিছু সাধারণ নিয়ম:

- ✓ প্রথমেই মূল অংশটি (Text) বারবার পড়ে এর সঠিক অর্থ বোঝা প্রয়োজন। একই শব্দ নানা অর্থ প্রকাশ করতে পারে। তাই কোন শব্দ কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা ভালোভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন।
- ✓ ছব্ব শব্দিক বা আক্ষরিক অনুবাদ করলে অনুবাদ যথার্থ হবে না। ভাষা শুদ্ধ ও সহজবোধ্য না হলেও অনুবাদ হবে না। মূল রচনার আলংকারিক গুণ অনুবাদে যেন বজায় থাকে, সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে।
- ✓ সংশ্লিষ্ট ভাষার Idiom, phrase সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। ক্রিয়ার কাল, বচন, পুরুষ, প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি বিষয়ে সচেতন হতে হবে।
- ✓ ইংরেজি নামগুলো (Noun) অর্থাৎ বিশেষ্যগুলো ইংরেজি হিসেবেই অনুবাদ করতে হবে।

### বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

- ০১। In the present world we live in a global village. The countries of the world are now like the homes of village. The countries are like next door neighbor to one another. We can immediately know what happens in other countries. And we can also share their joys and sorrows with them. [চ.বো., দি.বো.'২৪]

**অনুবাদ:** বর্তমান পৃথিবীতে আমরা একটি বিশ্বগ্রামে বাস করি। বিশ্বের দেশগুলো এখন গ্রামের ঘরগুলোর মতো। দেশগুলো একে অপরের প্রতিবেশীর মতো। আমরা সাথে সাথে জানতে পারি অন্য দেশগুলোতে কী ঘটছে। এবং আমরা তাদের আনন্দ ও দুঃখ ভাগাভাগি করতে পারি।

- ০২। You must have heard the name of Rabindranath Tagore. He is a famous poet of the world. His contribution to Bengali literature is incomparable. He is the poet of life; youth and nature. He is the source of our inspiration. [রা.বো.'২৪]

**অনুবাদ:** তুমি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছ। তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত কবি। বাংলা সাহিত্যে তার অবদান অপরিমিত। তিনি জীবন, যৌবন এবং প্রকৃতির কবি। তিনি আমাদের প্রেরণার উৎস।

- ০৩। We are social beings and have to consider to our behaviour on others. There are two terms to describe our social behaviour etiquette and manners. Etiquette means the rules of correct behaviour in society. The word manner means the behaviour to be polite in particular society or culture. Everybody should earn two terms in his character. [চ.বো.'২৪]

**অনুবাদ:** আমরা সামাজিক জীব এবং আমাদের আচরণ অন্যদের উপর কেমন প্রভাব ফেলবে, তা বিবেচনা করতে হবে। আমাদের সামাজিক আচরণ বোঝাতে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয় - শিষ্টাচার এবং ভদ্রতা। শিষ্টাচার বলতে সমাজে সঠিক আচরণের নিয়ম বোঝায়। ভদ্রতা শব্দটি কোনো বিশেষ সমাজ বা সংস্কৃতিতে ভদ্র আচরণ বোঝায়। প্রত্যেকেরই তার চরিত্রে এই দুটি গুণ অর্জন করা উচিত।

- ০৪। Trees help us in different ways. It gives us shade, food, fuel, medicine and Oxygen. Trees make our environment beautiful. Trees are our valuable wealth. It is very much necessary to make afforestation program successful. [চ.বো.'২৪, ২৩; কু.বো.'২৪; দি.বো.'১৯]

**অনুবাদ:** গাছ আমাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। এটি আমাদের ছায়া, খাদ্য, জ্বালানি, ওষুধ এবং অক্সিজেন দেয়। গাছ আমাদের পরিবেশকে সুন্দর করে তোলে। গাছ আমাদের মূল্যবান সম্পদ। বনাযন কর্মসূচি সফল করা খুবই প্রয়োজনীয়।



০৫। Human life is very short. But many people put off the work for tomorrow, they can do today. Men do not know what will happen tomorrow. So we must not spend a single moment in vain. To kill time is to shorten life. Remember that human life is nothing but the collection of moments. [দি.বো.'২৪]

**অনুবাদ:** মানবজীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু অনেকেই আজকের কাজ আগামীকালের জন্য রেখে দেয়, যা তারা আজই করতে পারে, মানুষ জানে না আগামীকাল কী হবে। তাই আমাদের এক মুহূর্তও বৃথা ব্যয় করা উচিত নয়। সময় নষ্ট করা মানে জীবনের সময়কে ছোট করা। মনে রাখবেন, মানব জীবন মুহূর্তগুলির সংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

০৬। Patriotism is a good virtue. It is a strong, unselfish and noble sentiment. It gives courage and strength to preserve freedom, democracy and human rights. A true patriot can sacrifice his life for his own country. False patriotism makes a man selfish. [ম.বো.'২৪]

**অনুবাদ:** দেশপ্রেম একটি মহৎ গুণ। এটি একটি শক্তিশালী, নিঃস্বার্থ এবং মহান অনুভূতি। এটি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের সুরক্ষা প্রদানের জন্য সাহস এবং শক্তি দেয়। একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক তার নিজের দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারে। মিথ্যা দেশপ্রেম একজন মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে।

০৭। Time is valuable. It is even more valuable than money. We can regain lost money; we can regain lost health but time once gone is gone forever. So, every moment of life should be used properly. [চা.বো.'২৩]

**অনুবাদ:** সময় মূল্যবান। এমনকি এটি অর্থের চেয়েও অধিক মূল্যবান। আমরা ফিরে পেতে পারি হারিয়ে যাওয়া অর্থ, আমরা ফিরে পেতে পারি হারিয়ে যাওয়া স্বাস্থ্য কিন্তু সময় একবার হারিয়ে গেলে তা চিরদিনের জন্যই হারিয়ে যায়। তাই জীবনে প্রত্যেক মুহূর্ত সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত।

০৮। Books are man's best companion in life. You must have very good friends but you can't get them when you need them. They may not speak gently to you. One or two may prove false and do you much harm. But books are always ready to be by your side. Some books may make you laugh. Some other may give you much pleasure. So, making friendship with books costs nothing but gives us much. [রা.বো.'২৩]

**অনুবাদ:** বই মানুষের জীবনের সর্বোত্তম বন্ধু। তোমার খুব ভালো বন্ধু থাকতে পারে কিন্তু প্রয়োজনের সময় তাদের কাছে নাও পেতে পারো। তারা তোমার সাথে ভদ্রভাবে কথা নাও বলতে পারে। এক-দুইজন তোমার কাছে মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারে এবং তোমার যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু বই সবসময় তোমার পাশে থাকতে প্রস্তুত। কিছু বই তোমাকে হাসাতে পারে। কিছু বই তোমাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। তাই বইয়ের সাথে বন্ধুত্ব করতে কোনো মূল্য দিতে হয় না কিন্তু এটি আমাদের অনেক কিছু দেয়।

০৯। In the modern world women have proved that they can go ahead with men shoulder and shoulder. It is not that their only duty is to serve as a mother and wife. They have many things to do. There remain many ways open for them. They can work in offices, schools, colleges and universities. They have formed a great asset for the nation. [সি.বো.'২৩]

**অনুবাদ:** আধুনিক বিশ্বে নারীরা প্রমাণ করেছে যে, তারা পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। শুধু মা ও স্ত্রী হিসেবে কাজ করাই তাদের একমাত্র কর্তব্য নয়। তাদের অনেক কিছু করার আছে। তাদের জন্য অনেক পথ খোলা রয়েছে। তারা অফিস, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে পারে। জাতির জন্য তারা এক বিশাল সম্পদ তৈরি করেছে।

১০। Man is the architect of his own life. If he makes a proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to prosper in life. Youth is the golden season of life. In youth the mind can be moulded in any form. It is called seed time of life. [মাদ্রাসা বো.'২৪; ব.বো.'২৩]

**অনুবাদ:** মানুষ নিজেই তার জীবনের কারিগর। সে যদি তার সময়কে সঠিকভাবে ভাগ করে নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করে, তবে সে জীবনে নিশ্চিত সফলতা লাভ করবে। যৌবনকাল জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সময় মনকে যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে গড়ে তোলা যায়। একে জীবনের বীজ বপনের সময় বলা হয়।

১১। Our total environment influences our life and our way of living. The main elements of our human environment are men, animals, plants, soil, air and water. There are relationships among these elements. When these relationships are disturbed, life become difficult or impossible. [য.বো.'২৩]

**অনুবাদ:** আমাদের সামগ্রিক পরিবেশ আমাদের জীবন ও জীবনধারণ পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। আমাদের মানব-পরিবেশের উপাদানসমূহ হলো মানুষ, পশু, গাছপালা, মাটি, বাতাস এবং পানি। এসব উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। যখন এ সম্পর্কের বিচ্ছিন্ন ঘটে, তখন জীবন কঠিন কিংবা অসম্ভব হয়ে পড়ে।



১২। Nothing is useless in the world. Even the commonest things we see around us have also their uses. The rocks we have frequented, may hide a rich mine. A divine intention underlines creation. There is nothing low, nothing mean. [রা. বো., ব.বো.' ২২]

**অনুবাদ:** এ জগতে কোনো কিছুই নিরর্থক নয়। এমনকি, আমাদের চারপাশে দেখা অতি সাধারণ জিনিসগুলোরও নিজস্ব প্রয়োগ আছে। যে শিলাকে আমরা অতি সাধারণ বলে মনে করি, এর ভেতরেও প্রাচুর্য লুকায়িত থাকতে পারে। তেমনি, প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে একটি ঐশ্বরিক অভিপ্রায় কাজ করে। জগতে কোনো কিছুই ক্ষুদ্র নয়, কোনো কিছুই ন্যূন নয়।

১৩। Bengali language has a glorious tradition. In this country, students and people laid down their lives to keep the honor of our language. Those martyrs are the pride of our nation and history. [সি. বো., দি.বো.' ২২]

**অনুবাদ:** বাংলা ভাষার রয়েছে এক প্রসিদ্ধ ঐতিহ্য। এদেশে আমাদের ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে ছাত্র-জনতা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে। এই শহিদরা আমাদের জাতি ও ইতিহাসের গর্ব।

১৪। Our life is short. But we have to do many things. Human life is nothing but the collection of moments. So we must not spend a single moment in vain. To kill time is to shorten life. [য. বো.' ২২]

**অনুবাদ:** আমাদের জীবনকাল সংক্ষিপ্ত। তবে আমাদের অনেক কিছু করার আছে। মানুষের জীবন কতগুলো মুহূর্তের সংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আমাদের একটি মুহূর্তও বৃথা ব্যয় করা উচিত নয়। সময় অপচয় মানে জীবনের অবচয় (সংক্ষিপ্ত করা)।

১৫। Time is very valuable. To neglect it is not proper. The success of the man who makes the right use of his time is inevitable. All the famous men of the world have made the right use of time. We should follow them. [ম. বো.' ২২]

**অনুবাদ:** সময় অত্যন্ত মূল্যবান। একে অবহেলা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে পারেন, তাঁর সাফল্য অবধারিত। পৃথিবীর সকল বিখ্যাত মানুষ সময়ের সঠিক ব্যবহার করেছেন। আমাদের উচিত তাঁদের অনুসরণ করা।

১৬। Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. This quality is to be acquired through all our works from our boy-hood. Boy-hood is the seed time. The habit formed at this time will continue all through our life. "Everything at the right time"- should be our motto. [ঢা. বো.' ১৯]

**অনুবাদ:** সময়ানুবর্তিতার চর্চা করতে হবে এবং একে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। বাল্যকাল থেকেই সকল কাজের মধ্য দিয়ে এ গুণটি অর্জন করতে হয়। বাল্যকাল বীজ বপনের সময়। এ সময়ে যে অভ্যাস গড়ে উঠবে, সারা জীবনব্যাপী তা চলতে থাকবে। আমাদের নীতিবাক্য হওয়া উচিত "সঠিক সময়ে সবকিছু করা"।

১৭। Shaheed Minar is the symbol of our love and sincerity for supreme sacrifice of our language martyrs. It is located in front of Dhaka Medical College. Hamidur Rahman, a famous architect designed this significant monument. Its vertical lines symbolize the manifestations of inner strength. The four columns on both sides of the central structure reflect the balance and harmony of united stand. Today, it has become a part of our political as well as cultural achievement and national source of inspiration. [রা. বো.' ১৯]

**অনুবাদ:** ভাষাশহীদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতার নিদর্শন হলো শহিদ মিনার। এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে অবস্থিত। বিখ্যাত স্থপতি হামিদুর রহমান এই গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিস্তম্ভের নকশা করেন। এর উল্লম্ব রেখাগুলো আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রকাশের প্রতীক। এর কেন্দ্রীয় কাঠামোর উভয় পাশে অবস্থিত চারটি কলাম ঐক্যবদ্ধ অবস্থান, সাম্য ও ঐক্যকে প্রতিফলিত করে। আজ এটি আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অর্জনের পাশাপাশি জাতীয় প্রেরণার অংশ হয়ে উঠেছে।

১৮। Man cannot live alone. So he likes to keep company. He cannot do without the help of other even for a day. For this reason men have been living together for many days. This is called social life. None can go according to this sweet will in society. [চ. বো.' ১৯]

**অনুবাদ:** মানুষ একা বসবাস করতে পারেনা। তাই সে সঙ্গী রাখতে পছন্দ করে। অন্যের সাহায্য ব্যতীত সে একটি দিনও চলতে পারেনা। এ কারণেই মানুষ দীর্ঘদিন ধরে একসাথে বসবাস করে আসছে। একে সামাজিক জীবন নামে অভিহিত করা হয়। সমাজে কেউই তার নিজের খেয়াল-খুশিমতো চলতে পারে না।



১৯। Family is the first school where the child learns his lessons. The first lessons are very essential for developing his mind. He sees, hears and begins to learn in his family. Family builds his character. In a good family honest and healthy man are made.

[ব. বো. '২৪, ১৯]

**অনুবাদ:** পরিবারই শিশুর প্রথম বিদ্যালয় যেখানে সে প্রথম পাঠলাভ করে। জীবনের প্রথম পাঠ তার মানসিক বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার পরিবারকে দেখা এবং শোনার মাধ্যমে পরিবার থেকে শিখতে শুরু করে। পরিবার তার চরিত্র গঠন করে। একটি ভালো পরিবারেই একজন সৎ ও সুস্থ মানুষ তৈরি হয়।

২০। We should bear the courage to say the right thing. We need not fear men nor care for what others think of us. So long as our purpose is honest, God will be on our side. And with this help, we shall be able to encourage the weak. Thus we shall be able to march in life and search its goal.

[সি. বো. '১৯]

**অনুবাদ:** আমাদের সঠিক কথা বলার সাহস থাকা উচিত। লোকের ভয় অথবা অন্যরা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবছে তা ভেবে আমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়। যতক্ষণ আমাদের উদ্দেশ্য সৎ থাকবে, ততক্ষণ ঈশ্বর আমাদের সহায় থাকবেন। তাঁর সাহায্য নিয়েই আমরা ভীতকে উৎসাহিত করতে পারব। এভাবেই আমরা জীবন পথে অগ্রসর হতে পারব এবং খুঁজে নিতে পারব জীবনের লক্ষ্য।

২১। The aim of education is to make a man fully fit for himself and the society. It means to develop the whole man, his body, mind and soul. It is education which aims at providing a child with opportunities so that it can bring to light it's all latent qualities. An educated man should be gentle, polite, thoughtful, creative, kind, respectful, sympathetic and co-operative. So, all of us should try our best to be educated and to serve humanity and the state. Because if education develops no spiritual and moral values, it has no value at all.

[কু. বো. '১৯]

**অনুবাদ:** শিক্ষার উদ্দেশ্য একজন মানুষকে সম্পূর্ণভাবে তার নিজের ও সমাজের জন্য যোগ্য করে তোলা। এর উদ্দেশ্য হলো একজন মানুষের মন ও আত্মার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি শিশুর জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা; যাতে এটি শিশুর সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করতে পারে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে নম্র, ভদ্র, চিন্তাশীল, সৃষ্টিশীল, দয়ালু, সম্মানিত, সহানুভূতিশীল এবং সহযোগিতামূলক হওয়া উচিত। তাই আমাদের সকলের উচিত শিক্ষিত হতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং দেশ ও মানবতার সেবা করা। কারণ শিক্ষা যদি আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করতে না পারে, তবে এর কোন মূল্য নেই।

২২। Patriotism is a very noble virtue. It means love for one's country. A person who loves his/her country more than anything else is called a patriot. Patriotism inspires a man to do everything just and fair for the wellbeing and betterment of the country. It is the invaluable quality that impels a man to sacrifice his own interest, comfort, pleasure and even his life for the sake of his/her country. To a true patriot mother and the motherland are the same.

[সকল বো. '১৮]

**অনুবাদ:** দেশপ্রেম একটি অতি মহৎ গুণ। এর অর্থ নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা। যে ব্যক্তি তাঁর দেশকে অন্য যে কোনো কিছু থেকে অধিক ভালোবাসেন, তিনিই দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেম একজন মানুষকে দেশের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য ন্যায় ও সঠিক কাজ করতে উৎসাহিত করে। এটি সেই অমূল্য গুণ যা একজন মানুষকে তার দেশের জন্য নিজের স্বার্থ, স্বাস্থ্য, তৃপ্তি এমনকি তার জীবন উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করে। একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিকের কাছে মা ও মাতৃভূমি সমতুল্য।

৩। Bangladesh is now a free country. She suffered much during the last twenty-five years. But for her, the days of suffering are over, she is going to enter into an age of great prosperity. The golden land of Bangladesh will again be flowing with milk and honey.

[জ. বো. '১৭]

**অনুবাদ:** বাংলাদেশ এখন একটি স্বাধীন দেশ। গত পঁচিশ বছরে এদেশ অনেক সমস্যায় ভুগেছে। কিন্তু তার সেই দুর্ভোগের দিন এখন শেষ হয়েছে, সে এখন প্রভূত উন্নতির যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এদেশের সোনার মাটি আবারও সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠবে।



- ২৪। We are social beings and have to consider the effect of our behavior on others. There are two terms to describe our social behavior 'etiquette' and 'manners'. 'Etiquette' means the rules of correct behavior in society. The word 'manner' means the behavior to be polite in particular society or culture. No one likes a bad-mannered person.

[রা. বো.'১৭]

**অনুবাদ:** আমরা সামাজিক জীব এবং অন্যের ওপর আমাদের আচরণের প্রভাব আমাদের বিবেচনায় নেয়া উচিত। আমাদের সামাজিক আচরণ বিশ্লেষণের জন্য দুটি পরিভাষা রয়েছে- 'শিষ্টাচার' এবং 'ভদ্রতা'। 'শিষ্টাচার' বলতে সমাজ স্বীকৃত আচরণকে বোঝায়। অপরদিকে 'ভদ্রতা' হলো বিশেষ সমাজ বা সংস্কৃতিতে শালীন আচরণ করা। অভদ্র ব্যক্তিকে কেউই পছন্দ করে না।

- ২৫। A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lessons interesting. He keeps pupils and students awake. He also makes them confident and proves them clever. Everybody has something valuable inside him. A good teacher discovers the treasure hidden inside each student.

[ম.বো.'২৩; য.বো.'১৯; চ. বো.'১৭]

**অনুবাদ:** একজন ভালো শিক্ষক যেকোনো দেশেরই একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বাংলাদেশে ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। একজন ভালো শিক্ষক তার পাঠকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সজাগ রাখেন। তিনি তাদের আত্মবিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান করে গড়ে তোলেন। প্রত্যেকের মাঝেই মূল্যবান কিছু না কিছু সুপ্ত থাকে। একজন ভালো শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে লুক্কায়িত সেই সম্পদকে খুঁজে বের করেন।

- ২৬। Bangladesh is the land of our birth. The blue sky and the air of this land are very dear to us. It is our duty to build up our dear Bangladesh. It is our sacred duty. If we do our respective duties, only then our country will make progress.

[ব. বো.'১৭]

**অনুবাদ:** বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। এদেশের নীল আকাশ ও স্নিগ্ধ সমীরণ আমাদের অতিপ্রিয়। আমাদের প্রিয় এই বাংলাদেশকে গড়ে তোলা আমাদেরই কাজ। এটি আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। আমরা যদি আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি, তবেই আমাদের দেশ উন্নতি লাভ করবে।

- ২৭। Many people put off for tomorrow the work they can do today. Students also very often put off their class lessons for tomorrow. Nothing is more injurious than this habit. Men do not know what will happen tomorrow. This is why it is wise to value the present moments to make our life meaningful. A lot of troubles and dangers may come and upset everything. So, we must not neglect our time, the flowing capital.

[সি. বো.'১৭]

**অনুবাদ:** অনেকেই আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখে। শিক্ষার্থীরাও প্রায়শই তাদের পড়াশোনা পরবর্তী দিনের জন্য ফেলে রাখে। এর থেকে ক্ষতিকর আর কোনো অভ্যাস হতে পারে না। মানুষ জানে না আগামীকাল কী হবে। এ কারণে বর্তমান সময়কে গুরুত্ব দিয়ে জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলাই জ্ঞানীর কাজ। অনেক সমস্যা ও বিপদ এসে সব এলোমেলো করে দিতে পারে। তাই আমরা কখনোই আমাদের গতিশীল মূলধন সময়কে অবহেলা করব না।

- ২৮। A patriot is a man who loves his country, works for it, and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty, but the best soldiers do more than this. They risk their lives because they love the country. They are the best friends of the people.

[য. বো.'১৭]

**অনুবাদ:** যে ব্যক্তি নিজের দেশকে ভালোবাসেন, দেশের জন্য কাজ করেন এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করতে ও জীবন দিতে ইচ্ছে পোষণ করেন, তিনিই দেশপ্রেমিক। প্রত্যেক সৈন্য তার কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য কিন্তু শ্রেষ্ঠ সৈনিকরা এর চেয়েও বেশি কিছু করে থাকেন। দেশকে ভালোবাসেন বলেই তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নেন। তাঁরা জনগণের সর্বোত্তম বন্ধু।



২৯। Walking is the best suited to all kinds of health. Both the young and the old can walk and help their bodies make active as long as they live. On the other hand, gymnastic exercises are best suited to young people only. However, today most doctors advise some patients, suffering from particular diseases, for jogging. [কু. বো. '২৩, ১৭]

**অনুবাদ:** সব ধরনের স্বাস্থ্যের জন্যই হাঁটাই সব থেকে বেশি উপযোগী। যুবক থেকে বৃদ্ধ সকলেই নিয়মিত হাঁটার মাধ্যমে আজীবন তাদের শরীরকে সচল রাখতে পারে। অন্যদিকে শারীরিক কসরত কেবল যুবকদের জন্যই উপযোগী। তবে আজকাল বেশিরভাগ ডাক্তার তাদের কিছু বিশেষ ধরনের রোগীদের জগিং করার পরামর্শ দেন।

৩০। The life of a student is a life of preparation, preparation for the struggle of life. To make him well-fitted for the struggle, education is necessary. Students of today will lead the nation tomorrow. But if their education is not complete, they will not be able to lead the country to peace and prosperity. [দি. বো. '১৭]

**অনুবাদ:** ছাত্রজীবন হলো প্রস্তুতির জীবন, জীবনযুদ্ধে প্রস্তুতির সময়। তাকে জীবনযুদ্ধের জন্য যথাযথভাবে গড়ে তুলতে প্রয়োজন শিক্ষা। আজকের ছাত্ররাই আগামী দিনে জাতির নেতৃত্ব দিবে। কিন্তু তাদের শিক্ষা যদি অসম্পূর্ণ থাকে, তারা দেশকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে না।

### ◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। Words have a lot of power. They can help or hit, bless or curse. Unkind words do a lot of harm, kind words do lot of good. We can spoil a friend's happiness by an unkind word but cheer up a sad heart with a kind word which costs nothing. A kind word is often more welcome than a costly present.

**অনুবাদ:** কথার রয়েছে অসীম শক্তি। এগুলো সহায়তা কিংবা আঘাত করতে পারে, আশীর্বাদ কিংবা অভিশাপ দিতে পারে। রুঢ় কথা অনেক ক্ষতি সাধন করতে পারে, অপরদিকে ভালো কথা মঙ্গল বয়ে আনে। রুঢ় কথার দ্বারা আমরা বন্ধুর সুখ নষ্ট করতে পারি কিন্তু মধুর কথার দ্বারা বিষণ্ণ হৃদয়কে উৎফুল্ল করে তুলতে পারি যার জন্য কোনো খরচ করতে হয় না। একটি ভালো কথা একটি মূল্যবান উপহারের চেয়েও দামি হয়।

০২। Physical labour helps us to digest what we eat. Physical exercise makes the bones and muscles strong and tough. Those who take physical exercise regularly, do not get fatigued even if they toil hard and if necessary, they can under go much more hardship.

**অনুবাদ:** শারীরিক শ্রম আমাদের খাবার হজম করতে সাহায্য করে। শারীরিক কসরত হাড় ও পেশিকে মজবুত এবং দৃঢ় করে। যারা নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করে তারা কঠোর শ্রম সত্ত্বেও ক্লান্ত হয় না এবং প্রয়োজনবোধে তারা অনেক বেশি কষ্টের কাজ করতে পারে।

০৩। Socrates never believed that all men are equal. If all were treated as equal there, would be one flock and no shepherd. This opinion of Socrates gave offence to many people. Socrates was regular in prayer and had a firm belief in God. He believed that only God knows what is good for us. So our prayer should simply be— "Give me what is good".

**অনুবাদ:** সফ্রেটিস কখনো বিশ্বাস করতেন না যে, সব মানুষ সমান। যদি সবাইকে সমান ভাবা হতো তাহলে তারা একটি ঝাঁকে (দলে) পরিণত হতো এবং কেউ দলনেতা হতো না। সফ্রেটিসের এ মতবাদে অনেকেই অপমানিতবোধ করেছেন। সফ্রেটিস নিয়মিত উপাসনা করতেন এবং স্রষ্টার প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবল স্রষ্টাই জানেন, আমাদের জন্য কোনটি ভালো। তাই আমাদের সাধারণ প্রার্থনা হওয়া উচিত, “আমাকে তাই দাও-যা মঙ্গলকর।”

৪। A Newspaper is a store-house of knowledge. We can know the condition, manners and customs of other countries of the world from newspaper. It is in fact the summary of all current history. It supplies information to all classes of people. The businessman finds the condition of the market about his goods through newspaper.

**অনুবাদ:** সংবাদপত্র হলো জ্ঞানের ভান্ডার। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা অন্যদেশের অবস্থা, আচার-ব্যবহার ও প্রথা সম্পর্কে জানতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, এটি হলো চলতি ইতিহাসের একটি সার-সংক্ষেপ। এটি সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দেয়। ব্যবসায়ীরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাদের পণ্য সম্পর্কে বাজারের অবস্থা জানতে পারে।



Education is the backbone of a nation. No nation can make progress without education. Ignorance is compared to darkness. So the light of education is essential for society. Everyone has to realize this truth. The students should be aware of their responsibilities. Otherwise there will be no hope for the nation.

**অনুবাদ:** শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। অজ্ঞতা অন্ধকারের শামিল। তাই সমাজের জন্য শিক্ষার আলো প্রয়োজন। প্রত্যেককে এ সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অন্যথায় জাতির জন্য কোন আশা থাকবে না।

Health is at the root of all happiness. A man without health cannot become happy in life. Good health is the key to success as well. To build good health regular exercise is necessary. Along with this a balanced diet, some fruits and roots are also necessary.

**অনুবাদ:** স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। সুস্বাস্থ্য ছাড়া কেউই জীবনে সুখী হতে পারে না। ভালো স্বাস্থ্য সাফল্যের চাবিকাঠিও বটে। ভালো স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত শরীরচর্চা করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি সুস্বাদু খাদ্য, কিছু ফলমূল এবং সবজিরও প্রয়োজন।

Can you say why Bangladesh came out victorious in this war? There are two reasons. First, the people of Bangladesh believed that they fought for freedom of the nation. They fought in the name of the freedom of our homeland Bangladesh. The Pakistanis were defeated because they wanted to take the country of others. Second, we had a very great leader.

**অনুবাদ:** তোমরা কি বলতে পার বাংলাদেশ কেন এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছে? এর পেছনে দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করেছিল যে, তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে। তারা আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার নামে যুদ্ধ করেছে। পাকিস্তানিরা পরাজিত হয়েছিল কারণ তারা অন্যের দেশ দখল করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আমাদের ছিল একজন মহান নেতা।

Students are the source of future hope and strength of our country. Much depends on how they spend their time and energy now. They have, in the first place, to acquire knowledge and experience. Secondly, they have to look around and study the condition of people, their ways of living and see in what direction reforms are necessary.

**অনুবাদ:** শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশের ভবিষ্যতের আশা ও শক্তির উৎস। এর বেশিরভাগ নির্ভর করে তারা কীভাবে তাদের সময় ও শক্তিকে এখন কাজে লাগাচ্ছে। প্রথমত, তাদেরকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে চারিদিক লক্ষ্য করতে হবে জনসাধারণ কীভাবে আছে এবং জীবনযাপন করছে তা দেখতে হবে এবং বের করতে হবে কোথায় সংস্কার আবশ্যিক।

The most common causes of deforestation are cutting and burning the forest land. Though the forest lands are cut and burnt for the sake of agriculture and habitation, it has a negative effect on environment. The removal of trees causes the bird and other animals living on them to leave the place. It also causes serious damage to the soil, as trees give protection to the soil as well. In the end, the soil gets sediment in the river bed and causes frequent flood.

**অনুবাদ:** নির্বনিকরণের সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলো হচ্ছে বনভূমি নিধন এবং পোড়ানো। কৃষি এবং বসবাসের প্রয়োজনে বনভূমি কেটে ফেলা এবং পোড়ানো হলেও পরিবেশের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। গাছপালা অপসারণের কারণে এদের উপর বসবাসকারী পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীদের স্থান ত্যাগ করতে হয়। এটি ভূমি-ক্ষয়েরও মারাত্মক কারণ, কেননা গাছপালা মাটি সংরক্ষণ করে থাকে। অবশেষে, মাটি পলিরূপে নদীতটের সঞ্চিত হয় এবং বন্যার সৃষ্টি করে।

Students have youth and energy. They are filled with ideals. They are free from maintaining families. So it is easy for them to devote themselves to social service. Students of today will lead the nation tomorrow.

**অনুবাদ:** শিক্ষার্থীদের রয়েছে তারুণ্য ও উদ্যম। তাদের মন আদর্শে ভরপুর। তারা সাংসারিক দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত। তাই সামাজিক কর্মকাণ্ডে আত্ম-নিয়োগ করা তাদের পক্ষে সহজ। আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামীতে জাতির নেতৃত্ব দেবে।

Always speak the truth. Never tell a lie. Nobody believes a liar. Even if he speaks the truth he is considered to be a liar. Nobody in the world is as unfortunate as he.

**অনুবাদ:** সদা সত্য কথা বলবে। কখনো মিথ্যা বলবে না। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। এমনকি কখনো সে সত্য কথা বললে তখনও সে মিথ্যাবাদী বলে বিবেচিত হয়। সংসারে তার মতো হতভাগ্য কেউ নেই।

The love of mother is never exhausted. It never changes; It never tires. The father may turn his back on children. Brothers and sisters may become deadly enemies. But a mother's love endures through all. A mother always remembers her child's smile.

**অনুবাদ:** মাতৃস্নেহ কখনো নিঃশেষ হয় না। এর পরিবর্তন নেই, নেই কোনো ক্লান্তি। বাবা তার সন্তানের প্রতি বিমুখ হতে পারে, ভাই-বোন পরস্পর শত্রু হতে পারে। কিন্তু মায়ের ভালোবাসা চিরন্তন। মা তার সন্তানের নির্মল হাসি সবসময়ই মনে রাখে।



১৩। We are the inhabitants of an independent country. Freedom is the birth right of man. But no nation can achieve it without effort. Again, the people of a country must be determined to defend it.

**অনুবাদ:** আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু কোনো জাতিই চেষ্টা ছাড়া এটা অর্জন করতে পারে না। আবার, সে দেশের লোককে স্বাধীনতা সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হতে হয়।

১৪। There is a proverb: Cut your coat according to your cloth. We should be satisfied with what we earn in an honest way. In a developing country like our's luxuries of all kinds should be avoided. The rich should not forget the pitiable condition of the common people. Some people earn money in the most unfair way.

**অনুবাদ:** প্রবাদে আছে: আয় বুঝে ব্যয় কর। সৎভাবে আমরা যা উপার্জন করি তাই নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে সকলপ্রকার বিলাসদ্রব্য পরিহার করা উচিত। বিত্তবানদের গরিবের দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কতক লোক অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে থাকে।

১৫। Most of the students of our country are inattentive to their studies. They waste their valuable time by involving themselves in political activity. In this way, they misuse their hard earned money of the guardians. They should think that they are the future of the country. It is their duty to build the country nicely.

**অনুবাদ:** আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী পড়াশুনায় অমনোযোগী। তারা তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করে। এভাবে তারা তাদের অভিভাবকের কঠোর শ্রমে অর্জিত টাকা-পয়সার অপচয় করে। তাদের ভাবা উচিত যে, তারাই দেশের ভবিষ্যৎ। দেশকে সুন্দরভাবে গড়া তাদের দায়িত্ব।

১৬। Books introduce us into the best society. They bring us into the presence of the greatest mind that have ever lived. We heard and saw what they said and did. We see them, as if they were really alive. We are participators in their thoughts. We sympathise with them, and grieve with them.

**অনুবাদ:** বই আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এটি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মনের কাছাকাছি এনে দেয় যারা অমর। তাঁরা যা বলেছেন ও করেছেন তা আমরা শুনি ও দেখি। আমরা দেখি তারা যেন সত্যি বেঁচে আছেন। আমরা তাঁদের চিন্তায় অংশগ্রহণ করি। আমরা তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হই এবং তাঁদের সাথে শোক প্রকাশ করি।

১৭। The 21<sup>st</sup> February is a memorable day in our life. Each year we remember this day with esteem. It is a holiday. This day the National flag is kept half-raised. Every Shahid Minar gets covered with flowers. Those who have sacrificed their lives are immortal.

**অনুবাদ:** একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। প্রতি বছর এ দিনটি আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। এ দিনটি সরকারি ছুটির দিন। এ দিনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। প্রতিটি শহিদ মিনার ফুলে ফুলে ঢেকে যায়। যারা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন তাঁরা অমর।

18. English is an international language. Today everybody realizes the necessity of learning this language. The development of modern language learning skill is being considered the development of technology. In this age of information technology, the importance of English in the development of communication in national and international level, and as a global language is increasing step by step. In this context, there is no alternative to acquire English learning skill.

**অনুবাদ:** ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। এ ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা আজ সবাই উপলব্ধি করছে। আধুনিক ভাষা শিখন দক্ষতার উন্নয়নকে প্রযুক্তির উন্নয়ন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে যোগাযোগ উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছাড়াও বৈশ্বিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় ইংরেজি ভাষার দক্ষতা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই।

It is impossible to describe the beauty of the Taj in words. It has been called a dream in marble and a tear drop on the cheeks of time but the fairest phrases fail to do justice to the surpassing creation of art. The Taj is best seen in moonlight when the dazzling white of the marble is mellowed into a dreamy softness. The most charming view, perhaps, is obtained from the palace on the opposite bank of the river.

**অনুবাদ:** তাজমহলের সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। এটাকে বলা হয়ে থাকে মার্বেল পাথরের মধ্যে স্বপ্ন এবং সময়ের কপোলে ফোঁটা অশ্রু; কিন্তু এ চমৎকার শব্দগুচ্ছও শিল্পকলার এ অনন্য সৃষ্টির প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ। জ্যোৎস্না রাতে যখন মার্বেল এর চোখ ধাঁধানো শুভ্রতা, স্বপ্নময় কোমলতা আবিষ্টি হয় তখন তাজমহল সর্বোত্তম রূপে অবলোকন করা যায়। সম্ভবত সবচেয়ে চমৎকার দৃশ্য দেখা যায় নদীর অপর তীরের প্রাসাদ থেকে।



- It is to books that I own everything that is good in me. Even in my youth, I realized that art is more generous than people are. I am a book-lover, each one of them seems miracle to me and the author the magician. I am unable to speak of books without using the deepest emotion and joyous enthusiasm. That may seem ridiculous but it is the truth.
- We all know that the eye of God is always upon us. But this knowledge does no good to us if we do not keep it in mind. Keeping it in mind, we cannot do any wrong. It always holds us back from sins. Thus, it does much good to us.
- Who does not want to be famous? One needs to acquire learning if one wants to be famous. Nobody can prosper in life without learning or education. And what is needed to this is honesty and industry. Industry is the key to success. Success after success makes a man famous. We hope that all of you will be honest and industrious.
- Patriotism is love and passion for the country. It is a strong and complete selfless great emotion. A patriot can sacrifice his own life for the welfare of his country. It is such an idealism that gives courage and strength. But mere show of patriotism makes people narrow minded and selfish. People devoid of patriotism do not hesitate to plot against the country. So, we all should avenge them.
- The great defect of civilization is that it does not know how to utilize the knowledge. Science has given us unlimited power but we are wasting it. For example, we can say about machinery. Machines were invented to serve people but now people have become some much dependent on machines that it has become the masters of them now. Now we can not work, even play without the help of machines. Now it has become must for the people to take care of the machinery.
- Modern science is teaching us that no one can live alone. Co-operation between individuals and between the families is essential to the life of a man. Greater co-operation between nations is essential for continuing life on earth.
- Know thyself was his motto and the chief point of his doctrine was that everyone should acquire knowledge. From knowledge, he said, come virtue and goodness, from ignorance comes all that is evil. He argued that no man willingly chooses what is evil; he does evil out of ignorance; therefore, the chief aim of them should be to acquire knowledge.
- The great problem in Bangladesh is the political restlessness. Political stability encourages and mobilizes the motion of development. No plan is implemented for the frequent changes of decision. As a result, the country is left in that abyss of darkness where it was.
- The World is like a looking glass, if you smile, it smiles, if you frown it frowns back. If you look at it through a red glass, all seems red and rosy. If through a blue, all blue, if through a smoked on all dull and dirty.
- Social value refers to norms or forms of behavior that are widely acceptable and admirable in the society. It also refers to the life style people think that they should adopt. In the past honesty, sincerity, truthfulness, piety, fellow-feeling etc., were considered to be social values. Adopting unfair means in any walk of life for any reason whatsoever was regarded as evil. People treated to keep themselves away from all sort of malpractices and deeds.



## ব্যাকরণ

## দৈনিক লিপি, অভিজ্ঞতা বর্ণন, ভাষণ ও প্রতিবেদন

## দৈনিক লিপি



দৈনিক লিপির আভিধানিক অর্থ রোজনামচা বা দিনপঞ্জি। এর ইংরেজি পরিভাষা- Diary। আমরা আমাদের প্রতিটি দিন যেভাবে অতিবাহিত করি তা সারাদিনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করি তা লিখে প্রকাশ করাকেই দৈনিক লিপি বলে।

## ❖ দৈনিক লিপি লেখার নিয়ম:

- দৈনিক লিপি সহজ-সরল ভাষায় লিখতে হবে। এর ভাষা হবে আকর্ষণীয় ও মধুর্যপূর্ণ।
- দৈনিক লিপি লেখার শুরুতেই পৃষ্ঠার বামপাশে উপরে তারিখ, বার, সময় ও নাম উল্লেখ করতে হবে।
- দৈনিক লিপিতে কোনো ঘটনা বর্ণনার সময়ে-ঘটনার সময়, স্থান, পরিবেশ ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।
- দৈনিক লিপি লেখার আগে মনে মনে একটি খসড়া চিত্র দাঁড় করিয়ে নিলে ভালো হয়। সারাদিন যেভাবে অতিবাহিত হয়েছে তা একে পর এক ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লেখা ভালো।
- দিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা না লিখে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হবে।

## ◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন বিষয়ে একটি দৈনিক লিপি রচনা কর।

[য.বো., ম.বো.'২৪]

## বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

তারিখ: ১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৪,

সোমবার; সময় রাত ১০টা ১৫ মিনিট;

স্থান: মিরপুর, ঢাকা।

বিজয় দিবসের দিনটি আমার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের জাতীয় দিবসগুলো একে অপরের সাথে যেন অভিন্নভাবে যুক্ত। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আমাদের ভাষার জন্য রক্ত দেওয়া শুরু হয়েছিল, এরপর ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তারই চূড়ান্ত বিজয় আমরা অর্জন করেছিলাম ১৬ই ডিসেম্বর। এই দিবসগুলো আমাদের জাতীয় চেতনার মাইলফলক, যা আমাদেরকে প্রতি বছর নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরা একটি স্বাধীন জাতি। এবারের বিজয় দিবসটি ছিল আমার জন্য একটু ভিন্ন। কারণ, এবারই প্রথম আমি এই দিবসটি কলেজে উদ্‌যাপন করলাম। কলেজে ভর্তির পর থেকেই আমি নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি, আর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান সেই অভিজ্ঞতার ধারায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সকালের আলো যখন মৃদু মৃদু ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন কলেজের প্রাঙ্গণে শুরু হলো আমাদের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান। সকাল আটটায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনের সূচনা হয়। হাজার হাজার শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ মিলে সমবেত সুরে গাইলেন জাতীয় সংগীত। জাতীয় সংগীতের প্রতিটি শব্দ যেন আমাদের বুকের গভীর থেকে উঠে আসা দেশপ্রেমকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে। এরপর অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শুরু হয় ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে। কুরআন তিলাওয়াত, গীতাপাঠ, ত্রিপিটক পাঠ, এবং বাইবেল পাঠের মাধ্যমে সকল ধর্মের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একতাই আমাদের দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা এই পর্বটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় কলেজ অভিটোরিয়ামে। সেখানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয়, এবং শিক্ষকরা তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য দেন। আলোচনা পর্বের পাশাপাশি ছিল কবিতা পাঠ, যেখানে দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও ছিল দেশের গান, দলীয় নৃত্য, এবং পুরস্কার বিতরণী। এই পর্বগুলোতে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে দেশপ্রেমের এক অদম্য আগ্রহ ছিল দৃশ্যমান। অনুষ্ঠানের তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্ব ছিল 'রক্তস্নাত ৭১' নামে মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন। এটি ডিজিটাল বোর্ডে প্রদর্শিত হয় এবং মিলনায়তনে



উপস্থিত হাজার হাজার দর্শক একনিষ্ঠভাবে এটি উপভোগ করেন। প্রামাণ্য চিত্রটি যেন আমাদের সকলকে নিয়ে যায় ১৯৭১ সালের সেই গৌরবময় দিনগুলোতে, যখন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে দেশের জন্য লড়াই করেছিল। প্রামাণ্য চিত্রটি দেখে আমি যেন নিজের মধ্যে এক ধরনের নবজাগরণের অনুভব করলাম। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা আমাদের জন্য কতটা মূল্যবান, তা নতুন করে উপলব্ধি করতে পারলাম। অনুষ্ঠান শেষে আমি নিজেই নিজের সাথে প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি এই দেশকে গড়ে তোলার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করব। বিজয় দিবসের এই দীপ্ত শপথ আমার ভবিষ্যৎ পথচলার জন্য এক অসীম প্রেরণা হয়ে থাকবে। এই উদ্যাপন আমাকে আরও দৃঢ়ভাবে মনে করিয়ে দিল যে, আমাদের স্বাধীনতা এবং বিজয়ের ইতিহাস কেবল স্মরণের জন্য নয়, বরং তা আমাদের প্রতিদিনের কাজ এবং জীবনে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। আমরা যতবারই এই দিনগুলো উদযাপন করি, ততবারই আমাদের উচিত নিজেদেরকে নতুন করে শপথবদ্ধ করা যে, আমরা এই দেশকে আরও সুন্দর, আরও উন্নত, এবং আরও শক্তিময় এক বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব।

গয়লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ উদযাপনের উপর একটি দিনলিপি লেখ।

[জ.বো.'২৪, য.বো., দি.বো.'২৩; ব. বো.'১৭]

### নববর্ষ উদযাপন

১লা বৈশাখ, ১৪৩২; বৃহস্পতিবার

রাত ১০টা ৩৫ মিনিট

আজকের স্মৃতিগুলো সংরক্ষণ করব বলে আনন্দমুখর একটা দিন শেষে লিখতে বসলাম, যাতে পরবর্তী কোনো সময়ে আজকের এই স্মৃতিগুলো হাতড়ে বেড়ালে খুব সহজে পেয়ে যাই। আজ ছিল বাঙালির প্রাণের উৎসব, বাঙালির অস্তিত্বের উৎসব 'বাংলা নববর্ষ'। আজকের দিনটি ভালোভাবে পালনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করতে গিয়ে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল গতকাল। কিন্তু মাথার মধ্যে আজকের কথা ঘুরঘুর করায় চোখে ঘুম আসছিল না। অনেক চেষ্টার পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা মনে নেই। আমাদের কলেজ মাঠে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে সকাল সকাল পৌঁছে গেলাম। গিয়ে দেখি আমার অন্য বন্ধুরা আগেই এসে গেছে। নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করে আমরা 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'য় যোগদান করলাম। শোভাযাত্রাটি শহর প্রদক্ষিণ করে যখন কলেজ প্রাঙ্গণে এসে শেষ হলো, দেখলাম একটি মোবাইল কোম্পানির সৌজনে পান্ডা-ইলিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একসাথে এত মানুষের পান্ডা-ইলিশ খাওয়া ছিল একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার। এই পর্ব শেষ করার পর কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়, যেখানে আলোচনা সভা, স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠান শেষ করে দুপুরে বাড়িতে এসে খেয়ে আবার দৌড়। কারণ বিকেলে বৈশাখী মেলায় ঘুরতে হবে তো! বন্ধুরা সবাই মিলে সারাটা বিকেল মেলায় ঘুরে বেড়লাম। ছোটো ভাইয়ের জন্য খেলনা গাড়ি আর বোনের জন্য মাটির কিছু পুতুল কিনে আনলাম। রাতে যখন বাসায় ফিরলাম, তখন তারা আমার কাছে এসব জিনিস পেয়ে খুবই খুশি হলো। সব মিলিয়ে দিনটি আমার জন্য খুবই আনন্দমুখর ছিল।

০৩। তোমার কলেজে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের একটি দিনলিপি রচনা কর। / আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি রচনা কর।

[চ.বো.'২৪, সি.বো., কু.বো.'২৩]

### আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, মঙ্গলবার

রাত ১১টা ২০ মিনিট

সকাল সকাল কলেজের প্রভাতফেরির প্রোগ্রামে অংশ নিতে হবে বলে আজ খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছি। হাতমুখ ধুয়ে এসে দেখি মা নাস্তা তৈরি করছেন। নাস্তা করেই তৈরি হয়ে কলেজে যাই এবং অধ্যক্ষ স্যারের নেতৃত্বে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করি। আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় শহিদ দিবস এবং বিশ্ববাসীর জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের এই দিনে মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন দেশপ্রেমী বাঙালিরা। তাঁদের এই আত্মত্যাগ আমাকে আলোড়িত করে, উজ্জীবিত করে এবং বেদনার্ত করে। একারণেই এই দিনটি আমা কাছে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ, অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে আমি শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে দুই মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে ভাষা শহিদদের স্মরণে নীরবতা পালন করলাম। আমাদের কলেজের শিক্ষকরা প্রবন্ধ রচনা ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বন্ধুদের সাথে যোগদান করলাম। কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান শো শিক্ষকরা আজকের দিনটির তাৎপর্য আমাদের সামনে তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডা. মিজা মাজাহারুল ইসলাম এ প্রধান বক্তা ছিলেন আব্দুল্লাহ আবু সঈদ। তাঁদের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে প্রবন্ধ রচনা ও কবি প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আমি নিজেও পুরস্কার পেয়েছি। অনুষ্ঠান শেষে বাড়িতে এসে বাবাকে পুরস্কার দেখালাম। ব খুবই খুশি হলেন। এ দিনটি আমার হৃদয়কে একুশের অনুভূতি দ্বারা পূর্ণ করেছে। আমি ক্লান্ত দেহ নিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে স্মৃতিবিজড়িত মুহূর্তগুলো দিনলিপিতে চিরদিনের জন্য স্মরণীয় করে রাখলাম।



০৪। তোমার কলেজে 'বসন্তবরণ' পালিত হয়েছে। ঐদিনের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ।

[ঢা.বো., ব.বো.'২৩]

কলেজে বসন্তবরণ উদযাপন

১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, বুধবার

রাত ১০টা ২৫ মিনিট

আজ পহেলা ফাল্গুন। বসন্ত ঋতুর প্রথম দিন। দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা আয়োজনে দিনটি পালিত হয়েছে। আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলিক্রস কলেজেও দিনটি বর্ণিল আয়োজনে পালিত হয়েছে। সকালে আমি বাসন্তী রঙের শাড়ি এবং খোপায় গাঁদা ফুলের মালা পরেছিলাম। আমাদের কলেজের মাঠে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে, আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আমাদের এলাকার মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আমাদের বাংলা বিষয়ের শিক্ষক এবং একজন সাধারণ শিক্ষার্থী। সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান শেষ হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশনার সাপে চলছিল বসন্ত বন্দনা। এতে কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কবিতা আবৃত্তি করা হয় এবং লালনগীতি, রবীন্দ্র সংগীত ও নজরুল সংগীত পরিবেশিত হয়। আমি 'বসন্ত এসে গেছে' গানটির সাথে নৃত্য পরিবেশন করি। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রীদের অনুরোধে আমাদের বাংলা বিভাগের শিক্ষক 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কী বা মৃদু বায়' গানটি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে বিকালের নাস্তা বিতরণ করা হয়। কিছুক্ষণ আগেই বাসায় এসেছি। আজ সারাদিন খুব আনন্দে কেটেছে। আর কিছুক্ষণ পরই নতুন দিনের শুরু হবে। তবে উৎসবমুখর দিনটি আমার স্মৃতিতে চির অমলিন থাকবে।

০৫। তোমার কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একটি দিনলিপি রচনা কর।

[দি. বো.'১৯, রা.বো.'১৭]

অথবা, কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

[চ, বো.'১৯, '১৭, '১৬; রা, বো.'১৬]

কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা

২রা জুলাই, ২০২৫, মঙ্গলবার

রাত ১০টা ১০ মিনিট

এখনো যেন মনে হয় এইতো সেদিন বাবার সাথে হাঁটি হাঁটি পা পা করে স্কুলে গেলাম। অথচ সময়ের পরিক্রমায় সেই স্কুল জীবন শেষে কলেজে পদার্পণ করলাম। আর আজকে ছিল আমার কলেজ জীবনের প্রথম দিন। সকাল থেকেই চঞ্চল মন আমাকে বারবার অস্থির করে তুলছিল। কোনোভাবেই শান্ত হতে পারছিলাম না। মনের মধ্যে এক মিশ্র অনুভূতি বিরাজ করছিল। আমি মনটাকে স্থির রাখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু লাভ হলো না। উত্তেজনায় সকালের নাস্তাও করতে ইচ্ছা করছিল না। নতুন প্রতিষ্ঠান, নতুন পরিবেশে কীভাবে মানিয়ে নেব তা ভেবে বারবার চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলাম। এসময় মা নাস্তা নিয়ে এলেন। জোর করে খাইয়ে দিতে দিতে বললেন, "আজকে তোমার কলেজের প্রথম দিন, দোয়া করি অনেক বড় হ'।" মায়ের কথা শুনে নিমিষেই আমার সব ভয়-জড়তা কেটে গেল। আমি নাস্তা খেয়ে তৈরি হয়ে কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সকাল নয়টায় কলেজ। আমি সাড়ে আটটায় বের হলাম। কলেজে পৌঁছে কেমন জানি এক অজানা ভালো লাগায় মন ছেয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগেও নতুন পরিবেশ কেমন হবে ভেবে যে আমি চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হচ্ছিলাম, কলেজে প্রবেশের পর সেই আমারই মনে হতে লাগল এই পরিবেশ যেন আমার কত আপন, কত চেনা! পৌঁছিই আমি আমার স্কুলের যে বন্ধুরা এই কলেজে ভর্তি হয়েছে, তাদের কল করলাম। তারপর সবাই মিলে একসাথে ক্লাসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

আমাদের প্রথম ক্লাসটি নিতে এসেছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়। তিনি আমাদের কোনো বিষয় পড়ালেন না, বরং ছাত্র-জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন করলেন। সময়ের স্রোতে গা না ভাসিয়ে নিজের স্বাভাবিক ধরে রাখতে উৎসাহিত করলেন। এরপর রুটিনমাসিক ক্লাস শুরু হলো। আমার বই আগেই কেনা ছিল পাঠ্যবইয়ের গল্পগুলো মোটামুটি পড়াও ছিল। কিন্তু স্যার প্রথম গল্পটি যেভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন, তাতে মনে হলো যেন প্রথমবার গল্পটি সম্পর্কে জানলাম। প্রথম ক্লাসেই আমি স্যারের ভক্ত হয়ে গেলাম। আরও দুটি ক্লাসের পর বিরতি দিল। তখন আমি ও আমার বন্ধুরা মিলে কলেজটি ঘুরে দেখতে বের হলাম। প্রথমেই কলেজের বিশাল মাঠ আমার নজর কাড়ল। মাঠের এক পাশে রয়েছে ছাত্র-হল যেখানে দূরের ছাত্ররা থাকে। অপরপাশে রয়েছে জিমনেসিয়াম। একেবারে সোজা সামনে আছে একটি পুকুর যেখানে লাল পদ্ম-ফুল ফুটে ছিল। সবকিছু দেখে খুবই ভালো লাগল। যেহেতু আমি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র, তাই খুঁজতে লাগলাম আমাদের ল্যাবরেটরি কোথায়। অবশেষে পেয়েও গেলাম। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের জন্য আলাদা ভবন এবং সেই ভবনগুলোতে ল্যাবরেটরির জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে জেনে খুবই খুশি হলাম। যদিও ক্লাস ব্যতীত আমাদের ল্যাবের ভেতরে ঢোকার অনুমতি ছিল না তাই ঘোরাঘুরি শেষ করে আবার ক্লাসে গেলাম। আরও দুটি ক্লাস বাকি ছিল। সেগুলোও ভালোভাবে শেষ করলাম। এরই মাঝে বেশ কিছু নতুন শিক্ষার্থীর সাথে পরিচয় হলো। ফোন নম্বর আদান-প্রদান করলাম। অবশেষে কলেজের প্রথম দিন শেষ করে বাসায় ফিরলাম।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারলাম, কলেজের জীবন স্কুল জীবনের তুলনায় অনেক স্বাধীন। এখানে চাইলেই অনেক কিছু করা যায়। কিন্তু শিক্ষকদের কথা থেকে এটাও বুঝেছি যে, কলেজ জীবনের সময়টা অনেক মজার এবং একই সাথে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টাই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি রচিত করবে। তাই সময় অপচয় না করে আমাকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হতে হবে। প্রথম দিনের এই শিক্ষাটি আমার মনে গেঁথে গেল। সাথে প্রথম দিনের আনন্দঘন স্মৃতিগুলো বারবার মনের মধ্যে জেগে উঠতে লাগল। লিখতে থাকলে এ লেখার শেষ হবে না। কলেজের প্রথম দিনের স্মৃতি আমার স্মৃতির পাতায় অমলিন থাকুক।



মনে কর, কোনো একটি বইমেলা তোমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেই বইমেলায় কথা উল্লেখ করে একটি দিনলিপি লেখ।

[দি. বো. '১৭]

### স্মরণীয় একটি বইমেলা

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, বৃহস্পতিবার  
রাত ১১টা ১৫ মিনিট

কথায় আছে বালাদেশে বারো মাসে তোরো পার্বণ। আর এসকল উৎসব পার্বণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় নানা রকম মেলা। তবে একটি মেলা আছে যা অন্য সকল মেলা থেকে ব্যতিক্রম। আর সেটি হলো একুশের বইমেলা। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসভূড়ে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে এ মেলার আয়োজন করা হয়। বইপ্রেমীদের কলরবে এই একমাস মুখরিত থাকে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। এ বছর আমারও সুযোগ হয়েছিল এ মেলায় যাবার। এস.এস.সি পরীক্ষা শেষে অবসর সময় কাটাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ভাই আমাকে ঢাকা ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানানো। আমিও রাজি হয়ে গেলাম। ব্যাগ গুছিয়ে চলে আসলাম শহরে, ভাইয়ার হলে উঠে পড়লাম। দু-একদিন এদিক সেদিক ঘোরাঘুরির পর ভাইয়া জিজ্ঞেস করলো মেলায় যেতে চাই কি-না। আমি তো এক কথায় রাজি। পরদিন রওনা দিলাম মেলায়। মেলা প্রাঙ্গণ ভাইয়ার হল থেকে পনের মিনিটের হাঁটা পথ। অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেলাম মেলায়। একসাথে এত বইয়ের দোকান দেখে আমি শিহরিত হয়ে উঠলাম। কোন স্টল ছেড়ে কোন স্টলে যাব ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। ভাইয়া বললেন, এবারের মেলায় তাঁর এক বন্ধুর লেখা বই প্রকাশিত হয়েছে। শুনে তো আমি অবাক। ভাইয়ার সাথে প্রথমে সেখানেই গেলাম। ভাইয়ার বন্ধুর সাথেও দেখা হলো। তিনি আমার সাথে এমনভাবে কথা বললেন যেন আমি তাঁরও ছোটো ভাই। নিজেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছিল তখন একজন সত্যিকারের লেখকের সাথে কথা বলছি ভেবে। তবে আমার অবাক হওয়ার তখন মাত্র শুরু। একটু দূরেই নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে গিয়ে খ্যাতিমান অনেক লেখকদেরকে দেখে আমি অবাক। এতসব পরিচিত মুখের ভিড়ে একটি মুখ আমার কাছে কৌতূহল জাগালো। মনে হচ্ছিল কোথায় যে তাঁকে দেখছি। হঠাৎ করে মনে পড়ল ইনিতো সেলিনা হোসেন। যার লেখা উপন্যাস আমি আমার সহপাঠ বইতে পড়েছি। তাঁর সাথে ছবি তোলায় লোভ সামলাতে পারলাম না। তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ জানাতে তিনিও রাজি হলেন। ছবি তোলা শেষ হলে আমরা আরও কিছু স্টল ঘুরলাম। সেবার স্টল থেকে অনুবাদের বই, আগামী প্রকাশনী থেকে হুমায়ুন আহমেদের বই, বাংলা একাডেমির স্টল থেকে আরও অনেক বই কিনলাম। এরপর আইসক্রিম কিনে খেতে খেতে ভাইয়ার হলে ফেরত আসলাম। প্রবাদ আছে, অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর। কিন্তু অধিক সুখে কী হয় আমার জানা নেই। তবে যা-ই হোক, আমার মনের অবস্থা আজকে সেটাই। এরপর আরও দু-তিনবার মেলায় গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই প্রথমদিনের অনুভূতি আমার মনে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, আমাকেও কলেজ শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে, যেন প্রতিটি বইমেলায় যেতে পারি।

### ♦ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত কোনো জনপদ পরিদর্শন শেষে একটি দিনলিপি রচনা কর।

ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত জনপদ পরিদর্শনের দিনলিপি

১৭ই নভেম্বর, ২০২৪ শনিবার

রাত ০৮টা ৩৫ মিনিট

কী লিখব ভেবে পাচ্ছি না। গত রাতে লেখার সুযোগ পাইনি। প্রকৃতির হিংস্রতার কাছে মানুষ যে কত অসহায় তা গতরাতে টের পেয়েছি। সারাটা দিন ধরেই হালকা বাতাস ও বৃষ্টি ছিল। তবে রাত দেড়টার দিকে ঘূর্ণিঝড় সিডর যেন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাইরে থেকে শুধু বাতাসের শৌ শৌ শব্দ কানে আসছিল। তবে মাঝে মাঝে এই শৌ শৌ শব্দ ছাপিয়েও অসহায় মানুষের চিৎকারের শব্দ আসছিল কানে। রাতে বের হবার সাহস পাইনি। কিন্তু সকাল হতে আর নিজেকে আটকাতে পারলাম না। এলাকার অবস্থা দেখতে বেড়িয়ে পড়লাম। ঘূর্ণিঝড়ে সব এলাকার কম-বেশি ক্ষয়ক্ষতি হলেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নদীসংলগ্ন আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামটি। স্বচক্ষে গ্রামটির অবস্থা দেখার জন্য সেদিকে রওনা হলাম। যাবার পথে এবং সেখানে পৌঁছানোর পথে প্রকৃতির হিংস্রতা আরও একবার প্রত্যক্ষ করলাম। অনেকের বাড়িঘর ভেঙে গেছে, মানুষের সাথে পশু-পাখি আশে পাশে মরে পড়ে আছে। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গেছে ও খুঁটি ভেঙে পড়ে আছে। গাছপালা উপড়ে পড়ে চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। নদীপুলগুলোও অকেজো হয়ে পড়েছে, ফলে খাবার পানির অভাব দেখা দিয়েছে। গৃহহারা মানুষগুলো খোলা আকাশের নিচে ছোটোছুট করে ঝড়ে উড়ে যাওয়া ঘরের চালের টিন খুঁজে আনতে ছুটেছে কেউ কেউ। গৃহপালিত পশুর মৃত দেহগুলো আশে আশে গন্ধ ছড়িয়ে দিতে করেছে। কোথা থেকে এক ঝাঁক কাক ও শকুনের দল এসে গাছের ডালে বসেছে মৃত দেহগুলো খাবে বলে। ছোটো ছোটো মানুষগুলো সবাই একসাথে জড়ো-সড়ো হয়ে বসে আছে। তাদের মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। এরই মাঝে কেউ কেউ সাহস করে ক



শুরু করেছে। কেউ গাছপালা সরাতে চেষ্টা করেছে, কেউ অন্যদের সাহায্য করেছে। যারা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিল তারাও আস্তে আস্তে ফিরে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে সকলেই দিশেহারা ও বাকরুদ্ধ। কারোরই সম্বল বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সকলেই গৃহহীন, কর্মহীন এবং খাদ্যহীন হয়ে পড়েছে। তাদের জীবন ও জীবিকা হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। ফসলের খেত, গৃহপালিত পশু, সম্বয়ের সম্পদ সবকিছু চলে গেছে সমুদ্র গর্ভে। দুপুরের দিকে নানা জায়গা থেকে ত্রাণ আসতে শুরু করল। আমিও তাদের সাথে যোগ দিলাম। সারাটাদিন ধরে চেষ্টা চালানোয় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে যথাসাধ্য সাহায্য করার। কাজ শেষ করে মাত্রই বাসায় ফিরেছি। মনে হলো সবকিছু লিখে রাখি। এখন একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার বাইরে যাব। আমার নিজের বাড়িতেও বেশকিছু কাজ বাকি। আগামীকাল সম্ভব হলে আরও একবার গ্রামটিতে যাব। আপাতত প্রার্থনা করছি, এরকম দুর্যোগের কবলে আর কাউকে যেন পড়তে না হয়।

০২। তোমার কলেজে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালনের ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি দিনলিপি রচনা কর।

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনের দিনলিপি

২৫শে বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার

রাত ১১টা ৩০ মিনিট

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজ ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী। দিনটি যেমন বাংলাভাষীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তেমনিই আমার ব্যক্তিগত জীবনেও আজকের দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার প্রিয় কবি। আজকে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে শহরের নানা জায়গায় নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হলেও আমার কলেজে আয়োজিত হয় সবচাইতে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালা।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে আমাদের কলেজে দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজনে ছিল কলেজ প্রাঙ্গণে নতুন স্থাপিত রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তির পর্দা উন্মোচন, আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রদর্শন। আজকে আলোচক হিসেবে অন্যান্যদের সাথে ছিলেন কলকাতার শান্তিনিকেতন থেকে আগত শ্রী ইন্দ্ৰজিৎ সেনগুপ্ত। তাঁর বাচনভঙ্গি এত চমৎকার ছিল যে, টানা দুই ঘণ্টা তাঁর ভাষণ শুনেও আমি বিরক্তবোধ করিনি। তাঁর কথা থেকেই জানতে পারলাম, বর্তমান যুগে যে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করার জন্য ড.ইউনুস নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের বাংলাদেশেরই প্রত্যন্ত এক অঞ্চল, আত্মাইয়ের পতিসরে সেই ক্ষুদ্র ঋণদান ব্যবস্থা অনেক আগেই শুরু করেছিলেন।

সারা দিনব্যাপী শত শত লোকের আগমনে কলেজ প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল। বিকাল ৩টা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেখানে কলেজের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি জেলা শিল্পকলা একাডেমি থেকে আগত শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশনায় সকল দর্শক মুগ্ধ হয়। আমিও এ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটি আবৃত্তি করি। আবৃত্তি শুনে যখন সকল দর্শক হাততালি দিচ্ছিল, তখন আনন্দে আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। এরপর ৫ টায় শুরু হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটকের মঞ্চায়ন।

আজকের অনুষ্ঠান সন্ধ্যা সাটটায় শেষ হয়েছে। এক বুকভরা আনন্দ ও প্রশান্তি নিয়ে বাসায় ফিরেছি আমি। আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আগামীকালের অনুষ্ঠানে যাওয়ার।

#### ◆ অনুশীলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

- ০১। তোমার কলেজে উদ্‌যাপিত নবীনবরণ অনুষ্ঠানের উপর একটি দিনলিপি রচনা কর। [রা.বো.'২৪]
- ০২। একটি নৌকা ভ্রমণের বর্ণনা দিয়ে দিনলিপি রচনা কর। [ব.বো.'২৪]
- ০৩। একুশের প্রথম প্রহর উদ্‌যাপনের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর। [দি.বো.'২৪]
- ০৪। পদ্মাসেতু দর্শনের অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি রচনা কর। [রা.বো.'২৩]
- ০৫। অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৫ এর সমাপনী দিবস নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর। [চ.বো.'২৩]
- ০৬। কোনো একটি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের দিনলিপি তৈরি কর। [ম.বো.'২৩]
- ০৭। তোমার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ সম্পর্কিত দিনলিপি লেখ। [কু. বো.'১৯]
- ০৮। তোমার কলেজে/মাদ্রাসার মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের একটি দিনলিপি প্রস্তুত কর। [য.বো., কু.বো., ম.বো.'২৪, সকল. বো.'১৮]
- ০৯। লঞ্চডুবির ঘটনা নিয়ে একটি দিনলিপি লেখ। [য. বো.'১৭]
- ১০। তোমার কলেজে সদ্য সমাপ্ত বিজ্ঞান মেলা সম্পর্কিত দিনলিপি রচনা কর।
- ১১। স্বাধীনতা দিবসের স্মৃতিবিজড়িত একটি দিনলিপি রচনা কর।
- ১২। এক মুক্তিযোদ্ধার দিনলিপি বা রোজনামা রচনা কর।
- ১৩। "আজ তোমার জন্মদিন" এ বিষয়ের উপর একটি দিনলিপি লেখ।
- ১৪। তোমার জীবনে কোন স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে তার বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি বর্ণনা কর।
- ১৫। কলেজের 'বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর।



### অভিজ্ঞতা বর্ণনের বৈশিষ্ট্য

১. অভিজ্ঞতাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে বর্ণনা করতে হবে। বিষয়গুলো যেন পরস্পরের সঙ্গে সুসংগত থাকে এবং পাঠকের জন্য সহজে বোধগম্য হয়।
২. অভিজ্ঞতার বর্ণনায় ভূমিকা, মূল অংশ এবং উপসংহার থাকতে পারে, কিন্তু সব জায়গায় আলাদাভাবে লিখতে হবে এমন নয়।
৩. বর্ণনার শুরুটা এমনভাবে করা উচিত যাতে পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বর্ণনা এমনভাবে করতে হবে যেন তা পাঠকের হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছায়।
৪. অভিজ্ঞতাকে সিনেমার দৃশ্যের মতো চোখের সামনে উভাসিত করতে হবে, যেন পাঠক দৃশ্যপটটিকে স্পষ্টভাবে কল্পনা করতে পারে।
৫. অভিজ্ঞতা বর্ণনার ভাষা সহজ-সরল ও সাবলীল হতে হবে।
৬. অভিজ্ঞতার বর্ণনায় প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন মূল বিষয়টিকে ছাপিয়ে না যায়।

### বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

শীতকালীন ছুটি কীভাবে কাটিয়েছ তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

[ব. বো. ১৯]

#### গ্রামে শীতের ছুটি কাটানোর অভিজ্ঞতা

অনেকদিন হলো গ্রামে যাওয়া হয় না। শীতকালীন ছুটি কাটাতে এবার অনেকদিন পর তাই গ্রামে এলাম। গ্রামের ছেলে হলেও শহরে থেকে থেকে অনেকটা শহুরে হয়ে গেছি। কিন্তু মাটির টানকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। তাই সময়-সুযোগ পেলেই ছুটে আসি গ্রামে। গ্রামের বাড়ি ছেড়েছি এসএসসি পাশের পরপরই। তাই বহুদিন পর গ্রামে এসে নিজের চিরচেনা গ্রামকেও যেন অচেনা মনে হয়। প্রথমদিন একটু ক্লান্ত থাকলেও অভ্যাসমতো খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে যায় আমার। তারপর তীব্র শীত উপেক্ষা করে কুয়াশা ভেজা গ্রামের পথে নেমে পড়ি। সমগ্র প্রকৃতিজুড়ে কেমন শীতল প্রশান্তির পরশ লেগে রয়েছে। মেঠোপথ ধরে ধীরে ধীরে হাঁটছি। সে এক অনির্বচনীয় ভালো লাগার শিহরন ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাকে।

পাতাররা শিশিরের টুপটাপ শব্দ এবং ভোরের কুঁজ ছাড়া সমগ্র প্রকৃতিতে তখন আশ্চর্য নীরবতা। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কুয়াশার ঘনত্ব। একশো হাত দূরের বস্তুও দেখা যাচ্ছে না। গামছায় মুখ-মাথা ঢাকা কে একজন এগিয়ে এলো হঠাৎ। আমায় দেখে থমকে দাঁড়ালেন। আমিও দাঁড়িলাম। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, “কেমন আছো বাজান, অনেকদিন পর আইলা”। চিনতে পারলাম গ্রামের গাছি মজিদ চাচাকে। তার হাতের খেজুর গুড় এলাকায় খুবই বিখ্যাত। তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কাঁচা খেজুর রস খেলাম।

রস খাওয়া শেষ করে গেলাম সরিষা খেতে। হলুদের বন্যা তখন মাঠজুড়ে। ক্রমে সূর্য উঠছিল আর কুয়াশা কেটে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সমগ্র প্রকৃতিতে নবজীবনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। শিশিরসিক্ত মাঠ পেরিয়ে বাড়িতে এসে দেখি রসের পিঠার বিশাল আয়োজন বাতাসে পিঠার মৌ মৌ গন্ধ আমাকে আকুল করে দিল। পথে পথে গ্রামীণ কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেছে। লাঙল - গোরু নিয়ে পথে নেচে পড়েছে চাষি। কেউ যাচ্ছে বীজতলার দিকে। খুবই সাধারণ অথচ নিগূঢ় বৈচিত্র্য নিয়ে তারা জীবনযাপন করছে যা শহুরে জীবন বুঁজে পাওয়া যায় না। ঘরে ঘরে পিঠা খাওয়ার আনন্দ। দলে দলে সবাই মিলে আঙুন পোহানোও কম আনন্দের নয়। শীতকালীন ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে এসে এমনই এক আনন্দমুখর শীত কাটলাম। আমার জীবনের এক অপার্থিব আনন্দময় অভিজ্ঞতা, যা স জীবন অম্লান থাকবে আমার স্মৃতিপটে।

জয়পুরহাট

৫ জুলাই, ২০২৪



০২। তোমার কলেজ জীবনের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

[য. বো. ১৯; সি. বো. ১৭]

কলেজ জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার অভিজ্ঞতা

আমার কলেজ জীবন ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। বিভিন্ন সময়ে আমি বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষকদের সাথে বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করেছি। এগুলোর মধ্যে সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করা। প্রথমে আমরা ছাত্র ও শিক্ষক মিলে কীভাবে মাতৃভাষা দিবস পালন করব তা নিয়ে আলোচনা করি। অধ্যক্ষ স্যারের নির্দেশে আমরা তিনটি ধাপে তিনটি কর্মসূচি পালনের পরিকল্পনা করি। আমরা একজন একজন করে শিক্ষকের নেতৃত্বে দশজন ছাত্র মিলে একটি করে দল গঠন করি। একেক দল একেক নামে পরিচিত হয়। যেমন: শাপলা, দোয়েল, রয়েল বেসল টাইগার, ইলিশ ইত্যাদি। দুটি দলের দায়িত্ব ছিল কলেজ প্রাঙ্গণের সাজসজ্জা। তারা বাংলাদেশের পতাকা, লাল-সবুজ কাগজ ও ভাষাশহিদদের ছবি দিয়ে খুব সুন্দর করে কলেজ প্রাঙ্গণ সাজায়। একুশে ফেব্রুয়ারির দিন সকাল বেলা ছাত্র-শিক্ষক সবাই মিলে আমরা খালি পায়ে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গান গেয়ে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করি। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো শেষে অধ্যক্ষ স্যার একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা ও তাৎপর্য বর্ণনা করেন। শহিদদের জন্য দোয়া-মোনাজাত করেন কলেজের মসজিদের ইমাম।

প্রথম পর্বের পর হালকা নাশতা বিতরণ শেষে শুরু হয় রক্তদান কর্মসূচি। কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা ও আশেপাশের অনেক সাধারণ মানুষ এই রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। আমরা যত্নসহকারে তাদের দেওয়া রক্ত সংরক্ষণ করি। আমি এই দলে কাজ করতে পেরে খুবই আনন্দিত হই। এ সময় আমরা সাধারণ মানুষকে রক্তদানের গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতামূলক তথ্য প্রদান করি।

দুপুরের পর শুরু হয় তৃতীয় পর্ব। এ পর্বে ছিল বইমেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ওপর আমার নিজের লেখা একটি নাটিকা পরিবেশিত হয়। সেখানে আমি ও আমার বন্ধুরা অভিনয় করি। নাটিকাটি দেখে দর্শক ও শিক্ষকরা খুব খুশি হন। বিষয়টি আমাকে অনেক অনুপ্রাণিত করে। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দলীয় ও একক নৃত্য এবং গান পরিবেশিত হয়। বিকেলের দিকে প্রচুর লোকসমাগম হয় কলেজ প্রাঙ্গণে। বাবা-মা তাদের সন্তানদের অনেক বই কিনে দেন। সব শেষে অধ্যক্ষ স্যারের সমাপনী ভাষণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। আমি মনে করি প্রতিটি স্কুল-কলেজে যথাযথ গুরুত্বের সাথে মাতৃভাষা দিবস পালন করা উচিত। আমার কলেজের মাতৃভাষা দিবস পালনের এই অভিজ্ঞতা আমি কোনোদিন ভুলব না।

কলেজ রোড, যশোর।

২০ মার্চ, ২০২৫

০৩। একটি ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

[ঢা. বো. রা. বো. '১৯]

অথবা, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার ভ্রমণে অর্জিত অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

[চ. বো. ১৬]

ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা

ঐতিহাসিক নিদর্শনের প্রতি আমি কেমন যেন একটা অনিবার্য আকর্ষণ অনুভব করি। সে আকর্ষণেই একদিন গিয়ে হাজির হয়েছিলাম পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে, যা সোমপুর বিহার নামেও পরিচিত। এই বিহারটির অবস্থান বর্তমান নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে। জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ রেলস্টেশনে ট্রেন থেকে থেকে পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে পাহাড়পুর গ্রামে যখন পৌঁছালাম তখন বেলা প্রায় এগারোটো। স্থানীয় রেস্টুরেন্ট থেকে সকালের নাশতা সেরে আমরা মূল বিহারটি পরিদর্শনে মনোনিবেশ করলাম।

পাহাড়পুর বা সোমপুর বৌদ্ধবিহারটি পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপালদেব অষ্টম শতকের শেষের দিকে কিংবা নবম শতকের প্রথম দিকে তৈরি করেন। এটি বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের প্লাবন সমভূমিতে অবস্থিত প্লাইস্টোসিন যুগের বরেন্দ্র নামক অনুচ্চ এলাকার অন্তর্ভুক্ত। ১৮৭৯ সালে স্যার কানিংহাম এই বিশাল কীর্তি আবিষ্কার করেন। ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা দেয়।

বৌদ্ধবিহারটিতে গিয়ে দেখা গেল এর ভূমি-পরিকল্পনা চতুষ্কোণাকার। এর চার দিক চওড়া সীমানা দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। সীমানা দেয়াল বরাবর অভ্যন্তরভাগে সারিবদ্ধ ছোটো ছোটো কক্ষ ছিল। উত্তর দিকের বাহুতে ৪৫টি এবং অন্য তিন দিকের বাহুতে ৪৪টি করে কক্ষ ছিল। কক্ষগুলোর প্রতিটিতে দরজা আছে। কোনো কোনো কক্ষে কুলুঙ্গি এবং মেঝেতে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত নানা দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে। বিহারের উত্তর বাহুর মাঝ বরাবর রয়েছে প্রধান ফটক। এখান থেকে ভেতরের উন্মুক্ত চত্বরে প্রবেশের জন্য যে সিঁড়ি ব্যবহৃত হতো তা আজও বিদ্যমান।



মুহুরের অন্তর্বর্তী স্থানে গিয়ে দেখা গেল চতুরের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। বিহারের কেন্দ্রে শূন্যগর্ভ কক্ষে একটি হট বাঁধানো মেঝে আবিস্কৃত হয়েছে। এই মেঝে কক্ষের বাইরে চারদিকের কক্ষ ও মণ্ডপের প্রায় একই সমতলে অবস্থিত। মুহুরের শীর্ষদেশের কোনো নিদর্শন নেই বিধায় এর ছাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে প্রায় ঊনপঞ্চাশ মিটার দক্ষিণে আনুমানিক তিন থেকে পাঁচ মিটার প্রশস্ত স্নানঘাট দৃশ্যমান হয়। অনুমান করা হয় এ ঘাট নদীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। স্নানঘাট থেকে ১২ মিটার পশ্চিমে পূর্বমুখী একটি ইমারত পাওয়া গেছে যাকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় গয়েশ্বরী মন্দির। এতে একটি চতুষ্কোণ হলঘর রয়েছে। পশ্চিমে উদ্বৃত্ত একটি দেওয়ালের বাইরের দিকে রয়েছে একটি বর্গাকার পূজার কক্ষ। মন্দিরের সামনের দিকে রয়েছে বিশাল চত্বর।

মূল বিহার থেকে বেরিয়ে গেলাম পাহাড়পুর সংলগ্ন জাদুঘরে। সেখানে দেখলাম- বেলেপাথরের চামুণ্ডা মূর্তি, লাল পাথরের শীতলা মূর্তি, কৃষ্ণ পাথরের বিষ্ণু মূর্তি, বেলেপাথরের কীর্তি মূর্তি, গৌরীমূর্তি, বিষ্ণু মূর্তি, মনসা মূর্তি, দুবলহাটির মহারানির তৈলচিত্র ইত্যাদি। ঘুরতে ঘুরতে দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে আসছে দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রেলস্টেশনের দিকে রওনা হলাম অসীম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

কৃতিচর, কুমিল্লা।  
১০ জুলাই, ২০২৪

### অনুশীলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।
- কেন্দ্রীয় কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।
- কেন্দ্রীয় জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।
- সম্মেলন সেন্টারটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।
- কেন্দ্রীয় কলেজে আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

### ভাষণ

#### ভাষণ রচনার অংশ বা পর্যায়

**সম্ভাষণ বা সম্ভাষণ:** ভাষণের শুরুতেই বক্তা উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে সম্ভাষণ করেন। এই পর্যায়ে বক্তা উপস্থিত বিভিন্ন শ্রেণি, বয়স ও বয়সের মানুষের প্রতি সম্মান জানিয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। সম্ভাষণের সময় বক্তা তাদের ভাষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে শ্রোতাদের মনোযোগ প্রার্থনা করেন। যেমন: প্রধান অতিথি, মাননীয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলী ইত্যাদি।

**ভূমিকা:** ভূমিকা অংশে বক্তা মূলবক্তব্যের ইঙ্গিত প্রদান করেন। এটি ভাষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কারণ এটি শ্রোতাদের মনোযোগের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণ করে। ভূমিকার সময় বক্তা সাধারণত ভাষণের প্রেক্ষাপট, গুরুত্বপূর্ণ দিক, এবং বক্তব্য সম্পর্কে একটি সারসংক্ষেপ প্রদান করেন। ভূমিকা যতটা সম্ভব মনোরম ও আকর্ষণীয় হওয়া উচিত যাতে শ্রোতারা মূলবক্তব্য মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করেন।

**প্রস্তাবনা:** ভাষণের প্রাণ হলো মূলবক্তব্য। এই অংশের বক্তা তথ্য, দৃষ্টান্ত, উপমা ইত্যাদির মাধ্যমে মূলবক্তব্য উপস্থাপন করেন।

**সংসার:** ভাষণের বাচনভঙ্গি মনোরম ও আকর্ষণীয় হওয়া প্রয়োজন।

**সংসার:** ভাষণের সমাপ্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূলবক্তব্যের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে ভাষণের সমাপ্তি টানতে হয়। এর মাধ্যমে শ্রোতাদের মনোযোগ প্রকাশ পায়। বিদায় সম্ভাষণে সাধারণত ধন্যবাদ, শুভরাত্রি, শুভ অপরাহ্ন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।



## ◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। “বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা” বিষয়ে একটি ভাষণ প্রস্তুত কর।

[ক. বো. '১৯]

“বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা” শীর্ষক বক্তৃতা-২০২৫

আজকের অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় সভাপতি, সম্মানিত প্রধান অতিথি, অতিথিবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ সবাইকে জানাচ্ছি আমার সালাম ও শুভেচ্ছা।

সুধীবৃন্দ,

আজ আমরা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য এই মহতী সভায় মিলিত হয়েছি। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে আমরা আধুনিক যুগে এসে পৌঁছালেও আমাদের সমাজে এখনও অপরিণত বয়সের কিশোরীদের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সমাজে নানা নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। কেননা নির্দিষ্ট বয়সের আগে কোনো মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে তার ওপর অনেক অপ্রত্যাশিত দায়িত্ব চেপে বসে, যে দায়িত্ব পালনের জন্য সে প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি। ফলে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। যার ফলে তার শরীর-স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। আবার সে দ্রুত মা হয়ে যাওয়ায় তার নিজের যেমন শারীরিক ক্ষতি হচ্ছে একইভাবে সে অপরিণত শিশু জন্ম দিচ্ছে। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এসব মেয়ে গর্ভবতী ও মাতৃত্বকালীন সঠিক পরিচর্যা পায় না। যার ফলে তার জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ এবং কষ্টকর। তার পরিবারে নেমে আসে অশান্তির কালো ছায়া।

উপস্থিত গুণিজন,

আমাদের সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ নামক ক্ষতিকর এই সামাজিক ব্যাধি দূর করতে হবে। ‘বাল্যবিবাহ’ প্রতিরোধে সামাজিকভাবে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা সবাই সচেতন হলে, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে পারলে এবং যথাযথভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারলেই কেবল আমাদের সমাজ থেকে ‘বাল্যবিবাহ’ নির্মূল করা সম্ভব হবে। সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতাই পারে এই ব্যাধি নির্মূল করতে।

সুধীমণ্ডলী,

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আয়োজিত এই মহতী সভায় আমাকে কিছু বলার সুযোগদানের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধৈর্য ধরে এতক্ষণ আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।

০২। ‘গণতন্ত্র ও মানবাধিকার’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানের উপযোগী একটি ভাষণ তৈরি কর।

[ব. বো. '১৯]

‘গণতন্ত্র ও মানবাধিকার’ শীর্ষক বক্তৃতা-২০২৫

আজকের এই বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে মাননীয় সভাপতি, বিজ্ঞ বক্তাগণ ও বিদগ্ধ শ্রোতামণ্ডলী সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা।

সুধী,

আজ আমরা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এই মহতী সভায় মিলিত হয়েছি। পৃথিবীর দেশে দেশে ‘গণতন্ত্র ও মানবাধিকার’ প্রতিষ্ঠা আজ এক অপরিহার্য বিষয় হয়ে উঠেছে। কেননা প্রকৃত গণতন্ত্রই মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীভাব এবং প্রকৃত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি হতে পারে। গণতান্ত্রিক পরিবেশে মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করে মতামত প্রকাশ করতে পারে। যেকোনো কল্যাণকর গঠনমূলক কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। মানুষের সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য গণতন্ত্রই একমাত্র সহায়ক শক্তি।

সুধীবৃন্দ,

মানুষ হিসেবে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা এবং বিকাশ সাধনের প্রক্রিয়াই মানবাধিকার। পৃথিবীর দেশে দেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবাই যেন যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যায় লালিত-পালিত হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে বেড়ে উঠতে পারে এবং সমানভাবে অধিকার ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করাই মানবাধিকারের মূল কথা। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকার সনদে এ বিষয়ে আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে— ১. জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। ২. ভোটাধিকারের মাধ্যমে সরকার গঠিত হবে। ৩. সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করবে। ৪. আইনের মাধ্যমে শাসন পরিচালিত হবে। ৫. সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হবে। ৬. আইন পাশ ও সংশোধন হবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতের ভিত্তিতে। ৭. সর্বক্ষেত্রে জনমতকে প্রাধান্য দেওয়া এবং বিরোধী দল দেশ ও জাতির কল্যাণে গঠনমূলক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবে। যদি এই নীতিগুলো যথাযথভাবে আমরা আমাদের সমাজে প্রচলন করতে পারি তবেই গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করতে পারব।



স্বাগত-

বিক্ত শ্রোতামণ্ডলী,

বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার এমনি এমনি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অনেক রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে আমরা মানবাধিকার ও গণতন্ত্র অর্জন করেছি। একে সচেতনভাবেই আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে। নইলে স্বৈরাচারীরা আবারও আমাদেরকে পরাস্ত করে জাতি হিসেবে আমাদেরকে পিছিয়ে দিতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও গণতন্ত্র চর্চায় পারস্পরিক সহনশীলতা থাকতে হবে। সংকীর্ণতা, অহমিকা ও লুটেরা মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সন্ত্রাস, জাতিবাদ, আত্মসনসহ মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ পরিহার করে সুষ্ঠু সুন্দর মানবিক হয়ে উঠতে হবে। তা হলেই 'গণতন্ত্র ও মানবাধিকার' শীর্ষক আজকের এই মহতী আয়োজন সার্থক হবে।

যারা এই সুন্দর আয়োজন করেছেন এবং আপনারা যারা ধৈর্য ধারণ করে আমার বক্তব্য শুনেছেন— সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। খোদা হাফেজ।

‘নিরাপদ সড়ক চাই’ শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য একটি ভাষণ তৈরি কর।

[জা. বো. ১৬]

‘নিরাপদ সড়ক চাই’ শীর্ষক আলোচনা সভা-২০২৫

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি, সম্মানিত বিশেষ অতিথি ও আমার সাথি আলোচকবৃন্দ সকলকে জানাই আমার আন্তরিক সালাম; আসসালামু আলাইকুম।

সুধীমণ্ডলী,

‘নিরাপদ সড়ক চাই’ – এটি এখন সময়ের দাবি। এ দাবি শুধু আজকের নয়, এ দাবি অনেক দিনের। যখন থেকে আমরা সড়কপথের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি, যান্ত্রিক যানবাহনের ওপর ভরসা করছি, তখন থেকেই ‘নিরাপদ সড়ক চাই’-এর দাবি অব্যাহত রয়েছে। কেননা চালকদের বেপরোয়া গাড়ি চালানো ও সংঘটিত নানা দুর্ঘটনার কারণে সড়ককে এখন যেন মনে হয় মৃত্যুফাঁদ, যান্ত্রিক যান যার ইন্ধন, আর যারা যানচালক তারা যেন মৃত্যুদূত।

শ্রোতাগণ,

নদীমাতৃক আমাদের এই দেশে একসময় নদী ও নৌকাই ছিল যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। এটি একদিক দিয়ে যেমন ছিল আরামদায়ক, তেমনি ছিল নিরাপদ। বড়ের সময় ছাড়া নৌকাডুবির খবর তখন খুব একটা দেখা যেত না। কিন্তু এখন খাল-বিল শুকিয়ে গেছে, নদী-নালায় অবস্থাও শোচনীয়। যে কারণে যাতায়াতের সুবিধার জন্য তৈরি হয়েছে জালের মতো সড়কপথ। সড়কপথে চলছে নানারকম অসংখ্য যানবাহন। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে দুর্ঘটনা। প্রতিদিন নিহত বা আহত হচ্ছে শত শত মানুষ। উপার্জনক্ষম মানুষকে হারিয়ে বহু পরিবার পথে বসছে। শিশু ও নারী মৃত্যুর কারণে পরিবারে নেমে আসছে হাহাকার। সড়কপথের চরম নিরাপত্তাহীনতার কারণেই আজ মানুষ সোচ্চার হয়েছে ‘নিরাপদ সড়ক চাই’ আন্দোলনে।

বন্ধুগণ,

আমাদের দেশের অধিকাংশ সড়ক পর্যাপ্ত চওড়া নয়। সড়কের নানা জায়গায় রয়েছে ভূতুড়ে বাঁক। আর এমন সড়কে প্রশিক্ষণবিহীন বা স্বল্প প্রশিক্ষিত চালকরা দ্রুত ও বেপরোয়াভাবে ভাবে গাড়ি চালাচ্ছে। ফলে ঘটছে দুর্ঘটনা এবং মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। মৃত্যু হচ্ছে চালক বা সহকারীরও। এমন অসহায় ও অকালমৃত্যু কারও কাম্য নয়। ট্র্যাফিক ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং ট্র্যাফিকের অবহেলাও দুর্ঘটনার জন্য অনেকাংশে দায়ী। সংশ্লিষ্ট দফতর কখনো কখনো ব্যবস্থা নিচ্ছে, কিন্তু তা যথাযথ ও পর্যাপ্ত নয়। নানাভাবে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তারপরও ঘটছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

সমবেত সুধীজন,

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে আর উপায় নেই। মৃত্যুর দৃশ্য দেখতে দেখতে আর সংবাদ পড়তে পড়তে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি সবাই। এর জন্য সামাজিক সচেতনতা দরকার। আসুন, গ্রামে-গঞ্জে, দফতরে, সরকারি মহলে সোচ্চার দাবি উত্থাপন করি ‘নিরাপদ সড়ক চাই’। আপনারা সবাইকে ধন্যবাদ।

নিমিত্ত জাফর



## ◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। “সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অমার্জনীয়” শীর্ষক আলোচনা সভার জন্য একটি ভাষণ রচনা কর।

“সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অমার্জনীয়” শীর্ষক আলোচনা সভা – ২০২৪

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ও সুধীমগুলী সকলকে আমার শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা। “সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অমার্জনীয়” শীর্ষক আজকের এই জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার ব্যবস্থা করায় আমি প্রথমেই আয়োজকদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

সুধীমগুলী,

আজ আমাদের মাতৃভূমি এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আমাদের সমাজের চারদিকে আজ বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস, সর্বোপরি অরাজকতা বিরাজ করছে। রাজনৈতিক হানাহানির ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দুঃসহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা। তাই দেশটা আজ ন্যূজ, কলঙ্কিত। এতে করে দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে, অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে ফলে বিশ্বদরবারে আজ দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এ অবস্থা আর চলতে পারে না, চলতে দেওয়া যায় না।

সুধীবৃন্দ,

আপনারা জ্ঞাত আছেন, আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ‘সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অমার্জনীয়’। নিঃসন্দেহে একটি যুগোপযোগী ও যথার্থ বিষয়কে আজ আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসা হয়েছে। এজন্য আমি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমার পূর্বের বক্তারা কেউ কেউ বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস কী রূপ ধারণ করেছে, তার চিত্র তুলে ধরেছেন। কেউ বা আবার সাম্প্রদায়িক সহিংসতা কেন ছড়িয়ে পড়ছে, তার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। আমি আর সেদিকে যাচ্ছি না। আমি বরং সাম্প্রদায়িকতা কী এবং কীভাবে আমরা সাম্প্রদায়িক সহিংসতামুক্ত সমাজ তথা বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি, সেই সম্পর্কে দুটি কথা বলতে চাই।

বন্ধুগণ,

যে সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষের হলহল থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াসে ভারতবর্ষ ভেঙে পাকিস্তান, তারপর বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে, অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস— আমরা আজও সেই অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করিনি। প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা দুটি স্বতন্ত্র বিষয়। ধর্মের লক্ষ্য মানবিক কল্যাণ; সাম্প্রদায়িকতার লক্ষ্য অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং বৈষয়িক স্বার্থ হাসিল। ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতাই সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার মূলকথা। অপরদিকে, প্রেম, মৈত্রী ও করুণা সব ধর্মেরই মূলকথা— যা সব ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলতা, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরোধী। মানসিক সংকীর্ণতা থেকেই সাম্প্রদায়িক সহিংসতার উৎপত্তি। কোনো সুস্থ চেতনাসম্পন্ন মানুষ, সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তা বরদাস্ত করতে পারে না। তাই এ প্রবণতা, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এক অমার্জনীয় অপরাধ।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

ধর্মের নামে গড়ে তোলা পাকিস্তানি রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাকে চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশ অর্জন করেছে তার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের স্বপ্ন স্বাধীনতার সোপান হলেও স্বার্থান্বেষীদের নানা চক্রান্ত আজ সে গৌরবকে কালিমালিপ্ত করেছে। আপনাদের সবার প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে এ দুষ্কর্ম ও দুষ্টচক্রকে চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। প্রতিটি মানুষকে যথার্থ শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তুলতে হবে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার যথার্থ প্রতিকারের লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। পরিশেষে, এই জনগুরুত্বপূর্ণ সুন্দর অনুষ্ঠানটি যারা আয়োজন করেছেন এবং নেপথ্যে থেকে সুচারুভাবে যারা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন, তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের আবারও শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজ আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। পরিশেষে এই আশান্ত ব্যক্ত করতে চাই যে, বাংলাদেশ সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হোক, সকল প্রকার সহিংসতা নিপাত যাক, মানবতা মুক্তি পাক সবার জন্য শুভকামনা।



০২। ‘আলোকিত মানুষ চাই’- শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রধান অতিথির একটি ভাষণ রচনা কর।

“আলোকিত মানুষ চাই” শীর্ষক আলোচনা সভা-২০২৪

আজকের সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি, অতিথিবৃন্দ ও সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। শুরুতেই “আলোকিত মানুষ চাই” শীর্ষক আজকের এই জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।

সুধীমণ্ডলী,

মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেই প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা যায় না। মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়, জ্ঞান অর্জন করতে হয়। জ্ঞান মানুষকে যোগ্যতা দান করে, মানুষকে বিশ্বজগতের সাথে পরিচিত করে। মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য জ্ঞানের সহায়তা অপরিহার্য। জ্ঞানের আলোকেই মানুষের জীবন বিকশিত হয়। শিক্ষিত মানুষই আলোকিত মানুষ।

সুধীবৃন্দ,

জাতিগঠনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের উন্নতি, অগ্রগতি ও জাতির সার্বিক কল্যাণে আলোকিত মানুষই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষা মানুষের মানবিক, দৈহিক, নৈতিক প্রশিক্ষণের ধারাবাহিক পদ্ধতি বলে বিবেচিত। ফলে তারা নানা গুণের সমন্বয়ে আলোকিত মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

সুধীমণ্ডলী,

ব্যক্তিজীবনের শিক্ষার আলো জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়। প্রত্যেকেই যদি শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়, তাহলেই জাতিকে আলোকিত বলা যাবে। আলোকিত মানুষ ছাড়া জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন। যে জাতির শিক্ষিতের হার যত বেশি সে জাতি তত উন্নত। কাজেই আমরা জাতির কল্যাণে আলোকিত মানুষ চাই। আমাদের চাওয়া সফল হোক। একথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

#### ♦ অনুশীলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

- ০১। ‘শিক্ষা উন্নয়নের পূর্বশর্ত’- শীর্ষক আলোচনা সভার একজন আলোচকের ভাষণ রচনা কর।
- ০২। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করে একটি ভাষণ রচনা কর।
- ০৩। ‘সর্বস্তরে মাতৃভাষা চর্চা’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান বক্তার ভাষণ রচনা কর।
- ০৪। ‘নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বাংলাদেশ’- বিষয়ে একটি মঞ্চভাষণ তৈরি কর।
- ০৫। ‘নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা’ শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য একটি ভাষণ প্রস্তুত কর।
- ০৬। বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি ক্লাবের/বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে কিছু বলার জন্য একটি ভাষণ প্রস্তুত কর।
- ০৭। মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ভাষণ রচনা কর।
- ০৮। ‘বই পড়ার অভ্যাস গঠন’ বিষয়ে আলোচনাচক্রে প্রধান অতিথির একটি ভাষণ তৈরি কর।
- ০৯। বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে একটি ভাষণ লেখ।
- ১০। “খাদ্যে ভেজাল: কারণ ও প্রতিকার” শীর্ষক আলোচনা সভার প্রধান বক্তা হিসেবে একটি ভাষণ তৈরি কর।

#### প্রতিবেদন

কোনো বিশেষ ঘটনা বা নির্দিষ্ট কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পর সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিবরণী পেশ করাকে প্রতিবেদন বলে। অর্থাৎ, কোনো তথ্য বা ঘটনা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনাই প্রতিবেদন।

#### ✧ প্রতিবেদনের শ্রেণিবিভাগ:

- (i) **সংবাদ প্রতিবেদন:** সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কোনো ঘটনা সম্পর্কিত প্রতিবেদনকে সংবাদ প্রতিবেদন বলে।
- (ii) **প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন:** প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ঘটনা, স্থান, অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত যে প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়, তাকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন বলে। এটি আবার দুই প্রকার। যথা: (ক) তদন্ত প্রতিবেদন এবং (খ) কারিগরি প্রতিবেদন।



## প্রতিবেদনের গঠন কাঠামো

➤ একটি প্রতিবেদনে প্রধানত চারটি অংশ থাকে। যথা:

০১। প্রতিবেদনের শিরোনাম;

০২। প্রতিবেদনের সূচনা অংশ;

০৩। প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু এবং

০৪। প্রতিবেদকের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর।

নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

- ০১। **প্রতিবেদনের শিরোনাম:** যেকোনো প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো এর শিরোনাম। প্রতিবেদনের শিরোনাম অবশ্যই আকর্ষণীয় হতে হবে। প্রতিবেদনের শিরোনাম নির্ধারণ করতে হবে এর মূল বিষয়বস্তু অনুসারে। শিরোনামের মধ্যেই যেন প্রতিবেদনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, সে দিকটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রতিবেদনের শিরোনাম ছোটো ও সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যিক।
- ০২। **প্রতিবেদনের সূচনা অংশ:** প্রতিবেদনের সূচনা অংশকে পরের অংশের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা সূচনা অংশ আকর্ষণীয় হলে, তবেই একজন পাঠক পুরো প্রতিবেদনটি পাঠ করতে আগ্রহী হবেন। সূচনা অংশটির আলোচনা হবে সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও আকর্ষণীয়। সূচনা অংশ প্রতিবেদনের মূল প্রসঙ্গের দিকে খেয়াল রেখে রচনা করতে হবে, যেন প্রতিবেদনের অবশিষ্ট অংশ সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল সৃষ্টি হয়।
- ০৩। **প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু:** প্রতিবেদনের শিরোনাম অনুযায়ী এর বিষয়বস্তুতে তথ্যনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা থাকতে হবে। প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুতে মূল কথাগুলো রেখে অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত কথাগুলো বর্জন করতে হবে। কার নির্দেশে প্রতিবেদন লিখতে বলা হয়েছে, কী ধরনের প্রতিবেদন লিখতে বলা হয়েছে এবং তিনি কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলেছেন এসব দিকের অনুসন্ধানমূলক বিবরণ স্থান, কাল ও পাত্রভেদে উল্লেখ করতে হবে।
- ০৪। **প্রতিবেদকের নাম-ঠিকানা ও স্বাক্ষর:** প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের নাম-ঠিকানা ও স্বাক্ষর সংযুক্ত করতে হবে। সংবাদপত্রে প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিবেদক যেসব প্রতিবেদন পাঠান সেসব প্রতিবেদনের শুরুতেই এসব বিষয় উপস্থাপন করতে হয়। প্রতিবেদক প্রয়োজনে আলাদা কাগজে প্রতিবেদন লিখে জমা দিতে পারেন।

## সংবাদ প্রতিবেদন

## গঠন-০১

প্রতিবেদকের নাম :  
প্রতিবেদনের স্থান :  
প্রতিবেদনের সময় :  
প্রতিবেদনের তারিখ :

## শিরোনাম

## গঠন-০২

## শিরোনাম

প্রতিবেদকের নাম :  
প্রতিবেদনের স্থান :  
প্রতিবেদনের সময় :  
প্রতিবেদনের তারিখ :



গঠন-০৬

শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, স্থান, তারিখ .....

স্বাক্ষর

গঠন-০৮

প্রতিবেদনের প্রকৃতি:

প্রতিবেদনের শিরোনাম:

সংজ্ঞামিন তদন্তের স্থান:

তারিখ ও সময়:

সংযুক্তি:

শিরোনাম

প্রতিবেদক-

নাম

স্থান

গঠন-০৫

শিরোনাম

নাম, স্থান, তারিখ .....

নিমিত্তি জহে

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন

গঠন-০১

তারিখ:

বরাবর,

প্রতিষ্ঠান প্রধান

প্রতিষ্ঠানের নাম

স্থান/ঠিকানা



# স্যালালাল TEXT

বিষয়: .....

সূত্র: স্মারক নং-

মহোদয়/জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে নিম্নোক্ত প্রতিবেদন পেশ করছি।

শিরোনাম

বিনীত/নিবেদক/নিবেদিকা,

নাম

শ্রেণি

গঠন-০২

তারিখ:

বরাবর,

প্রতিষ্ঠান প্রধান

প্রতিষ্ঠানের নাম

স্থান/ঠিকানা

বিষয়: .....

সূত্র: স্মারক নং-

মহোদয়/জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে.....

বিনীত/নিবেদক/ নিবেদিকা

নাম

শ্রেণি

শিরোনাম



## প্রথম বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও মনুনা উত্তর

কলেজ/এলাকার গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি কর।

[বি.সি. '১৪, ডা.সি. '১৫, '১৬]

এবং কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখ।

তারিখ: ২০২৪

কলেজ

কলেজ

কলেজ/এলাকার সরকারি কলেজ,

কলেজ/এলাকা

কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রতিবেদন।

কলেজ নং আ.স.ক: ৩০০১/১৯২০

কলেজ

কলেজ/এলাকা নং (আ.স.ক: ৩০০১/১৯২০; ১১ জুন, ২০২৪) মোতাবেক কলেজ গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানপূর্বক একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য পেশ করছি।

কলেজ গ্রন্থাগারটি কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে প্রয়োজনীয় বইপত্র ক্রয় না করায় এর আশানুরূপ সমৃদ্ধি ঘটে হয়নি। প্রতিষ্ঠালয় থেকে ক্রমান্বয়ে কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বাড়লেও তাদের প্রয়োজনের দিকটি হয়েছে উপেক্ষিত। কলেজের বইপত্র অবস্থার উন্নতি হলেও গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ ছিল কম। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাকালে কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক না থাকায় কলেজের কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। রেজিস্ট্রারভুক্ত বইয়ের সংখ্যার সঙ্গে গ্রন্থাগারে যে বই আছে তার সংখ্যার কোনো মিল নেই। কলেজে যেসব বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স রয়েছে সেসব বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দেশি-বিদেশি বই নেই। পাঠ্যবই ও তথ্যবিসয়ক বই নেই বললেই চলে।

প্রায় তিন বছর ধরে গ্রন্থাগারে নতুন বা আধুনিক সংস্করণের কোনো বই কেনার পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যদিও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে লাইব্রেরি ফান্ডের জন্য যে চাঁদা তোলা হয় তা (১,০০,০০০/-) দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত ফান্ডে পড়ে রয়েছে। বই কেনা বাবদ প্রতি বছর সরকারের কাছ থেকে যে অর্থ পাওয়া যায়, তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। এছাড়া বইয়ের তালিকা তৈরিতে কোনো বিজ্ঞানসন্মত কন্যা অনুসরণ করা হয়নি। দশমিক পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থাগারিক অনভিজ্ঞ বলে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়নি।

কলেজের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে তেমন কোনো সচেতনতা নেই। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে বই ইস্যু করার ব্যাপারেও কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে না। গুরুত্বপূর্ণ বইসমূহের পৃষ্ঠাসমূহে কাটা ছেঁড়ার দাগ দেখা যায়। রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও হুই-হুয়ার কারণে গ্রন্থাগারে বসে পড়াশোনার মতো কোনো পরিবেশ নেই। কতিপয় শিক্ষার্থীকে বিনা প্রয়োজনেও গ্রন্থাগারে বসে আড্ডা দিতে দেখা যায়। গ্রন্থাগারে মোট বইয়ের সংখ্যার কোনো বিষয়ভিত্তিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নি। পুরাতন একটি পরিসংখ্যান পাওয়া গেলেও এর সঙ্গে বইয়ের কোনো মিল নেই। এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থাগারটি ছাত্রছাত্রীদের তেমন কোনো উপকারে আসছে না।

সুপারিশ :

১. অতিসত্বর প্রশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক ও ক্যাটালগার নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রন্থাগারের সকল পুস্তকের হিসাব গ্রহণ করে দশমিক পদ্ধতিতে তালিকা তৈরি করতে হবে।
২. ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনে আরও বইপত্র সংগ্রহ করা দরকার। এক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচনে অধিকতর তৎপর হতে হবে। বইপত্র বাড়িতে ইস্যু করা এবং পাঠাগারে পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য শিক্ষার্থীদের দু'ধরনের গ্রন্থাগার কার্ড ইস্যু করা দরকার।
৩. বই যাতে চুরি কিংবা প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা ব্লেন্ড দিয়ে কেটে নিয়ে যাওয়া না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে। গ্রন্থাগারের জন্যে স্বতন্ত্র তহবিল গড়ে তুলতে হবে এবং তাতে শিক্ষার্থীদের দেওয়া বার্ষিক চাঁদার যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৪. সর্বোপরি গ্রন্থাগারের সঠিক উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানের জন্যে একটি গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করে তার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করলে গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

নীত প্রতিবেদক—

৪\*

কাদশ শ্রেণি, মানবিক বিভাগ

খা-ক, রোল: ১২২

কলেজ/এলাকা সরকারি কলেজ, ময়মনসিংহ।

নির্দিষ্ট জায়গা



০২। তোমার কলেজে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

বরাবর,

অধ্যক্ষ,

সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ,

সিরাজগঞ্জ

বিষয়: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিষয়ক প্রতিবেদন।

সূত্র: স্মারক নং-সি.স.ক.-৫০/৫৫, তারিখ: ১৮/০২/২০২৫

জনাব,

আপনার আদেশক্রমে (স্মারক নং- সি.স.ক.-৫০/৫৫) এ বছর ১৭ই ফেব্রুয়ারি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে আমাদের কলেজে যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে, তার একটি প্রতিবেদন তুলে ধরছি।

জমকালো আয়োজনে পালিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে মহাসমারোহে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবারের মতো এবারেও কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ছিল কলেজ সংসদের ক্রীড়া বিভাগের ওপর। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা ক্রিকেট বোর্ডের সম্মানিত সভাপতি সাবেহ। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উচ্চ লাফ, দীর্ঘ লাফ, দৌড়, লৌহ গোলক নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, চাকতি নিক্ষেপ, দাবা, মোরগ লড়াই, বালিশ বদল, ফুটবল, ক্রিকেট, সাইকেল দৌড়, ভার উত্তোলনসহ ২০টি ইভেন্টে কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। পাশাপাশি আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য বালিশ বদল ও চোখ বেঁধে হাঁড়ি ভাঙার মতো মজার খেলার আয়োজন করা হয়।

প্রতিযোগীরা সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত তাদের ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করে দর্শকদের আনন্দ দেয়। পরবর্তীতে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসেবে পদক ও সনদ প্রদান করে প্রধান অতিথি। প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক পুরস্কার লাভ করে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী সায়েম এবং দ্বিতীয় স্থান লাভ করে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নাজমুল। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জেলা ক্রিকেট বোর্ডের সম্মানিত সভাপতি সাবেহ। শিক্ষার্থীদের বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে ও দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও মনীষীদের আদর্শে জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। নিয়মিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন শিক্ষার্থীদের প্রতিভার বিকাশে যে কতটা সহায়ক তা তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। পুরস্কার বিতরণ শেষে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেব মোনাজাত এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক-

বুলবুল আহমেদ

দ্বাদশ শ্রেণি,

সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ

০৩। তোমার কলেজে উদ্‌যাপিত 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

[ডা.বো., ব.বো. '২২]

অথবা, তোমার কলেজে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

[ম.বো. '২২]

তারিখ: ৩০-০৩-২০২৫

বরাবর,

অধ্যক্ষ,

রাজশাহী কলেজ,

রাজশাহী।

বিষয়: কলেজে উদ্‌যাপিত 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন।

সূত্র: আদেশ নং-রা.ক.-৪৪/০৯, তারিখ ২৮/০৩/২০২৫

জনাব,

২৮শে মার্চ, ২০২৫ তারিখের স্মারক নং রা.ক.-৪৪/০৯ পত্রের আদেশক্রমে কলেজে উদ্‌যাপিত 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য পেশ করছি।



## রাজশাহী কলেজে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত

গত ২৬শে মার্চ, ২০২৫ যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজশাহী কলেজে 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব ছিল 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপন কমিটির ওপর। তাদের সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়।

অন্যান্য ব্যয়ের তুলনায় এবারের আয়োজনেও কলেজের সকল স্তরের শিক্ষার্থী, বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

২৬শে মার্চ সকাল ৭টায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ আবদুল খালেক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব দতিফুর রহমান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর শান্তির প্রতীক পায়রা উড়ানো হয়। এরপর কলেজের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কলেজ মাঠে এক বিশাল কুচকাওয়াজ প্রদর্শিত হয়। সকাল দশটায় কলেজ অডিটোরিয়ামে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে কলেজের অধ্যক্ষ, প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য শিক্ষকগণ বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁদের বক্তব্যে স্বাধীনতার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাস ফুটে ওঠে।

তাঁদের বক্তব্য শেষ হলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে কলেজের শিক্ষার্থীরা নাচ, গান, কবিতা ও নাটক প্রদর্শন করে। বিশেষ করে কলেজের সংস্কৃতি পরিষদের শিক্ষার্থীরা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশনের সময় পুরো অডিটোরিয়াম মেতে ওঠে। এরই মাঝে অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এবারের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে মোট খরচ হয়েছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা যার বিস্তারিত হিসাব কলেজের হিসাব শাখার পর্যালোচনা শেষে নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হবে।

কলেজের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের সার্বিক অংশগ্রহণে এবারের অনুষ্ঠানটি অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। অতিথিদের বক্তব্য শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমের প্রতি সচেতন করে তোলে করে এবং তাদের দেশ গঠনে কাজ করার প্রেরণা জোগায়। সর্বোপরি, এবারের অনুষ্ঠানটি ছিল অনেক বেশি সফল ও সার্থক।

প্রতিবেদক,

কানিজ সাবাতিনা

দ্বাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ

রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

০৪। নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল প্রবণতা বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা কর।

[য. বো. '১৯, সি. বো. '১৭]

অথবা, খাদ্যে ভেজালের কারণ ও প্রতিকার শিরোনামে একটি প্রতিবেদন লেখ।

অথবা, 'খাদ্যে ভেজাল' শিরোনামে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখ।

খাদ্যে ভেজালের কারণ ও প্রতিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক॥ ঢাকা॥ ২রা জুলাই, ২০২৪॥ জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য না খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। খাদ্য আমাদের দেহের ক্ষয় পূরণ করে প্রাণের ধারা বজায় রাখে, কাজ করার শক্তি জোগায়। কিন্তু সেই খাদ্যেই যদি ভেজাল মিশ্রিত থাকে তবে তা দেহের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। খাদ্যে ভেজাল এখন আমাদের একটি বড়ো সমস্যা।

আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীতে ভেজাল দেওয়া হয়, যেমন চালে ধুলা, কাঁকর, ভুসি প্রভৃতি দেওয়া হয়। দুধে মেশানো হয় দূষিত পানি, তেল-ঘিয়ে মেশানো হয় চর্বিহীন নানা রকমের ক্ষতিকর জিনিস। মধুতে দেওয়া হয় চিনি, গুটিকিতে মেশানো হয় কীটনাশক। শাক-সবজিতেও বিষাক্ত দ্রব্য মেশানো হয় যা জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। মাছে দেওয়া হয় ফরমালিন, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কলা, আম, আপেলসহ বিভিন্ন ফলে দেওয়া হয় বিষাক্ত কেমিক্যাল। গুঁড়ো হলুদ, মরিচ, জিরায় মেশানো হয় কাঠের গুঁড়ো, রং মিশ্রিত মাটি। লেজেন্স, মিষ্টি, বিভিন্ন পানীয়তে রং মেশানো থাকে। নকল ঔষধ সেবন করেও মানুষ জীবনকে বিপর্যস্ত করছে।

ভেজাল খাবার খাওয়ার ফলে শরীরে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন- কিডনির সমস্যা, লিভারের সমস্যা প্রভৃতি। গর্ভবতী মা ভেজাল খাবার খেয়ে প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম দিয়ে থাকে। ভেজালের কারণে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যাপার মানুষের শরীরে বাসা বাঁধে। তাই ভেজাল একটি মারাত্মক সমস্যা। বিভিন্ন কারণে খাদ্যে ভেজাল দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন- ১. অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের আশায় খাদ্যে ভেজাল দিয়ে থাকে। ২. অধিক জনসংখ্যার চাপ। ৩. চাহিদার তুলনায় পণ্যের সরবরাহ কম। ৪. খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণে খাদ্যে এর অবহেলা। ৫. ভেজাল সম্পর্কে সকল মানুষকে সচেতন না করা। ৬. সরকারি তদারকির অপ্রতুলতা। ৭. অপরাধীদের শাস্তি না হওয়া।



খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে নিচের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফা লাভের মন-মানসিকতা ত্যাগ করা।
২. চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৩. বি.এস.টি.আই. দুর্নীতি মুক্ত হওয়া।
৪. অপরাধীদের কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা রাখা এবং
৫. মিডিয়ার মাধ্যমে যেসব পণ্যে ভেজাল হয় সে সম্পর্কে দেশের মানুষকে সচেতন করা।

আমরা বাঁচব, সুন্দরভাবে বাঁচব। আমাদের প্রজন্মকেও বাঁচাবো। এজন্য ভেজালের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে। খাদ্যকে ভেজাল মুক্ত করার অঙ্গীকার নিতে হবে।

'ক'

স্বাক্ষর

### ◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে ঢাকা শহরের যানজট ও তার প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

অথবা, 'যানজট' সমস্যার উপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

অথবা, তোমার শহরে যানজট সমস্যার উপরে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

অথবা, 'যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা' এ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| প্রতিবেদনের প্রকৃতি    | : সংবাদ প্রতিবেদন/বিশেষ প্রতিবেদন |
| প্রতিবেদকের নাম        | : 'জ'                             |
| সরেজমিনে তদন্তের স্থান | : গুলিস্তান                       |
| প্রতিবেদন তৈরির সময়   | : বিকাল ৫:০০ টা                   |
| প্রতিবেদন তৈরির তারিখ  | : ১৫ জুন, ২০২৪                    |
| সংযুক্তি               | : ৪ কপি ছবি                       |

'যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা'

রাজধানী শহর ঢাকার রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা এবং যানজটের কারণে জনজীবনে দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। বিশেষ করে পুরাণ ঢাকা যানজট পথচারী ও সাধারণ যাত্রীদের জীবনযাত্রাকে করে দিয়েছে হুবির। এখানকার সিদ্দিক বাজার, নয়াবাজার, চকবাজার, মিটফোর্ড ইসলামপুর, বাংলাবাজার, ইংলিশ রোড, নবাবপুর রোড, ধোলাই খাল, নারিন্দা, টিপু সুলতান রোডসহ নানা স্থানে ভয়াবহ যানজটে দৃশ্য নিত্যদিনের চিত্রে পরিণত হয়েছে।

পুরাণ ঢাকার বেশিরভাগ রাস্তা-ঘাটই ঔপনিবেশিক আমলে অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত হয়েছে। অথচ এ এলাকাতেই গড়ে উঠে দেশের বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ অফিস-আদালতসমূহ। প্রতিদিন সারাদেশ থেকে অসংখ্য লোক নানা প্রয়োজনে এসে স্থানে যাতায়াত করে। এমনিতেই এসব এলাকায় বসবাস করে মাত্রার চেয়ে দশ গুণ বেশি লোক। তার উপর বাইরের লোকের আগমনে রাস্তাঘাটে যেন তিল ধারণের ঠাই থাকে না। আগন্তুক লোকেরা যাতায়াত ও মালামাল বহনের কাজে ব্যবহার করে বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি মাইক্রো, রিকশা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি অসংখ্য যানবাহন। সীমিত পরিসরের রাস্তাঘাটে এ বিপুল পরিমাণ যানবাহনের সংকুল না হওয়ায় প্রতিদিন সৃষ্টি হয় ভয়াবহ যানজট।

নাগরিক জীবনে মানুষের কাজ অন্তহীন। অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মানুষ ছুটে চলে তার জীবন ও জীবিকার তাগিদে। ছাত্রছাত্রীরা যায় স্কুল-কলেজে, চাকরিজীবীরা যায় অফিস-আদালতে, শ্রমিকরা যায় কল-কারখানায়। কিন্তু রাস্তায় নামলেই যানজট দৈতে মতো সকলের পথ আগলে দাঁড়ায়। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো দায় হয়ে ওঠে। শহরের অপ্রশস্ত ও সংকীর্ণ রাস্তা ফুটপাথগুলো জুড়ে গড়ে উঠেছে অবৈধ দোকানপাট। স্থানে স্থানে রাস্তা দখল করে ট্রাক, রিকশা ও রিকশাভ্যানের গ্যারেজ মেরামতখানা গড়ে উঠেছে। পার্কিং করার স্থানের স্বল্পতার কারণে যেখানে-সেখানে যাত্রী ও মালামাল ওঠানামা করার ফলে সাধারণ যান চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। এতে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ যানজট। ফলশ্রুতিতে, অনেকসময় দশ মিনিটের রাস্তা অতিক্রম করতে সাধারণ লোক এক ঘণ্টারও বেশি। এতে যেমন একদিকে দেশের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে অপরদিকে হারিয়ে যাচ্ছে অতি মূল্যব সময়। এর অর্থমূল্য নির্ণয় করা গেলে দেখা যেত প্রতিদিন দেশ কী বিশাল অঙ্কের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।



যানজট কমানোর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

- ০১। অবৈধ রিকশার দৌরাভ্য কমাতে হবে।
- ০২। যত্রতত্র গড়ে ওঠা এলোপাতাড়ি বাজার, মার্কেট-বিপণী বিতান উচ্ছেদ করতে হবে।
- ০৩। যত্রতত্র যানবাহন থামিয়ে লোক ওঠানামা করানো যাবে না।
- ০৪। অবৈধ পার্কিং বন্ধ করতে হবে।
- ০৫। ফুটপাথগুলোকে হকারমুক্ত করতে হবে।
- ০৬। বেশিরভাগ রাস্তাকে ওয়ানওয়ে করা ও ট্রসিং কমিয়ে দিতে হবে।
- ০৭। রাজধানীতে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে।
- ০৮। যেকোনো স্ট্রাকচার নির্মাণের আগে প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বহুমুখী ফ্লাইওভার (ইন্টারসেকশন ট্র্যাফিক সিস্টেম) নির্মাণ করতে হবে, যাতে যেকোনো মোড়ে কোনো গাড়ি ট্র্যাফিক সিগন্যাল ছাড়া চলতে পারে।
- ০৯। এছাড়া ট্র্যাফিক সিগন্যাল বাতিগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে না চালিয়ে প্রতিটি পয়েন্টে উপ-নিয়ন্ত্রণ কক্ষ অথবা রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম করলে কিছুটা যানজট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
- ১০। শহরের ব্যস্ত এলাকার বাস টার্মিনাল উঠিয়ে দিতে হবে।
- ১১। রাজধানীর অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-কারখানাগুলোকে শহরের বাইরে নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করতে হবে।
- ১২। শহর থেকে কিছু হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালত শহরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে।
- ১৩। পাতাল রেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

সর্বোপরি যানজট নিরসনের অন্যতম কৌশল হিসেবে সংযোগ স্থাপন বাড়াতে হবে। এর বাস্তব সুফল দেখা গেছে পান্থপথ টু মিরপুর রোডের সংযোগ সড়কের মাধ্যমে।

বহুল আলোচিত ইস্টার্ন বাইপাস নির্মাণে স্থবিরতা দূর করতে হবে। রাজধানী ঢাকার নাগরিক জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য, সাবলীল ও গতিশীল করে তুলতে নগরীর এই যানজট সমস্যার অবশ্যই সমাধান করতে হবে। যদি এমনতর পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তাহলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই রাজধানী ঢাকা তার বাসযোগ্যতা হারাতে পারে। যানজট সমাধানকল্পে আলাপ-আলোচনা, লেখালেখি অনেক হয়েছে। এখন শুধু প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা ও সমন্বয়যোগ্য সুন্দর বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা এবং তার দ্রুত বাস্তবায়ন। আমার মনে হয় এটা এমন কোনো সমস্যা নয় যা সমাধান করা একেবারেই অসাধ্য।

। তোমার দেখা একটি সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখ।

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| প্রতিবেদনের প্রকৃতি          | : সংবাদ প্রতিবেদন/বিশেষ প্রতিবেদন  |
| প্রতিবেদনের শিরোনাম          | : গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত |
| সরেজমিনে তদন্তের স্থান       | : পলাশবাড়ি                        |
| প্রতিবেদন তৈরির তারিখ ও সময় | : ১২ মে ২০২৫, বিকাল ৫টা            |
| সংযুক্তি                     | : সড়ক দুর্ঘটনার ছবি-১০টি          |

গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনা: ৭ জন নিহত

গতকাল বুধবার ভোরে গাইবান্ধা-রংপুর মহাসড়কের পলাশবাড়ি মোড়ে মুখোমুখি দুটি বাস দুর্ঘটনায় অন্তত ৭ জন নিহতসহ অর্ধ-শতাব্দিক লোক আহত হয়।

বুধবার সকালে রংপুর থেকে ছেড়ে আসা 'আল হামরা' রংপুর ক-২৪২৯ নং বাসটির গাইবান্ধা থেকে ছেড়ে আসা অপর একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে রংপুর ক-২৪২৯ বাসের ৪ জন যাত্রী এবং অপর বাসটির ৩ জন যাত্রী নিহত হয়। আহত হয় প্রায় অর্ধ-শতাব্দিক যাত্রী। আহত যাত্রীদেরকে প্রথমে স্থানীয় পলাশবাড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে কিছুসংখ্যক যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। মুমূর্ষু ২৭ জন যাত্রীকে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।



আশঙ্কাজনক কয়েকজন যাত্রীর পরিচয় পাওয়া গেছে। এরা হচ্ছে- ১. আব্দুল মালেক (৩২) পিতা: জয়নাল আবেদীন, গ্রাম: নাকইবাড়ি, থানা: পলাশবাড়ি, জেলা: গাইবান্ধা, ২. নকুল চন্দ্র পাল (২৫), পিতা: পদ্যালোচন পাল, গ্রাম: ভাদাই, থানা: পলাশবাড়ি, জেলা: গাইবান্ধা, ৩. শিল্পী মজুমদার (২৪), পিতা: শান্তিরঞ্জন মজুমদার, গ্রাম: দারিয়াপুর, থানা: গাইবান্ধা। নিহতদের মধ্যে দুজনের পরিচয় জানা গেছে। এরা হচ্ছে ১. ফজলুর রহমান (২৭), পিতা: হোসেন মোল্লা, গ্রাম: আহম্মাদপুর, থানা ও জেলা: নাটোর, ২. আবুল কাশেম (২৯), পিতা: রোকনুজ্জামান খান, গ্রাম: দুলাই, থানা: সুজানগর, জেলা: পাবনা। হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, আহত যাত্রীদের জন্য জরুরি রক্তের প্রয়োজন। আগ্রহী রক্তদাতাগণকে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে রক্ত দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুর্ঘটনা-কবলিত বাস দুটি সরিয়ে ফেলতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগে। এর ফলে উভয় দিকের যানচলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এক ঘণ্টা পর যান চলাচল সচল করা হয়।

ঐ দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে জানা যায়, গাড়িটির ফিটনেস ছিল না। আহত একজন যাত্রী জানিয়েছে রংপুর থেকে আসতে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়।

জানা গেছে, দুর্ঘটনা কবলিত বাস দুটিতে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই ছিল। বাসের ভেতরে গাদাগাদি করা পোক ছাড়াও বাসের ছাদে ছিল লোকে পরিপূর্ণ। সেই সঙ্গে ছিল মুরগির খাঁচাসহ অন্যান্য মালপত্র। এ ব্যাপারে পলাশবাড়ি থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। পুলিশ দ্রুত তদন্ত কাজ শুরু করেছে বলে জানা গেছে। হেলপারসহ ড্রাইভার দুইজনই পলাতক রয়েছে।

প্রতিবেদক -

‘খ’

পলাশবাড়ি, গাইবান্ধা।

০৩। “পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য চাই বৃক্ষরোপণ” এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

দি. বো. ২৪।

পরিবেশ বাঁচাতে বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ॥ ঢাকা ॥ ৬ আগস্ট, ২০২৪ ॥ সৃষ্টির উষালগ্নে মানুষ বাস করতো অরণ্য প্রকৃতির ছায়া-সুনিবিড় কোলে। তখন প্রকৃতিতে বিরাজ করত পূর্ণ ভারসাম্য। প্রকৃতি মায়ের অফুরন্ত দানে পুষ্ট হয়ে তখনকার মানুষ এগিয়ে যায় সভ্যতার পানে। তারপর একদিন সভ্যতা এলো তার বিজয় রথে আসীন হয়ে; অরণ্যচ্যারী যাযাবর মানুষ গড়ে তুললো নগর সভ্যতা। সভ্যতা যতই প্রসারিত হয়েছে, মানুষ ততই প্রকৃতির জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়েছে। মানুষ নিজ হাতে নির্মূল করছে তার শৈশব সভ্যতার সঙ্গী তরুণাজিকে। নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের ফলেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। ওয়ার্ল্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতে, বিশ্বের বনভূমি উজাড় হতে হতে অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে বিশ্ব-পরিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন। পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের উপযোগী ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের জন্য গাছপালার কোনো বিকল্প নেই। মানুষের অস্তিত্বের জন্য দরকার গাছপালা। অক্সিজেন দিয়ে গাছপালা কেবল আমাদের জীবন রক্ষা করে না, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। গাছপালার অভাবে প্রকৃতিতে দেখা দিচ্ছে ভূমিক্ষয়, উষ্ণরতা, বৃষ্টিহীনতা। তাই সময় থাকতেই এ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। কোনো একটি দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্যে সে দেশের মোট আয়তনের শতকরা পঁচিশ ভাগ বনভূমি একান্ত আবশ্যিক। সে তুলনায় আমাদের দেশের ১৪% বনভূমি সত্যি অপ্রতুল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। যেখানে তিনটি গাছকাটা হচ্ছে, সেখানে লাগানো হচ্ছে একটি গাছ। ফলে বাস্তবে বনভূমি বাড়ছে না। দুঃখের বিষয়, গত একশ বছরে প্রাকৃতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাচ্ছে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে ব্যাপক হারে বৃক্ষনিধনের ঘটনা ঘটছে। তারই বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর আবহাওয়ায়। দিনেরবেলা দুঃসহ গরম আর রাতে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, এ লক্ষ্য মরুकरण প্রক্রিয়ার পূর্বাভাস। বৃক্ষ শুধু প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার একমাত্র উপায় নয়, এটি গরিব জনসাধারণের অনেক চাহিদাই পূরণ করে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙা রাখার ভূমিকাও পালন করে। এছাড়া বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে একজন মানুষ চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। একথা স্মরণ রেখেই দেশের প্রতিটি নাগরিকের বৃক্ষরোপণ অভিযানে শরিক হওয়া উচিত। কারণ বৃক্ষই জীবন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ শুধু অরণ্য সংরক্ষণ নয়, অরণ্য সম্প্রসারণেরও কাজ চলছে। তাই বলতে হয়, ‘বৃক্ষরোপণ’ শুধু প্রকৃতিকে ভালোবাসার স্মারক নয়, এ হলো মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার এক অনন্য প্রয়াস।

‘ক’

স্বাক্ষর



মণে

আমাদের দৈনিকের স্থানীয় প্রতিনিধি। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে “ডেঙ্গুর ভয়াবহতা ও আমাদের করণীয়” শিরোনামে সাপ্তাহিক প্রকাশ উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

[য. বো. '২৪]

### ডেঙ্গুর ভয়াবহতা ও আমাদের করণীয়

নাদিম ॥ নিজস্ব প্রতিবেদক ॥ ঢাকা ॥ ১৭ এপ্রিল, ২০২৫

এডিস মশাবাহিত ভাইরাসজনিত একধরনের তীব্র জ্বর ডেঙ্গু। সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে ভয়ংকর আতঙ্ক হিসেবে দেখা দিয়েছে ডেঙ্গুজ্বর। এই মহামারি জ্বরে ঢাকাসহ সমগ্র দেশে মৃত্যুবরণ করেছে অনেক মানুষ। সারা দেশে মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়েছে ডেঙ্গুজ্বরের আতঙ্ক। এর ভয়ে ঢাকার অনেক স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে গোটা বিশ্বে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল প্রায় দুই কোটি মানুষ। বর্তমানে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ডেঙ্গু সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন: ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গুজ্বর ও হেমোরাজিক ডেঙ্গুজ্বর। ডেঙ্গু দুই প্রজাতির স্ত্রী মশা দ্বারা ছড়ায়। এর একটি হচ্ছে এডিস এজিপটাই ও অন্যটি এডিস এলবোপিপটাস। এডিস এজিপটাই স্ত্রী মশা কোনো ব্যক্তিকে কামড় দিলে সেই মশাটিও ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণুবাহী মশায় পরিণত হয়। এরা দিনের বেলায় কামড়ায়। এই মশা ডিম পাড়ে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পাত্রের পানিতে যেমন: ফুলদানি, ফুলের টব, হাড়ির ভাঙা অংশ, পরিত্যক্ত টায়ার, মুখ খোলা পানির ট্যাংক, জলকাদা, ডাবের খোসা ইত্যাদি। সাধারণত ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে মাংসপেশি ও হাড় প্রচণ্ড ব্যথা হয়। দেহের তাপমাত্রা ১০৪ থেকে ১০৫ ডিগ্রিতে উঠে যায়। মাথা ও চোখের মাংসপেশি ব্যথা, বমি বমি ভাব, বিষণ্ণতার ছাপ ও দেহে এক ধরনের ফুসকুড়ি ওঠে। কখনো কখনো মাংসপেশির খিঁচুনিতে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। শিশু কিশোররা এ জ্বরে আক্রান্ত হয় বেশি। ভয়াবহ ডেঙ্গুজ্বরের কোনো চিকিৎসা নেই। নেই প্যাটেন্টকৃত কোনো ওষুধ। উপসর্গ দেখে চিকিৎসা করতে হয়। রোগীকে পুরোপুরি বিশ্রামে রেখে চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। মারাত্মক উপসর্গ দেখা দিলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়। তবে এসপিরিন বা এ জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। রোগীকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে চিকিৎসা করতে হবে। মারাত্মক আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে পানিস্বল্পতা ও রক্তক্ষরণের চিকিৎসার জন্য আইভি স্যালাইন বা রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হতে পারে। তবে এডিস মশা যেহেতু ডেঙ্গুজ্বরের বাহক, তাই বাহক মশা দমন করাই ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধে প্রধান উপায়। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো- বাসগৃহে ফুলের টব, পরিত্যক্ত টায়ার, ডাবের খোসা ইত্যাদিতে জমে থাকা পানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। মশারি ব্যবহার করা। অর্থাৎ রোগ ছড়ানোর আগেই এডিস মশা নির্মূল করে ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। স্কুল-কলেজের ছাত্রশিক্ষক এবং অভিভাবকসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণ সচেতন হলেই ভয়াবহ ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধ সম্ভব।

প্রতিবেদক

নাদিম

### ◆ অনুশীলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

- ০১। “যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়” শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
- ০২। তোমার কলেজের ছাত্রাবাস সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
- ০৩। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখ।

[চ.বো. '২৪]

[কু.বো. '২৪]

[মাদ্রাসা বো. '২৪, ঢা.বো., রা.বো. '২৪, রা.বো. '২৩, ১৯; সি.বো., দি.বো. '২৩, কু.বো. '২২, ২৩; রা.বো., সি. বো. '১৯]

অথবা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণ ও তার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ উপযোগী একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

[মাদ্রাসা বো. '২৪, সি.বো. '২৩]

- ০৪। সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকারের সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

[ব.বো., য.বো. '২৩; সি. বো. '২২]

- ০৫। শীতাত্তর মানুষের দুঃসহ জীবন যাত্রার ওপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

[য.বো. '২৩]

- ০৬। ‘তোমার এলাকার কোনো সড়কের দুরবস্থার’ উপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

[রা.বো. '২৩]

- ০৭। “মেঘনায় লক্ষ্যভূবি: ৩০০ জনের সলিল সমাধি” শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

[চ.বো. '২৩]

- ০৮। তোমার দেখা ‘একুশের বইমেলা’ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

[য.বো. '২৩]

- ০৯। তোমার এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

[দি.বো. '২৩]

- ১০। ভূমিকম্প ও তার পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

- ১১। দুর্নীতি ও তার প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

- ১২। কলেজে প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

- ১৩। যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।



বৈদ্যুতিন চিঠি

- ❖ বৈদ্যুতিন চিঠি/ই-মেইল লেখার নিয়ম
- বৈদ্যুতিন চিঠি ঠিকানা লেখার সময় নাম বা নামের সংক্ষিপ্ত রূপ লেখার পর কোনো ফাঁকা না রেখে @ চিহ্ন, এরপর gmail.com বা yahoo.com বসে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে .org ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক মেইল এর ক্ষেত্রে ঠিকানার শেষ অংশে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা সংক্ষিপ্তরূপে যুক্ত হতে পারে।
- From address এর ঘরে প্রেরকের এবং To address এর ঘরে প্রাপকের ই-মেইল ঠিকানা লিখতে হবে।
- মেইলটি সম্পর্কে অন্য কাউকে জানাতে চাইলে Cc এর ঘরে তার বৈদ্যুতিন চিঠি ঠিকানা লিখতে হবে। কাকে কাকে পাঠানো হচ্ছে অন্য কাউকে জানাতে না চাইলে Bcc এর ঘরে তাদের ই-মেইল ঠিকানা লিখতে হবে।
- Subject অংশে কোন বিষয়ের উপর ই-মেইলটি লেখা হচ্ছে তা অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হবে।
- Text অংশে মূল বার্তা বা চিঠিটি লেখা হবে। লেখার পূর্বে যথাযথ সম্বোধন এবং লেখার শেষে বিদায় সম্ভাষণ ব্যবহৃত হবে।

ফরম্যাট (প্রাতিষ্ঠানিক বৈদ্যুতিন চিঠি)

বৈদ্যুতিন চিঠির গঠন-০১

|                      |
|----------------------|
| From:                |
| To:                  |
| Cc:                  |
| Bcc:                 |
| Sub:                 |
| তারিখ:               |
| বরাবর,               |
| প্রতিষ্ঠান প্রধান    |
| প্রতিষ্ঠানের নাম     |
| প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা  |
| বিষয়:               |
| সম্ভাষণ,             |
| .....                |
| ... মূল বক্তব্য..... |
| .....                |
| বিনীত/নিবেদক         |
| নাম                  |
| ঠিকানা               |

অথবা,

বৈদ্যুতিন চিঠির গঠন-০২

|                      |
|----------------------|
| To:                  |
| Cc:                  |
| Bcc:                 |
| Sub:                 |
| তারিখ:               |
| বরাবর,               |
| প্রতিষ্ঠান প্রধান    |
| প্রতিষ্ঠানের নাম     |
| প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা  |
| বিষয়:               |
| সম্ভাষণ,             |
| .....                |
| ....মূল বক্তব্য..... |
| .....                |
| বিনীত/নিবেদক         |
| নাম                  |
| ঠিকানা               |



## ফরম্যাট (অপ্রাতিষ্ঠানিক বৈদ্যুতিন চিঠি)

অথবা,

বৈদ্যুতিন চিঠির গঠন-০৩

বৈদ্যুতিন চিঠির গঠন-০৪

|                  |
|------------------|
| From             |
| To               |
| Sub              |
| সম্প্রাপ্ত       |
| মূল বক্তব্য..... |
| বিদায় সম্ভাষণ   |
| নাম              |
| ঠিকানা           |

|                       |
|-----------------------|
| To:                   |
| Cc:                   |
| Bcc:                  |
| Sub:                  |
| সম্প্রাপ্ত,           |
| .....মূল বক্তব্য..... |
| বিদায় সম্ভাষণ        |
| নাম                   |

## বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

শিক্ষাসফরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার বন্ধুর নিকট একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ।

[রা.বো.'২৪; জা.বো.'২৩]

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| To      | : <a href="mailto:msumi96@gmail.com">msumi96@gmail.com</a> |
| CC      | :                                                          |
| Bcc     | :                                                          |
| Subject | : শিক্ষা সফরে যাওয়ার আমন্ত্রণ।                            |

প্রিয় মৌসুমি,

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, আমরা বন্ধুরা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী ০১/১২/২০২৪ তারিখে 'লালবাগ কেদ্রায়' শিক্ষাসফরে যাব। আমাদের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক লিটন স্যার এ বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন। অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমতি ইনশাআল্লাহ আগামীকাল পেয়ে যাব। তুমি অবশ্যই আমাদের সাথে যোগদান করবে। অজানাকে জানার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া যাবে না।

ইতি-

নিশাত

২। বন্ধুর পিতৃবিয়োগে তাকে সাব্বনা জানিয়ে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ।

[দি.বো., মাদ্রাসা. বো.'২৪; রা.বো.'২৩]

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| To      | : <a href="mailto:simu@gmail.com">simu@gmail.com</a> |
| Cc      | :                                                    |
| Bcc     | :                                                    |
| Subject | : সমবেদনা।                                           |

বন্ধু শিমু,

লতার কাছে শুনলাম তোমার স্নেহময় পিতা পৃথিবীতে আর নেই। খবরটা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। তোমার কতটা কষ্ট হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছি। তোমাকে সমবেদনা জানানোর ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। দুঃখ কোরো না। ধৈর্য ধরো, ভেঙে পড়ো না। মানুষ মরণশীল। সবাইকে একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটাই স্বাভাবিক। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এ বাস্তবতা মেনে নিয়ে আশায় বুক বোধবে, জীবনের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মহান আল্লাহ তোমার পিতার বিদেহ আত্মাকে শান্তি দান করুন।

তোমার বন্ধু

সুমনা



০৩। মনে কর, তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাও। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর একটি ই-মেইল লেখ। [রা. বো.'১৯]

উত্তর

From: [abdc@gmail.com](mailto:abdc@gmail.com)  
To: [registrar@du.ac.bd](mailto:registrar@du.ac.bd)  
Subject: বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়ে আবেদন।

২০ মে, ২০২৫

বরাবর,  
রেজিস্ট্রার,  
রেজিস্ট্রার ভবন,  
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,  
ঢাকা-১০০০।

বিষয়: বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়ে আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২৫ সেশনে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির প্রথম বর্ষে ভর্তিচ্ছু একজন শিক্ষার্থী। গত ২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় আমি 'ক' ইউনিট থেকে ১২৩৩ নং মেধাক্রমে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমাদের ভর্তি প্রক্রিয়া ২৫ মাসের ২য় সপ্তাহে শুরু হবার কথা থাকলেও আমি এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো সঠিক তথ্য জানতে পারিনি। তাই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ, ভর্তি ফরমের মূল্য, তা জমা দেবার পদ্ধতি, সাক্ষাৎকারের সময়সূচি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর জন্য জনাবের নিকট অনুরোধ করছি।

নিবেদক,

ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী।

০৪। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল সম্পর্কে পরামর্শ জানিয়ে ছোটো ভাইকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ।

[ব. বো.'২৩, ১৭; য. বো.'১৯]

উত্তর

To: [ashik723@gmail.com](mailto:ashik723@gmail.com)  
Cc:  
Bcc:  
Subject: ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল।

স্নেহের আশিক,

গতকালই বাবার ই-মেইল পেলাম। সেখান থেকে জানতে পারলাম তুমি নাকি ইদানীং ইন্টারনেটে অনেক বেশি সময় কাটাচ্ছে। বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। ইন্টারনেট ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা অকল্পনীয়। কিন্তু এর ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের সর্বদা সচেতন থাকা উচিত।

যেহেতু তুমি একজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, সুতরাং, এর সম্পর্কে তোমার সু-স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এটি একটি বিশাল নেটওয়ার্কিং সিস্টেম যা সারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত। বিশ্বের হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত। ফলে ইন্টারনেট থেকে আমরা যেকোনো তথ্যই অনেক সহজে জানতে পারি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও চাকরির আবেদন ফরম জমা দেওয়া, পণ্য কেনাবেচা করা, কোথাও ভ্রমণের জন্য বাস, ট্রেন বা প্লেনের টিকিট বুক করা, পণ্য কেনাবেচা করা কোনো ফাইল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো। কোনো দ্রব্যের মূল্য বা ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করা- প্রভৃতি সকল দরকারি কাজ ইন্টারনেট ব্যবহার করে অনেক সহজেই করা যায়। এছাড়াও নানা বিনোদনমূলক কাজ যেমন- গান শানা, সিনেমা দেখা প্রভৃতি ইন্টারনেটের সাহায্যে করা যায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন- ফেইসবুক, ম্যাসেঞ্জার, টুইটার প্রভৃতি ব্যবহার করে মানুষের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা এখন একটি সাধারণ ব্যাপার।



তবে এতসব ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি এর নেতিবাচক দিকও আছে, যা-সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকাটা জরুরি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফলে মানুষের সাথে যোগাযোগ করা সহজ হলেও এর প্রতি আসক্তি আমাদের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। এছাড়া এ মাধ্যমে নানা অপরাধও সংঘটিত হচ্ছে যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ ক্ষতি সাধন করছে। অনেকেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীকে মিথ্যা তথ্য প্রদান, পর্নোগ্রাফির ভিডিও আদান-প্রদান বা জুয়াখেলায় মতো কাজ করে থাকে- যা অনুচিত। আবার নানা অনলাইন গেমের প্রতি আসক্তি আমাদের কিশোরদের মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে। তারা একরকম বিকৃত মানসিকতা নিয়ে বড়ো হচ্ছে। সাইবার আক্রমণের মতো বিপজ্জনক মাধ্যমের আক্রমণে অনেকেই ক্ষতির শিকার হচ্ছে। তবে সব থেকে বেশি ক্ষতি সাধিত হচ্ছে ব্যবহারকারীর সময় ও স্বাস্থ্যের। রাত জেগে ও দীর্ঘক্ষণ ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে মানুষের স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি সাধিত হয় তা অপূরণীয়। আর সময় তো নষ্ট হচ্ছেই।

তোমার প্রতি আমার উপদেশ থাকবে, এখন থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় তুমি এ বিষয়গুলো মাথায় রাখবে। মনে রাখবে, তুমি ইন্টারনেট ব্যবহার করছো। ইন্টারনেট যেন তোমাকে ব্যবহার করতে না পারে। আজ আর নয়, মা-বাবাকে আমার সালাম দিও।

ইতি  
তোমার ভাইয়া,  
রাফিক।

৫। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার বন্ধুকে ই-মেইল প্রেরণ কর।

[ঢা. বো.'১৭]

উত্তর

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| To: <a href="mailto:ashik723@gmail.com">ashik723@gmail.com</a>            |
| Cc:                                                                       |
| Bcc:                                                                      |
| Sub: স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র। |

প্রিয় আশিক,

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ২৬ মার্চ, ২০২৫ সকাল ৮ ঘটিকায় আমাদের কলেজ প্রাঙ্গণে মহান 'স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আমাদের মাননীয় জেলা প্রশাসক মহোদয়। সাথে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে অত্র জেলার বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তুমিও যদি এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকো তাহলে আমি খুবই খুশি হবো।

আশা রাখছি তুমি আসবে।

ইতি,  
মনির।

সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

বর্তমানে তোমার এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় গভীর নলকূপ খননের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট একটি ই-মেইল লেখ।

উত্তর

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| To: <a href="mailto:devidarupz@gmail.com">devidarupz@gmail.com</a> |
| Cc:                                                                |
| Bcc:                                                               |
| Sub: গভীর নলকূপ চেয়ে আবেদন।                                       |

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

বরাবর,

উপজেলা চেয়ারম্যান,

দেবিদ্বার, কুমিল্লা।



বিষয়: পানীয় জলের অসুবিধা দূর করার জন্য গভীর নলকূপ চেয়ে আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা দেবিদ্বার উপজেলার রায়পুর গ্রামের অধিবাসী নিম্নোক্ত বিষয়ে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

আমাদের গ্রামটি একটি অত্যন্ত জনবহুল ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এ গ্রামে প্রায় ছয় হাজার লোকের বাস। কিন্তু, এই গ্রামের অধিকাংশ লোক দরিদ্র হওয়ায় এখানে খুব বেশি নলকূপ নেই। যে কয়েকটি ছিল তাও অগভীর নলকূপ হওয়ায় বর্তমানে শুষ্ক মৌসুমে তার পানি নাগালের বাইরে চলে যায়। ফলে এলাকাবাসীকে পানীয় জলের জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়।

এমতাবস্থায় জনাবের নিকট আকুল আবেদন, উক্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে গ্রামবাসীর পানীয় জলের কষ্ট দূর করতে আপনি এই গ্রামে কয়েকটি গভীর নলকূপ বরাদ্দ করে আমাদের বাধিত করবেন।

নিবেদক,

গ্রামবাসীর পক্ষে

‘অ’

দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

#### ◆ অনুশীলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

- ০১। ‘বই পড়ার গুরুত্ব’ বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে তোমার ছোট ভাইকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। [ঢা.বো.’২৪]
- ০২। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বেড়ানোর অনুভূতি জানিয়ে তোমার প্রবাসী বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। [চ.বো.’২৪]
- ০৩। মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুফল ও কুফল সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে ছোট ভাইকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। [ব.বো.’২৪; বা.বো.’১৯]
- ০৪। মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের ক্ষতিগুলো উল্লেখ করে বন্ধুদের প্রেরণের জন্য একটি ই-মেইল রচনা কর। [ব.বো.’২৪, ১৯]
- ০৫। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি ই-মেইল লেখ। [য.বো.’২৪]
- ০৬। তোমার দেখা কোনো সড়ক দুর্ঘটনার বিষয় জানিয়ে বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন পত্র প্রেরণ কর। [ম.বো.’২৪]
- ০৭। সম্প্রতি পড়া কোনো বই সম্পর্কে বন্ধুকে ই-মেইল প্রেরণ কর। [কু.বো.’২৪]
- ০৮। ভূমিকম্পকালীন করণীয় সম্পর্কে বন্ধুর প্রতি একটি ই-মেইল রচনা কর। [চ.বো.’২৩]
- ০৯। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার উৎসাহ দিয়ে ছোট ভাইকে একটি ই-মেইল লেখ। [য.বো.’২৩]
- ১০। বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুর নিকট একটি ই-মেইল প্রেরণ কর। [কু.বো., ম.বো.’২৩; রা.বো.’১৭]
- ১১। তোমার বোনের বিয়েতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। [দি.বো.’২৩, ১৯]
- ১২। দুর্ঘটনায় আহতদের সাহায্যার্থে রক্ত ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা চেয়ে বন্ধুদের কাছে প্রেরণের জন্য একটি ই-মেইল রচনা কর। [সকল.বো.’১৮]

অথবা, সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত কোনো মেধাবী বন্ধুর জন্য জরুরিভাবে রক্ত ও আর্থিক সাহায্য চেয়ে একটি ‘ই-মেইল’ তৈরি কর। [সি.বো.’১৭]

- ১৩। ‘বিশ্ব ভালোবাসা দিবস’ উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে ই-মেইল পাঠাও। [কু.বো.’১৭]
- ১৪। বৃক্ষমেলায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুদের ই-মেইল পাঠাও।
- ১৫। একটি বেসরকারি কলেজে চাকুরির জন্য বৈদ্যুতিন চিঠির ফরমেট তৈরি কর।
- ১৬। সহপাঠীদের সাপ্তাহিক শ্রেণি অভীক্ষার পরিবর্তিত সময়সূচি জানিয়ে একটি ই-মেইল বার্তা লেখ।
- ১৭। রাস্তা সংস্কারের আবশ্যিকতা জানিয়ে মাননীয় সিটি মেয়রের কাছে একটি ই-মেইল লেখ।
- ১৮। পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকার কারণ জানিয়ে শ্রেণি শিক্ষকের কাছে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ।
- ১৯। নির্বাচনি পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানিয়ে পিতার নিকট একটি বৈদ্যুতিন চিঠি (ই-মেইল) পাঠাও।



গঠন-০৩

প্রাপক: 017xxxxxxxx

নাম

মূল অংশ

প্রেরক: নাম

send

০১। বাংলা নববর্ষের উৎসব উপলক্ষ্যে বন্ধুর নিকট খুদেবার্তা লেখ।

[য. বো.' ১৭]

Receiver: 01750xxxxxx

প্রিয় সুমি,

আমাদের কলেজের উৎসব উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে 'বাংলা নববর্ষ ১৪৩২' উদ্‌যাপনের যাবতীয় পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে ব্যস্ত সময় পার করছি। বাংলা নববর্ষের দিন অবশ্যই তুমি আমাদের কলেজে চলে আসবে। আমার বিশ্বাস এখানে তোমার ভালো লাগবে। তুমি আসলে আমি খুব খুশি হব।

মিতু

Sender: 01300xxxxxx

12/04/2025

10:30:09 PM

০২। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সবার উদ্দেশ্যে খুদেবার্তা লেখ।

Receiver: 01314 xxxxxx, 01875xxxxxx, 01515xxxxxx, 01413xxxxxx

মোস্তাফিজুর,

আজ মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশের চেতনার পথ ধরেই আমরা পেয়েছি মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। এই প্রেরণার ফসল আমরা স্বাধীনতা। বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধ অক্ষয় হোক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাই হোক ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম।

শাহু আলম, নেত্রকোনা

Sender: 01650xxxxxx

21.02.2025

06:17:36 AM

০৩। শীতাত্তদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সহপাঠীদের প্রতি খুদেবার্তা লেখ।

Receiver: 01976xxxxxx, 01757xxxxxx, 01325 xxxxxx, 01516xxxxxx

বন্ধুরা,

আমরা জানি উত্তরাঞ্চলের অনেক এলাকা এখনো মঙ্গাপীড়িত। প্রচণ্ড শীতে সেখানে জনজীবন বিপর্যস্ত। শীতাত্ত মানুষদের দাঁড়াতে আদর্শ কলেজের একাদশ শ্রেণির পক্ষ থেকে ত্রাণ সংগ্রহের কাজ চলছে। লাইব্রেরির সামনে রাখা ত্রাণবাক্সে আগামী রবি মধ্য খাদ্য ও শীতবস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

আহুয়ক, ত্রাণ পর্যদ।

Sender: 01581xxxxxx

12/12/2024

11:17:13 PM



০৪। বন্ধুকে জ্ঞান নিয়ে খুদেবার্তা লেখ।

Receiver: 01750xxxxxx

প্রিয় রহমান,

ওভ জন্মদিন। জীবনের প্রতিটি দিন হোক আজকের মতোই আনন্দময়। সাফল্য দিবে থাকুক প্রতিটি সৃজনকর্মে। তোমার জীবনে এদিনটি বারবার ফিরে আসুক। জীবন হোক সাফল্যমণ্ডিত।

অমি আহমেদ

Sender: 01914xxxxx

08/08/2024

12:01:23 AM

০৫। জরুরি রক্তের প্রয়োজনে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে খুদেবার্তা লেখ।

Receiver: 01712xxxxxx, 01615xxxxxx, 01421xxxxxx, 01370xxxxxx

বন্ধুবা,

আমাদের শিক্ষক রাকিব হাসান গুরুতর সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। এখন তিনি ঢাকা মেডিকেল ভর্তি আছেন। তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন। জরুরি ভিত্তিতে তিন ব্যাগ রক্ত প্রয়োজন। রক্তের গ্রুপ (B+)। রক্তদাতাকে ০১৫১০xxxxxx নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আসিফ আকবর

Sender: 01751xxxxxx

17/06/2024

10:18:11 PM

০৬। কলেজের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে খুদেবার্তা লেখ।

Receiver: 01923xxxxxx

মহোদয়,

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় আমাদের কলেজ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। একজন অভিভাবক হিসেবে এ সাফল্যের অংশীদার আপনিও। আগামী ২০ই অক্টোবর বিকেল ৪টায় কলেজ মিলনায়তনে কৃতি শিক্ষার্থীদের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আপনি আমন্ত্রিত।

অধ্যক্ষ, মির্জা মহাবিদ্যালয়

Sender: 01826xxxxxx

08/10/2024

09:11:53 AM

### ♦ অনুশীলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

- ০১। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে ছোটো ভাইকে একটি খুদেবার্তা লেখ।
- ০২। সম্প্রতি তোমার দেখা কোনো সড়ক দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে বন্ধুকে খুদেবার্তা লেখ।
- ০৩। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রিয়জনদের উদ্দেশ্যে খুদেবার্তা লেখ।
- ০৪। বিজয় দিবসে সর্বস্তরের মানুষের উদ্দেশ্যে খুদেবার্তা লেখ।
- ০৫। নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে খুদেবার্তা লেখ।
- ০৬। ধরো, তোমার নাম 'কণা'। মা দিবসে মাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি খুদেবার্তা প্রেরণ করো।/মা দিবসে মায়ের উদ্দেশ্যে খুদেবার্তা লেখ।
- ০৭। শিক্ষাসফরে যাওয়ার বিভিন্ন তথ্য জানিয়ে সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে খুদেবার্তা লেখ।
- ০৮। একটি শোক সংবাদ জানিয়ে বন্ধুকে খুদেবার্তা লেখ।
- ০৯। ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ সম্পর্কে বন্ধুকে খুদেবার্তা লেখ।
- ১০। বোনের বিয়ের দাওয়াত প্রসঙ্গে খুদেবার্তা লেখ।
- ১১। সদ্য পড়া একটি উপন্যাসের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুকে খুদেবার্তা লেখ।
- ১২। মায়ের অসুস্থতার খবর জানিয়ে ভাইকে খুদেবার্তা লেখ।
- ১৩। বাবা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে খুদেবার্তা লেখ।
- ১৪। কর্মশালার সংবাদ জানিয়ে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতি খুদেবার্তা লেখ।
- ১৫। বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবার তথ্য জানিয়ে এলাকাবাসীর প্রতি খুদেবার্তা লেখ।



## চাকরির জন্য আবেদন

তারিখ:

বরাবর,

প্রতিষ্ঠান প্রধান

প্রতিষ্ঠানের নাম

প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা

বিষয়: .....

জনাব,

[.....]

## জীবন-বৃত্তান্ত

নাম:

পিতার নাম:

মাতার নাম:

বর্তমান ঠিকানা:

স্থায়ী ঠিকানা:

জন্ম তারিখ:

জাতীয়তা:

ধর্ম:

বৈবাহিক অবস্থা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

| পরীক্ষার নাম   | শাখা/বিষয় | প্রাপ্ত বিভাগ/শ্রেণি | পাশের সাল | বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয় |
|----------------|------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| এস.এস.সি       |            |                      |           |                       |
| এইচ.এস.সি      |            |                      |           |                       |
| স্নাতক(সম্মান) |            |                      |           |                       |
| স্নাতকোত্তর    |            |                      |           |                       |

বিনীত/নিবেদক,

স্বাক্ষর

সংযুক্তি:

১।.....

২।.....

৩।.....

প্রেরক,

প্রাপক,

ডাকটিকিট



## প্রতিষ্ঠানিক আবেদনপত্র

তারিখ:

মাননীয়,

অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক,

প্রতিষ্ঠানের নাম

প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা

বিষয়: .....

জনাব,

[.....]

মূল বক্তব্য

[.....]

বিনীত/নিবেদক,

একান্ত অনুগত

নাম

প্রতিষ্ঠানের নাম।

## সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আবেদনপত্র

তারিখ:

বরাবর,

সম্পাদক

পত্রিকার নাম

পত্রিকার ঠিকানা

বিষয়: .....

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

শিরোনাম

[.....]

[.....]

মূল বক্তব্য

[.....]

বিনীত/নিবেদক

নাম

ঠিকানা

প্রেরক,

প্রাপক,

ডাকটিকিট

|||

নিমিত্ত অংশ



## স্বাতন্ত্র্যলেখ

বাংলা ২য় পত্র: বৈদ্যুতিক চিঠি, খুদেবার্তা, পত্রলিখন ও আবেদনপত্র

ব্যক্তিগত পত্র

স্থান: .....

তারিখ: .....

প্রিয় 'ক'

[.....]

মূল বক্তব্য

[.....]

ইতি

[.....]

|         |         |          |
|---------|---------|----------|
| প্রেরক, | প্রাপক, | ডাকটিকিট |
|         |         |          |

ব্যাবসায়িক পত্র

তারিখ:

বরাবর,

ব্যবস্থাপক

প্রতিষ্ঠানের নাম

প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা

বিষয়: .....

জনাব,

[.....]

মূল বক্তব্য

[.....]

ইতি,

আপনার বিশ্বস্ত

নাম

ঠিকানা

প্রয়োজনীয়তা:

১।.....

২।.....

৩।.....

|         |         |          |
|---------|---------|----------|
| প্রেরক, | প্রাপক, | ডাকটিকিট |
|         |         |          |



লেখক

মুদ্রা

মূল বক্তব্য

তারিখ

অনুষ্ঠানসূচি:

১।

২।

৩।

নিবেদক/বিনীত

‘ক’

|         |         |          |
|---------|---------|----------|
| প্রেরক, | প্রাপক, | ডাকটিকিট |
|         |         |          |

### বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে অধ্যক্ষের নিকট একখানা আবেদনপত্র লেখ।

[চা.বো., ম.বো. '২৪; রা.বো., চ.বো., য.বো. '২৩; ম. বো. '২২; দি. বো. '১৭]

০১ এপ্রিল, ২০২৫

মাননীয় অধ্যক্ষ,

‘ম’ কলেজ,

পাবনা।

বিষয় : শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, অন্যান্য বারের মতো আমরা, দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা, আগামী ২২ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল, ২০২৫ সালে বগুড়ার মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুরে শিক্ষাসফরে যেতে চাই। এরূপ ঐতিহাসিক স্থানে শিক্ষাসফরের মাধ্যমে বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অতীতের প্রামাণ্য নিদর্শন সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা জন্মাবে এবং আমরা আমাদের পাঠ্যনির্ভর জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরিপুষ্ট করার সুযোগ পাব। এই দলে ছাত্র-ছাত্রী থাকবে ৫০ জন। শিক্ষাসফরের ব্যয়ভার বহন করবে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা। বাংলা ও ইতিহাস বিষয়ের দুজন শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দলের সঙ্গে যেতে সম্মতি দিয়েছেন। আপনার অনুমতি পেলে এবং সম্মানিত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাসফরে গেলে আমাদের অভিভাবকরাও সানন্দে অনুমতি দেবেন। এমতাবস্থায় মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের আবেদন বিবেচনা করে শিক্ষা সফরে যাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ জ্ঞানলাভের সুযোগদান করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক,

আপনার অনুগত ছাত্র,

‘ক’

দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে,

‘ম’ কলেজ, পাবনা।



০২। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে / উচ্চ বিদ্যালয়ে 'সহকারী শিক্ষক' পদে চাকরির জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর।

[চ.বো.'২৪, ব.বো.'২৩, কু. বো. ২২, ১৭, সি. বো.'১৯, ১৭; দি. বো.'১৯; ব. বো.' ১৭]

অথবা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর। [রা.বো.' ২৪; দি.বো.'২৩, ২২]

১০ মে, ২০২৪

বরাবর,

মহাপরিচালক,

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর / প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

বিষয়: মাধ্যমিক / প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রসঙ্গে।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, গত ২৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম, মাধ্যমিক / প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছু সংখ্যক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের জন্য একজন প্রার্থী হিসেবে মহোদয়ের সুবিবেচনার জন্য আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি নিচে পেশ করলাম:

### জীবনবৃত্তান্ত

১. নাম : 'ক'
২. পিতার নাম : 'খ'
৩. মাতার নাম : 'গ'
৪. স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: 'ঘ', ডাকঘর: 'চ', উপজেলা: 'জ', জেলা: 'ট'
৫. বর্তমান ঠিকানা : ঐ
৬. জন্ম তারিখ : ২০ জুন, ১৯৯৪
৭. জাতীয়তা : বাংলাদেশি
৮. ধর্ম : ইসলাম (সুন্নি)
৯. বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
১০. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

| পরীক্ষার নাম      | শাখা    | জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগ | পাশের বছর | বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়  |
|-------------------|---------|---------------------|-----------|-----------------------|
| এস.এস.সি          | বিজ্ঞান | জিপিএ-৫             | ২০১১      | ঢাকা বোর্ড            |
| এইচ.এস.সি         | বিজ্ঞান | জিপিএ-৫             | ২০১৩      | ঢাকা বোর্ড            |
| বি.এস.সি (সম্মান) | রসায়ন  | প্রথম শ্রেণি        | ২০১৭      | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় |
| এম.এস.সি          | রসায়ন  | প্রথম শ্রেণি        | ২০১৮      | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় |

১১. অভিজ্ঞতা: একটি স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে এক বছর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা।

অনুগ্রহপূর্বক উপর্যুক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত পদের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে নিষ্ঠা, সততা ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে শিক্ষকতার পবিত্র দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকবো।

বিনীত নিবেদক,

'ক'

সংযুক্তি:

১. পরীক্ষার মূল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (৪টি)।
২. তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।
৩. প্রশংসাপত্র ও চারিত্রিক প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৪. ব্যাংক ড্রাফট।

প্রেরক,

'ক'

গ্রাম: 'ঘ', ডাকঘর: 'চ'

উপজেলা: 'জ', জেলা: 'ট'

ডাকটিকিট

প্রাপক,

মহাপরিচালক,

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর

১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০



♦ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। বিদ্যুৎ বিভাগের আশু প্রতিকার চেয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখ।

১৪ জুন, ২০২৪

সম্পাদক,

আজকের কাগজ, ঢাকা।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

বিনীত,

‘খ’

মানিকদি

বিদ্যুৎ বিভাগের নিরসন চাই

আমরা রাজধানী ঢাকার অন্তর্গত ঢাকা সেনানিবাসের মানিকদি এলাকার অধিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে একটানা লোডশেডিং-এর শিকার। আমরা জানি, সারাদেশে এখন বিদ্যুৎ ঘটতি চলছে এবং এও জানি দেশের বিভিন্ন স্থানেই নিয়মিত লোডশেডিং চলছে। তবে আমাদের এই মানিকদি এলাকার মতো এরকম লোডশেডিং এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে এরকম অব্যবস্থা বাংলাদেশের আর কোনো স্থানে আছে বলে আমাদের জানা নেই। বিদ্যুৎ কর্মীরা এই এলাকার হাজার হাজার মানুষকে জিম্মি করে রেখেছে। এখানে নিয়মিতভাবে প্রতিদিনই সাত আটবার করে লোডশেডিং হচ্ছে। এর ফলে এ এলাকার মানুষ কী রকম কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছে- তা বলে শেষ করা যাবে না। একদিকে গরমের দিন, তার ওপর বিদ্যুতের এই অনিয়মের ফলে পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। দুপুরে যখন প্রচণ্ড গরম থাকে তখন দু’আড়াই ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। আবার রাতে কয়েকবার করে বিদ্যুৎ চলে যায়। টেলিভিশনে গুরুত্বপূর্ণ আটটার সংবাদ কিংবা নাট্যানুষ্ঠান বা বিনোদনমূলক কোনো অনুষ্ঠান আমরা একদিনও দেখতে পারি না। তাছাড়া রাতে দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ না থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখার খুবই বিঘ্ন ঘটছে। কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, আমাদের এই অশেষ ভোগান্তি দূর করার জন্য অতিসত্বর এ এলাকার লোডশেডিং নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

বিনীত,

মানিকদি এলাকাবাসীর পক্ষে

‘খ’

|                |                |          |
|----------------|----------------|----------|
|                |                | ডাকটিকিট |
| প্রেরক,        | প্রাপক,        |          |
| নাম : .....    | নাম : .....    |          |
| ঠিকানা : ..... | ঠিকানা : ..... |          |

০২। ভি.পি.পি যোগে বই পাঠানোর জন্য পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট একটি পত্র লিখ।

১৩ আগস্ট, ২০২৪

বরাবর,

ব্যবস্থাপক,

মিজান লাইব্রেরি,

৩৮, বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০।

বিষয়: ভি.পি.পি যোগে বই পাঠানোর অনুরোধ।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, নিম্নলিখিত বইগুলো আমার ঠিকানায় পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকব।

আপনার ঠিকানায় আগাম হিসেবে ১,০০০ (এক হাজার) টাকা পাঠালাম।

আপনার বিশ্বস্ত,

‘গ’

ম্যানেজার, শালিশা বুক হাউস,

সুজানগর, পাবনা।



এইয়ের তালিকা/নাম:

- ১ উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি- অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী-২ কপি।
- ২ Higher Secondary Communicative Functional English-২ কপি।
- ৩ কারেন্ট কনসেন্ট-৩ কপি।

| ডাকটিকিট                                              |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রেরক,<br>'গ'<br>শালিশা বুক হাউস,<br>সুজানগর, পাবনা। | প্রাপক,<br>ম্যানেজার,<br>মিজান লাইব্রেরি,<br>৩৮, বাংলাবাজার (৪র্থ তলা),<br>ঢাকা-১১০০। |

- ০৩। তোমার কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একখানা নিমন্ত্রণপত্র রচনা কর।  
সূধী.

আসছে ১১ ফেব্রুয়ারি রবিবার, রাজশাহী সরকারি কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২৫ কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৮ টায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজশাহী জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার সবাক্ষ উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

অনুষ্ঠানসূচি:

সকাল ৭:০০ : উদ্বোধন

সকাল ৭:১৫ : জাতীয় পতাকা উত্তোলন

সকাল ৮:০০ : কুচকাওয়াজ

সকাল ৮:৩০ : প্রতিযোগিতা শুরু

বিকাল ৪:০০ : পুরস্কার বিতরণ

নিবেদক

'ক'

ক্রীড়া ও শরীরচর্চা শিক্ষক  
রাজশাহী সরকারি কলেজ।

| ডাকটিকিট                                           |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| প্রেরক,<br>নাম: 'ক'<br>ঠিকানা: রাজশাহী সরকারি কলেজ | প্রাপক,<br>নাম: 'খ'<br>ঠিকানা: 'গ' |

- ০৪। তোমাদের ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ।

২৯ই জুলাই, ২০২৪

বরাবর

জেলাপ্রশাসক

চুয়াডাঙ্গা, খুলনা।

বিষয়: পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন আলমডাঙ্গা উপজেলার আয়নামতি ইউনিয়নের বাসিন্দা। এই ইউনিয়নে জনসংখ্যা যেমন বেশি তেমনই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বেশি। কিন্তু স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজে ভালো মানের পাঠাগার নেই বললেই চলে। অথচ আমরা জানি, বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞানানুশীলনের জন্য পাঠাগারের কোনো বিকল্প নেই। পাঠাগার জ্ঞানপিপাসুদের সৃজনী শক্তি বৃদ্ধি করে। পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে অপ্রতিষ্ঠানিকভাবে জ্ঞান আহরণের উপযুক্ত স্থান হলো পাঠাগার। তাই নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান সাধনার জন্য পাঠাগার একান্ত আবশ্যিক।

অতএব জনাবের নিকট আকুল আবেদন আমাদের ইউনিয়নের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য, অতিসত্ত্বর একটি আধুনিক পাঠাগার স্থাপন করলে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

নিবেদক,

আয়নামতি ইউনিয়নবাসীর পক্ষে

রবিউল ইসলাম

আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

নির্মিত



## ♦ অনুশীলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

- ০১। শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা চেয়ে অধ্যক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখ। [ব.বো., ম.বো.'২৪]
- ০২। ডেস্ক মশার প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা জানিয়ে নিয়মিত কলেজ ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য অধ্যক্ষ বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখ। [দি.বো.'২৪]
- ০৩। তোমার এলাকায় মশার উপদ্রবের কথা জানিয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখ। [মাদ্রাসা বো.'২৪]
- ০৪। তোমার কলেজের সামনের / এলাকার রাস্তাটি সংস্কারের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখ। [ঢা.বো.'২৩; চ.বো., ব.বো.'১৯; ঢা.বো.'১৭]
- ০৫। তোমার কলেজে বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের অনুমতি চেয়ে অধ্যক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ। [কু.বো.'২৩]
- ০৬। শহরের যানজট নিরসনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখ। [ম.বো.'২৩]
- ০৭। কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে 'অফিসার/বিপণন কর্মকর্তা' পদে নিয়োগলাভের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর। [ঢা.বো.'২৩]
- ০৮। কোনো বেসরকারি কলেজে 'প্রভাষক' পদে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে আবেদন কর। [রা.বো.'২৩]
- ০৯। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে 'কম্পিউটার অপারেটর' পদে চাকরির জন্য আবেদনপত্র রচনা কর। [চ.বো.'২৩]
- ১০। 'কোভিড-১৯' মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত তোমার এলাকার জনগণের সাহায্যের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর একটি আবেদনপত্র রচনা কর। [সি.বো.'২৩]
- ১১। তোমার এলাকায় ডেস্কজ্বর প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে পৌরসভা মেয়র অথবা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কা একটি আবেদনপত্র লেখ। [ব.বো.'২৩]
- ১২। কোনো বেসরকারি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখ। [য.বো.'২৩]
- ১৩। দেশের বর্তমান যুবসমাজের মাদকাসক্তি ও নৈতিক অবক্ষয় রোধের উপায় সম্পর্কে মতামত জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখ। [রা.বো.'২৩]
- ১৪। তোমার কলেজে নজরুল-জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণপত্র রচনা কর। [চ.বো., য.বো., '২৩]
- ১৫। তোমার কলেজে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি আমন্ত্রণপত্র রচনা কর। [কু.বো.'২৩]
- ১৬। তোমার এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কথা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখ। [য.বো.'২৩]
- ১৭। ইভিটিজিং প্রতিরোধকল্পে জনসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লেখ।
- ১৮। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ।
- ১৯। তোমার এলাকায় বিপুল পানির অভাব সম্পর্কে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট একটি পত্র রচনা কর।
- ২০। 'বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা'— এই শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখ।
- ২১। শিক্ষাঙ্গণে ছাত্র-রাজনীতির অবসানকল্পে যুক্তি প্রদর্শন করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সম্পাদক বরাবর একটি পত্র রচনা কর।
- ২২। দরিদ্র তহবিল থেকে সাহায্য প্রাপ্তির জন্য তোমার কলেজের অধ্যক্ষের নিকট দরখাস্ত লেখ।
- ২৩। বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ বিতরণের জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রিকায় প্রকাশ উপলক্ষ্যে একটি পত্র রচনা কর।
- ২৪। রেলওয়েতে 'স্টেশন ম্যানেজার' পদে চাকরির জন্য একটি আবেদনপত্র লিখ।
- ২৫। বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'সংবাদ পাঠক/পাঠিকা' হিসেবে নিয়োগ লাভের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর।



পত্রলিখন

পত্রলিখনের-কৌশল

- ১। পত্রের ভাষা হবে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। পত্র সহজে বোধগম্য হবে।
- ২। পত্র যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখতে হবে। এর বাক্যগুলোও ছোট হওয়া উচিত।
- ৩। পত্র কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত থাকতে পারে। কিন্তু অনুচ্ছেদ গুলোর ভেতরে সামঞ্জস্য থাকবে।
- ৪। পত্রে একই কথা বারবার লেখা উচিত নয়।
- ৫। আবেগের মাত্রা সংযত রাখতে হবে।
- ৬। বানান এবং যতিচিহ্নের ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। গুরুত্বপূর্ণী দোষ পরিহার করতে হবে।
- ৭। স্থান-কাল-পাত্রভেদে পত্রের ভাষা ও রচনার রীতি এবং বিষয়বস্তু সম্মিলনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

নমুনা ফরম্যাট

|                       |        |          |
|-----------------------|--------|----------|
| স্থান                 |        |          |
| তারিখ                 |        |          |
| সম্ভাষণ,              |        |          |
| .....মূল বক্তব্য..... |        |          |
| .....                 |        |          |
| বিদায়সম্ভাষণ         |        |          |
| স্বাক্ষর              |        |          |
| প্রেরক                | প্রাপক | ডাকটিকিট |
| নাম                   | নাম    |          |
| ঠিকানা                | ঠিকানা |          |

- ১। নিরক্ষরতা দূরীকরণের তাৎপর্য বর্ণনা করে তোমার বন্ধুর নিকট একখানা পত্র লেখ।

বগুড়া

২৪ জুন, ২০২৪

প্রিয় 'ক'

বহুদিন পর তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলাম। চিঠিতে দেশের নিরক্ষরতা প্রসঙ্গে তুমি যা লিখেছ তা আমি সমর্থন করি: তবে এ সম্পর্কে আমার মতামতটিও চিঠিতে তুলে ধরছি।

আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার খুব কম। গণতন্ত্র তখনই সার্থক হয় যখন দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর হয়। সেজন্য সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান শুরু করেছেন। এ অভিযানে সরকারের সাথে সহযোগিতা করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। সুশিক্ষা ছাড়া সুনামগরিক গড়ে তোলা যায় না। তাই বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে এবং সেই সাথে বেশি করে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানকে সার্থক করে তুলতে হবে। আমাদের দেশে বেশ আগে থেকে প্রাইমারি শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা হয়েছে এবং সম্প্রতি মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা চালু হয়েছে। শিক্ষাকে সম্প্রসারণের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে অবৈতনিক করা প্রয়োজন। জনগণের মধ্যে যাতে আরো বেশি করে সচেতনতার সৃষ্টি হয় সেজন্য এ বিষয়ে বেতার এবং টেলিভিশনে বেশি করে বিজ্ঞাপন প্রচার করা প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক দেশের আপামর জনসাধারণ এগিয়ে না আসলে এ কার্যক্রম সফল হবে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক এখনো অশিক্ষিত। তবে শিক্ষার হার ধীরে ধীরে বাড়ছে। যেদিন আমাদের দেশ নিরক্ষরতার অভিযান থেকে মুক্ত হবে সেদিন আমরা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা পাব এবং গণতন্ত্র অর্থবহ হবে। যাক আর বিশেষ কিছু লিখছি না। আশা করি তাড়াতাড়ি উত্তর দেবে। তোমার শুভ কামনা করে শেষ করছি।

ইতি

তোমার বন্ধু

[ডাকটিকিট]



০২। তোমার কলেজে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নবীনবরণ উদ্‌যাপনের বিবরণ দিয়ে বন্ধুর নিকট পত্র লেখ।

নাটোর

০৩মার্চ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

প্রিয় 'ম'

আমার ভালোবাসা নিও। তোমার কাছে অনেকদিন লিখব লিখব করে দেখা হয়ে ওঠে না। তাই আজ দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে শুরু করছি যেভাবেই হোক লিখব। অবশ্য তোমাকে একটি আনন্দঘন খবর দেওয়ার জন্য মনটি উৎসুক ছিল। সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত তোমার কাছে লেখা হচ্ছে এটাই বড় কথা। গত ১৮-০২-২০২৪ তারিখে আমাদের কলেজে নবীনবরণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এই দিনটি আমার কাছে সবচাইতে আনন্দঘন দিন বলে মনে হয়েছে। দিনটি আমার জীবনে স্মৃতি হয়ে থাকবে। আমার এই আনন্দঘন দিনটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তোমার কাছে উপস্থাপন করছি।

নবীনবরণ অনুষ্ঠানের শোভাবর্ধনের জন্য কলেজ ঐদিন নানা রঙের কাগজ-কাপড় দিয়ে সাজানো হয়েছিল। কলেজের প্রবেশদ্বার নানারকম ফুল দিয়ে খুবই সুন্দরভাবে সাজানো হয়। সকাল দশটা থেকে বিকেল ষ্টো পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠান ছিল। সকাল বেলা থেকেই নবীনদের আগমনে কলেজ প্রাঙ্গণ যেন মুখরিত হয়ে উঠেছিল। এরপর কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও ছাত্ররা একটি মঞ্চে আসীন হয় এবং একপাশে বসে থাকা নবীনদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। তারপর একের পর এক শিক্ষক, ছাত্র নবীনদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করতে থাকে। এরপর নবীনদের মধ্য থেকে একজনের কিছু বলার পালা আসে। ভাগ্যক্রমে সেই একজন নির্বাচিত হলাম আমি। এমনিতেই ঐদিন নতুন সেই সাথে শিক্ষক ছাত্রদের মাঝে কিছু বলা যেন পাথরসম কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তারপরও কাঁপতে কাঁপতে কিছু বললাম। হয়তো ভালো হয়েছে কিন্তু নতুন কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছিল এদিন যার জন্য এই দিনটি আমার জন্য স্মৃতি হয়ে থাকবে।

যাক, আজ আর নয়, সাক্ষাতে অনেক কথা হবে। তোমার আশ্বাস আমাকে আমার সালাম দিও।

ইতি,

তোমার বন্ধু

'ত'

[ডাকটিকিট]

#### ◆ অনুশীলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

- ০১। তোমার কলেজে নববর্ষ উদ্‌যাপনের বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুর নিকট একটি পত্র লেখ।
- ০২। বাংলাদেশের বিগত বন্যার কথা জানিয়ে তোমার কোনো প্রবাসী বন্ধুর নিকট একখানা পত্র লেখ।
- ০৩। মাদকাসক্তির কুফল জানিয়ে ছোট ভাইকে একটি উপদেশমূলক পত্র লেখ।
- ০৪। তোমার দেখা একটি বিজ্ঞান মেলায় বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে পত্র লেখ।
- ০৫। তোমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানিয়ে তোমার বাবার নিকট একটি পত্র লেখ।
- ০৬। তোমার কলেজের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে একখানা পত্র লেখ।
- ০৭। ভবিষ্যতে পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য উৎসাহ দিয়ে তোমার ছোট ভাইকে একটি চিঠি লেখ।
- ০৮। সম্প্রতি তোমার পড়া একটি বই সম্পর্কে প্রবাসী বন্ধুর কাছে পত্র লেখ।
- ০৯। তোমার বন্ধুর কাছে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী/বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের বর্ণনা দিয়ে একখানা পত্র লেখ।
- ১০। তোমার কলেজে উদ্‌যাপিত একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুকে/ বান্ধবীকে একটি পত্র লেখ।



সমস্যাকে ভয় করো না। এটাও ভেবো না যে তুমি এর থেকে ভালো পরিবেশে থাকতে পারলে ভালো হতো। তুমি যখন সমস্যা সমাধানের জন্য মাথা খাটাও, তখন সেটা অনেক বড় সুযোগ তৈরি করার সম্ভাবনা তৈরি করতে পারো।

-হেলেনা পেত্রোভনা ব্লাভৎস্কি





# সারাংশ, সারমর্ম, সার-সংক্ষেপ ও ভাব-সম্প্রসারণ

সারাংশ, সারমর্ম ও সার-সংক্ষেপ লেখার কৌশল

- উপস্থাপিত অংশটুকু মনোযোগসহ পড়তে হবে এবং ঐ বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নিতে হবে।
- প্রথম বাক্যটি দ্বারা প্রাসঙ্গিক বিষয় নির্দেশ করতে হবে।
- এখানে লেখক বা সাহিত্যিকের অপ্রধান বক্তব্যকে চিহ্নিত করতে হবে।
- অপ্রধান বক্তব্যকে যেমন বর্জন করতে হবে তেমনই প্রধান বিষয়টি যেন এড়িয়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।
- সারাংশে বাক্যগুলো অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হবে। এছাড়া বক্তব্য নিজের ভাষায় সহজ-সরল করে উপস্থাপন করতে হবে।
- মূলবক্তব্যের বাইরে অপ্রয়োজনীয় কোনো বিষয় অবতারণা করা যাবে না।
- প্রত্যক্ষ উক্তির কথোপকথন পরোক্ষ উক্তি প্রকাশ করতে হবে।
- এখানে নিজের কোনো যুক্তি বা মতামত প্রকাশের সুযোগ নেই।
- উপমা, নমুনা এবং অনুচ্ছেদের কোনো বাক্য সরাসরি গ্রহণ করা যাবে না।
- একটি অনুচ্ছেদে লিখতে হবে।

সারাংশ

## বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

সময় ও স্রোত কারও অপেক্ষায় বসে থাকে না। চিরকাল চলতে থাকে। সময়ের নিকট অনুনয় কর, একে ভয় দেখাও, ভ্রূক্ষেপও করবে না, সময় চলে যাবে আর ফিরবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু সময় একবার গত হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাদ না কেন, গতসময় কখনও ফিরে আসবে না। [য.বো.'২৪]

**সারাংশ:** সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করেনা এবং কোনো কিছুই বিনিময়েও হারানো সময় ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই সময় চলে যাওয়ার পর তার জন্য আফসোস করে লাভ নেই।

রিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে, সে শুধু তার রিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হওয়ার দরকার নেই। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূলে এ চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান ব্যক্তি এ কথার অর্থ এ নয় যে, তুমি শুধু লম্পট নও তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী বং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর। তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং স্বাধীনতা প্রিয় চরিত্রবান মানে এই। [দি.বো.'২৪]

**রাংশ:** মানুষের শ্রদ্ধা ও গৌরব অর্জনের পেছনে শুধু চরিত্রই প্রধান ভূমিকা পালন করে। চরিত্রবান ব্যক্তি সত্যবাদী, বিনয়ী, ন্যায়বান বং স্বাধীনতাপ্রিয় হয়। মহাপুরুষদের গৌরবের মূলেও তাদের চরিত্রশক্তি নিহিত।

ধীন হওয়ার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা। সত্যের প্রতি ন্যাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক, তাদের আবেদন-নিবেদনে ফল হয় না। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে চারজন সত্যনিষ্ঠকে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়, দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কিন্তু মানুষকে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে কে সে কষ্ট সহ্য না করে উপায় নেই। [কু.বো.'২৪; দি. বো.'১৭]

**রাংশ:** স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাধনার পাশাপাশি সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা অর্জন জরুরি। মিথ্যাচারী লোকের সংখ্যা বেশি হলে সত্যনিষ্ঠ জন্দের কষ্ট সহ্য করতে হয়। জাতি হিসেবে উচ্চাসনে পৌঁছাতে গেলে তখন কষ্ট সহ্য করা অনিবার্য।

ষের সুন্দর মুখ দেখে আনন্দিত হয়ো না। স্বভাবে যে সুন্দর নয়, দেখতে সুন্দর হলেও তার স্বভাব, তার স্পর্শ, তার রীতি-নীতিকে ঘৃণা করে। দুঃস্বভাবের মানুষ মানুষের হৃদয়ে জ্বালা এবং বেদনা দেয়, তার সুন্দর মুখে মানুষ তৃপ্তি পায় না। অবোধ লোকে রাই ষের রূপ দেখে মুগ্ধ হয় এবং তার ফল ভোগ করে। যার স্বভাব মন্দ, সে নিজেও দুষ্ক্রিয়শীল, মিথ্যাবাদী, দুর্মতিকে ঘৃণা করে। ব নিজে স্বভাবে সুন্দর না হলেও সে স্বভাবের সৌন্দর্যকে ভালোবাসে। [ম.বো.'২৪]

**রাংশ:** সুন্দর চেহারার অধিকারী হলেই সুন্দর মানুষ হওয়া যায় না। প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশ পায় স্বভাব, চরিত্র, আচার-ব্যবহারে। প স্বভাবের লোকদের কেউ পছন্দ করেনা এবং তারা সমাজের জন্য ক্ষতিকারক। তাই কঠিন সাধনার মাধ্যমে সুন্দর স্বভাব গঠন উচিত।



০৫। কোনো সভ্য জাতিকে অসভ্য করার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে, তাহলে তাদের সব বই ধ্বংস কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর। তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে, তারা বাঁচে না। দেশ বা জাতিকে উন্নত করতে ইচ্ছা করলে, সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে; তার মধ্যে এটাই প্রধান ও সম্পূর্ণ। জাতির মধ্যে সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর। আর কিছুই আবশ্যিকতা নেই। [মাদ্রাসা.বো.'২৪]

**সারাংশ:** সাহিত্য এবং সাহিত্যিক একটি সভ্য জাতি গড়ার অন্যতম মানদণ্ড। দেশ ও জাতিকে উন্নত করতে হলে জাতির মধ্যে সাহিত্যধারা সৃষ্টি করার বিকল্প কিছু নাই।

০৬। বার্কাত তাহাই যাহা- পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই—যাহারা মায়াচ্ছন্ন, নব-মানবের অভিনব জয়যাত্রার শুধু বোঝা নয়; বিঘ্ন; শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না; যাহারা জীব হইয়াও জড়; যাহারা অটল সংস্কারের, পাষণ্ডত্বপূর্ণ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা নব-অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে ঘর রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক-পিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কল-কোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে, জীব গুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতিজ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার- বৃদ্ধ তাহারাই। [ঢা.বো.'২৩]

**সারাংশ:** বার্কাতকে কখনো বয়সের সীমায় বেঁধে বিচার করা যায় না। যাদের মন জড় পদার্থের মতো, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নতুন উদ্যম ও চেতনাকে যারা ভয় পায়- আদতে তারাই বৃদ্ধ। অন্যদিকে যারা উচ্ছল, নতুনকে আগ্রহ নিয়ে বরণ করে নেয়, তারা বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও মনের দিক থেকে তারা তরুণ।

০৭। সত্যিকার মানবকল্যাণ মহৎ চিন্তা-ভাবনারই ফসল। বাংলাদেশের মহৎ প্রতিভারা সবাই মানবিক চিন্তা আর আদর্শের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। দুঃখের বিষয়, সে উত্তরাধিকারকে আমরা জীবনে প্রয়োগ করতে পারিনি। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে লালন প্রমুখ কবি এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল সবাই তো মানবিক চেতনার উদাত্ত কণ্ঠস্বর। বঙ্কিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় উক্তি: “তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?” এক গভীর মূল্যবোধেরই উৎসারণ। [রা.বো.'২৩]

**সারাংশ:** প্রকৃত মানব কল্যাণ সাধিত হয় মহৎ চিন্তার দ্বারা। এ দেশের পূর্বপুরুষেরা তাদের মানবিক চিন্তার মাধ্যমে মানব কল্যাণের চেষ্টা করে গেছেন। সকল প্রতিভাবান ব্যক্তিই মানবিক চেতনার ধারক ছিলেন। অনুতাপের বিষয় আমরা তাদেরকে ধারণ করতে পারিনি।

০৮। বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ। চরিত্র তদপেক্ষাও মূল্যবান। অতএব কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোনো লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন ব্যক্তি যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভান্ডার পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। প্রবাদে আছে যে, সপের মাথায় মণি থাকিলেও সে ভয়ংকর। সেইরূপ বিদ্যা আদরণীয় হইলেও বিদ্যা লাভের নিমিত্তে বিদ্বান দুর্জনের নিকট গমন বিধেয় নয়। [চ.বো.'২৩]

**সারাংশ:** বিদ্যা মানবজীবনের মূল্যবান সম্পদ হলেও চরিত্র বিদ্যার চেয়ে অধিকতর মূল্যবান। বিদ্বান ব্যক্তি চরিত্রহীন হলে অবশ্যই তাকে পরিহার করা উচিত। কারণ চরিত্রহীনের সাহচর্যে নিজের চরিত্রও হতে পারে কলুষিত।

০৯। জ্ঞান যে বাহুতে বল দেয়, জ্ঞানের তাই শ্রেষ্ঠ ফল নয়; জ্ঞানের চরম ফল যে তা চোখে আলো দেয়। জনসাধারণের চোখে জ্ঞানের আলো আনতে হবে, যাতে মানুষের সভ্যতার যা সব অমূল্য সৃষ্টি, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, তার কাব্যকলা, তার মূল্য জানতে পারে। জনসাধারণ যে বঞ্চিত, সে কেবল অন্ধ থেকে বঞ্চিত বলে নয়, তার পরম দুর্ভাগ্য যে সভ্যতার এইসব অমৃত থেকে সে বঞ্চিত জনসাধারণকে যে শেখাবে একমাত্র অন্ধই তার লক্ষ্য, মনে সে তার হিতৈষী হলেও, কাজে তার স্থান জনসাধারণের বঞ্চকের দলে। পৃথিবীর যেসব দেশে আজ জনসংঘ মাথা তুলেছে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচারেই তা সম্ভব হয়েছে। তার কারণ কেবল এই নয় যে, শিক্ষার গুণে পৃথিবীর হালচাল বুঝতে পেরে জনসাধারণ জীবনযুদ্ধে জয়ের কৌশল আয়ত্ত করেছে। এর একটি প্রধান কারণ সংখ্যার অনুপাতে জনসাধারণের সমাজে শক্তি লাভের যা গুরুতর বাধা অর্থাৎ সভ্যতা লোপের আশঙ্কা, শিক্ষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে সে বাধার ভিত্তি ক্রমশই দুর্বল হয়ে আসে। [সি.বো.'২৩]

**সারাংশ:** জ্ঞানের আলো মানুষের অন্তরের দৃষ্টি খুলে দেয়। মানবসভ্যতার একটি বিরাট অংশ জ্ঞানের আলো থেকে এখনো বঞ্চিত। তারা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কাব্যকলার অমৃত রস এখনো আস্বাদন করতে পারেনি; এজন্য তাদের মাঝে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে তাদের মাঝে জ্ঞানের আলো সঞ্চারিত করতে হবে। এতে তারা সমাজ-সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে জীবনযুদ্ধেও জয়ী হতে পারবে।



মানুষের আবির্ভাব না থাকে, তখনই সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়-ভাবনাই তাকে ঠেলে কাজ করায় তখন এটি কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নিরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাইরেও কেবলই নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনই তার যত খুঁটি-নাটি, যত আচার-বিচার, যত শাস্ত্র-শাসন। তখন মানুষের মন গতিহীন বলেই বাইরেও আটপেট্টে সে আবদ্ধ।

**সারাংশ:** প্রাত্যহিক চলার পথে মানুষকে নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। পথ চলতে গিয়ে এ বৈচিত্র্যময় আনন্দ সে যদি উপভোগ করতে না পারে তাহলে নানা কুসংস্কার তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সে তখন গতিহীন বস্তুতে পরিণত হয়।

মানুষের একটা বড়ো পরিচয় সে ভাবতে পারে। করতে পারে যেকোনো বিষয়ে চিন্তা। যে চিন্তা ও ভাব মানুষকে সাহায্য করে মানুষ হতে। পশুপাখিকে পশুপাখি হতে ভাবতে হয় না পারেও না ওরা ভাবতে বা চিন্তা করতে। সে বালাই ওদের নেই। যেটুকু পারে তার পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ—বাঁচা ও প্রজননের মধ্যে তা সীমিত। সভ্য-অসভ্যের পার্থক্যও এ ধরনের। যারা যত বেশি চিন্তাশীল, সভ্যতার পথে তারাই তত বেশি অগ্রসর। আর চিন্তার ক্ষেত্রে যারা পেছনে পড়ে আছে, সভ্যতারও পেছনের সারিতেই তাদের স্থান।

**সারাংশ:** যেকোনো বিষয় নিয়ে ভাবতে পারা মানুষের অন্যতম বড়ো বৈশিষ্ট্য। এ দিক থেকে অন্য পশুপাখির অসহায়। তারা কেবল জীবিকা ও প্রজনন পদ্ধতি সচল রাখতে জানে। ভালো-মন্দ চিন্তা করার ক্ষমতা সভ্যতার মাপকাঠি নির্ণয় করে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই সভ্যতার পথে অগ্রসর।

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিশ্বের ওপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি; আগে যাওয়ার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ডবেগে শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে; মানুষ যদি এ মুহূর্তকে জয় না করতে পারে তবে মনুষ্যত্ব কথারটাই হয়ত লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই; এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়।

**সারাংশ:** বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ অর্থ ও বিশ্বের নেশায় প্রচণ্ডভাবে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এ নেশা তার আত্মবিনাশের পথকে প্রশস্ত করেছে। এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ হলো মনুষ্যত্ব নামক সিঁড়িটি খুঁজে বের করা।

জাতি ও ধর্ম বাইরের ঐশ্বর্য-সম্ভার, দালান-কোঠার সংখ্যা বৃদ্ধি শক্তির অপরাধেয়তায় বড়ো হয় না, বড়ো হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবনপণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সম্ভার ভিত কখনো শক্ত আর দৃঢ় হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনানুশীল হয়ে জাতির সর্বদে ছড়িয়ে পড়লেই তবে জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা। সব রকম মূল্যবোধের বৃহত্তম বাহন ভাষা তথা মাতৃভাষা, আর তা ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব লেখক ও সাহিত্যিকদের।

**সারাংশ:** জাতির মহত্ত্ব নির্ভর করে এর নীতি ও নৈতিকতার ওপর অবকাঠামোর ঐশ্বর্যে নয়। এর ভিত্তি হলো মূল্যবোধ। আর মূল্যবোধের বাহন তথা মাতৃভাষায় তা ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব লেখকদের।

শ্রেষ্ঠ বলিয়া অহংকার করিতে যে লজ্জাবোধ করে না, যে মানুষকে নিম্নাসনে বসাইয়া রাখিতে আনন্দবোধ করে, যে দরিদ্র ও ছোটোকে ছোটো করিয়া রাখিতে কষ্ট অনুভব করে না, যে মানুষের শক্তি-স্বাধীনতা হরণ করিতে ব্যস্ত, যে মানুষের হাত দিয়া নিজের পায়ের জুতা খুলাইয়া লয়, তোমরা তাহাদিগকে সালাম করিও না। সে সারারাত্রি প্রার্থনা করুক, মানুষ তাহার পদধূলি লইয়া মাথায় মাখুক, সে প্রথম শ্রেণির গাড়িতে চড়ুক, সে রাজ দরবারের সদস্য হউক, তোমরা তাহাকে আত্মীয় মনে করিও না। লক্ষ নর-নারী মুক্তির আশায় করুণ নেত্রে তোমাদের দিকেই চাহিয়া আছে। লক্ষ, কোটি মানবাত্মা তোমাদের আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। যে দুর্বৃত্তের দল সত্যকে চূর্ণ করিয়া মহান সৃষ্টিকর্তার বাণীকে অবমাননা করিতেছে, তাহাদিগকে দেখিয়া আর তোমরা শ্রদ্ধায় আসন ছাড়িয়া উড়িও না।

**সারাংশ:** যারা বিস্তৃত ও ক্ষমতার বলে জোরপূর্বক অন্যের সেবা ও আনুগত্য আদায় করে তারা কখনোই সম্মান পাবার যোগ্য নয়। বরং তা শোষণিত ও বঞ্চিতের পাশে দাঁড়ায়, কল্যাণ চিন্তায় বিভোর থাকে, তারাই প্রকৃত সম্মানের যোগ্য।

## ভাবা প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

ভ্রাস ভয়ানক জিনিস, একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন। মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে ধীর ও সহিষ্ণু হতে হবে। প্রবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক কর সপ্তাহে অন্তত একদিন তুমি মিথ্যা বলবে না। ছয় মাস ধরে এমন করে সত্য কথা বলতে চাস করো। তারপর এক শুভদিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা করো, সপ্তাহে তুমি দু'দিন মিথ্যা কথা বলবে না। এক বছর পর দেখবে সত্য কথা বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে যখন ইচ্ছা করেও মিথ্যা বলা পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনও ইচ্ছা করো না— তাহলে পাপ হবে।

**সারাংশ:** অভ্যাসকে হঠাৎ করে পরিবর্তন করে ফেলা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সহিষ্ণুতা ও সাধনা। প্রতিদিনের অনুশীলনের মাধ্যমে সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তুললে একসময় মিথ্যা বলার অভ্যাস পরিহার হবে।



০২। ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষক কাণ্ডগুলো পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূলেও রহিয়াছে ক্রোধ। ক্রোধ যে মানুষকে পশু-ভাবাপন্ন করে, তাহা একবার জুঁকি ব্যক্তির মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানা সর্বদা হাসি-মাখা, উদারভাবে পরিপূর্ণ, দেখিলেই তোমার মনে আনন্দ জাগে, একবার আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছে করিবে। একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকেও তাকাও; দেখিবে সেই স্বর্গের সুখমা আর নাই- নরকাগ্নিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কি এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তার নিকট যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করিতে অন্য কোনো রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না।

**সারাংশ:** ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্বকে বিনাশ করে। পৃথিবীতে যত নারকীয় ঘটনা ঘটে তার কেন্দ্রেও রয়েছে ক্রোধ। এটি মানুষকে পশুর সমতুল্য করে তোলে এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত করে। সুন্দর সময়কে কুৎসিত করার পেছনে ক্রোধ অতি শক্তিশালী রিপু হিসেবে কাজ করে।

০৩। অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্বাচোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই-চারিখানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশি আবশ্যিক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে, আবশ্যিক আছে, যেহেতু মাতার দোষ-গুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। এইজন্য দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বেত্রত্যাগায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ. এ, বি.এ পাশ হয় বটে; কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে।

**সারাংশ:** অনেকের মতে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা গৃহস্থালির কাজ আর কিছু উপন্যাস পড়তে পারলেই যথেষ্ট। কিন্তু মায়ের দোষ গুণ সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয় বলে মায়ের মন মানসিকতার উন্নতি প্রয়োজন। তাহলে সন্তানের মন মানসিকতারও উন্নতি হবে।

০৪। নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম, মানুষের সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুণতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোন হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির উপর তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না।

**সারাংশ:** প্রকৃতি ও মানুষের একই ধর্ম, যার নাম বৃদ্ধি। পার্থক্য এক জায়গায় সেটি হলো প্রকৃতির বৃদ্ধির উপর তার হাত না থাকলেও মানুষের বৃদ্ধির উপর তার হাত আছে। এ বৃদ্ধির মানে মানুষের আত্মার উৎকর্ষ সাধন; আর এ বৃদ্ধির জন্যই মানুষ মর্যাদাবান।

০৫। অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও, আমি তা বলতে চাইনে। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর করো। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটু মিষ্টি কথা বলো। পথের অসহায় মানুষটার দিকে একটু করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করো, তাহলেই অনেক হবে। চরিত্রবান মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ নিজের চেয়ে পরের অভাবে বেশি অধীর হন। পরের দুঃখকে ঢেকে রাখতে গৌরববোধ করেন।

**সারাংশ:** প্রাণ না দিয়েও অন্যের প্রতি নানাভাবে সহানুভূতিশীল হওয়া যায়। ছোটো ছোটো দুঃখ দূর করে, ভালো ব্যবহার করে, অসহায়ের প্রতি করুণ হয়েও অন্যের পাশে থাকা যায়। চরিত্রবান মহৎ লোকেরা নিজের চেয়ে পরের দুঃখকে দূর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন।

৬। মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীব-সত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানব-সত্তা বা মনুষ্যত্ব উপরের তলা। জীব-সত্তার ঘর থেকে মানব-সত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা, শিক্ষাই আমাদের মানব-সত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীব-সত্তার ঘরেও সে কাজ করে, ক্ষুধাপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা, তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায় শিক্ষার যেমন প্রয়োজনীয় দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় দিকও আছে। আর অপ্রয়োজনীয় দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আনন্দন করা যায়।

**সারাংশ:** শিক্ষা মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এর মূল উদ্দেশ্য মানবিকতা জাগ্রত করা, মনুষ্যত্ব এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, জীবনকে উপভোগ করার পথ দেখিয়ে দেওয়া। এতে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন, মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেই মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা, সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।

**সারাংশ:** মানুষ বৃক্ষ থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে। প্রকৃতি থেকে শুধু নিয়ে গেলেই চলবেনা, বিনিময়ে মানুষকেও প্রতিদান দিতে হবে, কল্যাণকর কাজ করতে হবে। তাহলে জীবন সার্থক হবে।



সিঁতারো...

অতীতকে ভুলে যাও, অতীতের দুষ্কিঙ্কার ভার অতীতকেই নিতে হবে। অতীতের কথা ভেবে ভেবে অনেক বোকাই মরেছে। আশামীকালের বোঝা অতীতের বোঝার সঙ্গে মিলে আজকের বোঝা সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যতকেও অতীতের মতো দুঃভাবে দূরে সরিয়ে দাও। আজই তো ভবিষ্যৎ, কাল বলে কিছু নেই। মানুষের মুক্তির দিনতো আজই। ভবিষ্যতের কথা যে ভাবতে বসে সে ভোগে শক্তিহীনতায়, মানসিক দুষ্কিঙ্কায় ও ন্যায়বিক দুর্বলতায়। অতএব, অতীতের এবং ভবিষ্যতের দরজায় আগল লাগাও আর শুরু করো দৈনিক জীবন নিয়ে বাঁচতে।

**সারাংশ:** অতীতকে আঁকড়ে ধরে না থেকে এবং ভবিষ্যতের ভাবনা না ভেবে বর্তমান নিয়েই ভাবা উচিত। কারণ বর্তমানই প্রকৃত সময়। বর্তমানের বোঝাস্বরূপ এই অতীত ও ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা না করে, বর্তমানকে নিয়ে দৈনন্দিন জীবনযাপন করা প্রয়োজন।

মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্রে, মনুষ্যত্বে, জ্ঞানে ও কর্মে। বস্তুত চরিত্র বললেই মানুষের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাণ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হবার দরকার নেই। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূলে এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এই কথার অর্থ এই নয় যে তুমি শুধু লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ কর। তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়, চরিত্র মানে এই।

**সারাংশ:** চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্ম মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্বল। কেবল চরিত্রবান ব্যক্তিই অন্যের কাছ থেকে শ্রদ্ধা অর্জন করে এবং এটি গৌরবের। পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ মানুষদের শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্রে রয়েছে তাদের চরিত্রশক্তি। সৎ, বিনয়ী, অন্যের দুঃখে কাতর ও ন্যায়পরায়ণ লোকই প্রকৃত চরিত্রবান লোক।

সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা। বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ ভুলবুদ্ধি ও জবরদস্তি-প্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর, বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। তারই চরণে তারা নিবেদিত প্রাণ। ব্যক্তিগত অহংকার, পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার- এসবের নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানবপ্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় আন্তরিকতা ও উপলব্ধিহীন বুলি।

**সারাংশ:** সমাজের কাজ মানুষকে বড়ো করে তোলা এবং তাকে বিকশিত জীবনের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। কিন্তু হীনবুদ্ধি সম্পন্ন কিছু স্বার্থান্বেষী লোক এতে বাধা সৃষ্টি করছে। তাদের অহংকার ব্যক্তিগত জীবন থেকে জাতিগত পর্যায়ে বিস্তার লাভ করে। তবে মাঝে মাঝে এরা কিছু মানবপ্রেমের কথা বলে যা আন্তরিকতাপূর্ণ এবং উপলব্ধিহীন।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দু'য়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বর্ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুঁচুকাটি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাজলাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ডেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক-এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্য রাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তৃষ্টি হতে পারে না।

**সারাংশ:** সকলকে আনন্দ দেওয়াই সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমানে মানহীন সাহিত্যে বাজার ভরপুর। এর মাধ্যমে অল্প কিছু পাঠক তৃপ্তি লাভ করলেও তা বৃহৎ পরিসরে সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনা।

### ◆ অনুশীলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা আমার এ পথের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কেনো হিংসার দূশমনির ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না। [চ. বো. '২৪]

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুর মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সে নীরব শব্দের সহিত এই পুস্তকগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে। মানব আত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকগারের মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

কব ছোটো ছিন্নের মধ্য দিয়ে যেমন সূর্যালোক দেখা যায়, তেমনি ছোটো ছোটো কাজের ভেতর দিয়েও কোনো ব্যক্তির চরিত্রের পরিচয় কুটে ওঠে। বস্তুত মর্যাদাপূর্ণভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন ছোটো ছোটো কাজেই চরিত্রের পরিচয়। অন্যের প্রতি আমাদের ব্যবহার কীরূপ তাই হচ্ছে আমাদের চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। বড়ো, ছোটো, সমতুল্যের প্রতি সুশোভন আচরণ আনন্দের নিরবচ্ছিন্ন উৎস।



- ০৪। মাতৃস্নেহের তুলনা নেই। কিন্তু অতীতের অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের শারপাশ তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তি মর্যাদা বুঝিতে পারে না। মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না- দুর্বল, অসহায় পক্ষীশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভর মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীক, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়।
- ০৫। প্রকৃত জ্ঞানের স্পৃহা না থাকলে শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন পরীক্ষায় পাশটাই বড়ো হয় এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। এ কারণেই পরীক্ষায় পাশ করা লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে কিন্তু অভাব আছে জ্ঞানীর। সেখানেই পরীক্ষা পাশের মোহ তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের উৎকর্ষিত রাখে, সেখানেই জ্ঞান নির্বাসিত জীবনযাপন করে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জগতের বুকে অক্ষয় আসন লাভ করতে হলে জ্ঞানের প্রতি তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।
- ০৬। একটা বরফের পিণ্ড ও ঝরনার মধ্যে তফাত কোন্‌খানে? বরফের পিণ্ডের মধ্যে নিজস্ব গতি নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবে সে চলে। কিন্তু ঝরনার যে গতি সে তার নিজস্ব, সেজন্য এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, তার মুক্তি, তার সৌন্দর্য। গতিপথে সে যত আঘাত পায়, ততই তার বৈচিত্র্য। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই। মানুষও তদ্রূপ। কখনও ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়-ভাবনা তাকে গতিশীল করে আবার কখনও সে জড়পিণ্ড।
- ০৭। যে মনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ আদর্শ নাই, সে মনে তেজও নাই। যে গাছে রোদ-বৃষ্টি লাগেনা, তাহা আরামে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে আরামে দুর্বলতা বাড়িয়া যায়। আমাদের জাতির মনে পার্থিব কোন প্রকার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির প্রবাহ নাই। এ জন্য আমাদের উচ্চ শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও তেমন বিশেষ তেজ, সাহস বা প্রতিভা দেখা যায়না। জাতিকে দেশপ্রেম এবং স্বাভাব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। তাহলেই জাতির জীবনে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে, জাতি তেজোদীপ্ত হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে সাহসী।
- ০৮। আমরা সন্তানদের স্কুলে, কলেজে পাঠিয়ে ভাবি যে, শিক্ষা দেওয়ার সমস্ত কর্তব্য পালন করলাম। বছরের পর বছর পাশ করে গেলেই অভিভাবকরা যথেষ্ট তারিফ করেন। কিন্তু তলিয়ে দেখেন না যে, কেবল পাশ করলেই বিদ্যা অর্জন হয় না। বাস্তবিকপক্ষে সন্তানের মনে জ্ঞানানুরাগ বা জ্ঞানের প্রতি আনন্দজনক শ্রদ্ধার উদ্বেক হচ্ছে কি-না, তাই দেখার বিষয়। জ্ঞান চর্চার মধ্যে যে এক পরম রস ও আত্মপ্রসাদ আছে, তার স্বাদ কোনো কোনো শিক্ষার্থী এক বিন্দুও পায়নি।
- ০৯। কোনো সভ্য জাতিকে অসভ্য করার ইচ্ছা যদি কারো থাকে, তাহলে তাদের সব বই ধ্বংস করতে হবে এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা করতে হবে। এতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে অবহেলা করলে, তারা বাঁচে না। দেশ বা জাতিকে উন্নত করতে হলে জ্ঞান ও সাহিত্যের বিকল্প নেই। পণ্ডিত ও সাহিত্যিক ছাড়া উপায় নেই।
- ১০। এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে সেখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে, কারণ তুমিই কেবল একলা থামবে আর কেউ থামবে না। জগৎপ্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি চলতে না পারো তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার ওপর এসে আঘাত করবে, একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে কিংবা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে অন্তর্নিহিত হয়ে যাবে। হয় অবিরাম চল এবং জীবনচর্চা কর, নয় বিশ্রাম কর এবং বিলুপ্ত হও। পৃথিবীর এই রকম নিয়ম।

#### সারমর্ম

#### ◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

- ০১। বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।  
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী-  
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিঁদু মরু,  
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু  
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;  
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।  
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে অক্ষয়  
উৎসাহে-  
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়াইয়া আনি। [ব.বো.'২৪]  
সারমর্ম: বিশ্বের বিশালতা ও নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা খুব সীমিত পরিমাণ জানি। দেশ ও বিদেশের নানা অজানা দিক জানার আগ্রহ থাকে আমাদের। এই ক্ষুদ্র জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা কাটাতে বই পড়ার মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য আহরণ করা যায়।

- ০২। জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে  
পড়ে আছে গগনের এক কোল ঘেঁষে।  
বর্ষাপূর্ণ সরোবর তারি দশা দেখে  
সারাদিন ঝিকিমিকি হাসে থেকে থেকে।  
কহে, এটা লক্ষ্মীছাড়া, চালচুলাহীন,  
নিজেরে নিঃশেষ করি, কোথায় বিলীন।  
আমি দেখো চিরকাল থাকি জলভরা  
সরোবর, সুগভীর নাই নড়াচড়া।  
মেঘ কহে, ওহে বাপু, করো না গরব,  
তোমার পূর্ণতা সে যে আমারই গৌরব। [রা.বো.'২৪]  
সারমর্ম: উপকারীর উপকার স্বীকার করাই প্রকৃত মানুষের কাজ। কিন্তু সমাজে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা উপকার গ্রহণ করার পর উপকারীকে পরিহাস করতেও লজ্জিত হয় না। কিন্তু এতে উপকারীর গৌরব কমে না, বরং বাড়ে।



স্বাভাৱিক...

বাংলা ২য় পত্র: সারাংশ, সারমর্ম, সার-সংক্ষেপ ও ভাব-সম্প্রসারণ

৩০। ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,  
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা  
তোমার আদেশে যেন রসনায় মম  
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়গসম  
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান  
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।  
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্যে,  
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

[কু.বো.'২৩]

**সারমর্ম:** ক্ষমা মহানুভবতার লক্ষণ। ক্ষমার ফলে যদি কেউ  
সুযোগ নিতে চায়, তাহলে নিষ্ঠুর হওয়াই উত্তম। ক্ষমা যদি  
দুর্বলতার নামান্তর হয়; সেখানে কঠোর হতে হবে। কারণ  
অন্যায়কারী এবং অন্যায়কে সহ্যকারী উভয়েই সমানভাবে  
অপরাধী।

৩১। সবারে বাসিব ভালো, করিব না আত্মপর ভেদ  
সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ।  
মানুষের সাথে কভু মানুষের রবে না বিচ্ছেদ-  
সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ।  
দেশে দেশে যুগে যুগে কত যুদ্ধ কত না সংঘাত  
মানুষে মানুষে হলো কত হানাহানি।  
এবার মোদের পুণ্যে সমুদিকে প্রেমের প্রভাত  
সোল্লাসে গাহিবে সবে সৌহারদের বাণী।

[রা.বো.'২২; টা.বো.; সি.বো.'১৭]

**সারমর্ম:** সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হলে হিংসা  
হানাহানিকে ত্যাগ করে ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন  
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৩২। বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা-  
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।  
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা  
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।  
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে-  
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,  
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।  
অমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা  
তরিতে পারি শক্তি যেন রয়।

[চ.বো.'২২]

**সারমর্ম:** বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য নয়, বরং বিপদে ভয়  
না পেয়ে মোকাবিলা করার আত্মশক্তি অর্জনের জন্য  
স্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করা উচিত। অন্যের সহায়তায় নয়,  
বরং নিজ শক্তিতে বলিষ্ঠ হওয়াতেই প্রকৃত মর্যাদা নিহিত।

৩৬। দৈন্য যদি আসে আসুক, লজ্জা কিবা তাহে,  
মাথা উঁচু রাখিস।  
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,  
ধৈর্য ধরে থাকিস।  
রুদ্র রূপে তীর দুঃখ যদি আসে নেমে  
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস,  
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে  
উর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস। [সি.বো., কু.বো.'২২; রা.বো.'১৯]

**সারমর্ম:** বিপদ ও দুঃখে কাতর হলে চলবে না। ঘাত-  
প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের কঠিন পথ অতিক্রম করতে  
হয়। সংগ্রাম ছাড়া জীবনে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।

৩৭। অডুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,  
যারা অন্ধ, সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;  
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই-প্রীতি নেই-করুণার  
আলোড়ন নেই  
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপারমর্শ ছাড়া।  
যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি,  
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়  
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা

শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়। [য.বো.'২২]  
**সারমর্ম:** প্রেম ও মানবতাহীন মানুষে আজ পৃথিবী পরিপূর্ণ।  
তাদের কাছে শিল্প-সাহিত্য তথা মনুষ্যত্বের চর্চার গুরুত্ব  
নেই। অন্যদিকে, মহানুভব মানুষেরা আজ অবহেলিত ও  
অবজ্ঞার শিকার।

৩৮। শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে,  
দরিয়া-অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,  
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি  
দেখেছে সভয়ে অন্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী।

[দি.বো.'২২]

**সারমর্ম:** সঠিক ও যোগ্য পথপ্রদর্শকের অভাবে জাতীয়  
জীবনে মহাবিপর্ষয় নেমে আসতে পারে। তাই নেতাকে হতে  
হবে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।

৩৯। মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,  
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।  
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে  
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।  
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,  
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়,  
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত  
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।

[ম.বো.'২২]

**সারমর্ম:** সৌন্দর্যপ্রেমী মানুষ এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে মৃত্যুকে  
বরণ করতে চায়না। পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে মানুষ বেঁচে  
থাকতে চায়। মহাকালের বুকে বিরহ মিলনের সম্মিলনে সে  
সন্ধান করে তার অমরত্ব।



## স্যালালাল TEXT

বাংলা ২য় পত্র: সারাংশ, সারমর্ম, সার-সংক্ষেপ ও ডাব-সম্প্রসারণ

- ১০। স্বাধীনতা স্পর্শমণি সবাই ভালোবাসে,  
সুখের আলো অলে বৃকে, দুঃখের ছায়া নাশে।  
স্বাধীনতা সোনার কাঠি, খোদার সুখা দান,  
স্পর্শে তাহার নেচে ওঠে শূন্য দেহে প্রাণ।  
মনুষ্যত্বের বান ডেকে যায় যাহার হৃদয় তলে,  
বুক ফুটিয়ে দাঁড়ায় ভীরা স্বাধীনতার বলে। [রা. বো.'১৯]

### ◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

- ০১। জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান,  
মাতা, ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।  
কোন রণে কত খুন দিলো নর, লেখা আছে ইতিহাসে,  
কত নারী দিলো সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।  
কত মাতা দিলো হৃদয় উপাড়ি' কত বোন দিলো সেবা,  
বীরের স্মৃতি- স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কে বা?  
কোনো কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি,  
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।  
**সারমর্ম:** মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষের অবদান অপরিণীম। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং অগ্রগতিতে মানুষ নিরলস পরিশ্রম করেছে। সভ্যতার ইতিহাসে পুরুষের অবদান লেখা থাকলেও নারীর কোনো স্থান হয়নি। অথচ সভ্যতার বিনির্মাণে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়।
- ০২। হে মোর জীবন, আর এ কাব্য নয়  
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো  
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক,  
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ আনো।  
প্রয়োজন নেই, কবিতার স্নিগ্ধতা-  
কবিতা, তোমায় দিলাম আজিকে ছুটি  
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;  
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো কটি।।  
**সারমর্ম:** কল্পনার জগতে থেকে কঠিন বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না। যেখানে জীবনের ন্যূনতম দাবিটুকু উপেক্ষিত হয় সেখানে কল্পনার অবস্থান নিরর্থক। তাই কঠিন বাস্তবতার সাথে সংগ্রাম করে চলতে হবে।
- ০৩। নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো,  
যুগ-জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।  
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে,  
নিন্দুক যে ছায়ার মতো থাকবে পাছে পাছে।  
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে পবিত্রতা আনে।  
সাধক জনে নিস্তারিতে তার মতো কে জানে?  
বিনামূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার।  
বিশ্ব মাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর?  
নিন্দুক সে বেঁচে থাকুক বিশ্ব হিতের তরে।  
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে।  
**সারমর্ম:** নিন্দুকের সমালোচনা মানুষকে সচেতন হতে সাহায্য করে এবং নিজের ভুলগুলো শুধরিয়ে নেবার সুযোগ করে দেয়। তাই নিন্দুকের মত বন্ধু থাকা উত্তম।

**সারমর্ম:** স্বাধীনতাকে সবাই ভালোবাসে। কারণ স্বাধীনতার সংস্পর্শে জীবনপূর্ণ হয়, মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। একজন সাধারণ মানুষও স্বাধীন জীবনের গর্ব অনুভব করে। স্বাধীনতা ভীরা মানুষের মনেও শক্তি জোগায়।

- ০৪। একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে,  
দহিল হৃদয় মন সেই ক্ষোভানলে।  
ধীরে ধীরে, চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে  
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।  
সেখা দেখি একজন, পদ নাহি তার,  
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার।  
পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন  
আপনার মনে দুঃখ থাকে কতক্ষণ?  
**সারমর্ম:** পরের দুঃখে ব্যথিত হলে নিজের দুঃখ কমে। তখন নিজের অপ্রাপ্তির ভার কম মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে পরের দুঃখ-কষ্টকে উপলব্ধি করার মাঝেই আত্মতৃপ্তি নিহিত।

- ০৫। আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই,  
সকলের সুখ, সখা, সুখ শুধু তাই।  
আমার একার আলো সে যে অন্ধকার,  
যদি না সবারে অংশ আমি দিতে পাই।  
সকলের সাথে বন্ধু সকলের সাথে,  
যাইবা কাহারে বেলো ফেলিয়া পচাতে?  
ভাইটি আমার সে তো ভাইটি আমার।  
নিয়ে যদি নাহি পারি হতে অগ্রসর,  
সে আমার দুর্বলতা, শক্তি সে তো নয়।  
সবই আপন হেথা, কে আমার পর?  
হৃদয়ের যোগ সে কি কতু ছিন্ন হয়?  
একসাথে বাঁচি আর এক সাথে মরি,  
এসো বন্ধু, এ জীবন মধুময় করি।  
**সারমর্ম:** সামাজিক জীব হিসেবে একা একা জীবন-যাপন করা অসম্ভব এবং এতে প্রকৃত সুখ নেই। পরস্পর আত্মার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ মিলেমিশে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নিয়ে একসাথে থাকার মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত।
- ০৬। এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান,  
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্থাপ পিঠে  
চলে যেতে হবে আমাদের।  
চলে যাবো- তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ।  
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,  
এ বিশ্বে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি,  
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।  
**সারমর্ম:** নতুনদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে পুরাতনকে চলে যেতে হয়। বর্তমান পৃথিবী নানা সংকটে জর্জরিত। নতুন প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে সুখকর ও বাসযোগ্য করে তোলার দায়িত্ব পুরাতন প্রজন্মের।



১৯

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,  
এ জীবন মন সকলি দাও।

তার মতো সুখ কোথাও কি আছে? আপনার কথা ভুলিয়া যাও।  
পরের কারণে মরণেও সুখ, সুখ সুখ করি কেঁদো না আর,  
যতই কাঁদিবে ততই ভাবিবে, ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।  
আপনারে লয়ে বিরত রহিতে, আসে নাই কেহ অবনী পরে,  
সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

**সারমর্ম** পরোপকারে নিজ স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার মতো সুখ আর নেই। এ পৃথিবীতে মানুষ কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবতে আসেনি। অপরের ভাবনা ভাবাই সার্থক জীবন প্রাপ্তির চাবিকাঠি। তাই একে অপরের কল্যাণ চিন্তা করেই বেঁচে থাকা উচিত।

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে  
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে,  
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা  
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।  
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া  
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া,  
একটি ধানের শিষের উপর  
একটি শিশির বিন্দু।

**সারমর্ম** প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আনন্দের জন্য মানুষ অনেক সময় অনেক অর্থ ব্যয় করে দূর-দূরান্তে ছুটে যায়। কিন্তু আশেপাশেই যে সৌন্দর্য পড়ে থাকে তা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় না। তাই সহজে আনন্দনযোগ্য সৌন্দর্য সর্বদা উপেক্ষিত থাকে।

### অনুশীলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

- ১১। ফুটিয়াছে সরোবরে; কমল নিকর,  
ধরিয়াছে কী আশ্চর্য শোভা মনোহর।  
গুণ গুণ রবে এরা মধু পান করে,  
কিন্তু এরা এদিন হারাইবে যখন,  
আসিবে কি অলি আর করিতে গুঞ্জন?  
আশায় বঞ্চিত হলে আসিবে না আর  
সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,  
অসময়ে হায় হায় কেউ কারো নয়।  
কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি,  
সকল সময়ের বন্ধু সকলের তিনি।

[চ. বো.'১৯]

- ১২। তোমারি ফ্রোড়েতে মোর পিতামহগণ  
নিদ্রিত আছেন সুখে জীবলীলা-শেষে।  
তাদের শোণিত, অস্থি সকলি এখন  
তোমারি দেহের সঙ্গে গিয়েছে মা মিশে,  
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার  
তোমার ধূলিতে কালে মিলাবে আবার।

[সি. বো.'১৯]

- ০৯। আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে  
অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো,  
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে,  
এ বয়স কাঁপে বেদনায় ধরোপরো।  
তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,  
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর স্বপ্নে,  
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রদূত  
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

**সারমর্ম** আঠারো বছর বয়স মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। জীবনের দুর্যোগ ও দুর্বিপাকে এ বয়স অগ্রদূত ভূমিকা পালন করে। এ বয়সের তরুণেরা নান মন্ত্রণার শিকার হলেও তাকে মোকাবিলা করতে জানে। এ বয়সে তারুণ্য হাজারো বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নতুনত্বের দিকে ধেয়ে চলে।

- ১০। সার্থক জনম আমার জন্মোচ্ছি এই দেশে,  
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে।  
জানি না তোর ধন-রতন আছে কিনা রানির মতন,  
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।  
কোন বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,  
কোন বনেতে উঠে চাঁদ এমন হাসি হেসে।  
আঁখি মেলে তোমার আলো দেখে আমার চোখ জুড়ালো,  
এ আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।

**সারমর্ম** জন্মভূমিকে ভালোবেসেই কবি সার্থক। ধন-সম্পদ দিয়ে তিনি এই হিসাব করেন না। জন্মভূমির আলো, বাতাস, ছায়া, ফুলের গন্ধ, চাঁদের হাসি কবি মনকে মুগ্ধ করে। এই জন্মভূমির আলোতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চান।

- ০৩। সন্ধ্যা যদি নামে পথে, চন্দ্র যদি পূর্বাচল কোণে  
নাই হয় উদয়,  
তারকার পুঞ্জ যদি নিভে যায় প্রলয় জলদে,  
না করিব ভয়।  
হিংস্র উর্মি ফণা তুলি, বিভীষিকা মূর্তি ধরি যদি  
গ্রাসিবারে আসে,  
সে মৃত্যু লজ্জিয়া যাব, সিন্ধু পাড়ে নবজীবনের  
নবীন আশ্বাসে।

[কু. বো.'১৯]

- ০৪। কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?  
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।  
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,  
আত্মগানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।  
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বোধনে যবে মিলি পরস্পরে,  
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে।

[য. বো.'১৯]



## ম্যাট্রাল TEXT

- ০৫। জোটে যদি মোটে একটি পয়সা  
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি  
দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেক  
ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী।  
বাজারে বিকায় ফল তন্দুল;  
যে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা  
হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল  
দুনিয়ার মাঝে সেই তো সুধা। [ম.বো.'২৩; দি. বো.'১৯]
- ০৬। বন্ধু, বলিনি ঝুট,  
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট  
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,  
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,  
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,  
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।  
এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,  
এই মাঠে হলো মেঘের রাখাল নবির খোদার মিতা। [রা.বো.'১৭]
- ০৭। আমার নূতন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল মানব-নন্দনে,  
ওষ্ঠে রাজা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।  
লক্ষ আশা অন্তরে, ঘুমিয়ে আছে মন্তরে,  
ঘুমিয়ে আছে মুখের ভাষা পাপড়ি পাতার বন্ধনে।  
সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটব মোরা ফুটব গো,  
প্রভাত-রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুটব গো।  
নিত্য নবীন গৌরবে, ছড়িয়ে দিব সৌরভে,  
আকাশ পানে তুলব মাথা, সকল বাঁধন টুটব গো। [চ. বো.'১৭]
- ০৮। বিরহ মিলন কত হাসি, অশ্রুময়  
মানুষের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত  
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।  
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল  
তোমাদেরই মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,  
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল  
নবনব সঙ্গীতের কুসুম ফোটাই। [ব. বো.'১৭]
- যে নদী হারিয়ে স্রোত চলিতে না পারে,  
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।  
যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড়,  
পদে পদে বাঁধে তার জীর্ণ লোকাচার।  
দর্ভজন সর্বক্ষণ চলে সেই পথে  
গণ্ডল্য সেথা নাহি জন্মে কোন মতে।  
জাতি চলে না কভু তারি পথ ধরে,  
হুমন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।

- ১০। কহিল মনের খেদে মাঠ সমতল  
মাঠ ভরে দেই আমি কত শস্য ফল  
পর্বত দাঁড়িয়ে রহে কি জানি কি কাজ  
পাষাণের সিংহাসনে তিনি মহারাজ  
বিধাতার অবিচার কেন উচু নিচু  
সে কথা বুঝিতে আমি নাহি পারি কিছু।  
গিরি কহে, সব হলে সমতল পারা,  
নামিত কি ঝরনার সুমধুর ধারা?
- ১১। পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে  
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে  
হে স্নেহাভ বঙ্গভূমি তব গৃহকোড়ে  
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।  
দেশ-দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান  
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।  
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ভোরে  
বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভালো ছেলে করে।  
প্রাণ দিয়ে দুঃখ সহে আপন হাতে  
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।
- ১২। তরুতলে বসি পান্থ শ্রান্তি করে দূর  
ফল আশ্বাদনে পায় আনন্দ প্রচুর।  
বিদায়ের কালে হাতে ডাল ভেঙ্গে লয়,  
তরু তবু অকাতর কিছু নাহি হয়।  
দুর্লভ মানব জন্ম পেয়েছ যখন,  
তরুর আদর্শ কর জীবন গ্রহণ,  
পরার্থে আপন সুখ দিয়া বিসর্জন,  
তুমিও হওগো ধন্য তরুর মতন।
- ১৩। আমি চাই মহত্ত্বের মহৎ পরান  
মুকুতা মাণিক্য নিধি  
আমারে দিওনা বিধি।  
চাহিনে এ জগতের রাজত্ব সম্মান।  
বাস্ত্বিত পরান পেলে  
মেখে নেব মনুষ্যত্ব শ্রেষ্ঠ উপাদান  
প্রাণের সাধক আমি, সাধনীয় প্রাণ।
- ১৪। সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি  
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া  
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি  
সেই দেশ লব যুঝিয়া।  
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই  
তার মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,  
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই  
সন্ধান লব বুঝিয়া  
ঘরে ঘরে আছে পরম আত্মীয়  
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।



যে

সামনে দেখলুম, জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কী রকম সম্পদবান হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি হৃদয়ে দেখে এসেছি, সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার সভ্যশাসনের রূপ। আর দেখছি রাশিয়ার মস্কো নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকূপণ অধ্যবসায়— সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতি বিচার করেনি, বিন্দু মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে দীর্ঘা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কো শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল— দেখেছিলাম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা।

**সার-সংক্ষেপ:** যন্ত্রশক্তির যথার্থ চর্চার মাধ্যমে ইংরেজ বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে চলেছে। জাপান, রাশিয়া যন্ত্রশক্তির পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নে এগিয়ে গেছে। তাদের মূর্খতা ও দৈন্য ঘুচানোর আশ্রয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শাসনকার্যের নিরপেক্ষতায় ধর্মীয় পার্থক্য সেখানে নেই। অথচ বাংলা তথা ভারতবর্ষ যে তিমিরে, সেখান থেকে উত্তরণের কোনো উদ্যোগ নেই।

প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি! সমাজ মহাগোলযোগ বাঁধাইবে জানি! কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি তো, কোনো ভালো কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে। আমাদেরকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও, সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কী করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কী করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমত সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা সংকল্প আবশ্যিক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই— এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদেরকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যিক হইলে আমরা লেডি-কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি-ব্যারিস্টার, লেডি-জজ সবই হইব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কী নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?

**সার-সংক্ষেপ:** সমাজের বৃহত্তর ও মহত্তম কল্যাণের স্বার্থে নারীর ইতিবাচক জাগরণ অত্যাৱশ্যিক। এতে পুরুষসমাজ গোলযোগ ও বাধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু তা উপেক্ষা করে পুরুষের মতো সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ করে চাকরি বা স্বাধীন ব্যবসা করে নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫: জীবনে জীবন যোগ করা

না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা

আমার সুরের অপূর্ণতা।

আমার কবিতা, জানি আমি,

গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্রগামী

কৃষ্ণাণের জীবনের শরিক যে জন,

কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন, যে আছে মাটির কাছাকাছি

সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।

সাহিত্যের আনন্দের ভোজে

নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।

**সার-সংক্ষেপ:** কৃষক, তাঁতি, জেলের জীবনের সাথে মিশে না গেলে জীবনে জীবন যোগ করা হয় না, কৃত্রিম হয়ে যায় সে জীবন।

এতে শিল্পীর গানের সুরে অপূর্ণতা থেকে যায়, সর্বজনীন হয় না কবিতা। মাটির কাছাকাছি থেকে কৃষকের জীবনের সাথে যে কবি কর্মে ও কথায় আত্মীয়তা গড়ে তুলেছে, মাটির কাছাকাছি থাকা সেই কবির বাণীই অকৃত্রিম শাস্ত। তাই সাহিত্যের আনন্দ-ভোজে বৈদ্যনাথ ঠাকুর যা দিতে পারেননি, তার খোঁজে থাকেন অনুক্ষণ।



০৪। আমার বুকে ধক্ করিয়া একটা ধাক্কা দিল; মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপটি আমি এতদিন এমন স্পষ্ট করিয়া দেখি নাই। কিন্তু না, আমি কেবল তাহার বসিবার ভঙ্গিটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম। কোলের উপরে একটি হাতের উপর আর একটি হাত স্থির পড়িয়া আছে, মাথাটি দেয়ালের উপরে হেলানো, খোলা চুল বাম কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া উঠিল।

আমার নিজের জীবনটা এমনি কানায় কানায় ভরিয়াছে যে, আমি কোথাও কোনো শূন্যতা লক্ষ করিতে পারি নাই। আজ হঠাৎ আমার অত্যন্ত নিকটে অতি বৃহৎ একটা নৈরাশ্যের গহ্বর দেখিতে পাইলাম। কেমন করিয়া কী দিয়া আমি তাহা পূরণ করিব? আমাকে তো কিছুই ছাড়িতে হয় নাই। না আত্মীয়, না অভ্যাস, না কিছু। হৈম যে সমস্ত ফেলিয়া আমার কাছে আসিয়াছে। সেটা কতখানি তাহা আমি ভালো করিয়া ভাবি নাই। আমাদের সংসারে অপমানের কণ্টকশয়নে সে বসিয়া; সে শয়ন আমিও তাহার সঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছি। সেই দুঃখে হৈমর সঙ্গে আমার যোগ ছিল, তাহাতে আমাদিগকে পৃথক করে নাই। কিন্তু, এই গিরিনন্দিনী সতেরো বৎসর-কাল অন্তরে বাহিরে কত বড়ো একটা মুক্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে। কী নির্মল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঝঙ্কু শুভ্র সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম যে কীরূপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুররূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি নাই, কেননা সেখানে তাহার সঙ্গে আমার সমান আসন ছিল না।

**সার-সংক্ষেপ:** জানালার পাশে পশ্চিমের দিকে চেয়ে হৈমন্তীর বসে থাকার মধ্যে নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপটি অনুভব করে অপূর বুকে ধক্ করে একটা ধাক্কা লাগল। অপূর নিজের জীবনটা কানায় কানায় ভরে গেছে। কিন্তু হৈমন্তী নিজের আত্মীয়, অভ্যাস সবকিছু বিসর্জন দিয়ে তার কাছে এসেছে। স্নেহ-সহানুভূতির পরিবর্তে সে পেয়েছে কটুক্তি-অপমান। মুক্তির বিস্তারের ধারণার মধ্যে মেনে নিয়েছে বন্দিত্ব। অপূ তা দেখেও পাশ কাটিয়ে গেছে। হৈমন্তীকে সম্পূর্ণ অনুভব করতে বার্থ হয়েছে অপূ।

০৫। আমার মনে হয়, যে দেশের নর-নারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরং তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশে নরনারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব, পরাজয়ের ব্যথা কোনোটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের তুল করিবার দুঃখ, আর তুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদশী বিজ্ঞ সমাজ সর্ব প্রকারের হান্সামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাত করিয়া, আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক Contract তা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া documents পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অল্পপাণের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী অক্ষয় সতীলোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সেই গৌরবের কণামাত্র হয়তো আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়তো নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়; সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

**সার-সংক্ষেপ:** আমাদের দেশের নরনারীর মধ্যে হৃদয় জয় করে বিয়ে করার রীতি নেই, বরং তা নিন্দার বিষয়। ফলে নর-নারী আশা-আকাঙ্ক্ষার আনন্দ থেকে, জয়-পরাজয়ের অনুভব বা তুল করার দুঃখ থেকে বঞ্চিত। কোনো অভিজ্ঞতা নেই বলেই মৃত্যুঞ্জয়ের অল্পপাণের কারণটা বোঝার সাধ্যও তাদের নেই। অন্যদিকে মৃত্যুঞ্জয়ের হৃদয়টা তিল তিল করে জয় করার যে গৌরব, তা Contract বা documents ব্যবস্থা থেকেও শ্রেষ্ঠ। আমাদের বহুদশী বিজ্ঞ সমাজ নর-নারীকে সমস্ত হান্সামামুক্ত হয়ে ভালো বাবুটি হয়ে থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

০৬। জীবন বৃক্ষের শাখায় যে ফুল ফোটে, তাই মনুষ্যত্ব। বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালতে হবে এই ফুলের দিকে লক্ষ রেখে। শুধু শুধু মাটির রস টেনে গাছটা মোটাসোটা হয়ে উঠবে এই ভেবে কোন মালী গাছের গোড়ায় জল ঢালে না। সমাজ-ব্যবস্থাকেও ঠিক করতে হবে মানুষকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে তুলবার জন্য নয়, মানুষের অন্তরে মূল্যবোধ তথা সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ সযত্নে চেতনা জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে। যখন এই চেতনা মানুষের চিন্তে জাগে তখন এক আধ্যাত্মিক সুখময় তার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠে এবং তারই প্রতিফলনে সমস্ত জগৎ আলোকময় হয়ে দেখা দেয়। ফলে মানুষ ইতর জীবনের গুরুভার থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত হালকা মনে করে।

**সার-সংক্ষেপ:** মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হলো মনুষ্যত্বের জাগরণ। মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটে মানুষের সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দবোধে। মানুষের জীবনে মনুষ্যত্বের আলো জ্বলে উঠলে সে আলোয় বিশ্ব আলোকিত হয় এবং মানবজীবন হয় নির্ভর ও সার্থক।

০৭। বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার সামান্যতা বা উচ্চতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে-রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার কর্ম বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য। সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য-সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিতে তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ও সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদ বা ছতোমী ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা ও সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্যসিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে, প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই, নিম্নপ্রয়োজনেই আপত্তি।

**সার-সংক্ষেপ:** রচনার বিষয়, ভাব ও ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকা প্রয়োজন। রচনা হতে হবে সরল, স্পষ্ট এবং বোধগম্য। রচনার ভাবে গান্ধীয়ার্য থাকলে ভাষায় গান্ধীয়ার্য থাকতে পারে। সর্বোপরি রচনায় যথাযথ ঐক্য থাকা বাঞ্ছনীয়।



## সার-সংক্ষেপ

মুন্সের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা। শতাধিক বছর ধরে এ কবিতা বিপুল আলোচনা ও নানামুখী ব্যাখ্যায় নতুন নতুন তাৎপর্যে অভিষিক্ত। একই সঙ্গে, কবিতাটি গৃঢ় রহস্য ও শ্রেষ্ঠত্বেরও স্মারক। মহৎ সাহিত্যের একটি বিশেষ গুণ হলো কালে কালে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনার আলোকে তার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হতে থাকে। কবিতাটিতে দেখা যায়, চারপাশের প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা ধীরের মতো ছোটো একটি ধানক্ষেতে উৎপন্ন সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে প্রাণেশ্বরিত নিঃসঙ্গ এক কৃষক। আকাশের ঘন মেঘ আর ভারী বর্ষণে পাশের খরস্রোতা নদী হয়ে উঠেছে হিংস্র। চারদিকের 'বাঁকা জল' কৃষকের মনে সৃষ্টি করেছে ঘনঘোর আশঙ্কা। এরকম এক পরিস্থিতিতে ওই খরস্রোতা নদীতে একটি ভরাপাল সোনার নৌকা নিয়ে বেয়ে আসা এক মাঝিকে দেখা যায়। উৎকণ্ঠিত কৃষক নৌকা কূলে ডিড়িয়ে তার উৎপাদিত সোনার ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য মাঝিকে প্রকৃত মিনতি জানালে ওই সোনার ধানের সম্ভার নৌকায় তুলে নিয়ে মাঝি চলে যায়। ছোট নৌকা বলে স্থান সংকুলান হয় না কৃষকের। শূন্য নদীর তীরে আশাহত কৃষকের বেদনা গুমড়ে মরে। এ কবিতায় নিবিড়ভাবে মিশে আছে কবির জীবনদর্শন। মহাকালের স্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়, কিন্তু বেঁচে থাকে মানুষেরই সৃষ্ট সোনার ফসল। তার ব্যক্তিসত্তা ও শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার।

'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের সার-সংক্ষেপ লেখ।

**সার-সংক্ষেপ:** আবুল ফজলের 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধটি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। এটি প্রথম 'মানবতন্ত্র' গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই রচনায় লেখক মানব-কল্যাণ ধারণাটির তাৎপর্য বিচারে সচেতন হয়েছেন। সাধারণভাবে অনেকে দুই মানুষকে করুণাবশত দান-খয়রাত করাকে মানব কল্যাণ মনে করেন। কিন্তু লেখকের মতে, এমন ধারণা খুবই সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক। তাঁর মতে, মানব-কল্যাণ হলো মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস। এ কল্যাণের লক্ষ্য সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটানো। লেখকের বিশ্বাস, মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় পরিকল্পনামাফিক পথেই কল্যাণময় পৃথিবী রচনা করা সম্ভব।

'প্রতিদান' কবিতার সার-সংক্ষেপ লেখ।

**সার-সংক্ষেপ:** 'প্রতিদান' কবিতাটি কবি জসীমউদ্দীনের 'বালুচর' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ কবিতায় কবি ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই যে ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সমাজ-সংসারে বিদ্যমান বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কবির কণ্ঠে প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছেন প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। কেননা ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই নির্মাণ করতে পারে সুন্দর, নিরাপদ পৃথিবী। কবি অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করেই নয়, বরং প্রতিদান হিসেবে অনিষ্টকারীর উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর, বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন।

## অনুশীলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

"সুখ আমাদের প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়। এই জন্য সুখের পক্ষে ধুলা হয়, আনন্দের পক্ষে ধুলা বর্ধার্থ ভূষণ। সুখ কিছু হারায় বলিয়া ভীত। আনন্দ যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত। এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যেই ঐশ্বর্য। সুখ ব্যবহার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রী-টুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে। আনন্দ সংসারের মুক্তির মধ্যে আপনি সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে। এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মের মধ্যে বন্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনি দৃষ্টি করে। সুখ সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে আনন্দ, দুঃখের বিষয়কে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এইজন্য কেবল আলোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত আর আনন্দের পক্ষে ভালমন্দ দুই-ই সমান।"

আমরা বলি নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছেন। মাধ্যাকর্ষণ কি ওঁর জন্যে এককোণে অপেক্ষা করছিল? ছিল ওঁর মনে, উপযুক্ত সময়ে সেটা জানতে পারলেন। পৃথিবী যা কিছু জ্ঞানলাভ করেছে, সব মন থেকে উৎপন্ন, জগতের অনন্ত গ্রন্থাগার তোমার মনেই রয়েছে। বাইরের জগৎ শুধু তোমার মনকে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দীপনা যোগায়, কিন্তু তোমার পর্যবেক্ষণের বিষয় হল তোমার মন। একটা আপেল পড়ার ঘটনা নিউটনকে উদ্দীপ্ত করল, তিনি নিজের মনে আলোচনা করলেন। মনে মনে চিন্তার সব পূর্বতন সূত্রগুলিকে নাজিয়ে নিয়ে তাদের মধ্যে নতুন সম্বন্ধ আবিষ্কার করলেন, তাকেই আমরা বলি মাধ্যাকর্ষণ সূত্র। সে সূত্র আপেল ছিল না, পৃথিবীর কেন্দ্রের কোনো বস্তুতে ছিল না।

অতএব, অধিভৌতিক বা আধ্যাত্মিক সব জ্ঞানই মানুষের মনে রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তা আবিষ্কৃত হয় না, আবৃত থেকে যায়, আবরণ যখন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় তখন আমরা বলি, "আমরা শিখছি"। এই উন্মোচনের অগ্রগতির উপরেই জ্ঞানের অগ্রগতি নির্ভর করে।



- ০৩। বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব তাহা নহে। মানুষ জড়ের সহিত বড়ো, তরুলতার, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতি রাজবাড়ির নানা খোলা থাকিলে কী হইবে? এক এক ঋতুতে এক এক মহল হইতে যখন উৎসবের নিমন্ত্রণ আসে, তখন মানুষ যাদ গ্রাহ্য না করিয়া আপন আড়তের গদিতে পড়িয়া থাকে, তবে এমন বৃহৎ অধিকার সে কেন পাইল? পুরা মানুষ হইতে হইলে, তাহাকে সবই হইতে হইবে, একথা না মানুষ করিয়া মানুষকে বিশ্ববিদ্রোহের একটা সঙ্কীর্ণ ধ্বজা স্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়াছে কেন? কেন সে দম্ত করিয়া বার বার একথা বলিতেছে, “আমি জড় নহি, উদ্ভিদ নহি, পশু নহি, আমি মানুষের আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিদ্রোহ করি।” কেন সে একথা বলে না, “আমি সমস্তই, সকলের সঙ্গেই আমার অব্যাহত যোগ আছে-স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা আমার নহে।”
- ০৪। সব সাহিত্য-শিল্প সভ্যতার উপকরণ-লেখক আর শিল্পীরা সভ্যতার নির্মাতা আর সভ্যতার কারিগর। মহৎ সাহিত্য-কর্মের ওপরই রচিত হয় সব রকম সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত। মহৎ সাহিত্য মানবাত্মার উদ্ঘাটন ও অভিব্যক্তি। ব্যক্তি আর সমষ্টিগত সব মানুষের জীবনেই বাইরের সঙ্গে ভেতরের দ্বন্দ্ব এক চিরকালে ব্যাপার। বাহ্যিক জীবনে দাবি আর অভ্যন্তরীণ জীবনের চাহিদা বা আকৃতির সংঘর্ষ যেমন অনিবার্য তেমনি তার সমাধান-সন্ধান ও মানুষের অবিরাম সাধনা। অতীত বা বর্তমান সব মহৎ সাহিত্যে এ সাধনাই প্রতিফলিত। এর সমাধানের পথে বিদ্রোহেরও আবির্ভাব। এ বিদ্রোহ যখন গভীর জীবন-জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হয় অথবা রচনা আর শিল্পকর্মে যখন তারই সার্থক প্রতিপলন ঘটে তখনই তাকে ‘বিদ্রোহী’ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই বিদ্রোহ মানবাত্মারই অনুষঙ্গ, সভ্যতারই অঙ্গ। এ ছাড়া সভ্যতা এগুতে পারে না, পারে না হতে নবায়িত। স্থির, স্থানু আর একটা অচলায়তনে বাধা পড়া কখনো সভ্যতার আদর্শ নয়। সভ্যতাকে সচল ও সজীব রাখার জন্য বিদ্রোহ অত্যাৱশ্যক। সভ্যতার প্রধান বাহন সাহিত্য বলে তাতেই রূপায়িত হয় এ বিদ্রোহ সর্বাত্মক। এ কারণেই উন্নত সাহিত্যে বলা বাহুল্য, উন্নত সাহিত্য মানে উন্নত সমাজেও বারে বারে বিদ্রোহ দেখা দেয়। যার ফলে তা হয়ে ওঠে প্রাণ-চঞ্চল ও চলিষ্ণু। তখনই দেখা যায় সাহিত্যে নবতর ফসল-যা ভাবে, ভঙ্গিতে আর বৈচিত্র্যে পূর্ববর্তীদের থেকে আলাদা।
- ০৫। জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলাদেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে যুরোপ-প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে। জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে; যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়িয়া যায়-সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক, কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না। সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই দেশে কত বহু দূরে দূরে এবং কত মিট-মিট করিয়া জ্বলিতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি এদেশবাসী পক্ষে সেই পরমযোগের পথ সংকীর্ণ-যে যোগ জ্ঞানের যোগ, সে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে

### ভাব-সম্প্রসারণ

#### ভাব-সম্প্রসারণ লেখার-কৌশল

- ০১। প্রদত্ত কাব্যাংশ বা গদ্যাংশটি প্রথমেই কয়েক বার পাঠ করে অন্তর্নিহিত সত্যটির মর্মোদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে।
- ০২। কাব্যাংশে বা গদ্যাংশে প্রযুক্ত শব্দসমূহের প্রয়োগ-সার্থকতা অনুধাবন করতে হবে।
- ০৩। মূলভাব-বস্তুর প্রকাশে বিভিন্ন শব্দ কীভাবে সাহায্য করেছে, তা লক্ষ করতে হবে।
- ০৪। প্রারম্ভিক বাক্যটি সুরচিত, বস্তুনিষ্ঠ এবং ক্রিয়াপদ বর্জিত হলে তা সুরচিত, বস্তুনিষ্ঠ এবং ক্রিয়াপদ সংযুক্ত করে আকর্ষণীয় করতে হবে।
- ০৫। প্রযুক্ত বিভিন্ন শব্দ মূলভাবের সাথে যে ভাবানুষ্ঙ্গ সৃষ্টি করেছে, সেগুলোকে সম্প্রসারিত করতে হবে।
- ০৬। ভাব-সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে কোনো ক্ষুদ্র কথিকায় কবি মহাপুরুষদের সুভাষিত বাণী মঞ্জুরীর দুই-একটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উদ্ধৃতিটি যেন মূলভাব পরিস্ফুটনের সহায়ক হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ইংরেজি কোটেশন ব্যবহার না বাঞ্ছনীয়। কারণ এতে ভাব-সম্প্রসারণের মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়।
- ০৭। ভাব-সম্প্রসারণের আয়তন প্রবন্ধের ন্যায় বিশাল কিংবা সার-সংক্ষেপের মতো ক্ষুদ্র হবে না।
- ০৮। ‘কবি বলেছেন’ কিংবা এখানে ‘কবির বক্তব্য হলো’ এ ধরনের মন্তব্য ভাব-সম্প্রসারণে ব্যবহার করা যাবে না।
- ০৯। ভাব-সম্প্রসারণকে (১) মূল ভাব, (২) সম্প্রসারিত ভাব এবং (৩) উপসংহার তিনটি পয়েন্টে বিভক্ত করে লেখাই শ্রেয়।
- ১০। সর্বোপরি সহজ, সরল ভাষায় ভাব-সম্প্রসারণ লিখতে হবে।



১০০

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

নথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে।

[য.বো.'২৪]

**ভাব-সম্প্রসারণ:** প্রয়োজনীয়তাই সব আবিষ্কারের উৎস। মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে হাজারো পথের। সৃষ্টিতে পথের কোনো কৃতিত্ব নেই, সবটুকু কৃতিত্ব পথিকের। পথ না থাকলেও পথিক আসত এবং স্থায়ী প্রয়োজনেই সে নতুন পথের সৃষ্টি করত।

নথ ও পথিক, এ দুটি আলাদা বস্তু হলেও পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পথিক অর্থাৎ মানুষ তার জীবনচক্রে গতির ওপর নির্ভর করে অগণ ক্ষমতা, কর্মদক্ষতা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা কাজে লাগিয়ে তৈরি করে চলেছে পৃথিবীর ও মানবজাতির কল্যাণের নানা পথ। সৃষ্টির উদ্যোগ থেকেই মানুষ মত্ত নানা সৃষ্টিশীল পথ তৈরিতে। ভাগ্যান্বেষণে মানুষ তৈরি করেছে দুর্জয় রহস্যের সন্ধানের পথ। সন্ধানী মানুষ সাধনা ও প্রচেষ্টা দ্বারা সকল বাধাবিপত্তি, প্রতিকূলতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে সাহস ও সংগ্রামের পথ দেখিয়েছে। এ সাহসী ও সংগ্রামী মানুষ রচনা করেছে নতুন নতুন পথ। তারা এ পৃথিবীর বুকে আজীবন স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে। তাদের তৈরি পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে বর্তমানের সাহসী মানুষ। মানুষই প্রথমে তৈরি করেছে সমগ্র পৃথিবীর মানুষে মানুষে মেলবন্ধনের পথ। বর্তমানে নতুন পথ সন্ধানীর তৈরি পথ সৃষ্টি করেছে আরও নতুন নতুন পথের। যুগে যুগে মহাজ্ঞানী, পণ্ডিতব্যক্তি ও ধর্মপ্রচারকগণ মানুষকে দিয়ে গেছেন সুন্দর আলোকিত পথের সন্ধান। পথ কখনো পথিককে সৃষ্টি করতে পারে না, আবার নিজে নিজে তৈরি হয় না। পথিকই নিজের ও দশের প্রয়োজনে পথের সন্ধান করে বা তৈরি করে। আবার পথিক নিজের অগ্রযাত্রা এবং যাত্রা যাতে সহজতর হয় সেদিকে লক্ষ রেখে পথের সৃষ্টি করে। তবে সকল পথই সঠিক ও যথার্থ হয় না। কিন্তু জীবনসন্ধানী ও কৌতূহলী পথিক চেষ্টা চালায় গন্তব্যে পৌঁছানোর। না পারলে সেই পথ পরিহার করে অন্য পথের সন্ধান করে। পথ কখনো এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারবে না। সে কারণে পথে যত বাধাবিঘ্নই আসুক না কেন, সন্ধানী মানুষ তাকে তুচ্ছ ও অতিক্রম করে আপন গন্তব্যের পথ খুঁজে নেয়। সুখী ও সুন্দর পৃথিবীর সন্ধানে পথিক উদ্ভাবন করে চলেছে নতুন নতুন পথ।

পথ বা উপায় কখনো এমনিতে সৃষ্টি হয়নি বা সুলভে মানুষের হাতে এসে ধরা দেয়নি। মানুষকেই আগে পা বাড়াতে হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে উপায়। এভাবেই সভ্যতার বিকীর্ণ আলোকে আলোকিত হয়েছে বিশ্ব।

দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।

[কু.বো., য.বো.'২৪]

**ভাব-সম্প্রসারণ:** বিদ্যা মানবজীবনের মহামূল্যবান সম্পদ। বিদ্যা জ্ঞানী লোকের ভূষণ। বিদ্বান ব্যক্তির হৃদয় ও মন সর্বদাই আলোকিত ও পবিত্র থাকে। তাঁকে সবাই সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি যদি দুর্জন বা চরিত্রহীন হয়, তবে সে হয় সমাজের শত্রু। সে সমাজকে কলুষিত করে। তাকে সবাই ঘৃণা করে ও পরিত্যাগ করে।

মানুষের মৌল মানবিক উৎকর্ষ গুণগুলোর সমন্বিত রূপকে 'চরিত্র' বলা হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, "বাক্যে, কার্যে এবং চিন্তায় সামঞ্জস্য রক্ষিত হলে মানুষের মনে যে একটি পবিত্রভাব ফুটে ওঠে, তাকে 'চরিত্র' বলে অভিহিত করা হয়।" দুর্জন ব্যক্তির এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি বিবর্জিত হয়। এরা যতই শিক্ষিত হোক না কেন তাদের এ শিক্ষা বা বিদ্যা মূল্যহীন। তারা সমাজের ক্ষতি ছাড়া ভালো কিছু করতে পারে না। তাদের সংস্পর্শে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরপক্ষে বিদ্যা মানুষের ভূষণ। বিদ্বান ব্যক্তি সর্বত্র সম্মান পেয়ে থাকেন। বিদ্যার সংস্পর্শে এলে মানুষ জ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে ভালো-মন্দ যাচাই করতে পারে এবং তার চরিত্র গঠনেরও সুযোগ পায়। বিদ্বান ব্যক্তিকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। তার সাহচর্য সকলেই কামনা করে। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি যদি বিদ্যার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে চরিত্রহীন ও সংকীর্ণমনা হয় তবে তার সংস্পর্শ কারো কাম্য নয়। এরূপ লোকের দ্বারা কোনো ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতি সাধিত হয় না। দুর্জন সেই ব্যক্তি যে নিজের স্বার্থ আদায়ে অন্যায়-অবিচারের পথে পা বাড়ায়। এ ধরনের লোক বিদ্বান হলেও তার সান্নিধ্য কেউ কামনা করে না। সে সকলের ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। সাপ বিষধর প্রাণী। সাপের মাথার মণি মহামূল্যবান। তাই বলে মণির আশায় কেউ সাপের সাহচর্য প্রত্যাশা করে না। কেননা, এতে সাপের বিষাক্ত ছোবলে মৃত্যুর কোলে চলে পড়ার অশঙ্কা থাকে। একজন দুর্জন বিদ্বান ব্যক্তির বিদ্যা সাপের মাথার মণির তুল্য। যেসব লোক উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু নির্গুণ এবং চরিত্রহীন তারা বিষধর সাপের ন্যায় ভয়ংকর। তার সংস্পর্শে এসে বিদ্যা অর্জন করাতে জীবনে কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না বরং তার সাহচর্যে যে ব্যক্তি আসে সে অধঃপতনের দোরগোড়ায় পৌঁছায়। তার নিষ্কলুষ চরিত্রও কলুষিত হয়ে পড়ে। চরিত্রই মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে সে আর মানুষ থাকে না, অমানুষে পরিণত হয়। প্রবাদ আছে, "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ"।

চরিত্রহীন বিদ্বান ব্যক্তি দুর্জনই নয় কেবল, জ্ঞানপাপীও। জ্ঞানপাপীর সংস্পর্শ বিপজ্জনক, সমূহ ক্ষতির কারণ। তাই দুর্জন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও সে ভয়ংকর এবং সমাজের জন্য বিপজ্জনক। তার সঙ্গ সযত্নে পরিহার করা উচিত। তাকে সকলেই ঘৃণা করে কেননা এদের দ্বারা মানবতা পদে পদে লাঞ্চিত হয়। ফলে তারা পরিত্যাজ্য।

নিষিদ্ধ ভাষা



০৩। দুর্নীতি জাতীয় জীবনের অভিশাপ।

[মাদ্রাসা.বো.'২৪]

**ভাব-সম্প্রসারণ:** নীতি - নৈতিকতা বিবর্জিত যেকোনো কাজকেই বলা হয় দুর্নীতি। এটি যেকোনো জাতির জন্য মহামারি অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক এক অভিশাপ। জাতির উন্নতির গতিকে মন্থর করতে এর প্রভাব ব্যাপক।

সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে অন্যান্য জীব থেকে মানুষের পার্থক্য হলো তার মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বই মানুষকে বিবেকসম্পন্ন করে তোলে, ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা দান করে, পাপ-পুণ্যের ভেদাভেদ বুঝতে সাহায্য করে। সর্বোপরি এটি মানুষকে উদার করে তোলে। যার ফলে মানুষ নীতিবিরুদ্ধ নানা কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। কিন্তু কতিপয় স্বার্থাশ্রয়ী মানুষ নিজ মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে দুর্নীতিমূলক কাজে লিপ্ত হয়। এদের কাছে দেশ ও জাতির উর্ধ্বে নিজের স্বার্থ। আমাদের দেশে আজ এ দুর্নীতির জাল প্রবলভাবে ছড়িয়ে গেছে। সরকারি, বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান অর্থ, প্রতিপত্তি ও লোভের মোহে আক্রান্ত। দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যাবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসাসহ সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। নিজ স্বার্থে এসব দুর্নীতিবাজ মানুষ দেশ ও দেশের মানুষের ধ্বংস ডেকে আনতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ফলে সামগ্রিকভাবে উন্নতির পরিবর্তে অবনতি ঘটছে। নিজ স্বার্থসিদ্ধি করতে অন্যকে পদে পদে ঠকাতেই তারা কুণ্ঠাবোধ করে না। এ থেকে পরিত্রাণ দরকার। মনে রাখতে হবে, যে জাতি দুর্নীতিমুক্ত সে জাতিই উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছে। দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণের কথা ভেবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর দেশ গড়ে তোলার জন্য সকলকে দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। শুধু নিজে দুর্নীতিমুক্ত হলেই চলবে না যেখানে দুর্নীতি সংঘটিত হয় সেখানে প্রতিবাদ করতে হবে, বাধা প্রদান করতে হবে। দুর্নীতিবাজদের কোনো প্রকার সহায়তা করা যাবে না।

দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করতে হলে দুর্নীতি নামক অভিশাপটি আমাদের সকলেরই পরিহার করা উচিত। নিজস্ব স্বার্থ বাদ দিয়ে দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত। নিজেদের জায়গা থেকে কর্তব্য ও দায়িত্ব যদি আমরা নিষ্ঠাবান, সৎ ও ন্যায়বান হতে পারি, তাহলেই বৃহৎ স্বার্থে মঙ্গল হবে। দেশ ও জাতি মুক্ত হবে দুর্নীতির অভিশাপ থেকে।

০৪। মনেরে আজ কহ যে

[ঢা.বো., ম.বো.'২৩]

ভালো-মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।

**ভাব-সম্প্রসারণ:** মানব-জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। জীবনে চলার পথে মানুষকে ভালো-মন্দ সব রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই যেতে হয়। যে ব্যক্তি জীবনের এই বৈচিত্র্যকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে, সেই সার্থকতা লাভ করে। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি সহজে এসব মেনে নিতে পারে না, চাওয়ার সাথে পাওয়ার মিল না থাকলে হতাশ হয়ে পড়ে, তাকে জীবনে নানা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। জীবনে চলার পথে মানুষকে নানা রকম উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাকে ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, শুভ-অশুভ সবকিছুর মধ্য দিয়েই যেতে হয়। এখানে প্রতি পদেই আছে নানা বাধা-বিপত্তি, সংঘাত, প্রতিঘাত। সংসার জীবনে আছে দুঃখ-দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, আশা-নিরাশা, মিলন-বিরহ, অপমান-অপদস্থ হবার সম্ভাবনা। আছে ভয়ের ও বিপদের ভুকুটি, নৈরাশ্যের বেদনা, পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানি এবং জরা-মৃত্যুর মর্মান্তিক আঘাত। এসবই জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু এত সব কিছুই ভেতরেও মানব জীবন তার আপন গতিতে চলতে থাকে। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেই মানুষকে জয়ের মালা ছিনিয়ে নিতে হয়। নিরবচ্ছিন্ন সাধনা আর অপরিসীম ধৈর্যের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয় মনুষ্যত্বের মর্যাদা। জীবনে চলার পথে রক্ষতা, নিষ্ঠুরতা, অকৃতজ্ঞতা গতিরোধ করতে পারে, জীবনে ঘটতে পারে হৃদপতন। জীবনকে অসহ্য মনে হতে পারে। তবু এসবকিছুকে ডিঙিয়ে ভয়-ডরহীন চিত্তে কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে হয়, কষ্টপাথরে ঘষে প্রমাণ দিতে হয় নিজের যোগ্যতার। এতকিছু সত্ত্বেও জীবনের সোনালি স্বপ্নগুলো উড়ে যেতে পারে নিমেষেই। যার জন্য এত ত্যাগ-তিতিক্ষা, তা চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন পৃথিবীর সকল কিছুতেই আসে প্রচণ্ড অনাগ্রহ, কৌতূহলের পাখাগুলো আপনাতে বন্ধ হয়ে যায়। আশা-নিরাশার এক দোলাচলে বড়োই অস্থির লাগে। জীবনের এমন সন্ধিক্ষণে তবুও জীবন এগিয়ে চলে। কারণ, এটাই জীবনের সত্য, আর তাই একে গ্রহণ না করে কোনো উপায় নেই। যখন নানা প্রতিকূলতায় জীবন হয়ে ওঠে পীড়াদায়ক, তখন জীবনের রূঢ় বাস্তবতার মুখে দাঁড়াতে হয় অপরিসীম আত্মবিশ্বাসে। সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় দৃঢ়চিত্তে। কঠোর অধ্যবসায় আর সাধনাতে এগিয়ে যেতে হয় জীবনের অতীষ্ট লক্ষ্যে। মানবতা, ন্যায়পরায়ণতা, উদার মানসিকতায় জীবনকে ভরিয়ে তুলতে হয়। পৃথিবীর মহৎ মানুষদের জীবনের দিকে লক্ষ করলেও আমরা এই বিষয়টিই দেখতে পাই। ধর্ম প্রবর্তক থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী, দার্শনিক থেকে শুরু করে সমাজ সংস্কারক – সকলের জীবনের একই শিক্ষা – প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে নিজ লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাওয়া। অস্থিরতাকে অতিক্রম করে জীবনের পথে অটল থাকা, ভালো-মন্দ সবকিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করা।

আর তাই বলা যায়, দুঃখ-সুখ, ভালো-মন্দ, সাফল্য-হতাশা – কোনোকিছুতেই অধিক উৎফুল্ল বা নিরাশ হবার প্রয়োজন নেই। বরং ধৈর্যের সাথে জীবনের সকল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মধ্যেই আছে জীবনের প্রকৃত সার্থকতা।



স্বদেশে...

কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন।

[সি. বো. '২৩, ১৭; ডা. বো. '২২.]

**ডাব-সম্প্রসারণ** স্বদেশের প্রিয় মানচিত্র, দেশের গান, জাতীয় সংগীত আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ঠিকানা এবং সঞ্জীবনী সুধা। মানুষ মায়ের মতোই জন্মভূমিকে ভালোবাসে। প্রতিটি সুনাগরিকের কাছে মাতৃভূমি শান্তি ও সুখের নীড়। মানুষের হাসি, কান্না, প্রেম, আনন্দ, খ্যাতি ও গৌরব সব কিছুই তার জন্মভূমিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। স্বদেশ ও স্বজাতির হিত সাধনের বাসনা যার নেই সে পশুর সমতুল্য। দেশপ্রেম মানব জীবনের একটি মহৎ গুণ। দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যেই নাগরিক জীবনের সার্থকতা নিহিত। একজন লোকের অর্থ-সম্পদ, লোকবল প্রচুর থাকতে পারে কিন্তু এগুলো দিয়ে তার মহত্ত্বের পরিচয় মেলে না। মহত্ত্বের পরিচয় পেতে হলে দেখা দরকার তার স্বদেশের উপকার করার ইচ্ছা আছে কতটুকু। ব্যক্তির মধ্যে স্বদেশপ্রেম বা স্বদেশের উপকার করার ইচ্ছা থাকলেই সে প্রকৃত মানুষরূপে পরিগণিত হয়। মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেই একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হয় না। তার ভিতরে যদি মহত্ত্বের গুণাবলি না থাকে তবে সে নামেই মানুষ, প্রকৃত মানুষ নয়। তখন তাকে একটি পশুর সাথে তুলনা করা যায়। কেননা, গণ্ড ও জন্মগ্রহণ করে, খাদ্য খায়, বংশ বৃদ্ধি করে এবং পরিশেষে মারা যায়। পশু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পশুর মধ্যে কোনো মহৎ গুণাবলি নেই যা মানুষের মধ্যে আছে। আর এ মহৎ গুণের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বদেশপ্রেম। মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (স.) বলেছেন, “দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।” অর্থাৎ স্বদেশের উপকারে যার মন নেই তার ইমানই নেই। মহৎ গুণ হচ্ছে দেশপ্রেম বা স্বদেশের উপকার করার ইচ্ছা। কিছু মানুষের মধ্যে যেমন এ ইচ্ছা প্রবল তেমন কিছু মানুষ আছে স্বদেশবিমুখ, কৃতঘ্ন। যারা নিবেদিতচিত্তে দেশকে ভালোবাসে এবং দেশ ও জাতির উপকারে নিজেকে উৎসর্গ করে, প্রকৃতপক্ষে তারা ই মানুষ, দেশপ্রেমিক তারা ই। তারা যুগে যুগে, চিরকালের জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে, মাতৃভূমিকে যে ভালোবাসে না, স্বদেশের উপকার ও কল্যাণের প্রতি যে ব্যক্তির কোনো ক্ষেপ নেই, এমনকি দেশের আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করেও যে দেশের কল্যাণে এগিয়ে আসে না, সেই দেশপ্রেমহীন মানুষ, মানুষ নামের অযোগ্য এবং পশুর সমতুল্য। তাই প্রতিটি মানুষকে স্বদেশের ভালো-মন্দ চিন্তা করতে হয়। দেশের সংস্কৃতি ও তার ঐতিহ্যকে সম্মুখ রাখা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই আমাদের সকলেরই উচিত স্বদেশের মান রক্ষা করা, এর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করা ও লালন করা এবং বিশ্বের বুকে তাকে তুলে ধরা। এর জন্য আমাদের প্রয়োজন দেশের উন্নয়ন কর্মে আত্মনিয়োগ করা। শিক্ষা, দীক্ষা, সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রাখা। আর যারা এসব করতে ব্যর্থ তারা মানুষরূপী পশু।

মূলত, স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত। যিনি দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করেন তিনিই প্রকৃত মানুষ। দেশপ্রেমহীন মানুষ নিঃসন্দেহে পশুর সমান।

১। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।

[কু.বো.'২৩; চ. বো., দি. বো.'১৭]

**ডাব-সম্প্রসারণ** শিক্ষা ও সুশিক্ষা দুটি ভিন্ন অবস্থা। শিক্ষা বলতে সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে বুঝায়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি মৌল মানবিক জ্ঞানার্জন, মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, নৈতিকতার উন্নয়ন প্রভৃতি সুশিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই সুশিক্ষিত হওয়া যায় না। সুশিক্ষিত হতে হলে সৃজনশীল অনুভূতি এবং প্রায়োগিক প্রজ্ঞা অর্জন প্রয়োজন। কেননা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানশক্তি অর্জন। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। কেননা অন্যান্য প্রাণী বা জীবের চেয়ে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, আচার-আচরণ ও সৃজনশীলতা প্রভৃতি দিক থেকে মানুষ শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতি ও জন্মগতভাবেই মানুষ অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অধিকতর উন্নত বৈশিষ্ট্য বা গুণ নিয়ে পৃথিবীতে আসে। পরবর্তীতে পৃথিবীর আলো বাতাস পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সে তার মানবীয় আচরণ আয়ত্ত করে এবং ধীরে ধীরে তার আচরণগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে এবং একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। শিক্ষা একটি জটিল প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে মানুষের আচরণের পরিবর্তন বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। একটি শিশুর জন্ম লাভের পর থেকেই তার শিক্ষা প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এ প্রক্রিয়া তার মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। তবে শৈশব, কৈশোর ও যৌবন এ সময়েই মানুষের শিক্ষণ প্রক্রিয়া সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কেননা একটি শিশুর আচরণ তার আগ্রহ, তার শিক্ষার ধরন বা অগ্রগতি দেখে অতি সহজেই অনুমান করা যায় শিশুটির ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে। উপযুক্ত পরিবেশ, সেবায়ত্ন এবং উপযুক্ত শিক্ষা পেলে শিশুটি একদিন সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমরা সাধারণভাবে শিক্ষা বলতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেই বুঝি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত পরীক্ষা পাশের শিক্ষা। বিদ্যায়তনের পড়াশুনা আজ জ্ঞানার্জনের জন্য নয়, জীবিকার্জনের জন্য। তাই বিদ্যায়তনের প্রচলিত শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রি নিলেই সুশিক্ষা লাভ করা যায় না। একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যদি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণগুলো জানা সত্ত্বেও কুসংস্কারবশত নাককাটা, ঠোঁটকাটা সন্তান জন্মানোর ভয়ে তার স্ত্রীকে সে সময় মাছ বা তরকারি কাটতে নিষেধ করেন তাহলে বুঝতে হবে বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে তার জীবনচর্চার সংযোগ ঘটে নি। এমন অনেক ডিগ্রিধারী ব্যক্তি আছেন যারা বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে অস্বীকার করে কঠিন অসুখ-বিসুখের



সময় তাবিজ-কবজ বা ঝাড়-ফুঁকের আশ্রয় নেন। একুপ শিক্ষিত লোককে সুশিক্ষিত বলা সঙ্গত নয়। যে ব্যক্তি নিজের মনকে নানা রকম প্রথা ও সংস্কারে বেঁধে রেখেছেন, পরীক্ষায় পাস করে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করলেও তাকে সুশিক্ষিত বলা যায় না। পক্ষান্তরে, অনেক স্বশিক্ষিত ব্যক্তি প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছাড়াও দেশ ও জাতি তথা বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যে অনেক কিছু করে গেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সফ্রেটিস, এরিস্টটল, প্লেটো, নিউটন, গ্যালিলিও, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা স্ব-শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন বলেই মরোৎ অমর হয়ে আছেন। শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা রয়েছে যে, শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জ্ঞানদান করেন। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জ্ঞানদান করতে পারেন না। শিক্ষা দান সাপেক্ষ বিষয় নয়, গ্রহণ সাপেক্ষ। শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীর জ্ঞানস্পৃহা জাগিয়ে তোলা। শিক্ষার্থীকে নিজের চেষ্টায়ই জ্ঞানার্জন করতে হয়। সুতরাং নিজের নিরলস চেষ্টা ও আগ্রহ ব্যতীত সুশিক্ষিত হওয়ার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। যে ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় শিক্ষা অর্জন করেন তিনি স্বশিক্ষিত। আর স্বশিক্ষিত লোকই সুশিক্ষিত। মূলত, নিজের চেষ্টা, আগ্রহ এবং কঠোর অনুশীলন দ্বারা সুশিক্ষা অর্জন করা সম্ভব এবং এটাই স্বশিক্ষা। এভাবে যারা বিদ্যা অর্জন করেন তারাই প্রকৃত শিক্ষিত।

০৭। রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে।

[চ.বো., কু.বো. '২২; সি.বো. '১৯]

**ভাব-সম্প্রসারণ:** রাতের পর দিন এবং দিনের পর রাত, এভাবে দিন-রাতের আগমন একটি প্রাকৃতিক বিষয়। রাত গভীর হতে থাকলে পক্ষান্তরে প্রভাতের আগমনী ধ্বনিই শোনা যায়। রাত ও দিন একটি অপরটির পিঠাপিঠি অবস্থান করে। তাই একটি শেষ হলে অপরটি শুরু হয়। সংসারে আলো-আঁধার, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে জীবনে এসবের কোনোটিই স্থায়ী নয়। একদিন জীবনে দুঃখের অবসান ঘটে সুখের সূচনা হয়। রাতের আঁধার শেষ হয়ে এক সময় প্রভাতের আলো দেখা দেয়। তাই রাতের আঁধার দেখে নিরাশ হলে চলবে না। শুভ সকালের জন্য প্রত্যাশা রাখতে হবে। আলো আঁধারের খেলাই জীবনের বৈশিষ্ট্য। দিনভর উত্তাপ আলো ছড়িয়ে পশ্চিমাকাশে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্য দিয়ে রাত শুরু হয় এবং পুনরায় পূর্বাকাশে সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে রাতের অবসান হয়। রাত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ সময়ের এক একটি মুহূর্ত অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে দিনের আবির্ভাব ঘনিয়ে আসে। মানব জীবনেও দুঃখ, সুখ পর্যায়ক্রমে আসে। একটির অবস্থান অপরটির বিপরীতে। একটি যখন জীবন থেকে সরে যায় অপরটি আপনাপনি সামনে এসে দাঁড়ায়। শুধু সুখ ভোগ কিংবা শুধু দুঃখ ভোগের মধ্যে দিয়েই কোনো মানুষের জীবন অতিবাহিত হয় না। সুখ ও কিছু দুঃখের সমন্বয়েই মানবজীবনও সার্থক হয়ে ওঠে। দুঃখকে অতিক্রম করে যে সুখ পাওয়া যায় তাই প্রকৃত সুখ। কিন্তু অনেকে দুঃখে পতিত হয়ে বাঁচার আশা ত্যাগ করে, হতাশাগ্রস্তভাবে জীবনযাপন করে। তারা মনে করে জীবন তাদের দুঃখে গড়া। তাই সুখের আশায় উজ্জীবিত হওয়ার আশা নিরাশা মাত্র। কিন্তু তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। তাদের ভাবা উচিত যে, দুঃখ যত ভারী হয় সুখও তত মধুর হয়। দিনের শেষে রাতের আঁধার এক সময় চারদিক গ্রাস করে। তখন অন্ধকারে জীবন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে রাত গভীর হয়। স্বাভাবিকভাবেই অন্ধকারের ভীতি মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে। কিন্তু আঁধার চিরন্তন নয়, সাময়িক। এক সময় এ আঁধারের অবসান ঘটে প্রভাতের আলো দেখা দিবে। আঁধার দুঃখের প্রতীক আর আলো সুখের প্রতীক। আঁধার দেখে ভয় নেই এজন্য যে, এই আঁধার রাত পেরিয়েই সকালের আলোর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। গভীর রাত অর্থ সকালের কাছাকাছি আসা। মানুষের জীবনেও তেমনি দুঃখ সুখের লীলাখেলা চলে। তবে দুঃখ দেখে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। একদিন দুঃখের অন্ধকার দূর হয়ে সুখের আলো দেখা দিবে। দুঃখ দেখা দিলে তা স্থায়ী হবে না; একদিন তার অবসান ঘটবে এবং সুখের দিন আসবে। তাই দুঃখ দেখে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। বরং জীবনে দুঃখ দেখা দিলে তার অবসান ঘটতে দেরি হয় না। দুঃখে পড়া অর্থ সুখের দিকে ধাবিত হওয়া। সে রাতের গভীরতার মতোই দুঃখের অন্ধকার দেখে ভীত হওয়ার কারণ নেই। সুদিনের জন্য মানুষকে আশা করতে হবে। মানব জীবন কণ্টকমুক্ত নয়। জীবন চলার পথে সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ পাশাপাশি অবস্থান করে। ফলে কখনো সুখ, আবার কখনো দুঃখ এসে জড়িয়ে যায় জীবনের সাথে। দুঃখ ছাড়া যেমন সুখ কল্পনা করা যায় না। তেমনি জীবন শুধু দুঃখে থাকে তাও ভাবা নিরর্থক। বেদনার শেষ সীমায় অবস্থান করে স্বাচ্ছন্দ্যক জীবনের খেয়া। অন্ধকার রাত্রির প্রহর কেটে দেখা দেয় সোনালি উষা। তাই দুঃখের আঁধারে জীবন ঢেকে গেলেও হতাশ হবার কিছু নেই। কারণ দুঃখের পর এক সময় সুখ আসতে বাধ্য। রাত যতই গভীর হয় ততই তা দিনের সান্নিধ্যে আসে- এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তেমনি দুঃখ-বেদনা বিপদ-আপদ যতই গভীর থেকে গভীরতর হয় বুঝতে হবে সুখের সোনালি প্রভাত ততই নিকটে। এ প্রসঙ্গে বার্নার্ড জোসেফ বলেছেন, “এমন কোনো রাত নেই যার ভোর হবে না।”

অমাবস্যার গভীর আঁধারেও চাঁদের আলো হারিয়ে যায়। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো তখন কালো অন্ধকারে তলিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়লেও তা সাময়িক, কিছুক্ষণ পর আবার সারা পৃথিবীকে আলোয় উদ্ভাসিত করে দেয়। মানুষের জীবনও তেমনি। মানুষের জীবন হলো সুখ এবং দুঃখ দিয়ে গাঁথা এক বিচিত্র মালার মতো। নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিংবা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কোনো মানুষের জীবনে স্থায়ী হয় না। তার জীবনে যখন আসে দুঃখের অমানিশা, দুঃখ বেদনা তখন অসহ্য বোধ হয়। মনে হয় সেই দুঃখ রজনীর বুঝি শেষ নেই। কিন্তু অবশেষে তার দুঃখ বেদনার সেই অমানিশার অবসান হয়। কারণ, নিকষ কালো অন্ধকারই কেবল মানুষের জীবনে অনিবার্য সত্য নয়, সেই আঁধারের বুকেই আবার উদিত হয় অস্তমিত চাঁদ আর রাতের পরেই প্রভাত সূর্যের আবির্ভাব ঘটে। মানুষের জীবনেও তেমনি দুঃখের আঁধারে সুখের আলো লোপ পায়, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। দুঃখের পর সুখ আসতে বাধ্য। মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ পালাক্রমে আসে। কাজেই কখনো দুঃখ এলে ভেঙে পড়লে চলবে না, কারণ দুঃখের আড়ালেই সুখ লুক্কায়িত। আর দুঃখকে অতিক্রম করে প্রাপ্ত-সুখই প্রকৃত সুখ।



মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।

[সি. বো. '২২]

**ডাব-সম্প্রসারণ:** সাধারণ মানুষের জন্য যে ধন ব্যয় হয়, তাই প্রকৃত ধন। পক্ষান্তরে, বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য যে ধন ব্যয় হয়, তা প্রকৃত ধন নয়। কেননা, যে ধন বা অর্থ দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় না, সে ধন অর্থহীন। ধন অর্জনের প্রতি মানুষের মোহ দুর্নিবার। প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে মানুষ ধন উপার্জন করে থাকে। মাঝে মাঝে ধনের মোহে সে এতটা মোহিত হয়ে পড়ে যে, তখন তার আর মনুষ্যত্ব থাকে না। সে যত পায়, আরও তত চায়। সম্পদ জমে জমে পাহাড়ের মতো তৃপ্তিকার হয়ে উঠে, কিন্তু সম্পদ আহরণের প্রকৃত অর্থ সে অনুভব করতে পারে না। বিস্তৃত আর বৈভবের প্রাচুর্য তাকে পাগল করে তোলে। অর্থের জোরে সে হয়ে উঠে স্বেচ্ছাচারী। তার সঞ্চিত অর্থ তখন অপকাজেই বেশি ব্যয় হয়। অর্থ ও প্রতিপত্তির মাপিক হয়ে সে বিলাসবহুল জীবনযাপন করে। কিন্তু তাতে সে সুখ পায় না। কোনো কোনো বিস্তবান ব্যক্তি আরো বিস্তৃত লাভ বা আরো বিলাসবসনে দিনযাপনের জন্য অসহায় মানুষের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নেয়। এতে সমাজকে যেমনি সে ক্ষতিগ্রস্ত করে তেমনি নিজের জন্যও বয়ে এনে মহা অকল্যাণ। এভাবে অর্থ উপার্জনের মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই। এ ধন জাতীয় শক্তির উৎস হতে পারে না। বিশ্বের সব মহামানবই একথা প্রচার করেছেন যে, ধন-সম্পত্তি কেবল একার ভোগের জন্য নয়। তাই বিলাসিতার স্রোতে গা না ভাসিয়ে অপরের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা উচিত। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিলাসিতা কোনো ধন নয়- এক ধরনের ধোকামাত্র। সত্যিকারের ধন কাউকে বিস্মিত বা অভিভূত করার লক্ষ্যে নয়। মানুষের মঙ্গল করার যে প্রচেষ্টা, সেটাই আসল ধন। সদিচ্ছা থেকে উৎসারিত যে-কোনো কর্মকাণ্ডই আসলে আধুনিকতার বা সভ্যতার সত্যিকারের পথ দেখায়। যার কারণে আমাদের মনে রাখতে হবে অর্থের প্রাচুর্য ও উজ্জ্বলতা নয়; বরং মানুষের কল্যাণ সাধনই আসল কথা। মঙ্গল বাসনা থেকে যে কর্মের জন্ম হয় না, সে কর্মের তাত্ক্ষণিক আবেদন যতই মোহ জাগিয়ে দিক শেষ পর্যন্ত তার কোনো মূল্য নেই। সৎ প্রেরণা থেকে উৎসারিত কর্মই প্রকৃত ধন; যার প্রবদানে মানবসভ্যতা সর্বদাই উপকৃত হয়েছে।

বিলাসিতা দ্বারা কখনই নির্মল আনন্দ লাভ করা যায় না। মানুষের সেবায় যদি ধন ব্যয় করা যায়, তাহলেই অপার তৃপ্তি অনুভব করা সম্ভব। ভোগেই প্রকৃত সুখ নয়। ত্যাগেই প্রকৃত সুখ।

কীর্তিমানের মৃত্যু নাই।

[ট.বো. '১৯, ১৭; য.বো., ব.বো. '১৭]

**ডাব-সম্প্রসারণ:** মানুষ মরণশীল; এটা চিরন্তন সত্য। তবুও মানুষ তার সৎ কর্মের মাধ্যমে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। সেজন্য যারা কীর্তিমান তাঁরা তাঁদের সেবামূলক কাজের মাধ্যমে মানব সমাজে বেঁচে থাকে বহুযুগ ধরে। বস্তুত, কীর্তিমানের মৃত্যু নেই। এ নশ্বর পৃথিবীতে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ কোনো মানুষই এ পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না। একদিন তার মৃত্যু হবেই- এটা চিরন্তন সত্য। কিন্তু নশ্বর জীবনেও কল্যাণময় কার্যাবলির মাধ্যমে অবিনশ্বর হওয়া যায়। মানুষ তার নিজস্ব কার্যাবলির দ্বারা অমরত্ব লাভ করতে পারে। কর্মই তাকে মহিমা দীপ্ত করে। বয়স বেশি হলেই বাঁচা সার্থক হয়ে ওঠে না। কারণ নশ্বর জীবনে তাকে একদিন মরতেই হবে। মরার পর কেউ তাকে স্মরণ করবে না; বরং সে যদি এ ক্ষুদ্র পরিসর জীবনে মানবকল্যাণের জন্য সুকীর্তির স্বাক্ষর রেখে যেতে পারে তবে সে মরে গিয়েও চিরকাল মানব-হৃদয়ে অমর হয়ে থাকতে পারবে। মানুষের দেহের মৃত্যু আছে কিন্তু তার মহত্ত্ব, কীর্তি ও মহিমার কোনো মৃত্যু নেই। তা যুগ যুগ ধরে মানুষের মাঝে চির অম্লান হয়ে থাকে। দৈহিক মৃত্যু ঘটলেও তাদের কীর্তির মৃত্যু হয় না। মহামানবরা তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য কিছুই করেন না। পরের জন্য তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। এ পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর এ পর্যন্ত অনেক মানুষই জন্মগ্রহণ করেছে ও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই কর্মগুণে মানুষের হৃদয়ে সমাসীন রয়েছেন। একমাত্র যারা মহত্ত্ব অর্জন করতে পেরেছেন তাদের জীবনই সার্থক। মানুষের জীবনে যদি মহত্ত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য না-ই থাকল তবে তার সাথে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য রইল কোথায়?

প্রাণিজগতে কচ্ছপ হাজার বছর বাঁচে কিন্তু তাতে পৃথিবীর কিছুই যায় আসে না। পৃথিবীতে বহু লোক অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেও অমর হয়ে আছেন। কিশোর কবি সুকান্ত তাঁর কবিতার মধ্যে বেঁচে আছেন। বালক ক্ষুদিরাম দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে অমর হয়ে আছেন। তিরোজিও, কবি মধুসূদন, শেলী, কীটস প্রমুখ স্বপ্নায়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা তাঁদের কীর্তির জন্য আজও চির অম্লান হয়ে আছেন। তাঁদের অবদান কেউ ভুলতে পারবে না। সুতরাং নাম-গোত্রহীন দীর্ঘজীবনের অধিকারী হওয়া অপেক্ষা গৌরবময় জীবনের স্বপ্নায়া হওয়াই কাম্য। গতিশীল এ পৃথিবীতে কর্মই মানুষকে অমরতা দান করে। কারো জীবনে যদি সুকর্ম না থাকে তারপক্ষে এ পৃথিবীতে অমর হওয়া সম্ভব নয়।



১০। স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।

[ব.বো.'১৭]

**ভাব-সম্প্রসারণ** পরবশাতা বা পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে ভূখণ্ডগত স্বাধীনতা অর্জন নিঃসন্দেহে দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তার চেয়ে দুঃসাধ্য বিষয় অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করে তার সুফল নাগরিক জীবনে নিশ্চিত করা। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাধীনতার মূল্য অপরিমিত। স্বাধীনতা অর্জন করা পরাধীন জাতির জন্য খুবই কষ্টকর। কারণ স্বার্থবাদী ঔপনিবেশিক শক্তি কখনোই খুব সহজ পথে পদানত জাতিকে স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে দেয় না। বহু কষ্ট, সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পর স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। অনেক লোকের প্রাণান্তকর সংগ্রামের পর, অটল রক্তের বিনিময়ে শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভ করা যায়। বিনা আয়াসে, বিনা সংগ্রামে, কোনোরূপ ত্যাগ স্বীকার না করে কোনো জাতি স্বাধীনতা লাভ করতে পারে নি। কিন্তু এত কষ্ট, এত ত্যাগ, এত রক্তক্ষয়ের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়, তা রক্ষা করা বা তার হায়িত্ব বিধান করা আরো কষ্টকর। স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের পুনর্গঠন, উন্নয়ন ও বহিঃশত্রুর হাত থেকে একে রক্ষা করার জন্য সदा প্রস্তুত থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেননা তখন একদিকে থাকে পরাজিত শক্তি ও তাদের দেশীয় অনুচরদের জিঘাংসা ও মরণকামড়ের জ্বালা, অন্যদিকে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির অভ্যন্তরীণ রেষারেষি। পাশাপাশি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনের উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জন করা খুব সহজ কাজ নয়। আর এ ক্ষেত্রে রয়েছে মানুষের নানাবিধ সমস্যা। অনেক সময় এ সমস্যাই সৃষ্টি করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার। ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে দেখা দেয় হতাশা, কমে যায় কর্মোদ্দীপনা, সর্বোপরি জাতীয় উন্নতি মুখ খুঁড়ে পড়ে। তখন স্বাধীনতার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মর্ম রক্ষা করার প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দেয়। তাই দেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন, স্বাধীনতা রক্ষা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিধান প্রভৃতি যথাযথভাবে সংরক্ষিত হলেই কেবল স্বাধীনতার সুফল উপভোগ করা যায়। স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্য থাকা দরকার। স্বাধীনতার শত্রু ছড়িয়ে আছে দেশের ভেতরে ও বাইরে। তারা স্বাধীনতা বিনষ্ট করার জন্য সदा তৎপর। জাতিকে তখন দু'দিকের শত্রুর সাথে লড়াইতে হয়। তাই স্বাধীনতা রক্ষার কাজটি অনেক কঠিন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণকে অনেক বেশি চেষ্টা ও কর্তব্যপরায়ণতার সাথে মাঠে, কল-কারখানায় অবিরাম কাজ করতে হয়। শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত করে দেশকে রক্ষা করার জন্য আর্থিক ও আত্মিক দিক দিয়ে উন্নত ও মননশীল জাগ্রত জনতা সৃষ্টি করতে হয়। তাহলেই দেশের অর্জিত স্বাধীনতা আর বিপন্ন হয় না। এ ছাড়া স্বাধীনতা লাভ করলেই হয় না, একে মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে হয়। কিন্তু এ কাজ স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে কঠিন। মূলত, স্বাধীনতা কথটা যতই মধুর হোক না কেন তা অর্জন করা বড়ো কঠিন। আর সে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করা, স্থিতিশীল রাখা আরো কঠিন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতিটি নাগরিককে তাই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

১১। গতিই জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু।

[কু. বো.'১৭]

**ভাব-সম্প্রসারণ** পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়টি ধ্রুব সত্য, তা হলো জগতের গতিশীলতা। এই মহাবিশ্বে সবকিছুই গতিশীল। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী গতিশীল, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদ। আবার সূর্যও তার নিজ অক্ষে গতিশীল। আবার, এই পৃথিবীতেও প্রতিনিয়ত চলে ভাঙা-গড়ার খেলা। মানব সভ্যতা তার গতিশীলতার কারণেই আজকের এই অবস্থায় এসে পৌঁছাতে পেরেছে। তাই মানুষকেও তার কর্মের মধ্য দিয়ে গতিময় জীবনের অধিকারী হতে হবে, জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার চেষ্টা করতে হবে। কেননা, প্রবহমানতাই জীবনকে প্রাণবন্ত করে তোলে, আর স্থবিরতা আত্মার মৃত্যু ঘটায়।

বিশ্বজগতের গতিশীলতাই তার টিকে থাকার প্রধান উপায়। মহাকালের গতি যেদিন থেমে যাবে, সেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে টিকে থাকতে হলে তাই আমাদের জীবনকেও করতে হবে গতিশীল। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু অবধি প্রতিনিয়ত মানবজীবনে ঘটে চলে নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা। এই চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে জীবনের জন্ম, বৃদ্ধি, এবং বিনাশ ঘটে। যদি এই গতিশীলতা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে জীবনের স্বাভাবিক ধারাও থেমে যাবে। স্রোতঃস্বিনী নদীর জল বরাবরই নির্মল থাকে। কারণ সেখানে শ্যাওলা জমতে পারে না। কিন্তু স্রোতহীন পুকুরের জলে সময়ের সাথে সাথে শ্যাওলা জমে যায়। তাই বলা যায়, গতি হলো প্রকৃতির নিয়ম, যা জীবনের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। মানুষের জীবনে এই গতি ও পরিবর্তনের গুরুত্ব অপরিমিত। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আমাদের নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, নতুন কিছু শিখতে হয়, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। এই পরিবর্তন এবং নতুনত্বের মধ্য দিয়েই আমরা নিজেদেরকে বিকশিত করতে পারি। যদি কেউ স্থির হয়ে থাকে, নিজের জীবনকে একঘেয়ে করে ফেলে, তাহলে তার মনোবল, উদ্যম, এবং সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে



যায়। ফলে, সে ৭৭ বছরের মানসিক মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। যেমন, একজন ব্যক্তি যদি দীর্ঘদিন ধরে একই কাজ করতে থাকে, একই জায়গায় থাকে, এবং জীবনে নতুন কিছু চেষ্টা না করে, তাহলে সে তার জীবনের রস আনন্দন করতে পারে না। তার জীবন হয়ে ওঠে নিরীচ এবং কৃত্তিক। অন্যদিকে, যারা নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে, নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করে, তারা সবসময়ই জীবনের প্রতি উদীপনা এবং উচ্ছ্বাস অনুভব করে। পৃথিবীটা বিরাট এক রণক্ষেত্র। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংগ্রাম করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়। বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। তাই সময়ের সাথে সাথে সমাজের পরিবর্তনগুলোর সাথে আমাদের দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে হয়। সমাজব্যবস্থাই আমাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নতুন কিছু শিখতে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে বাধ্য করে। যদি কেউ এই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারে, তাহলে সে পিছিয়ে পড়ে এবং সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই, বর্তমান সময়ে সফলতা অর্জনের জন্য গতি ও পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলা অপরিহার্য। জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য এবং সার্থকতা নিহিত রয়েছে পরিবর্তন, অগ্রগতি, এবং অভিযোজনের মধ্যে। যদি আমরা স্থির হয়ে যাই, নতুন কিছু শিখার বা অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করি, তাহলে আমাদের জীবন হয়ে যাবে নিরীচ এবং নিরুত্তাপ।

কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে যে গতি আসে, সে গতিই জীবনের ধর্ম। অলস কিংবা অকর্মণ্য জীবনযাপন মৃত্যুরই নামান্তর। তাই জীবনকে কর্মচঞ্চল ও প্রবাহমান রাখতে আমাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত। তাই, জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে গতিশীলতা বজায় রাখা, নতুনত্বকে গ্রহণ করা, এবং পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মাধ্যমে আমাদের নিজেদেরকে বিকশিত করতে হবে এবং জীবনের প্রকৃত সার্থকতা খুঁজে পেতে চেষ্টা করতে হবে।

### সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

দণ্ডিতের সাথে

দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে

সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

**ভাব-সম্প্রসারণ:** দণ্ডদাতা অপরাধীকে নিরাসক্তভাবে নির্মম দণ্ড দান করেন। কিন্তু তা অবিচারেরই নামান্তর। কারণ, দণ্ডের আঘাতে দণ্ডিতকে যে বেদনা দেবে, তার গভীরতা যদি দণ্ডদাতা উপলব্ধি করতে অক্ষম হন, তাহলে বিচারের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। তখন তা হয়ে যায় দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার। বিচারের উদ্দেশ্য হলো, অপরাধীর হৃদয়ের সংশোধন এবং সেক্ষেত্রে বিচারককে হতে হবে সংবেদনশীল।

ন্যায়ের শুভ পাশাণ-বেদির ওপর বিচারকের আসন পাতা। নিরপেক্ষভাবে অপরাধ নির্ণয় করে তাকে শাস্তি দান করাই বিচারকের কর্তব্য। বিচারকের কর্তব্য তাই বড় সুকঠিন। ন্যায়-অন্যায় নিয়েই আমাদের কর্মজীবন। ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি সর্বত্র সাধুবাদ পেয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, অন্যায়কারী হয় দণ্ডিত। অপরাধের দণ্ড প্রদান করা হবে- এটা সবার কাম্য, অপরাধীকে দণ্ডপ্রদানই স্বাভাবিক। দণ্ডপ্রদান বিচারকার্যের অংশ। কিন্তু সমাজে আমরা দেখি অনেক সময় অপরাধের যথাযথ বিচার হয় না, আবার কোনো কোনো সময় বিচার প্রক্রিয়ার ত্রুটির কারণে বিনা অপরাধেও দণ্ডপ্রাপ্ত হয় কেউ কেউ। তবে যিনি বিচারক তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত সুকঠিন। অপরাধীর বিচার যথাযথভাবে নির্ণয় করার জন্য তাঁকে শুধু আইনের সুকঠোর প্রয়োগ ছাড়াও আবেগ-অনুভূতি ও মানবিক বিষয়গুলো ভেবে দেখতে হয়। অন্যায় করেছে বলে অন্যায়কারীকে যথোচিত শাস্তি দিতে হয় বটে, তবে সে শাস্তি যান্ত্রিক না হওয়াই কাম্য। কারণ, অন্যায়কারীও মানুষ। অন্যায়কারী হিসেবে তার শাস্তি প্রাপ্য, একইসঙ্গে একজন মানুষ হিসেবে তার প্রাপ্য সহানুভূতি, মমত্ববোধ এবং ভালোবাসা। তাই তাকে সংশোধনের পথ দেখাতে হবে। তার নির্মল জীবনযাপনের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে হবে। অপরাধীকে ন্যায়ের পথে আনাই বিচারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে পবিত্র বাইবেলে ঘোষিত হয়েছে, “পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়।” তাই অপরাধীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে হবে। একমাত্র সহানুভূতি মিশ্রিত দণ্ডই পারে অন্যায়কারীর মনে অনুশোচনা জাগাতে; অন্যথায় তার মনে আইনের প্রতি লেশমাত্র শ্রদ্ধাবোধ থাকবে না, সে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। বিচারের মাধ্যমে অপরাধীকে বুঝিয়ে দিতে হবে অপরাধ নিন্দনীয়। তবে এই মমত্বের অর্থ এই নয় যে, বিচারক গুরু পাপে লঘু দণ্ড দেবেন। তাহলে বিচারকার্য ব্যাহত হবে। এ প্রসঙ্গে এ উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য- “অপরাধীর প্রতি সহৃদয় অনুভূতিহীন বিচারক প্রকৃত বিচারক নয়।” বিচারক অবশ্যই তার পবিত্র দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ আসন থেকে নিরপেক্ষভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। এটাই সকলের কাম্য। তাই বিচারক যখন কঠিন দণ্ড প্রদান করেন- তিনি যে আইনের অমোঘ বিধানই সেই কঠিন দণ্ড বা শাস্তি দিচ্ছেন- সেই নিরপেক্ষতার মধ্যে যে কঠোরতা আছে তাও তাকে ভাবতে হবে। অর্থাৎ বিচারক যখন অপরাধীর বিচার করেন তখন যদি দণ্ডিতের ব্যথার সঙ্গে একাত্ববোধ করেন তখনই সেটা হয় সুবিচার।

মূলত, অপরাধীর শাস্তি বিধানে বিচারক একদিকে যেমন সুকঠিন থাকবেন, অন্যদিকে তেমনি সুকোমল হৃদয়ের অধিকারী হবেন। পাপকে যেমন ঘৃণা করবেন তেমনি পাপীর প্রতি দেখাবেন মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সংশোধনমূলক সহানুভূতি। তবেই তা হবে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার।



০২। 'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?

মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক; মানুষেতে সুরাসুর।'

**ভাব-সম্প্রসারণ:** মানুষ তার কৃতকর্মের ফলস্বরূপ এই পৃথিবীতে যেমন স্বর্গসুখ অনুভব করতে পারে, তেমনি নিজেদের অপকর্মের কারণে তারা এই পৃথিবীতেই নরকের যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে।

আমরা জানি, স্বর্গ হলো অনাবিল সুখের স্থান। সেখানে অনন্তকাল মানুষ পরম সুখে বসবাস করবে। অপরদিকে নরক হলো যন্ত্রণার স্থান যেখানে অপকর্মের ফল হিসেবে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। স্বর্গ বা নরক ইহজাগতিক কোনো বিষয় নয়। এটি পারলৌকিক। কিন্তু নিজেদের সৎ কর্মের ফলে একদিকে যেমন এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন স্বর্গসুখময় হয়ে উঠতে পারে, তেমনি নিজেদের অপকর্মের ফলে তাদের জন্য এই পৃথিবীর জীবনই হয়ে উঠতে পারে নরক যন্ত্রণার। মানুষের মাঝে যখন হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানির বিস্তার ঘটে, নিজেদের খারাপ ও অসৎ কাজের মাধ্যমে তারা যখন এই পৃথিবীকে কলুষিত করে তোলে, যখন মানুষ ব্যক্তিস্বার্থে অন্ধ হয়ে পড়ে, নিজ স্বার্থ রক্ষায় অন্যের ক্ষতি সাধনে দ্বিধা করে না, তখন এই পৃথিবীতেই মানুষ যেন নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। অন্যদিকে মানুষ যখন পারস্পরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা, স্নেহ, মমতা ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসে, পরের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না, নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির বন্ধন স্থাপন করে, তখন এই পৃথিবীর বুকেই মানুষ যেন এক টুকরো স্বর্গের আভাস পায়।

তাই মানুষের উচিত, সকল হিংসা-বিদ্বেষ, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন ও অপকর্মের উর্ধ্বে উঠে পারস্পরিক সহমর্মিতাপূর্ণ, সহানুভূতিশীল, সম্প্রীতিময় এক পৃথিবী প্রতিষ্ঠায় কাজ করা। তাহলে এই পৃথিবীই আমাদের জন্য হয়ে উঠবে স্বর্গসুখময়।

০৩। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে

তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

**ভাব-সম্প্রসারণ:** অন্যায়কারী এবং অন্যায় সহকারী উভয়েই সমান অপরাধী। বিশ্বের ন্যায়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার কাছে উভয়ের কারো জন্যই ক্ষমা নেই। বিশ্বের ন্যায়-দেবতার ঘৃণা একদিন না একদিন তাদের উভয়কেই তৃণের মতো দহন করবে। তা থেকে কারো মুক্তি নেই। প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই ন্যায়বোধের উজ্জ্বল প্রকাশ। তার বিবেকের শুভ্রতম এবং শুদ্ধতম বেদিতে ন্যায়াধীশের আসন পাতি। আর সমাজকে যারা উৎপীড়ন করে, ব্যক্তির অধিকারকে যারা হরণ করে, মানুষের বহু অভিজ্ঞতা এবং প্রযত্নে রচিত আইন ও শৃঙ্খলাকে যারা বিঘ্নিত করে তারা নিঃসন্দেহে অন্যায়কারী। অন্যায়ের যেমন বহুক্ষেত্র আছে, অপরাধেরও তেমনি মাত্রার তারতম্য আছে। এই মাত্রা অনুসারেই অন্যায়কারীর অপরাধের পরিমাপ করা হয়। আইনের দৃষ্টিতে অন্যায়কারী বা অপরাধী দণ্ডযোগ্য বলে বিবেচিত। কিন্তু অন্যায়কে যারা নিঃশব্দে সহ্য করে, তারাও কি পরোক্ষভাবে পাপের প্রশ্রয় দিয়ে সমান অপরাধী নয়? অবশ্যই তারাও সমান অপরাধী। উদার মনোভাব প্রদর্শন করার জন্য অন্যায়কে ক্ষমা করা বা দয়া দেখিয়ে অন্যায়কারীকে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব তো নেই-ই; বরং তাও অন্যায়কারীর মতো সমান অপরাধের কাজ। সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে যেমন রয়েছে অপরাধের প্রবণতা, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রয়েছে অন্যায়কে মানিয়ে চলার মানসিকতা। এই মানসিকতায় কতখানি ক্ষমাশীলতা, কতখানি ঔদার্য, কতখানি সহনশক্তি তার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। অন্যায়কে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা না করে ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্যে মানবচরিত্রের দুর্বলতম দিকেরই প্রকাশ ঘটে। অন্যায়কে প্রশ্রয় দান করলে পৃথিবী মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। বস্তুর মানুষ শুধু তিতিক্ষা ও করুণাবশতই অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে না, তার এই মনস্তত্ত্বের নেপথ্যে রয়েছে এক আত্ম-পলায়ন মনোভাব। নিজেকে অপরাধীর সংশ্রব থেকে দূরে সরিয়ে রাখাকেই সে নিরাপদ বলে মনে করে। অধিকাংশ মানুষেরই এই নির্লিপ্ত নিষ্পৃহতা অন্যায়কারীকে পরোক্ষভাবে সাহস জুগিয়েছে। স্বার্থভীরু আত্মমগ্ন মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠতে ভয় পায়। এভাবেই সমাজে অপরাধপ্রবণতা কালক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে; অত্যাচারীরা নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে চলে।

মানব সংসারে অন্যায়কারীরা ঘৃণিত হলেও অন্যায় সহকারী কিংবা ক্ষমাকারীরা অনেক সময় ঘৃণিত বলে বিবেচিত হয় না। মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের এই চেতনাও ভ্রান্ত। অন্যায়কারীর মতো অন্যায় সহকারীও সম-অপরাধে অপরাধী। মনুষ্যত্বের বিচারে মানুষের এই বিকৃতিও ক্ষমার অযোগ্য। বিশ্ববিধাতার ঘৃণার রুদ্ধ রোষানলে অন্যায়কারীর মতো অন্যায় সহকারীও বিতর্ক তৃণের মতো ভস্মীভূত হবে। আসলে বস্তুজগতের স্থূল বিচারে সে নিরাপরাধের ছাড়পত্র পেলেও নিখিল বিশ্বমানবতার দরবারে তার অপরাধের রেহাই নেই। কারো অপরাধ ক্ষমা করার মধ্যে যে উদারতা আছে তা মনুষ্যত্বেরই পরিচয়। কিন্তু ক্ষমার মাত্রা থাকা চাই। অন্যায়কারী যদি ক্ষমা পেয়ে বারবার অন্যায় করতে থাকে তবে সে ক্ষমার যোগ্য নয়। এতে তার অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। এই ধরনের অন্যায়কারীর অন্যায় ক্ষমা করা কোনো মহৎ ব্যক্তির কাজ হতে পারে না; বরং সেও অন্যায়কারীর মতো সমান অপরাধী হবে।

বস্তুত, অন্যায় যে করে সে যেমন সমাজে নিন্দনীয় ও ঘৃণার পাত্র, তেমনি অন্যায়কে যিনি বিনা বাধায়, মৌনতা অবলম্বন করে প্রশ্রয় দেন তাকেও ঘৃণার পাত্র ও নিন্দনীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা উচিত।



## অনুশীলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

- ০১। ভোগে নয়, ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ। [জা.বো.'২৪]
- ০২। সংসার সাগরে দুঃখ তরঙ্গের খেলা,  
আশা তার একমাত্র ভেলা। [রা.বো.'২৪]
- ০৩। প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার তারই। [চ.বো.'২৪]
- ০৪। "তুমি অধম-তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?" [দি.বো.'২৪]
- ০৫। প্রকৃতির ওপর আধিপত্য নয়, চাই প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ। [রা.বো.'২৩; সকল. বো.'১৮]
- ০৬। প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না। [য.বো.'২৩]
- ০৭। গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি। [দি.বো.'২৩]
- ০৮। সাহিত্য জাতির দর্পণস্বরূপ। [রা. বো., য. বো.'২২]
- ০৯। মিথ্যা শুনি নি ভাই  
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই। [ব. বো.'২২]
- ১০। অতৃপ্তিই অসুখের মূল। [দি. বো.'২২]
- ১১। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃকোড়ে। [ম. বো.'২২]
- ১২। জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব। [রা. বো.'১৯]
- ১৩। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে অর্জন করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র। [চ. বো.'১৯]
- ১৪। রাত্রে যদি সূর্য শোকে ঝরে অশ্রুধারা,  
সূর্য নাহি ফেরে, শুধু ব্যর্থ হয় তারা। [কু. বো.'১৯]
- ১৫। পড়িলে বই আলোকিত হই  
না পড়িলে বই অন্ধকারে রই।
- ১৬। দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটোরে রুখি,  
সত্য বলে, 'আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?'
- ১৭। শুন হে মানুষ ভাই  
সবার উপরে মানুষ সত্য  
তাহার উপরে নাই।
- ১৮। যে সহে, সে রহে
- ১৯। কর্তব্যের কাছে ভাই-বন্ধু কেহ নাই।
- ২০। জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।
- ২১। জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো।
- ২২। গ্রন্থগত বিদ্যা আর পর হস্তে ধন  
নহে বিদ্যা নহে ধন, হলে প্রয়োজন।

যদি আমার ও তোমার নিকট ১টি করে আপেল থাকে এবং আমরা যদি একে অপরের সাথে তা বদল করি, তাহলে আমাদের কাছে ১টি করে আপেলই থাকে। কিন্তু যদি এই একই ব্যাপার ২টি আইডিয়ার ক্ষেত্রে ঘটে তবে আমাদের ২ জনের নিকট ২টি করে আইডিয়া থাকবে।

-জর্জ বার্নার্ড শ'



## নির্মিতি

## সংলাপ ও খুদেগল্প লিখন

## সংলাপ

## সংলাপ লেখার কৌশল

- ০১। সংলাপের শুরুতে সৌজন্যমূলক অভিব্যক্তি থাকবে।
- ০২। সংলাপের জন্যে প্রদত্ত বিষয়টি নিয়ে প্রথমে ভালোভাবে ভেবে-চিন্তে মনের মধ্যে বিষয়টিকে গুছিয়ে নিতে হবে। বিষয়ের উপস্থাপনা ও পরিণতির মধ্যে একটি সুসংহত সামঞ্জস্য বিধান অপরিহার্য।
- ০৩। যাদের মধ্যে সংলাপ হবে, সে চরিত্রগুলো নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে বিষয় অনুযায়ী চরিত্র ভেবে নিতে হয়।
- ০৪। সংলাপকারীর পেশা অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করতে হবে। তবে ভাষা হতে হবে স্পষ্ট, সাবলীল, গতিশীল ও যুক্তিপূর্ণ।
- ০৫। সংলাপের সকল চরিত্র সমানভাবে কথা বলবে।
- ০৬। সংলাপের আয়তনের নির্দিষ্ট কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে বক্তব্য বিষয় পূর্ণতা লাভ করলেই সংলাপের সমাপ্তি টানতে হবে।
- ০৭। সংলাপ দীর্ঘ না হওয়াই শ্রেয়। অবশ্যই অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য পরিহার করবে।
- ০৮। সংলাপ কেবল প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে কৌতুক রস কিংবা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ যোগ করা যেতে পারে, যা সংলাপকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলবে।
- ০৯। বক্তার পরে ও সংলাপের আগে কোলন ব্যবহার করতে হবে।
- ১০। শেষে সংলাপকারীরা একে অন্যকে শুভকামনা জানিয়ে সংলাপ শেষ করবে।

## ♦ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

- ০১। “উচ্চশিক্ষা স্তরে ‘বিষয়’ নির্বাচনের গুরুত্ব” প্রসঙ্গে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। [ঢা.বো.’২৪; রা.বো.’২২]
- অপু : হৈমন্তী, তুমি তো দেখছি সারাক্ষণই পড়ছ, এত পড়ে লাভ কী বলতো?
- হৈমন্তী : বলছো কি অপু! সামনে পরীক্ষা; না পড়লে চলবে কীভাবে? আমি তো বলি, তোমার আরও পড়াশোনা করা উচিত।
- অপু : আমি যে তা ভাবি না, তা নয়, তবে কি জানো বিশেষ উৎসাহ পাই না। বাবা মায়ের ইচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। আমার কিন্তু একটুও ইচ্ছে হয় না ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার।
- হৈমন্তী : আসলে কি জানো, আমাদের নিজেদের ইচ্ছেমতো আমরা ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারি না। আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে অভিভাবকদের ইচ্ছেয়। একটু মেধাবী হলে তো কথাই নেই, হয় ডাক্তারি পড়, নয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়। যেন এছাড়া আর কিছু পড়ার নেই, করার নেই। আসলে আমাদের অভিভাবক খোঁজে নিশ্চিত টাকা রোজগারের একটা পেশা।
- অপু : তুমি ঠিক বলেছ হৈমন্তী। সেই সঙ্গে বেশির ভাগ ছেলেমেয়ের জীবনে কি নিদারুণ আশাভঙ্গের ইতিহাস জড়িয়ে থাকে ভেবে দেখেছ?
- হৈমন্তী : উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর কতজন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তির সুযোগ পায় বল তো? ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবার আশা নিয়ে যারা ভর্তির সুযোগ পেল না তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি?
- অপু : লেখাপড়ার সঙ্গে জীবিকার প্রশ্ন চিরকালই জড়িয়ে থাকবে; কিন্তু সেইসঙ্গে কার কোনদিকে প্রবণতা সেটাও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।
- হৈমন্তী : নিশ্চয়। ধর কসাই-এর মতো স্বভাবের একটা লোক ডাক্তার হয়ে গেল; কিংবা একজন কবি হলো ইঞ্জিনিয়ার। আচ্ছা হৈমন্তী, তুমি ভবিষ্যৎ জীবনের কথা কিছু ভেবেছ?
- অপু : এসএসসি পাসের পরেই আমি আমার জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির করেছি। তুমি তো জানো আমার মাধ্যমিকের ফল ভালোই হয়েছে। ইচ্ছে করলে বিজ্ঞান পড়তে পারতাম। কিন্তু আমি মানবিক বিভাগই বেছে নিয়েছি। আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতে আমি একজন ভালো সাংবাদিক হব। সেটা আমার পেশাও হবে; আর হবে আমার সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র।
- অপু : বাড়ি থেকে কোনো বাধা পাওনি?



হুমতী : আমার বাড়ির সবাই আমার ইচ্ছেকে মেনে নিয়েছেন। মা যেহেতু শিক্ষিকা, তার ইচ্ছে ছিল শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেই। মাকে বোঝালাম সাংবাদিকতাও তো কলম-পেশাই। মা সহাস্যে মেনে নিলেন। আচ্ছা অপু, তুমি ভবিষ্যৎ জীবন কেমন করে গড়ে তুলতে চাও?

হুমতী : আমি একজন অর্থনীতিবিদ হতে চাই। সত্যি হৈমন্তী, মাঝে মাঝে মনে হয়, এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে কোনো গোপমাল আছে। নইলে এত দারিদ্র্য, এত অপচয়, এত বৈষম্য কেন? এসব সমস্যার কি কোনো সমাধান নেই? অন্তর থেকে আমি একজন অর্থনীতির ছাত্র হতে চাই।

হুমতী : তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা খুব ভালো অপু। আর একজন ভালো অর্থনীতিবিদ হতে হলে যে বেশি করে পড়াশোনা করা দরকার সেটা নিশ্চয় জানো। নতুন উদ্যমে এবার পড়া শুরু করে দাও।

হুমতী : তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল, হৈমন্তী। আমিও তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

হুমতী : তোমারও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

২। একুশে বইমেলায় অভিজ্ঞতা নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ তৈরি কর।

[জ.বো.'২৩; কু.বো.'১৭]

অথবা, বইমেলা সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যকার সংলাপ উপস্থাপন কর।

হুমতী : কী রে সোহাগ, স্টেশনে কী করছিস?

সোহাগ : ঢাকা থেকে ফিরলাম।

হুমতী : তোর হাতে এটি কীসের প্যাকেট?

সোহাগ : দোস্ত, একুশের বইমেলায় গিয়েছিলাম। বই কিনেছি।

হুমতী : আমাকে একটু বলবি একুশের বইমেলা সম্পর্কে?

সোহাগ : প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছিলেন, তাঁদের সম্মানে এবং বাংলা ভাষার সাহিত্য বিস্তারে এ মেলা আয়োজন করা হয়। চলে পুরো ফেব্রুয়ারি মাস ব্যাপী। ছোটো-বড়ো অনেক প্রকাশনা সংস্থা তাদের প্রকাশিত গ্রন্থ এ মেলায় বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে। প্রত্যেকটি প্রকাশনা সংস্থার একেকটি স্টল থাকে বই প্রদর্শনী ও বিক্রির উদ্দেশ্যে।

হুমতী : শুধুই প্রকাশনা সংস্থার নতুন নতুন বই?

সোহাগ : না, সেই সঙ্গে মেলায় আসেন লেখকেরা। তাঁরা পাঠকের সঙ্গে কথা বলেন, অটোগ্রাফ দেন, ছবি তোলেন।

হুমতী : সত্যি দারুণ তো! দেশের নামকরা সব লেখক আসেন, তাদেরকে সরাসরি দেখা যায়!

সোহাগ : আগে মেলা শুধুই বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে হতো। এখন মেলা আরও বিস্তৃত হয়েছে। বাংলা একাডেমি থেকে শুরু করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত ছেয়ে গেছে। মেলায় শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ আসে। প্রত্যেকেই আগ্রহ ও পছন্দ অনুযায়ী বই কেনেন।

হুমতী : আমাদের শহরে যদি এমন বইমেলা হতো তাহলে খুব মজা হতো, তাই না?

সোহাগ : ঠিকই বলেছিস। মূলত ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে এই বইমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের প্রতিটি শহরে যদি এমন বইমেলা হতো তাহলে এদেশের অনেকেই সন্ধান পেত নানান দুর্লভ বইয়ের।

হুমতী : বন্ধু তোকে অনেক ধন্যবাদ। তোর জন্য আজ আমি বইমেলা সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম।

সোহাগ : বইয়ের প্রতি তোর আগ্রহ দেখে আমারও ভালো লাগল। আচ্ছা এখন চলি। আরেক দিন কথা হবে।

হুমতী : শুভ সন্ধ্যা।

সোহাগ : শুভ সন্ধ্যা।



[ব.বো.'২৩]

০৩। সম্প্রতি পড়া একটি বই সম্পর্কে দুই বন্ধুর কথোপকথন রচনা কর।

লিসা : দীর্ঘ একটা বন্ধ পেলাম। ভাবতেই মনটা ফুরফুরে লাগছে।

লিটন : কিন্তু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানোর তো কোনো সুযোগ নেই। পড়াশোনার যা চাপ ক্লাসের পড়া শেষ করতেই তো আমার হাঁসফাঁস অবস্থা।

লিসা : একনাগাড়ে কোনো কাজ করলে একঘেঁয়ামি তো আসবেই। পাঠ্যবইয়ের পড়া হজম করার জন্য মাঝে মাঝে পাঠ্যবই বহির্ভূত বই ও পড়তে হয়। জানিস তো?

লিটন : কেন, তুই আবার নতুন কোনো বই পড়লি নাকি?

লিসা : হ্যাঁ, অসাধারণ একটি বই পড়েছি। লাল নীল দীপাবলি।

লিটন : হুম, হুমায়ুন আজাদ স্যারের লেখা বই। আমার পড়া হয়নি। অসাধারণ বলছিস কেন?

লিসা : বইটি মূলত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কিন্তু এর লেখনশৈলী এতই সুন্দর যে পড়ার সময় বুঝতেই পারবি না তুই ইতিহাস পড়ছিস। অসাধারণ এর ভাষা। মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে পারে এটা খুব স্বাভাবিক কিন্তু মানুষ তার মাতৃভাষাকে এত গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে! মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যকে ভালোবাসতে পারে প্রিয়জনের মতো তা এ বইটি না পড়লে আমি বুঝতে পারতাম না! আমি মুগ্ধ হয়েছি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি দেখে। অবাক ব্যাপার কি জানিস? তিনি তাঁর ভালোবাসা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। এটা তাঁর বিরাট কৃতিত্ব।

লিটন : আমি তো ইতিহাসকে ভয় পাই। আমার কি ভালো লাগবে?

লিসা : অবশ্যই। বইটির ভাষাই তোকে আকৃষ্ট করবে। তুই স্বেচ্ছায় আগ্রহ নিয়ে বইটি পড়বি বলে আমার বিশ্বাস।

লিটন : তোর বইটা কি আমাকে দিতে পারিস?

লিসা : অবশ্যই।

লিটন : তোকে ধন্যবাদ এমন ভালো একটি বইয়ের খোঁজ দেওয়ার জন্য।

লিসা : তোকেও ধন্যবাদ।

০৪। 'শিশু ও নারীর প্রতি সহিংসতা' বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী/বাবা-মেয়ের সংলাপ রচনা কর।

[কু.বো.'২৩; সকল.বো.'১৮]

মিম : আসসালামু আলাইকুম স্যার।

রাকিব স্যার : ওয়াআলাইকুমুসসালাম, কী ব্যাপার মিম? তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?

মিম : স্যার, সামাজিকভাবে আমরা ক্রমশ হীনম্মন্যতার পরিচয় দিচ্ছি।

রাকিব স্যার : সেটা কী রকম?

মিম : স্যার, টিভিতে, পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই দেখি শিশু এবং নারীরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এটা খুবই দুঃখজনক।

রাকিব স্যার : তা তুমি ঠিকই বলেছ। শিশু ও নারীর প্রতি সহিংসতা বর্তমান সমাজে একটি ভয়ানক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

মিম : স্যার, এসব দেখে আমার প্রচণ্ড ভয় হয়। সব সময় কেমন একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতে হয়।

রাকিব স্যার : সবাই ভয়ে পিছিয়ে গেলে সমাজ পরিবর্তন করবে কে? যারা এসব করছে শতকরা হিসেবে তারা এক ভাগও নয়। অথচ তারাই সমাজকে অস্থির করে তুলছে।

মিম : তাহলে আমরা কী করতে পারি, স্যার?

রাকিব স্যার : এদের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। তুমি সাহস করে সামনে দাঁড়াও। দেখবে তোমার পেছনে হাজারো মিম এসে দাঁড়িয়েছে।

মিম : স্যার, ইদানীং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা আগের তুলনায় অনেকগুণ বেড়ে গেছে। এর কারণ কী?

রাকিব স্যার : একশ্রেণির হীন প্রকৃতির মানুষের লোভ ও হিংস্রতার কারণেই সমাজে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বিস্তার লাভ করেছে। একশ্রেণির মানুষ নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্বলদের ওপর সহিংসতা চালাচ্ছে।

মিম : তাদের এরকম বেপরোয়া হয়ে ওঠার কারণ কী স্যার? আগে তো এমন ছিল না।

রাকিব স্যার : এমন হওয়ার কারণ মানুষের নৈতিক অবক্ষয়। প্রকৃত শিক্ষার অভাব। এছাড়াও লিঙ্গবৈষম্য, দরিদ্রতা আইনের দুর্বল প্রয়োগ এসব কারণে ও সমাজে এসকল সমস্যা বিস্তার লাভ করেছে।



এ থেকে উত্তরণের উপায় কী স্যার?

প্রথমত, আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আমার মনে হয় কী স্যার, অপরাধীকে যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যায়, তাহলে এ অপরাধ অনেক কমে আসবে।

তোমার ধারণা একদম ঠিক। সেই সঙ্গে সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। সাধারণ মানুষকে শিশু ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

আমি আপনার কথা শুনে অনুপ্রাণিত হলাম স্যার। আচ্ছা, আমাদের কলেজে কি এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কোনো কর্মশালা আয়োজন করা যায়?

অবশ্যই। কলেজে আমরা এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা আয়োজন করতে পারি। এছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্কের আয়োজন করা যেতে পারে।

অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার।

তোমার আগ্রহ দেখে আমারও ভালো লাগছে। তোমাদের মত তরুণদের উদ্যোগেই আমরা সমাজ থেকে এই কালিমা দূর করতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস।

করোনা ভাইরাসের বিস্তাররোধে সতর্কতা বিষয়ে দুই শিক্ষার্থীর সংলাপ রচনা কর।

[ঢা. বো. '২২]

বন্ধু, বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা তো দিন দিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এর শেষ কোথায় কে জানে!

ঠিক বলেছিস লতিফ। প্রতিদিনই লাখ লাখ নতুন সংক্রমণের খবর পাচ্ছি। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর খবর আসছে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে। এ দিকে আমরাও গৃহবন্দি জীবন কাটাচ্ছি। আর ভালো লাগছে না। সাথে নিজে আক্রান্ত হবার ভয় তো রয়েছেই।

তা ঠিক, কিন্তু ঘাবড়ে গেলে তো চলবেনা বন্ধু। আমাদের সচেতন থাকতে হবে যাতে এ ভাইরাস আমাদের আক্রমণ করতে না পারে। যতদিন না এর কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হচ্ছে। আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

সে তো ঠিক আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মতো তো প্রতিনিয়ত মাস্ক পড়ছি, হ্যান্ড-কাশির সময় সাবধান থাকছি, সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছি, কাপড়-চোপড় সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করছি। কিন্তু শুধু শুধু ঘরে আর কতদিন বসে থাকা যায়। শেলফের সব বই শেষ, নেটফ্লিক্সের সব সিরিজ দেখা শেষ। আর তো কিছু করার খুঁজে পাচ্ছি না।

এখন তো আর দেশে লকডাউন চলছে না। তুই চাইলেই বাইরে যেতে পারিস। শুধু লোকসমাগম এড়িয়ে চলবি আর বাড়ি ফেরার পর জামা-কাপড় ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিবি।

হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু বাইরে গেলেও কেমন জানি ভালো লাগেনা। সবার মুখে কেমন এক বিষাদের ছায়া। নানা দুর্বিপাকে জনজীবন বিপর্যস্ত। সাথে আছে স্বাস্থ্যখাতে সমন্বয়হীনতা আর দুর্নীতি।

হ্যাঁ, কিন্তু কি আর করবি। কিছু স্বার্থপর মানুষের কারণে সাধারণ মানুষকে এই ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। তবে তাকে আমি দু'টো সুখবর দিতে পারি।

কী খবর, শুনি?

বিজ্ঞানীরা করোনার টিকা আবিষ্কারের অনেক কাছাকাছি। আশা করা যাচ্ছে আর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। এদিকে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপের কারণে করোনা খাতে দুর্নীতিও অনেকটাই নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

তাহলে তো খুবই ভালো। তা কবে নাগাদ আমরা টিকা পেতে পারি?

তা এখনই সঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে টিকা দেশে আসলে আমাদের অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে। এটা নিয়ে অনেকের মাঝেই ভীতি কাজ করে। তাদেরকেও এ টিকা নিতে উৎসাহিত করতে হবে। সরকার ইতোমধ্যেই সবার কাছে টিকা পৌঁছে দেয়ার জন্য নানা পরিকল্পনা নেয়া শুরু করেছে।

তাহলে তো খুবই ভালো। টিকা নিলে আমাকে আর মাস্ক পড়ে চলাফেরা করতে হবে না।

তোমার এই ধারণাটা ঠিক না। স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রে কখনোই অবহেলা করা যাবে না। খামখেয়ালি ভাবে চলা যাবে না।

এতে নিজের সাথে সাথে আশেপাশের মানুষকেও বিপদে ফেলা হবে।



- সাথী : তার মানে করোনা চলে গেলেও আমাকে দিনে অগণিত বার হাত ধুতে হবে? মাস্ক পড়ে ঘুরতে হবে? বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে পারব না?
- লতিফ : অনেকটাই তাই, আবার তাই না। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার যে অভ্যাস আমাদের করোনার সময় গড়ে উঠেছে, তা করোনার পরেও বজায় রাখা আসলে আমাদের নিজেদের জন্যই ভালো। তবে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়ার ক্ষেত্রে একটু সচেতন থাকলেই হবে। বিশেষ করে তাদের সামনে হাঁচি-কাশি দেবার সময় সাবধান থাকতে হবে।
- সাথী : ঠিক আছে, আমি তাহলে এই সময়টা ইন্টারনেটে সিরিজ দেখে নষ্ট না করে একটু পড়াশুনা করার চেষ্টা করি। টিকা আসলেই তো স্কুল কলেজ খুলে দেবে, পরীক্ষাও দিতে হবে।
- লতিফ : হ্যাঁ। সাথে সবাইকে সবসময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উৎসাহিত করবি। আর টিকা আসলে অবশ্যই নিজেও টিকা নিবি, আঙ্কেল-আন্টিকেও নিতে বলবি।
- সাথী : অবশ্যই। তোর সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো। ভালো থাকিস বন্ধু।
- লতিফ : তুইও ভালো থাকিস। মনে রাখিস, “স্বাস্থ্যবিধিই জীবন সুরক্ষার চাবিকাঠি।”

০৬। “নিরাপদ সড়ক চাই” বিষয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর।

[জি. বো. '১৯]

অথবা, মনে কর, তুমি অমিত, তোমার বন্ধু নির্ঝর। “নিরাপদ সড়ক চাই” বিষয়ে দুজনের মধ্যে একটি সংলাপ রচনা কর।

অথবা, “সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ে সচেতনতা” এই শিরোনামে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

[সি. বো. '১৯]

- অমিত : কেমন আছ, নির্ঝর?
- নির্ঝর : ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?
- অমিত : ভালো আছি। তবে মনটা খুব খারাপ।
- নির্ঝর : কেন কী হয়েছে?
- অমিত : চোখের সামনে ছোট্ট একটি ছেলেকে গাড়ি চাপা পড়তে দেখলাম। ছেলেটি শুধু একটিবার মা বলে ডাকতে পেরেছিল।
- নির্ঝর : দুর্ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে?
- অমিত : ফার্মগেটে।
- নির্ঝর : ব্যস্ত রাস্তা, তারপরও এমন বেপরোয়া গাড়ি চালানো!
- অমিত : বলতে পার, কবে আমাদের দেশে এরকম বেপরোয়া গাড়ি চালানো বন্ধ হবে? \*
- নির্ঝর : যতদিন চালকরা শিক্ষিত না হবে, প্রশিক্ষিত না হবে, লাইসেন্সবিহীন চালকরা যতদিন রাস্তায় গাড়ি চালাবে, ততদিন এই বেপরোয়া গাড়ি চালানো বন্ধ হবে না।
- অমিত : আরও একটি সমস্যা আছে, সেটা হলো চালকদের মাদকাসক্তি।
- নির্ঝর : ঠিক বলেছ। এ কারণে অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটছে।
- অমিত : সরকার দুর্ঘটনা রোধের জন্য কী করতে পারে?
- নির্ঝর : অপ্রশস্ত রাস্তা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। সরকারকে অবশ্যই রাস্তাঘাটগুলো প্রশস্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিআরটিএ-এর কাজে স্বচ্ছতা, গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনতে হবে।
- অমিত : বিআরটিএ-এর গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বলতে তুমি কী বোঝাচ্ছ?
- নির্ঝর : গাড়ি ও চালককে সঠিকভাবে লাইসেন্স দিতে হবে এবং গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেটও সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে।
- অমিত : আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা কী হবে?
- নির্ঝর : ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ফিটনেসবিহীন, লাইসেন্সবিহীন গাড়ি যাতে রাস্তায় চলতে না পারে, সে ব্যাপারে কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
- অমিত : একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না। তাই আমাদের সমাজের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।
- নির্ঝর : পত্র-পত্রিকা এবং গণমাধ্যমগুলোর দৃঢ় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।
- অমিত : আমিও তাই মনে করি, তোমাকে ধন্যবাদ।
- নির্ঝর : তোমাকেও ধন্যবাদ।



- ২৬। বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
- ২৭। শিক্ষাসফর প্রসঙ্গে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর।
- ২৮। অসচ্ছলতা নয়, আত্মসম্মানের প্রশ্নে একটি নির্দিষ্ট বয়সের পরে অভিভাবকের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নেওয়া উচিত কি অনুচিত। এই বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যকার সংলাপ তৈরি কর।
- ২৯। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
- ৩০। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
- ৩১। পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
- ৩২। মোবাইল ফোনের অপব্যবহার একজন শিক্ষার্থীর জন্য কতখানি ক্ষতিকর সে সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে সংলাপ রচনা কর।
- ৩৩। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
- ৩৪। স্বাধীনতা দিবস পালন করা নিয়ে শিক্ষক ও কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে একটি সংলাপ তৈরি কর।
- ৩৫। দেশের উন্নয়নে আয়কর প্রদানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

### খুদেগল্প

#### খুদেগল্প লেখার কৌশল

- ০১। গল্প লেখার আগেই যে-বিষয়ে গল্প রচিত হবে সে-বিষয়ের ঘটনাটি স্মৃতিতে নিয়ে মোটামুটি একটি গল্পের রূপরেখা ঐকে নিতে হবে।
- ০২। গল্পের কাহিনি বা ঘটনাটিকে পূর্বাপর সাজিয়ে নিয়ে লেখা শুরু করতে হবে। কথার সে-জালে গল্পের চরিত্রগুলো যেমন সজীব হয়ে উঠবে পাঠকও তেমনি কথার মায়াজালে আটকে গিয়ে গল্পের রসান্বাদনে মগ্ন থাকবে।
- ০৩। গল্পের কাহিনি বা চরিত্র অনুযায়ী গল্পের নামকরণ বা শিরোনাম দিতে হবে।
- ০৪। যদি কোনো গল্পের শিরোনামে গল্পের সংকেত দেওয়া থাকে তবে সে অনুযায়ী অর্থাৎ গল্পের শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে গল্পটি লিখতে হবে।
- ০৫। গল্পের শুরুতে বিস্তৃত ভূমিকা না রেখে সরাসরি ঘটনা শুরু করতে হবে। গল্পের শুরু থেকে পাঠকের মনে এমনভাবে কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে হয়, যাতে গল্পের শেষ পর্যন্ত পাঠক সমান কৌতূহল নিয়ে গল্পটি পড়ে।
- ০৬। চরিত্রের ভাষা যেন গল্প রচয়িতার ভাষা না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শুদ্ধ ভাষা ও শুদ্ধ বানানের দিকে সজাগ ও সযত্ন দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

#### ◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

- ০১। অসময়ের বন্ধু প্রকৃত বন্ধু।/ বিপদে বন্ধুর পরিচয় শিরোনামে একটি খুদেগল্প রচনা কর।

[ব.বো.'২৪, ১৯; চ. বো.'১৯]

#### বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু

সুমন এবং রুবেল দুই বন্ধু। তারা একসাথে স্কুলে পড়েছে, একসাথে খেলাধুলা করেছে, একসাথে বড় হয়েছে। তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক এতটাই গভীর ছিল যে, গ্রামের মধ্যে সবাই তাদেরকে মানিকজোড় বলে ডাকত। কিন্তু স্কুলের পড়া শেষ হওয়ার পর তারা আলাদা আলাদা কলেজে ভর্তি হলো এবং ব্যস্ততার কারণে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ কমে গেল। কয়েক বছর পর, একদিন হঠাৎ রুবেলের কাছে সুমনের ফোন এলো। রুবেল ফোন ধরতেই সুমনের কণ্ঠস্বর থেকে উদ্বেগের আভাস পাওয়া গেল। “রুবেল, তোর সাহায্য দরকার,” সুমন বলল। “কী হয়েছে?” রুবেল জিজ্ঞাসা করল, “তুই এত চিন্তিত কেন?” সুমন একটু চুপ করে থাকল, তারপর বলল, “আমি একটা ভয়ানক পরিস্থিতিতে পড়ে গেছি। তুই জানিস, আমি প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করছি। কিছুদিন আগে আমাদের কলেজ থেকে একটি পুরনো স্থাপত্যের খনন কাজে আমাকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু খননের সময় আমি এবং আমার দলের সদস্যরা কিছু প্রাচীন নিদর্শন খুঁজে পাই, যা খুবই মূল্যবান। কিন্তু আমরা সেই নিদর্শনগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারিনি, সেগুলোর কিছু জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমার উপর দায়িত্ব পড়েছে এই বিষয়টি সমাধান করার। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে এটা করব।” রুবেল সুমনের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল এবং বুঝতে পারল, সুমন সত্যিই বড় সমস্যায় পড়েছে। সে কিছুক্ষণ চিন্তা করল এবং বলল, “সুমন, তুই চিন্তা করিস না। আমি তোদের খননস্থল দেখতে আসছি। তুই কোথায় আছিস, আমাকে বল।” সুমন



তাকে ঠিকানা দিল। কিছু খোঁজ-খবর করে রুবেলও পরদিনই সেখানে যাওয়ার জন্য রওনা দিয়ে দিল। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের উপর রুবেলেরও ব্যাপক আগ্রহ ছিল এবং এসব বিষয়ে সে নিজেও কিছুটা পড়াশোনা করেছিল। রুবেল স্থানে পৌঁছে নিদর্শনগুলোর অবস্থা দেখে বলল, “এগুলো সংরক্ষণ করতে গেলে আমাদের কিছু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। তবে, আগে আমরা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলো পুনর্গঠন করতে পারি, তা দেখতে হবে।” রুবেল এবং সুমন একসাথে স্থানীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কিছু বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করল এবং তাদের পরামর্শ নিল। তারা একটি পরিকল্পনা তৈরি করল এবং নিদর্শনগুলোর পুনর্গঠন কাজ শুরু করল। বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে তারা সেগুলোর অবস্থা কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে পারল। রুবেল সারাক্ষণ সুমনের পাশে থেকে তাকে মানসিকভাবে সমর্থন করছিল, যাতে সুমন ভেঙে না পড়ে। কয়েকদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর, তারা সফলভাবে নিদর্শনগুলো পুনরুদ্ধার করতে পারল এবং সেগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করল। সুমন অবশেষে হাফ ছেড়ে বাঁচল, যেন তার বুকের উপর থেকে বিশাল একটি পাথর সরে গেল। সে রুবেলকে জড়িয়ে ধরে বলল, “তুই যদি না আসতিস, আমি একা এই কাজটা কখনোই করতে পারতাম না। তুই সত্যিই আমার জীবনের প্রকৃত বন্ধু।” রুবেল হাসি দিয়ে বলল, “বন্ধু, বিপদের সময় পাশে না থাকলে সে বন্ধুত্ব কোনো কাজের নয়। তুই আমার জন্যও ঠিক এভাবেই পাশে থাকতিস, তাই না?” সুমন হেসে মাথা নাড়ল, “অবশ্যই। তুই আমার সত্যিকারের বন্ধু। তোর বিপদে পাশে দাঁড়াব না, তা কি হয় নাকি?” এই অভিজ্ঞতা সুমনকে শিখিয়েছিল যে, বিপদের সময়েই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়। সুমন আর রুবেল আবার সেই পুরোনো দিনের মতো কাছাকাছি এসে গেল, তাদের বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়ে উঠল। এবং তারা প্রতিজ্ঞা করল, ভবিষ্যতে যেকোনো বিপদে তারা একে অপরের পাশে থাকবে, যে কোনো পরিস্থিতিতেই হোক।

০২। ‘রক্তদানের পুণ্য’ শীর্ষক একটি খুদেগল্প রচনা কর।

[টা.বো.’২৩; রা.বো.’১৭]

#### রক্তদানের পুণ্য

রাজীব ছোট্ট একটি গ্রামে বাস করত। পড়াশোনা, খেলাধুলা, এবং বন্ধুবান্ধবদের সাথে সময় কাটানোই ছিল তার প্রতিদিনের রুটিন। কিন্তু এসব ছাড়াও রাজীবের মধ্যে একটি আলাদা গুণ ছিল, সে ছিল অত্যন্ত দয়ালু। সে সবসময় চেষ্টা করত যে কোনো উপায়ে মানুষের উপকার করতে। মানুষের প্রতি তার এই ভালোবাসা এবং সহানুভূতি তাকে গ্রামের মানুষের কাছেও প্রিয় করে তুলেছিল। একদিন সকালে রাজীব কলেজে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময় তার মোবাইলে একটি কল এলো। ফোনের ওপারে ছিল তার বন্ধু রফিক। সে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জানাল যে, তার খালাতো ভাই রাহুল, পাশের গ্রামেই যার বাড়ি, সে মারাত্মক অসুস্থ। রাহুলের বয়স ছিল মাত্র সাত বছর আর অনেক আগে থেকেই তার রক্তাল্পতার অসুখ ছিল এবং নিয়মিতই রক্ত লাগত। এখন অবস্থা খুবই খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং দ্রুত রক্ত না পেলে তাকে নাকি বাঁচানো যাবে না।

রফিকের কথা শুনে রাজীবের মনটা কেঁপে উঠল। সে মুহূর্তের মধ্যে সব পরিকল্পনা বাদ দিয়ে হাসপাতালে ছুটে গেল। সেখানে গিয়ে সে দেখল, রাহুলের বাবা-মা বারান্দায় বসে আছেন। তাঁদের ভীষণ চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। তাদের চোখে-মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট। রাহুলের কী অবস্থা জানতে চাইলে তাঁরা বললেন যে, চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দ্রুত রক্তের ব্যবস্থা করতে না পারলে রাহুলকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। রাজীব জানতে চাইল যে, রাহুলের রক্তের গ্রুপ কী ছিল। রাহুলের বাবা জানালেন, ওর রক্তের গ্রুপ O-নেগেটিভ। অনেক জায়গায় খোঁজ করেও এই গ্রুপের রক্ত মেলানো যাচ্ছে না। রাজীব কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল। সে জানত, তার নিজের রক্তের গ্রুপও O-নেগেটিভ। সে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিল, রাহুলকে বাঁচানোর জন্য সে তার রক্ত দেবে। রাজীব হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করল এবং রক্ত পরীক্ষার জন্য এগিয়ে গেল। তার রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে নেওয়ার পর ডাক্তাররা দ্রুত রক্তদানের প্রক্রিয়া শুরু করলেন। রাজীব অনুভব করল, তার এই ছোট্ট কাজটি রাহুলের জীবনের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। রক্ত দেওয়ার পর রাজীব কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। তখনই হাসপাতালের একজন নার্স এসে তাকে জানাল, রাহুলের শারীরিক অবস্থা দ্রুত স্থিতিশীল হচ্ছে। এ কথা শুনে রাজীবের মন আনন্দে ভরে উঠল। সে অনুভব করল, তার রক্তদানের কারণে একটি ছোট্ট শিশুর জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। কিছুক্ষণ পর, রাহুলের মা-বাবা রাজীবের কাছে এসে তাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। রাজীব অনুভব করল যে, এরকম আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ কাজটাও কীভাবে অনেক অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে! সে ভাবল, “এর চেয়ে বড় পুণ্য আর কী হতে পারে?” জীবনে এই ছোট্ট কাজটি তার কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। রক্তদানের এই অভিজ্ঞতা তাকে নতুনভাবে জীবনকে দেখতে শিখিয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে, জীবনের অর্থ শুধু নিজের জন্য বাঁচা নয়, অন্যদের জন্যও কিছু করা। সেদিন হাসপাতালে রক্তদানের সময় রাজীব খেয়াল করেছিল যে, হাসপাতালে এরকম আরও অনেক রোগী আছে যাদের রক্তের প্রয়োজন। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে সেই রক্ত জোগাড় করার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় রোগীদেরকে মারাত্মক কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। রাজীব তাই ভাবল, এদের সবার জন্য তাকে কিছু করতে হবে। সেদিনের পর থেকে রাজীব তাই নিয়মিত রক্তদান করতে শুরু করল। সে তার বন্ধুবান্ধব এবং গ্রামের মানুষদেরও রক্তদানে উৎসাহিত করল। রাজীব জানতো, তার এই উদ্যোগ গ্রামের মানুষের মধ্যে



সচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং এভাবে তারা আরও অনেক জীবন বাঁচাতে সহায়তা করতে পারবে। গ্রামের মানুষ রাজীবের এই উদ্যোগকে সমর্থন করল। ধীরে ধীরে তার উদ্যোগে পুরো গ্রামেই রক্তদানের প্রচলন শুরু হলো। সবাই বুঝতে পারল, রক্তদান শুধু একটি মানুষের জন্যই নয়, বরং এটি মানবতার প্রতি এক বিশাল অবদান। রাজীবের এই কাজ তাকে গ্রামের মানুষের কাছে আরও প্রিয় করে তুলল, এবং তার প্রতি সবার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তারা সবাই মিলে এলাকায় একটি ব্লাড-ব্যাংক স্থাপন করল যাতে করে মুমূর্ষু মানুষের জন্য সহজেই রক্তের ব্যবস্থা করা যায়। রাজীবের এই প্রচেষ্টা শুধু গ্রামের মানুষ নয়, আশেপাশের গ্রামের মানুষের মাঝেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। রক্তদানের এই মহৎ কাজে রাজীব সমাজে এক নতুন পরিবর্তনের সূচনা করল। এভাবেই রাজীবের রক্তদানের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই মহৎ উদ্যোগটি একসময় একটি বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো, এবং সেই আন্দোলন সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। রাজীবের এই অবদান প্রমাণ করল, একজন মানুষের ছোট্ট কাজও সমাজে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

০৩। ‘মানুষ মানুষের জন্য’ শিরোনামে একটি খুদেগল্প লেখ।

[রা.বো.’২৩; সি.বো., দি.বো.’২২; ঢা.বো.’১৭]

#### মানুষ মানুষের জন্য

রাজধানী শহর থেকে দূরে, যমুনা নদীর তীর ঘেঁষে অবস্থিত একটি ছোট গ্রাম, নাম শান্তিপুর। গ্রামটি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং শান্ত পরিবেশের জন্য পরিচিত ছিল। গ্রামের মানুষগুলোও ছিল সহজ-সরল, পরিশ্রমী, এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। এ গ্রামেই বাস করত মালেক নামে এক সহজ-সরল কৃষক। স্ত্রী শেফালী এবং দুই সন্তান, রুবেল এবং মিনাকে নিয়ে ছিল তার ছোট্ট এক সংসার। তাদের জীবন ছিল খুবই সাধারণ, কিন্তু এই সাধারণ জীবনযাপনেই তারা ছিল সুখী। এই নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের মাঝেই একদিন হঠাৎ করে তাঁদের জীবনে নেমে এল এক মহা দুর্ঘটনা। একদিন হঠাৎ করে মালেকের স্ত্রী শেফালী অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রথমে তেমন গুরুত্ব না দিলেও দিনদিন শেফালীর অবস্থা খারাপ হতে থাকল। তা দেখে মালেক চিন্তিত হয়ে উঠল এবং তাকে জেলা সদর হাসপাতালের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানালেন, শেফালীর অবস্থা গুরুতর এবং তার একটি বড় অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। আর অপারেশন এই হাসপাতালে করা সম্ভব নয়, এর জন্য তাকে শহরের বড়ো হাসপাতালে যেতে হবে। ডাক্তারের কথা শুনে মালেকের মনটা ভারী হয়ে গেল। সে কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। তাকে চিন্তিত দেখে গ্রামের মসজিদের ইমাম, রফিক সাহেব, এগিয়ে এলেন। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, প্রয়োজনে গ্রামের সবাই মিলে তাঁকে এই দুর্ঘটনার দিনে সাহায্য করবেন। শুক্রবারে নামাজের পর রফিক সাহেব মসজিদে ঘোষণা দিয়ে গ্রামের মানুষদের কাছে মালেককে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানালেন। গ্রামের মানুষজন মালেকের দুর্দশার কথা শুনে একত্রিত হতে লাগল। তারা যে যেটুকু পারল, সেটুকুই সাহায্য করতে শুরু করল। কেউ কিছু টাকা দিল, কেউ বা চাল-ডাল নিয়ে এল, কেউ শহরের ভালো ডাক্তারের খোঁজ নিয়ে দিল, অনেকে তাদের আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিল যাতে শহরে গিয়ে তাদের থাকার কোনো কষ্ট না হয়, আর কেউ কেউ বলল, শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখানোর সময় মালেকের সাথে যাবে। মালেক এত সাহায্য পেয়ে অভিভূত হয়ে গেল। তার চোখে পানি এসে গেল, কিন্তু সে জানত যে তাকে শক্ত থাকতে হবে। গ্রামবাসীর সাহস আর উৎসাহ নিয়ে মালেক তার স্ত্রীকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে গেল। অস্ত্রোপচারের দিন উপস্থিত হলো। মালেক হাসপাতালের বারান্দায় বসে প্রার্থনা করছিল। সে জানত, পুরো গ্রাম তার জন্য প্রার্থনা করছে। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এসে জানালেন, অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। কিন্তু তাকে কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে, তারপর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে। মালেক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সে গ্রামের মানুষদের ফোন করে সব জানাল। তারা সবাই খুশি হলো এবং মালেককে সাহস দিতে লাগল। শেফালী কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এল। পুরো গ্রাম তাকে দেখতে এল, এবং সবাইকে দেখে শেফালী কেঁদে ফেলল। সে জানতো, তাদের সাহায্য ছাড়া সে বাঁচতে পারত না। শেফালী সুস্থ হওয়ার পর, মালেক গ্রামের মানুষদের সাথে মসজিদে গিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। রফিক সাহেব সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “এই ঘটনা আমাদের শেখায়, মানুষ মানুষের জন্যই। আমরা যদি একে অপরের পাশে দাঁড়াই, তবে কোন বিপদই আমাদের ছুঁতে পারবে না।” গ্রামের মানুষ এই কথা মনে রাখল। মালেক এবং শেফালীর ঘটনাটি তাদের জীবনে একটি উদাহরণ হয়ে রইল। তারা আরও বেশি একত্রিত হলো, এবং প্রতিজ্ঞা করল যে তারা সবসময় একে অপরের পাশে থাকবে। এদিকে শেফালীও গ্রামবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কিছু করার কথা ভাবছিলো। অবশেষে একদিন সে সিদ্ধান্ত নিল যে, সে গ্রামের বয়স্ক মানুষ যাদের অক্ষরজ্ঞান নেই, তাদেরকে সে বিনামূল্যে লেখাপড়া শেখাবে। সে তার বাড়ির উঠানে একটি পাঠশালা খুলল। গ্রামের বয়স্ক মানুষরা আস্তে আস্তে সেখানে আসতে শুরু করল এবং বছর ঘুরতেই দেখা গেল যে, গ্রামে আর একটি মানুষও নেই যে পড়তে বা লিখতে পারে না। শান্তিপুর গ্রামটি এভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার অনন্য একটি উদাহরণ হয়ে উঠল, যেখানে মানুষ মানুষের জন্যই বেঁচে থাকে। এই ঘটনা থেকে গ্রামের নতুন প্রজন্মও শিখল, সহানুভূতি এবং সহযোগিতা মানুষকে আরও শক্তিশালী করে। গ্রামের সবাই বুঝতে পারল, একে অপরের পাশে দাঁড়ানোই মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব এবং এটাই তাদের গ্রামকে সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী করে তুলবে।



### মোবাইল ফোনে বন্ধুত্ব

তানিম, ঢাকার এক ব্যস্ত শহরতলিতে বেড়ে ওঠা কিশোর, যার জীবন ছিল নিত্যকৃত্য মোড়ানো। ছোটবেলা থেকেই সে ছিল অন্যদের তুলনায় কিছুটা আলাদা। যেখানে তার সহপাঠীরা মাঠে খেলতে বা আড্ডা দিতে ভালোবাসতো, সেখানে তানিম একা সময় কাটাতে পছন্দ করত। অবসর সময়ে সে বইয়ের পাতায় ডুবে যেত, ভিডিও গেমসে নিজেকে হারিয়ে ফেলত, বা মুভি দেখে দিন কাটাত। সহপাঠীদের সাথেও তার তেমন বন্ধুত্ব গড়ে উঠেনি। ক্লাসের ছেলেরা তাকে একটু অদ্ভুত বলে মনে করত, যার কারণে তানিমের একাকিত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে, তানিমের হাতে অনেকটা অবসর সময় চলে আসে। এই সময়টাতে সে তার মোবাইল ফোনেই বেশি সময় কাটাতে শুরু করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তার জন্য ছিল এক ধরনের আশ্রয়স্থল, যেখানে সে নিজের মতো করে বিচরণ করতে পারত। যদিও সে নিজেকে বাস্তব জীবনে অনেকটা গুটিয়ে রাখত, ভার্যুয়াল জগতে সে ছিল একজন প্রাণবন্ত, মজাদার মানুষ। একদিন তানিম একটি নতুন ফেসবুক গ্রুপে যোগ দেয়, যেখানে তার মতোই আরও নানা মানুষজন একত্রিত হয়েছিল। গ্রুপটির উদ্দেশ্য ছিলো মূলত আড্ডা দেয়া। এই গ্রুপে একদিন তানিমের সাথে রাশেদ নামের এক ছেলের পরিচয় হয়। রাশেদ ছিল কথাবার্তায় পটু, সবসময় হাসি-ঠাট্টায় মেতে থাকত, এবং তানিমের মতোই বিভিন্ন বই, সিনেমা আর গেমিংয়ের প্রতি আগ্রহী ছিল। রাশেদের সাথে দ্রুতই তানিমের দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারা নিয়মিত কথা বলতে শুরু করে, নানা বিষয়ে আলোচনা করে। রাশেদের সাথে তার এমনই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে যে সে বিশ্বাস করতে শুরু করে, জীবনের সবচেয়ে ভালো বন্ধুকে সে খুঁজে পেয়েছে। তারা একসাথে বিভিন্ন পরিকল্পনা করত — কখনও শহরের বিখ্যাত সব রেস্টুরেন্টে খাওয়ার পরিকল্পনা, কখনও বা একসাথে কোনো বইমেলায় যাওয়ার ভাবনা, কখনও বা সমুদ্র ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা। কিছুদিন পর, হঠাৎ করেই রাশেদ একদিন তানিমকে ফোন করে জানায়, সে একটি বিশাল সমস্যায় পড়েছে। রাশেদের মা গুরুতর অসুস্থ, এবং তাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। কিন্তু রাশেদের কাছে পর্যাপ্ত টাকা নেই। রাশেদ তানিমের কাছে অসহায়ভাবে সাহায্য চায়। সে বলে, “ভাই, আমি কখনও কারও কাছে সাহায্য চাইনি। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। দয়া করে, আমাকে সাহায্য করো। আমার মা বাঁচবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমি চাই না অর্থের অভাবে তার চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যাক।” তানিম রাশেদের কথা শুনে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। বন্ধুত্বের খাতিরে সে এক মুহূর্তও দেরি না করে তার জমানো টাকা রাশেদের দেওয়া মোবাইল ব্যাংকিং নম্বরে পাঠিয়ে দেয়। রাশেদ তাকে কৃতজ্ঞতা জানায় এবং বলে, “আমি তোমার এই উপকার কখনও ভুলব না, ভাই। তোমার এই ঋণ আমি শোধ করব, যেভাবেই হোক।” কিন্তু এরপর ধীরে ধীরে রাশেদ তানিমের সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দেয়। প্রথমে সে ভেবেছিল, হয়তো রাশেদের মা'র অবস্থা ভালো নয়, তাই রাশেদ ব্যস্ত। কিন্তু যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যায় এবং রাশেদ তার মেসেজের কোনো জবাব দেয় না, তখন তানিমের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। রাশেদের দেয়া ফোন নাম্বারে কল করে সেটিকেও বন্ধ পায় সে। তখন তানিম তার আরেক বন্ধুর সাথে কথা বলে, যে একই গ্রুপের সদস্য ছিল। সে বন্ধুটি জানায়, রাশেদ শুধু তানিমের সাথেই নয়, আরও কয়েকজনের সাথেও একইভাবে সাহায্য চেয়ে টাকা নিয়েছে এবং এরপর হাওয়া হয়ে গেছে। রাশেদের আসল পরিচয় সম্পর্কে কেউই কিছু জানে না। গ্রুপের অন্যান্য সদস্যও রাশেদের ব্যাপারে কোনো তথ্য দিতে পারেনি। তানিমের মন ভেঙে যায়। সে বুঝতে পারে, রাশেদ তার সরলতাকে কাজে লাগিয়ে তার সাথে প্রতারণা করেছে। যে বন্ধুত্বকে সে এতটা গুরুত্ব দিয়েছিল, তা ছিল কেবল এক ধরনের ছলনা। তার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তৈরি করা এই বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত তাকে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছে। তানিম এ ঘটনার পর থেকে অনেক বেশি সাবধান হয়ে যায়। সে উপলব্ধি করে, মোবাইল ফোনে হওয়া সম্পর্কগুলো কখনোই বাস্তব জীবনের সম্পর্কের মতো হতে পারে না, এখানে প্রতারণার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তানিম সিদ্ধান্ত নেয়, ভবিষ্যতে কারও সাথে বন্ধুত্ব করার আগে সে খুব ভালোভাবে চিন্তা করবে এবং কখনও অন্ধভাবে কারও ওপর বিশ্বাস করবে না। বিশেষ করে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তৈরি হওয়া সম্পর্কগুলোতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তানিমের জীবনে এই অভিজ্ঞতা ছিল একটি কঠিন শিক্ষা, যা তাকে জীবনে আরও শক্ত হতে শিখিয়েছে।



০৫। ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় কথাটি কতটুকু বাস্তব তার প্রমাণ আমাদের গাঁয়ের মেয়ে সুমনা.....

[ডা. বো.'২২]

“স্বনির্ভরতার জন্য চাই ইচ্ছাশক্তি” শিরোনামে একটি খুদেগল্প রচনা কর।

[ক. বো.'২২]

স্বনির্ভরতার জন্য চাই ইচ্ছাশক্তি/ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

রুমান ছিল শহরের এক সাধারণ যুবক। তার পরিবারে মা-বাবা, ছোট ভাই-বোন মিলিয়ে মোট ৭ জন সদস্য ছিল। তার বাবা ছিলেন একজন সাধারণ কারখানা শ্রমিক। তাঁর সামান্য আয়েই তাদের পরিবার চলত। কলেজের পড়াশোনা শেষ করার পর সে হন্যে হয়ে একটি চাকরি খুঁজছিল যাতে সে তার পরিবারে কিছুটা সচ্ছলতা নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু চাকরি যেন তার জন্য এক সোনার হরিণ। প্রতিদিন সে চাকরির বিজ্ঞাপন খুঁজত, ইন্টারভিউ দিত, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না।

এভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। রুমান হতাশ হয়ে পড়ছিল, যেন তার জীবনে আর কোনো আশা নেই। তাকে এভাবে হতাশ হয়ে পড়তে দেখে একদিন, তার মা তাকে কাছে ডাকলেন। তাকে বোঝালেন যে, চাকরিই মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। তিনি তাকে বোঝালে যে, তার ভেতর অনেক সম্ভাবনা আছে। তাই তাকে হতাশ হয়ে পড়লে চলবে না। বরং তাকে ইচ্ছাশক্তির জোরে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। রুমান মায়ের কথায় একটু ভেবে বলল, “কিন্তু মা, আমি কি করতে পারি? কোনো অভিজ্ঞতা নেই, টাকা নেই। এমনকি ব্যাবসার জন্যও তো বড় পুঁজির দরকার।”

মা মৃদু হেসে বললেন, “সফল হওয়ার জন্য বড় পুঁজি নয়, দরকার আত্মবিশ্বাস আর ইচ্ছাশক্তি। তুমি ছোট করে শুরু করো, দেখবে আল্লাহ রাস্তা খুলে দেবেন।”

মায়ের এই কথাগুলো রুমানের হৃদয়ে গভীরভাবে নাড়া দিল। সে ভাবতে লাগল, কীভাবে ছোট করে কিছু শুরু করা যায়। তার মাথায় একটি ভাবনা এল – তার মা দারুণ রান্না করতে পারেন, বিশেষ করে পিঠা-পুলি এবং মিষ্টান্ন। রুমান সিদ্ধান্ত নিল, সে মায়ের এই প্রতিভা কাজে লাগিয়ে অনলাইনে পিঠা বিক্রি শুরু করবে।

রুমান তার সামান্য সঞ্চয় দিয়ে প্রথমে কিছু কাঁচামাল কিনল এবং মা-ছেলে মিলে কিছু পিঠা তৈরি করল। তারপর সে একটি ছোট প্যাকেজ বানিয়ে তার পরিচিতদের কাছে বিক্রি করার চেষ্টা করল। ফেসবুকেও একটি পেজ খুলে অনলাইনে অর্ডার নিতে শুরু করল। প্রথম দিকে তেমন একটা সাড়া না পেলেও ধীরে ধীরে তার পিঠার স্বাদ এবং মানের কথা ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

কিছুদিনের মধ্যে রুমানের পিঠার চাহিদা বাড়তে লাগল। প্রতিদিন শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অর্ডার আসতে শুরু করল। সে স্থানীয় কিছু দোকানেও পিঠা সরবরাহ শুরু করল। তার ব্যাবসা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। রুমান তার মাকে আরও সাহায্য করার জন্য দুজন কর্মচারী নিয়োগ দিল। এর মধ্যে সে নিজের তৈরি একটি ডেলিভারি ব্যবস্থা চালু করল যাতে ক্রেতাদের বাড়ি গিয়ে পিঠা পৌঁছে দেওয়া যায়।

এক বছর পর, রুমানের ব্যাবসা এতটাই বড় হলো যে সে শহরের এক কোণায় একটি পিঠার দোকান খুলে ফেলল। দোকানটি খুব দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠল, এবং ক্রেতারা সেখানে ভিড় করতে শুরু করল। রুমানের মা-ছেলের এই ছোট্ট উদ্যোগ ধীরে ধীরে একটি বড় ব্যবসায় পরিণত হলো।

রুমান বুঝতে পারল যে, মা ঠিকই বলেছিলেন—ইচ্ছাশক্তি থাকলে এবং ধৈর্য ধরে কাজ করলে সাফল্য আসবেই। সে তার ব্যাবসার লাভের টাকা দিয়ে একটি ছোট্ট ফ্যাক্টরি স্থাপন করল, সেখানে সে গ্রামের মহিলাদের কাজের সুযোগ করে দিল। এই মহিলারা বাড়িতে বসে পিঠা তৈরি করত, আর রুমান তাদের তৈরি পিঠা শহরে নিয়ে এসে বিক্রি করত। এর ফলে রুমানের ব্যাবসা আরও প্রসারিত হলো এবং গ্রামের মহিলাদেরও একটি আয়ের পথ খুলে গেল। তার বাবা কারখানার কাজে ইস্তফা দিয়ে তার সাথে ব্যাবসা দেখা-শোনার কাজে লাগল। তার ছোটো ভাই-বোনদেরকেও সে ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিল। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে তারাও ভাইকে সাহায্য করত। এভাবে রুমানের একটি ছোট্ট উদ্যোগ ক্রমে এক বিশাল মহিরুহে পরিণত হল যার ছায়াতলে সকলেই এক নিরাপদ আশ্রয়ের নিশ্চয়তা পেল। এরপর একদিন রুমানের মা তাকে আবার কাছে ডাকলেন। তিনি বললেন, “দেখেছো রুমান, ইচ্ছাশক্তি আর পরিশ্রমের জোরেই তুমি আজ এতো বড় সফল হয়েছো। তুমি শুধু নিজের নয়, আরও অনেকের জীবনের পরিবর্তন এনেছো।” রুমান মায়ের কথা শুনে আবেগাপ্ত হয়ে বলল, “মা, তুমি না থাকলে আমি কখনোই এই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারতাম না। তোমার অনুপ্রেরণা আমাকে স্বনির্ভর হতে শিখিয়েছে। এখন আমি বুঝি, স্বনির্ভরতার জন্য বড় কিছু নয়, বরং ইচ্ছাশক্তিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।”



মালিকা

সত্যবা প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

এদত উদ্দীপক অনুসরণে 'আমার শৈশব স্মৃতি' বিষয়ে একটি খুদেগল্প রচনা কর:  
হারানো সেই দিনের কথা বলব কী হয়.....

হারানো সেই দিনের কথা: আমার শৈশব স্মৃতি

শৈশবের দিনগুলো যেন ছিল এক স্বপ্নের মতো। আজকের ব্যস্ত জীবনের চাপে যখন হাঁপিয়ে উঠি, তখন শৈশবের সেই সোনালি দিনের স্মৃতিগুলো আমার মনে একটুকরো প্রশান্তি এনে দেয়। সেই দিনগুলোর সরলতা, নিভীকতা, আর আনন্দময় মুহূর্তগুলো আজকের দিনেও আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে আছে। ছোটবেলায় গ্রামে কাটানো সেই দিনগুলো মনে হলে আজও আমার হৃদয়ে এক অমলিন হাসি ফুটে ওঠে।

আমার শৈশব কেটেছে এক গ্রামীণ পরিবেশে, যেখানে প্রকৃতি আর মানুষের মাঝে এক গভীর বন্ধন ছিল। আমাদের বাড়ি ছিল গ্রামের এক পাশে, নদীর পাড় ঘেঁষে। বাড়ির চারপাশে ছিল সবুজের সমারোহ, ধানখেতের সুবাস, আর গাছগাছালির ছায়া। গ্রামের মানুষজন ছিল অত্যন্ত সরল, পরস্পরের সাথে ভালোবাসা আর সহযোগিতার মাধ্যমেই তারা তাদের জীবন কাটাত। সেই পরিবেশে বেড়ে ওঠার ফলে আমি পেয়েছিলাম প্রকৃতির সাথে গভীর সংযোগ স্থাপনের এক অনন্য সুযোগ।

বাড়ির পাশের নদীটি ছিল আমার শৈশবের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। আমরা সেখানে প্রায়ই মাছ ধরতে যেতাম। কখনও বড়শি দিয়ে, কখনও জাল দিয়ে, আবার কখনও বা কেবল গামছা দিয়ে পানি টেনে টেনে আমরা মাছ ধরতাম। কখনো কখনো আমরা সারাদিন ধরে নদীর ধারে বসে থাকতাম, মাছ ধরার অপেক্ষায়। ছোট বড়শিতে মাছ ধরা পড়লে আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না। কিন্তু এমনও দিন গেছে, যখন একটিও মাছ ধরতে পারিনি। তবুও নদীর ধারে বসে থাকা, পানির স্রোত দেখা, আর আশেপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করাই ছিল আমাদের প্রধান কাজ।

প্রতিদিন দুপুরে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে নদীতে সাঁতার কাটতে যেতাম। সাঁতারের পাশাপাশি আমরা নদীর পাড়ে ফুটবল খেলতাম, খেলার মাঝে মাঝে বল নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিতাম। কখনোবা শুধু পানিতে ভেসে থাকতাম।

ছোটবেলায় যে কত উদ্ভট খেলায় আমার মাথায় খেলা করত তা ভাবলে এখনও আমি অবাক হই। আমার একদিন ইচ্ছা হলো, জাল যখন ছুঁড়ে মারা হয়, তখন ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে জালের নিচে যেয়ে আবার বেরিয়ে আসা সম্ভব কি-না। যেই ভাবা সেই কাজ। আমার এক চাচা তখন নদীর ধারে মাছ ধরছিলেন। তিনি যেইমাত্র জাল ছুঁড়লেন, আমি ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে চলে গেলাম জালের নিচে। কিন্তু আমার ধারণা ছিলনা যে, জালের চারপাশে যে পাথরগুলো বাঁধা থাকে, তা পানিতে এভাবে ভারী হয়ে উঠতে পারে, ফলে জালের নিচে থেকে আমি আর বের হতে পারছিলাম না। কোনোরকমে একবার মাত্র একটা হাত পানির ওপরে উঠাতে পেরেছিলাম, যা দেখে চাচা বুঝতে পেরেছিলেন যে জালের নিচে কোনো মানুষ থাকতে পারে এবং তিনি দ্রুত জাল টেনে পাড়ে তোলেন। ফলে সে যাত্রায় আমি বেঁচে যাই। এখনও সেই ঘটনার কথা মনে পড়লে নিজের সাহসিকতার কথা ভেবে আমি অবাক হই।

আমার শৈশবের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হলো আমাদের গ্রামের বার্ষিক মেলা। পহেলা বৈশাখ এলেই আমাদের গ্রামে বসতো বিশাল মেলা। সেই মেলার জন্য আমরা সারা বছর অপেক্ষা করতাম। মেলার দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমরা তৈরি হয়ে নিতাম। মেলায় গেলে প্রথমেই আমাদের পছন্দের খেলনা, মিষ্টি আর বেলুন কিনতাম। বিশেষ করে নাগরদোলায় চড়া ছিল আমাদের সবার প্রিয়। বন্ধুরা সবাই মিলে দলবেঁধে আমরা নাগরদোলায় উঠতাম, আর যখন উপরের দিকে উঠতাম, তখন মনে হতো যেন আকাশে উড়ে যাচ্ছি। সেই মেলার আনন্দ আজও আমার মনে জ্বলজ্বল করে।

বাবা দিনের বেশিরভাগ সময়ই নানা কাজে বাড়ির বাইরে থাকতেন। তাই মায়ের সাথেই আমার সময় কাটত বেশি। মা'র সাথে কাটানো এই সময়গুলো আমার শৈশবের অন্যতম মূল্যবান স্মৃতি। তখনকার দিনে আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না। প্রতি সন্ধ্যা গ্রামের সব বাড়িতে কেরোসিনের বাতির আলো জ্বলত। সেই আলোতে বসে আমরা পড়াশোনা করতাম। মা আমাদের পড়া ধরতে আর আমরা উৎসাহ নিয়ে পড়াশোনা করতাম। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কখনো কখনো মা আমাদের নিয়ে আশেপাশের বাড়িতে যেতে সেখানে গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের সাথে মা গল্প করতেন, আর আমরা ছোটরা এক হয়ে খেলাধুলা করতাম। প্রতিদিন র খাওয়ার পর মা আমাদের তিন ভাই-বোনকে নিয়ে বসে গল্প শোনাতেন। মা'র মুখে শোনা সেই গল্পগুলো ছিল আমার শৈশব অন্যতম আকর্ষণ। মা'র গল্পে ছিল রাজা-রানির কাহিনি, দানবদের যুদ্ধ, আর হীরার খনির সন্ধান। মা'র কণ্ঠের মাধুর্য আর গা মুগ্ধতা আমাদের স্বপ্নময় এক জগতে নিয়ে যেত।

মা শুধু আমাদের গল্প শোনাতেন না, বরং জীবনের মূল্যবোধও শেখাতেন। মা'র কাছ থেকেই শিখেছিলাম সততা, ন্যায়পরায়ণতা আর ভালোবাসার মর্ম। মা ছিলেন আমাদের সবার আশ্রয়স্থল। যখনই কোনো সমস্যায় পড়তাম, তখনই মা'র কাছে ছুটে গে আর মা'র স্নেহময় পরশে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।



আমার শৈশবের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি হলো স্কুলের দিনগুলো। আমাদের গ্রামের স্কুলটি ছিল খুবই সাধারণ, কিন্তু সেই স্কুলের দিনগুলো ছিল অসাধারণ। স্কুলে যাওয়ার সময় সকালে মা আমাকে টিফিন বানিয়ে দিতেন। আমার অন্য বন্ধুরাও টিফিন নিয়ে আসত। টিফিনের সময় সেই খাবার আমরা সব বন্ধুরা মিলে ভাগাভাগি করে খেতাম। স্কুলের বন্ধুদের সাথে প্রতিদিনের সেই পড়াশোনা, খেলাধুলা, আর মজার মজার ঘটনা আজও আমার মনে জ্বলজ্বল করে। বিশেষ করে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিনগুলো আমাদের স্কুলের সব ছাত্রদের কাছে ছিল পরম আরাধ্য। ভালো ছাত্র হওয়ার সুবাদে স্কুল থেকে নানা প্রতিযোগিতাতেও আমি ও আমার বন্ধুদের ডাক পড়ত। স্কুলের হয়ে কত যে পুরস্কার জিতেছি! সেসব ভাবলে আজও আনন্দে মনটা ভরে যায়।

আজকের এই যান্ত্রিক জীবনযুদ্ধে, শৈশবের সেই হারানো দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আমার মনটা এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করে। সেই দিনগুলোর সরলতা, নিভীকতা, আর পারস্পরিক ভালোবাসা আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে, জীবনের প্রকৃত সুখ কোনো জটিলতার মধ্যে নয়, বরং সেই ছোট ছোট আনন্দময় মুহূর্তগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

শৈশবের সেই দিনগুলো যেন ছিল এক নিভীক আনন্দের সময়, যেখানে প্রতিদিন ছিল একটি নতুন অ্যাডভেঞ্চার। এখনকার এই যান্ত্রিক জীবনে, যখন চিন্তা আর দুশ্চিন্তা আমাকে ঘিরে ধরে, তখন শৈশবের সেই হারানো দিনগুলোর কথা মনে পড়লে মনটা যেন একটু শান্তি পায়। শৈশব স্মৃতির পাতায় গাঁথামালার সুঘ্রাণ আজীবন মানুষকে মোহিত করে রাখে। অবসরে, কষ্ট পেলে, কঠিন দুঃসময়ে কিংবা কোনও এক সুসময়ে – সর্বদাই শৈশবের স্মৃতি মানুষকে সুখের সন্ধান দেয়, তাকে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়।

০২। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে ‘আমার ছোট বোন’ বিষয়ে একটি খুদেগল্প রচনা কর:

ফোনটা বাজছে। বাড়ি থেকে ফোন। আমি নিশ্চিত ফোনটা আমার ছোট বোনই করেছে....।

আমার ছোটো বোন

ফোনটা বাজছে। বাড়ি থেকে ফোন। আমি নিশ্চিত, ফোনটা আমার ছোটো বোনই করেছে। অনি সবসময়ই ছোটো ছোটো ব্যাপারে আমাকে ফোন করে। আমি কলেজে থাকি, কিংবা কাজে ব্যস্ত থাকি, যখনই ওর সাথে নতুন কিছু ঘটবে, তখনই সাথে সাথে ওর ফোন করে আমাকে জানানো চাই। আমাদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান থাকলেও, আমাদের সম্পর্কটা খুবই গভীর। ছোটোবেলা থেকেই সে আমার সাথে ছায়ার মতো লেগে থাকে। আমাকে ছাড়া সে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না। আজও তার ফোন আসায় আমি খুব স্বাভাবিকভাবেই ধরলাম, হয়তো আবারও সে কোনো ছোটোখাটো সমস্যার সমাধান চাইবে। কিন্তু ফোন ধরতেই অনির কণ্ঠ শুনে আমার মনে একটা অস্বস্তি হলো। সে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে, কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, “ভাইয়া, আমি খুব বিপদে পড়ে গেছি। তুমি তাড়াতাড়ি আসো!” আমি বুঝতে পারলাম, ভয়ানক কিছু একটা হয়েছে। আমার বুকেটা কেঁপে উঠল। অনি সাধারণত এমন ভয় পায় না, ওর গলায় এমন আতঙ্ক আমি আগে কখনও শুনিনি। “কী হয়েছে, অনি? তুই ঠিক আছিস তো?” আমি যতটা সম্ভব শান্ত গলায় জানতে চাইলাম। “ভাইয়া, আমি ঠিক জানি না। কিন্তু মনে হচ্ছে কেউ আমার পেছনে লেগেছে। যখন স্কুল থেকে ফিরছিলাম, তখন এক অচেনা লোক আমার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল। আমি ভয় পেয়ে বাসায় ফিরে এসেছি, কিন্তু মা-বাবা এখনও ফেরেনি। এখনো আমার ভয় কাটছে না।” ওর কথা শুনে আমি আর এক মুহূর্তও দেরি না করে বাসার দিকে রওনা দিলাম। অনি আমাকে যেসব কথা বলল, তাতে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। আমাদের পাড়াটা মোটামুটি নিরাপদ হলেও, ইদানীং কিছু অপরিচিত মানুষের আনাগোনা বেড়ে গেছে। আমি জানতাম, আমার ছোটো বোনের জন্য আমাকে এখনই কিছু করতে হবে। আমি তাড়াতাড়ি বাসায় পৌঁছলাম। দরজা খোলার সাথে সাথে অনি আমার দিকে ছুটে এলো। তার মুখে ভয় আর আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। আমি ওকে শান্ত হয়ে বসতে বললাম। এরপর পুরো বিষয়টা জানার চেষ্টা করলাম। অনি জানাল, সে স্কুল থেকে ফেরার পথে একটি লোক তাকে অনুসরণ করতে শুরু করে। প্রথমে সে বিষয়টা গুরুত্ব দেয়নি, ভেবেছিল হয়তো কাকতালীয়। কিন্তু যখন সে তার পথ পরিবর্তন করেও লোকটিকে পেছনে দেখতে পেল, তখন তার ভয় বেড়ে যায়। লোকটি কোনো কথা বলেনি, তবে তার চোখে কিছু একটা ছিল যা অনিকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। সে দ্রুত বাসায় ফিরে আসে, কিন্তু এরপর থেকেই তার মনে হচ্ছিল, সে এখনও বিপদে আছে। আমি বিষয়টা বুঝতে পেরে দ্রুত লোকাল থানায় যোগাযোগ করলাম। থানার পুলিশদের বিষয়টি জানালাম এবং আমাদের পাড়ার আশপাশে নজরদারি বাড়ানোর অনুরোধ করলাম। এরপর অনির স্কুলেও কথা বললাম। আমি আমাদের বাড়ির নিরাপত্তা বাড়ানোরও পরিকল্পনা করলাম। দরজার লকগুলো চেক করলাম, বাড়ির আশপাশে যদি কেউ সন্দেহজনকভাবে ঘুরে বেড়ায়, সেটা দেখার জন্য বাসার গেটের বাইরে একটা ছোটো ক্যামেরা বসানোর কথাও ভাবলাম। এরপর কয়েকদিন আমি অনিকে স্কুল থেকে নিজেই নিয়ে আসা শুরু করলাম। ধীরে ধীরে খেয়াল করলাম, এলাকায় অপরিচিত লোকদের আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেছে। পুলিশের নজরদারির ফলে হয়তো সেই লোক গুলো পাড়া ছেড়ে চলে গেছে। অনি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে লাগল। তার ভয় কাটতে শুরু করল এবং আগের মতোই হাসিখুশি হয়ে উঠল। আমি জানতাম, আমি আমার বোনকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারব। আমার ছোটো বোন শুধু আমার দায়িত্ব নয়, সে আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ। তাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য, আর আমি জানি, যত বড় বিপদই আসুক, আমি সবসময় তার পাশে থাকব।



প্রদত্ত উদ্দীপক

এখানে একটি খুদেগল্প রচনা কর।

কোন এক গ্রামে একজন বৃদ্ধ কৃষক ছিলেন। তাঁর চার ছেলে। কিন্তু তাঁর ছেলেদের মধ্যে কোন সু-সম্পর্ক ছিল না। এই নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি তার.....।

### একতাই বল

কোনো এক গ্রামে এক বৃদ্ধ কৃষক বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল রহিম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং সৎ মানুষ। জীবনের প্রতিটি দিনই তিনি কঠোর পরিশ্রম করে সংসার চালাতেন। তাঁর স্ত্রী অনেক বছর আগেই মারা গেছেন, তাই চার ছেলেকে নিয়েই ছিল তাঁর সব আশা-ভরসা। তিনি সবসময় চেয়েছিলেন, তাঁর ছেলেরা একসাথে মিলে মিশে থাকুক, সুখী এবং সুশৃঙ্খল জীবন গড়ে তুলুক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর ছেলেদের মধ্যে কোনোদিনই সুসম্পর্ক গড়ে উঠল না। রহিমের চার ছেলে যথেষ্ট শক্তিশালী এবং কর্মঠ ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে এক ধরনের অহংকার ছিল যা তাদের সম্পর্ককে নষ্ট করছিল। বড়ো ছেলে রায়হান ছিল সাহসী, কিন্তু সে নিজের সিদ্ধান্তকেই সবসময় সঠিক বলে মনে করত। মেজ ছেলে মাধব ছিল খুবই চতুর, কিন্তু অন্যের মতামতকে সে কখনোই গুরুত্ব দিত না। তৃতীয় ছেলে অপু ছিল খুবই জেদি, সবকিছু নিজের মতো করে চলতে চাইত। আর ছোট ছেলে তুষার ছিল অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ, সবকিছুতে প্রথম হতে চাইত। এদের মধ্যে কোনো সহযোগিতার ভাব ছিল না; বরং তারা প্রায়ই একে অপরের সাথে ঝগড়া করত, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তর্কে লিপ্ত হত। এই পরিস্থিতি দেখে রহিম খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি জানতেন, যদি তাঁর ছেলেরা এভাবে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে চলে, তাহলে একদিন তাদের সংসার ভেঙে পড়বে। কিন্তু কীভাবে তাদের মধ্যে একতার গুরুত্ব বোঝাবেন, সেটা তিনি ভাবতে থাকলেন। একদিন তিনি তাঁর ছেলেদের একত্রিত করলেন। তারা সকলে বাড়ির উঠানে এসে বসল। রহিম তাদের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখে ছিল দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগের ছাপ, কিন্তু তাঁর মনে ছিল এক গভীর শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা। তিনি একটি মোটা লাঠি এবং চারটি শুকনো ডাল নিয়ে আসলেন। তিনি প্রথমে চারটি ডাল একত্রিত করে লাঠির সাথে শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। এরপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমরা একে একে এই লাঠি ভাঙার চেষ্টা করো।” ছেলেরা একে একে লাঠিটি ভাঙার চেষ্টা করল। বড় ছেলে রায়হান প্রথমে এগিয়ে এল। সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই লাঠিটি ভাঙতে পারল না। তারপর মেজ ছেলে মাধব চেষ্টা করল, কিন্তু সেও ব্যর্থ হলো। তৃতীয় ছেলে অপুও তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করল, কিন্তু কোনোভাবেই লাঠিটি ভাঙতে পারল না। শেষ পর্যন্ত ছোট ছেলে তুষারও চেষ্টা করল, কিন্তু লাঠিটি তার হাতেও অটল থাকল। রহিম তখন তাদের হাসিমুখে দেখলেন এবং বললেন, “এবার আমি এই লাঠির বাঁধন খুলে দিচ্ছি। তোমরা এবার একেকটি ডাল ভাঙো।” বাঁধন খুলতেই চারটি ডাল আলাদা হয়ে গেল। ছেলেরা একে একে সেই ডালগুলো ভাঙার চেষ্টা করল, এবং খুব সহজেই সেগুলো ভেঙে ফেলল। বৃদ্ধ কৃষক তখন ধীরে ধীরে বললেন, “তোমরা দেখলে, যখন ডালগুলো একসাথে বাঁধা ছিল, তখন সেগুলো ভাঙা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যখন তারা একা হয়ে গেল, তখন খুব সহজেই ভেঙে গেল। তোমাদের অবস্থাও ঠিক একইরকম। যদি তোমরা একসাথে থাকো, একে অপরের পাশে দাঁড়াও, তাহলে কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু যদি আলাদা আলাদা হয়ে যাও, তাহলে তোমাদের সহজেই ভেঙে ফেলা যাবে।” রহিমের কথা শুনে ছেলেদের মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। তারা বুঝতে পারল, তাদের পারস্পরিক বিবাদ তাদের দুর্বল করে তুলছে। তারা বাবার কথা থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেল—‘একতাই বল’, একসাথে থাকলেই কেবল তারা সব বাধা অতিক্রম করতে পারবে। ছেলেরা বাবার কাছ থেকে পাওয়া এই শিক্ষাটি গভীরভাবে হৃদয়ে ধারণ করল এবং প্রতিজ্ঞা করল যে, ভবিষ্যতে তারা আর কখনো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে এবং একসাথে মিলেমিশে থাকবে। এরপর থেকে সেই পরিবারের মধ্যে আর কখনো বিবাদ হয়নি। চার ভাই একসাথে মিলে জমি কাজ করত, সংসারের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিত। তাদের মধ্যে যে আগে দস্ত ছিল, তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। তারা এ অপরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে শুরু করল, এবং যে কোনো সমস্যায় একসাথে মিলে সমাধান করার চেষ্টা করত। এইভাবে তা সংসারটি সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল। গ্রামের অন্যান্য লোকজনও তাদের এই পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হল এবং রহিমকে শ্রদ্ধা দেখতে শুরু করল। তারা বুঝতে পারল যে, সত্যিকারের শক্তি একতাকেই নিহিত। বৃদ্ধ কৃষক রহিম তার সন্তানদের এব দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি জানতেন, তাঁর সন্তানদের মধ্যে যে শিক্ষা তিনি প্রোথিত করেছেন, তা তাদের জীবনকে পথে পরিচালিত করবে। তিনি সন্তুষ্ট মনে তাঁর বাকি জীবন কাটালেন, আর তাঁর চার ছেলে মিলেমিশে, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী যাপন করল। এভাবেই রহিমের পরিবারে ‘একতাই বল’ কথাটি সত্যি হয়ে উঠল।



০৪। “অল্পতেই তৃষ্টি” শিরোনামে একটি খুদেগল্প লেখ:

### অল্পতেই তৃষ্টি

এক গ্রামে এক কৃষক বাস করত। তার নাম ছিল আহাদ। সে ছিল এক সহজ-সরল মানুষ, যার জীবনের বড় সম্পদ ছিল তার কঠোর পরিশ্রম আর উদার মন। প্রতিদিন ভোরবেলা, সূর্য উঠার আগেই, সে তার খেতের দিকে রওনা দিত। সারা দিন তিনি মাঠে কাজ করত, জমিতে ফসল ফলাত, গাছের যত্ন নিত, আর মাঝে মাঝে গাছের ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম নিত। তার জীবনে কোনো বড় চাওয়া-পাওয়া ছিল না, আর সেই নির্ভেজাল জীবনেই তিনি ছিলেন পরম সুখী। আহাদের বাড়ি ছিল একেবারে গ্রামের শেষপ্রান্তে, যেখানে সবুজ ধানখেত আর গাছপালার মধ্যে দিয়ে বাতাস সবসময় বয়ে যেত। সেই বাড়ির পাশেই এক ধনী ব্যবসায়ী বাস করতেন, যার নাম ছিল রমেশ। রমেশ ছিলেন গ্রামের সবচেয়ে ধনী মানুষ। তার বিশাল অট্টালিকা, বাড়ির চারপাশে বিলাসবহুল বাগান, এবং প্রচুর জমি ছিল। রমেশের ধন-সম্পদের কোনো অভাব ছিল না, কিন্তু তার জীবনে কোনো শান্তি ছিল না। প্রতিদিন রাতে, রমেশ যখন কাজ শেষে বাড়ি ফিরতেন, তখন আহাদের বাড়ি থেকে ভেসে আসা গানের সুর শুনতে পেতেন। আহাদ খালি গলায় আনন্দে গান গাইত, যেন তার জীবনে কোনো দুঃখই নেই। রমেশ অবাক হয়ে ভাবতেন, “কীভাবে এই গরিব কৃষক এত সুখী হতে পারে? তার তো আমার মতো ধন-সম্পত্তি নেই। তবুও সে কেন এত আনন্দিত?” রমেশ প্রতিদিন সেই সুর শুনে মুগ্ধ হতেন, কিন্তু তার মনের অস্থিরতা কাটত না। তিনি সারাক্ষণই ভাবতেন, “আমার এত কিছু আছে, তবুও আমি কেন এত অশান্তিতে থাকি? আমার জীবনে সুখ নেই কেন?” একদিন রমেশ আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি আহাদের কাছে যাবেন এবং তার সুখের রহস্য জানবেন। পরের দিন সকালে, রমেশ আহাদের বাড়িতে গেলেন। তখন সে উঠানে বসে একটি পাকা পেঁপে কাটছিল। রমেশকে দেখে সে মিষ্টি হেসে বলল, “আরে রমেশ বাবু! আপনি এখানে? আসুন, বসুন। পেঁপে খাই।” রমেশ হেসে বসলেন, কিন্তু তার মন ছিল গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। তিনি বললেন, “আহাদ, আমি প্রতিদিন রাতে তোমার গান শুনি। তোমার গান শুনে মনে হয়, তুমি খুব সুখী মানুষ। কিন্তু আমার বুঝতে কষ্ট হয় – তোমার তো কিছু নেই, তবুও তুমি এত সুখী কীভাবে?” আহাদ হাসতে হাসতে বলল, “বাবু, সুখ কি শুধু ধন-সম্পদের উপর নির্ভর করে? আমার কাছে আছে যা, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। প্রতিদিন ভোরে উঠে মাঠে কাজ করতে যাই, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকি, যা পাই তা খেয়ে খুশি থাকি। দিনের শেষে যখন বাড়ি ফিরি, তখন মনে হয়, আজকের দিনটি সফলভাবে শেষ হয়েছে। আর সেই তৃষ্টিতেই আমি গান গেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।” রমেশ অবাক হয়ে শুনলেন। তিনি আরও জানতে চাইলেন, “তুমি কি কখনো আরও বেশি কিছু পাওয়ার ইচ্ছে কর না? ধন-সম্পদ, বিলাসিতা – এগুলো না থাকলে কি জীবন অসম্পূর্ণ লাগে না?” আহাদ মাথা নাড়িয়ে বলল, “না, বাবু। আমার জীবনের আসল সম্পদ হলো শান্তি, আর প্রকৃতির সান্নিধ্য। আমি যা পাই তাতেই খুশি। আমি জানি, ধন-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃত সুখ আসে মন থেকে, আর সেটাই আমি খুঁজে পেয়েছি আমার জীবনে।” রমেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আহাদের কথাগুলো তাকে গভীরভাবে নাড়া দিল। তিনি এতদিন শুধু ধন-সম্পদ অর্জনের পিছনেই ছুটছিলেন, কিন্তু কখনো নিজের মনকে প্রশ্ন করেননি, “আমি কি সত্যিই সুখী?” রমেশ বুঝতে পারলেন, সত্যিকারের সুখ খুঁজে পেতে হলে শুধু ধন-সম্পদ নয়, প্রয়োজন মনের প্রশান্তি আর কৃতজ্ঞতা। এরপর রমেশ ধীরে ধীরে তার জীবনধারা পরিবর্তন করতে শুরু করলেন। তিনি আর শুধু ধন-সম্পত্তির পিছনে দৌড়ালেন না। তিনি আহাদের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে মনের মধ্যে ধারণ করলেন। নিজের প্রতিদিনের জীবনে ছোট ছোট জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিতে শুরু করলেন। তিনি নিজে সকালে উঠে প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় কাটাতে লাগলেন। দিনশেষে তিনি নিজের কাজের তৃষ্টি নিয়ে বাড়ি ফিরতেন, আর আহাদের সাথে বসে গান গাইতেন। গ্রামের লোকেরা দেখল, রমেশের জীবন বদলে যাচ্ছে। তিনি আর আগের মতো আত্মকেন্দ্রিক ধনী ব্যক্তি নেই; বরং তিনি এখন একজন শান্ত, স্নেহময় মানুষ হয়ে উঠেছেন। তিনি আহাদের মতোই খুশি এবং তৃষ্টির সাথে জীবন কাটাতে শিখেছেন। রমেশ আর আহাদ এখন ভালো বন্ধু। তাদের মধ্যে ধনী-গরিবের কোনো পার্থক্য রইল না। তারা প্রায়ই সন্ধ্যায় একসাথে বসে আড্ডা দিতেন, গান গাইতেন, আর গল্প করতেন। তাদের গানের সুরে মিশে যেত প্রকৃত সুখের আসল মর্ম, আর সেই সুরে রাতের আকাশ ভরে উঠত।



অনুশীলনের জন্য ত্রিশটি প্রশ্নাবলি

- ০১। নিচের সংকেত অনুসরণে 'লক্ষ্য যেথা স্থির' শিরোনামে একটি গল্প তৈরি কর:  
পড়ালেখায় ভালো হলেও নবম শ্রেণি পাসের পর বিয়ে হয় মিনুর। কিন্তু রিক্সাচালক বাবা পাত্রপক্ষের দাবি মেটাতে না পারায় .....  
[চ.বো.'২৪]
- ০২। 'মাদকাসক্তির কুফল' বিষয়ে একটি খুদেগল্প রচনা কর।  
[রা.বো.'২৪]
- ০৩। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদেগল্প লেখ:  
মঞ্চের দিকে পুরস্কার নিতে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল সোহেলী। চারদিকে তুমুল করতালি। কিন্তু তার চোখে অশ্রু। সে.....  
[চ.বো.'২৪]
- ০৪। 'বিপদে বন্ধুর পরিচয়' শিরোনামে একটি খুদেগল্প লেখ।  
[ব.বো.'২৪]
- ০৫। প্রদত্ত সংকেত অনুসরণে 'আজ সফলতার সিঁড়িতে' শিরোনামে খুদেগল্প রচনা কর:  
জীবন বড়ই বিচিত্র। লিমার এমন একদিন ছিল, যখন প্রতিবেলা খাবার খাওয়ার মতো অর্থ তার ঘরে ছিল না। জীবনে কঠোর পরিশ্রম করে আজ একটা ভালো চাকরি করে সে। বাবা-মা বড় দুঃখে মানুষ করেছে....  
[য.বো.'২৪; সি.বো.'১৯]
- ০৬। নিচের শিরোনাম অনুসারে একটি খুদেগল্প লেখো:  
'নানা রঙের দিনগুলি'  
[ক.বো.'২৪]
- ০৭। নিচের অনুচ্ছেদটি অবলম্বনে একটি খুদেগল্প লেখ:  
সবুজ শ্যামল বাংলা মায়ের সোনালি ফসলের মাঠ আজ কংক্রিটের চাপায় পিষ্ট.....  
[দি.বো.'২৪]
- ০৮। উপযুক্ত শিরোনামসহ নিচের সংকেত অনুসরণে একটি খুদেগল্প লেখ।  
জকি অনেক জমির মালিক। জীবনের নেশা যেন তার শুধু জমি কেনা। তার স্ত্রী তাকে জমি কেনা থেকে বারণ করতে পারছে না। তাদের একমাত্র মেয়ে জুহির পড়াশুনার দিকেও সে নজর দিতে পারছে না। জমি বিক্রির খবর পেলেই সে বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করতে.....  
[ম.বো.'২৪]
- ০৯। খুদেগল্প রচনা কর: 'সত্যবাদিতার পুরস্কার'  
[মাদ্রাসা বো.'২৪]
- ১০। গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়ানো বিষয়ে একটি খুদেগল্প রচনা কর।  
[চ.বো.'২৩]
- ১১। বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ করে আরজিনা বেগম। আরজিনার দুই ছেলে মোতালেব আর আলোপ। বিভিন্ন এনজিও থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে বড় ছেলে মোতালেবকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার আশা বুকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে। কিন্তু মাদকাসক্তির কারণে মোতালেব .....  
[সি.বো.'২৩]
- ১২। নিচের উদ্দীপকটি অনুসরণে একটি খুদেগল্প লেখ:  
সবুজ শ্যামল এই প্রকৃতিকে উজাড় হতে দেখে বেদনায় তৃণার মনটা কেঁদে ওঠে.....  
[য.বো.'২৩]
- ১৩। প্রদত্ত সংকেত অবলম্বনে 'লোভের পরিণাম' শীর্ষক একটি খুদেগল্প রচনা কর।  
গল্প সংকেত: স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি ফলের বাগান করে রমিজ।.....  
[দি.বো.'২৩]
- ১৪। বাস থেকে নামতেই বিরাট শহরের বৈচিত্র্য দেখে অনেকটাই ভয় পেয়ে গেল শামীম। এখানেই তাকে থাকতে হবে। আনমনে ভাবছিলো সে। হঠাৎ একটা রিকশা এসে থামলো তার পাশে। সে অবাক হয়ে দেখলো একজন ভদ্রলোক তার দিকেই তাকিয়ে আছে.....  
[ম.বো.'২৩]
- ১৫। চার ভাই-বোনের মধ্যে রাজু সবার বড়। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিলো। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। একদিকে নিজের উচ্চ শিক্ষা, অন্যদিকে .....  
[রা. বো.'২২]
- ১৬। এইখানে আসলে থমকে যায় নাদিমের মনটা। দশ বছর আগে ঠিক এখানেই বাবার সাথে তার শেষ দেখা হয়েছিল।...  
[চ. বো.'২২]
- ১৭। গল্প সংকেত: ধৈর্য ধারণ করলে যে কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।.....  
[ব. বো.'২২]
- ১৮। এখন পৌষ মাস। কাকলি গ্রামে বেড়াতে এসেছে। সেদিনই গ্রামের স্কুল মাঠে বসেছিল পৌষের পিঠামেলা। মেলায় ঘুরতে এ...  
[য. বো.'২২]



- ১৯। মেয়েটি দৌড়াচ্ছিল। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ওদিকে মেয়েটির ব্যাগে সমানে মোবাইল ফোন বেজে চলেছে .... [ম. বো.'২২]
- ২০। আশরাফ সাহেব একজন মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরও তিনি মনে করেন দেশের জন্য অনেক কাজ করার বাকি রয়ে গেছে।  
তাই এই প্রৌঢ় বয়সেও..... [ঢা. বো.'১৯]
- ২১। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার ইচ্ছা স্বপ্নিল ও মুনীর অনেক দিনের। তারা শ্রীপুর গ্রামে এক মুক্তিযোদ্ধার কাছে গেল মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনতে।..... [রা. বো.'১৯]
- ২২। পড়ন্ত বিকেলে ঢাকার ফুটপাথে হাঁটতে হাঁটতে রাজু ভাবে, কালের প্রবহমান স্রোতে জীবনকে আজ কতদূরে নিয়ে এসেছে। কিন্তু শৈশবের স্মৃতিগুলো আজও..... [কু. বো.'১৯]
- ২৩। 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন' বিষয়ক একটি খুদেগল্প লেখ। [য. বো.'১৯; ব. বো.'১৭]
- ২৪। সংসারের চাকা সচল রাখতে রোমানা অন্যের বাসায় ঝি এর কাজ বেছে নেয়, তার একমাত্র মেধাবী কন্যার স্বপ্ন পূরণের..... [দি. বো.'১৯]
- ২৫। নিচে প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'আশায় বসতি' শিরোনামে একটি খুদেগল্প রচনা কর:-  
বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ করে বাবুলের মা। বাবুলকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার আশা বুকে। হঠাৎ সেদিন..... [চ. বো.'১৭]
- ২৬। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদেগল্প লেখ:  
প্রকৃতি তাকে খুব টানে। তাই প্রতিবারের মতো শীতের ছুটিতে সে এসেছে পরিচিত প্রকৃতির কোলে। কিন্তু সারি সারি গাছ উজাড় হতে দেখে তার হৃদয়ে ওঠে বেদনার ঝড়..... [সি. বো.'১৭]
- ২৭। 'রক্তঝরা ফাগুন' শিরোনামে একটি খুদেগল্প লেখ। [কু. বো.'১৭]
- ২৮। নদীপথে দুই বন্ধুর নৌকা ভ্রমণ-পরস্পরের জন্য আত্মত্যাগের অঙ্গীকার-আকস্মিক নৌকা ডুবে যায়-এক বন্ধুর সাঁতার জানে আরেক বন্ধু সাতারে অক্ষম..... [দি. বো.'১৭]
- ২৯। প্রদত্ত শিরোনাম অবলম্বনে খুদেগল্প রচনা কর: 'স্মৃতিময় ভুবন ডাঙ্গার মাঠ।'
- ৩০। প্রদত্ত শিরোনাম 'সাদা মনের মানুষ' অবলম্বনে ও সূচনা বাক্য অনুসরণে একটি খুদেগল্প রচনা কর:  
আফাজ সাহেব ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি স্বপ্ন দেখতেন একটি আদর্শ সমাজের। তাই.....
- ৩১। খুদেগল্প রচনা কর:  
পুরানো কাগজপত্র ঘাটতে গিয়ে হলদে হয়ে যাওয়া চিঠিটা হাতে এলো, আমারই লেখা চিঠি কিন্তু .....
- ৩২। 'অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ' শিরোনামে একটি খুদেগল্প রচনা কর।
- ৩৩। প্রদত্ত গল্প সংকেত অনুসরণে একটি খুদেগল্প রচনা কর।  
রাজীব অন্ধ তবু পড়ালেখার আগ্রহ তার প্রবল.....
- ৩৪। নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদেগল্প রচনা কর:  
সেদিন ছিল রবিবার। একমাত্র শিশু কন্যাটিকে নিয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টির মাঝে এক কাপড়ে স্বামীর ঘর হতে বের হতে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রী সুমিকে ....
- ৩৫। শিরোনাম উল্লেখপূর্বক প্রদত্ত সংকেত অনুসরণে একটি খুদেগল্প রচনা কর: একদা এক রাখাল .....
- ৩৬। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'আমার মা' শিরোনাম একটি খুদেগল্প রচনা কর।  
যার কথা ভাবলেই অপূর্ব মধুময় এক কোমল অনুভূতির শিহরণ জাগে মনে তিনি আমার.....
- ৩৭। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'জাদুকর' শিরোনামে একটি গল্প রচনা কর।  
রক্তমাখা কাটা মাথা হাতে তিনি সবার কাছে যেতে লাগলেন.....
- ৩৮। 'এক বিকেল' শিরোনামে একটি খুদেগল্প রচনা কর।
- ৩৯। চয়নের অনেক দিনের শক পাহাড় দেখার। সে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। পূজার ছুটিতে সে বাবার সাথে সিলেটের জাফলং গেল-সেখান নৈসর্গিক সৌন্দর্য আর ঝরনা তাকে..... প্রদত্ত ইঙ্গিত অনুযায়ী একটি খুদেগল্প রচনা কর।
- ৪০। নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদেগল্প রচনা কর:  
আমার মোবাইল ফোনটি বাজছে। ঘুম চোখে ফোনে কথা শুরু করতেই অপর প্রান্ত হতে বাবার কণ্ঠ-তোমার মা.....



## নির্মিতি

## প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা



লেখক তার নিজের কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে কোনো মননশীল ভাব তথ্য কিংবা তত্ত্ব উপযুক্ত ভাষার মাধ্যমে যুক্তি পরম্পরায় উপস্থাপনের মাধ্যমে যে নাতিদীর্ঘ সাহিত্য রচনা করেন তাকে 'প্রবন্ধ রচনা' বলে। কোনো বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিতে প্রবন্ধ রচিত হয়। এর সাধারণত তিনটি অংশ থাকে। যথা:

- ০১। **ভূমিকা:** ভূমিকা হচ্ছে প্রবন্ধের প্রারম্ভিক অংশ। যেখানে লেখার মূল বিষয়গত ভাবের প্রতিফলন ঘটে। ভূমিকা যত আকর্ষণীয় হবে রচনাটিও পাঠকের কাছে তত হৃদয়গ্রাহী হবে। ভূমিকা অংশে অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক বিষয় এড়িয়ে চলা উচিত।
- ০২। **মূল অংশ:** এ অংশে প্রবন্ধের মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হবে। পরিবেশনের আগে বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদে এ ভাগ করে নিতে হবে। অনুচ্ছেদের বিস্তার কতটুকু হবে তা ভাব প্রকাশের পূর্ণতার ওপর নির্ভরশীল।
- ০৩। **উপসংহার:** এটি প্রবন্ধের সিদ্ধান্তমূলক বা সমাপ্তিসূচক অংশ। এখানে লেখক তার আলোচনার সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তার নিজস্ব অভিমত বা আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।

#### ❖ প্রবন্ধ রচনায় দক্ষতা অর্জনের কৌশল:

- (i) প্রবন্ধ রচনায় খুব অল্প সময়ে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। প্রবন্ধ লেখায় দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রচুর প্রবন্ধ পড়তে হয়। এজন্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, সংবাদ, প্রতিবেদন, ভাষণ ইত্যাদি নিয়মিত পাঠ করলে নানা প্রসঙ্গে বিষয়গত ধারণা ও শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়। ফলে সহজেই কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা যায়।
- (ii) প্রবন্ধের বক্তব্য বাস্তব তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এবং যৌক্তিক পরম্পরায় উপস্থাপিত ও সন্নিবেশিত হওয়া উচিত—যেন তা স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় সহায়ক হয়।
- (iii) ভাষারীতির ক্ষেত্রে সাধু ও চলিতের মধ্যে যেকোনো একটি নির্বাচন করতে হয়। সাধু-চলিতের মিশ্রণ অবশ্যই পরিত্যাগ করবে। প্রবন্ধের ভাষা হবে প্রাঞ্জল ও শুদ্ধ। ভাষা-রীতি বিষয়ানুগ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।
- (iv) উন্নতমানের প্রবন্ধে নির্ভুল বানান ও নির্ভুল বাক্যগঠন অপরিহার্য শর্ত। শিক্ষার্থীকে এ-বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।
- (v) প্রবন্ধের প্রতিটি অনুচ্ছেদ লেখার সময় প্রবন্ধের শিরোনামের কথা মনে রাখতে হবে, তাতে প্রবন্ধের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় আসতে পারবে না।
- (vi) প্রবন্ধে যুক্তি প্রদর্শন কিংবা প্রমাণ প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য রচনা থেকে উদ্ধৃতির অবকাশ আছে, তবে সে ক্ষেত্রেও লক্ষ রাখতে হয় প্রয়োজনীয় পরিমাপের দিকে। ঘন ঘন এবং বড়ো বড়ো উদ্ধৃতি প্রবন্ধের স্বাভাবিক প্রকাশকে ব্যাহত করে।

#### ♦ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

- ০১। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ/ একুশের চেতনা/ ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ/ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা/ জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা;

[জ. বো.'২৪, ১৭; চ.বো., ব.বো.'২৪; রা.বো., সি.বো., দি. বো.'২৩; কু. বো.'২৩, ১৯; য. বো.'১৯; য. বো.'১৭]

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ

**ভূমিকা:** বাঙালি জাতির ইতিহাসে সব থেকে গৌরবোজ্জ্বল ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই বাঙালি স্বাধীন জাতি হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য। এ স্বাধীনতা অর্জনের পথ মোটেও সহজ ছিল না। এর জন্য লাখ লাখ বাঙালিকে প্রাণ দিতে হয়েছে। তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই আমরা আমাদের স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছি। এ স্বাধীনতা অর্জন বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। তাই আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস বেদনাবহুল হলেও গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় ভাস্বর।



**মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট:** ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানের একটি অংশ হিসেবে বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তান লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাদের দুঃশাসন, শোষণ ও বঞ্চনার মাধ্যমে এদেশকে পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত করে। তবে আত্মসচেতন বাঙালিরা তা মেনে নেয়নি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তারা তাদের জাতীয়তাবাদের প্রথম বিজয় সূচনা করে। তারপর আসে ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন এবং ৬৬'র ছয়দফা আন্দোলন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ৬ দফা দাবির ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। বাংলার মানুষের এই বিজয়কে পাকিস্তানি সামরিক সরকার নস্যাত্ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য দীর্ঘদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আপস-আলোচনার নামে গ্রহসন চালায়। আলোচনার এক পর্যায়ে তারা হঠাৎ করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এ ধরনের কাজের ফলে ক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে রাজপথে নেমে আসে। যার ফলে বাঙালির জাতীয় উত্থানে এক নব অধ্যায় সূচিত হয়। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সারা বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশ্যে যে যুগান্তকারী ভাষণ প্রদান করেন তাতে স্বাধীনতার ঘোষণা নিহিত ছিল। এরপর ২৫শে মার্চ কাল রাতে অতর্কিত হামলা চালানো হয় বাঙালির ওপর। অতঃপর বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহর থেকে শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।

**মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত আন্দোলন:** পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাকিস্তানিরা বাঙালিদের স্বাভাবিক ধ্বংস করতে তাদের ভাষার ওপর আঘাত হানে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির পূর্বে বিভিন্ন পথসভা, সমাবেশ ও পতাকা দিবসে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু তৎকালীন সরকার এ আন্দোলন বানচাল করতে তৎপর হয়ে ওঠে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করা হয় এবং ভাষার দাবিতে রাজপথে পরিচালিত শান্তিপূর্ণ মিছিলে সরকারি পুলিশ গুলি চালিয়ে কয়েকজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ ঘটে যুক্তফ্রন্টের। এই যুক্তফ্রন্টের কাছেই মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং পাকিস্তানিদের শাসনের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের পথ পরিক্রমায় সর্বশেষ পর্যায়ে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের নামে আইয়ুব খান এক প্রহসনের নির্বাচন দিয়ে বাংলার মানুষের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে। এরপর ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক একটি মামলা দায়ের করা হয়। এটি হলো প্রহসনমূলক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। কিন্তু বাঙালিকে তারপরও পাকিস্তান সরকার দমন করতে পারেনি। ৬ দফার সঙ্গে এবার যুক্ত হয় ছাত্রসমাজের ১১ দফা। আইয়ুব সরকারের স্বৈচ্ছাচারিতা, অপরাধনীতি এবং কূটকৌশলের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ঘটে ছাত্র সমাজের ১১ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে। এরই পথ ধরে শুরু হয় ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে ছাত্ররা যে আন্দোলনের সূচনা করে ১৯৬৯ সালের শুরুতে সেটিই গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। এরপর ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে পাকিস্তান সরকারের টালবাহানা জনমনের অসন্তোষ আরও বাড়িয়ে দেয়। ১৯৭১-সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানিরা নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করলে বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় লাভের জন্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।

**স্বাধীনতার ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধের সূচনা:** ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখে লাখে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। স্বাধীনতার চেতনায় প্রদীপ্ত বাঙালি জাতির জন্য এ ভাষণ ছিল জাতীয় মুক্তি বা কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের দিক-নির্দেশনা। বাঙালি জনসমুদ্রকে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানাতে মাত্র ১৮ মিনিটের এ ভাষণই যথেষ্ট ছিল। এরপর ২৫শে মার্চের রাত বাঙালির জীবনে নিয়ে আসে চরম অশুভ বার্তা। এ রাতেই নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং গ্রেফতার করা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তাঁর এ ঘোষণাটি আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হান্নানের কণ্ঠে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। শুরু হয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী। এ মুক্তিবাহিনী আবার সরকারি পর্যায়ে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল- (১) নিয়মিত বাহিনী এবং (২) অনিয়মিত বাহিনী। নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্গত ছিলেন সেন্সব সদস্য যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা ইপিআরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয় ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও মুক্তিসেনাদের নিয়ে কয়েকজন বীর বাঙালি গেরিলা বাহিনী সৃষ্টি করেন। সেস্টর এলাকার বাইরে আঞ্চলিক পর্যায়ে যেসব গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – কাদেরিয়া বাহিনী (টাঙাইল), আফসার ব্যাটালিয়ন বা আফসার বাহিনী (ভালুকা-ময়মনসিংহ), হেমায়েত বাহিনী (ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল), রাজনীতিক মতাদর্শভিত্তিক বাহিনী (মুজিব বাহিনী) ইত্যাদি। এভাবে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়।



**প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন**

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন কামরুজ্জামান। ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। কর্নেল এমএজি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এই অস্থায়ী সরকারের অধীনেই পরিচালিত হয় ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং প্রবাসী সরকারকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এই কমিটি গণপ্রজাতন্ত্রী প্রবাসী সরকারকে নানা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করত। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল প্রবাসী বিপ্লবী সরকার আঞ্চলিক কমান্ডারদের নিয়ে গঠন করে একটি ফৌজ এবং সমগ্র দেশকে চারজন দক্ষ সেনা নায়কের নেতৃত্বে চারটি সেক্টরে বিভক্ত করে। মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে প্রত্যেকটির জন্য একজন করে সেক্টর কমান্ডারও নিযুক্ত করেন। এভাবেই অস্থায়ী সরকারের তত্ত্বাবধানে নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ তার কাজকলমে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

**মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণ:** ১৯৭১ সালের নভেম্বরের শেষের দিকে মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর হয়ে ওঠে। ৩রা ডিসেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনী যৌথভাবে হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। ৬ই ডিসেম্বর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। ভারত স্থল, নৌ ও বিমান পথে যুদ্ধ শুরু করে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরাজিত হতে থাকে। ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ১৩ই ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলায় পাকিস্তানি সবগুলো যুদ্ধ বিমান বিধ্বস্ত হয়। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণে ১৩ই ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা শত্রুমুক্ত হয়।

**পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও চূড়ান্ত বিজয়:** ১৪ই ডিসেম্বর যৌথবাহিনী ঢাকার মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বাঙালি মুক্তিবাহিনী সম্মিলিতভাবে ১৫ই ডিসেম্বর ঢাকায় পৌঁছে। ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজি তার ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রসহ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিংহ রায়ের নিকট আত্মসমর্পণ করে। ফলে বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

**উপসংহার:** স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার হলেও বাঙালি তা এমনি এমনি পায়নি। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনতে হয়। শত বাধার মধ্যেও বাংলাদেশের মানুষ খেমে থাকেনি। দৃঢ় প্রত্যয় আর সাহস নিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে জয় ছিনিয়ে আনতে। বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগ থেকে যে চেতনা লাভ করেছে তা ভাষায় বর্ণনা করা মতো নয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশমাতৃকার চোখে বাংলাদেশের মানুষ আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত রেখেছে তা ইতিহাসে বিরল। মুক্তিযুদ্ধের জীবনের বিনিময়েই আজ বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বাংলাদেশের কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি/কৃষিকাজে বিজ্ঞান:

[জ.বো.'২৪, কৃ.বো.'১৯; ব.বো., য.বো.'১৭]

**কৃষিকা:** বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবন মানুষের জীবনে নিয়ে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিজ্ঞানের প্রাথমিক দিকের নাম প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি মানুষের জীবনযাত্রাকে করে তুলেছে আরামদায়ক। কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা চলছে। অসংখ্য কৃষি প্রযুক্তি কৃষিকাজকে করে তুলেছে সহজসাধ্য। অল্প উচ্চফলশীল জাতের ফসল আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে কৃষিক্ষেত্রও হয়েছে সহজসাধ্য।

**কৃষির অতীত-কথা:** কৃষি হলো মানব সভ্যতার আদিম পেশা। জীবন ধারণের তাগিদে আদিম মানুষ প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন ফলমূল সংগ্রহ করত এবং বনজঙ্গলের পশু-পাখি শিকার করত। প্রকৃতির উপরে পূর্ণ নির্ভরশীলতার কারণে প্রায়ই তাদের খাদ্য-সংকটে পড়তে হতো। বছরের কিছু সময়ে তাদের কোনো খাবার জুটত না। ফলে খাদ্যের সন্ধানে তাদের একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে হতো। এরপর ধীরে ধীরে আদিম মানুষ এক পর্যায়ে পশুপালন ও বীজ বপন করতে শেখে। সূচনা হয় কৃষিকাজের। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য সুলভ হয় এবং জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিশ্চিত। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত কৃষিকাজ ছিল অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

**কৃষি ও বিজ্ঞান:** বিজ্ঞানের অবদানে ধীরে ধীরে কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটছে। কৃষিকাজকে সহজ ও কম শ্রমসাধ্য করতে কৃষি-বিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণা করছেন। ফলে একদিকে যেমন চাষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসছে, ফসল নির্বাচন ও নতুন নতুন ফসল তৈরির কাজেও অগ্রগতি হচ্ছে। কৃষি-বিজ্ঞানের এসব গবেষণা পৃথিবীকে আজ শস্যে ও ফসলে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। পৃথিবীর মানুষের জন্য এখন হাতটা ফসল দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি ফসল পৃথিবীতে ফলছে। জমিকে উর্বর করতে আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সার। পুরানো প্রযুক্তির লাঙল-মই প্রভৃতির পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে ট্রাক্টর। উদ্ভাবিত হয়েছে উন্নত জাতের বীজ ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত। এতে অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে অধিক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ফসল ও বীজ উৎপাদন এবং তা সংরক্ষণেও বিজ্ঞান সহযোগিতা করেছে। সেচ ব্যবস্থায় এসেছে পরিবর্তন। পশু-পাখি ও মাছের রোগজনিত মৃত্যুর হারও হ্রাস পেয়েছে কৃষি-চিকিৎসার অগ্রগতির কারণে। এভাবে কৃষি-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কৃষিকাজের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। সারাদেশে কৃষি জমি চাষে ৯০%, আগাছা দমনে ৬৫%, কীটনাশক প্রয়োগে ৮০%, সেচকার্যে ৯৫% এবং ফসল মড়াইয়ের কাজে ৭০% যান্ত্রিকীকরণ সম্ভব হয়েছে।



**উন্নত বিশেষ কৃষি:** উন্নত দেশগুলোর কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার। বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন মোয়ার (শস্য ছেদনকারী যন্ত্র), রিপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেসিং মেশিন (মাড়াই যন্ত্র), ফিড গ্রাইন্ডার (পেষক যন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তারক যন্ত্র), মিস্কার (বৈদ্যুতিক দোহন যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে অত্যন্ত জনপ্রিয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে ট্রাক্টরের মাধ্যমে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ করা সম্ভব হয়। একই ট্রাক্টর আবার একসঙ্গে ফসল কাটার যন্ত্র হিসেবেও কাজ করে। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চীন, জাপান, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশও কৃষি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তুলেছে।

**কৃষি ও বাংলাদেশ:** কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান ছিল ১১.০২ শতাংশ। ২০২৩-২৪ সালে কৃষিপণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ৯৬৪.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। এছাড়া কর্মসংস্থান ও শিল্পের ভিত্তি হিসেবেও বাংলাদেশে কৃষি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু কৃষিকাজের জন্য খুবই অনুকূল। এদেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক জল-ভাণ্ডার। আধুনিক প্রযুক্তি উন্নত দেশগুলোর মাটির অনুর্বরতাকে এবং পানির দুর্লভতাকে যেভাবে দূর করেছে, তাতে আধুনিক প্রযুক্তি বাংলাদেশের জন্য আরো বেশি সুবিধা নিয়ে আসবে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা এখনো অনেকাংশে প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল। ফলে বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখানে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়, আবার অনেক সময়ে প্রত্যাশার তুলনায় কম ফসল ফলে। কৃষকের কাছে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কৃষি-বিজ্ঞানের জ্ঞান সঠিকভাবে পৌঁছে না দিতে পারাই এর প্রধান কারণ। কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এসব বাধা দূর করা যায় এবং উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশকেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা যায়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জনসংখ্যা সাড়ে ৭ কোটি থেকে দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১৬ কোটি ৯৮ লাখ হয়েছে এবং প্রতি বছর নতুন ২০-২২ লাখ লোক জনসংখ্যায় যোগ হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা যদি ১.৩৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন জনসংখ্যা প্রায় ২৩ কোটি হবে। এই বাড়তি জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা আবশ্যিক।

**বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা:** কৃষির উন্নতির উপরেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। এটা অত্যন্ত আশার কথা যে, বাংলাদেশের কৃষি গবেষকরা ইতোমধ্যে বহু নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল ফসল উদ্ভাবন করেছেন, বহু কৃষিবান্ধব প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন এবং বহু ধরনের কৃষিপণ্যকে বাজারজাতকরণের ব্যাপারে নতুন নতুন কৌশল বের করেছেন। অর্থাৎ কৃষি গবেষণায় বাংলাদেশ কোনোক্রমে পিছিয়ে নেই। তবে এখন প্রয়োজন এসব উদ্ভাবনকে দেশের সর্বত্র সহজলভ্য করে তোলা এবং কৃষককে এসব উদ্ভাবনের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা। শিক্ষিত জনবলকে কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারলে এবং কৃষিকাজের সঙ্গে তাদের যুক্ত করতে পারলে এই কাজ অনেকটা সহজ হয়। তাতে আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এর যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। বর্তমানে সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তর তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কৃষকদেরকে নিয়মিতভাবে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

পরিবেশকে বিঘ্নিত না করে দেশের খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার পাশাপাশি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে বিনা (বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট) কাজ করে যাচ্ছে। বিনা এ যাবৎ ১৮টি ফসলের ১১৭টি উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতসহ অর্ধশতাধিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। তন্মধ্যে বিনা উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল বন্যাসহিষ্ণু বিনাধান-১১ ও বিনাধান-১২; লবণাক্ততাসহিষ্ণু ধানের জাত বিনাধান-৮, ছৈত লবণাক্ততা ও বন্যাসহিষ্ণু বিনাধান-২৩; লবণাক্ততাসহিষ্ণু চীনাবাদামের জাত বিনা চীনাবাদাম-৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০; লবণাক্ততাসহিষ্ণু সয়াবিনের জাত বিনাসয়াবিন-২, ৩, ৫ ও বিনাতিল-২; খরাসহিষ্ণু ধানের জাত বিনাধান-৭, ১৯, ২১; খরাসহিষ্ণু মুগ এবং মসুরের জাত বিনামুগ-৮ ও বিনামসুর-৯; পানি ও সার সাশ্রয়ী বিনাধান-১৭; জিংকসমৃদ্ধ বিনাধান-২০, সাময়িক জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু বিনাসরিষা-৯ এবং পরিবেশবান্ধব জীবাণুসার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিনা উদ্ভাবিত জাতগুলো ধানের ক্ষেত্রে ৬ লাখ হেক্টর, ডালের ক্ষেত্রে ৫ লাখ হেক্টর এবং তেলজাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে ০.৫ লাখ হেক্টর জমি চাষাবাদ হয়েছে।

**উপসংহার:** কৃষিকাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি দিন দিন মজবুত হচ্ছে। বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এই অগ্রগতিকে টেকসই করতে প্রয়োজন কৃষি সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে সহজলভ্য করা। এছাড়া বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাতে ফসলহানির আশঙ্কা তৈরি না হয় অথবা উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্যান্য শাখাকেও কৃষির স্বার্থে এগিয়ে আসা দরকার। তবে সবার আগে দরকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কৃষিপেশায় আকৃষ্ট করা এবং শিক্ষিত জনশক্তিকে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত করা। কেননা শিক্ষিত জনশক্তি কৃষিকাজে এগিয়ে এলে কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হবে। এজন্য সরকারের উচিত কৃষিপেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের, বিশেষভাবে কৃষিকাজে সফল হওয়া ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত করা ও সম্মানিত করা। এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়বে এবং অধিক সংখ্যক শিক্ষিত লোক কৃষিপেশায় আকৃষ্ট হবে। কৃষিকাজের সঙ্গে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সম্পর্ক মজবুত করতে এমন পরিবেশই জরুরি।



“বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।  
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী-  
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিঁদু মরু,  
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত ভরু....”

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষ দেশে দেশে ভ্রমণ করে আসছে। পৃথিবী দেখার দুর্নিবার নেশায় মানুষ সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়েছে-বিষ্ফুর্ত মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছে অজানা অচিন দেশে। মানুষের এই দুর্নিবার ভ্রমণকাঙ্ক্ষা থেকেই পর্যটনশিল্পের উৎপত্তি। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে পর্যটনের রূপ ও প্রকৃতিতে এসেছে অভাবিত পরিবর্তন। পর্যটন এখন শুধু কোনো ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর দেশভ্রমণ নয়, বরং সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য একটি বিশ্বজনীন শখ ও নেশা। আর তাই পর্যটন এখন একটি শিল্প, যা অনেক দেশের অর্থনীতির একটি মুখ্য উপাদান। ইতোমধ্যেই এ শিল্প বিশ্বব্যাপী একটি দ্রুত বিকাশমান খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

**পর্যটন কী:** পর্যটনের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। পর্যটন একাধারে একটি দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মকাণ্ড। পর্যটনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুপার্জনমূলক এবং এর কর্মকাণ্ড নিয়ত স্থানান্তরী ও অস্থায়ী অবস্থানমূলক। AIEST (আসোসিয়েশন অফ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্টস ইন সায়েন্টিফিক ট্যুরিজম)-এর মতে, কোনো উপার্জনমূলক কাজে যুক্ত নয় এবং স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে না এমন ব্যক্তির ভ্রমণ এবং কোথাও থাকা থেকে উৎসারিত প্রপঞ্চ ও সম্পর্কের সমষ্টি হচ্ছে পর্যটন। সংক্ষেপে, জাগতিক সৃষ্টি দেখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তির অনুপার্জনমূলক স্থানান্তর, অস্থায়ী অবস্থান এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কাজকর্মকে পর্যটন বলা যায়।

**পর্যটনের সূচনা:** ঐয়োদশ শতকে মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনি, অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ অভিজাত শ্রেণির ইউরোপে গ্র্যান্ড ট্যুর, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডেভিড লিভিংস্টোনের আমেরিকা সফর পর্যটনের স্বাক্ষর বহন করে। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ৩০২ অব্দে গ্রিক ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে আগমন করে মূল্যবান নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বঙ্গ ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করে মন্তব্য করেন যে, ‘A sleeping beauty emerging from mists and water’। চতুর্দশ শতকে সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের আমলে মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সোনারগাঁও ভ্রমণ করেন। ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক মা হুয়ান বঙ্গ ভূখণ্ডে আগমন করেন।

**বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ:** বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি। দিগন্ত জোড়া সবুজের সমারোহ, ঋতুতে ঋতুতে রং আর রূপের অপরূপ বর্ণিল শোভা- সবকিছু মিলে এ দেশ সৌন্দর্য মহিমায় অনন্য। পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ। বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণগুলোকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়। যথা-

- **প্রাকৃতিক বা বিনোদনমূলক পর্যটন:** প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ, শহরের যান্ত্রিক জীবনের বাইরে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসা কিংবা হঠাৎ করে কোনো নতুন পরিবেশের ছোঁয়া পাবার জন্য মানুষ ছুটে যায় প্রকৃতির কাছে। এ ধরনের নয়ন-কাড়া প্রাকৃতিক অবস্থান বাংলাদেশে প্রচুর রয়েছে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মনোরম সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চল ও চা বাগান, সিলেটের তামাবিল ও জাফলং, রাঙামাটির নয়নাভিরাম কৃত্রিম হ্রদ, সুন্দরবনসহ বিভিন্ন বনাঞ্চল। এছাড়াও রয়েছে উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল, বর্ণাঢ্য উপজাতীয় ও গ্রামীণ জীবনধারা।
- **রোমাঞ্চকর ভ্রমণ এবং পরিবেশভিত্তিক পর্যটন:** রোমাঞ্চকর ও পরিবেশভিত্তিক পর্যটনের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে বাংলাদেশে। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিচিত্র বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদসম্ভার দেখা যায়। রাঙামাটির হ্রদে নৌবিহার, মৎস্য শিকার, জলক্রীড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ট্রেকিং, হাইকিং ইত্যাদির সুযোগ রয়েছে। সাগরের বুক চিরে অপরূপ দ্বীপ সেন্টমার্টিন। পর্যটক আকর্ষণের এমনি অনেক সুযোগ আছে আমাদের এই বাংলাদেশে।
- **সাংস্কৃতিক পর্যটন:** ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন সাংস্কৃতিক পর্যটনের পর্যায়ভুক্ত। মহাশ্মানগড়, ময়নামতি, পাহাড়পুর, ঢাকার লালবাগের দুর্গ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, জাতীয় জাদুঘর, সোনারগাঁও জাদুঘর, রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘর, নাটোর ও পুঠিয়ার রাজবাড়ি এবং এমনি আরো অনেক সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে বাংলাদেশে।



- **ধর্মীয় পর্যটন:** বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা মূলত ধর্মীয় অনুভূতি থেকেই কিছু কিছু স্থানে ভ্রমণ করে। ঐতিহাসিক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক আকর্ষণীয় স্থান বাংলাদেশে বিস্তৃত। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, মাজার, দরগাহ, মঠসহ বিভিন্ন নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সারাদেশময়। এসব আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, ঢাকার সাতগম্বুজ মসজিদ, রাজশাহীর শাহ মখদুমের মাজার, পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার, মহাশূন্যগড়, নবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, আর্মেনিয়ান চার্চ, চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামির দরগাহ, সীতাকুণ্ড মন্দির, সিলেটের হযরত শাহজালালের দরগা, কক্সবাজারের রামু মন্দির, রাজশাহীর তাহেরপুর রাজাবাড়ি প্রভৃতি।
- **নৌ পর্যটন:** বিনোদনমূলক পর্যটনের জন্য এ দেশের নদ-নদী আকর্ষণীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে বহুকাল যাবৎ। বাংলাদেশ নদীবহুল দেশ। ২৫৭টি ছোটো-বড়ো নদ-নদী জালের মতো বিস্তৃত হয়ে আছে দেশজুড়ে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রকৃত সৌন্দর্য অনেকাংশেই ফুটে ওঠে নৌভ্রমণের মাধ্যমে। এখান থেকেই অনুভব করা যায় সোনারবাংলার প্রকৃত ছবি।

**বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সমস্যা:** স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন। বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে পর্যটন নীতিমালায় পর্যটনকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পরও সম্ভাবনাময় এ খাতটির কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সমস্যাসমূহ-

- **রাজনৈতিক অস্থিরতা:** উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সবসময় রাজনৈতিক অস্থিরতা লেগেই থাকে। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা অনেক সময় অস্থিতিশীল থাকে। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নিরাপত্তা নিয়ে পর্যটকরা উদ্বিগ্ন থাকেন। এ ধরনের অবস্থা পর্যটকদের অনুৎসাহিত করে।
- **বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ইমেজ সংকট:** বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে ইমেজ সংকটে পতিত হয়। অনেক বিদেশি পর্যটকরা আসে এদেশের সাথে কোন ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা আছে কিনা তা দেখতে। পাশাপাশি তারা জানতে ও দেখতে চায় এদেশের সার্ভিস ব্যবস্থাটা কতটুকু মানসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত। কিন্তু পদে পদে ফাইল আটকানো, অহেতুক সময়ক্ষেপণের বাহানা, কথা দিয়ে কথা না রাখা, অতিরিক্ত তোষামোদ ইত্যাদি বিষয়গুলো যখন তাদের জ্ঞানে ধরা পড়ে তখন তারা হতাশা ও বিরক্তিতে আমাদেরকে একটি অলস, বখাটে জাতি হিসেবে মন্তব্য করে।
- **পর্যটকদের নিরাপত্তাহীনতা:** নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে দেশের মানুষই দেশের অন্যত্র পর্যটনে বেরোয় না, আর বিদেশিরা তো আসবেই না। সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা শুরু হয় যখন একজন বিদেশি এয়ারপোর্ট এসে নামে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এর ভিতরে যাত্রী হয়রানি, লাগেজ চুরি, পকেট মার, ছিনতাই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এমনকি বিমানবন্দরের ভেতরে নিরাপদ ট্যাক্সির ব্যবস্থাও নেই।
- **উন্নত সুযোগ সুবিধার অভাব:** আকর্ষণীয় রিসোর্ট, যোগাযোগ অবকাঠামোর অনুন্নত অবস্থা পর্যটন শিল্পের প্রসারে অন্যতম প্রতিবন্ধক। যেসব নতুন হোটেল/ রিসোর্ট তৈরি হচ্ছে, তারা বেশি টাকা দিয়ে কর্মী নিয়ে যাচ্ছে আরেক হোটেল/ রিসোর্ট থেকে। ফলে কোন না কোন প্রান্তে শূন্যতা থেকেই যাচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা দালান বানাতে যেভাবে বিনিয়োগ করছেন, কর্মী বানাতে সেভাবে করছেন না। ফলে আন্তর্জাতিক মানের দালানকোঠার ভেতরে মফস্বল মানের সার্ভিস ও ব্যবস্থাপনার সংকট ঘুরপাক খাচ্ছে।
- **উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব:** বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। অধিকাংশ রাস্তা দুর্ঘটনাপ্রবণ। পর্যটকদের জন্য বিশেষ কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই। পরিবহনগুলোতে মানুষ বাদুর-ঝোলা হয়ে যেভাবে যাতায়াত করে তা দেখে একজন বিদেশি পর্যটকের বুকের হৃদস্পন্দন কয়েকগুণ বেড়ে যায়।
- **পর্যটন কূটনীতির অভাব:** কূটনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে পর্যটন ও পর্যটন শিল্পের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না।
- **জীব বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যথাযথ সংরক্ষণ না করা:** দেশে প্রয়োজনীয় পর্যটন বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি। দেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন আকর্ষণ কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, কুয়াকাটা, সুন্দরবনের সমুদ্রসৈকত সবচেয়ে বেশি দূষণের শিকার। সূষ্ঠ বর্জ্যব্যবস্থা না থাকায় জাহাজ ভ্রমণকালে পর্যটকেরা তাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সমুদ্রে ফেলে পরিবেশদূষণ করছে। প্রবালের ফাঁকে এসব দ্রব্যাদি জমে এক ধরনের নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

এছাড়াও বাংলাদেশের ভিসা প্রক্রিয়ার জটিলতা, পর্যাপ্ত গাইড ও গাইডবুকের অভাব বিদেশি পর্যটকদের নিরুৎসাহিত করে।

**বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা:** আমাদের পর্যটন শিল্প শুধু সমস্যা বেষ্টিত নয়। এখানে অব্যবহৃত সম্ভাবনাও রয়েছে। বাংলাদেশে পর্যটনের সূচনা হয় ১৯৬০-এর দশকে। ১৯৭৩ সালে পর্যটন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আস্তে আস্তে পর্যটন শিল্প বিকশিত হতে থাকে। পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, মাস্টার প্ল্যান নিয়ে যদি কাজ করা যায় তাহলে পর্যটন শিল্পের মাধ্যমেই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা যাবে। এছাড়া এ শিল্পের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। যে সম্ভাবনাগুলোকে পূঁজি করে আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি, সেগুলো হলো-



- World Tourist Organization তথা বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (WTO) পর্যটন শিল্পের জন্য অপরিহার্য যেসব উপাদানের কথা উল্লেখ করেছে, যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ইতিহাস ও ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান, পাহাড়-নদী-অরণ্য, সমুদ্র সৈকত, মানুষের বিচিত্র জীবন ধারা, বন্য প্রাণী, নানা উৎসব ইত্যাদি তার সবই বাংলাদেশে বিদ্যমান।
- এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ পর্যটন শিল্পকে দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশেও এ শিল্পকে দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

**পর্যটন শিল্প বিকাশে করণীয়:** বাংলাদেশের মতো একটি অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ পর্যটনের জন্য খুবই উপযোগী। পর্যটন শিল্পের কাজক্ষত বিকাশের জন্য কতিপয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। যেমন-

- অবিলম্বে পর্যটন সম্পর্কিত নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য পর্যটকদের যে ধরনের সেবা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা দরকার, যে ধরনের আস্থা অর্জন দরকার সেসব অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- বিদেশি পর্যটকদের হয়রানি কমিয়ে বিমানবন্দরে 'অন এরাইভাল ভিসা' প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।
- পর্যটনের আকর্ষণীয় স্থানগুলোতে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু এবং বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে ১০ বছরের জন্য ট্যাক্সহলিডের সুবিধা, পর্যটন খাতে সরকারি বাজেট বৃদ্ধি ও টুরিস্ট পুলিশ গঠনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- পর্যটনের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারকে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো তথা পর্যটনের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ ও যুগোপযোগী নীতিমালা কার্যকর করতে হবে।
- হোটেল সার্ভিস, রান্না, বিদেশিদের সাথে কথোপকথন এবং সেবা প্রদান প্রভৃতির ওপর যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে তা পর্যটন শিল্পের বিকাশে সহায়তা করবে এবং যুবকদের কর্মসংস্থানও নিশ্চিত হবে।
- প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ পর্যটন গাইড গড়ে তুলতে হবে এবং দক্ষ ব্যক্তিদের দুস্ত্রাপ্যতা দূর করতে হবে।
- বাংলাদেশের পর্যটন কেন্দ্র ও আকর্ষণীয় স্থানগুলোর ওপর ফিল্ম ও ডকুমেন্টারি তৈরি করে বিদেশে বাংলাদেশের মিশনসমূহের মাধ্যমে তা বহির্বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- দেশের আইনশৃঙ্খলার উন্নতি করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে হবে।

**উপসংহার:** পর্যটনকে বলা হয় 'Invisible Export Goods' বা 'অদৃশ্য রফতানি পণ্য'। পর্যটন শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের মতো পর্যাণ্ড সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশে। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, নৈসর্গিক দৃশ্য সবই পর্যটন শিল্পের অনুকূলে। এখন শুধু প্রয়োজন সুস্থ, স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ এবং দেশপ্রেম। পর্যটকদের কাছে বাংলাদেশকে জনপ্রিয় করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে কান্ডি ব্র্যান্ডিংয়ের লোগো ও থিম 'রূপময় বাংলাদেশ' (বিউটিফুল বাংলাদেশ)-এর উদ্বোধন করা হয়। এছাড়াও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে চুক্তি অনুযায়ী পর্যটন ও টেলিকমিউনিকেশনকে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি) ও পর্যটন জোটের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে। গঠিত হচ্ছে পর্যটন সমবায় সমিতি। আশা করা যায় সম্মিলিতভাবে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমেই বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকশিত হয়ে বিশ্বের দরবারে স্থান করে নেবে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি/ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ;

[চ.বো.'২৪; ঢা.বো.'২৩; চ. বো., ব. বো.'১৯]

**ভূমিকা:**

“সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।”

- বড়ু চণ্ডীদাস

সত্যিকার অর্থেই মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো সে মানুষ; সৃষ্টির সেরা জীব। যার মধ্যে আছে বুদ্ধি, বিবেক, বিচার-বিবেচনা ও মানবতাবোধ। স্রষ্টার সব সৃষ্টির মধ্যে মানুষই কেবল সচেতনতায়, বুদ্ধিমত্তায় স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ। তবে এসব কিছু থাকার সত্ত্বেও মানুষ কখনো কখনো তার মনুষ্য পরিচয় ভুলে যায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের বিভেদ সৃষ্টি করে তারা রচনা করে নতুন নতুন কিছু পরিচয়। এরপর নিজ নিজ জাত, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রকে সমুন্নত রাখতে, নিজেদের পরিচয়কে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করতে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। জন্ম নেয় অন্যদের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আর এর থেকে সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িকতা। যার ফলে সহিংসতা ও যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর এর থেকে মানুষকে সুপথে ফেরাতে পারে কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। কালের বিবর্তনে আমাদের এ বাংলাদেশে যে জীবনধারা গড়ে উঠেছে সেখানে বসবাস করছে নানা ধর্ম-জাতি-সাম্প্রদায়িক মানুষ। এদেশের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সাম্প্রদায়িক আচার-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হলেও, এখানে কেউ কখনও কারও অনুষ্ঠান পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ- খ্রিষ্টান-বাঙালি-আদিবাসী সকলেই ছোট এ ব-দ্বীপটিতে যেন একই সূতোয় গাঁথা। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে সম্প্রীতি পরিলক্ষিত হয়।



**সম্প্রদায়:** সম্প্রদায় বলতে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বুঝানো হয়, যারা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করে এবং তাদের মধ্যে সম্প্রদায়গত মানসিকতা রয়েছে। একই সঙ্গে তাদের পেশা ও জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে মিল লক্ষ্যণীয়। যেমন বেদে সম্প্রদায়, কুমোর সম্প্রদায় ইত্যাদি। একইভাবে আমরা গ্রামীণ ও শহরের মানুষদের গ্রামীণ সম্প্রদায় ও শহুরে সম্প্রদায় হিসেবে বলতে পারি। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার সম্প্রদায়কে এমন একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেন, যারা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করে এবং যারা একই ধরনের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংহতি দৃঢ়। সম্প্রদায়ের ভিত্তি হলো এলাকা ও সম্প্রদায়গত মানসিকতা।

**সাম্প্রদায়িকতা:** সাম্প্রদায়িকতা (Communalism) হচ্ছে এক ধরনের মনোভাব। সমাজবদ্ধ মানুষ নানা ধর্ম-গোত্র-জাতি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যখন এসব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষ নিজ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে বা আদর্শ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অন্য ধর্ম, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে বিদ্বেষপূর্ণভাবে দমন করে বা তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে বা করতে থাকে, তখন তাকে সাম্প্রদায়িকতা বলে।

- লেখক ও শিক্ষাবিদ সলিমুল্লাহ খান মনে করেন, “নিজের বাসভূমে নিজের অধিকার দাবি করা সাম্প্রদায়িকতা নহে, অন্যের অধিকার অস্বীকার করাই সাম্প্রদায়িকতা।”
- বহুভাষাবিদ, গবেষক ও সাহিত্যিক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, “সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমি বুঝি অন্য সম্প্রদায় বা ধর্ম বিশেষের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালানো, কোনও জাতির ঐতিহাসিক চরিত্রকে বা কোনও ধর্মাবলম্বীর সম্মানিত পুরুষদের হীন বা বিকৃত করা।”

**সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি:** ‘প্রীতি’ শব্দটি প্রেমের সমার্থক আর ‘সম’ উপসর্গটি ‘একই’ বা ‘সমান’ অর্থদ্যোতকতা দেয়। তাই বলা যেতে পারে যে, সম্প্রীতি মানে ‘সমান প্রেম বা একই পরিমাণ ভালবাসা’। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষে মানুষে প্রীতি ও মৈত্রীর শান্তিময় সম্পর্ক ও বন্ধন হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলতে এক সাথে একই সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সহাবস্থানকে বোঝায়। সেখানে সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কোনো জাত্যভিমান থাকে না। কেউ কাউকে ছোটো ভাবে না। কেউ কাউকে বড়োও ভাবে না। কেউ নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে না। কেউ কাউকে শত্রু হিসেবে গণ্য করে না। একই সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে সকলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইনের চোখে সম্প্রদায়ভেদে সবার অধিকার সমান এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালনের অধিকারী। এ সাংবিধানিক অনুশাসনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রক্ষাকবচ।

**সাম্প্রদায়িকতার কুফল:** সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে এতই অন্ধ করে দেয়, বিচার বুদ্ধিহীন করে দেয় যে সুদীর্ঘকাল ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা লোকালয়কে মুহূর্তের মধ্যে বিরূপ ভূমি বানিয়ে ফেলতে মানুষ দ্বিধাবোধ করে না। সাম্প্রদায়িকতা কখনো কারো কোনো মঙ্গল করতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা কেবল মাত্র মানুষে মানুষে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধ, মারামারি, হানাহানি সৃষ্টি করতে পারে। এটা মানুষকে সংঘাত ও সংঘর্ষে উৎসাহী করে তোলে। মানুষের ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করে এই সাম্প্রদায়িকতা। ফলে জাতীয় জীবন স্থবির হয়ে পড়ে। মানুষের সম্পদ ও প্রাণহানি ঘটে। সমাজে অরাজকতা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। জাতীয় অগ্রগতি থমকে যায়।

**সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা:** দেশ ও জাতি গঠনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অপরিহার্য একটি বিষয়। একটি দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকে তাহলে তারা কখনোই একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে পারে না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাবে সেই জাতির ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এতে করে সমাজ ও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হলে সমাজ ব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ফলে অনিবার্যভাবেই যুদ্ধ ও সংঘাত দেখা দেয়। মানুষে মানুষে আস্থার অভাব দেখা দেয়, অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস হয়। দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এমন কি কখনো কখনো দেশের সার্বভৌমত্বও হুমকির মুখে পড়ে। শুধুমাত্র একটি দেশের ভেতরেই নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি খুবই জরুরি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে গোটা বিশ্বই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আমরা যতই উন্নয়ন পরিকল্পনা আর অর্থনৈতিক উন্নতির ঘোষণা দেই না কেন, এর জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অপরিহার্য।

**বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি:** সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এ দেশের বহুকালের ঐতিহ্য। আবহমানকাল ধরে এই ভূখণ্ডে নানা জাতি-ধর্মের মানুষ, বিশেষ করে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোক একত্রে আন্তরিকতা আর সৌহার্দের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মুসলিম দেশ। তবুও এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সাথে বাস করে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান।



সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আমাদের করণীয়। আবহমানকাল থেকে বাংলা ভূখণ্ডে নানা জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মমতের মানুষেরা পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে মিলেমিশে একত্রে বসবাসের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বা আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির ঐতিহ্য সংহত রেখেছে। কিন্তু সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করছি হঠাৎ করেই যেন হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে একটি মহল আবার সোচ্চার হয়েছে। তথ্য বিকৃত করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এবং এই সুযোগে গুজব ছড়িয়ে সহিংস কর্মকাণ্ড ঘটানো হচ্ছে যা সত্যিই উদ্বেগের। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় আমাদের করণীয় হলো –

- জাতিগত, বর্ণগত, ধর্মগত বিভেদকে তুচ্ছ করে সকলের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনকে জোড়ালো করতে হবে। সকলের প্রতি সহযোগিতা, সহমর্মিতার হাত বাড়াতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস।
- রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- ধর্মাত্মতা ত্যাগ করে মানুষের প্রতি, অন্য ধর্মের প্রতি, সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে কেউ যাতে ধর্মের অপব্যবহার করে তাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে সেদিকে নজর দিতে হবে।
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে রাষ্ট্র কর্তৃক পুলিশ ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব, বিভ্রান্তিমূলক বা উস্কানিমূলক পোস্ট, ভিডিও প্রচারকারীকে শনাক্ত করার মাধ্যমে আইনের আওতায় আনার জন্য সাইবার ক্রাইম মনিটরিং সেল গঠনসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

**উপসংহার:** “জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি” – কবির এই কথা মনে রাখা বিশ্বাস করলে কোনো মানুষের পক্ষে সাম্প্রদায়িক হওয়া সম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মানুষকে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়। দৃষ্টিভঙ্গি উদার করে। মানুষকে একে বিশ্বাস করতে শেখায়। নিজের ধর্মের প্রতি যেমন বিশ্বাস জোরালো করে তেমনি অন্যের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না এই বোধও তৈরি করে দেয়। আমাদের প্রতিটি নাগরিকের আজ প্রধান কর্তব্য হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ বন্ধনকে আরও মজবুত করা। স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেমন সকল সম্প্রদায়ের মানুষের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল, তেমনি তা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও আমাদেরকে সকল ধরনের বৈষম্য ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যেতে হবে। তাহলেই আমরা বিশ্বের বুকে একটি সভ্য ও আদর্শ জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাবো।

৭। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প/ পোশাক শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা;

[রা.বো., দি.বো., ম.বো.’২৪; ঢা.বো.’২৩, ১৭; রা.বো., কু.বো.’২৩; সি.বো., কু.বো.’১৯]

**ভূমিকা:** তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান শিল্প হিসেবে স্বীকৃত এবং এটি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বৃহত্তম খাত। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প জাতীয় অর্থনীতির প্রধান খাত হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। দেশের রপ্তানি বাণিজ্যেও পোশাক শিল্পের একচ্ছত্র আধিপত্য। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি আসে এ খাত থেকে। ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বহুলাংশে পোশাক খাতের ওপর নির্ভরশীল এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

**পোশাক শিল্পের পটভূমি/প্রেক্ষাপট:** স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭৬ সালে দর্জীদের সংগঠিত করে গার্মেন্টস শিল্পের পদচারণা শুরু হয়। দেশের দুই প্রধান নগরী ঢাকা ও চট্টগ্রামে স্বল্প পরিসরে বিক্ষিপ্তভাবে এ শিল্প প্রসারিত হতে থাকে। ১৯৭৬-১৯৭৭ অর্থবছরে মাত্র তিনটি গার্মেন্টসের তৈরি পোশাক রপ্তানির মধ্যে দিয়ে পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে ৪৭টি গার্মেন্টস শিল্প গড়ে উঠে। এরপরই গার্মেন্টস খাতে বিস্ময়কর উন্নতি ঘটে। ১৯৮৭ সাল নাগাদ দেশে ৬২৯টি এবং ১৯৯৫ সাল নাগাদ ২২৬৮টি গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯ সাল নাগাদ গার্মেন্টস শিল্পের সংখ্যা ৩০০০ ছাড়িয়ে যায়। গার্মেন্টস শিল্পের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি হতেই এ খাতের অগ্রগতির একটি প্রতিচ্ছবি লাভ করা যায়। বর্তমানে এ খাত দেশের অর্থনীতির বৃহৎ খাত, বৈদেশিক বাণিজ্যের সর্ববৃহৎ খাত এবং মহিলা শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী বৃহত্তম খাত।

**বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বাজার:** বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানি করছে। সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে থাকে যুক্তরাষ্ট্রে, যা মোট রপ্তানির প্রায় ৫৬%। দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। পোশাক শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৮৪টি ক্যাটাগরি আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ৩৬টি ক্যাটাগরি উৎপাদন করে থাকে, যার মধ্যে ১৮টি ক্যাটাগরি কোটাভুক্ত এবং বাকি ১৮টি ক্যাটাগরি কোটাবহির্ভূত। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সারা বিশ্ব থেকে ৭৮টি ক্যাটাগরির পোশাক আমদানি করে থাকে।



**দেশের তৈরি পোশাকশিল্পে করোনাভাইরাস পরবর্তী প্রভাব:** মার্চ ২০২০ এ পোশাকের জরুরী প্রয়োজনীয়তা বাতিল ও স্থগিত হওয়ায় মালিকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লে সরকার রপ্তানিমুখী কারখানার শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। সেই তহবিল থেকে প্রায় ১ হাজার ৮০০ কারখানার মালিক ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জ ঋণ নিয়ে তিন মাসের মজুরি দিয়েছেন। সাড়ে ৪ শতাংশ সুদে জুলাইয়ের মজুরি দিতে ঋণ সহায়তা পান মালিকেরা। উন্নত বিশ্বে চাহিদা হ্রাসজনিত কারণে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ঋণাত্মক ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী লকডাউনের কারণে এ রপ্তানি আরো কমে যায়। তবে করোনার প্রভাব মোকাবেলায় সরকার প্রদত্ত আর্থিক প্রণোদনার সুবিধা নিয়ে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং ধীরে ধীরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির কাজক্ষিত ধারায় ফিরে এসেছে।

**বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের শীর্ষ আমদানিকারক দেশ:** বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক আমদানির শীর্ষ ৯টি দেশ হলো- যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, স্পেন, নেদারল্যান্ড, ইতালি, কানাডা ও বেলজিয়াম। The Daily Star এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যার মূল্য প্রায় ৭২০ কোটি ডলার। জার্মানিতে ৪৮৩ কোটি ডলার, যুক্তরাজ্যে ৪৩০ কোটি ডলার, স্পেনে ৩৪২ কোটি ডলার, ফ্রান্সে ২১৪ কোটি ডলার রপ্তানি করা হয়েছে।

#### পোশাক শিল্পের গুরুত্ব:

নিম্নে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অবদান উল্লেখ করা হলো-

- **কর্মসংস্থান:** যেসব অদক্ষ মহিলা শ্রমিক হতাশায় বিনোদন রজনী যাপন করত, তাদের সুনিপুণ হাত লেগে আছে বিশ্ববাজারের জন্য পোশাক তৈরির কাজে। প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিকের কর্মস্থান হয়েছে গার্মেন্টস শিল্পে যাদের অধিকাংশই মহিলা।
- **উদ্যোক্তা সৃষ্টি:** কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের মাধ্যমে কয়েক হাজার শিল্প উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে। এসব উদ্যোক্তা যেমন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষ, তেমনি তাদের রয়েছে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থনীতি এসব দক্ষ উদ্যোক্তার সুনিপুণ প্রচেষ্টায় শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে পরিণত হবে।
- **নারী উন্নয়নে ভূমিকা:** গার্মেন্টস শিল্প উন্নয়নের ফলে নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া গার্মেন্টস শিল্প সংবিধান মোতাবেক নারীদের অংশগ্রহণ ও সুযোগ নিশ্চিত করছে।

**বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সমস্যা সমূহ:** Multi Fibre Arrangement উঠে যাওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কোটা সুবিধা ভোগ করতে পারছে না, যদিও স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে পণ্য রপ্তানিতে বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে। তবে শুধু সস্তা শ্রমিক ব্যবহার করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। এজন্য পোশাক শিল্পের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নিচে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সমস্যাগুলো আলোচিত হলো-

- **পশ্চাদসংযোগ শিল্পের অভাব:** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে কাপড়। কিন্তু বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্প (Textile Industry) এখনও পশ্চাদপদ। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের fabric-এর চাহিদার মাত্র ৩০ শতাংশ দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। বাকি fabric আমদানি করা হয়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও বেশ পিছিয়ে।
- **বন্দর সমস্যা:** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমস্যা হচ্ছে বন্দর সমস্যা। ফলে বন্দরে কাঁচামাল পৌঁছানোর পরে কারখানা গেট পর্যন্ত নিয়ে আসতে প্রায় ৩-৭ দিন সময় লেগে যায়। এর ফলে তৈরি পোশাকের ফরমায়েশ পাওয়ার পর উৎপাদন প্রক্রিয়া শেষে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করতে গড়ে ৩০ দিনেরও বেশি সময় লেগে যায়।
- **উচ্চ সুদের হার:** উচ্চ সুদের হার বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করে।
- **শ্রমিক অসন্তোষ:** বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের অন্যতম বড় সমস্যা হচ্ছে শ্রমিক অসন্তোষ। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে লক্ষ মেহনতি শ্রমিকের শ্রম ও ঘামের ফসল হলেও যথাসময়ে ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রাপ্তিতে সেই শ্রমিকরাই বঞ্চনার শিকার হয়।
- **পোশাক শিল্প সংঘটিত দুর্ঘটনা:** পোশাক শিল্প বাংলাদেশে প্রধান রপ্তানিমুখী শিল্প। বিপুল আয় সত্ত্বেও এ খাতের শ্রমিকদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটেনি। ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত অনেক ছোট বড় দুর্ঘটনায় অনেক শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছে। পোশাক শিল্পে এ বিপুল সংখ্যক প্রাণহানি দেশে-বিদেশে এ শিল্পের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে।
- **আমদানিকারকদের বিভিন্ন শর্ত:** এ দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের যেহেতু পশ্চাদসংযোগ শিল্পের অভাব রয়েছে সেহেতু আমদানিকারকগণ অনেক সময় নিজেরাই কাঁচামাল সরবরাহ করে অথবা এদেশের গার্মেন্টস কারখানাগুলোকে নির্দিষ্ট বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কাঁচামাল আমদানি করার জন্য শর্ত দিয়ে দেয়। এর ফলে অনেক সময় উচ্চ দামে কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। যা এদেশের পোশাক শিল্পের মূল্য সংযোজনের মাত্রা কমিয়ে দেয়।



**পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ:** প্রথমত, বাংলাদেশ বহুল আলোচিত (WTO (World Trade Organization)-এ) স্বাক্ষরকারী দেশ। এ চুক্তির শর্তাবলির আলোকেই বাংলাদেশকে এর বাণিজ্য নীতি, শিল্পনীতি, রপ্তানি নীতি এবং শুদ্ধায়ন নীতিও নির্ধারণ করতে হচ্ছে। এ চুক্তিতে এমন কিছু শর্ত আছে যার কারণে ২০০৫ সালের পর বাংলাদেশকে তার তৈরি পোশাক রপ্তানি অব্যাহত রাখতে হলে ঐ সময়ের মধ্যে গার্মেন্টস শিল্পের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কাঁচামাল দেশে উৎপাদন করতে হবে।

**দ্বিতীয়ত,** শ্রমমান, পরিবেশগত বিধিমালা, মানসম্মত ও নিরাপদ কর্মসংস্থান ইত্যাদি শর্তের ছদ্মাবরণে উন্নত দেশগুলো এখন বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ওপর নিত্যনতুন ও কঠিন সব প্রতিবন্ধকতা চাপিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া রয়েছে প্রতিযোগিতার নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন সব শর্ত। আমদানিকারক দেশগুলোর পরিবেশবাদী সংস্থা, বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃপক্ষ ও বাণিজ্য অধিদপ্তর এগোনিকারক প্রতিষ্ঠানের ওপর এসব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। পরিণতিতে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নষ্ট এবং তৈরি পোশাক পণ্যের বাজার সুবিধা হারাতে হতে পারে।

**পোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়:** দেশের পোশাক শিল্পের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার পদক্ষেপ নিতে হবে। কেবল সেটি করতে পারলেই বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। নিচে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যাসমূহ সমাধানে করণীয় দিকগুলো আলোচিত হলো-

- তৈরি পোশাক শিল্পের প্রধান হলো পর্যাপ্ত পশ্চাদসংযোগ শিল্প। দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি পোশাক শিল্পের পশ্চাদসংযোগ শিল্প স্থাপন করতে হবে। পশ্চাদসংযোগ শিল্পের বিকাশে কাঁচামালের যোগান দেওয়ার জন্য দেশে তুলার উৎপাদন বাড়তে হবে।
- তৈরি পোশাকের আন্তর্জাতিক বাজার আকর্ষণের জন্য পণ্যের ধরনে বৈচিত্র্য আনতে হবে এবং পণ্যের গুণগত মান আরও উন্নত করতে হবে।
- বন্দর সমস্যার সমাধান করতে হবে।
- দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
- শ্রমনীতির সংস্কার সাধন করতে হবে।
- বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য এবং বর্তমানে বিদ্যমান পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলতি মূলধন-এর চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। পোশাক শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থাপনায় (যেমন- এলসি খোলা, Duty draw back ইত্যাদি) দক্ষতা আনতে হবে এবং এক্ষেত্রে জটিলতার অবসান ঘটাতে হবে।
- পোশাক শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে।
- পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তিত অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিশ্ব বাজারে 'মেইড ইন বাংলাদেশ' টিকে থাকবে বহুদিন, বহুকাল।

**উপসংহার:** সর্বোপরি বলা যায়, গার্মেন্টস শিল্পের প্রয়োজনীয় কাপড় দেশে উৎপাদন করা সম্ভব হলে এ অর্থ যেমন দেশেই থাকবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত হতে পারবে, তেমনি নতুন প্রতিষ্ঠিত বস্ত্র কলসমূহে বিপুলসংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হতে পারবে। এছাড়া দেশি এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন বাংলাদেশকে বর্তমানে দরিদ্র অবস্থা থেকে বের করে আনার একমাত্র উপায় হচ্ছে ব্যাপক শিল্পায়ন। তাই যে শিল্প ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সহায়ক হবে, সে শিল্প গড়ে তোলার দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। দক্ষ শ্রমিক ও অনুকূল কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হলে বহির্বিশ্বে এই খাতের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হবে। প্রতিযোগী দেশগুলোকে পেছনে ফেলে সর্বোপরি থাকবে বাংলাদেশের নাম এটাই প্রত্যাশা।

দপ্তর

০৬। দেশপ্রেম

[ব.বো.'২৪; য.বো.'২৪, ১৭ কু.বো.'২৪; দি.বো.'২৪, ১৯, ১৭; চ.বো.'২৩; রা.বো., চ.বো.'১৭]

ভূমিকা:

“সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে  
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে।”

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বদেশপ্রেম মানব চরিত্রের সূক্ষ্মার বৃত্তিগুলোর অন্যতম। জননী যেমন সন্তানের কাছে আজীবন পূজনীয়, দেশও তেমনি মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় মোহনীয়। তাই জন্মলগ্ন থেকে মায়ের মতো দেশের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও মমত্ববোধ গড়ে ওঠে। স্বদেশ যত ক্ষুদ্র, দুর্বল বা সমস্যাশীর্ণ হোক না কেন, প্রতিটি মানুষের কাছে তার দেশ সকল দেশের সেরা। স্বদেশের মানুষ, তার প্রকৃতি, প্রাণিকুল, প্রতিটি ধূলিকণা দেশপ্রেমিকের কাছে পরম পবিত্র।



**স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ:** যে ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং বেড়ে ওঠে সেটিই স্বদেশ। স্বদেশের প্রতি মানুষের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ গড়ে ওঠে। এ থেকেই স্বদেশপ্রেমের সূত্র। স্বদেশপ্রেম মানুষের একটি সহজাত গুণ। জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ দেশের মাটি, পানি, আলো, বাতাস, পরিবেশ, সংস্কৃতি ইত্যাদির সংস্পর্শ লাভ করে। তার দেহ, মন, আদর্শ সবকিছুই দেশের নানা উপাদান দ্বারা পুষ্ট। তাই মানুষ স্বদেশের মানুষ, প্রকৃতি, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সবকিছুকে ভালোবাসে। স্বদেশের প্রতি এ ভালোবাসাই হলো স্বদেশপ্রেম। বস্তুত দেশপ্রেমের উদ্ভব আত্মসম্মতবোধ থেকে। যে জাতির আত্মসম্মতবোধ যত প্রখর, সে জাতির স্বদেশপ্রেম তত প্রবল। নিঃস্বার্থ, অহিংস দেশপ্রেমই স্বদেশপ্রেম।

**স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ:** স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা মানবরুদয়ে সর্বদাই বহমান। মনের গভীর অনুরাগ থেকে জন্ম নেয়া স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পায় বিশেষ সময়ে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিচিত্র কার্যকলাপের মাধ্যমে। বিশেষত দেশ ও জাতির দুর্দিনেই স্বদেশপ্রেমের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনের মাধ্যমেই দেশের প্রতি ভালোবাসার উৎসারণ ঘটে। জাতীয় জীবনের দুঃসময়ে স্বদেশপ্রেম প্রবল হয়ে ওঠে। কোনো বিদেশি অপশক্তি যখন দেশকে পরাধীনতার অন্ধকারে টেনে নিতে চায়, তখন স্বদেশপ্রেমই মুক্তিতে সামিল হবার জন্যে জাতির মনে চেতনা জাগায়। দুর্বীর প্রাণশক্তিতে স্বদেশের সম্মান রক্ষার জন্যে মানুষকে আত্মত্যাগের মহামন্ত্র শিক্ষা দেয়। দেশপ্রেম মানুষকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একই প্রাণের বন্ধনে আবদ্ধ করে। কারো কাছে মাথা নত করা নয়, বরং মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে বাঁচতে শেখায়। তাই দেশপ্রেমিক আপন দেশের মর্যাদা রক্ষার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়।

**স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত:** যুগে যুগে অনেক বরোণ্য ব্যক্তি দেশ ও জাতির কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করে স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সারা বিশ্বের মানুষ তাদের স্মরণ করে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। তাঁদের দৃষ্টান্ত বর্তমান ও অনাগত কালের মানুষের জন্যে হয়ে থাকবে চিরন্তন প্রেরণার উৎস। এ উপমহাদেশের তিতুমীর, রানা প্রতাপ, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বাংলাদেশে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখ দেশপ্রেমের অম্লান স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষ অকাতরে জীবন দিয়ে দেশপ্রেমিক হিসেবে অমর হয়ে আছেন। এছাড়া শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক, আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ইতালির গ্যারিবাল্ডি, রাশিয়ার লেনিন ও স্টালিন, চীনের মাও সে তুং, আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, ভিয়েতনামের হো-চি মিন, তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশা প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিশ্ব অঙ্গনে দেশপ্রেমের উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। দেশের প্রতি এসব দেশপ্রেমিকের ভালোবাসা ইতিহাসে অম্লান ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর থাকবে চিরকাল।

**দেশপ্রেমের প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ:** দেশপ্রেম শব্দটি কেবল একটি নির্দিষ্ট ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের প্রতিটি কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে, চলনে-বলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে এবং দেশপ্রেমকে জাগিয়ে তোলা যায়। সংস্কৃতি দেশের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই নিজ দেশকে ভালোবাসা মানে দেশের সংস্কৃতিকে নিজ হৃদয়ে লালন করা। বিশ্বায়নের প্রভাবে আমরা পরিচিত হচ্ছি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে। আমাদের দেশের তরুণ সমাজ আজ নিজ সংস্কৃতি ভুলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে অন্ধ অনুকরণ করছে। তাদের কথা-বার্তা, চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস, রুচি প্রভৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। কিন্তু এ অবস্থা চলতে দেওয়া যাবে না। নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে লালন করে একে আরও যুগোপযোগী করে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। টাকা আছে বলেই বিদেশি পণ্য ব্যবহার করব এ ধরনের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। দেশজ পণ্য ব্যবহারে আগ্রহী হতে হবে। দেশীয় পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে দেশজ শিল্পের বিকাশে ভূমিকা রেখে দেশপ্রেমকে জাগ্রত করতে হবে। প্রবাসে কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে এবং সৎ থাকতে হবে। কারণ এর মাধ্যমেই বিদেশিরা আমাদের দেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে। তাই সবসময় চেষ্টা করতে হবে কীভাবে বিশ্বের দরবারে আমাদের দেশকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

**দেশপ্রেম ও নৈতিক আদর্শ:**

“স্বদেশের ভালোবাসা বৃথা হবে অতি  
যদি তাতে নাহি থাকে নীতি ও প্রীতি।”

নৈতিক আদর্শবান মানুষের পক্ষেই খাঁটি দেশপ্রেমিক হওয়া সম্ভব। নীতিবান মানুষ কখনো কোনো অন্যায়, অনিয়মের সাথে আপোস করতে পারে না। একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কখনও বৃহত্তর স্বার্থকে উপেক্ষা করে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেন না। রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের প্রতি তিনি অবিচল শ্রদ্ধাশীল। আর ন্যায়পরায়ণতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, কর্তব্যপরায়ণতা হচ্ছে স্বদেশপ্রেমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাই দেশপ্রেম ও নৈতিক আদর্শ পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, নৈতিক আদর্শে সমৃদ্ধ ব্যক্তি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে এমন কোনো কার্য করেন না যা জাতি বা রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক নয়। তাই মানুষের মাঝে দেশপ্রেমের স্পৃহা জাগ্রত করতে হলে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। ধর্মগ্রন্থে আরোপিত বিধিনিষেধগুলো যথাযথভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে মানুষের নৈতিকতার বল দৃঢ় করা যায়। মানবতাবোধ জাগ্রত করে, ‘মানুষ মানুষের জন্য’ এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে নৈতিকতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে; দেশপ্রেমকে শাণিত করা যায়।



**স্বদেশপ্রেম:** স্বদেশপ্রেম মূলত বিশ্বপ্রেমেরই ভিত্তি। বিশ্বজাতৃত্ববোধের চেতনা জাগ্রত করতে না পারলে প্রকৃত স্বদেশপ্রেম সম্ভব নয়। দেশ, দেশের মাটি ও দেশের মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মানুষ বিশ্ববাসীকে ভালোবাসতে শেখে। উগ্র জাতীয়তাবোধে কোনো স্বার্থকতা নেই। দেশজননী, বিশ্বজননী এক ও অভিন্ন। স্বদেশপ্রেমের মাধ্যমে মানুষ সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর প্রাণের মিলনে সাড়া দেয়। তাই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম আর বিশ্বপ্রেমের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। স্বদেশপ্রেমের মধ্যে বিশ্ব ঐক্যের মন্ত্র প্রোথিত আছে বলেই রবীন্দ্রনাথ, শেখস্পির, নিউটন, নজরুল দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে বিশ্বের সকল মানুষের হৃদে পেরেছেন। দেশমাতা আর বিশ্বমাতা যে একই সম্পর্কে বাঁধা তা আমরা কবিশুরর বাণীতেই খুঁজে পাই-

“ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা

তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।”

**দেশপ্রেমের উগ্রতা:** দেশপ্রেম যেখানে মানুষের এক উন্নতবৃত্তি, সেখানে তা ত্যাগ তিতিক্ষার মহৎ বৈভবে উদ্ভাসিত এক গৌরবের বস্তু ও অহংকারের বিষয়। কিন্তু দেশপ্রেম যেখানে অন্ধ ও উগ্র, সেখানে জাতির জীবনে তা বিপজ্জনক। সেখানে তা ডেকে আনে এক ভয়াবহ সর্বনাশা পরিণতি। উগ্র দেশপ্রেম দিকে দিকে শুধু স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অনেক রাষ্ট্রনায়ক কায়ম করে একনায়কতন্ত্র। এরা দেশপ্রেমিক নয়, বরং এরা দেশ ও জাতির শত্রু। ইতালির মুসোলিনি, জার্মানির হিটলার- এরা স্বদেশপ্রেমের ইতিহাসে এক একটি কলঙ্কিত নাম। এরা কেবল নিজের দেশের অশ্রুই ঝরায়নি, বিশ্বমায়েরও অশ্রু ঝরিয়েছে। মানুষ তাদের কথা স্মরণ করে তীব্র ঘৃণার সাথে।

**দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণে আমাদের করণীয়:** জন্মের পর থেকেই আমাদের হৃদয়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হতে থাকে। এটি এমন একটি বিষয় যা কখনো শিখিয়ে দিতে হয় না। এটি জন্মসূত্রেই মানুষের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়। তারপরও দেশপ্রেমকে জাগিয়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজন আছে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণে নিম্নোক্ত উদ্যোগ নিতে হবে-

- “ব্যক্তি নয়, দল নয়, দেশই বড়।” – এই বোধ সাধারণের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে।
- প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য সততার সাথে পালন করতে হবে।
- কোনো অন্যায়, অবিচার বা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।
- দেশের প্রচলিত আইন-কানূনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে।
- দেশের সকল মানুষকে ভালোবাসতে হবে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করতে হবে।
- দেশ যত ক্ষুদ্র, দুর্বল, দরিদ্র হোক না কেন; দেশকে ভালোবাসতে হবে।
- জাতীয় প্রচার মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণে উৎসাহব্যঞ্জক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে।
- বিদেশি সংস্কৃতি নয়, নিজস্ব সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করতে হবে।

**উপসংহার:** দেশপ্রেম মানুষের জীবনের অন্যতম মহৎ চেতনা। এটি একটি নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ অনুভূতি। এই প্রেম মানুষকে সব সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠতে সহায়তা করে। এটি মানুষের মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাছে দেশের মঙ্গলই একমাত্র কাম্য। স্বদেশপ্রেম দেশ ও জাতির অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রেরণাময় চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে তাই সবাই এক চেতনায়, এক প্রাণ হয়ে মহৎ লক্ষ্যে ব্রতী হয়। কাজেই ব্যক্তিস্বার্থ নয়, দেশ ও জাতির স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। দেশ গড়ার কাজে, মঙ্গলজনক কাজে আমাদের সবাইকে নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। কবির ভাষায়-

“কাহারোও তুমি ভাবিও না পর হিন্দু-মুসলমান

ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, যেই হোক, সে যে স্বদেশের সন্তান।”

একুশ শতকের বিশ্বসভায় মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য আজ সবার হৃদয়ে দেশপ্রেমের সঞ্চার ঘটিয়ে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তবেই অর্জিত হবে দেশপ্রেমের চূড়ান্ত সার্থকতা।

১। তথ্যপ্রযুক্তি ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ/ তথ্য প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ

[য.বো.'২৪, ১৯; কু.বো.'২৪, ১৭; ম.বো.'২৪; রা. বো.'২৩, ১৯; চ. বো.'১৯; ব. বো.'১৯; সি. বো.'১৯; রা. বো.'১৭]

তথ্য প্রযুক্তি ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

**সূচনা:** সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির মহাসড়কে আরোহণ করেছে এবং দুর্বীর গতিতে সাম্য এগিয়ে যাচ্ছে। গত এক যুগে বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মানবজীবনের এমন কোটেশ্বর এখন নেই যেখানে তথ্য-প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগেনি। এই যাদুর কাঠির পাশে আমাদের সকলের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যাবসা-বাণিজ্য-মানবজীবনের প্রতিটি স্তরেই এখন এর প্রভাব অপরিসীম। আগামীর পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান নিয়ামক এই তথ্য-প্রযুক্তি।



**বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার:** বর্তমানে বাংলাদেশকে অভিহিত করা হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে। এর পেছনে অবশ্য জোরালো কারণও রয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখন প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে এমনকি স্কুল কলেজের ভর্তি কার্যক্রম এখন অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়। প্রশাসন পরিচালনা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, দরপত্র গ্রহণের মতো কাজও অনলাইনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। ই-বুক, ই-কমার্স, ই-লার্নিং, ই-গভর্নেন্সের মতো কার্যক্রমের কথা এখন মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। দেশে 'আইসিটি ইনকিউবেটর', 'আইসিটি পার্কের' মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেখানে শত শত মানুষ কাজ করছে। এরই পথ ধরে সরকার 'ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি' নামে প্রতিষ্ঠান গড়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার সারা দেশব্যাপী নব্বইটি গ্রামীণ ডাকঘরকে এবং প্রায় পাঁচশত উপজেলা ডাকঘরকে ই-সেন্টারে পরিণত করেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোবাইল মানি অর্ডার ও পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মতো সেবার সাথে সাধারণ মানুষকে পরিচিত করা সম্ভব হয়েছে।

**বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশে সরকারের পদক্ষেপ:** বাংলাদেশকে তথ্য-প্রযুক্তি খাতে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যা দেশকে প্রযুক্তির মহাসড়কে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এর মধ্যে- উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা যার মাধ্যমে একেবারে প্রান্তিক মানুষজনও তথ্য-প্রযুক্তির সেবাকে হাতের নাগালে পাচ্ছে। এরপর রয়েছে একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সকল এলাকাকে ডিজিটাল টেলিফোন ও সেবার আওতায় নিয়ে আসা। তবে শুধু প্রান্তিক পর্যায়েই নয়, বরং বৃহৎ পরিসরে তথ্য-প্রযুক্তি খাতের উন্নতির জন্য গাজীপুরে ২৬৫ একর জমির ওপর 'হাইটেক পার্ক' স্থাপন করা হয়েছে। রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে 'আইসিটি পার্ক' আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফটওয়্যার ও অন্যান্য প্রযুক্তি পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'আইসিটি বিজনেস প্রমোশন সেন্টার'। দেশের প্রতিটি স্কুলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কম্পিউটার ও প্রজেক্টর প্রদান করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ডিজিটাল ল্যাব। এছাড়া শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক আইসিটি পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য 'আইসিটি ইন্টারশীপ' প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে বিদেশি মুদ্রা অর্জনের জন্য যুবকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাদের পেশাকে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। সরকারের এতসব পদক্ষেপের ফলে 'আইসিটি' কথাটি এখন আর কারও কাছে সুদূর কল্পনার কোনো বিষয় নয় বরং এটি তাদের সামনে এখন প্রতিষ্ঠিত এক সত্য।

**বাংলাদেশে প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিপ্লব:** ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতাহার ছিল বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করা। ১৫ বছর পর আজ সেই স্বপ্ন একটি প্রতিষ্ঠিত বাস্তব সত্য। এই দেড় দশকে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে প্রযুক্তির যে প্রসার তাকে ডিজিটাল বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হলে ভুল হবে না। ইউরোপের রেনেসাঁ যেমন সেখানে এক নবজাগরণ ঘটিয়েছিল, এই ডিজিটাল বিপ্লবও আমাদের দেশে তেমনি এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে বলেই দেশবাসীর বিশ্বাস। মেট্রোরেল, গভীর সমুদ্রবন্দর, ডিজিটাল আইল্যান্ড প্রভৃতি সেবা প্রকল্পগুলো আমাদের এই বিপ্লবের পথে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত প্রযুক্তি সেবা পৌঁছানোর ফলে একজন নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষও এর সুফল ভোগ করতে পারছেন। গ্রামীণ পর্যায়ে নতুন নতুন উদ্যোক্তা গড়ে উঠছে যারা নিজেদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি অন্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছেন। ২০২৪ সালের তথ্যমতে বাংলাদেশে মোট মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৯ কোটি ৬২ লাখ এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৪ কোটি ২২ লাখ। প্রতিনিয়ত এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সেবা-প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে চালু হয়েছে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মতো সেবা। সরকারি কাজকর্ম অনলাইনে সম্পাদন করা হচ্ছে। জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান, পাসপোর্টের আবেদন, ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন করার মতো জটিল কাজ গুলো অনলাইনের মাধ্যমে অনেক সহজেই সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করতে ৫৫টি জেলায় বিদ্যমান মৌজা, ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটাইজেশনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। মানুষের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রণীত হয়েছে 'তথ্য আইন' এবং মানুষের ডিজিটাল জীবন সুরক্ষিত রাখতে প্রণীত হয়েছে 'আইসিটি অ্যাক্ট'। শিক্ষিত ও স্বল্প-শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং দেশ ইতোমধ্যে এর ফলও ভোগ করতে শুরু করেছে।

**কৃষিতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার:** বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাচীন প্রথাগত পদ্ধতির কৃষিতে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় যেন নতুনভাবে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। নিত্য-নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়ায় কৃষি এখন একটি লাভজনক কাজে পরিণত হয়েছে। উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহারে একর প্রতি ফলন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি নানা আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার কৃষিকাজকে করেছে আরও সহজ ও গতিশীল। ড্রাগন ফল, মাশরুম, স্ট্রবেরির মতো নতুন নতুন ফসল চাষের ক্ষেত্রে মানুষ যেমন আগ্রহী হচ্ছে, তেমনি বিদ্যমান ফসলগুলোর উৎপাদনেও এসেছে নতুন নতুন সাফল্য। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনের ফলে বিরূপ প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতেও উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু করা যাচ্ছে। যার ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করছে। গৃহপালিত পশু-পাখি পালনেও নতুন নতুন প্রজাতি ও পদ্ধতির ব্যবহারে সাফল্য আসছে। সৌরশক্তি, বায়োফুয়েল ও বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার কৃষকদের কায়িকশ্রম লাঘব হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ভাসমান পদ্ধতিতে মাছ চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে, এমনকি জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থাও এ পদ্ধতিকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। পাশাপাশি বন্যপ্রাণ এলাকায় ভাসমান পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি এবং শাকসবজি চাষের মতো উদ্যোগও সফলতা লাভ করেছে। মানুষের উদ্ভাবনী চিন্তার সাথে প্রযুক্তির মিশেলে কৃষিকাজ করার ফলে একেবারেই এক অভাবনীয় সাফল্য এসেছে যা পূর্বে কখনো লক্ষ করা যায়নি।



**শিক্ষাব্যবস্থায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার:**

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে ব্যবস্থাপনায় কাজ এখন অনেক সহজেই সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি, প্রবেশপত্র, প্রশংসাপত্র প্রদান, ছাড়পত্র প্রদান, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল তৈরি করা, শিক্ষক-কর্মচারীদের উপস্থিতি যাচাই, শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করা, এস এম এস এর মাধ্যমে নোটিফিকেশন পাঠানো— প্রভৃতি কাজ প্রযুক্তির কল্যাণে সহজ হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের ওপর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তাদের পড়াশোনায় ফাঁকি দেবার সুযোগ কমে এসেছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের মাধ্যমে পাঠদান করা এখন একটি সাধারণ বিষয়। ই-বুক প্রচলনের ফলে শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে বইয়ের চাপ কমে গেছে। শিক্ষা গ্রহণ শিক্ষার্থীদের কাছে এখন একটি আনন্দদায়ক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

**চিকিৎসা সেবায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার:**

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে চিকিৎসাসেবা এখন মানুষের কাছে অনেক বেশি সহজলভ্য হয়ে গেছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের ফলে মানুষকে এখন রোগ নির্ণয়ের জন্য বেশিদূর যেতে হয় না। আবার, অনলাইনের মাধ্যমেই এখন ডাক্তারের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে ঘরে বসেই ২৪ ঘণ্টা ডাক্তারের সেবা পাওয়া এখন সম্ভব। স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত সকল তথ্য এখন জানতে পারা যায়। ফলে টেলিমেডিসিন কথারি এখন সবার কাছেই পরিচিতি লাভ করেছে।

**বেকারত্ব দূর করতে তথ্য-প্রযুক্তির অবদান:**

ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের ফলে দেশে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে, যারা নিজেরা স্বাবলম্বী হবার পাশাপাশি অন্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরও আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করছে। গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েবসাইট ডিজাইনের মতো বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে শত শত বেকার যুবক আজ ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে ঘরে বসেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ সরকারও তাদের এ কাজকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এছাড়া ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর ব্যবসা করেও অনেকে স্বাবলম্বী হবার পথ খুঁজছে। দেশে ইন্টারনেট-ভিত্তিক শিক্ষা প্রসারে টেন মিনিট স্কুলের মতো এডটেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার মাধ্যমে বহু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

**তথ্য-প্রযুক্তির অপপ্রয়োগ ও এর ক্ষতিকর দিক:**

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশ নানা ক্ষেত্রে যেমন অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে। তেমনি এর অপব্যবহারের ফলে নানাবিধ ক্ষতিকর অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রযুক্তির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাস্তব জ্ঞানার্জন থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। ফলে অনেকেই বাস্তব জীবনে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। অধিক সময় ধরে কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা বা মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে মানুষের নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে যার ক্ষতিকর প্রভাব সুদূর প্রসারী হতে পারে। প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজেই নানা সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে বাঙালির অনেকেই আজকে নিজেদের সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছে। অনলাইন গেম, ওয়েব সিরিজ বা নীল ছবির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এদেশের যুবসমাজ নিজেদের যে সর্বনাশ ডেকে আনছে তা অপরিমেয়। হ্যাকিং, স্প্যামিং ও অনলাইন বুলিংয়ের শিকার হয়ে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন হুমকির মুখে পড়ছে। বলা হয়, অনলাইনের জগতে কেউই নিরাপদ নয়। তাই সকলেরই উচিত এর ব্যবহারে সচেতন থাকা।

**উপসংহার:**

গতিশীল জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তথ্য-প্রযুক্তি খাতে দক্ষতা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। তাই আমাদের সকলেরই উচিত এ দক্ষতা অর্জন করা। তবে সবসময়ই খেয়াল রাখতে হবে, প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা যেন প্রযুক্তিকে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দিয়ে না দেই। ডিজিটাল বাংলাদেশ বা জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার যে আন্দোলন দেশে চলমান, সেখানে আমাদের সবাইকেই সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সকল খাতে যথাযথ বিনিয়োগ নিশ্চিত করা, একমুখী ও বৈষম্যহীন ব্যবস্থা প্রবর্তন করাও আবশ্যিক। বাংলাদেশকে সত্যি সত্যিই ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করতে হলে প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। এর সুবিধা যেন কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে সীমাবদ্ধ না থাকে সে ব্যাপারে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষা ও প্রযুক্তিখাতে যথাযথ বিনিয়োগ ও বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে জনগণকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব না হলে, প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে কখনোই প্রযুক্তিখাতের প্রকৃত সুফল ভোগ করা সম্ভব হবেনা। প্রযুক্তির এ অগ্রযাত্রায় তাই সকল স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সকলকে এর সুফল ভোগে অংশ নিতে দিতে হবে।



০৮। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য/ রূপসি বাংলাদেশ;

[কু.বো.'২৪; সি.বো. ম.বো.'২৩; ব. বো.'১৯; য. বো.'১৯; দি. বো.'১৯; চ. বো.'১৭; দি. বো.'১৭]

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য/ রূপসি বাংলাদেশ

**ভূমিকা:** অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্ভারে পরিপূর্ণ আমাদের এই বাংলাদেশ। এদেশের মতো বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। এদেশের সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমাদের নয়ন-মনের তৃষ্ণা মেটে। পালক্রমে আসা ছয়টি ঋতুতে এদেশের প্রকৃতি ভিন্ন রূপে, ভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়। বাংলার প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়ে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিরা কত অপূর্ব সুন্দর কবিতা ও গান রচনা করেছেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতায় এদেশের প্রকৃতির আপন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে এভাবে:

ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,  
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা;  
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ সৃতি দিয়ে ঘেরা

**বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির রূপ:** বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক লীলাভূমি আমাদের এই জন্মভূমি। এদেশে রয়েছে উচু-নিচু পাহাড়, সুনীল সাগর, অব্যবহৃত মাঠ, রৌদ্রকরোজ্জ্বল সুনীল আকাশ- যা এক অপূর্ব চিত্তহারা সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। নদীবিধৌত সরস ভূমি বলেই হয়তো এখানে অনায়াসে অসংখ্য বৃক্ষ জন্মে-যা সবুজের সমারোহ সৃষ্টি করে। আবার এদেশে বিভিন্ন অঞ্চলভেদে প্রকৃতির আলাদা সৌন্দর্য লক্ষণীয়। ভাওয়াল, মধুপুর ও লালমাই পাহাড়ের গজারি ও শালবন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল, উত্তরে গারোপাহাড়, সিলেটের চা বাগান, দক্ষিণের সুন্দরবন আর দ্বীপগুলো অপূর্ব সুস্বাদু। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে থাকা দ্বীপভূমিতে নারকেল আর সুপারির বাগানে শোনা যায় বাতাসের মধুর গুঞ্জরণ। সমুদ্রের উত্তাল গর্জনে ভেসে আসে অব্যক্ত ভাষার ছন্দময়তা। কবি জীবনানন্দ দাশের ভাষায়-

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ  
খুঁজিতে যাই না আর;  
....চারদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ

জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশ্বখের করে আছে চূপ;

**পল্লি বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য:** গ্রামবাংলার সৌন্দর্যই এদেশের প্রকৃত সৌন্দর্য। ৮৭ হাজারেরও বেশি গ্রাম রয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশে। এদেশের মাঠে মাঠে সোনার ফসল ফলে। গ্রামে গ্রামে আম-কাঁঠাল, তাল-নারকেল, সুপারি, খেজুর, গাছের সারি। প্রকৃতি এখানে অকৃপণ। যেন সৌন্দর্যের হাট বসেছে পল্লিতে। যেদিকে চোখ যায় কেবল অন্তহীন সবুজের সমারোহ। তৃষ্ণার্ত চোখে নেশা ধরে যায়। মনে হয় বিচিত্রবেশী প্রকৃতি যেন তার সৌন্দর্যে মিশে যেতে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। শ্যামল বৃক্ষের শোভা আর ছায়ামিষ্ট পল্লির কুটিরগুলো যেন শীতল পরশ দিয়ে ভালোবেসে সবাইকে আপন করে নেয়। মাঠে মাঠে রাখালের গোরু চরানো আর মাতাল বাঁশির সুর উদাস দুপুরকে এক অনন্যমাত্রায় নিয়ে যায়। কোথাও কোথাও পায়ে চলা পথের ওপর বাঁশঝাড় অবাধ্য ভঙ্গিতে নুয়ে পড়েছে। মাঠের মধ্যে বিচিত্র বৃক্ষরাজি শোভা পায়। স্তব্ধ অতল দিঘির কালো জল আর আকাশের নীলে যেন বন্ধুত্বের মেলা বসে। পল্লিমায়ের আঁচলে সোনা ধরে। সে আঁচলের পরশে বাংলার মানুষের জীবনেও আসে সুখ আর প্রশান্তি। বাংলার পল্লিতে জারি, সারি, ভাটিয়ালি সুরের এক অকৃত্রিম বন্ধন করেছে। সে বন্ধন যেন নদীর কলকল ধ্বনির সঙ্গে একাকার হয়েই বেজে ওঠে। এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করে বাংলার কবি, লেখক, বাউল ও চিত্রকরদের। তাইতো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন-

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি  
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস  
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি.....

**বাংলাদেশের নদ-নদীর সৌন্দর্য:** এদেশের প্রকৃতিতে নদ-নদী যুক্ত করেছে সৌন্দর্যের নতুন মাত্রা। সবুজ প্রকৃতির কোলে তরঙ্গের সুর তুলে রূপালি নদী বয়ে চলে অবিরত। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, মধুমতি, ধলেশ্বরী, ইছামতি, কর্ণফুলি, বুড়িগঙ্গা আরও কতো মধুর নামের নদীর ধারা বহমান এই বাংলাদেশে। তাইতো নদীর সঙ্গে এদেশের মানুষের গভীর মিতালি। নদী এদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাছাড়া ঢেউয়ের ছায়াং ছায়াং শব্দ, নদীর বুকে সূর্যাস্তের প্রতিচ্ছবি, পানকৌড়ি আর মাছরাঙার জলকেলি কখনো নদীর বুকে ভেসে চলা পালতোলা নৌকার অপূর্ব শোভা এক নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। সন্ধ্যায় জেলের নৌকা মিটমিট করে জ্বলে ওঠা বাতিগুলো দেখে মনে হয় যেন নদীর বুকে আলোর মিছিল ছুটেছে। নদীর দুই তীরের সৌন্দর্য দারুণ মনোহর বিভিন্ন নদ-নদী বাহিত পলিমাটিতে বাংলাদেশ যেমন হয়েছে শস্য-শ্যামলা, আবার নদী রুদ্ররূপ ধারণে হয়ে ওঠে উত্তাল। কঠোরে কোমলে নদীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ আলাদা হলেও বহমান নদী কৃষিপ্রধান বাংলার আশীর্বাদস্বরূপ।



**বাংলার উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থান:** কর্মক্লান্ত জীবনের অবসরে মানুষ পরিচ্ছন্ন মনের খোরাক জোগাতে কখনো প্রকৃতির মাঝে অপার শান্তি খুঁজে নিতে চায়। প্রকৃতিও তার রূপ আর ঐশ্বর্যের হাত বাড়িয়ে দেয় মানুষের দিকে। প্রকৃতি ও মানুষের ভালোবাসার সেতুবন্ধন রচনা করে এদেশের পর্যটন স্থানগুলো। সৌন্দর্যময়ী আমাদের মাতৃভূমি যুগ যুগ ধরেই বিদেশি পর্যটকদের কাছে অনেক আকর্ষণীয়। এদেশের পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি ও প্রকৃতির হৃদয়ে মিশে থাকা সব পর্যটন কেন্দ্র খুব সহজেই পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

**বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের সৌন্দর্য:** বাংলাদেশের কক্সবাজারে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত, যার দৈর্ঘ্য ১২০ কিলোমিটার। এর একদিকে পাহাড় অন্যদিকে সমুদ্রের নীল জলরাশি মনে জাগায় এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। পটুয়াখালী জেলায় রয়েছে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত যেখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য থেকে অবলোকন করা যায়। এসব সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে। এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিবছর অসংখ্য পর্যটক আসে এসব সৈকত দেখতে। সাগর-সৈকতের অনাবিল সৌন্দর্য সকলের নজর কেড়ে নেয়।

**কবি-সাহিত্যিকের ভাষায় বাংলার রূপ সৌন্দর্য:** বাংলার প্রকৃতি রূপের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। প্রকৃতির বর্ণিল আয়োজন ভাবুক কবির মুগ্ধ দৃষ্টিতে অনন্ত সৌন্দর্যের সুধাধারা বইয়ে দেয়। প্রকৃতির নানা রঙের আবহকে আপন মনের অনুভবে রাষ্ট্রিয়ে তোলেন কবি-সাহিত্যিকরা। সুদূর বিদেশে থেকেও শৈশবের নদীকে ভুলতে পারেননি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কপোতাক্ষ নদের জগকে তিনি তুলনা করেছেন মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এদেশে জন্মগ্রহণ করে বলেন, “সার্থক জন্ম আমার জন্মোহি এদেশে”। ছিজেন্দ্রলাল গাইলেন- “এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।” কবি জসীমউদ্দীন তাঁর ‘দেশ’ কবিতায় এদেশের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের বর্ণনা, বনাঞ্চল ও নদীকেন্দ্রিক মানুষের জীবন ও জীবিকার অতুলনীয় রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনানন্দ দাশ এদেশের রূপে মুগ্ধ হয়ে মৃত্যুর পরেও আবার ফিরে আসার বাসনা ব্যক্ত করেন। এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ কবি-সাহিত্যিকরা নিজের অনুভবকে প্রকাশ করেছেন লেখা ও কবিতায়—যেখানে প্রকৃতি সাহিত্যের উপাদান হিসাবে কাজ করছে।

**উপসংহার:** বাংলাদেশের মানুষ সৌন্দর্যপ্রেমী। প্রকৃতিরাজ্যের বিশাল সম্ভার সৌন্দর্য পিপাসু মানুষের চোখের ক্ষুধা ও মনের ক্ষুধা দুটোই মেটায়। একদিকে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য যেমন মানুষকে করে মুগ্ধ-কোমল অনুভূতিপ্রবণ তেমনি আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের মানুষকে করে সাহসী ও সংগ্রামী। সব মিলিয়ে রূপসি বাংলার রূপ-মাধুর্য-ঐশ্বর্যে এদেশের মানুষ মুগ্ধ।

০৯। অধ্যবসায়

চ.বো., সি.বো.: ২৩; ঢা. বো.: ১৭; ব. বো.: ১৭; য. বো.: ১৭

### অধ্যবসায়

**ভূমিকা:** কোনো কাজে একবার ব্যর্থ হলে তাতে সফলতা লাভ করার জন্য বারংবার চেষ্টা বা সাধনা করার নামই অধ্যবসায়। মূলত অধ্যবসায় হলো কতিপয় গুণের সমষ্টি। পরিশ্রম, ধৈর্য, আন্তরিকতা ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ে অধ্যবসায় পূর্ণতা লাভ করে। আবার মনের আস্থা ও বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপদানের জন্য সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে পরিশ্রম করাকে ও চেষ্টার পুনরাবৃত্তিকে অধ্যবসায় বলে। সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, ব্যর্থতা-সফলতা এগুলো সাপেক্ষ বিষয়। অর্থাৎ একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল। বাস্তব জীবনে ব্যর্থতা ও সফলতা পাশাপাশি অবস্থান করে এবং একটির পর অপরটি ক্রমান্বয়ে আসে। তাই কোনো কাজে বিফল হলে তাতে হাল না ছেড়ে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। কারণ, ‘Life means struggle’ আর অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই একদিন সফলতার চরম শিখরে আরোহণ করা সম্ভব হয়। অধ্যবসায় ছাড়া মানবজীবনে উন্নতির আশা কল্পনা মাত্র। তাই জীবনে বড়ো হতে হলে আমাদের সবাইকে অধ্যবসায়ী হতে হবে।

**অধ্যবসায় কী:** ‘অধ্যবসায়’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো অবিরাম সাধনা। কোনো কাজে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ধারণের মধ্য দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার নামই অধ্যবসায়। মূলত, কতিপয় গুণের সমষ্টি যেমন: উদ্যম, উদ্যোগ, নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টা আর আন্তরিকতার মাধ্যমে অধ্যবসায় পরিপূর্ণতা পায়। সামনে বাধা এলেও পিছপা না হয়ে ধৈর্য সহকারে গন্তব্যে পৌঁছানোর বিরামহীন প্রচেষ্টাই অধ্যবসায়।

**অধ্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য:** অধ্যবসায় মানব চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। মানুষের নিরন্তর চেষ্টা, উদ্যোগ, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ধৈর্য ইত্যাদি কতিপয় মহৎ গুণ সম্পৃক্ত হয়েই অধ্যবসায়ের পরিচয় স্পষ্ট করে তোলে। মানবজীবন কর্মময়। এই কর্মময় জীবনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে, উৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে, নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে সফলতার লক্ষ্য অর্জনে আত্মনিয়োগ করতে পারলেই অধ্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

**অধ্যবসায়ের স্বরূপ:** আমাদের বাসযোগ্য পৃথিবী আধুনিক সভ্যতার ধারক। পৃথিবীর মানুষ একদিনে এ অবস্থায় উন্নীত হয়নি। গুহাবাসী মানুষ হাজার বছরের সাধনা দিয়ে সাজিয়েছে তার প্রিয় আবাস এ পৃথিবীকে। অনেক বাধা-প্রতিবন্ধকতা পরাজিত করে মানুষ আশে নিজে প্রতীতিষ্ঠ করেছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে। নিরলস সাধনা আছে বলেই মানুষ ছুটে চলেছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। নভোযান প্রেরি নানারকম ছবি কৌতূহল মেটাচ্ছে মানুষের। এসব কিছুর পেছনে আছে বহু বছরের পরিশ্রম। মানুষ চাঁদের ধূলায় ঝাঁকে দিয়েছে ত পদচিহ্ন। মঙ্গল গ্রহের মাটি খুঁড়ে নভোযান ফিনিশ পৃথিবীবাসীর জন্য বয়ে এনেছে নতুন বার্তা। নিয়ত বৈরী পরিবেশকে ডিঙিয়ে জ হওয়ার অবিরাম এ প্রচেষ্টাই অধ্যবসায়।



**অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা:** একটি সফল মানবজীবন অধ্যবসায়েরই প্রাপ্তি। যুগে যুগে যেসব ব্যক্তি সুখ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন, তাঁদের সফলতার পেছনে অধ্যবসায় বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। বড়ো বড়ো শিল্পী-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী-সেনানায়ক, ধর্মপ্রবর্তক-সকলেই ছিলেন অধ্যবসায়ী। তাঁরা বারবার ব্যর্থ হয়েও অক্লান্ত পরিশ্রম করে অসীম ধৈর্য সহকারে নিজ নিজ আদর্শের পথে অগ্রসর হয়েছেন— তাইতো কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বলেছেন:

“কেন পান্থ ক্ষান্ত হও, হেরি দীর্ঘ পথ

উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?”

কবির এ বাণী প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে সফলকামী মানুষের চলার পথে। সকলের উচিত, অধ্যবসায়ের প্রয়োজনকে গ্রহণ করে, উদ্যম না হারিয়ে সামনে এগিয়ে চলা।

মানবজীবনের যেকোনো কাজে ব্যর্থতা আসতে পারে, কিন্তু সে বাধাকে ভয় পেয়ে বসে থাকলে চলবে না। কারণ জীবনের সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার অর্থ হলো, জীবনকে অস্বীকার করা। রাতের আঁধার পেরিয়ে যেমন দিনের আলো এসে দেখা দেয় তেমনই কাজের ক্ষেত্রেও ব্যর্থতার পরে আসে সফলতা। সকল ধর্মগ্রন্থে অধ্যবসায়কে অন্যতম চারিত্রিক গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যথার্থ অধ্যবসায় না থাকলে বা এর যথার্থ প্রয়োগ না হলে বিশ্বাস, মেধা বা সুযোগ কোনোকিছুই চূড়ান্ত সার্থকতা এনে দিতে পারে না। মানুষকে জীবনে অনেক অমসৃণ পথ পাড়ি দিয়ে নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়। মানুষের অজীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন অধ্যবসায়। তাছাড়া নিজেকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অধ্যবসায়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যে ব্যক্তি অধ্যবসায়ী নয় সে মনের দিক থেকে পশু। ফলে তার দ্বারা সমাজের কোনো উন্নতি হয় না। প্রকৃতপক্ষে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অধ্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিমিত। নৈরাশ্য ও ব্যর্থতাকে জয় করার প্রধান উপায় হলো অধ্যবসায়। কথায় আছে “Failure is the pillar of success”.

**ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়:** ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। মানুষের জীবন নির্মাণের প্রস্তুতিপর্ব এই ছাত্রজীবন। তাই যে ছাত্র যত বেশি অধ্যবসায়ী সে তত সুন্দর জীবনের অধিকারী হয়। যার ছাত্রজীবন আলস্যে পরিপূর্ণ তার পক্ষে কখনোই নন্দিত জীবনের তৃপ্তি ভোগ করা সম্ভব নয়।

ছাত্রদের জানা উচিত তাদের আরও জানা উচিত “Diligence is the mother of good luck (Franklin)”। অনেকে মনে করেন যাঁরা জীবনে বড়ো হয়েছে তাঁরা অত্যন্ত মেধাবী ও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। প্রতিভা কারও একচেটিয়া অধিকার নয়। তা সকলেরই থাকে, তবে একে যথাযথ কাজে লাগাতে হয়। এ সম্পর্কে ডাল্টনের কথা স্মরণযোগ্য, “লোকে আমাকে প্রতিভাবান বলে, কিন্তু আমি পরিশ্রম ছাড়া কিছুই জানি না।” আবার ভলতেয়ার বলেছেন, “প্রতিভা বলে কিছু নেই। পরিশ্রম ও সাধনা করে যাও তাহলে প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে।” জীবন যুদ্ধে সফলতার মূলচাবি যে অধ্যবসায় তা ইতিহাসের পাতা উল্টালে সহজেই প্রতীয়মান হয়। বিজ্ঞানী নিউটন বলেন, “আমি সারা জীবন শুধু সমুদ্র তীরের বালু নুড়ি নিয়েই খেলা করেছি সমুদ্রের বিশাল জলরাশি আর দেখা হয়নি।” উক্তিটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর অধ্যবসায়ের দৌড় কতটুকু ছিল। নেপোলিয়ান জীবনে অসম্ভব বলে কিছু জানতেন না। তাই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, “Impossible is a word to be found in the dictionary of fools”. তাঁর সেদিনের সেই উক্তি ও সফলতা তাঁর অদম্য অধ্যবসায়ের ফসল। আর এরকম দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় অসংখ্য। তাই বোঝা যায়, জীবনে সফল হতে হলে অধ্যবসায়ী হওয়া একান্তভাবে আবশ্যিক।

**ব্যক্তিজীবনে অধ্যবসায়:** ব্যক্তিজীবনে মানুষ সকলেই স্বতন্ত্র। বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির দিক থেকে প্রতিটি মানুষ আলাদা।

ব্যক্তিজীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য বুদ্ধির বিকাশ, সুদৃঢ় সংকল্প ও কাজের প্রতি আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। এগুলো ছাড়া জীবনে কোনো কিছুই অর্জন করা সহজ নয়। তাই জীবনকে সুখময় ও সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য অধ্যবসায়ের গুরুত্ব রয়েছে। তাই আত্মোন্নয়নের জন্য চাই অধ্যবসায়।

**অধ্যবসায় ও সমাজ জীবন:** মানুষ সামাজিক জীব। তাই সামাজিক জীব হিসেবে বেঁচে থাকা তার স্বাভাবিক স্বভাব। সমাজের সবকিছু ব্যক্তির জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে, ফলে সেই সমাজের নিয়ম-কানুনগুলো ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। মূলত, একটি সমাজের সমষ্টিগত সাফল্য সেই সমাজের ব্যক্তিদের দ্বারা অর্জিত হয়। কেননা, অধ্যবসায় সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তিই সমাজকে সুন্দর ও বসবাসযোগ্য করে তোলে। মানুষের আচরণ সমাজকে প্রভাবিত করে। সামাজিক অনুশীলনের মাধ্যমে যদি ব্যক্তির মানসিক শক্তি অর্জিত হয় তবে ব্যক্তি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

**জাতীয় জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব:** জাতির উন্নয়নের জন্য সকল জনগণকে অধ্যবসায়ী হতে হবে। ব্যক্তির অধ্যবসায় জাতির জন্য বৃহত্তর কল্যাণ বয়ে আনে। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টাই একটি জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। বর্তমানে যেসব জাতি উন্নতির শিখরে অবস্থান করছে, তা সম্ভব হয়েছে কেবল অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের কারণে। পূর্বের ইতিহাস তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অধ্যবসায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।



**জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধ্যবসায়:** জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রয়েছে অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে মানুষের নিরলস সাধনা ও শ্রম। বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার যেমন-মানুষ বিদ্যুৎ আবিষ্কার করে অন্ধকার দূর করেছে, বিমান আবিষ্কার করে জয় করেছে আকাশ, রকেটের সাহায্যে জয় করেছে চন্দ্র বিজয়ের গৌরব। ইন্টারনেট আবিষ্কার করে বিশ্বকে এনেছে হাতের মুঠোয়। মানুষের এসব সাফল্যের পেছনে রয়েছে তার অদম্য সাধনা আর অধ্যবসায়।

**অধ্যবসায় ও আজকের বিশ্ব:** বর্তমান বিশ্বে অধ্যবসায়ের কোনো বিকল্প নেই। আজকের বিশ্ব মূলত অধ্যবসায়ের ফলে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা প্রভৃতি দেশ কেবল অধ্যবসায়ের ফলেই উন্নতির শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে।

**প্রতিভা ও অধ্যবসায়:** অনেকে প্রতিষ্ঠার স্তুতি গাইতে গিয়ে প্রতিভাকে অধ্যবসায়ের ওপরে স্থান দেন। বস্তুত সত্য হচ্ছে প্রতিভা নয়, বরং অধ্যবসায়ই সাফল্যের চাবিকাঠি। যদি এমন কেউ থাকে, যে কি না অধ্যবসায়হীন অথচ নিজেকে প্রতিভাবান দাবি করে আলস্যে গৃহকোণে পড়ে থাকে, তবে তাকে জ্ঞানী বলাই হবে জ্ঞানহীনের কাজ। জগতের সকল কীর্তিমানই স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের কৃতকার্যের পেছনে কেবল প্রতিভা ছিল না, ছিল কঠোর অধ্যবসায়।

**অধ্যবসায়ই সাফল্যের চাবিকাঠি:** যেকোনো কাজে সফলতা অর্জনের জন্য চাই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় ছাড়া কোনো কাজে সফল হওয়া যায় না। ইতিহাসের পাতায় যারা আজও অমর হয়ে আছেন, তারা অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই সফল হতে পেরেছিলেন। তারা ব্যর্থতাকে জয় করে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়কেই জীবনের একমাত্র অনুষ্ণু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ডের সঙ্গে ছয়বার যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বিষণ্ণ মনে বন-জঙ্গলে ঘুরছিলেন। তখন একদিন এক গুহায় একটি মাকড়সাকে সাতবার চেষ্টা করে সুতা জড়াতে দেখে তিনি অদম্য উৎসাহ নিয়ে সপ্তমবারের মতো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেন। আবার মহাকবি ফেরদৌসী দীর্ঘ তিরিশ বছর সাধনা করে অমর মহাকাব্য 'শাহনামা' রচনা করেন। তাই বলা যায় একমাত্র অধ্যবসায়ই মানবজীবনে সোনালি অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।

**অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত:** মহামনীষীদের জীবনচরিত আলোচনা করলে অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত মেলে। নেপোলিয়ন অধ্যবসায়ী ছিলেন বলেই বলেছিলেন, 'অসম্ভব' শব্দটি কেবল বোকাদের অভিধানেই পাওয়া যায়। বিজ্ঞানী নিউটন, আইনস্টাইন, মনীষী কার্ল মার্ক্স, স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুসসহ জগতের বিভিন্ন মনীষীর জীবনে অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

**অধ্যবসায় বিমুখতার ফলাফল:** অধ্যবসায়ের অভাবে মানুষের প্রতিভা অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়। অধ্যবসায়হীন মানুষ জড় পদার্থে পরিণত হয়। তাদের দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম সাধিত হয় না। জীবনে চলার পথে তাদের পদে পদে মুখ খুবড়ে পড়তে হয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতা অনিবার্য। একসময় তারা কালের অতল গহুণে হারিয়ে যায়। সমাজ তাদের নিষ্ক্ষেপ করে আত্মকুণ্ডে। অধ্যবসায়ের সাথে কাজ না করে কেবল ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে জীবনের অধঃপতন অনিবার্য।

**অধ্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতা:** অধ্যবসায়ের মূল প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে অলসতা। এছাড়াও সংসাহস ও মনোযোগের অভাব অধ্যবসায়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আলস্য, সংসাহস ও মনোযোগের অভাবে মানুষ সাধনায় নিমগ্ন হতে পারে না। এই সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ইচ্ছাশক্তি ও রুতুপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা ইচ্ছা থাকলেই কোনো না কোনো উপায় বের হয়ে আসে। কেবল ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমেই মানুষ প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূলে আনতে পারে।

**উপসংহার:** অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই জীবনে জয়ী হওয়া যায়। সাফল্য নামক সোনার হরিণ লাভের জন্য আমাদেরকে তাই অধ্যবসায়ী হতে হবে। জীবনে একবার সফলতা আসলে আর পিছুপা হতে হয় না। এ সম্পর্কে: Chamfort-এর উক্তিটি স্মরণীয় "Success makes success or money makes money." ইতিহাস থেকে জানা যায় পৃথিবীর অধিকাংশ জ্ঞানী-গুণী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতরা শুধু অধ্যবসায়ের শক্তিতেই জীবনে সফলতা লাভ করেছেন। তাঁদের মনে ছিল বড়ো সাহস ও জানার প্রচণ্ড আগ্রহ, অন্যকিছু নয়। তাই কবি কালী প্রসন্ন ঘোষ তার কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন-

“পারিব না এ কথাটি বলিও না আর।

একবার না পারিলে দেখ শতবার।”

১০। নারীর ক্ষমতায়ন/ নারী শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন/ নারী শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকা/ জাতি গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা

[চ. বো.'২৩, ১৯; রা. বো.'১৭; য. বো.'১৭; ম. বো.'২৩]

**ভূমিকা:**

“কোন কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি;

প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয় লক্ষ্মী-নারী।”

— কাজী নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশের নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়া জালে নারীদেরকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। তার মেধা ও শ্রমশক্তিকে সমাজ ও দেশ গঠনে সম্পৃক্ত করা হয়নি। নারী উন্নয়ন বা ক্ষমতায়নে গ্রহণ করা হয়নি কোনো বাস্তব পদক্ষেপ। অথচ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে সহায়তা করে নারী। পুরুষের যেকোনো সাফল্যের পিছনে থাকে নারীর পরোক্ষ অবদান। এটি কোনো একমুখী প্রক্রিয়া নয় বরং দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় নারীর মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিতকরণ, সাংবিধানিক নিশ্চয়্যাসহ রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের সকল স্তরে, তথা পারিবারিক, সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নারীর অংশগ্রহণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ।



**নারীর ক্ষমতায়ন:** বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়ের মধ্যে একটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 'empowerment' অর্থাৎ ক্ষমতায়ন শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায় ১৮৬০-এর সমসাময়িক সময়ের অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা বোঝাতে। আশির দশকে তা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রশ্নে দুটো প্রত্যয় সরাসরি বিবেচনা করা প্রয়োজন। তা হচ্ছে নারীর অবস্থা ও নারীর অবস্থান। নারীর অবস্থা বলতে বোঝায় নারীর বৈষয়িক অবস্থা যেমন- পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয় ইত্যাদি। অন্যদিকে নারীর অবস্থান হলো সরাসরি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ, অধিকার, পছন্দ, মর্যাদা ইত্যাদি। আর নারীর ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং প্রভাবিত করার অধিকার, সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জন। বেসরকারি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে নারীর সামগ্রিক অধিকার অর্জনের দাবি বোঝাতে ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ উইথ উইমেন ফর নিউ ইরা (Development Alternative with women for new era) নারীর ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করেছে- "জেন্ডার বৈষম্যহীন এক পৃথিবী গড়ে তোলা, যেখানে পৃথিবীতে ক্ষমতায়নে নারী তার নিজের জীবনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।"

**সংবিধানে নারীর অবস্থান:** বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর যথাযোগ্য অবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে নারীর অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধারা সন্নিবেশ করা হয়েছে।

- ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে – “জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের ক্ষমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।”
- ২৭ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে – “সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।”
- এছাড়াও ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩), ২৮(৪), ২৯(১), ২৯(২) ধারায় নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকারের বিধান রয়েছে।
- ৬৫(৩) ধারায় নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষিত আছে এবং এ ধারার অধীনে নারী স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

**বিশ্বের প্রেক্ষাপটে নারী:** পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোতে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি প্রথম সাদা জাগায়। আর এ ক্ষমতায়ন সফল করতে এগিয়ে আসে জাতিসংঘ। জাতিসংঘ নারীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালকে ‘বিশ্ব নারী বর্ষ’, ১৯৭৫-১৯৮৫ সালকে ‘নারী দশক’ হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে, ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে, ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে এবং ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ১৯১০ সালের ৮ মার্চ কোপেনহেগেন শহরে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে জার্মানির নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। উন্নত দেশগুলোতে যেমন আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা, জাপান প্রভৃতি দেশের নারী সকল ক্ষেত্রে পারদর্শী।

**বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী:** বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণেই নারীরা বৈষম্যের শিকার হয়। কিন্তু এ বৈষম্য দূর করতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে নারী মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত নারীর পুনর্বাসন এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে “নারী পুনর্বাসন বোর্ড” গঠন করা হয়। ১৯৭৮ সালে গঠিত মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে ১৯৯৪ সালে বর্ধিত করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রূপান্তর করা হয়। দারিদ্র্য বিমোচন, নারী নির্যাতন, নারী পাচার রোধ, নারীর নিরাপত্তা এবং সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই হলো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য। নারীকে অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য National Strategy for Accredited Poverty Reduction (NSAPR-II)-এ বিভিন্ন কার্যক্রম সন্নিবেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রায় ৭৬% আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। এই পোশাক তৈরির খাতে নারী শ্রমিকের অবদানই সবচেয়ে বেশি।

**নারীর ক্ষমতায়নে জাতীয়-আন্তর্জাতিক উদ্যোগ:** নারীর ক্ষমতায়নে তথা জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। যেমন-

- **নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW):** নারীর অধিকার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ করে তুলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) গৃহীত হয়। সিডও সনদে ৩০টি ধারার মধ্যে ১ থেকে ১৬ ধারা নারী-পুরুষ সমতা সংক্রান্ত।
- **বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা:** ১৯৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর বেইজিং এর চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। বেইজিং এ গৃহীত কর্মপরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য ছিল “নারী সমাজকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে নিরাপত্তা প্রদান এবং পারিবারিক, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ।” বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে ১২টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
- **জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি:** সংবিধানের আলোকে নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নকে সুসংহত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়ন নীতি প্রণীত হয়। পরবর্তীতে যুগের চাহিদার আলোকে ২২টি লক্ষ্য ও ২৫টি অধিক্ষেত্রসহ ২০১১ সালে নারী উন্নয়ন নীতি পুনর্গঠন করা হয়। এই নীতি বাস্তবায়নে সরকারি বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।



**নারীর ক্ষমতায়নের অন্তরায়সমূহ:** তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নারীর ক্ষমতায়ন সন্তোষজনক নয়। এসব রাষ্ট্রে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো এতটাই দুর্বল যে তারা তাদের নারী সমাজের উন্নয়নে পরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারে না। সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষাক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও আইনি পদক্ষেপ, সংকীর্ণ চিন্তা-চেতনা ও মনোভাব এসব কিছুই নারীর ক্ষমতায়নে বাধা সৃষ্টি করে। নারীর ক্ষমতায়নে প্রধান অন্তরায়সমূহ নিম্নরূপ-

- **সামাজিক কারণ:** সমাজে কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়াকে এক ধরনের বোঝা মনে করা হত। তারা পারিবারিকভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে বড় হতে থাকে। তারপর সমাজের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী স্বামীর সংসারে আসার পরও তারা অবহেলা, অবজ্ঞা ও প্রবঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা পায় না। নারীকে 'ঘরের লক্ষ্মী' বলা হয়। অজ্ঞ সমাজে নারীর অবদানকে কখনোই মূল্যায়ন করা হয় না। ফলে তারা আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে এবং নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখে।
- **রাজনৈতিক কারণ:** মহিলারা সাধারণত তিনটি কারণে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। সেগুলো হলো- (ক) সামাজিকীকরণে ভিন্নতা, (খ) কম শিক্ষিত, (গ) হীনমান্যতা ও প্রাচীন মনোভাব। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে সমাজের চোখে হয় করে দেখা হয়। শিক্ষার অভাবে আত্মবিশ্বাস কম থাকায় নারীরা রাজনীতিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। রাষ্ট্রীয়ভাবে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এবং সমর্থন না থাকায় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত হয়।
- **অর্থনৈতিক কারণ:** প্রখ্যাত নারীবাদী লেখিকা Easter Boserup তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Womens Role in Economic Development"- এ নারীর অন্যতম শত্রু হিসেবে দারিদ্র্যকে নির্দেশ করেছেন। বাংলাদেশের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী শতকরা ৪০ ভাগ জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশই নারী। কর্মক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রাখা হয়েছে। এছাড়া সংসারে নারীর শ্রম বিনিময়ের কোনো মাপকাঠি উদ্ভাবিত হয়নি।

**নারীর ক্ষমতায়নে করণীয়সমূহ:** নারীর ক্ষমতায়নে নারীকেই সবার প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। নিজেরা সচেতন না হলে, নিজের উন্নয়ন নিজে না ভাবলে ক্ষমতায়ন অসম্ভব। তাই নারীদের যাবতীয় অধিকার আদায়ে সচেতন হতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নে করণীয়সমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো-

- বেগম রোকেয়া নারী জাতির অগ্রগতির জন্য শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- "আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে।" নারীশিক্ষা বৃদ্ধির হার বাড়ানোর পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তকে নারীর আইনগত ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত তথ্য সংযোজিত করতে হবে।
- সামাজিকতার দোহাই দিয়ে নারীকে ঘরে বন্দী করে রাখা যাবে না। নারীর প্রতি প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে সমাজে পুরুষের সমমর্যাদায় নিয়ে আসতে হবে।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ এবং মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে নারীকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করতে হবে।
- কর্মস্থানে নারীর নিরাপত্তা প্রদান এবং সমান মজুরি প্রদানের মাধ্যমে নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে যোগদানের সুযোগ করে দিতে হবে।

**নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:** বাংলাদেশ সরকার নারীর ক্ষমতায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো -

- সরকার বিনামূল্যে ৬-১০ বছর বয়সী সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারছে।
- দুস্থ, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য বর্তমান সরকারের বহুমুখী প্রকল্প চালু আছে; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ভিজিএফ, ভিজিডি, দুস্থ ভাতা, মাতৃত্বকালীন ও গর্ভবতী মায়েরদের ভাতা, অক্ষম মা ও তালুকপ্রাপ্তদের জন্য ভাতা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, আমার বাড়ি- আমার খামার ইত্যাদি।
- কর্মজীবনে নারীদের অংশগ্রহণকে সহজ করার লক্ষ্যে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।
- প্রান্তিক নারীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য খোলা হয়েছে গ্রামভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিকের; মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার ফ্রিমের আওতায় গর্ভধারণ থেকে প্রসবকালীন সব খরচ, এমনকি যাতায়াত খরচও এখন সরকার বহন করে।
- নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা রোধে ২০১২ সালে প্রণয়ন করা হয় 'পারিবারিক সহিংসতা দমন ও নিরাপত্তা আইন-২০১২'।
- নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে এবং ৯টি One stop crisis center ও ৬০টি One stop crisis cell খোলা হয়েছে।

**নারী নির্যাতন প্রতিরোধ:** নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অচিরেই নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে সুপরিচালিত কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এসব কর্মসূচির আওতায় সচেতনতা বৃদ্ধি, শান্তিমূলক ব্যবস্থা, মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা, নিরাপদ আশ্রয় ও পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে, যাতে করে নারী নির্যাতনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ কৌশল হিসেবে মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলসহ অন্যান্য নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কর্মপরিকল্পনা বিস্তৃত ও শক্তিশালী করা যেতে পারে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের উচিত নারী ও শিশু বিষয়ক অপরাধের বিচার দ্রুত নিষ্পত্তি করা এবং সমন্বয়যোগ্য কঠোর আইন পাস করা।



## উপসংহার:

“নিশ্চয় যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর,  
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।”

সুযোগ সৃষ্টি হলে নারী দেশ তথা রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে নিজেকে দক্ষ প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছে। আগামীতে নারীরা সকল প্রকার বাধা অতিক্রম করে নিজের অবস্থান আরও দৃঢ় করবে। সমস্ত দুর্বলতাকে পিছনে ফেলে জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতিতে তারা জয়লাভ করবে। কাজেই সকল ক্ষেত্রে নারীর বিচরণের উপর নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন নির্ভরশীল। সর্বোপরি সকল নিরাপত্তার অঙ্গীকারের সাথে সাথে নারীর কাজের সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে

## ১১। মাদকাসক্তির কারণ ও প্রতিকার/ মাদকাসক্তি ও আমাদের যুবসমাজ

[ক.বো., ম.বো. '২৩; চা.বো. '১৯; য.বো. '১৯; দি.বো. '১৯; সি.বো. '১৭; কু.বো. '১৭]

## মাদকাসক্তির কারণ ও এর প্রতিকার

**ভূমিকা:** বর্তমান সময়ে মাদকাসক্তি এক ভয়াবহ বৈশ্বিক সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। অপার সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজের জন্য মাদকাসক্তি এখন এক মরণ ফাঁদ। এই ঘাতক ব্যাধিতে আসক্ত হবার ফলে সমাজ হচ্ছে কলুষিত এবং দেশ, জাতি ও পৃথিবীর জন্য অপেক্ষা করছে মর্মান্তিক পরিণতি। তাই একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য, আলোকিত আগামীর জন্য মাদকাসক্তির মতো মরণধাওয়া থেকে তরুণ ও যুব সমাজকে রক্ষা করা একটি অবশ্য কর্তব্য বিষয়।

**মাদক ও মাদকাসক্তি:** মাদকদ্রব্য হলো প্রাকৃতিকভাবে অথবা রাসায়নিকভাবে উৎপন্ন পদার্থ যা নেশা তৈরি করে। এসব পদার্থ যারা সেবন করে তাদেরকে মাদকাসক্ত বলা হয়। মাদক সেবনের উদগ্র আকাজক্ষাকে বলা হয় মাদকাসক্তি। মাদকাসক্তি এমন এক নেশা যাতে একবার জড়িয়ে পড়লে, তা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না। এর পরিণতি অকালমৃত্যু। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য রয়েছে। কিছু কিছু মাদক ব্যথানাশক ও চেতনানাশক হিসেবে চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ মাদকই নেশাকারী পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম, ইয়াবা, ফেনসিডিল, হেরোইন, প্যাথেন্ড্রিন, মরফিন, কোকেন, চরস, পপি, মারিজুয়ানা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য মাদক। এগুলোর বেচা-কেনা বাংলাদেশে অবৈধ। তা সত্ত্বেও গোপনে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এগুলোর বেচা-কেনা চলে। তরুণ সমাজের বড়ো একটি অংশ এসব মাদক গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেদের ধ্বংস করার খেলায় মেতে ওঠে।

**মাদকের উৎস:** মাদকের উৎস বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাদক উৎপাদিত হয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি অসাধু মুনাফালোভী বিশাল চক্র। মাদকের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন, চোরাচালানও হয় অনেক দেশে। থাইল্যান্ড-মায়ানমার-লাওস (গোল্ডেন ট্রায়ান্গেল), আফগানিস্তান-ইরান-পাকিস্তান (গোল্ডেন ক্রিসেন্ট) মাদক চোরাচালানের প্রধান অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। মাদকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলো আফিম। পপি নামক উদ্ভিদ থেকে আফিম তৈরি হয়। আফিম থেকে তৈরি হয় ‘মরফিন বেস’। মরফিন বেস থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় হেরোইন। ব্রাজিল, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর প্রভৃতি দেশে মাদক উৎপাদন ও চোরাচালানের বড়ো একটি নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এই নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

**মাদকাসক্তির কারণ:** জীবনের হতাশা ও দুঃখবোধ থেকে সাময়িক স্বস্তি লাভের আশায় মানুষ প্রথমবার মাদক গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। অনেকে অন্যের প্ররোচনায় মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। অনেকে কৌতূহলবশতও প্রথমবার মাদক গ্রহণ করে থাকে। তবে যেভাবেই হোক, কেউ একবার মাদক গ্রহণ করলে সেই আসক্তি থেকে বের হওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়। সেই সুযোগে বিপথগামী কিছু মানুষ এবং বহুজাতিক মাদক সংস্থাগুলো অবৈধ অর্থের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে।

পাশ্চাত্যের মাদক উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা এশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতে ব্যবসা করতে বাংলাদেশকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করছে। করিডোর হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য অনেকটা সহজলভ্য। এই সুযোগে কিছু অসাধু লোক এখানেও একটি মাদকের বাজার সৃষ্টি করেছে। এইসব খারাপ লোকের চেষ্টায় বর্তমান বাংলাদেশে মাদকাসক্ত লোকের সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। দিন দিন এই সংখ্যা বাড়ছে।

**মাদকাসক্তির কুফল:** মাদকে আসক্ত ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি কমে যায়, নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়, দেহের ওজন কমেতে থাকে, হাসি-কান্নার বোধ ও বিচারবুদ্ধি থাকে না। এক পর্যায়ে সে জীবনমুত অবস্থায় পৌঁছে যায়। মাদকের মূল্য বেশি হওয়ায় খুব অল্প দিনেই মাদকাসক্তের সঞ্চিত অর্থ ফুরিয়ে যায়। তখন তারা অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। ক্রমে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ নানা অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির এভাবে নিজেদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের সুস্থতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এদের নৈতিক অধঃপতন সমাজের অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। ফলে গোটা সমাজেই পচন ধরতে শুরু করে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি পারিবারিক ও দাম্পত্য কলহের কারণ হয়। অশান্তির জের ধরে বহু মাদকাসক্ত এক পর্যায়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। পরিবার ও সমাজের জন্য সেই ক্ষতি অপূরণীয়। এছাড়া সবচেয়ে ভয়াবহ তথ্য হলো, মাদকাসক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সি লোক বেশি। অথচ দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এই বয়সি লোক সবচেয়ে উপযুক্ত। আবার এই বয়সের নারীরাই সবচেয়ে বেশি প্রজননক্ষম। তাই এই বয়সের নারী-পুরুষ মাদকাসক্ত হওয়ার অর্থ হলো, একদিকে দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করা, অন্যদিকে সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনাকে অন্ধুরে বিনষ্ট করা।



**মাদকাসক্তির প্রতিকার:** মাদকাসক্তির সর্বনাশা প্রভাব থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। সকলেই ভাবছেন, কেমন করে এর করাল গ্রাস থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা যায়। ইতোমধ্যেই দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে। বাংলাদেশেও মাদকবিরোধী একাধিক সংগঠন কাজ করেছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোতে মাদক গ্রহণ ও বিস্তার প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচারণা লক্ষ করা যায়। সরকারের সমাজসেবা কর্মসূচিতে মাদক প্রতিরোধ ও মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু আছে এবং এদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাদকের হাত থেকে দেশের যুবসমাজকে বাঁচাতে একটি কার্যকর পদক্ষেপ হলো প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং সেখানে বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করা। অন্তত বেকারত্বের হতাশা থেকে যেসব মাদকাসক্তির ঘটনা ঘটে, এর ফলে তা দূর হবে। তবে সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ হলো মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানকে নির্মূল করা। এজন্য দরকার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা রেখে কঠোর আইন প্রণয়ন করা এবং তা প্রয়োগ করে দেখানো।

**উপসংহার:** মাদকাসক্তির কারণে সমাজের কোনো এক জায়গায় অশান্তি সৃষ্টি হলে, সেই অশান্তি গোটা সমাজকে গ্রাস করতে পারে। তাই মাদকাসক্তিকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় মনে করলে চলবে না। যে তরুণ সমাজ দেশের ভবিষ্যৎ, তারা যদি সুস্থতার মধ্য দিয়ে বড়ো হয়, তাহলেই তারা সুস্থ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দিতে পারবে, অন্যথায় নয়। তাই মাদকের করালগ্রাস থেকে দেশ ও সমাজকে বাঁচাতে হবে।

## ১২। মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

[দি.বো.'২৩]

### মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

**ভূমিকা:** পিতা মাতার কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম। এই ঋণ অপরিশোধ্য। এ জন্য প্রত্যেক ধর্মেই পিতামাতাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। “মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত”। “জননী জন্মভূমি স্বর্গদপি গরীয়সী”। পিতা ধর্ম, পিতা কর্ম, পিতাই পরম তপস্যার ব্যক্তি। মাতাপিতা যেমন আমাদের স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে ছোটো থেকে বড়ো করেছেন, তেমনি মাতারপিতা প্রতিও আমাদের অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে।

**সন্তানের জীবনে মা-বাবার অবদান:** প্রত্যেক মা-বাবাই সীমাহীন আত্মত্যাগ করে পরম স্নেহে সন্তানকে বড়ো করে তোলেন। সন্তানকে লালন-পালন করা, তার লেখাপড়া, সুখ-স্বাস্থ্য নিয়ে মা-বাবা সারাজীবনই উদ্বিগ্ন থাকেন। মা-বাবা নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ান, নিজে না পরে ভালো পোশাকটি সন্তানের গায়ে তুলে দেন। সন্তানের জন্য উৎকণ্ঠায় মা-বাবা বিনিদ্র রজনী কাটান। সন্তানের যে-কোনো অমঙ্গল মা-বাবার জন্য বেদনার কারণ হয়। কঠোর পরিশ্রম আর সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মা-বাবা যা আয়-রোজগার করেন, তা নিঃস্বার্থভাবে সন্তানের জন্যই ব্যয় করেন। বটবৃক্ষের মতো মা-বাবার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে সন্তান বড়ো হয়, বিকশিত হয়। সন্তানের প্রতি মা-বাবার এই যে মায়ামমতা, তা স্বর্গীয়। সন্তানের জীবনে মা-বাবা আশীর্বাদস্বরূপ। তাই কোনো অবস্থাতেই মাতাপিতাকে অবহেলা করা সন্তানের জন্য গর্হিত কাজ। মাতাপিতার মনে কষ্ট জাগে, এমন আচরণ ও কথা কখনো বলা উচিত নয়।

**মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য:** সন্তানের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করা। তাদের শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁদের প্রতি সবসময় বিনম্র আচরণ করা। মনে রাখতে হবে, মাতাপিতার শাসনের আড়ালে থাকে ভালোবাসা, মঙ্গল-কামনা। তাদের মতো অকৃত্রিম স্বজন পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। মাতাপিতা যেমনই হোক না কেন, সন্তানের কাছে তারা সব সময় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাই তাদের অবাধ্য হওয়া কোনো ক্রমেই উচিত নয়। অবাধ্য সন্তান মাতাপিতার কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কৃতী সন্তান পিতামাতার কাছে মাথার মুকুটস্বরূপ। যে সন্তান মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত, তারা জীবনে সাফলতা লাভ করে। হজরত আব্দুল কাদির জিলানি (রা) ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হয়েও মাতৃ-আজ্ঞা পালন করেছেন মিথ্যাকথা না বলে। এতে ডাকাত সর্দার অভিভূত হয়ে সৎপথ অবলম্বন করেছিল। হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (রা) অসুস্থ মাতার শিয়রে সারারাত পানির গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মায়ের ডাকে দুর্যোগপূর্ণ রাতে সাঁতার দিয়ে দামোদর নদী পার হওয়ার কাহিনি কে না জানে। এরা সকলেই জীবনে সফল হয়েছেন এবং মহান ব্যক্তি হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন। কাজেই মাতাপিতার কথা মেনে চলা এবং তাঁদের প্রতি কর্তব্য পালন করা আমাদের জীবনে সফলতার সোপানও বটে। অনেক মাতাপিতা আছেন, তাঁরা নিজে অশিক্ষিত হয়েও সন্তানকে উচ্চশিক্ষা দান করেন। সেই সন্তান পড়ালেখা করে উচ্চপদে আসীন হয়ে অনেক সময় তাদের মাতাপিতার প্রতি কোনো দায়িত্ব পালন করেন না। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা দূরে থাক, ন্যূনতম দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন না। এটা সবচেয়ে দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়। কোনো সুসন্তান কখনো মা-বাবার প্রতি এমন অমানবিক আচরণ করতে পারে না। বৃদ্ধ অবস্থায় মা-বাবা সন্তানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তাদের অসুখ ও স্বাস্থ্যের প্রতি অধিক নজর দিতে হবে। তাদের সেবা-শুশ্রূষার প্রতি যত্নশীল হওয়া সন্তানের একান্ত কর্তব্য।

নির্মিত জগৎ



**ছাত্র জীবনে মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য:** পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন, “তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরিক করো না এবং পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ কর।”

পাশ্চাত্যের মনীষী রাস্কিন/রুস্কিন বলেছেন-

“Duty towards God, duty towards parents and duty towards mankind.”

ছাত্রাবস্থায় আর্থিকভাবে পিতামাতাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। তবে এ সময় তাদের হাতের কাজে সাহায্য করা যেতে পারে। তাদের সাথে জেদ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাদের আদেশ-উপদেশ মেনে চলতে হবে। যদি নিজের কোনো মতের সাথে তাদের মতের মিল না হয়, তবে তর্ক না করে অথবা দুর্ব্যবহার না করে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। সর্বোপরি, তারা মনে কষ্ট পায়, এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

**উপসংহার:** পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সুসন্তান হওয়ার আবশ্যিক শর্ত। বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনে মা-বাবার সেবা ও তাদের প্রতি যথার্থ কর্তব্য পালন করে সন্তান হিসেবে নিজের জন্মার্থণ শোধ করা উচিত। যদিও মা-বাবার ঋণ অপরিশোধ্য, তবু তাদের যেন অযত্ন, অবহেলা না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাদের মনে কষ্ট হয়, এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশেষত, বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবা যদি সন্তানের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা না পান, এর চেয়ে দুঃখের আর পরিতাপের কিছু নেই। এই অমানবিক ও হীন কাজ কেউ যেন না করে।

#### ◆ অনুশীলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

- |                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ০১। শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ [ঢা.বো., ম.বো.'২৪]                                                                                                                  | ১৯। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম [মাদ্রাসা বো.'২৪]                                               |
| ০২। যুদ্ধ নয় শান্তি [ঢা.বো., কু.বো., দি.বো.'২৪]                                                                                                              | ২০। শীতের সকাল [মাদ্রাসা বো.'২৪]                                                                 |
| ০৩। সময়ের মূল্য [রা.বো.'২৪]                                                                                                                                  | ২১। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ [ঢা.বো.'২৩]                                            |
| ০৪। বিজয় দিবসের তাৎপর্য/জাতীয় জীবনে বিজয় দিবসের তাৎপর্য [রা.বো., ব.বো.'২৪]                                                                                 | ২২। করোনা-উত্তর বিশ্ব অর্থনীতি ও বাংলাদেশ। [ঢা.বো.'২৩]                                           |
| ০৫। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প/পোশাক শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা [রা.বো., দি.বো., ম.বো.'২৪]                                                                          | ২৩। জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। [রা.বো.'২৩; ঢা. বো.'১৯]                                 |
| ০৬। বিজ্ঞানের সুফল ও কুফল [রা.বো.'২৪]                                                                                                                         | ২৪। বাংলাদেশের সামাজিক উৎসব। [রা.বো.'২৩, চ.বো.'১৭]                                               |
| ০৭। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পদ্মাসেতু। [রা.বো.'২৪]                                                                                                         | ২৫। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি [চ.বো.'২৩]                                                |
| ০৮। সাম্প্রতিক যুদ্ধ এবং এর প্রভাব [চ.বো.'২৪]                                                                                                                 | ২৬। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উন্নয়ন [চ.বো.'২৩]                                                     |
| ০৯। স্মার্ট বাংলাদেশ [চ.বো., ম.বো., মাদ্রাসা.বো.'২৪]                                                                                                          | ২৭। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও বর্তমান বাংলাদেশ [সি.বো.'২৩, কু.বো.'২৩]                               |
| ১০। ডিজিটাল বাংলাদেশ [ব.বো.'২৪]                                                                                                                               | ২৮। শুদ্ধাচার [ব.বো.'২৩]                                                                         |
| ১১। পরিবেশ দূষণ: কারণ ও প্রতিকার [ব.বো.'২৪, ব.বো.'১৯, কু.বো.'১৭]                                                                                              | ২৯। চিকিৎসাক্ষেত্রে বিজ্ঞান [দি. বো.'২৪, ব.বো.'২৩]                                               |
| ১২। জ্যোৎস্নাশোভিত রাত। [ব.বো.'২৪]                                                                                                                            | ৩০। বৈশ্বিক মহামারি: বাংলাদেশ। [ব.বো.'২৩]                                                        |
| ১৩। পদ্মাসেতু ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন/স্প্রের পদ্মাসেতু [য.বো.'২৪, রা.বো.'২৩]                                                                                     | ৩১। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পদ্মাসেতুর অবদান/ পদ্মাসেতু ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন [কু.বো.'২৩, দি.বো.'২৩] |
| ১৪। কর্মমুখী শিক্ষা [য.বো.'২৪, ঢা. বো., দি. বো.'১৯]                                                                                                           | ৩২। মানবকল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; [দি. বো.'২৩, ১৯; ম.বো.'২৩]                                  |
| ১৫। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস [কু.বো.'২৪]                                                                                                                     | ৩৩। বই পড়ার আনন্দ [ব. বো., কু. বো.'১৯]                                                          |
| ১৬। একুশ বাঙালির অহংকার/ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/ একুশের চেতনা বা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/ [কু.বো.' ২৪, ঢা. বো.'২৩, ১৯, চ. বো.'১৯, ব. বো.'১৭, সি. বো.'১৭] | ৩৪। পরিবেশ সংরক্ষণে বনায়ন [চ. বো.'১৭]                                                           |
| ১৭। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার। [ম.বো.'২৪]                                                                                                        | ৩৫। একটি শীতের সকাল [ব. বো., য.বো.'১৭]                                                           |
| ১৮। ইসলামে দেশপ্রেম [মাদ্রাসা বো.'২৪]                                                                                                                         | ৩৬। বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষক। [সি. বো.'১৭]                                                         |
|                                                                                                                                                               | ৩৭। দুর্নীতি: কারণ ও প্রতিকার [কু. বো.'১৭]                                                       |
|                                                                                                                                                               | ৩৮। দেশ গঠনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা [দি. বো.'১৭]                                                    |
|                                                                                                                                                               | ৩৯। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ                                                                 |
|                                                                                                                                                               | ৪০। গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া ও বাংলাদেশ।                                                          |



ফুল  
সিলেবাস  
২০২৭

## মডেল টেস্ট

সূর্ণমান: ১০০

সময়: ৩ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের সূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দৃশ্যীয়।]

০১। (ক) 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

০৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লেখ:

প্রভাত, বিজ্ঞাপন, গণতন্ত্র, ঐতিহ্য, পদ্ম, চিত্র, জনকল্যাণ, অধ্যক্ষ।

০২। (ক) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের ৫টি নিয়ম লেখ।

০৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ:

সোনালী, শ্বাশুড়ী, আকাংখা, পিপিলিকা, বাল্মিকি, ইম্পিত, স্টেশন, সলজ্জিত।

০৩। (ক) উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

০৫

অথবা,

(খ) নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

এখন প্রচণ্ড শীত। কফিল ঠান্ডা থেকে রক্ষা পেতে উঠানে বসে সকালের মিষ্টি রোদে গা গরম করছিল। রান্নাঘর থেকে মা তাকে ডাক দেয় ভাপা পিঠা খেতে। তার মায়ের হাতের পিঠা যেন অমৃত। লোভাতুর জিহ্বার পরিতৃপ্তি সাধনে সে নগ্নপায়ে রান্নাঘরে দৌড় দেয়।

০৪। (ক) বাংলা শব্দ-গঠনের প্রক্রিয়াসমূহ কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

০৫

অথবা,

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যেকোনো পাঁচটি):

চৌরাস্তা, নদীমাতৃক, কাজলকালো, আয়কর, রক্তারক্তি, অতিমাত্র, তপোবন, অপরিপাক।

০৫। (ক) অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।

০৫

অথবা,

(খ) বন্ধনীর নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর কর (যেকোনো পাঁচটি):

(i) শহিদের মৃত্যু নেই। (অস্তিবাচক)

(ii) শিক্ষিত লোককে সবাই শ্রদ্ধা করেন। (জটিল)

(iii) তোমাকে এই খাতায় লিখতে হবে। (অনুজ্ঞাবাচক)

(iv) এ কথা স্বীকার করতেই হয়। (নেতিবাচক)

(v) এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। (সরল)

(vi) সে পরিশ্রমী হলেও নির্বোধ। (জটিল)

(vii) পরোপকারীকে সবাই শ্রদ্ধা করে। (যৌগিক)

(viii) এমন করা ঠিক হয়নি। (প্রশ্নবাচক)

০৬।

(ক) নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ করে লেখ:

০৫

(i) মাদকাশক্ত ভালো নহে।

(ii) তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।

(iii) অম্মাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।

(iv) আপনি স্ববাক্যসহ আমন্ত্রিত।

(v) একের বোঝা, দশের লাঠি।

(vi) আকর্ষণ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

(vii) রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ভয়ঙ্কর।

(viii) মেয়েটি বিদ্যান কিন্তু ঝগড়াটে।



অথবা,

(খ) নিচের অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ কর:

নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যতা দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে বিনা প্রয়োজনে মিটিং চলাকালীন সময়েও সে যখন তখন দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানবোধ করে সে। নিজের দৈন্যতা সে বুঝতেই পারে না কখনো। তাই নিজ অহংকারবোধ নিয়েই চলতে থাকে সে।

০৭। (ক) নিচের যেকোনো দশটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ:

১০

Prefix, Envoy, Justice, Agenda, Banquet, Galaxy, Bureau, Justice, Forecast, Boycott, Millennium, Parole, Oxygen, Tribunal, Memorandum

অথবা,

(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:

Books are man's best companion in life. You must have very good friends but you cannot get them when you need them. They may not speak gently to you. One or two may prove false and do you much harm. But books are always ready to be by your side. Some books may make you laugh. Some other may give you much pleasure. So, making friendship with books costs us nothing but gives us much.

০৮। (ক) বন্যায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একটি দিনলিপি রচনা কর।

১০

অথবা,

(খ) তোমার কলেজের ল্যাবরেটরির বিবরণ দিয়ে অধ্যক্ষ বরাবর একটি প্রতিবেদন লেখ।

০৯। (ক) সম্প্রতি পড়া কোনো বই সম্পর্কে বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ।

১০

অথবা,

(খ) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে 'নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট' হিসেবে নিয়োগলাভের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখ।

১০। (ক) সারাংশ লেখ:

১০

কোনো সভ্য জাতিকে অসভ্য করার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে, তাহলে তাদের সব বই ধ্বংস কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর। তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে, তারা বাঁচে না। দেশ বা জাতিকে উন্নত করতে ইচ্ছা করলে, সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে; তার মধ্যে এটাই প্রধান ও সম্পূর্ণ। জাতির মধ্যে সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর। আর কিছুই আবশ্যিকতা নাই।

অথবা,

(খ) ভাব-সম্প্রসারণ কর:

আলো বলে, "অন্ধকার তুমি বড়োই কালো।"

অন্ধকার বলে, "ভাই তাই তুমি আলো।"

১১। (ক) 'শিশু ও নারীর প্রতি সহিংসতা' বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

১০

(খ) প্রদত্ত শিরোনাম অবলম্বনে একটি খুদে গল্প লেখ:

'অসময়ের বন্ধু প্রকৃত বন্ধু।'

১২। যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখ:

২০

(ক) মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য

(খ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

(গ) আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ

(ঘ) পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার

(ঙ) যুদ্ধ নয় শান্তি



# স্বপ্নজয়ের দৃঢ় পণ... উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ

অফলাইন ও অনলাইন প্রোগ্রামসমূহ

## একাডেমিক প্রোগ্রাম

- ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম গণিত-বিজ্ঞান ফুল কোর্স
- ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম বাংলা-ইংলিশ ফুল কোর্স
- নবম-দশম একাডেমিক ফুল কোর্স
- নবম-দশম বাংলা-ইংলিশ ফুল কোর্স
- একাদশ-দ্বাদশ একাডেমিক ফুল কোর্স
- HSC বাংলা-ইংলিশ ফুল কোর্স
- HSC ICT ফুল কোর্স

## মডেল টেস্ট প্রোগ্রাম

- SSC মডেল টেস্ট
- HSC মডেল টেস্ট

## SSC পরবর্তী প্রোগ্রাম

- কলেজ এডমিশন
- HSC পাইওনিয়ার ব্যাচ

## HSC প্রি-এডমিশন প্রোগ্রাম

- মেডিকেল প্রি-এডমিশন কোর্স
- ইঞ্জিনিয়ারিং প্রি-এডমিশন কোর্স
- ভার্সিটি 'ক' প্রি-এডমিশন কোর্স
- ভার্সিটি 'খ' প্রি-এডমিশন কোর্স

## এডমিশন প্রোগ্রাম

- মেডিকেল + ভার্সিটি Math
- ইঞ্জিনিয়ারিং + Biology
- ভার্সিটি 'ক' & GST
- ভার্সিটি 'খ' & GST

## ট্যালেন্ট হান্ট প্রোগ্রাম

- ৬ষ্ঠ-৯ম ম্যাথ অলিম্পিয়াড
- SSC কেমিস্টার
- SSC & HSC উদ্ভাসিত মুখ
- HSC কেমিস্টার
- HSC CIVICS STAR
- মেডিকেল সম্ভাবনা
- BUET প্রিলি সম্ভাবনা
- চাবি 'ক' সম্ভাবনা
- চাবি 'খ' সম্ভাবনা
- ভার্সিটি 'খ' ট্যালেন্ট হান্ট

## স্পেশাল প্রোগ্রাম

- SSC ফাইনাল রিভিশন কোর্স
- HSC ফাইনাল রিভিশন কোর্স

## জব প্রিপারেশন প্রোগ্রাম

- BCS প্রিলি, লিখিত, ভাইডা

Helpline

📞 09666775566

🌐 www.udvash.com  
🌐 www.unmesh.com  
🌐 uttonon.academy



ঈদ্যামিশ আলোর মাঝে  
দেখো তোমার মুখ;  
জীবন মানে সংগ্রাম  
আর বিজয় মানে সুখ।

দেশব্যাপী ঈদ্যাম-এর  
শাখাসমূহের ঠিকানা দেখতে  
QR কোডটি স্ক্যান করো



অনলাইনে ভর্তির জন্য ভিজিট করো অথবা ফোন করো

🌐 [www.udvash.com](http://www.udvash.com) ☎ 09666775566